১৩২৯ বর্ষসূচী।

উৎসব।

—:*:—

শ্রীআত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৭শ বর্ষ } সন ১৩২৯ সাল, বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা।

নববর্ষে।

সেই সর্ব্বজন পূজিত, বিরাট পুরুষে
এস হে সকলে করি প্রণিপাত ;
সে যে পতিতপাবন, দয়ার সাগর
আশীষ করিছে তুলিয়া হাত।
এস এস এস, এস সবে এস,
এস না সকলে ত্বরিতে !
মন প্রাণ দিয়া, সব সমর্পিয়া,
লুটাবে চরণ তলেতে ;
সে যে অগতির গতি, চির-সুন্দর,
নিবাস শরণ ঠাঁই ;
জুড়াইতে জ্বালা, এ ভব সংসারে
সে বিনা গতি যে নাই।
এ নব বরষে, মনের হরষে,
বন্দি সে চরণ যুগল ;
হৃদয় মাঝারে, স্থাপি সে মুরতি
চল—করিগে জনম সফল।

উৎসব।

সে বিনে মোদের, আপনার জন
আর কেহ নাই ভবে,
বাক্য ভাবনায়, সকল করমে,
চলনা পূজিতে তবে।
অন্তিম সময়ে, কোলে টেনে নিতে।
সেই যে কেবল পারে ;
আর যাহা কিছু, সবই মায়াময়,
জানিয়া ডাকনা তারে।
কাতর পরাণে, ডাকি এস সবে,
মেতে যাই তার নামে ;
স্মরিলে সে মুখ, দূরে যায় দুঃখ,
এ ধরম সেই ধামে।
অঞ্জলি ভরিয়া, এস এস সবে,
সেই সুধা পান করি,
সে নাম রসেতে, ভিজায়ে রসনা,
এস-তাহারেই সদা স্মরি।
এ নব বরষে, মনের হরষে
এস—তারি তরে ভবে থাকি।
যুক্ত করেতে, মুক্ত হইতে,
প্রাণ খুলে তারে ডাকি।
সে যে দয়াময় কত দয়া তার
পারে কি কারেও ভুলিতে,
তার হই এস, তবেত নিদানে
সে আসিবে পার করিতে।
তাই এ নব বরষে, মনের হরষে
এস সবে তারে পূজিতে
ভকতি কুসুমে, গাঁথি মালা রাশি
চল যাই তারে বরিতে।

শ্রীঅতুলগোপাল রায়, পুরুলিয়া।

[আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপপ্রণেতা শ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্ত্তৃক লিখিত]

শ্রীসদাশিবঃ শরণং।

নমো গণেশায়।

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ ॥

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ ॥

প্রার্থনাতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'প্রার্থনা'-শব্দের অর্থ বিচার।

জিজ্ঞাসু—"প্রার্থনা কোন্ পদার্থ, তাহা জানিতে পারিলে, প্রার্থনার যে কার্য্যকারিতা আছে, তাহা সুখবোধ্য হইবে, প্রার্থনা, যোগ ও জপ ইহারা যে অভিন্নপদার্থ, প্রার্থনার স্বরূপদর্শন হইলে, তাহা উপলব্ধি হইবে, ভগবানের কাছে সরলহৃদয়ে, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে, কেন তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাহা বুঝিতে পারিবে," আপনার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রার্থনার স্বরূপ দেখিবার কৌতূহল অতিমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রার্থনার যাদৃশ রূপের সহিত আমার পরিচয় আছে, তাহা যে প্রার্থনার স্বরূপ নহে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কারণ তাহা যদি প্রার্থনার স্বরূপ হইত, তাহা হইলে প্রার্থনা সম্বন্ধে সংশয় বিরহিত জ্ঞানের উদয় হইত, তাহা হইলে প্রার্থনা করিলে, কেন ফল প্রাপ্তি হয়, প্রার্থনা করিলে কেন ভগবান্ প্রার্থনাপূর্ণ করেন, ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থিত হইবার কোন কারণ থাকিত না। 'প্রার্থনা' শব্দের অর্থ হইতে ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে কি জানা যায়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—'প্রার্থনা' শব্দের অর্থ কি, তাহা তুমি জান? আমার এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া তুমি কি বিস্মিত হইলে?

জিজ্ঞাসু—যে শব্দ প্রসিদ্ধ, যে শব্দের প্রায়শঃ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার অর্থ জানা আছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়াবহ বটে, কিন্তু আমার ইহা বিস্ময়জনক হয় নাই। 'প্রার্থনা' শব্দ সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রার্থনার সে অর্থ আমার জানা আছে কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্ত আপনি যে এইরূপ প্রশ্ন করেন নাই, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। 'প্রার্থনা' শব্দের অর্থ কি, তাহা তুমি জান? আপনাকে এবম্প্রকার প্রশ্ন করিতে শুনিয়া আমি, এই নিমিত্ত বিস্মিত হই নাই।

বক্তা—'যাচঞা,' 'চাওয়া,' অভাবমোচনার্থ অভাব জানান, 'প্রার্থনা' শব্দের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিবার শক্তি যে তোমার আছে, তাহা আমি জানি। প্রার্থনা শব্দের তুমি যে অর্থ জান, তাহার তত্ত্ব বিচার করিয়াছ কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছি। কোন শব্দের প্রতিশব্দ বলিতে পারিলেই, উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না। প্রার্থনা শব্দের যে অর্থ তোমার জানা আছে, তাহার তত্ত্ব বিচার করিলে, প্রার্থনার প্রকৃত রূপ তোমার নয়নে পতিত হইবে, প্রার্থনা সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা তুমি জানিতে পারিবে।

জিজ্ঞাসু—'যাচ্ঞা,' 'অভাবমোচনার্থ অভাব জানান' প্রার্থনা শব্দের এই অর্থের তত্ত্ববিচার কিরূপে করিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যে প্রার্থনার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া আমি আপনার সমীপে আসিয়াছি, তাহা সর্ব্ব-শক্তিমান্, পরমদয়ালু পরমপিতার কাছে অভাব জানান, তাহা সাধারণ মানুষের কাছে অভাব জানান বা 'যাচ্ঞা' নহে, আমার এইরূপ ধারণা, কিন্তু প্রার্থনা শব্দ যে নিমিত্ত পার্থিব মাতা-পিতার সমীপে সন্তানের অভাব জ্ঞাপনের ন্যায় পরম মাতা-পিতার কাছে অভাব জ্ঞাপনের বাচক হয়, তাহা আমি স্থির করিতে পারি না। একখানি ইংরাজী পুস্তকে পড়িয়াছি, পার্থিব পিতার কাছে অভাব জ্ঞাপনের ন্যায় পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকটে অভাব জ্ঞাপনকে, সন্তান যে ভাবে পিতার কাছে অভাব জানায় সেই ভাবে ঈশ্বরের সমীপে (ঈশ্বর পরমপিতা এই জ্ঞানে) অভাব জ্ঞাপনকে 'প্রার্থনা' (Prayer) বলে।* স্নেহময় জনক-জননী প্রভৃতি আত্মীয়জন ছাড়া অন্যের কাছে অভাব জ্ঞাপন এবং ঈশ্বরের কাছে অভাব জ্ঞাপন এই দ্বিবিধ প্রার্থনাতে যে ভাবের পার্থক্য থাকে, তাহা অনুভব হয়। 'প্রার্থনা' শব্দের অর্থ হইতে, এই দ্বিবিধ প্রার্থনাতে কেন ভাবের পার্থক্য হয়, তাহা জানিতে পারা যায় কি? শুনিয়াছি মনোগত ভাবই শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইয়া থাকে, বৈখরীশব্দ (শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূল শব্দ) মনোগত ভাবের ব্যক্ত অবস্থা; ঈশ্বরের কাছে অভাবজ্ঞাপনের সময়ে মনে যে ভাব থাকে, অন্যেরকাছে অভাব জানাইবার সময়ে মনে ঠিক সে ভাব থাকে না; না থাকিলেও উভয় প্রার্থনায় শব্দগত বিশেষ পার্থক্য সাধারণতঃ উপলব্ধি হয়না, অতএব জানিতে ইচ্ছা হয়, বৈখরীশব্দ যখন মনোগত ভাবের ব্যক্ত অবস্থা তখন মনোগত ভাবের পার্থক্য মনোগত ভাবের ব্যক্ত অবস্থাতে লক্ষিত হইবে না কেন? সূক্ষ্ম অবস্থার পার্থক্য

* "Prayer is the expression of our wants to God, as our Father," Cumming.

স্থূল অবস্থাতে বুদ্ধিগোচর না হইবার কারণ কি? উভয় প্রার্থনাতে ভাষার স্পষ্ট-ভেদ উপলব্ধি না হইবে কেন?

বক্তা—তুমি যাহা জানিতে চাহিতেছ, তাহা যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে পার নাই, তোমার মনের ভাব ঠিক ভাবে প্রকটিত হয় নাই। তথাপি বলিব তোমার জিজ্ঞাসা প্রশংসনীয়, অতিমাত্র প্রয়োজনীয়।

জিজ্ঞাসু—আমি যে আমার জিজ্ঞাসা আপনাকে পূর্ণভাবে জানাইতে পারি-নাই, তাহা আমি স্বয়ং বুঝিতে পারিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিয়া আমার তৃপ্তি হয় নাই, মনে হইতেছে, যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক বলা হয় নাই।

বক্তা—মনোগত ভাব যে বৈখরীশব্দের পূর্ব্বরূপ সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ঐতরেয় আরণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিতে এই সত্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মনোগতভাবের পার্থক্য নিবন্ধন উচ্চারিত শব্দসমূহের উচ্চারণগত পার্থক্য হইয়া থাকে, তুমি কি তাহা অনুভব করনা?

জিজ্ঞাসু—সর্ব্বদাই অনুভব করি, এবং এই অনুভব, "মন্ত্র যদি স্বরতঃ ও বর্ণতঃ হীন হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না, অশুদ্ধভাবে উচ্চারিত, মিথ্যাপ্রযুক্তমন্ত্র অনিষ্টজনক, ইন্দ্রশত্রু এই অপরাধে নিহত হইয়াছিলেন," শিক্ষা নামক বেদাঙ্গের এইকথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আমার জিজ্ঞাসা, যাহা আমি আপনাকে স্পষ্টভাবে জানাইতে পারি নাই, ইহা তাহার প্রধান বিষয়।

বক্তা—বেদের স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা করিবার সময়ে এই অতিমাত্র সারগর্ভ বিষয়ের যথা সম্ভব আলোচনা করিব। বেদের স্বরূপ দর্শন করিতে হইলে সাধু শব্দ ও অপশব্দের শাস্ত্রোপদিষ্ট তত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য। লৌকিক ও বৈদিক এই দ্বিবিধ ভাষার মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহা অনেকে জানেন, কিন্তু এই ভেদের কারণ কি, উদাত্তাদি স্বরত্রয়ের তত্ত্ব কি, আমার বিশ্বাস একালে অল্পব্যক্তিই তাহা অবগত আছেন, অত্যল্প ব্যক্তিই এই সত্যের রূপ দেখিবার অভিলাষী। যে অগ্নি শব্দ লোকে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, সেই অগ্নি শব্দের বেদেও বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু বেদব্যবহৃত 'অগ্নি' শব্দ এবং লোক ব্যবহৃত 'অগ্নি' শব্দ সাধারণতঃ একরূপ মনে হইলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে পারিলে উপলব্ধি হইবে, এই উভয়ের মধ্যে বিস্তর ভেদ আছে।

সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতকুশল তান্‌শান্ দিল্লীশ্বর আক্‌বরকে গান শুনাইয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তান্‌শানের গান শুনিয়া বিস্মিত ও আপ্যায়িত হইয়া আক্‌বর তান্‌শান্‌কে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন. আপনি যে মহাত্মার সকাশ হইতে এই সঙ্গীত কলা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার গান শুনিতে আমার তীব্র অভিলাষ হইতেছে, যে কোন উপায়ে হোক্ আপনি আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ করুন। আক্‌বরের অনুরোধ রক্ষা যে তানশানের সাধ্যাতীত তাহা তিনি জানিতেন, কারণ তাঁহার গুরুদেব শ্রীমৎ হরিদাস সাধু সংসারবিরক্ত, ভগবদ্‌প্রেমোন্মত্ত মহাপুরুষ, বিষয়াসক্তের চিত্তকে যদ্দারা আকর্ষণ করা যায়, হরিদাস সাধুর ভগবানের চরণে সদা সংলগ্ন চিত্তকে তদ্দারা আকর্ষণ করা অসম্ভব, তানশান এই নিমিত্ত অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ করুণাদ্রহৃদয় হরিদাস তানশানের মনোভাব অবগত হইয়া একদিন স্বয়ং আক্‌বরকে পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া তানশান্‌কে সঙ্গে লইয়া আক্‌বরের প্রাসাদে উপস্থিত হন, এবং বাদসাহকে সঙ্গীত শ্রবণ করান। হরিদাস সাধুর গান শ্রবণপূর্ব্বক আক্‌বর বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন, হরিদাস সাধু কখন চলিয়া গিয়াছেন তাহা জানিতে পারেন নাই। প্রবুদ্ধ আক্‌বর তানশানকে বলিয়াছিলেন, আপনি সেদিন যে গান শুনাইয়াছিলেন, আপনার যে গান শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম এমন মধুর সঙ্গীত কখন শুনি নাই, আপনার গুরুদেব সেই গানই শুনাইলেন, ইহার গান শুনিয়া বোধ হইল, ইহা অনুপমেয়, ইহা মধুরতম, গায়ক নায়ক! এইরূপ বোধ হইবার কারণ কি? তানশান্ উত্তর দিয়াছিলেন, দিল্লীশ্বর! আমি বিষয়াসক্ত, আমার গুরুদেব বিষয়বিরক্ত, ভগবদ্ প্রেমোন্মত্ত, আমার ভাব ও আমার শ্রীগুরুদেবের ভাব একরূপ নহে, আমি দ্রব্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া দিল্লীশ্বরকে গান শুনাইয়াছি, দিল্লীশ্বরকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি, আমার গুরুদেব জগদীশ্বরকে গান শুনাইয়াছেন, দিল্লীশ্বরের অস্তিত্ব তাঁহার ভগবানের চরণে সদাসংলগ্ন চিত্তে প্রতিভাত হয় নাই, গুরুদেব প্রাণারামকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গান করিয়াছিলেন আমার মনোভাব কলুষিত, গুরুদেবের মনোভাব অতিমাত্রবিশুদ্ধ, অতএব এক গান হইলেও, আপাতজ্ঞানে একরূপ শব্দ নিনাদিত হইলেও, ভাবের পার্থক্য নিবন্ধন মধুরতার পার্থক্য অনুভূত হইয়াছে, ইহা বিস্ময়জনক নহে। ভগবানের কাছে যে ভাষায় প্রার্থনা করা হয়, মানুষের কাছে অভাবজ্ঞাপনের সময়ে সেইভাষা উচ্চারিত হইলেও, ভাবের ভেদবশতঃ শব্দের উচ্চারণগত ভেদ হইবেই।

'প্রার্থনা' শব্দ কিরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে, প্রার্থনার ব্যুৎপত্তি হইতে ইহার যে অর্থ অধিগত হইয়া থাকে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—প্র + অর্থনা = 'প্রার্থনা'। 'অর্থ' ধাতুর অর্থ যাচ্‌ঞা; 'প্র'

উপসর্গ পূর্ব্বক অর্থ ধাতুর উত্তর 'যুচ্' প্রত্যয় করিয়া 'প্রার্থনা' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রকৃষ্ট অর্থনা—যাচনা, পাইবার ইচ্ছা, অভাবমোচনার্থ অভাব জানান, প্রার্থনা শব্দের অর্থ। 'প্রার্থনা' শব্দ যেরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং প্রার্থনার ব্যুৎপত্তি হইতে যে অর্থ অধিগত হয়, তাহা বলিলাম। 'যাচ্ঞা,' অভাব দূরীকরণার্থ অভাব জানান, 'প্রার্থনা' শব্দের এই অর্থেরতত্ত্ববিচার কিরূপে করিতে হইবে, এবং প্রার্থনা শব্দের অর্থ হইতে ইহার স্বরূপ সম্বন্ধে কি জানা যায়, আমি তাহা বুঝিতে পারিনা, আমাকে তাহা বলিয়া দিন।

জীব বুদ্ধি পূর্ব্বক হোক্ অবুদ্ধি পূর্ব্বক হোক্ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বভাবময় ঈশ্বরের কাছেই অভাব জানায়, প্রার্থনা বস্তুতঃ ঈশ্বরের কাছেই হইয়া থাকে।

বক্তা—অভাব বিশিষ্টই প্রার্থনা করে, যাহার অভাব নাই, যিনি পূর্ণ, তিনি প্রার্থনা করিবেন কেন? জীব অপূর্ণ, অভাববিশিষ্ট, অতএব জীবই প্রার্থনা করিয়া থাকে। অপূর্ণ, অপূর্ণের কাছে অভাব জ্ঞাপন করে না, যে স্বয়ং অভাব বিশিষ্ট, তাহার কাছে অভাব জানাইলে, কি লাভ হইবে? অতএব সকলেই পূর্ণের কাছে প্রার্থনা করে, ঈশ্বরই অভাব জানাইবার স্থল।

জিজ্ঞাসু—মানুষের কাছে কি মানুষ প্রার্থনা করে না? বিদ্যার্থী বিদ্বানের কাছে বিদ্যা প্রার্থনা করে, ধনার্থী ধনীর কাছে ধন প্রার্থনা করে, রোগার্ত্ত চিকিৎসকের কাছে আরোগ্য প্রার্থনা করে, অতএব ঈশ্বরই অভাব জানাইবার স্থল, এই কথার অভিপ্রায় কি, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—যাহার যাহা আছে, তাহার কাছেই তদভাববিশিষ্ট তাহা প্রার্থনা করে, যাহার বিদ্যা আছে, বিদ্যার্থী তাহার কাছেই বিদ্যা প্রার্থনা করিয়া থাকে, ধনার্থী ধনীর কাছে ধন যাচ্ঞা করে। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর সর্ব্বভাবময়, যাহার যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বভাবময় ঈশ্বরের, ঈশ্বর হইতেই মানুষ বিদ্যা, ধন প্রভৃতি পাইয়া থাকে। বিদ্বান্ বিদ্যা মহাপীঠ ঈশ্বরের সকাশ হইতে বিদ্যালাভ পূর্ব্বক তাঁহার আদেশানুসারে বিদ্যার্থীকে তাহা দান করে, ধনী ধনের আকর ঈশ্বর হইতে ধন পাইয়া, তাঁহার আজ্ঞানুসারে নির্ধনের ধনাভাব মিটাইয়া থাকেন, চিকিৎসক বিশ্বভিষক্ হইতে রোগ প্রতীকারের কিঞ্চিৎ সামর্থ্য পাইয়া রুগ্নের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। যাহারা অল্পজ্ঞ, তাহারা ভাবিয়া থাকে, মানুষ অভাব মোচন করে। তৎপরে চিন্তা কর, মানুষের অভাব কি অপূর্ণ

মানুষ দ্বারা অপনীত হইতে পারে? যাহা পাইলে সকল অভাব দূরীভূত হয়, জীব আপ্তকাম হয়, যাহার অভাবই সর্ব্বপ্রকার অভাব বোধের হেতু, তাহা সর্ব্বভাবময় ঈশ্বর, অতএব জ্ঞানতঃ হোক্, অজ্ঞানতঃ হোক্ ঈশ্বরের কাছেই সকলে অভাব জানায়, অভাব জানাইবার, যাহার কোন বিষয়ের অভাব নাই সেই ঈশ্বরই একমাত্র স্থল, অভাব মোচন ক্রিয়ার ঈশ্বরই স্বতন্ত্র কর্ত্তা। রাজ কর্ম্মচারীর হস্ত হইতে ধন পাইলেও রাজাই যে, মূল ধনদাতা, রাজাই যে, ধন দানের স্বতন্ত্র কর্ত্তা, তাহা নিঃসন্দেহ, রাজার সমীপে যাহারা যাইতে পারে না, রাজাকে যাহারা কখনও দেখে নাই অমাত্যাদিকেই যাহারা সর্ব্বে সর্ব্বা বলিয়া জানে, তাহারা অমাত্যাদি রাজপুরুষগণের কাছেই অভাব জানাইয়া থাকে। যে যাহার কাছেই যে বিষয়ের প্রার্থনা করে, তাঁহাকে সে তদ্বিষয়ে ধনী বলিয়া মনে করে, তাহার দৃষ্টিতে তিনি ঈশ্বর। অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কাছে অভাব জ্ঞাপনই, 'প্রকৃষ্ট অর্থনাই', উন্নতির আকাঙ্খাই, অপূর্ণের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছাই, অভাব বিশিষ্টের সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিমানের কাছে অভাব দূরীকরণার্থ যাচনাই প্রার্থনা শব্দের প্রকৃত অর্থ, প্রার্থনা নীচতা বা আত্মার অবমাননা নহে।

জিজ্ঞাসু—মাতা-পিতার কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে হৃদয় সঙ্কুচিত হয় না নীচতার ভাব মনে জাগিয়া উঠে না, আত্মার অবমাননার ভাব মনে উদিত হয় না, মাতা-পিতার কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মনে অধিকারিতার ভাবই (Rightful claim) জাগরূক থাকে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়েও মনে অধনতার ভাব জাগিয়া উঠে না, আত্মা অবমানিত হইতেছে এইরূপ ভাবের উদ্রেক হয় না, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়েও মনে অধিকারিতার ভাবই বিদ্যমান থাকে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়েও অব্যবসায়ি-ভিক্ষুকের ন্যায়, মুখ লজ্জায় সংকুচিত হয় না, বিবর্ণ হয় না, হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় না। কিন্তু অন্যের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে হৃদয় সংকুচিত হয়, প্রাণ বলে, আগে আমাকে বহির্গত হইতে দেও পরে প্রার্থনা করিও, অন্যের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মনে অধিকারিতার ভাব বিদ্যমান থাকে না, আমার এই নিমিত্ত জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, অন্যের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মনে নীচতার ভাব—আত্মার অবমাননার ভাব জাগিয়া উঠে কেন?

বক্তা—আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'প্রার্থনা' শব্দ ঈশ্বরের কাছে অভাব জ্ঞাপনেরই বাচক, যে প্রার্থনাতে মনে নীচতার ভাব জাগিয়া উঠে, অধিকারিতার

ভাব উদিত হয় না, সে প্রার্থনা, প্রার্থনার বিশুদ্ধ রূপ নহে, সে প্রার্থনা আত্মার অবমাননা, আত্মার প্রকৃত কল্যাণ, আত্মার সমুন্নতি সে প্রার্থনার উদ্দেশ্য নহে। আত্মার উন্নতিই, আত্মার স্বরূপাবস্থিতিই প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্য। আমি যে অবস্থাতে আছি, তাহা আমার স্বরূপাবস্থা নহে, তাহা আত্মার বাধিত অবস্থা। আত্মার বাধিত অবস্থাকে প্রোৎসারিত করিয়া স্বরূপাবস্থাতে উপনীত হইবার চেষ্টাই প্রকৃত প্রার্থনা, 'অর্থনা' ও 'প্রার্থনা' এই পদদ্বয় সর্ব্বথা সমানার্থক নহে। পরের কাছে কিছু চাহিবার সময়ে আমাদের মনে যে নীচতার ভাব জাগিয়া উঠে, হৃদয় সংকুচিত হয়, তাহার কারণ পরের কাছে আমরা যাহা চাই, তাহা যে আমাদের নহে, তাহাতে যে আমাদের কোন স্বত্ব বা অধিকার নাই, তাহা আমরা জানি, এবং যাঁহার কাছে যাচ্ঞা করিতেছি, তিনিও জানেন যে, ইহারা যাহা চাহিতেছে, তাহাতে ইহাদের কোন অধিকার নাই, তাহাতে আমারই পূর্ণ স্বত্ব আছে। যাহাতে আমার কোন অধিকার নাই, তাহা চাওয়া, অর্থাৎ পরের কাছে চাওয়া পাপকার্য্য, এতদ্দ্বারা আত্মার অবনতি, আত্মার নীচত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—পরের কাছে যাচ্ঞা করিলে আত্মার অবনতি হয় ইহার কারণ কি, পরের কাছে চাওয়া পাপকার্য্য কেন?

বক্তা—আত্মার স্বরূপাবস্থার অপ্রকাশই, আত্মার অবনতি। যাহা আত্মার স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে, যাহা আত্মার প্রকৃতরূপ দর্শনের পথকে আবৃত করে, তাহা 'পাপ'। যিনি সর্ব্বভূতে আপনাকে, এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে দেখিয়া থাকেন, আত্মা সর্ব্বগ, অপরিচ্ছিন্ন, আত্মা বস্তুতঃ অপূর্ণ নহেন, অভাববিশিষ্ট নহেন, শক্তিহীন নহেন, যাঁহার ইহা দৃঢ় প্রত্যয়, তিনিই প্রকৃত আত্মবিদ্, তিনিই আত্মার স্বরূপদর্শী। যিনি আত্মাকে এই ভাবে দেখিতে অসমর্থ, তাঁহার আত্মা মলিনীভূত, তাঁহার আত্মা অবনত—স্বরূপচ্যুত। যাহা কিছু সৎ, তাহা অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরের, ঈশ্বর সর্ব্বভাবময়, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, ঈশ্বর অনন্ত, বিশ্বজগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতে স্থিত এবং লয়কালে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে, অতএব ঈশ্বর বিশ্বপিতা, ঈশ্বর বিশ্বমাতা, ঈশ্বর পরমাত্মা। মাতা-পিতার কাছে প্রার্থনা করিতে যে কারণে মনে নীচতার ভাব জাগে না, হৃদয় সংকুচিত হয় না, আত্মার অবমাননা হইতেছে মনে হয় না, সেই কারণে পরম মাতা-পিতা বা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মনে অধমতার ভাব জাগে না, হৃদয় সংকুচিত হয় না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলে, তিনি কখন মনে করেন না, ইহারা যাহা চাহিতেছে, তাহাতে ইহাদের

কোন অধিকার নাই। মাতা-পিতার কাছে সন্তান স্থায্য প্রার্থনা করিলে, তাঁহাদের হৃদয় যেমন আনন্দে পূর্ণ হয়, বিশ্বমাতা-পিতার কাছে সন্তান স্থায্য প্রার্থনা করিলে বলা বাহুল্য তিনি ততোঽধিক আনন্দিত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার সত্তা দেশ-কালাদিদ্বারা বাধিত হয় না, তাঁহার চিৎ অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত, তাঁহার আনন্দ অসীম, তাঁহার শক্তির ইয়ত্তাবধারণ অসম্ভব, জীব তাঁহার অংশ, জীব তাঁহার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব ইহা সুখবোধ্য যে, উত্তরাধিকারিতা সূত্রে জীবের ঈশ্বরের সকল সামগ্রীতেই অধিকার বা স্বত্ব আছে। জীব যে শক্তির প্রার্থনা করে, জ্ঞানের প্রার্থনা করে, আনন্দের প্রার্থনা করে, তাহার কারণ, তাহা করিবার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, এ প্রার্থনা পরের কাছে প্রার্থনা নহে, এ প্রার্থনা অনধিকারীর প্রার্থনা নহে, এ প্রার্থনা আত্মার পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা, এ প্রার্থনা মাতা-পিতার কাছে সন্তানের যথান্যায় (Legitimate) প্রার্থনা, এ প্রার্থনাই ধর্ম্ম, ইহা বিশ্বমাতা-পিতার প্রীতিজনক প্রার্থনা। আমরা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সন্তান হইয়া, পূর্ব্বে প্রজা হইয়া, দীন, হীন কাঙ্গালের মত বাস করি, আত্মার স্বরূপ অনভিজ্ঞ হইয়া অবস্থান করি, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। "যাহা আমার তাহাতে তোমার পূর্ণ অধিকার আছে, অতএব তুমি প্রার্থনা করিলেই, আমি তোমাকে তাহা দিব, তুমি যথান্যায় প্রার্থনা কর" এই বলিয়া অন্তর্যামী ঈশ্বর জীবকে প্রার্থনা করিতে প্রেরণ করেন।

যে কারণে পরের কাছে প্রার্থনা করিলে আত্মার অবনতি হয়, যে কারণে পরের কাছে প্রার্থনাকে পাপ বলা হইয়াছে, যে কারণে পরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে হৃদয় সংকুচিত হয়, মনে নীচতার ভাব জাগিয়া উঠে, তাহা বুঝিতে পারিলে কি?

জিজ্ঞাসু—এখনও বিশদভাবে বুঝিতে পারি নাই, তবে যাহা শুনিলাম তাহাতে আশা হইতেছে, আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিলে এই দুর্গম বিষয় আমার সুগম হইবে।

বক্তা—আমি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ পরমেশ্বরের সন্তান যদি তোমার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, আমার যে কোন বিষয়ের প্রয়োজন হইবে, আমি আমার পরম পিতার কাছে প্রার্থনা মাত্রে তাহা পাইব, যদি তোমার এইরূপ অবিচালি—প্রত্যয় থাকে, নিয়ত আমার অনুস্মরণ দ্বারা জীবের সর্ব্বজ্ঞত্বের, পরমেশ্বরের, সর্ব্বসম্পূর্ণ শক্তিতার, অনন্তশক্তিমত্ত্বের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

("সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা। অনন্তশক্তিমত্ত্বং চ মদনুস্মরণাদ্ভবেৎ ইতি॥"—যোগশিখোপনিষৎ)। ভগবানের এই বাণী পরম সত্য যদি তুমি এই প্রকার অচল শ্রদ্ধাবান্ হইতে পার, তাহা হইলে, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক, করুণাসাগর বিশ্বসম্রাট, পরমপিতা পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহার সকাশ হইতে কোন বিষয়ের প্রার্থনা করিতে সমর্থ হও কি? রাজপুত্র যদি পরের দ্বারে অন্নাদি ভিক্ষা করেন, তবে বুঝিতে হইবে, "আমি রাজপুত্র," তিনি তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, অথবা রাজা তাঁহাকে তাঁহার অক্ষন্তব্য, অপরাধ বশতঃ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আর পিতার কাছে যাইতে পারেন না, পিতার কাছে নিজ অভাব জানাইতে পারেন না। যে দুর্ভাগ্য নিবন্ধন আমি কে তাহা জানে না, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, করুণাসাগর পরমেশ্বরের সন্তান, শাস্ত্র ও বিদ্বজ্জনের মুখে শুনিলেও যে অবিশ্বাবশতঃ তাহা বিশ্বাস করিতে পারেনা, সেইব্যক্তি মানুষের কাছে প্রার্থনা করে, অভাবমোচনার্থ পরের কাছে অভাব জানাইয়া থাকে। যাহা আত্মার স্বরূপকে আচ্ছাদিত করে, যাহা আত্মার স্বরূপ দর্শন পথের প্রতিবন্ধক, অতএব যাহা বাধনা লক্ষণ দুঃখহেতু, পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা 'পাপ,' এবং ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে আত্মার, স্বরূপের অপ্রকাশই প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অভাবই আত্মার অবনতি। সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ করুণাময় পরমপিতা ভিন্ন অপূর্ণ (অভাববিশিষ্ট) মানুষের কাছে, প্রার্থনা করিলে, আত্মার স্বরূপ দর্শনের পথ অবরুদ্ধ হয়, এতদ্দ্বারা আত্মার স্বরূপ আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, অতএব পরমাত্মা ভিন্ন অন্যের কাছে প্রার্থনা, পাপ, আত্মার অবনতি। আত্মার বাধিত অবস্থার দূরীকরণ সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি, অপরিচ্ছিন্ন সুখপ্রাপ্তি, প্রার্থনার বিষয়। সর্ব্বথা বাধা রহিত জীবন পাইবার নিমিত্তই সকলে চেষ্টা করে, হে সত্যস্বরূপ! অসৎ হইতে তুমি আমাকে সৎকে প্রাপ্ত করাও, হে জ্যোতির্ম্ময়! হে প্রকাশস্বরূপ! আমি নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইয়া আছি, আমি কিছুই বুঝিতে পারিনা, এই সূচীভেদ্য অন্ধকারকে প্রোৎসারিত করিয়া, তুমি আমাকে আলোকের মুখ দেখাও, আমার অজ্ঞানতিমিরের নাশ কর, আমাকে দৃক্‌শক্তি প্রদান কর, তোমার জ্যোতির্ম্ময়রূপ দেখাইয়া, আমাকে কৃতার্থ কর, হে অমৃতস্বরূপ! হে প্রাণময়! আমি এই মৃত্যুসাগরে, অবশভাবে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হইতেছি, তুমি আমাকে তোমার অমৃতপদে স্থান দেও, তুমি সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিমান্, তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি সর্ব্বগ, তুমি আয়ুঃস্বরূপ, তুমি প্রাণ, তুমি অপান, তুমি ব্যান, তুমি সমান, তুমি উদান, তুমি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শক্তি,

তুমি বাক্‌শক্তি, তুমি মন, তুমি আত্মা, তুমি জ্যোতিঃ স্বরূপ, অতএব তুমি আমাকে আয়ুঃ প্রদান কর, আমার প্রাণন ব্যাপারের বাধা দূর কর, আমার ইন্দ্রিয়শক্তির হীনতা পূর্ণ কর, আমার বিকলীভূত মানসশক্তিকে অবিকল কর, সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতা শৃঙ্খল হইতে আমাকে বিমুক্ত কর, পূর্ণ তুমি, তোমার প্রজা হইয়া, আমি অপূর্ণ থাকিব কেন? স্বাধীন তুমি, তোমার সন্তান হইয়া আমি পরাধীন হইব কেন? জীব বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্ এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে। * অতএব ইহা সুখবোধ্য যে, জীব যাহা

---

* "অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি"—
শত পথ ব্রাহ্মণ অভ্যাপনিষৎ।

"তনূপা অগ্নেঽসি তন্বং মে পাহ্যায়ুর্দা অগ্নেঽস্যায়ুর্মে দেহি বর্চোদা
অগ্নেঽসি বর্চো মে দেহি। অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্ম আপৃণ॥"—
শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা ৩।১৭

"আয়ুর্মে পাহি, প্রাণং মে পাহ্যপানং মে পাহি ব্যানং মে পাহি চক্ষুর্মে পাহি
শ্রোত্রং মে পাহি বাচং মে পিন্ব মনো মে জিন্বাত্মানং মে পাহি জ্যোতি র্মে যচ্ছ"।—
শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতা ১৪।১৭

"বাত আবাতু ভেষজং শংভুময়োভুনোহৃদে। প্রণআয়ুংষিতারিষৎ॥"
"উত বাতপিতাসি ন উত ভ্রাতো নঃ সখা। স নো জীবাতবে কৃধি॥"
"যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্যনিধির্হিতঃ। ততো নো দেহি জীবসে॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৪৫।১৮৩

প্রার্থনা—প্রকৃষ্ট অর্থনা যে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহার সমীপে হইতে পারেনা সর্ব্বসম্পূর্ণ শক্তিমান্, পরমেশ্বরই যে প্রার্থনার প্রকৃত স্থল, উদ্ধৃত শ্রুতিবচন সমূহ তাহাই জীবকে বুঝাইতেছেন। অনিত্যস্থিতি, পরিমিতায়ুঃ, পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান, অবিদ্যার অন্তরে বিদ্যমান, মৃত্যুরাজ্যের অস্থায়ি-প্রজা, বিকলেন্দ্রিয় বিকলমন, কাম-ক্রোধ-মাৎসর্য্যাদি দোষ-দূষিত, অপূর্ণমানব কি কাহাকেও অসৎ হইতে সৎকে প্রাপ্ত করাইতে পারে? মৃত্যু রাজ্য হইতে অমৃতধামে লইয়া যাইতে পারে? অজ্ঞান তিমির নাশ পূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞানালোকে আলোকিত হৃদয় করিতে পারে? হে বাত! তুমি আমাদের হৃদয়ে সর্ব্ব-আদি-ব্যাধিহর ভেষজ আনিয়া দেও, তুমি রোগ মোচনকর্ত্তা, তুমি অখিলসুখবিধাতা, তুমিই আয়ুর প্রবর্দ্ধয়িতা। তোমার গৃহে অমৃতের নিধি আছে, তুমি ক্ষিতায়ুকে আয়ুঃ দিতে পার. তুমি প্রাণ স্বরূপ,

প্রার্থনা করে, তাহা দিবার শক্তি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগুণাধার, অপ্রাকৃত গুণস্পর্শ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্যের নাই। মানুষ যাহা দিতে পারে, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকা, পূর্ণত্বপ্রাপ্তীচ্ছু মানুষের পক্ষে অসম্ভব, মানুষ যাহা দিতে পারে, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলে মানুষের প্রার্থনা, (—প্রকৃষ্ট অর্থনা) কদাচ পূর্ণ হইবে না, আমি যাহা চাই, তাহা পাইয়াছি আর আমার কিছু প্রার্থয়িতব্য নাই, মানুষের কাছে প্রার্থনা করিবার অভ্যাস সুদৃঢ় হইলে, মানুষ কোন দিন এই কথা বলিতে সমর্থ হইবে না, তাহা হইলে মানুষকে চিরদিন পরাধীন হইয়া থাকিতে হইবে। যে দুর্ভাগ্য সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমপিতা বিশ্বসম্রাট্‌কে পরমপিতা বলিয়া জানে না, রাজার সহিত যাহার পরিচয় নাই, অধস্তন রাজকর্ম্মচারীদিগকেই যে সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া জানে, সে কি কখন অসৎ হইতে অপরিচ্ছিন্ন সৎ কে পাওয়া সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তির অধিকারী হওয়া, সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করা, মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক অমৃতধামে উপনীত হওয়া, সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা লাভ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হওয়া, এক কথায় আপ্তকাম হওয়া সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারে? তাহা ভাবিবার শক্তি কি তাহার কোন দিন প্রাদুর্ভূত হইতে পারে? অতএব প্রার্থনার-প্রকৃষ্ট অর্থনার, সর্ব্বভাবময়,

---

ক্ষীণ প্রাণকে তুমি প্রাণদান করিতে পার, তুমি জ্ঞানময়, তুমি অমৃতময়, তুমি নিত্যানন্দময়, আমরা তাই তোমার কাছে অনন্তজীবন প্রার্থনা করিতেছি, অপরিচ্ছিন্ন বিমল জ্ঞান ভিক্ষা করিতেছি, নিত্যানন্দ যাচ্ঞা করিতেছি, না করিব কেন? তুমি যে আমাদের পিতা, তুমি যে আমাদের ভ্রাতা, তুমি যে আমাদের সখা, তুমি যে সর্ব্বভাবময়, করুণাময়! তুমি ভিন্ন আমাদের যে আর কেহই নাই, পূর্ণ তুমি, তোমার সন্তান হইয়া আমরা অপূর্ণ থাকিব কেন? ময়োভু (সুখ ভাবয়িতা) তুমি শম্ভু—রোগমোচনকর্ত্তা তুমি, তোমার প্রজা হইয়া আমরা অসুখী থাকিব কেন? আধি-ব্যাধির ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়া অবস্থান করিব কেন? মানুষ কি মানুষের কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিতে পারে? ভগবানের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, জীব যাবৎ সম্যগ্‌রূপে তাহা জানিতে না পারে, পরমেশ্বরের স্বরূপ জীব যাবৎ দেখিতে না পায়, তাবৎ সে বিশ্বাস করিতে পারে না, আমি যাহা প্রার্থনা করিব, প্রার্থনা মাত্রেই তাহা প্রাপ্ত হইব, প্রার্থনা দ্বারা যাহা হইবার তাহাই হইতে পারে, প্রার্থনা দ্বারা ভূত ও ভৌতিক প্রকৃতির উপরি প্রভুত্ব করিবার শক্তি হইতে পারে, প্রার্থনা দ্বারা জীব মৃত্যুকে জয় করিতে

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপিতা পরমেশ্বরই একমাত্র বল, জীব বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, পরমেশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করে।

পারে, সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে। একজন ভগবদ্‌-বিশ্বাসী ধীমান্ ইংরাজের কথা শ্রবণ কর।

"It is a truth that we can get more and more force by simply asking for it: and it is within the possibilities of human spirit to get so much that through it the material world can be wholly subdued and ruled. Then misfortunes are impossible. For if they do come, you have always the power to build up again. You may be turned on the street without food or shelter, yet if you have grown to a full confidence and faith in this power, you will feel certain that by keeping your mind calling for force, force will come to you to relieve your difficulties. It will come in the shape of a friend, or an idea to be acted on immediately. To call or pray for force is to connect yourself with the higher thought-realm of force; and out of this there will always come element or individualised spirit to give aid in some way. But all aid coming from individuals, seen or unseen, cannot be lasting. If you depend in any way or another, you cease to call for force. You are then content to be carried, not to walk with your own limbs. You are also as much a reservoir—a vessel whose mouth can be turned toward this power, to receive it—as the other person on whose force of character you depend. You want to earn the house you live in, the carraige you ride in, the clothes you wear, the food you eat. Call, demand, pray for force, then for wisdom to apply it, and you can earn these."——The gift of Understanding P. 37.

যোগতত্ত্ব।

প্রাণায়াম ও হঠযোগ এক পদার্থ।

বক্তা—প্রাণায়াম ও হঠযোগ যে অভিন্ন, তাহা সত্য। 'হ' সূর্য্যের এবং 'ঠ' চন্দ্রের বাচক; সূর্য্য ও চন্দ্র এই উভয়ের যোগই 'হঠযোগ'। 'সূর্য্য', প্রাণ এবং চন্দ্র, আপন, অতএব সূর্য্য ও চন্দ্রের বা প্রাণ ও অপানের ঐক্য লক্ষণ প্রাণায়ামই যে 'হঠযোগ' এই নাম দ্বারা অভিহিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সাংখ্যযোগী ও যোগযোগী।

অন্নপূর্ণা উপনিষৎ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ 'সাংখ্যযোগী ও যোগযোগী,' যোগিগণকে এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—'যোগযোগী' এ স্থলে 'যোগ' শব্দ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

বক্তা—'যোগযোগী' এ স্থলে 'যোগ' শব্দ প্রাণসংরোধ বা প্রাণায়াম (হঠযোগ) বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—'সাংখ্যযোগী' ও 'যোগযোগী' এই দ্বিবিধ যোগীর লক্ষণ সম্বন্ধে অন্নপূর্ণা উপনিষদে ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে কি উক্ত হইয়াছে?

বক্তা—সম্যগ্‌-জ্ঞানের অববোধক এক সমাধি দ্বারা অথবা সংখ্যা (বিবেক, বিচার) প্রযুক্ত রাজযোগ দ্বারা, যাঁহারা অববুদ্ধ হইয়াছেন, সংসার তারক, বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'সাংখ্যযোগী', এবং যাঁহারা প্রাণনিরোধ পূর্ব্বক—হঠযোগ দ্বারা অনাময়, আপ্তস্ত

"হকারেণ তু সূর্য্যঃ স্যাৎ ঠকারেণেন্দুরুচ্যতে। সূর্য্যাচন্দ্রমসোরৈক্যং হঠ ইত্যভিধীয়তে॥"—যোগশিখোপনিষৎ।

"হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগাদ্ধঠযোগো নিগদ্যতে॥"

গোরক্ষকৃতসিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি।

"হশ্চ ঠশ্চ হঠৌ সূর্য্যচন্দ্রৌ, তয়োর্যোগো হঠযোগঃ। এতেন হঠশব্দবাচ্যয়োঃ সূর্য্যচন্দ্রাখ্যয়োঃ প্রাণাপানয়োরৈক্যলক্ষণঃ প্রাণায়ামো হঠযোগ ইতি হঠযোগস্য লক্ষণং সিদ্ধং॥"—হঠযোগপ্রদীপিকা।

বিরহিত শান্তপদে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহারা 'যোগযোগী'। *

সাংখ্যযোগ ও প্রাণায়াম বা হঠযোগ এই দ্বিবিধ যোগই সমান ফলপ্রদ।

জিজ্ঞাসু—'সাংখ্যযোগ' ও 'প্রাণায়াম' বা 'হঠযোগ' এই দ্বিবিধ যোগই তাহা হইলে সমান ফলপ্রদ?

বক্তা—তোমার কি মনে হয়? 'সাংখ্যযোগ' ও 'প্রাণায়াম বা হঠযোগ' উভয়ই একরূপ ফলপ্রদ, এই কথা স্বীকার করিতে তোমার কি কোন আপত্তি আছে?

জিজ্ঞাসু—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষৎ, ও পুরাণাদি পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, যে ব্যক্তি 'সাংখ্য' ও 'যোগ' এই উভয়কেই এক দেখেন, তিনিই শান্তপদের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সাংখ্যদ্বারা যে স্থান প্রাপ্তি হয়, 'যোগ' (প্রাণায়াম বা হঠযোগ)—দ্বারাও সেই স্থান প্রাপ্তি হইয়া থাকে,

("একং সাংখ্যং চ যোগং চ য পশ্যতি স পশ্যতি।
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং পরং যোগৈস্তদেব হি॥"

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ—নির্ব্বাণপ্রকরণ পূর্ব্বার্দ্ধ ৬৯ সর্গ, মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা দ্রষ্টব্য) *

কিন্তু আমি এই শাস্ত্রীয় উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। শাস্ত্রান্তরে রাজযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, হঠযোগ প্রদীপিকা রাজযোগকে 'প্রোন্নত' (প্রকৃষ্টরূপে উন্নত) বলিয়াছেন, রাজযোগের জন্য রাজযোগরূপ প্রোন্নত যোগভূমিতে অধিরোহণার্থ 'হঠবিদ্যা' উপদিষ্ট হইয়াছে, † হঠযোগপ্রদীপিকাতে এই কথা আছে। পাতঞ্জলদর্শনও আমার বোধ হয় 'রাজযোগ' বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, পাতঞ্জলে

---

* "সম্যগ্‌ জ্ঞানাববোধেন নিত্যমেকসমাধিনা।
সংখ্যায়ৈবাববুদ্ধা যে তে স্মৃতাঃ সাংখ্যযোগিনঃ॥
প্রাণাস্থনিলসংশান্তৌ যুক্ত্যা যে পদমাগতাঃ।
অনাময়মনাস্তত্ত্বং তে স্মৃতা যোগ যোগিনঃ॥"

অন্নপূর্ণা উপনিষৎ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

† "শ্রীআদিনাথায় নমোঽস্তু তস্মৈ যেনোপদিষ্টা হঠযোগবিদ্যা। বিভ্রাজতে প্রোন্নত রাজযোগমারোঢ়ুমিচ্ছোরধিরোহিণীব॥"
"কেবলং রাজযোগায় হঠবিদ্যোপদিশ্যতে।"

হঠযোগপ্রদীপিকা

প্রাণায়ামকে বহিরঙ্গযোগের অন্তর্ভূত করা হইয়াছে, অথবা কেবল পাতঞ্জল কেন, প্রাণায়াম যে অষ্টাঙ্গ যোগের অঙ্গ বিশেষ বহু শাস্ত্রেই তাহা উক্ত হইয়াছে। 'হঠযোগ বিনা রাজযোগের এবং রাজযোগ বিনা হঠযোগের সিদ্ধি হয় না', যাবৎ রাজযোগের সিদ্ধি না হয়, তাবৎ যুগপৎ সম্যগ্‌রূপে এই উভয় যোগেরই অভ্যাস কর্ত্তব্য ("হঠং বিনা রাজযোগো রাজযোগং বিনা হঠঃ। ন সিধ্যতি ততো যুগ্মমানিষ্পত্তেঃ সমভ্যসেৎ" -হঠযোগ প্রদীপিকা ও গোরক্ষ পদ্ধতি) হঠযোগপ্রদীপিকা ও গোরক্ষ-পদ্ধতি একথাও বলিয়াছেন। এইরূপ বিবিধ, ব্যামিশ্র শাস্ত্রবচন শ্রবণ পূর্ব্বক আমি কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। আর এক কথা সমাধিই যদি 'যোগ' শব্দের অর্থ হয়, তবে 'হঠযোগ' বা প্রাণায়ামকে 'যোগ' বলিবার কারণ কি, তাহা আমি বুঝিতে পারিনা, প্রাণনিরোধ দ্বারা কি নিদিধ্যাসন,-ধ্যান-চিত্তের একতান প্রবাহ হয়? তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়?

বক্তা- ত্রিশ বৎসর প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছ, যোগবিষয়ক বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়াছ তথাপি প্রাণস্পন্দকে নিরোধ করিলে নিদিধ্যাসন—চিত্তের একতান প্রবাহ বা চিত্তস্পন্দের নিরোধ হয় কিনা, তাহা তোমার নিশ্চয় হয় নাই? অদ্যাপি তোমার এবিষয়ে সংশয় আছে?

জিজ্ঞাসু—আমি বহুদিন প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াও প্রাণায়াম-অভ্যাস নিরত ব্যক্তির শাস্ত্রোক্ত ফললাভে যে বঞ্চিত হইয়া আছি, তাহা সত্য, প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, রাজযোগ বা সমাধি সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে, প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে কি নিমিত্ত আকাশ গমনাদি বিবিধ সিদ্ধিলাভ হয়, আমি অদ্যাপি তাহা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই, আমি এই নিমিত্ত আপনাকে সরলভাবে বলিয়াছি, ত্রিশবৎসর প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ লাভবান্ হইতে পারি নাই। যথাবিধি প্রাণস্পন্দের নিরোধ করিতে করিতে, বাহ্যজ্ঞান শূন্য একরূপ অবস্থা বা মূঢ় সমাধি হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস করি, প্রাণস্পন্দের নিরোধ করিলে ক্রমশঃ চিত্তস্পন্দের নিরোধ হয়, চিত্তের মননাদি ক্রিয়াশক্তির লোপ হয়, তাহা যে বুঝিতে পারি না, তাহা নহে, তবে বুঝিতে পারি না এতাদৃশ সমাধি দ্বারা কিরূপে ভবতারক তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যাইবে, কিরূপে অণিমাদি অষ্টবিভূতির আবির্ভাব হইবে। আমাকে মন্দবুদ্ধি বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন, তথাপি আমার যাহা হয় নাই, আমি যাহা বুঝি নাই, আমার তাহা হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিয়াছি

কখন এইরূপ সর্ব্বক্লেশ হেতু মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না। তত্ত্বজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে হইলে, যোগাভ্যাস অবশ্য কর্ত্তব্য, আমার বিশ্বাস আধুনিক অভ্যুদয়শীল পুরুষবৃন্দের মধ্যে অনেকেই ইহা শুনিয়া উপহাস করেন।

বক্তা—সরলতাই চিরশান্তি পদে অধিরোহণ করিবার একমাত্র উপায়, বেদ সরলতাকেই 'প্রেতি'—'প্রকৃষ্টগতি' বলিয়াছেন, সরলগতিই উন্নতি হেতু, ইহাই 'প্রেতি' বা বেদোপদিষ্ট ধর্ম্মের স্বরূপ। তোমার সরলতা ও সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া, আমি অতিমাত্র আনন্দানুভব করিতেছি, তোমার নিঃসংকোচ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা দেখিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইতেছি, তুমি আমার কাছে আদরের পাত্র, ঘৃণা বা উপেক্ষার পাত্র নহ। যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াও, অদ্যাপি যাহা লাভ করিতে পার নাই, যাহা বুঝিতে পার নাই, সরলভাবে তাহা প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের, আত্মহিতার্থীর কার্য্য, এতদ্বারা তোমার প্রকৃত কল্যাণই হইবে। বহুদিন যোগাভ্যাস করিয়াও তুমি বিশেষ ফল পাও নাই, তথাপি তোমার যে যোগাভ্যাসের শাস্ত্রোক্ত ফলশ্রুতিতে শ্রদ্ধাব হ্রাস হয় নাই, তথাপি তুমি যে যোগাভ্যাসের শাস্ত্রোক্ত ফলশ্রুতিকে অত্যুক্তি বলিতে, শাস্ত্রকারদিগকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলিতে সাহসী হও নাই, তজ্জন্য আমি বিশেষতঃ সুখী হইয়াছি, তোমার প্রতি আমার প্রীতি বিশেষতঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তুমি বোধ হয় অবগত আছ অগস্ত কোম্‌ত, লর্ড কেলবিন্ প্রভৃতি সুধীগণ বলিয়াছেন, যোগ মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধানে নিরত ব্যক্তিগণের চিত্তভ্রম বা দুষ্টাভিসন্ধি সাধনের ছল। শুদ্ধ ধ্যান দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। *

---

* কোম্‌তের উক্তি—

"The metaphysical Utopias, in which a life of pure contemplation is held out as the highest ideal, attractive as they are to modern men of science, are really nothing but illutions of pride, or veils for dishonest schemes."—System of Positive Polity, vol I. P. 13.

"Clairvoyance, and the like, are the result of bad observation chiefly; somewhat mixed up, however, with the effects of wilful imposture, acting on an innocent, trusting mind."—

Popular Lectures and addresses by Sir William Thomson, L. L. D. F. R. S., Vol. I. P 265.

জিজ্ঞাসু—অগস্ত কোম্‌ত ও লর্ড কেল্‌বিন্‌ এইরূপ কথা বলিয়াছেন কি না, তাহা জানি না, তবে যোগাভ্যাস দ্বারা (Pure contemplation) যে সমস্ত সিদ্ধি লাভের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, আধুনিক উন্নতিশীল স্বদেশীয়, বিদেশীয় পুরুষ বৃন্দের মধ্যে অনেকেই যে যোগাভ্যাস দ্বারা সেই সমস্ত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব এবম্প্রকার মতাবলম্বী, তাহা আমার জানা আছে।

বক্তা—দুঃখের বিষয়, আধুনিক প্রকৃতি-তত্ত্বানুসন্ধান-নিরত পুরুষগণও, যে সমাধিরই প্রসাদেই প্রাকৃতিক তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, করিতেছেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যোগ বা সমাধি ব্যতিরেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবির্ভাব বা শিল্প-কলার আবিষ্কার হইতে পারে না, যোগ বা সমাধি ব্যতিরেকে কোনরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, কলা ইত্যাদি সমাধিরই ফল। যাহার প্রসাদে বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক হইয়াছেন, হইতেছেন, যাহার কৃপায় দার্শনিক দর্শন পাইয়াছেন, পাইতেছেন, তাহাকে ইঁহারা জানেন না, তাহাকেই ইঁহারা নিন্দা করেন। স্থূল বিষয়ক সমাধি হইতেই আধুনিক স্থূল দৃষ্টি জড় বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। অপূর্ব্ব উন্নতি সোপানে সমারূঢ় বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, সেই গর্ব্বিত বৈজ্ঞানিকগণ, অদ্যাপি সূক্ষ্ম রাজ্যে সমাধি করিতে পারেন নাই। অথবা বলিতে পারি, সূক্ষ্মরাজ্যে সমাধি করা ত দূরের কথা, অদ্যাপি তাঁহারা যোগিশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলিদেব, বেদব্যাস প্রভৃতি কর্ত্তৃক বর্ণিত সূক্ষ্ম রাজ্যের সীমা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারগ হন নাই। যাক্‌ এ সকল কথা, প্রাণায়াম দ্বারা সমাধি বা চিত্তের স্থৈর্য্য হয় কি না, সমাধি সিদ্ধি পক্ষে প্রাণায়ামের কোনরূপ কার্য্যকারিতা আছে কি না, যে নিমিত্ত তোমার অদ্যাপি এবম্প্রকার সংশয় হইয়া থাকে, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছ কি ?

জিজ্ঞাসু—প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, যে সমস্ত অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব হওয়ার কথা শাস্ত্রে আছে, বহুদিন প্রাণায়াম করিলেও, আমার যে সেই সমস্ত অলৌকিক শক্তির বিকাশ হয় নাই, তাহার কারণ, আমার যথাবিধি প্রাণায়ামের অভ্যাস হয় নাই। আমার যে যথাবিধি প্রাণায়ামের অভ্যাস হয় নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারি, কিন্তু একথাও আমি আপনাকে সরলভাবে বলিতেছি, বহুদিন অন্বেষণ করিয়াও কোন প্রাণায়াম অভ্যাসশীলের শাস্ত্রবর্ণিত সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ এতাদৃশ পুরুষ সম্প্রতি দেখি নাই। শাস্ত্র বিশ্বাস আমার সহজ, শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহা যে মিথ্যা নহে, তাহা যে লোককে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত হয় নাই, আমি তাহা পূর্ণভাবে

বিশ্বাস করি। এইরূপ সাধনা করিলে এতাদৃশী সিদ্ধি হয়, ইহা শুনিয়া, ইহা সত্য এবম্প্রকার শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, সন্তুষ্ট থাকিতে, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে পারি নাই, তাই যথাশক্তি প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, যে সকল সিদ্ধির কথা শাস্ত্র মুখ হইতে শুনিয়াছি, বহুদিন প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া আমার সেই সকল সিদ্ধি লাভ হয় নাই কেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার বিশেষ ব্যগ্রতা হয় না, প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, যে নিমিত্ত চিত্ত একাগ্র হয়, চিত্তের প্রকাশের আবরণ ক্ষীণ হয়, জন্মান্তরের পাপরাশি "ভস্মীভূত হয়, তাহা জানিবার জন্য আমি বিশেষতঃ ব্যগ্র হইয়াছি, যথাবিধি সহিত (রেচক-পূরকযুক্ত) কুম্ভকের অভ্যাস করিতে করিতে যখন যাঁহার কেবল (রেচক-পূরক বর্জ্জিত) কুম্ভক সিদ্ধ হয়, তখন ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহার কোন বস্তু দুর্ল্লভ থাকে না, "তখন তিনি সর্ব্বরোগ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন,

("কুম্ভকে কেবলে সিদ্ধে রেচপূরকবর্জ্জিতে।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎত্রিষুলোকেষু বিদ্যতে॥
+ + + + + + প্রাণায়ামেন যুক্তেন সর্ব্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ।"—
গোরক্ষপদ্ধতি।)

তখন তাঁহার আকাশ-গমনাদি সিদ্ধিলাভ হয়, অধিক কি, প্রাণায়াম দ্বারা মৃত্যুঞ্জয় হয়, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, শাস্ত্রে প্রাণায়াম অভ্যাসের ইত্যাদি বহু ফলশ্রুতি আছে, প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, যে নিমিত্ত এই সমস্ত সিদ্ধি হয়, তাহা বুঝিতে পারি নাই, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

বক্তা—প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর, যথার্থ আত্মকল্যাণার্থীর এবম্প্রকার জিজ্ঞাসা হওয়া উচিত, আমি যথাশক্তি তোমার জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিব।

জিজ্ঞাসু—শাস্ত্র, যে প্রাণায়ামের এত প্রশংসা করিয়াছেন, আমার অনেক সময়ে মনে হয়, 'প্রাণায়াম' বলিতে আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা সে প্রাণায়াম নয়।

বক্তা—তোমার অনেক সময়ে যাহা মনে হয়, তাহা একেবারে মিথ্যা নহে, প্রাণায়ামের স্বরূপ যথাযথভাবে অবগত হইলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, তোমার যাহা মনে হয়, তাহা সত্যভূমিক। দেখ বৎস! তুমি যাহা জানিবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়াছ, করুণাময় শ্রীভগবান্ রামাবতারে তাদৃশী জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জীবের প্রতি অপার করুণা বশতঃ বশিষ্ঠদেবকে বলিয়াছিলেন, তত্ত্বজ্ঞানহেতু আমার সম্যগ্‌রূপে বাসনা ক্ষয় হওয়ায়

আমি জীবন্মুক্ত পদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি, কিন্তু হে ব্রহ্মন্! প্রাণস্পন্দ নিরোধ করিয়া কিরূপে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়, আপনি এখন আমাকে তাহা বলুন। বশিষ্ঠদেব ভগবানের এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—রাম! এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার যে যুক্তি—যে উপায়, তাহাকে 'যোগ' বলা হয়, চিত্তের উপশান্তিই ঐ উপায়। সংসার তরণোপায় বা যোগ দ্বিবিধ, প্রথম আত্মজ্ঞান, দ্বিতীয় প্রাণস্পন্দরোধ। বশিষ্ঠদেবের এই কথা শুনিয়া, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার যে দুইটী উপায়ের কথা বলিলেন, সেই উপায় দ্বয়ের মধ্যে কোন্ উপায়টী সুলভ? অক্লেশসাধ্য? এতদুত্তরে বশিষ্ঠদেব বলিয়াছিলেন—উক্ত দ্বিবিধ উপায়ই 'যোগ' শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে, তবে 'যোগ'-শব্দ প্রাণস্পন্দনরূপ উপায়েই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এই-জন্য এই উপায় দ্বয়ের 'জ্ঞান' ও 'যোগ' এই দুইটী ভিন্ন নাম হইয়াছে? সংসার-তরণ বিষয়ে দুইটী উপায়ই সমান ও একরূপ ফলপ্রদ। জ্ঞান ও যোগ ইহারা সমান ও একরূপ ফলপ্রদ হইলেও, কাহার নিকটে জ্ঞান অসাধ্য, এবং কাহারও সমীপে যোগ অসাধ্য। আমার মতে (বশিষ্ঠদেবের উক্তি) জ্ঞানরূপ উপায়ই সুসাধ্য, কারণ জ্ঞান একমাত্র বিবেক লাভে লব্ধ হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—জ্ঞান একমাত্র বিবেক লাভে লব্ধ হইয়া থাকে এই কথার অভিপ্রায় কি তাহা বলুন।

বক্তা—জ্ঞান সর্ব্বাবস্থাতে সর্ব্বদা স্বতঃ বিরাজ করে, বিবেকের অভাবে অজ্ঞানের আবির্ভাব হয় মাত্র, বিবেকের উদয়ে সর্ব্বাবস্থাতে সর্ব্বদা স্বতঃ বিরাজমান জ্ঞান বিনা যত্নে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞান অনুষ্ঠানান্তরের অপেক্ষা করেনা ("নিশ্রেয়সফলস্ত ব্রহ্মজ্ঞানং ন চানুষ্ঠানান্তরাপেক্ষমিতি"—ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য)। 'যোগ' জ্ঞানাপেক্ষা দুঃসাধ্য, কারণ যোগসাধনাতে ধারণা, আসন, দেশপ্রভৃতি প্রশস্ত হওয়া চাই, তাহা দুর্ল'ভ। অথবা জ্ঞান সুসাধ্য, যোগ সুসাধ্য নহে, যোগ সুসাধ্য, জ্ঞান সুসাধ্য নহে ইত্যাদি বিকল্পনা সমুচিত নহে, যাহারা উৎসাহবিহীন, মন্দমতি তাহারাই ইহা সুসাধ্য, উহা দুঃসাধ্য এবম্প্রকার বিকল্প চিন্তা করিয়া থাকে, যাঁহারা সমর্থ, ধীর তাঁহারা কখন এইরূপ বিকল্প চিন্তা করেন না। জ্ঞান ও যোগ এই উভয়ই যখন শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ, তখন ইহাদের কেহই হেয় নহে, উভয়েরই সমপ্রয়োজন আছে। যাঁহারা জ্ঞানেচ্ছু, যোগ (প্রাণ ও অপানের সমতা সম্পাত্তিরূপে প্রসিদ্ধ প্রাণস্পন্দনিরোধ) তাহাদিগের জ্ঞানপ্রদ হয়, এবং যাহারা খেচরত্বাদিসিদ্ধি প্রার্থী, তাহাদের অনন্তসিদ্ধি-

প্রদ হইয়া থাকে। হে রাম! উদ্‌যোগ সহকারে প্রাণবায়ুর নিরোধরূপ যোগ অবলম্বন করিলেও, বাসনা ক্ষয় করিয়া প্রত্যক্‌পরব্রহ্মে চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া, তুমি বাক্যের অগোচর নিরতিশয় আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিবে। *

জিজ্ঞাসু—যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ হইতে আপনি দয়া করিয়া যাহা শুনাইলেন, তাহা শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, 'যোগ' শব্দ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, আত্মজ্ঞান ও প্রাণস্পন্দের নিরোধ বা প্রাণায়াম এই দুইটীই ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়, অতএব 'যোগ' শব্দ আত্মজ্ঞান ও

---

* শ্রীরাম উবাচ।

"সম্যগ্‌জ্ঞানবিলাসেন বাসনাবিলয়োদয়ে। জীবন্মুক্তপদে ব্রহ্মন্ নং বিশ্রান্তবানহম্॥

প্রাণস্পন্দনিরোধেন বাসনাবিলয়োদয়ে। জীন্মুক্তপদে ব্রহ্মন্দ বিশ্রম্যতে কথম্॥

শ্রীবশিষ্ঠউবাচ।

সংসারোত্তরণে যুক্তির্যোগশব্দেন কথ্যতে। তাংবিদ্ধি দ্বিপ্রকারাং ত্বং চিত্তোপশমধর্মিণীম॥

আত্মজ্ঞানং প্রকারোহস্যা একঃ প্রকটিতোভুবি। দ্বিতীয়ঃ প্রাণসংরোধঃ শৃণু যোহয়ংময়োচ্যতে॥

শ্রীরামউবাচ।

সুলভত্বাদত্বঃখত্বাৎকতরঃ শোভনোহনয়োঃ। যেনাবগতমাত্রেণ ভূয়ঃ ক্ষোভো ন বাধতে

শ্রীবশিষ্ঠউবাচ।

প্রকারৌ দ্বাবপি প্রোক্তৌ যোগশব্দেন যদ্যপি। তথাপি রূঢ়িমায়াতঃ প্রাণযুক্তাবসৌভৃশম্॥

একো যোগস্তথা জ্ঞানং সংসারোত্তরণক্রমে। সমাবুপায়ৌ দ্বাবেব প্রোক্তাবেকফলপ্রদৌ॥

অসাধ্যঃ কস্যচিদ্‌যোগঃ কস্যচিৎ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ। মম ত্বভিমতঃ সাধো সুসাধ্যো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ॥

অজ্ঞানং পুনরজ্ঞাতং স্বপ্নেষ্বপি ন তদ্‌ভবেৎ। জ্ঞানং সর্ব্বাস্ববস্থাসু নিত্যমেব প্রবর্ত্তে॥

ধারণাসনদেশাদিসাধ্যত্বেন সুসাধ্যতাম্। নায়াতি যোগো হ্যথবা বিকল্পো নৈব শোভনঃ॥

দ্বাবেব কিল শাস্ত্রোক্তৌ জ্ঞানযোগৌ রঘূদ্বহ। তত্রোক্তং ভবতে জ্ঞানমন্তস্থং জ্ঞেয়নির্ম্মলম্॥

প্রাণাপানতয়া রূঢ়ো দৃঢ়দেহগুহাশয়ঃ। অনন্তসিদ্ধিদঃ সাধো যোগোয়ং বুদ্ধিদঃ শৃণু॥

মুখানিলস্ফুরণনিরোধসংভবস্থিতিং গতো নৃপসুত চেতসা ক্ষয়ে।

সমাহিতস্থিতিরিহ যোগযুক্তিতঃ পরে পদে প্রগলিতগীর্নিবৎস্যসি॥"

যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ নির্ব্বাণপ্রকরণ পূর্ব্বার্দ্ধ ১৩ সর্গ

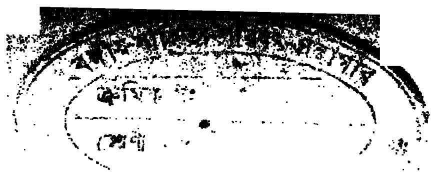
প্রাণায়াম (রাজযোগ ও হঠযোগ) এই দ্বিবিধ সংসার তরণের উপায়ের বাচক। 'যোগ'-শব্দ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার দ্বিবিধ উপায়েরই বাচক হইলেও, ইহা প্রাণায়াম বা হঠযোগ বুঝাইতে বিশেষতঃ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; সংসার তরণ বিষয়ে আত্মজ্ঞান ও প্রাণস্পন্দ নিরোধ এই দুইটী উপায়ই সমান, একরূপফলপ্রদ। জ্ঞান ও প্রাণায়াম বা হঠযোগ এই দ্বিবিধ যোগের মধ্যে কোন্‌টী সুসাধ্য, এই প্রশ্নের উত্তরে বশিষ্ঠদেব প্রথমে বলিয়াছেন, 'জ্ঞান রূপ উপায়ই' সুসাধ্য, কারণ জ্ঞান একমাত্র বিবেকলাভে লব্ধ হইয়া থাকে, যোগ (হঠযোগ—প্রাণস্পন্দনিরোধ) জ্ঞানরূপ উপায়াপেক্ষায় দুঃসাধ্য, কারণ যোগের (প্রাণস্পন্দনিরোধ রূপ হঠযোগের) সাধনাতে প্রশস্ত দেশ-কালাদি বহু বাহ্য হেতু সমূহের অপেক্ষা আছে। বশিষ্ঠদেব পরিশেষে বলিয়াছেন, জ্ঞান সুসাধ্য, যোগ সুসাধ্য নহে, যোগ দুঃসাধ্য এবম্প্রকার বিকল্পনা সমুচিত নহে, উৎসাহবিহীন, মূঢ়মতিগণই ইহা সুসাধ্য উহা দুঃসাধ্য এইরূপ বিকল্পনা করিয়া থাকে, যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা এই প্রকার বিকল্প চিন্তা করেন না। জ্ঞান ও যোগ এই উভয়ই যখন শ্রুতি-শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ তখন ইহাদের কেহই হেয় নহে, উভয়েরই সমপ্রয়োজন আছে। যাঁহারা জ্ঞানপ্রার্থী, প্রাণ ও অপানের সমতা-সম্প্রাপ্তি রূপে প্রসিদ্ধ প্রাণস্পন্দ নিরোধ বা হঠযোগ তাঁহাদিগের জ্ঞানপ্রদ হয়, যাঁহারা আকাশগমনাদি সিদ্ধি প্রার্থী তাঁহাদিগের অনন্ত সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে, সমুচিত উদ্যোগ সহকারে প্রাণবায়ুর নিরোধ পূর্ব্বক সমাহিত হইয়া বাক্যের অগোচর নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে অবস্থান করিতে পারা যায়। বশিষ্ঠদেবের এই সকল কথা শ্রবণপূর্ব্বক আমার অনেক কথা জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমার মনে বহুবিধ প্রশ্ন উদিত হইয়াছে।

বক্তা—তোমার যে যে বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা বল।

সফল-ব্রত।

আদর করেও ডাক্‌লে তোমায় চ'টে উঠ তুমি।
ক্ষুব্ধ প্রাণে স্তব্ধ হ'য়ে ফিরে আসি আমি॥
মনে ভাবি তার স্বভাবে এমনটি কি হয়?
চিদানন্দে এই অনাদর কেমনে বা রয়?
না না—তোমার কঠিন স্বরে আরও কিছু আছে।
বিরক্তি নয়—চিরদিন রাখতে চাও কাছে॥
মনে পাছে 'মান' করি—বড় ধার্ম্মিক আমি।
কত খানি ধর্ম্ম হ'ল—দেখ্‌তে বল তুমি॥
ধর্ম্ম করি—তবু দাম্ভিক—এ দোষ বড় দোষ।
তোমার ভাবনা—শত্রু মিত্রে হয় না—তাই রোষ॥
সব কথা—তোমার কথা—সবার ভিতর তুমি।
কখনও কর ঠাকুরালি—কখনও চতুরামি॥
শুভাশুভ সব দেখাও সবার কথায় ঢুকে।
শুভাশুভ যে জানেনা—সব গেছে তার চুকে॥
মন্দ ছাড়-ভাল নাও—তোমার ইচ্ছা এই।
শব্দব্রহ্ম শাস্ত্র হয়ে আপনি বল তাই॥
পাছে জাগে "মস্ত" তাই নানা প্রলোভনে—
কেমন করি—দেখিয়ে দাও—মানে অপমানে॥
শুভাশুভ সমান হবে—তোমার পানে চেয়ে।
মন্দ কিছুই করিব না—যা হয় যাব সয়ে॥
অসহযোগ এরেই বলে—পাপে যোগ না দিব।
জোর ক'রে যে পাপ করাবে—তারে উপেখিব॥
সাজাদিবে—সব সহিব—তোমার পানে চেয়ে।
অহিংসার পূর্ণাহুতি—তোমায় বুকে নিয়ে॥
প্রহ্লাদের অসহযোগ—কৃষ্ণ নাম না ত্যাগ।
তপ্ত তৈলে হস্তি-তলে প্রাণ যাবে যাক্‌॥
সবে তুমি—সব তুমি—ভুল যবে না হবে।
সফল জীবন—সফল সাধন—সফল ব্রত তবে॥

শ্রী আমি॥



বর্ষারম্ভে—প্রসন্নতা প্রার্থনা।

শরীর শীর্ণ হইয়া যাইবে, দেহও দগ্ধ হইতে ছুটিবে—তা তুমি যেই হও। প্রথম বয়সের উচ্ছ্বাসে ধরিতে না পারিলেও কিছু দিন কর্ম্ম করিয়া যদি বুঝিতে না পার শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভই তোমার সকল কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য—তবে তুমি পণ্ডিত খ্যাতি পাইলেও পণ্ডিত নও তুমি বিদ্যাভিমানী হইলেও বুদ্ধিমান্ নও।

যে কর্ম্মই করিতে যাও প্রথমেই প্রার্থনা করিতে হইবে, প্রথমেই কাতর হইয়া তাঁহাকে জানাইতে হইবে ঠাকুর! তুমি আমাদিগকে পরিচালিত কর; তদ্ভিন্ন আমাদের কোন চেষ্টা সফল হইবে না। আমরা জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধির জন্য—আমাদের ইষ্ট দেবতার নিকটে যে ভক্তি চাই—আমাদের প্রার্থনা কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না যতক্ষণ না আমরা তোমাকে প্রসন্ন করিতে পারি। তোমার প্রসাদ ভিন্ন আমাদের জপ, তপ, ধারণা, ধ্যান, পরোপকার, দেশ সেবা সমস্তই বিফল। আমরা মাত্র চেষ্টা করিব কিন্তু তোমার প্রসন্নতার দিকে যদি দৃষ্টি না থাকে তবে কর্ম্মে আমাদের অভিমান, আমাদের অহঙ্কার বাড়িয়া যাইবে, আমরা দাম্ভিক হইয়া যাইব, আর তুমি বলিবে "দম্ভময়ং তং ত্যজামি" দাম্ভিককে আমি ত্যাগ করি।

আমাদের এই জাতিটা—অন্য জাতির কথা কহিয়া আমাদের বিশেষ লাভ নাই—আমাদের এই জাতিটা দাম্ভিক হইয়া শত শত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে—এখনও করিতেছে—আহা! আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতে ভুলিয়াছি তাই আমাদের এই দুঃখ, তাই আমাদিগের পাপের জন্য শত শত প্রায়শ্চিত্ত আসিতেছে। কিন্তু অনুতপ্ত হইয়া যদি কেহ প্রায়শ্চিত্ত না করে তবে তাহার পাপক্ষয় হয় না—তাহার কিছুই হয় না; এক্ষেত্রে স্বকৃত প্রায়শ্চিত্তটা লোক প্রতারণার জন্য। লোক প্রতারণার অভিপ্রায় যেখানে সেখানে আবার তোমার প্রসন্নতা কোথায় থাকিবে? লোকের মধ্যেও তুমি আছ, তবে লোক প্রতারণা করা হইতেছে তোমার সহিত ছকাই পঞ্জাই করা। হায়! কাহাকে প্রতারণা আমরা করিব? "তুমি মোর শিরায় শিরায় বিরাজ কর তাই শিরায় রক্ত বহিতেছে।" এই তুমি—তোমার চক্ষে ধূলা দিবে কে? আহা! প্রভু! আমাদিগকে দণ্ড দাও, দিয়া আমাদের কুবুদ্ধি দূর কর—আমাদিগকে

পরিচালিত কর—আমাদের আশ্রয় তুমি হও। তোমার অভাব ত কোথাও নাই। তুমিই পিতা হইয়া আসিয়াছিলে—হাড়মাস্‌টা পিতা নয়—তুমিই পিতার দেহ ধরিয়া আসিয়াছিলে আমরা কি পিতাকে তুমি ভাবে দেখিতে পারিয়াছিলাম? তুমিই গুরুরূপে আসিয়াছিলে আমরা কি মন্ত্র ও ইষ্ট স্বরূপ গুরুকে ভক্তি করিতে পারিয়াছিলাম? তুমি মাতা রূপে আসিয়াছিলে আমরা কি মাতাকে জগদম্বা ভাবে কখন দেখিতে পারিয়াছিলাম? তুমিই স্ত্রীরূপে আসিয়াছ—আমরা কি "স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" একদিনও মনে করিতে পারিয়াছি—পশু আমরা স্ত্রীর সহিত কি ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছি? লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং জানকী শুভা। পুন্নাম বাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং ত্বং হি রাঘব! একদিন ও কি ইহা স্মরণের মত স্মরণ করিয়াছি? তুমিই যে মহাদেব হইয়া সকলকে ভাবনা করিতে শিখাইয়াছ—কথং তং জননী ভূত্বা বধূস্ত্বং মম দেহিনাম্‌" এ কথা কি একদিনও ভাবিবার মত ভাবিয়াছি? আহা কত অপরাধ আমাদের হইয়া গিয়াছে! তুমিই ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন সব হইয়া আসিয়াছ—তুমিই দরিদ্র ভিক্ষুক সব সাজিয়া আসিয়াছ, তুমিই শত্রু মিত্র সব হইয়া আসিয়াছ, আমরা কাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছি? আমাদের অপরাধের কি শেষ আছে? স্বামীরূপী তুমি কখনও কি স্বামীকে তুমি মনে করিয়াছ? পুত্ররূপী তুমি, কন্যারূপী তুমি, গ্রামবাসীরূপী তুমি আমরা কাহার প্রতি সুন্দর ব্যবহার করিয়াছি? কত অপরাধ হইয়া গিয়াছে! পিতা মাতা স্বামী এ অপরাধ গ্রহণ না করিলেও সকল অপরাধ তোমার কাছে পৌঁছিয়াছে। এখনও সময় আছে। এখনও অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অবসর তুমি দিতেছ। এস এস বর্ষ ধরিয়া অপরাধ স্মরণে প্রাণকে কাতর করিয়া ক্ষমা প্রার্থনাকে সাধনার প্রথম অঙ্গ করি এস।

এস এস তাঁহার প্রসন্নতা লাভ জন্য তাঁহার আজ্ঞা পালন করি এস। নিত্য কর্ম্ম করি এস, শ্রাদ্ধ তর্পণ করি এস। তর্পণের মন্ত্রে ত সকলের নাম করিয়া জল দিতে হয়। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সবই তুমি সাজিয়া আসিয়াছিলে—অপরাধের স্মরণ করিয়া প্রত্যহ গুরু পিতা মাতা রূপী তুমি, তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতে অভ্যাস করি এস। ক্ষমাসার তুমি, তুমি আমাদিগকে ক্ষমা করিবে, তুমি আমাদের প্রতি আবার প্রসন্ন হইবে—তোমার আজ্ঞা পালনে আমাদের আগ্রহ দেখিলেই তুমি আবার আমাদিগকে তোমার নিকটে থাকিবার অধিকার দিবে। এই সমস্ত কথা আর অধিক কি

লেখা যাইবে—যাঁহারা সত্য সত্যই মানুষ হইতে চাহেন, জাতিটাকে জীবন্ত দেখিতে চাহেন তাঁহারা এই বৈদিক মার্গের কথায় বহু ভাবিবার কথা, বহু করিবার করাইবার কার্য্য পাইবেন। আমরা প্রসন্নতা সম্বন্ধে দুই একটি শাস্ত্র বাক্য তুলিয়া নিবৃত্ত হইলাম। শুধু পড়িবার কথা ইহা নহে, বহু দিন ধরিয়া অভ্যাস করার কার্য্য ইহা।

প্রসাদেন বিনা দেবাঃ প্রসাদেন বিনা নরাঃ।
প্রসাদেন বিনা লোকা ন সিধ্যন্তি মহামুনে॥ ১৩
প্রসাদাৎ দেব দেবস্য ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বমাগতঃ।
বিষ্ণু বিষ্ণু পদং প্রাপ্তো রুদ্রো রুদ্রত্বমাগতঃ॥১৪
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ মহেশ্বরঃ।
আরাধ্যতে প্রসাদার্থং ন তুরৈতঃ কদাচন॥ ১৫
যস্মিন্ প্রসন্নে সর্ব্বেষাং পুষ্টির্জায়তে পুষ্কলা।
অহো তেন বিনা লোকশ্চেষ্টতেঽন্যত্র মায়য়া॥১৬
বর্ণাশ্রমসমাচারাৎ প্রসন্নে পরমেশ্বরে।
সাক্ষাৎ তদ্বিষয়ং জ্ঞানমচিরাদেব জায়তে॥১৮
জ্ঞানাদজ্ঞান বিধ্বস্তি ন কর্মভ্যঃ কদাচন।
অজ্ঞানে সতি সংসারো জ্ঞানে স কথমুচ্যতে॥১৯

সূতসংহিতা। জ্ঞানযোগখণ্ডে ২ অধ্যায়

তাই বলিতেছিলাম পরমেশ্বরের প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখাই কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রতিদিনের নিত্যকর্ম্মে প্রথমেই অপরাধের স্মরণে মনকে কাতর করা চাই। নিজের অবস্থা দর্শন ও গত কর্ম্ম স্মরণ করিলেই কাতরতা আসিবে। আবার এখনকার লয় ও বিক্ষেপ বিশেষ ভাবে কাতরতা জাগাইয়া অপরাধ ক্ষয়ের জন্য প্রার্থনা আনিবেই। কিন্তু একদিন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে হইবে না। যতদিন না নিজের চিত্ত প্রসন্ন হয় ততদিন ইহাকে নিত্য কর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া নিত্য অভ্যাস করিতে হইবে। এই ভাবে প্রস্তুত হইয়া তুমি প্রসন্ন হও, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর বলিতে বলিতে প্রত্যহ নিত্য কর্ম্ম করিতে হইবে। ঐ শুন ভিক্ষুক গাহিয়া গেল—

"অপরাধ ক্ষমা কর কালী॥
আমি চরণে ধরিয়া তোমায় বলি॥

ইহা না কর কখন্ কালের হাততালি শুনিয়া মরণ মূর্চ্ছায় পড়িবে কে জানে? তাই বলি চিত্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক।

বৈদিক মার্গ।

আর্য্য ঋষিগণের প্রচারের বস্তু বৈদিক মার্গ। শক্তি সম্পন্ন হইয়াও যিনি মোহবশতঃ বৈদিক মার্গ স্থাপনে চেষ্টা না করেন তিনি মহাপাতকী। এইরূপ ব্যক্তিকে যদি কেহ বধ করে সে ব্যক্তির কোন পাপ হয় না ইহা বেদান্ত নিশ্চয় করিয়া দিতেছেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বৈদিক মার্গ স্থাপনে উদ্যুক্ত হইয়াও যিনি অক্ষম হয়েন—যিনি সম্পূর্ণ করিতে না পারেন এইরূপ ব্যক্তি ও সমস্ত-পাপ নির্ম্মুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন। আর বিদ্যাভিমানী হইয়া যে ব্যক্তি বেদমার্গ প্রবর্ত্তককে ছল জাতি ইত্যাদি বিতণ্ডা দ্বারা জয় করিতে চেষ্টা করেন তিমি মহাপাতকী হয়েন। *

যিনি এই বৈদিকমার্গে অবস্থান করেন তিনি সর্ব্বত্র রাজার মত পূজা প্রাপ্ত হয়েন। যাঁহার গৃহ লক্ষ্য করিয়া বৈদিকমার্গস্থ মহাজন গমন করেন "তস্য ক্রীড়ন্তি পিতরো যাস্যামঃ পরমাং গতিম্।" তাঁহার পিতৃলোক এই বলিয়া উল্লাসিত হয়েন যে আমরা পরম গতি প্রাপ্ত হইব। ইহাঁদিগকে দর্শন করিবা মাত্র সর্ব্ববিধ পাপ পলায়ন করে।

---

* স্থাপরিধ্বমিমং মার্গং প্রযত্নেনাপি হে দ্বিজাঃ
স্থাপিতে বৈদিকে মার্গে সকলং সুস্থিরং ভবেৎ॥ ৫৪
যো হি স্থাপয়িতুং শক্তো ন কুর্য্যাৎ মোহতো নরঃ।
তস্য হন্তা ন পাপীয়ান্ ইতি বেদান্তনির্ণয়ঃ॥ ৫৫
যঃ স্থাপয়িতুমুদ্যুক্তঃ শ্রদ্ধয়ৈবাক্ষমোঽপি সঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সাক্ষাৎজ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ॥ ৫৬
যঃ স্ববিদ্যাভিমানেন বেদ মার্গপ্রবর্ত্তকম্।
ছল জাত্যাদিভির্জীয়াৎ স মহাপাতকী ভবেৎ॥ ৫৭

সূত সংহিতা জ্ঞানযোগ খণ্ড ২০ অধ্যায়।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বিশ্বম্ভরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসচ্চিৎসুখসাগরে সদা।
বিলীয়তে যস্য মনঃ প্রচারঃ॥

যে বৈদিক মার্গ স্থাপয়িতার মনের প্রচার সর্ব্বদা অপার সচ্চিৎসুখ-সাগরে বিলীন তিনি আপন বংশকে পবিত্র করেন; তাঁহার জননী ঐ পুত্র দ্বারা বিশ্বকে ভরণ করেন ঐ পুত্রের জননী বলিয়া তিনি পুণ্যবতী এবং কৃতার্থা।

বেদোক্ত মার্গে সর্ব্বদা আমিই চৈতন্য এই ভাবনা করিবে। যে পুরুষ ইহা সর্ব্বদা অভ্যাস করেন তিনি মহাত্মা। এই পুরুষ, যে ক্রম অনুসারে বেদান্ত বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইবেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। জ্ঞান হইলেই অজ্ঞানের নাশ হইবে ইহাই তাঁহার মুক্তি। *

এই বৈদিক মার্গ ঋষিগণ বড়ই আদর করিতেন। ভগবান্ বাল্মীকি রামায়ণে ইহা কতভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র বনবাস-কালে অযোধ্যাকে দৃষ্টিপথের অতীত হইতে দেখিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন, অযোধ্যার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অযোধ্যা তাঁহার কাছে জীবিতা। অযোধ্যার সহিত কথা কহিয়া বলিয়াছিলেন "আপৃচ্ছে ত্বাং পুরিশ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থ পরিপালিতে" ইত্যাদি। গঙ্গা, বৃক্ষ সমস্তই যেন জীবন্ত। জগজ্জননী গঙ্গার কাছে, কালিন্দীর কাছে, কত প্রার্থনা করিয়াছেন গঙ্গাকে কালিন্দীকে কত প্রণাম করিয়াছেন। জগজ্জননী সীতা বৃক্ষ দেখিয়া প্রণাম করিয়াছেন—প্রার্থনা করিয়াছেন—

শ্যামং ন্যগ্রোধমাসেদুঃ শীতলং হরিতচ্ছদম্।
ন্যগ্রোধং তমুপাগম্য বৈদেহী চাভ্যবন্দত॥
নমস্তেঽস্তু মহাবৃক্ষ পারয়েন্মে পতির্ব্রতম্॥ ইত্যাদি।

---

* বেদোক্তেনৈব মার্গেণ সদাঽহমিতি চিন্তয়েৎ।
এবমভ্যাস যুক্তস্য পুরুষস্য মহাত্মনঃ॥ ৩৯
ক্রমাৎ বেদান্ত বিজ্ঞানং বিজায়েত ন সংশয়ঃ।
জ্ঞানাদজ্ঞানবিচ্ছিত্তিঃ সৈব তস্য বিমুক্ততা॥ ৪০

সূত সংহিতা জ্ঞানযোগ খণ্ডে ১৯ অধ্যায়।

বৈদিক মার্গ যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা বৃক্ষকে বৃক্ষ দেখেন না, দেখেন সেই চৈতন্যই বৃক্ষ সাজিয়াছেন। নদী, নদী নহে সেই, আকাশ আকাশ নহে সেই, গ্রাম নগর সেই, নর নারী সেই। সেই একজনই বহুরূপে বহুসাজে বিরাজ করিতেছেন। এই বৈদিক মার্গ শ্রীগীতায় প্রচারিত। "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র—সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" শ্রীগীতার এই উক্তি বৈদিক মার্গ। এই অধিষ্ঠান চৈতন্যের কথা, এই পর সত্যের কথা শ্রীভাগবত প্রথম শ্লোকেই বলিতেছেন—বলিতেছেন সত্যং পরং ধীমহি। আবার এই পরম সত্যকে পাইবার উপায় যে পরম ধর্ম্ম দ্বিতীয় শ্লোকে তাহা বলিয়াছেন।

এই বৈদিক মার্গে একমাত্র চৈতন্যই উপাস্য। জড় কিছুতেই উপাস্য নহে। আর এই চৈতন্যই একমাত্র বস্তু, চৈতন্য ভিন্ন যা কিছু তাহা চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া সত্য মত দেখায় কিন্তু ইহারা সত্য নহে। এই চৈতন্য বস্তুর চিৎপ্রভা একমাত্র সেই সৎচিৎ আনন্দ পুরুষকে বিচিত্র জগৎরূপে দেখাইতেছে। যোগবাশিষ্ঠ মহাগ্রন্থ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহা দেখাইতেছেন। আজ আমরা সর্ব্বব্যাপী চেতন পুরুষকে দেখিতে ভুলিয়াছি, স্বরূপের সন্ধান ভুলিয়াছি, ভুলিয়া জড় লইয়া স্বরূপ দৃষ্টি শূন্য জড় মূর্ত্তি লইয়া কত কি করিতেছি। সর্ব্বশাস্ত্রেই এই চৈতন্যকে দেখাইতেছেন। ইনিই স্বরূপে নির্গুণ, নিরবয়ব, কিন্তু ভক্ত চিন্তানুসারে সগুণ, আত্মা, অবতার সমকালে। নাম মধুর, রূপ মধুর, গুণ মধুর, লীলা মধুর—কারণ এই সব চৈতন্যেরই নামরূপ লীলা বলিয়া।

শাস্ত্র এই চৈতন্য পুরুষকে ভজিবার অধিকার সকলকে দিয়াছেন। এই বৈদিক মার্গে স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে। শূদ্রকেও অধিকার দিয়াছেন একটু প্রকারান্তর করিয়া। ঋষিগণ আজকালকার শাস্ত্রগর্ব্বে লুন্ঠিত মানুষের মত কোথাও কার্পণ্য করেন নাই।

শিব মহাত্ম্য খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে সূত সংহিতা বলিতেছেন—
উক্তো মুখ্যাধিকারীতি জ্ঞানাভ্যাসে ময়া হরে।
অন্যেচ ব্রাহ্মণা বিপ্রো রাজানশ্চ তথৈবচ ॥ ১৯
বৈশ্যাশ্চ তারতম্যেন জ্ঞানাভ্যাসেঽধিকারিণঃ।
দ্বিজস্ত্রীণামপি শ্রৌত জ্ঞানাভ্যাসেঽধিকারিতা ॥ ২০
অস্তি শূদ্রস্য শুশ্রূষোঃ পুরাণেনৈব বেদনম্।
বদন্তি কেচিদ্বিদ্বাংসঃ স্ত্রীণাং শূদ্র সমানতাম্ ॥ ২১

অন্যেষামপি সর্ব্বেষাং জ্ঞানাভ্যাসো বিধীয়তে ।
ভাষান্তরেণ কালেন তেষাং সোঽপ্যপকারকঃ ॥ ২২

এই কারণে অনেক বেদমন্ত্র ভাষান্তর প্রাপ্ত হইয়া নানাস্থানে বৈদিক মার্গ দেখাইয়া দিতেছেন। আমরা সূত সংহিতা হইতে বৈদিক মার্গে উঠিবার ক্রম কথঞ্চিৎ দেখাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। বারান্তরে এই বৈদিক মার্গ বিশেষরূপে আলোচিত হইবে।

আকাশাদীনি ভূতানি যানি তানি মনীষিভিঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যানি মহাত্মভিঃ ॥ ২৪
মেরুমন্দারপূর্ব্বাশ্চ পর্ব্বতা বিবিধা দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যা বেদবিত্তমাঃ ॥ ২৮
নদীনদাদয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষ্যাদি বিনির্ম্মিতাঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যাঃ পুরুষোত্তমৈঃ ॥ ২৯
বাপীকূপ তড়াগাদ্যা অপি বেদপরায়ণাঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যাঃ পুরুষাধিকৈঃ ॥ ৩০
বনানি যানি লোকে তু বিবিধানি মহত্তমাঃ।
তানি ব্রহ্মতয়া নিত্যমুপাস্যানি তপোধনৈঃ ॥ ৩১
সমুদ্রাশ্চ সদা বিপ্রাঃ সমুদ্রান্তর্গতা অপি।
সঙ্গমা অপি সদ্ব্রহ্ম ধ্যাতব্যা এব কেবলম্ ॥ ৩২
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব দিবারাত্রং তথৈব চ।
অনাগতাদয়ঃ কালা উপাস্যা ব্রহ্মরূপতঃ ॥ ৩৩
অণ্ডজং জারজং চৈব স্বেদজং চোদ্ভিজ্জং তথা।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যা মোহবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৩৪
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা অপি চ সংকরাঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যা এব সূরিভিঃ ॥ ৩৫
আশ্রমা ব্রহ্মচর্য্যাদ্যাস্তদাচারা অপি দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যাঃ পরমাস্তিকৈঃ ॥ ৩৬
মহাপাতক পূর্ব্বাণি পাপানি সুবহূনি চ।
ব্রহ্মরূপতয়া নিত্যমুপাস্যানি মহত্তমৈঃ ॥ ৩৭
ধর্ম্মসংজ্ঞাশ্চ যে বিপ্রা উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
তেঽপি ব্রহ্মতয়া নিত্যমুপাস্যাঃ পণ্ডিতোত্তমৈঃ ॥ ৩৮

সুখং দুঃখং তয়োর্ভোগঃ সাধনং তস্য সুব্রতাঃ।
ব্রহ্মরূপতয়া সর্ব্বমুপাস্যং সত্যবাদিভিঃ॥ ৩৯
বিধয়শ্চ নিষেধাশ্চ বিদ্যাবিদ্যে তথৈবচ।
ব্রহ্মরূপতয়া সর্ব্বমুপাস্যং বেদবেদিভিঃ॥ ৪২
অবন্ধ্যাশ্চ তথা বন্ধ্যা বাদাশ্চ বিবিধা অপি।
ব্রহ্মরূপতয়া সর্ব্বমুপাস্যং বাক্যবেদিভিঃ॥ ৪৩
যদ্‌যদস্তিতয়া ভাতি যদ্‌যন্নাস্তিতয়াঽপি চ।
তত্তদ্‌ব্রহ্মতয়া নিত্যমুপাস্যং ব্রহ্মবিত্তমৈঃ॥ ৪৪

এই প্রকার উপাসনাকে ধ্যান যজ্ঞ বলা হইয়াছে। এই ধ্যান যজ্ঞের দ্বারা ঈশ্বর বিজ্ঞান হয়।

ধ্যান যজ্ঞং বিনা মুক্তৌ যতন্তে মোহিতা জনাঃ।
পায়সান্নং পরিত্যজ্য ভক্ষয়ন্তি মহাবিষম্॥ ৪৭

যাহারা মায়া মোহিত তাহারাই ধ্যান যজ্ঞ অভ্যাস না করিয়া সংসার মুক্তির চেষ্টা করে। ইহাই পায়সান্ন ত্যাগ করিয়া মহাবিষ ভক্ষণ। ধ্যান যজ্ঞ বিনা যদি কেহ কিঞ্চিৎ মুক্তি সিদ্ধির উপায় করে তাহা কর্ণত্যাগ করিয়া কেবল চক্ষু দ্বারা শব্দ গ্রহণ করা মাত্র।

সকল লোকেই বিশ্বাসে সর্ব্বত্র তুমি আছ ইহা স্মরণ করিতে পারে। একমাত্র তুমিই, সব হইয়া, সব সাজিয়া, সব রূপে রূপ মিশাইয়া রহিয়াছ ইহা স্মরণেও আনন্দ। আমার ইষ্ট দেবতাই সব সাজিয়া আমার কাছে আছেন, ইহা স্মরণ করার আনন্দ যিনি ভোগ করিয়াছেন তিনিই জানেন। ইষ্ট দেবতাকে একান্তে নির্জ্জনে ভজিতে হইবে, বাহিরে সবার মধ্যে তাঁহারে দেখিবার, স্মরিবার অভ্যাস রাখিতে হইবে। এইরূপ করিলে জ্ঞান যজ্ঞে যাইতে পারা যাইবে।

এই সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস না করিয়া যিনি সংসার মুক্তির জন্য যত্ন করেন।

স নভো ভক্ষণেনৈব ক্ষুন্নিবৃত্তিং করিষ্যতি।

তিনি আকাশ খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন মাত্র। সূতসংহিতা ধ্যান যজ্ঞের পরে জ্ঞান যজ্ঞের—বৈদিকমার্গের কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন জ্ঞানযজ্ঞোড়ুপেনৈব ব্রাহ্মণো বাঽন্ত্যজোঽপি বা। সংসার সাগরং তীর্ত্বা মুক্তিপারং হি গচ্ছতি। ব্রাহ্মণই হোক্ বা অন্ত্যজ জাতিই হোক্ জ্ঞান যজ্ঞরূপ ভেলা দ্বারা সংসার সাগর পার হইয়া মুক্তি পার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আচার্য্য। মন্দ যাহারা তাহারা কার্য্যব্রহ্ম লইয়া থাকে, যাঁহারা মধ্যম তাঁহারা কারণ ব্রহ্ম লইয়া থাকেন। আর যিনি উৎকৃষ্ট তাঁহার ধরিবার বিষয় হইতেছে অদ্বৈত। মন্দ ও মধ্যমের জন্য শ্রুতি উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। ইহা ভগবতী শ্রুতির দয়া মাত্র।

শিষ্য। আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন।

আচার্য্য। যিনি মন্দ অধিকারী বা মধ্যম অধিকারী—ইঁহারা যদি অভেদ দৃষ্টি ইচ্ছা করেন তবে বেদভগবান্ এইরূপ পুরুষের হিতের জন্য দয়া করিয়া বলিতেছেন যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই তাঁহারা করিবেন নিষ্কাম কর্ম্ম আর যাঁহাদের অন্তঃকরণ স্থিরতা প্রাপ্ত হয় নাই তাঁহারা করিবেন প্রণবের শ্রবণ মননরূপ আত্মার জ্ঞানাঙ্গ উপাসনা। কারণ অন্তঃকরণের লয় বিক্ষেপরূপ দোষের অভাব না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কিছুতেই সর্ব্বত্র অভেদ দৃষ্টি হইতেই পারেনা। আর আত্মা এক অদ্বিতীয় এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক উত্তমদৃষ্টি যিনি পাইয়াছেন সেই উত্তম অধিকারীর জন্য কোন কর্ম্ম বা উপাসনার কথা শ্রুতি বলেন নাই। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন "**যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥**" "**তত্ত্বমসি**" "**আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি।**" উপাস্য যিনি তিনি ব্রহ্ম নহেন এই প্রকার নিষেধ করায় উপাসনার মন্দ মধ্যম দৃষ্টিযুক্ত পুরুষ যিনি তাঁহার কথা বলিতেছেন না-বলিতেছেন উত্তম অধিকারীকে। বলিতেছেন যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না, আর যিনি মনকে জানেন—এইরূপ ব্রহ্মবাদীরা বলেন তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। লোকে যাঁহাকে উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন। অর্থাৎ ব্রহ্মকে মনের আত্মা বলিয়া জানিও। তিনিই চৈতন্য তিনিই চেতয়িতা। লোকে ব্রহ্মকে মনন করিতে পারেনা কারণ তিনি মনেরও প্রকাশক। চৈতন্যের জ্যোতি মনের মধ্যে অবভাসিত হইলে তবে মনের মনন সামর্থ্য জন্মে। বলা হইল উত্তম অধিকারী যিনি তিনি নির্গুণ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। তিনিই অদ্বৈত জ্ঞান স্বরূপ। শ্রুতি এই জন্য বলিতেছেন সেই নির্গুণ ব্রহ্মই তুমি। আত্মাই এই সমস্ত ॥১৬॥

স্বসিদ্ধান্ত ব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্‌।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ॥ ১৭

আপন আপন সিদ্ধান্ত রচনার নিয়ম বিষয়ে দ্বৈতবাদিগণ—[আমাদের সিদ্ধান্তই যথার্থ সত্য অন্য প্রকার নহে এইরূপ] যথার্থ নিশ্চয় করিয়া [আপন মতের প্রতিবাদী দিগের সহিত] পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকেন। যথার্থ আত্মবেত্তা যাঁহারা তাঁহারা কাহারও সহিত বিরোধ করেন না ॥১৭

স্বসিদ্ধান্ত ব্যবস্থাসু স্বসিদ্ধান্ত রচনানিয়মেষু—স্বসিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনে, দ্বৈতিনঃ কপিল কণাদ-বুদ্ধ আর্হতাদি দৃষ্টি—অনুসারিণো দ্বৈতিনঃ দৃঢ়ং নিশ্চিতাঃ আগ্রহবন্তঃ "এবং এবৈষ পরমার্থো নান্যথা" ইতি তত্রতত্র অনুরক্তাঃ প্রতিপক্ষঞ্চ আত্মনঃ পশ্যন্তস্তং দ্বিষন্তঃ ইত্যেবং রাগদ্বেষোপেতাঃ স্বসিদ্ধান্তদর্শননিমিত্তমেব পরস্পরং অন্যোন্যং বিরুধ্যন্তে। অয়ং বৈদিকঃ সর্ব্বানন্যত্বাদ্‌ আত্মৈকত্বদর্শনপক্ষো তৈঃ দ্বৈতিভিঃ ন বিরুধ্যতে। যথা স্বহস্তপাদাদিভিঃ। এবং রাগদ্বেষাদিদোষা নাস্পদত্বাৎ আত্মৈকত্ববুদ্ধিরেব সম্যগ্‌ দর্শনম্‌ ইতি—অভিপ্রায়ঃ ॥১৭

আচার্য্য। অদ্বৈত আত্মার যথার্থ অনুভব যাহা তাহাই সম্যক্‌ দর্শন। ইহাই শাস্ত্রদ্বারা এবং যুক্তিদ্বারা অবধারিত হইয়াছে। এই সম্যক্‌ দর্শন যেখানে নাই তাহাই মিথ্যা দর্শন বা মিথ্যা জ্ঞান। এই হেতু দ্বৈতবাদিগণের জ্ঞান যাহা তাহা মিথ্যা জ্ঞান। কারণ দ্বৈতবাদিগণ রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়াই অদ্বয় জ্ঞানকে মিথ্যাবলেন এবং তাঁহারা অদ্বৈতবোধক শ্রুতি সমূহকে গ্রহণ করেন না ; যদিও গ্রহণ করেন তবে তাহাদের বিপরীত অর্থ করেন।

শিষ্য। দ্বৈতবাদিগণ রাগদ্বেষাদি যুক্ত কিরূপে ?

আচার্য্য। কপিল, কণাদ, বুদ্ধ, আর্হত ইহাদের মত দ্বৈতবাদিগণও আপন আপন সিদ্ধান্তই ঠিক মনে করেন ; বেদের সহিত তাহা মিলুক বা না মিলুক ইহা দেখিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। "এবম্‌ এবৈষ পরমার্থো নান্যথা" আমাদের সিদ্ধান্তই যথার্থ সত্য অন্যপ্রকার নহে এই প্রকারে দৈতবাদী আপন আপন কল্পিত সিদ্ধান্ত বিষয়ে আসক্ত। আসক্ত

হইয়া ইহাঁরা প্রতিপক্ষের সহিত বিরোধ করেন। ইহারা অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্তকে নিন্দা করেন ও খণ্ডন করিবার প্রয়াস পান।

শিষ্য। অদ্বৈতবাদিগণ কি রাগ দ্বেষ মুক্ত?

আচার্য্য। পুরুষ যেমন নিজের হস্তপদাদির সহিত বিরোধ করে না সেইরূপ অদ্বৈতবাদী কাহারও সহিত বিরোধ করেন না। সর্ব্বত্র যিনি একমাত্র আত্মাকেই দর্শন করেন সেই সম্যগ্দর্শী আত্মবেত্তা আর কাহার উপরে রাগ দ্বেষ করিবেন?॥ ১৭

অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে॥১৮

যেহেতু অদ্বৈত অর্থাৎ নানাত্ব না থাকা—ইহা হইতেছে পরমার্থরূপ বা একমাত্রসত্য আর দ্বৈত বা নানাত্ব হইতেছে অদ্বৈতেরই ভেদরূপ কার্য্য আর দ্বৈতবাদিগণের চক্ষে পরমার্থ ও ব্যবহার এই উভয়ই দ্বৈত সেইহেতু আমাদের অদ্বৈতপক্ষ তাহাদের বিরোধী নহে॥১৮

কেন হেতুনা "নৈবয়ং ন বিরুধ্যতে" ইতি উচ্যতে। হি যতঃ যস্মাৎ অদ্বৈতং পরমার্থঃ পরমার্থতো ব্রহ্মবিদাত্মৈব দ্বৈতিনাম্, দ্বৈতং নানাত্বম্ তৎ তস্য অদ্বৈতস্য ভেদঃ কার্য্যং উচ্যতে **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"** **"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"** ইতি শ্রুতেঃ; উপপত্তেশ্চ—স্বচিত্তস্পন্দনাভাবে সমাধৌ মূর্চ্ছায়াং সুষুপ্তৌ বা অভাবাৎ। অতস্তদ্ভেদ উচ্যতে দ্বৈতম্। তেষাং দ্বৈতিনাং দ্বৈতবাদিনাং তু উভয়থা পরমার্থতঃ অপরমার্থতশ্চ উভয়থাপি দ্বৈতমেব—যদিচ তেষাং ভ্রান্তানাং দ্বৈতদৃষ্টিঃ, অস্মাকম অভ্রান্তানাং অদ্বৈতদৃষ্টিঃ তেন হেতুনা অয়ং অস্মৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে তৈঃ—**"ইন্দ্রো মায়াভিঃ"** **"নতু তদ্দ্বিতীয়মস্তি"** ইতিশ্রুতেঃ। যথা মত্তগজারূঢ় উন্মত্তং ভূমিষ্ঠং "প্রতি গজারূঢ়োহহং গজং বাহয় মাং প্রতি" ইতিব্রুবাণমপি তং প্রতি ন বাহয়তি অবিরোধবুদ্ধ্যা—তদ্বৎ। ততঃ পরমার্থতো ব্রহ্মবিদাত্মৈব দ্বৈতিনাম্। তেনায়ং হেতুনা অস্মৎপক্ষো ন বিরুধ্যতে তৈঃ॥১৮॥

শিষ্য। কি প্রকারে অদ্বৈত পক্ষ দ্বৈতের সহিত বিরোধ করেন

আচার্য্য। অদ্বৈতই হইতেছে পরমার্থ। অদ্বৈতই একমাত্র সত্য। দ্বৈত কেবল অদ্বৈতের ভেদ দেখায়। নানাত্ব বলিয়া যাহা দেখা যায়—দ্বৈত বলিয়া যাহা দেখা যায় তাহা ঐ অদ্বৈতই নানারূপে প্রতিভাত হন তাই।

শিষ্য। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়।

আচার্য্য। অদ্বৈত মতটি হইতেছে এই—একমাত্র অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ চৈতন্যই আছেন। এই পরামাত্মা এক। দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। তবে যে আমরা নানা বস্তু দেখি তাহা দেখার দোষে, সেই এককে, নানাভাবে দেখা হইয়া যায়। এই যে দৃশ্য প্রপঞ্চ—ইহা বাস্তবিক নাই—কখন উঠে নাই। অবিদ্যার কৌশলে সেই একই নানারূপে দেখা যায়। কাজেই দ্বৈতভাব বা নানা ভাব সর্ব্বৈব মিথ্যা।

মিথ্যা যাহা তাহা নাই। যেমন স্বপ্নে কত কিছু দেখা যায়। কিন্তু যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যাইতেছে ততক্ষণ স্বপ্নের সমস্ত বস্তুই সত্য মত বোধ হয়। স্বপ্ন ভঙ্গে বুঝা যায় স্বপ্ন মিথ্যা কল্পনা মাত্র। সেইরূপ যতদিন অবিদ্যা বা মায়া তোমায় আমায় মধ্যে আছে ততদিন মায়া বা অবিদ্যা স্বপ্নের কল্পনার মত নানাবস্তু দেখাইছে। মায়া যাহাদের নাই তাঁহারা মায়াস্বপ্ন ভঙ্গে দেখেন একমাত্র সৎচিৎ—আনন্দই আছেন আর কিছুই নাই।

শিষ্য। মায়াকে ত ব্রহ্মের শক্তি বলা হয়। আর মায়াই যখন একব্রহ্মকে নানারূপে দেখাইতেছেন তখন অদ্বৈত কোথায়? মায়াকেও ত স্বীকার করিতে হইতেছে।

আচার্য্য। ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা হয়। এই জন্য অজ্ঞলোকে মনে করে ব্রহ্মও যেমন সত্য শক্তিও সেইরূপ সত্য। এই জন্য লোকে ভাবে দ্বৈতই সত্য। কিন্তু ব্রহ্মে যখন শক্তি থাকেন তখন কি ভাবে থাকেন? ব্রহ্ম সর্ব্বদা চলন রহিত। আর শক্তি সর্ব্বদা চলন সহিত। চলন রহিতে চলন সহিত থাকিবে কিরূপে? সেই জন্য শক্তি যখন ব্রহ্মে থাকেন তখন শক্তি ও শক্তিমান এক হইয়াই থাকেন। এই এক হইয়া থাকার সময়ে শক্তি আছেন ইহা বলা যায় না। কারণ

চলন রহিত যিনি তাহাতে চলন কিছুতেই থাকিতে পারেনা। আবার শক্তিকে নাইও বলা যায় না। কারণ শক্তি যদি না থাকে তবে শক্তি বা চলন উঠে কিরূপে? আছেও বলা যায়না, নাইও বলা যায়না। এই জন্য শক্তিকে মায়া বলা হয়।

অন্যরূপে দেখ। ব্রহ্ম বা চৈতন্য চৈতন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। কিন্তু যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি কল্পনা তুলিতেও পারেন, না তুলিতেও পারেন। যখন কল্পনা না উঠে তখন তিনি আপন স্বরূপে আপনি আপনি। আবার যখন কল্পনা ভাসে তখন তিনি আপনি আপনি থাকিয়াও যেন অন্যমত প্রকাশিত হয়েন। এই জন্য বলা হয় চিত্তের দুই স্বভাব স্পন্দ ও অস্পন্দ। অস্পন্দ স্বভাবে যিনি আপনি আপনি স্পন্দ স্বভাবে তিনিই বিচিত্র সঙ্কল্পে বিচিত্র মত যেন ভাসেন। স্বভাবের কোন কারণনাই। স্পন্দ স্বভাব অর্থ হইতেছে আপনা হইতে যেন সঙ্কল্প ভাসে—আপনা হইতে বিনা কারণে যাহা হয় মত বোধ হয় তাহাই স্বভাব। সেই জন্য বলা হয় দ্বৈত বা নানা যাহা তাহা অদ্বৈতেরই ভেদ বা কার্য্য। যেমন আকাশ সর্ব্বদা আকাশই আছেন কিন্তু নীল আকাশে যখন মেঘ ভাসে আবার বায়ুদ্বারা যখন মেঘ বহু খণ্ডে বিভক্ত হয় তখন খণ্ড খণ্ড মেঘের কোলে যেন খণ্ডখণ্ড আকাশ ভাসে। ফলে আকাশ আকাশই আছেন তিনি কখন খণ্ডিত হয়েন না কেবল মায়া মেঘের জন্য খণ্ডমত বোধ হয়।

শিষ্য। শ্রুতি ও যুক্তিতে কি ইহা দেখান যায়?

আচার্য্য। হাঁ। "**একমেবাদ্বিতীয়ম্**" "**তত্ তেজোঽসৃজত**" ইতি শ্রুতেঃ। একই অদ্বিতীয়। তিনি তেজকে সৃষ্টি করিলেন। শ্রুতি প্রমাণে ইহা পাওয়া যায়।

আবার যুক্তিতেও সেই এক অদ্বিতীয় মাত্র যে আছেন "**নেহ নানাস্তি কিঞ্চন**" ইহা দেখান যায়।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধে যে সমাধি হয় তাহাতে; অথবা সুষুপ্তিতে; অথবা মুর্চ্ছাতে দ্বৈত কোথায় থাকে তাই দেখাও? এখানে দ্বৈত থাকে না কারণ তখন আপন চিত্তের

স্পন্দনের অভাব হয়। চিত্ত স্পন্দনের অভাব হয় বলিয়াই দ্বৈতের অদর্শন হয়। চিত্তস্পন্দন কল্পনা যখন নাই তখনই অদ্বৈত। আর চিত্তস্পন্দন কল্পনাই জগৎরূপে ভাসে বলিয়া কল্পনার সাক্ষী অদ্বৈত আত্মাই নানারূপে প্রতিভাত হয়েন। এই যুক্তিতে নানাত্ব বলিয়া যাহা কিছু তাহা চিত্তের স্ফুরণরূপ কল্পনা মাত্র। কিন্তু বিনা আশ্রয়ে কল্পনার স্ফুরণ হয় না—কল্পনা শূন্যে শূন্যে ঝুলিয়া বেড়ায় না। এক অদ্বৈত আত্মার সত্তাকে আশ্রয় করিয়া চিত্তের স্ফুরণ নানাত্বের বা দ্বৈতের করে। সেই জন্য দ্বৈতকে বা নানাত্বকে অদ্বৈতের কার্য্য বলা হইল।

শিষ্য। দ্বৈতিদিগের মতে ঈশ্বর ও দেহ—এই দুইই কি সত্য ?

আচার্য্য। হাঁ। ভ্রান্ত দৃষ্টিতে যাহা দেখা যায় তাহা সত্য। কাজেই জগতও সত্য, ঈশ্বরও সত্য। আর অভ্রান্ত দৃষ্টিতে একই সত্য আর সেই একই ভ্রমজ্ঞানে বহু মত দেখায়। সেই জন্য বলা হইল দ্বৈতবাদিগণের ভ্রান্তদৃষ্টিতে ব্যবহার ও পরমার্থ এই উভয় প্রকারই দ্বৈত। অভ্রান্ত দৃষ্টি অদ্বৈতবাদী ভ্রান্তদৃষ্টি দ্বৈতবাদীর সহিত বিরোধ কি করিবেন তাই বল। শ্রুতি বলেন "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইন্দ্র অর্থাৎ পরমাত্মা মায়া আশ্রয় করিয়া বহুরূপ প্রাপ্ত হন। তিনিই কিন্তু আছেন দ্বিতীয় কোন কিছু নাই।

দ্বৈতের মূল হইতেছে ভ্রান্তি আর অদ্বৈতের মূল হইতেছে প্রমাণ। অদ্বৈত দ্বৈতের সহিত বিরোধ করিবেন কিরূপে ? যেমন কোন মত্ত-গজারূঢ় পুরুষকে যখন কোন উন্মত্ত পুরুষ পৃথিবীতে আরূঢ় হইয়া বলে আমিও গজারূঢ়—তুমি আমার দিকে হস্তী চালাও—ইহা বলিলেও সেই গজারূঢ় ব্যক্তি যেমন সেই উন্মত্ত পৃথ্বীরূঢ় ব্যক্তির প্রতি বিরোধ বুদ্ধিতে হস্তী চালায় না কারণ সে বুঝিয়াছে লোকটা উন্মত্ত ভ্রান্তদৃষ্টি, আমার প্রতিপক্ষ এ নয়—এখানেও সেইরূপ। ফলে পরমার্থ ভাবে দেখিলে বুঝা যায় অদ্বয়ব্রহ্ম-চৈতন্য দ্বৈতবাদিগণেরও আত্মা। কাজেই অদ্বৈতবাদিগণের সহিত বিবাদ করেন না, কারণ আপনার আত্মার সহিত কাহারও বিরোধের সম্ভাবনা নাই ॥ ১৮ ॥

মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্নান্যথাজং কথঞ্চন।
তত্ত্বতো ভিদ্যমানে হি মর্ত্ত্যতামমৃতং ব্রজেৎ॥ ১৯

এই অদ্বৈত বস্তু মায়া দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হন—প্রপঞ্চাত্মারূপে প্রতীয়মান হয়েন অন্যথা—বস্তুতঃ কোন প্রকারে ভেদ প্রাপ্ত হন না। কারণ ইনি অজ—নিরবয়ব। অদ্বৈত যদি তত্ত্বতঃ ভেদ প্রাপ্ত হইতেন তবে সেই অমরণধর্ম্মা অদ্বৈত মরণশীলতা প্রাপ্ত হইতেন॥১৯॥

দ্বৈতম্ অদ্বৈতভেদ ইত্যুক্তে দ্বৈতমপি অদ্বৈতবৎ পরমার্থসৎ ইতিস্যাৎ কস্যচিৎ আশঙ্কা। ইত্যত আহ—এতৎ অদ্বয়ংবস্তু মায়য়া ভিদ্যতে প্রপঞ্চাত্মনা প্রতীয়তে তিমিরিকানেকচন্দ্রবৎ—রজ্জুঃ সর্পধারাদিভি র্ভেদৈরিব। ন পরমার্থতঃ—নিরবয়বত্বাৎ আত্মনঃ। সাবয়বং হি অবয়বান্যথাত্বেন ভিদ্যতে—যথা মৃৎ ঘটাদিভেদৈঃ। তস্মাৎ নিরবয়বং অজং নান্যথা কথঞ্চন কেনচিদপি প্রকারেণ না ভিদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। তত্ত্বতো ভিদ্যমানং হি অমৃতম্ অজং অদ্বয়ঃ স্বভাবতঃ সৎ মর্ত্ত্যতাং ব্রজেৎ—যথা অগ্নিঃ শীতলতাম্। তচ্চানিষ্টং স্বভাববৈপরিত্যাগমনম্, সর্ব্বপ্রমাণ বিরোধাৎ। অজং অব্যয়ং আত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে—ন পরমার্থতঃ। তস্মাৎ ন পরমার্থসদ্দ্বৈতম্॥১৯॥

শিষ্য। পূর্ব্বে বলিলেন দ্বৈত যাহা তাহা অদ্বৈতভেদ মাত্র। এই বাক্যে কেহ কেহ এরূপ শঙ্কাও ত করিতে পারে যে দ্বৈতও তবে অদ্বৈতের ন্যায় পরমার্থসৎ হইতে পারে?

আচার্য্য। যথার্থ সত্য যে অদ্বৈত সেই অদ্বৈতই তিমির দোষ দৃষ্টি পুরুষের কল্পিত বহুচন্দ্র মত, অথবা সর্প ও জলধারারূপে দৃষ্ট রজ্জুর মত। যাহা কিছু ভেদ বা নানাত্ব তাহা মায়া রচিত, সত্য সত্য নহে। আত্মতত্ত্ব স্বরূপতঃ ভেদ রহিত। কারণ আত্মা নিরবয়ব নিরাকার। অবয়ব বিশিষ্ট বস্তুই অবয়বের অন্যথা ভাব হইলেই ভেদ প্রাপ্ত হয়—নানাত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন অবয়ব বিশিষ্ট মৃত্তিকা ঘটপটাদি নানারূপে পরিণত হয় সেইরূপ। এই জন্য বলা হইতেছে নিরবয়ব আত্মা কোন প্রকারেই নানাত্ব প্রাপ্ত হন না।

যদি স্বভাবত: অমরণশীল আত্মা বাস্তবিকই ভেদপ্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে আত্মা মরণশীলতা প্রাপ্ত হইতেন। অগ্নির স্বভাব হইতেছে উষ্ণতা। অগ্নি আপন স্বভাব উষ্ণতা ত্যাগ করিয়া শীতল হইল ইহা যেমন সর্ব্বপ্রমাণ বিরুদ্ধ সেইরূপ নিরবয়ব নিরাকার অজ এক অদ্বৈত স্বভাববিশিষ্ট আত্মতত্ত্ব, সাবয়ব, সাকার, জনন মরণশীল, নানাপ্রকার স্বভাবশীল দ্বৈতত্ব প্রাপ্ত হইলেন—ইহাও সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ যুক্তি ও অনুভবের বিরোধী। এই জন্য বলা হইতেছে সব অবিনাশী আত্মতত্ত্ব আত্মমায়া দ্বারাই ভেদ প্রাপ্ত হয়েন, নানাত্ব প্রাপ্ত হয়েন—পরমার্থতঃ নহে। এই জন্য দ্বৈত কোন প্রকারে যথার্থ সত্য নহে।

অজাতস্যৈব ভাবস্য জাতিমিচ্ছন্তি বাদিনঃ।
অজাতো হ্যমৃতো ভাবো মর্ত্ত্যতাং কথমেষ্যতি ॥২০

জন্মরহিত সত্যবস্তু যে আত্মা দ্বৈতবাদিগণ সেই আত্মারও জন্ম ইচ্ছা করেন। জন্মরহিত মরণরহিত সেই সত্য আত্মা কি প্রকারে মরণধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন? ॥২০

যে তু পুনঃ কেচিৎ উপনিষদ্ব্যাখ্যাতারো ব্রহ্মবাদিনো বাবদূকা অজাতস্য এব আত্মতত্ত্বস্য অমৃতস্য স্বভাবতো জাতিং উৎপত্তিং ইচ্ছন্তি পরমার্থত এব, তেষাং জাতং চেৎ তদেব মর্ত্ত্যতাম্ এষ্যত্যবশ্যম্। স চ অজাতো হ্যমৃতো ভাবঃ স্বভাবতঃ সন্ আত্মা কথং মর্ত্ত্যতামেষ্যতি? ন কথঞ্চন মর্ত্ত্যত্বং স্বভাববৈপরীত্যং এষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

আচার্য্য। যে সময় বাচাল (বহুভাষী) উপনিষদ্ ব্যাখ্যাতা সত্য-সত্যই স্বভাবতঃ জননমরণরহিত আত্মার জন্ম অর্থাৎ উৎপত্তি ইচ্ছা করেন, তবে যাহার উৎপত্তি আছে তাহার ত নাশ হইবেই। তবে ইহাদের মতে স্বভাবতঃ মরণরহিত আত্মাকে ত মরিতেই হইবে। এই স্বভাব বৈপরীত্য হওয়া ত কখনই সম্ভব নয়।

ন ভবত্যমৃতং মর্ত্ত্যং ন মর্ত্ত্যমমৃতং তথা।
প্রকৃতেরন্যথাভাবো ন কথঞ্চিদ্ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

আত্মাকে যাহারা এইরূপে হনন করে তাহারা দেহান্তে অসুরযোগ্য দেহ লাভ করে।

মুমুক্ষু। যাহারা বেদ মানেনা কাজেই বেদোক্ত কর্ম্ম করাকে শাস্ত্রের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা মনে করিয়া নিজের ইচ্ছা মত যখন যাহা মনে হয় তাহাই করে, যাহারা স্বেচ্ছাচারে কর্ম্ম করে তাহাদের যে গতি হয় তাহা বুঝিলাম। কিন্তু যাহারা যাগ যজ্ঞাদি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্ম স্বর্গাদি ফল প্রাপ্তি জন্য করে তাহাদের ও কি অসুর যোনিতে জন্ম হয়?

শ্রুতি।

ইষ্টা পূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে--
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥

মুণ্ডক। ১।২।১০।

ইষ্ট অর্থে শ্রুতি বিহিত যাগাদি আর পূর্ত্ত অর্থে স্মৃতি বিহিত বাপী কূপ তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা। মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্যগণ ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি কর্ম্মকেই প্রধান কর্ম্ম মনে করে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কর্ম্ম মানুষের নাই বলিয়া থাকে। আত্ম জ্ঞানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা ইহারা স্বীকার করেনা---বরং যাহারা আত্মজ্ঞান লাভে চেষ্টা করে তাহাদিগকে স্বার্থপর মনে করিয়া ঘৃণা করে।

এইরূপ ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মকারী স্বর্গের উপরে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই মনুষ্য লোকে অথবা ইহা অপেক্ষা হীনতর তির্য্যক্ যোনিতে বা নরকাদিতে, নিজের কর্ম্মটি ভোগ হইয়া গেলেই প্রবেশ করে।

স্বর্গাদি ভোগ জন্য যাহারা কর্ম্ম করে উপনিষদ্ গীতা ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্রই ইহাদের নিন্দা করিয়াছেন। ইহারাও আত্মঘাতী হয় এবং সেই জন্য অসুর যোনি প্রাপ্ত হয়।

মুমুক্ষু। আত্মঘাতী যাহাতে না হইতে হয় তাহার উপায় আর একবার বলুন।

শ্রুতি। এই শ্রুতির প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে আত্মরক্ষার কর্ম্ম কি বলা হইয়াছে শ্রীগীতাও যাহা বলিয়াছেন তাহাও দেখ। শ্রীগীতা বলিতেছেন

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ১৩।২৮।

বিনাশশীল সমস্ত পদার্থে অবিনাশী পরমেশ্বরকে দেখাই সম্যক্ দর্শন। যাহারা সম্যক্ দর্শন করিতে পারেনা, সম্যক্ দর্শনের জন্য সাধনা করে না তাহারাই দেহাদিতে আত্মবোধ করিয়া আত্মাকে হিংসা করে। যাঁহারা নিষিদ্ধ কর্ম্ম ও সকাম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরকেই আপন আত্মা বলিয়া জানিবার সাধনা করেন তাঁহারা আত্ম হননের ক্লেশ পাননা—না পাইয়া ইঁহারা সুখময় আনন্দময় আত্মাতে বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়েন।

মুমুক্ষু। আত্মঘাতী না হইবার সাধনা, এবং আত্মরক্ষার সাধনা ও স্বেচ্ছাচারীর গতি যাহা, তাহা এক সঙ্গে পরে শুনিব কিন্তু আত্মঘাতীর ক্লেশ কি এই জীবনেই ইহারা ভোগ করে? ইহাদের ক্লেশ ভোগের কথা প্রথমেই শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। অন্যান্য শাস্ত্র হইতেও এই "আত্মহার" কথা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

শ্রুতি।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

ভাগবত ১১।২০।১৭

মনুষ্য দেহ হইতেছে প্লব-ভেলা-নৌকা। এই নৌকা পাইয়া যে পুরুষ না দুঃখ শোকময় ভব সাগর পার হইয়া যায় সে 'আত্মহা আত্মঘাতী। নৃদেহই ভীম ভবার্ণব পারে লইয়া যাইতে পারে কিরূপে? এই দেহটি আদ্যং-সর্ব্বফলানাং মূলং এতদুপার্জ্জিতকর্ম্মভিঃ সর্ব্বপ্রাপ্তেঃ। এই দেহ দ্বারা সমস্তই লাভ করা যায় এই দেহের দ্বারা কর্ম্ম করিয়া সমস্তই পাওয়া যায় এই জন্য সর্ব্ব প্রকার লাভের মূল ইহা। আর ইহা রুগ্ন হইলে বা ভগ্ন হইলে কোটি চেষ্টা দ্বারাও ফল লাভ হয় না। আর এই দেহ প্লব সুলভং—যদৃচ্ছয়া লব্ধত্বাৎ যদৃচ্ছা ক্রমে ইহা পাওয়া গিয়াছে। ইহা সুকল্পং—পটুতরম্। ইহা পারে লইয়া যাইবার সামর্থ্য রাখে। আর গুরুকরণ হইবা মাত্র এই তরণীর কর্ণধার ও পাওয়া যায়। শ্রীগুরু, মন্ত্র, ইষ্ট দেবতা—একতা প্রাপ্ত এই গুরুকেই এই মন্ত্রকেই এই ইষ্টকেই ইহা কর্ণধার রূপে, চালকরূপে পাইয়াছে। আবার ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং—ময়া চ স্মৃতমাত্রেণ অনুকূল মারুতেন প্রেরিতম্। মন্ত্ররূপী, গুরুরূপী শ্রীভগবান্ আমি—আমি স্মরণ মাত্রেই অনুকূল বায়ুরূপে ইহাকে চালাইয়া থাকি। এই

দেহতরণী লইয়া যে ভবসাগর পার হইতে চেষ্টা করে আমি তারে স্মরণ করি আর অনুকূল বায়ু তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে পারে লইয়া যায়।

এমন দেহ, এমন কর্ণধার পাইয়াও যে পুরুষ আত্মদর্শন দ্বারা সংসার সমুদ্রের পারে যাইতে চায় না সেই আত্মহা—আত্মঘাতী।

মুমুক্ষু। মা! মহাভারতে আদিপর্ব্বে এই আত্মঘাতীর কথাও আছে।

কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেণাত্মাপহারিণা।
যোহন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে॥

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিলেন যে জন হৃদয়ের ভাবকে মুখে অন্যরূপে প্রতিপন্ন করে সেই আত্মাপহারী-আত্মঘাতী চোর কোন্ পাপই না করিয়া থাকে?

শ্রুতি। বৎস! আত্ম হননের কথা কোন্ শাস্ত্রে নাই তাই বল?

কুলার্ণব তন্ত্রে পঞ্চম খণ্ডে ১ম উল্লাসে শ্রীমন্ মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

চতুরশীতি লক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্
ন মানুষ্যং বিনাহন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানং প্রজায়তে॥
অত্র জন্ম সহস্রেষু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি!
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্যদুর্লভম্।
যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপরতোহত্র কঃ॥
ততশ্চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধা চেন্দ্রিয় সৌষ্ঠবম্।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ॥

দেহীর ৮৪ লক্ষ শরীরের মধ্যে মনুষ্য দেহ ভিন্ন আত্মজ্ঞান জন্মেনা। পার্ব্বতি! জন্তুগণের সহস্র সহস্র বার দেহ ধারণের পরে কদাচিৎ পুণ্য সঞ্চয়ে মানুষ দেহ লাভ হয়।

মোক্ষের সোপান এই দুর্ল্লভ মানুষদেহ লাভ করিয়া যে জন আত্মার উদ্ধার-সাধন না করে, তাহা অপেক্ষা পাপী আর এজগতে কে আছে? আবার উত্তম দ্বিজকুলে জন্মিয়া, সৌষ্ঠব ইন্দ্রিয় সমস্ত লাভ করিয়া যে আত্মহিত জানিলনা সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মহা-আত্মহা-ব্রহ্মঘাতী-আত্মঘাতী।

মুমুক্ষু। হত্যা করার একটা যাতনা সকলেই অনুভব করে কিন্তু আত্ম হননের যাতনা কি আত্মঘাতী মানুষ অনুভব করে?

শ্রুতি। ধন সম্পত্তির অভাব নাই, বন্ধু বান্ধব লোকজন, যশ প্রতিপত্তি,

কোন কিছুর অভাব নাই কিন্তু আত্মজ্ঞান হীন ক্ষমতাশালী রাজা জমিদার বা ধনী লোক দুঃখ পায় কেন জান? কেহ প্রহার করিতেছেনা, কেহ অস্ত্রাঘাত করিতেছেনা; নিকটেও কেহ নাই—বিষয়ী মানুষ একা নির্জ্জনে কতকি ভাবনা করিতেছে আর অকথ্য যাতনা পাইতেছে। বলিতে পার এ যাতনা কিসে হয়? দেহ যাহাতে সুখী হইতে পারে তাহার অভাব ত কিছুই নাই তবে এই যাতনা কেন? এই মন কেমন করা কেন? এই কিছুতেই আরাম না পাওয়া কেন? আত্মাকে হনন করা হইতেছে বলিয়া, এই দুঃখ। যত যত বিষয় লইয়া থাকিবে ততই আত্মাকে লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করা হইবে। আত্মাই মানুষের অতি প্রিয় বস্তু। অজ্ঞানে আত্মা ছাড়িয়া, আত্মাকে অনাদর করিয়া, বিষয় লইয়া, প্রকৃতি লইয়া যাহা করিবে—তাহাতে প্রকৃতির কপটাচারে ক্ষণিকের জন্য একটা মোহময়ী প্রমোদ মদিরা থাকিলেও—ইহাতে আত্মাকে হনন করা হয়। ফলে যদি বুঝিয়া দেখ তবে বেশ করিয়া জানিও যেখানে যাতনা ভোগ সেইখানেই আত্ম হনন ব্যাপার থাকিবেই থাকিবে।

মুমুক্ষু। জননি! এই আত্ম হনন ব্যাপার হইতে রক্ষা পাইব কিরূপে তাহাত আপনি প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে বলিয়াছেন আরও একটু ভাল করিয়া বলুন আত্মরক্ষা কিরূপে করিব।

শ্রুতি। যাহারা আত্মরক্ষা করিতে চায় তাহাদের জন্য আমি গীতা শাস্ত্রে ধ্যান যোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ও গুরুসঙ্গ যোগের কথা বলিয়াছি।

মুমুক্ষু। সংক্ষেপে গীতার কথা কি বলিলু?

শ্রুতি। বল—বড় প্রয়োজনীয় সাধনা ইহা।

মুমুক্ষু। আত্মদর্শনের প্রথম উপায় ধ্যান যোগ। দ্বিতীয় সংখ্যা যোগ তৃতীয় নিষ্কামকর্ম্ম যোগ।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥

কেহ কেহ ধ্যানের দ্বারা আত্মাকে আত্মা দ্বারা আত্মাতে দর্শন করেন—প্রত্যক্ আত্মাকে মন দ্বারা স্বচ্ছবুদ্ধি দর্পণে দর্শন করেন। কেহ সাংখ্য যোগে অপরে কর্ম্মযোগেও আত্মদর্শনের পথে চলেন।

আত্ম দর্শনের বহু উপায় বলা হইয়াছে। ধ্যান দ্বারাই এই দর্শন লাভ হয়।

ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনসি উপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্ চেতয়িতর্য্যেকাগ্রতয়া যচ্চিন্তনং তৎধ্যানম্। তথা-ধ্যায়তীব বকঃ

ধ্যায়তীব পৃথিবী। ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ। ইত্যুপমোপাদানাৎ-তৈলধারাবৎ সন্ততোঽবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়ো ধ্যানম্।॰ তেন ধ্যানেন আত্মনি বুদ্ধৌ পশ্যন্তি আত্মানং প্রত্যক্ চেতনং আত্মনা স্বেনৈব প্রত্যক্‌চেতনেন ধ্যান সংস্কৃতেনাঽন্তঃকরণেন কেচিদ্‌যোগিনঃ।॰ অন্যে সাংখ্যেন যোগেন। সাংখ্যং নাম ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃশ্যাঃ। অহং তেভ্যোঽন্যঃ। তৎব্যাপারস্য সাক্ষীভূতো নিত্যো গুণবিলক্ষণ আত্মেতি চিন্তনম্। এষ সাংখ্যো যোগঃ। তেন পশ্যন্তি আত্মানম্। আত্মনেতি বর্ত্ততে। কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈব যোগঃ। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যাঽনুষ্ঠীয়মানং ঘটনরূপং যোগার্থত্বাৎ যোগ উচ্যতে গুণতঃ। তেন সত্ত্বশুদ্ধি জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ চাঽপরে। ধ্যানের প্রথমকার্য্য হইতেছে শব্দ রূপাদি বিষয় হইতে শ্রোত্র চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রথমে মনে গুটাইয়া আনিতে হইবে। শব্দ রূপাদি বিষয় যে নানাবিধ দুর্গতির কারণ, নানাবিধ দোষের আকর, বিষয় নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, এজন্য অনিত্য-মিথ্যা এই বিষয় দোষদর্শন দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের বাহিরে আসিবার পথ রোধ করা যায়। বাহিরে আসিবার পথ বন্ধ হইলেই ইহারা মনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মন তখন সঞ্চিত বিষয় সংস্কার লইয়া অসম্বন্ধ প্রলাপাদিতে মগ্ন হয়। কিন্তু মনকে তখন আত্মার যে সমস্ত কথা ইনি পূর্ব্বে গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছেন তাহা মনন করাইতে হইবে। আত্মকথা জাগাইয়া মনকে আত্মাতে একাগ্র করার জন্য আত্মার অজর অমর ভাব, ন জায়তে ম্রিয়তে ভাব, অদাহ্য অশোষ্যভাব—এক কথায় আত্মার অসঙ্গ ভাব—আত্মার দ্রষ্টা ভাব সাক্ষীভাব এই গুলি চিন্তা করাইতে হয়। এই চিন্তাই ধ্যান। ধ্যানের দৃষ্টান্ত—যেমন বক ধ্যান করে, পৃথিবী ধ্যান করে বলিয়াই যেন নিশ্চল, পর্ব্বত গণ নিশ্চল হইয়া যেন ধ্যান করে। কোন কিছু শাস্ত্রীয় বস্তু অবলম্বনে যে তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবর্ত্তিত চিন্তা প্রবাহ তাহাই ধ্যান। যদি এই চিন্তা স্রোতের মধ্যে অন্য কোন চিন্তা মনে উঠে তবে তাহা ধ্যানপদ বাচ্য নহে। ভগবান্ পতঞ্জলি এই জন্য বলিতেছেন "প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" কোন একটি শাস্ত্রীয় অভিমত বিষয়ে যে একতান প্রবাহ তাহাই ধ্যান। দ্রষ্টা সাক্ষী আত্মাতে মনকে প্রবেশ করাইয়া দ্রষ্টাভাবে থাকাই এ ক্ষেত্রে ধ্যান। এই আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এই আত্মা সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন আর আমি এই আত্মা—এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে যে স্থিতি তাহাই ধ্যান। ধ্যানযোগী যিনি তাঁহাকে কোন অনুষ্ঠান দুঃখ ভোগ করিতে হয়না—আমিই সেই এই ভাবনা করিলেই হয়। আর এই ভাবনায় পৌছিবার কার্য্য যাহা আছে তাহাই পূর্ব্বে বলা হইল। এই ধ্যানের

দ্বারা বুদ্ধিতে প্রতিফলিত প্রত্যেক্ চৈতন্যকে আপনার ধ্যানসংস্কৃত মনের দ্বারা যাঁহারা দর্শন করেন তাঁহারা ধ্যান যোগী। দর্শন করিলেই আত্মারূপে স্থিতি হইয়া যায়।

ঘটাকাশ যেমন আপনাকে দেখিয়া দেখিয়া আপনিই যে মহাকাশ ইহা প্রাপ্ত হয়েন এই ধ্যান যোগে সাধক আপন জীবাত্মাকেই পরমাত্মারূপে পাইয়া স্থিতি লাভ করেন।

কেহ কেহ সাংখ্যযোগে আত্মদর্শন করেন। সাংখ্যযোগী দেখেন যে এই সত্ত্বরজস্তম—এই গুণ সমূহ ত আমিই দেখিতেছি। আমি দ্রষ্টা গুণসমূহ দৃশ্য। দ্রষ্টা দৃশ্য হইতে সর্ব্বথা ভিন্ন। কাজেই আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। আমি গুণ ও কার্য্যসমূহের সাক্ষীভূত, নিত্য, গুণ হইতে পৃথক্ আত্মা। সাংখ্য যোগী এই চিন্তা দ্বারা—"প্রকৃতে র্ভিন্ন মাত্মানং বিচারয়" —প্রকৃতি হইতে আত্মাকে বিলক্ষণ বিচার করিয়া আত্মদর্শন করেন।

আবার কর্ম্মযোগী যিনি তিনি ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিতেছি এই বুদ্ধিতে, অনুষ্ঠান করা রূপ যোগে সর্ব্বদা ঈশ্বর ভাবনাই করেন—কর্ম্মের ফলাফল কিছুই তাঁহার মনে আসেনা। সেই রমণীয় দর্শনকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার জন্য যে কর্ম্ম করা যায় তাহাতে কর্ম্মফলে লক্ষ্য থাকেইনা। ইহাতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়। সত্ত্ব শুদ্ধি হইলেই দর্শন হয়।

ধ্যান যোগ, সাংখ্যযোগ এবং নিষ্কাম কর্ম্ম যোগেও যাহারা না পারেন তাঁহাদের জন্য আপনি শ্রীগীতাতে বলিতেছেন

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্যউপাসতে।
তেঽপি চাঽতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥

অন্য কেহ কেহ উপরের লিখিত সাধনা দ্বারা আত্মদর্শন করিতে না পারিয়া গুরুর নিকট হইতে শুনিয়া উপাসনা করেন। ইহারা গুরুসঙ্গে গুরুমুখে সমস্ত শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করেন।

শ্রুতি। হাঁ। এই সমস্তই সাধনা। এই পথে যাহারা চলিতেছেন তাঁহারা আর অসুর হইয়া জন্মিবেন না। এই চারিপথের কোন পথে না চলিলেই বুঝা যাইবে স্বেচ্ছাচারে নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতেছে। ইহারাই মরিয়া কুক্কুর শূকরাদি দেহে প্রবিষ্ট হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিবে (৮৪ লক্ষ জন্ম ধরিয়া)।

মুমুক্ষু। মা! নির্গুণ উপাসক, সগুণ উপাসক এবং নিষ্কাম কর্ম্মী ইহাঁদের শেষ গতির কথা বলিয়া এই মন্ত্রের উপসংহার করুন।

শ্রুতি। (১) যাঁহারা এই জীবনেই আত্মার কথা শ্রবণ করিয়া আত্মার কথা মনন করিয়া-ইন্দ্রিয় গুলিকে মনে এবং মনকে আত্মাতে গুটাইয়া লইতে পারেন যাহারা "আমিই সেই" এই ধ্যানে নিরন্তর আত্ম-বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা জ্ঞানী। জ্ঞানীর সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন **"নং তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি"** ইহঁদের প্রাণের উৎক্রমণ হয়না। ইঁহারা এইখানেই ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া ব্রহ্মভাবে স্থিতি লাভ করেন। স্বরূপের ধ্যান যাঁহারা করিতে পারেন তাঁহাদের এই সর্ব্বোচ্চ গতি লাভ হয়। এখানে কোনরূপ অনুষ্ঠান দুঃখ নাই। শুধু "সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ আত্মাই আমি" এই ভাবনাতে ইহঁাদের ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়।

(২) যচ্চিন্ময় ব্রহ্মণস্তটস্থ সগুণভাবস্যোপাসনরূপং কর্ম্ম তপস্যাদিবিধৌত চিত্তেন ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যা শ্রদ্ধয়া সম্পাদিতং তদর্চ্চিরাদিমার্গেণ জীবং ব্রহ্মলোকং নয়তি। যতঃ পুনরাবৃত্তির্ন বিদ্যতে।

যিনি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের তটস্থ সগুণভাবের উপাসনা রূপ কর্ম্ম করেন সেই তপস্যাদি দ্বারা পবিত্রীকৃত চিত্তে সমস্ত কর্ম্ম বাক্য ও ভাবনা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঈশ্বরে যখন অর্পিত হয় তখন তাঁহার ঐ সমস্ত নিষ্কামকর্ম্ম ঐ সাধককে অর্চ্চিরাদিমার্গে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। ইহাদের পুনরাবৃত্তি হয়না, আর জন্ম হয়না। শেষে ব্রহ্মার সহিত ইঁহারা মুক্ত হয়েন।

(৩) যে তু অবিশুদ্ধচিত্তাঃ স্বর্গসুখমেব পরমং পুরুষার্থং মন্যমানা স্তদর্থমিষ্টা-পূর্ত্তাদিকর্মাচরন্তি সকামেন বুদ্ধ্যা তেষাং তৎকর্ম্ম ধূমাদিমার্গেণ তান্ নয়তি চন্দ্র-লোকং যতঃ পুনরাবৃত্তির্ভবতীহ সংসারে।

যাহাদের চিত্ত অবিশুদ্ধ—রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী—যাহারা ভোগলম্পট, স্বর্গসুখ ভোগকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে সেই জন্য ইষ্ট পূর্ত্তাদি কর্ম্ম সকাম বুদ্ধিতে আচরণ করে—তাহাদের সকাম কর্ম্ম তাহাদিগকে ধূমাদি মার্গে চন্দ্রলোকে লইয়া যায়। চন্দ্রলোক হইতে ইহাদিগকে আবার সংসারে পতিত হইতে হয়।

শাস্ত্রবচনেন "আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজিনঃ" সর্ব্বত্র পরমাত্মভাবনাপুরঃসরং নিত্যং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্ আত্মযাজী। কামনা পুরঃসরং দেবান্ যজমানো দেবযাজী। তয়োর্ম্মধ্যে কতরঃ শ্রেয়ানিতি বিচারে সতি আত্মযাজী শ্রেয়ানিতি নির্ণয় কৃতঃ। অতো জ্ঞান পূর্ব্বকং কর্ম্ম দেবলোকস্য, কামনা পূর্ব্বং তু পিতৃলোকস্য প্রাপকম্।

সর্ব্বত্র ঈশ্বর ভাবনায় যাঁহারা নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা আত্মযাজী। কামনা পূর্ব্বক বর দেবতা দিগকে যাঁহারা পূজা করেন তাঁহারা দেবযাজী।

এই দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে বিচার করিলে নিশ্চয় হয় যে আত্মযাজীই শ্রেষ্ঠ। এই জন্য বলা হয় জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্ম দেবলোকের প্রাপক আর সকাম কর্ম্ম পিতৃলোকের প্রাপক।

(৪) যে পুনর্দেহাত্মচিন্তকা ঐহিকপরা মূঢ়া স্তেষাং ন কাচিৎ পারলৌকিক গতির্বিদ্যতে অর্চ্চিরাদিমার্গেণ ধূমাদিমার্গেণ বা পরন্তু তৈঃবিচ্ছেদেন পুনঃ পুনরাবর্ত্তনশীলানি জায়স্বম্রিয়স্বেতি কীট পতঙ্গ মশকাদি ক্ষুদ্র ভূতানি ভবন্তি। এষাং জায়স্বম্রিয়স্বভূতানাং লোকা অসুর্যা অন্ধেন তমসা পূর্ণাজ্ঞানেনাবৃতাঃ।

যাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া চিন্তাকরে, দেহকে ভোগ দিয়া সুখী করাই যাহাদের জীবিত উদ্দেশ্য, যাহারা মূঢ়বুদ্ধি তাহাদিগের পারলৌকিক কোন গতিই হয় না—না অর্চ্চিরাদিমার্গে, না ধূমাদিমার্গে। পরন্তু ইহারা পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্মিতে মরিতে আইসে—ইহারা কীট পতঙ্গ মশকাদি জন্ম পুনঃ পুনঃ লাভ করে।

বৎস! জানিয়া রাখ সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এক মাত্র আত্মাই আছেন। **"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"** ইহ ব্রহ্মণি অনুমাত্রমপি নানা ন অস্তি। এই ব্রহ্মে নানা প্রকার বলিয়া কিছু মাত্র নাই। আত্মা একটি। বহু দেহে এক আত্মাই আছেন। ইনিই চিৎ স্বরূপ—জ্ঞান স্বরূপ। ইনি সর্ব্বদা আপন প্রভায় মণ্ডিত। চিৎ প্রভাতেই আত্মাই যেন বিচিত্ররূপে দেখা যায়। বিচিত্র জগৎ চিৎ প্রভাতেই ভাসে ভাসিয়া আত্মাকেই জগৎরূপে দেখায়। মায়ার কল্পনা চিৎপ্রভায় মণ্ডিত হইয়া চিৎকেই জগৎরূপে দেখাইতেছে। ফলে নানা বলিয়া কিছুই নাই, জগৎ বলিয়া দেহ বলিয়া কিছুই নাই আত্মাই যেন দেহ জগৎ নানা সাজিতেছেন। মায়াই ঈশ্বরকে নানা ভাবে দেখাইতেছেন।

যাঁহার এই দেহ রূপ পুর সেই পুরস্বামী পরমেশ্বরকে যিনি ধ্যান করিতে পারেন—করিয়া "আমিই সেই পরমাত্মা" এই ধ্যানে যিনি স্থিতি লাভ করিতে পারেন তিনিই এই খানেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন।

যিনি ইহা পারেন না। তিনি সকল কর্ম্ম সকল বাক্য সকল ভাবনা সেই পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া যখন করেন তখন তাঁহার ঐ নিষ্কাম কর্ম্ম তাঁহাকে অর্চ্চিরাদি মার্গে লইয়া যায়। আর তাঁহাকে সংসারে ফিরিতে হয় না।

তত্রচ গত্বা উদ্গাতৃপুরুষান্ আগত্য, আস্তুবন্তি অস্মিন্নিতি আস্তাবঃ তস্মিন্ আস্তাবে স্তোষ্যমাণান্ উপ উপবিবেশ সমীপে উপবিষ্টস্তেষামিত্যর্থঃ। উপবিশ্যচ স হ প্রস্তোতারমুবাচ ।৮।

হে প্রস্তোতঃ ইত্যামন্ত্র্য অভিমুখীকরণায়, যা দেবতা প্রস্তাবং প্রস্তাবভক্তিম্ অনুগতা অন্বায়ত্তা, তাং চেৎ দেবতাং প্রস্তাবভক্তেঃ অবিদ্বান্ সন্ প্রস্তোষ্যসি বিদুষো মম সমীপে। তৎ পরোক্ষেঽপিচেৎ বিদ্যতেৎ তস্য মূর্দ্ধা, কর্ম্মমাত্রবিদামনধিকার এব কর্ম্মণি স্যাৎ, তচ্চানিষ্টং অবিদুষামপি কর্ম্মদর্শনাৎ, দক্ষিণমার্গ-শ্রুতেশ্চ। অনধিকারেচ অবিদুষাম্ উত্তর এবৈকো মার্গঃ শ্রূয়েত। ন চ স্মার্ত্তকর্ম্ম-নিমিত্ত এব দক্ষিণঃ পন্থাঃ যজ্ঞেন দানেন ইত্যাদি শ্রুতেঃ; তপোভক্তস্মময়া ইতি চ বিশেষণাৎ বিদ্বৎসমক্ষমেব কর্ম্মণানধিকারঃ, ন সর্ব্বত্রাগ্নিহোত্র-স্মার্ত্তকর্ম্মাধ্যয়নাদিষুচ, অনুজ্ঞায়াস্তত্র দর্শনাৎ কর্ম্মমাত্রবিদামপ্যধিকারঃ সিদ্ধঃ কর্ম্মণীতি, মূর্দ্ধাতে বিপতিষ্যতীতি ৯। এবমেবোদ্গাতারং প্রতিহর্ত্তারমুবাচেত্যাদি সমানমন্যৎ। তে প্রস্তোত্রাদয়ঃ কর্ম্মভ্যঃ সমারতা উপরতাঃ সন্তঃ মূর্দ্ধপাতভয়াৎ তূষ্ণীমাসাঞ্চক্রিরে অন্যচ্চাকুর্ব্বন্তঃ, অর্থিত্বাৎ ॥১০-১১॥

বঙ্গানুবাদ। উদ্গীথোপাসনার প্রসঙ্গে প্রস্তাব ও প্রতিহারনামক সামাংশ অবলম্বনে যে প্রকারে উপাসনা করিতে হইবে, তাহাই নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত দশমখণ্ডের অবতারণা।

কুরুদেশীয় শস্যরাশি বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া গেলে (তদ্দেশবাসী) চক্র-তনয় উষস্তি নিরতিশয় দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া আটিকা (পয়োধরাদি স্ত্রীচিহ্নসমূহ যাহার অনভিব্যক্ত রহিয়াছে এমন—বালিকা) পত্নীর সহিত ইভ্য-(ধনাঢ্য বা হস্তিপক (মাহুত) বহুল) গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তিনি (অন্নের জন্য ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে) কুল্মাষ বা কুৎসিত মাষ কলাই ভোজন করিতেছে, এমন এক ইভ্য (ধনবান্ বা মাহুত) কে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট ভিক্ষা করিলেন। (ইভ্য উষস্তিকে বলিলেন—) এতদ্ভিন্ন (আমি যে কুল্মাষগুলি ভোজন করিতেছি, ইহা ছাড়া) কুল্মাষ (আমার) নাই, (কোন্

কুল্মাষভিন্ন ?) যে পরিমাণ যে কুল্মাষগুলি আমার সম্মুখে (ভোজন পাত্রে উচ্ছিষ্ট রূপে) স্থাপিত রহিয়াছে। (এতদ্ভিন্ন অনুচ্ছিষ্ট কুল্মাষ আমার নিকটে নাই। তদুত্তরে উষস্তি বলিলেন) ইহাই আমাকে দাও। ইভ্য সেই (উচ্ছিষ্ট) কুল্মাষগুলি ইঁহাকে (উষস্তিকে) দান করিল। (এবং পীতাবশিষ্ট পানীয় জল দিবার অভিপ্রায়ে বলিল) ভাল (পীতাবশিষ্ট) পানীয় জল (গ্রহণ করুন) (উষস্তি বলিলেন—) যদি আমি ইহা পান করি, আমার উচ্ছিষ্ট পান করা হইবে। (ইভ্য বলিল) এই (আমার নিকট গৃহীত) কুল্মাষগুলি উচ্ছিষ্ট নহে ? (উষস্তি বলিলেন—) এই (কুল্মাষ) গুলি না খাইলে আমার জীবন রক্ষা হইতনা। (কিন্তু) জলপান আমার ইচ্ছাধীন (জলপান না করিলেও আমার জীবন-বিনাশের আশঙ্কা নাই)। তিনি (উষস্তি) ভোজন করিয়া অবশিষ্ট (কুল্মাষগুলি) পত্নীর জন্য লইয়া আসিলেন। তিনি (তদীয় পত্নী) পূর্ব্বেই উৎকৃষ্ট ভিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, (অতএব) তৎসমুদয় (স্বামীর হস্ত হইতে) গ্রহণ করিয়া রাখিয়া দিলেন। তিনি (উষস্তি) প্রত্যূষে শয্যা (বা নিদ্রা) ত্যাগ করিবার সময় (পত্নী শুনিতে পান, এইরূপভাবে খেদের সহিত) বলিলেন—যদি কিঞ্চিন্মাত্রও অন্ন পাইতাম; (তবে তাহা ভোজন পূর্ব্বক বল লাভ করিয়া) কিঞ্চিৎধন লাভ করিতে পারিতাম। ঐ (অনতিদূরে) রাজা যজ্ঞ করিবেন। সম্ভবতঃ তিনি (আমাকে পাইলে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া) সমগ্র ঋত্বিক্ কার্য্যের জন্য আমাকে বরণ করিবেন। (তদীয়) পত্নী তাঁহাকে বলিলেন—স্বামিন্, এই ত কুল্মাষ গুলি (রহিয়াছে)। উষস্তি সেই কুল্মাষগুলি ভোজন করিয়া ঐ (ঋত্বিগ্‌গণ-) বিস্তারিত যজ্ঞে আগমন করিলেন। সেখানে (আগমন করিয়া) যেস্থানে উপবেশন করিয়া স্তব পাঠ করা হয়, সেই আস্তাবভূমিতে স্তব-পাঠোদ্যত উদ্গাতৃপুরুষগণের নিকটে উপবেশন করিলেন। তিনি প্রস্তোতা (প্রস্তাব-পাঠক) কে বলিলেন। প্রস্তোতঃ, (প্রস্তাব পাঠক !) যে দেবতা প্রস্তাবে অনুগত (প্রস্তাব কার্য্যে সংবদ্ধ) আছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ করিবে, (তাহা হইলে) তোমার

মস্তক নিপতিত হইবে। এইরূপে উদ্‌গাতাকে বলিলেন-উদ্‌গাতঃ! যে দেবতা উদ্‌গীথে অনুগত রহিয়াছেন---অধিষ্ঠাতারূপে উদ্‌গীথের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত রহিয়াছেন. তাঁহাকে না জানিয়া যদি উদ্‌গীথ গান করিবে, তোমার মস্তক স্খলিত হইবে।'

এইরূপ প্রতিহর্ত্তাকে বলিলেন—প্রতিহার-পাঠক, যে দেবতা প্রতিহার নামক সামাংশে অনুসৃত রহিয়াছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রতিহার পাঠ করিবে, তোমার মস্তক বিচ্যুত হইবে। তাঁহারা (প্রস্তোতা প্রভৃতি ঋত্বিগগণ, স্বকর্ম্মে) বিরত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী। ভগবন্ প্রস্তাব ও প্রতিহার কাহাকে বলে? কেনই বা এখানে এই অ-প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে?

আচার্য্য। বৎস, উদ্‌গীথ যেমন ভক্তি-বিশেষ, প্রস্তাব ও প্রতিহার-নামক সামাংশও সেইরূপ ভক্তিবিশেষ, এই সাম্যহেতু এখানে উদ্‌গীথ উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব ও প্রতিহার নামক সামভাগের ও উপাসনা প্রণালী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী। ভগবন্, মহর্ষি উষস্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া একটা মাহুতের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেন। শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট এই আখ্যায়িকায় সমর্থন পাইয়া অধুনাতন সমাজ যদি আচার উল্লঙ্ঘন করে, তবে তাহা অসমীচীন হয় কি? বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক জীবন ভগবান্ উষস্তির জীবন অপেক্ষাও অধিকতর বিপন্ন; বজ্রাগ্নি বা শিলা-বৃষ্টিদ্বারা কুরুদেশের শস্য-সম্ভার একবারের জন্য নষ্ট হইয়াছিল,

তাহাতেই মহর্ষির আচার-বন্ধন শিথিল হইল, আর এখন অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির প্রকোপ লাগিয়াই আছে, বৎসরের পর বৎসর দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস জনসমাজের শোণিত পান করিয়া দিনের পর দিন পুষ্ট-দেহই হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে ধনি-সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত যাগ-যজ্ঞে সামাজিকগণের অভাব দূরীভূত হইত, এখন অভাব-নিবারণের সে পথও অবরুদ্ধ, ধনি-সম্প্রদায় যাগযজ্ঞে শ্রদ্ধা-হীন, ভোগ-যজ্ঞে হুত-সর্ব্বস্ব। সুতরাং অধুনাতন ব্রাহ্মণ অনন্যগতি হইয়া যে আচার-লঙ্ঘন করেন, তাহার জন্য তাঁহারা কেন নিন্দনীয় হইবেন; মহার্ষি উষস্তি ত এই গুরুতর অনাচার করিয়াও বরেণ্য-শ্রেষ্ঠরূপেই গৃহীত হইয়াছিলেন।

বৎস, ভগবান্ ভাষ্যকারই এ প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন, বলিয়াছেন—অতশ্চৈতামবস্থাং প্রাপ্তস্য বিদ্যাধর্ম্মযশোবতঃ স্বাত্ম-পরোপকার-সমর্থস্য এতদপি কর্ম্ম কুর্ব্বতো নাস্তি পাপস্পর্শঃ, তস্যাপি জীবিতং প্রতি উপায়ান্তরে অজুগুপ্সিতে সতি জুগুপ্সিতমেতৎ কর্ম্ম দোষায়। জ্ঞানাবলেপেন কুর্ব্বতো নরকপাতঃ স্যাদেবেত্যভিপ্রায়ঃ, প্রদ্রাণকশব্দ-শ্রবণাৎ। ভগবান্ ভাষ্যকারের বাক্যের মর্ম্ম এই—এইরূপ দুর্গতির পরাকাষ্ঠা বা মরণোন্মুখ অবস্থায় উপনীত হইয়া যদি কোন বিদ্যা-ধর্ম্ম-যশঃশালী মহাপুরুষ—স্বীয় ও পরকীয় উপকারের-উপকরণ স্বরূপ দেহ রক্ষার জন্য সাময়িক এইরূপ অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন, তবে তাহাতে তিনি পাপ-লিপ্ত হয়েন না; বলা বাহুল্য, অনিন্দিত উপায়ে জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা থাকিলেও যদি কোন মহাত্মা জ্ঞান-গর্ব্বে স্ফীত এইরূপ জুগুপ্সিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তবে তাহা দোষাবহ হইবে, তজ্জন্য তাঁহাকে অবশ্যই নিরয়গামী হইতে হইবে।

বৎস, ভগবান্ উষস্তি পরাপরব্রহ্মবিদ্—বিদ্বান্, তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয়—পরবর্ত্তী একাদশ খণ্ডেই বিবৃত হইবে। তাহার বৈদুষ্যের সহিত পরিচিত হইলে তোমার ও বলিতে ইচ্ছা হইবে—এইরূপ মহাপুরুষ যদি উচ্ছিষ্ট কুল্মাষ-ভোজনে ভুবন-মঙ্গল দেহভার রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে জগৎ বঞ্চিত হইত, প্রস্তাব, উদ্গীথ

ও প্রতিহারের উষস্তি-কীর্ত্তিত বিজ্ঞানও উপাসনা-প্রণালী অনাবিষ্কৃতই থাকিয়া যাইত, মোক্ষ-সাম্রাজ্যের রাজপথ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত।

বৎস, যাঁহারা স্ববশীকৃত প্রকৃতিকে ইচ্ছানুরূপ দোহন করিয়া স্বীয় ও পরকীয় অভাব পূরণ করিতে সমর্থ, তাঁহারা ও যে দারিদ্র্য-লীলার অভিনয়ে অভক্ষ্য-ভক্ষণ করেন, তাহার উদ্দেশ্য-পৃথিবীতে আচার-প্রবর্ত্তন। ভগবান্ উষস্তি মরণোন্মুখ অবস্থার জন্য এই আচারের প্রবর্ত্তন না করিলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র অন্নাভাবে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াও চণ্ডাল গৃহে কুক্কুর-মাংস অপহরণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দেহ-রক্ষায় সাহসী হইতে পারিতেন না। ফলে পরোপকার-সমর্থ বিশ্বামিত্রদেহ অকালে কাল-কবলিত হইত, দুর্ভিক্ষের গ্রাস হইতে জগৎ রক্ষা করিবার কোন উপায়ই উদ্ভাবিত হইতে পারিত না। বৎস, মহাপুরুষের জীবন সাধারণ জীবনের সমতুল হইতে পারে না। কলিকলুষিত জীব কল্পনা দ্বারা ক্ষুধা বাড়াইয়া তুলে, কাল্পনিক খাদ্যের জন্য স্বাভাবিক খাদ্য হস্তান্তরিত করিয়া দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে—পরিশেষে মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত অযথা প্রয়োগ করিয়া পাপপ্রবৃত্তির বাধা অপসারণ করে।

বিশ্বাত্মা যজ্ঞপুরুষের সেবার জন্যই পৃথিবী শস্য-সম্ভার প্রসব করিয়া থাকেন, যতদিন পৃথিবীর জনসমাজ যজ্ঞপুরুষের সেবায় নিরত ছিল, ততদিন পর্জ্জন্য যথা সময়ে বর্ষণ করিতেন, পৃথিবীও শস্য-শালিনী ছিলেন; কালক্রমে যখন বসুমতী দস্যুতস্কর-ভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন, ইন্দ্রিয়ারাম স্বার্থ লোলুপ জনসংঘ যখন হীন জন্তুর ন্যায় এই যজ্ঞের হবি অপহরণ করিয়া তাহাদ্বারা জাতীয় কল্যাণের নামে 'স্বজঠর ভরণে সর্ব্বদা ব্যাকুলাত্মা' হইয়া পড়িল, তখন যজ্ঞপত্নী পৃথিবী স্বয়ংও এই শস্যরাশি—এই যজ্ঞীয় হবি, বহুলরূপে গর্ভ মধ্যেই লুকায়িত রাখিতে লাগিলেন, অল্পমাত্র শস্য এই দুষ্কৃতকারী জনসংঘের পাপভোগময় জীবন রক্ষার জন্য বাহিরে প্রসূত হইতে থাকিল। ইহাই অধুনাতন দুর্ভিক্ষের কারণ! বৎস, পুরাকালের দুর্ভিক্ষের সহিত ইহার তুলনা হয় না।

ব্রহ্মচারী। ভগবন্, আমি পূর্ব্বে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম, উহা আমার প্রশ্ন নহে, আধুনিক সমাজের। আধুনিক সমাজ এই প্রশ্নটিকেই সিদ্ধান্ত আকারে প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা আরও বলেন—বেদে আচারের কোন কথাই নাই, এই নাগ-পাশ স্মৃতিও পুরাণের উদ্ভাবিত।

আচার্য্য। বৎস, আচারতত্ত্বের অবিচারই এই অপসিদ্ধান্তের হেতু। ক্রীড়া-পরায়ণ উদ্দাম শিশুকে স্নেহময়ী জননী ভুজপাশে আলিঙ্গন পূর্ব্বক পিতৃ-সন্নিধানে লইয়া যাইতে চাহিলে ক্রীড়ামুগ্ধ বালকের পক্ষে সে স্নেহের ভুজপাশকে দুশ্ছেদ্য নাগপাশ বলিয়া কল্পনা করা যেরূপ, জগজ্জননী শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণরূপ ভুজবন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিলে, সংসার-লালামুগ্ধ সন্তানের পক্ষে তাহাকে নাগ-পাশ মনে করাও তদ্রূপ। বাল্যাবধি ভোগমুখী বিদ্যার পরিচর্য্যা, আশৈশব বিকৃত আচারের সেবা, যাহাদিগকে কুসংস্কারবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছে, কল্যাণ-পথের পরোক্ষ তত্ত্বানুশীলন ও যাহাদের চিন্তায় সময়ের অপব্যবহার বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে সদাচারবন্ধন নাগপাশরূপে প্রতীয়মান হইবে, ইহা বিস্ময়কর নহে, বরং স্বাভাবিক। বৎস, এবিষয়ে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক, আমি তোমাকে এইপ্রসঙ্গে সদাচার-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

বৎস, আঙ্পূর্ব্বক চর ধাতু হইতে আচারশব্দ নিষ্পন্ন। আচার শব্দের অর্থ অনুশীলন, এই অনুশীলন ক্রিয়াত্মক পদার্থ। জীব মাত্রেই এই অনুশীলন বা ক্রিয়া বর্ত্তমান, ক্ষণকালের জন্যও জীব নিষ্ক্রিয়-ভাবে অবস্থান করিতে পারেনা। শ্রীভগবান্ বলেন—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥

স্বভাবজ গুণরাশি জীবকে অবশ করিয়া তাহা দ্বারা কর্ম্ম করাইয়া লই-

তেছে। প্রবাহ-পতিত তৃণগুচ্ছ যেমন অবশভাবে প্রবাহের অনুবর্ত্তন করে, প্রবাহবিমুখী লহরীর কুহকে মজিয়া লহরীর সহিত নৃত্য করিতে করিতে আপনাকে উন্নমিত মনে করিয়া অবনমিত হয়, তদ্রূপ স্বভাব-পরিচালিত মানব অবশভাবে স্বভাবের অনুসরণ করিয়া কল্পনা-কুহকে উন্নতির স্বপ্ন দর্শন করিতে করিতে অবনমিত হয়।

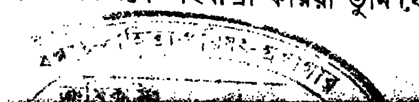
জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ-ঘন ব্রহ্মই, কিন্তু অনাদিকাল-পরিচালিত স্বভাবজ গুণরাশি ইঁহাকে ত্রিবিধ আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। জীবের সচ্চিদানন্দ-ঘন স্বরূপসত্তা, স্বভাবজ গুণরাশির সাত্ত্বিক প্রলেপে মনোবুদ্ধিরূপে, রাজসিক প্রলেপে চক্ষু কর্ণাদি প্রাণবর্গ-রূপে তামসিক প্রলেপে স্থূলদেহ ও স্থূল জগৎরূপে বিকসিত। স্বভাবজ তমোগুণ অনুলোম আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইয়া পরিশেষে কতকগুলি অণুসমষ্টিতে পরিণত হয়; তাহাই কল্পনা-স্পন্দনে সংঘাত-প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বিশিস্ট কল্পনায় বিশিস্টরূপে সংঘাত-প্রাপ্ত যে অণুসমষ্টি, তাহাই তোমার দেহ। এইরূপে তোমার স্বভাবজ রজোগুণ এক বিশিষ্ট অনুলোম স্পন্দনে তোমার প্রাণবর্গরূপে পরিণত হইয়া তোমার সচ্চিদা-নন্দ-স্বরূপ আত্মতত্ত্বকে দ্বিতীয় আবরণে আবৃত করিয়াছে, এই নিয়মে সত্ত্বগুণও তোমার স্বকর্ম্মানুরূপ বিশিস্ট পরিণতিতে তোমার মনোবুদ্ধি-রূপে বিকসিত। এইত ত্রিবিধ আবরণে সচ্চিদানন্দ-ঘন তোমার স্বরূপ আবৃত হইয়া জীব সাজিয়াছেন—আজ ব্রাহ্মণ-বেশে সুসজ্জিত রহিয়া-ছেন। স্বরূপে তুমি সৎ পদার্থ, তোমারই সত্তায় জগৎ সত্তাবান্, তোমার সত্তা কাল-পরিচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু বিরূপে তোমার সত্তা কাল-পরিচ্ছিন্ন, তুমি সতত কাল-কবলিত। স্বরূপে তুমি চিন্ময়; বিরূপে তুমি অজ্ঞান; স্বরূপে তুমি আনন্দঘন, বিরূপে তুমি দুঃখী; স্বরূপে তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, আর এই বিরূপে তুমি হীনশক্তি; স্বরূপে তুমি অপাপবিদ্ধ, আর বিরূপে তুমি পাপী। স্বরূপে তুমি কত সুন্দর, তোমারই স্বরূপ-সৌন্দর্য্যের কণা লইয়া জগৎসুন্দর হয়, জলে স্থলে অম্বরতলে তুমি যে সৌন্দর্য্যের অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ রহিয়াছ, উহা তোমারই স্বরূপ-সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবিমাত্র। বালক যেমন দর্পণতলে

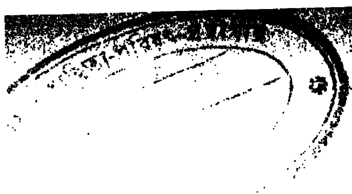
প্রতিফলিত আপনাকেই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত দ্বিতীয় ব্যক্তি মনে করিয়া উহা ধরিতে যায়; আহা, স্বরূপ-স্খলিত তুমি ও সেইরূপ স্বীয় সৌন্দর্য্যকে পরের মনে করিয়া পরের দ্বারে তাহাই ভিক্ষা করিতেছ!

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, জীব স্বরূপ হইতে কেন স্খলিত হয়, কিরূপেইবা আবার স্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারে?

আচার্য্য] বৎস, মূলতঃ অজ্ঞানই স্বরূপবিচ্যুতির কারণ। শাখা-প্রশাখাহীন বৃক্ষকাণ্ড যেমন মন্দান্ধকারে পুরুষ বলিয়া প্রতিয়মান হয়, তদ্রূপ দ্রষ্টা ভ্রমদর্শনে আপনাকে আপনি দৃশ্য বলিয়া মনে করেন, জ্ঞানদ্বারা দৃশ্যদর্শন মার্জ্জিত হইলেই দ্রষ্টা স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারেন। দৃশ্য মার্জ্জন কথাটা এক নিঃশ্বাসেই বলা যায়, কিন্তু সাধনা দ্বারা ইহার সিদ্ধি করিতে বহু যুগ-যুগান্তর আবশ্যক হয়। কিরূপে এই সাধনা করিতে হয়, তাহারই প্রণালী আলোচনা করিতেছিলাম।

যে তিনটী আবরণের কথা বলিয়াছি—অর্থাৎ দেহ, প্রাণ ও বুদ্ধি, ইহারই ক্রমিক নামান্তর দৃশ্য দর্শন ও দ্রষ্টা। যথাক্রমে এই তিনটি আবরণের মার্জ্জন আবশ্যক, নচেৎ নিবারণ-সুন্দর আত্মতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—এই যে দৃশ্যদেহ, ইহা কতকগুলি অণুর সংঘাতমাত্র, এই অণুগুলি আবার মূলে তমোগুণমাত্র। এই দেহ, এই অণু-সমষ্টি, এই তম, সকলেরই কিন্তু স্বরূপ তোমারই আত্মা, তোমার আত্মদর্শনে বঞ্চিত হইয়া কেবল যে তুমিই চতুরশীতি লক্ষযোনি পরিভ্রমণ করিতেছ, তাহা নহে; অণুবীক্ষণ-যন্ত্রযোগে এই অণুগুলির দুর্দ্দশা পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিবে—ইহারাও সতত চঞ্চল, সতত অশান্ত। অণুর এই চাঞ্চল্য কেন, কাহার অভাবে অণুর এই অশান্তি? অপূর্ণ বস্তু পরিপূর্ণতার অভিলাষী, পরিপূর্ণ বস্তু কোন্‌টি? সে তোমারই সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ, তবেইত বুঝিলে 'মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা'। সকলেই তোমার স্বরূপময় সুধাসাগরে গলিয়া যাইতে অভিলাষী। এই ভূতাত্মা, এই প্রাণাত্মা, এই বিজ্ঞানাত্মা—সকলকে সহযাত্রী করিয়া তুমি যে পর্য্যন্ত





উৎসব।

আত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৭শ বর্ষ } সন ১৩২৯ সাল, জ্যৈষ্ঠ। } ২য় সংখ্যা।

কাতরতা অভ্যাস।

১

এখনো সুখের আশে,
আজিও যে ধায় প্রাণ ;
এখনো হয়নি সব,
সুখ সাধ অবসান

২

এখন ও অবধি ভরা
শত মান অভিমান,
একটুকু আঘাতেতে
হ'য়ে যায় শতখান ॥

৩

এখনো রয়েছে হৃদি
পূর্ণ মান অপমানে,
ছোট বড় কোন কথা,
এখনো সয়না প্রাণে ॥

৪

এখনো হৃদয়ে মোর
কত যে বাসনা জাগে,
কত যে কামনা লয়ে
দাঁড়াই তোমার আগে ॥

৫

তুমি যে গো বলেছিলে,
"আবার আসিবে ফিরে।"
হৃদিমোর ধুয়ে গেল,
পূত নয়নের নীরে ॥

৬

আমি তো পারিনা ধুতে
মলিন এ হৃদি মোর,
তবে কি এমনি করে
জীবন করিব ভোর ?

৭

পতিত বলিয়ে কি গো
পাবনা তোমার দেখা
তুমি যে দীনের হরি
তুমি কাঙ্গালের সখা ॥

৮

তুমি না করিলে দয়া
গতি কি গো হবে হায়
অধম কাঙ্গাল আমি
তাই যে গো নিরুপায় ॥

৯

তুমি যে অনাথ নাথ
তুমি যে দয়াল হরি
আমি যে দুর্ব্বল বড়
এস তুমি ত্বরা করি ॥

(নি)

মামুঙ্কর—প্রার্থনা।

১-সেই হইয়া।

আর আজ? কোথায় ছিলাম আর কোথায় আসিয়াছি! এখানকার বায়ু বিষ, বোধ হইতেছে। এখানকার আকাশ পুঞ্জীকৃত পাপরাশির অবকাশ দিতেছে। এখানকার জল রাক্ষসী—সঙ্গে দুর্গন্ধীকৃত। এখানকার মৃত্তিকা চরণ দিয়াও স্পর্শ করিতে যেন পারিনা। এখানকার রাক্ষস রাক্ষসী—উহারা শরীর ভোগার্থ—শুক্রশোণিত ভোগার্থ যেন জীবন ধারণ করিতেছে শুধু কামিনী কাঞ্চন সেবার্থ শত সঙ্কল্পে দর্পিত হইতেছে। হায়! কার কাছে ছিলাম সেখানে দর্শন মাত্রেই সব ফুটিয়া উঠিত। সেখানে বায়ু, আকাশ, জল, মৃত্তিকা সেখানে পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, ফলফুল,—সেই অঙ্গ-সঙ্গত পবন-চালিত রেণু স্পর্শে সবই যেন মধুময় অমৃতময় বোধ হইত। বায়ু সেখানে কি সুখস্পর্শ মাধুর্য্য ক্ষরণ করিত: সেখানকার রাত্রি সেখানকার উষা—সেখানকার পার্থিব বক্ষঃ সেখানকার বনস্পতি—সেখানকার সূর্য্য—সেখানকার চন্দ্রমা—আর যে বলিতে পারি না। হায়! সেখানে তাঁর দর্শনই আমার সব অবসর করিয়া দিত। শত কর্ম্ম করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখিয়া যাইতাম—শ্রান্ত হইতাম না। আর এখানে ত সর্ব্বদাই মন ভারাক্রান্ত। সর্ব্বদা সঙ্গে এই সমস্ত পাপনিস্যন্দিনী, চক্ষু পীড়াদায়িনী, কর্ণজ্বালা উৎপাদিনী রাক্ষসী। শত চেড়ী বেষ্টিতা আমি—আমি একক্ষণও যে নির্জ্জন পাই না। একবারও যে সেই নাম, সেইরূপ, সেই গুণ, সেই লীলা, সেই স্বরূপ একান্তে ভাবিবার সময় পাইনা। আহা! দোষ দিব কার? হায় দৈব!

আমার যে আর অন্যপথ নাই। আজ চরণে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে চাই—আর বলিতে চাই—এস—আমায় উদ্ধার কর। সেই যে সেখানে—সর্ব্বদা আমারদিকে প্রেমভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে, আমি দেখিলেই দেখিতাম কি মধুর দৃষ্টি—আর এখানে—আহা! কি কর্কশ চাউনি। সেখানে কি শ্রবণ রসায়ন নাম ধরিয়া ডাকিতে শুনিতাম—এখানে কি কর্ণজ্বালাকর নাম শুনি। সেখানে কি সুখস্পর্শ আর এখানে অন্যমনস্ক হইলে কি বিষস্পর্শ। আর যে পারিনা—আর যে ধৈর্য্য থাকেনা। তুমি এস—আসিয়া ইহাদের হাত হইতে

আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও। আর না—আমাকে তোমার কাছে থাকিতে দাও।

আর কি করিব? উদ্ধার কর উদ্ধার কর বলিয়া বলিয়া তোমার সেই মধুময়, সেই অমৃতময় নামই করি। মনে মনে করি—এ রাক্ষস রাজ্যে রাম নাম স্ফুট-বাক্যে হইবার যো নাই। নাম মনে মনে করি, দম দম করি, শ্বাসে শ্বাসে করি। কত কথা ইহারা আমার শুনাইতে চায়। আমি তোমার নাম করিয়া করিয়া কিছুই শুনি না—কত ধাক্কা দিয়া ইহারা শুনাইতে চায়। হায়! নামই আমায় বাঁচাইয়া রাখিয়াছে বাঁচাইয়া রাখিতেছে নামীকে আনিয়া দিবে বলিয়া। কিন্তু কবে আসিবে? আর যে দিনও কাটে না—রাত্রিও কাটেনা। ইহার উপরে আমার হরণকর্ত্তার কামরঙ্গাব, কামগর্জ্জন, কামতর্জ্জন, কামকাকুতি মিনতি—আহা! আর যে সহিতে পারিনা।

এস—আমায় উদ্ধার কর। আর যে বলিবার কিছুই নাই। শুধু তপ্ত অশ্রু-জল। এস—দেখিয়া যাও আমি তপ্ত অশ্রুজলে দম সহিয়া রাম রাম করিতেছি। উদ্ধার কর উদ্ধার কর ভাবিয়া ভাবিয়া আমি নিশিদিন রাম রাম করিতেছি। কত দীর্ঘ নিশিদিন যাইতেছে। হরি হরি কবে তুমি আসিবে? কবে আসিবে উদ্ধার করিতে?

২—এই লইয়া।

"সর্ব্বে জীবা সুখৈদুঃখৈর্মায়াজালেন বেষ্টিতাঃ"

শ্রুতি বাক্য ইহা। বড় সত্য কথা। সুখদুঃখই ত মায়া। সুখদুঃখের অনুভবই ত মায়াজালে জড়াইয়া পড়া। সুখদুঃখের সকল বস্তুই বড় চঞ্চল। চঞ্চল, সদা ঘূর্ণমান, সদা কম্পিত, সদা পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর মধ্যে পড়িয়া আমি সদা উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছি। আমি ডুবিতে বসিয়াছি। হে আমার ইষ্টদেবতা! মায়া সাগর হইতে উদ্ধার করিতে আর কে আছে? তুমি আমায় উদ্ধার কর।

আহা! তুমি আমার সঙ্গে আছ সর্ব্বদা আছ। তুমি সবার সঙ্গে আছ। "অবিভক্তং বিভক্তেষু" বিভক্ত সর্ব্বভূতে তুমি এক, অবিভক্তরূপে সর্ব্বদা সবার সঙ্গে আছ। জড়ের মত যে পড়িয়া আছ—তাহাও নহে। করুণাময় তুমি! আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ তুমি! ক্ষমাসার তুমি! সকল দুঃখ দূরীকরণে শক্তিধর একমাত্র তুমিই। তবু যে দুঃখ যায়না? দোষ আমার। আমি দুঃখের সময়ে তোমায় জানাইতে ভুলিয়া যাই—সুখের সময়েও জানাইতে ভুলি। সুখদুঃখ উভয়ই যে মায়া। মায়া যে বড়ই দুরতিক্রমণীয়া। মায়াই যে আড়ম্বর তুলিয়াছে,

তোমায় ভুলাইয়া কি দিয়া বঞ্চনা করিবার জন্য যেন চেষ্টা তুলিতেছে। তবু কেন জানাইতে ভুল হয়? তোমার শরণাপন্ন হওয়াই সে মায়া অতিক্রমের একমাত্র পথ। এস এস সবাই তারে সুখদুঃখ মান অপমান শীত উষ্ণ—সবই জানাই এস। জানাইতে মনে রাখিতে হইবে। সুখ দুঃখ, মানাপমান, শীতোষ্ণ ইহাদের ত অন্ত নাই—তবে ত তোমার স্মরণের ও অন্ত থাকিবে না।

অজস্র স্মরণ চাই—তুমি উদ্ধার করিবেই।

কৃপা-পাত্র।

যখন বুঝিতাম না তখন মনে করিতাম সকল অবস্থাই বুঝি নিজের পুরুষার্থ প্রয়োগে লাভ করা যায়। এখন বুঝিতেছি বড় ভুল করিয়াছিলাম। তোমার দিকে না চাহিতে শিখিলে কোন পুরুষার্থই সফল হয় না। বিশেষ তোমার দিকে চাহিতে পারাটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পুরুষার্থ। আমি তোমার সাহায্যে, তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে করিতে চেষ্টা করিব কিন্তু তুমি আমাকে চালাইয়া না লইলে আমার জপতপ সকলই বৃথা।

এই বয়সে আমি বুঝিতেছি আমার কাছে আমি বড়ই কৃপা পাত্র। আর তোমার কাছে? কি করিয়া বলিব আমি তোমার কাছে কৃপার পাত্র কিনা? আমার মত কত আছে—বুঝি আমা অপেক্ষা সবাই ভাল। আহা! সকলে কত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তোমার পানে ছুটিতেছে আর আমার কিবা আছে তবু আমি সেই কি টাকে আকড়াইয়া আছি। তোমার জন্য কিছুই ছাড়িতে পারি নাই। তোমার দিকে যাইবার জন্য আমি কিছুই করিতে পারিতেছি না। কোন্ দিকে আমি আছি? যে দিকে সর্ব্বদাই কষ্ট পাই, সর্ব্বদাই অশান্তি, সর্ব্বদাই উপদ্রব—সেই দিকেই পড়িয়া আছি। কেন তোমার দিকে যাইতে আমার কি হয়? যে দিকে আছি সে দিকেত কিছুই নাই—থাড়া বড়ি থোড়—থোড় বড়ি থাড়া—সেই একটাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া করিতেছি—কষ্টও পাইতেছি তবু কেন তোমার দিকে ছুটিতে পারিতেছি না? আহা! আমার মত কৃপা পাত্র আর কে আছে? তুমি কি আমায় কৃপা করিবে?

আমি কোন কাজের উপযুক্ত নই কোন সামর্থ্য আমার নাই—তবু—তবু কি তুমি আমায় দাস বলিয়া গ্রহণ করিবে? শুনি তুমি কাহাকেও সরাইয়া দাও না তুমি জগন্নাথ—জগতের সকলের নাথ তুমি। আমার নাথ কি তুমি হইবে? তোমার কাছে যাইবার অধিকার কি আমায় দিবে? জ্ঞানী আমার কথা শুনিয়া হাসিবেন অতি মূর্খ বলিয়া উপেক্ষা করিবেন---বলিবেন কাহার কাছে আমি এই সব বলিতেছি। অরে মূর্খ—তুমি যে সে, তবে কাহার কাছে তুমি প্রার্থনা কর? তুমিই যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তুমি এ মূর্খতা কাহার কাছে কর?

আমি বলি আমি স্বরূপে সচ্চিদানন্দ যথার্থই। শাস্ত্র ঠিক বলিয়াছেন। সত্য কথাই বলিয়াছেন। স্বরূপে যাইতে পারিলে প্রার্থনা আর কাহার নিকট হইবে ইহাও যেমন সত্য আবার স্বরূপে না যাওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতে হইবে ইহাও সম্পূর্ণ সত্য। স্বরূপ হইয়াও অন্যরূপ হইয়া আছি স্বরূপে যাইতে পারি না এই জন্যই ত প্রার্থনা; অন্যরূপ হইয়া আছি বলিয়াই ত অভাব সেই জন্যই ত স্বরূপের কাছে যাচ্‌ঞা। আর যখন বলি আমিই আমার কাছে কৃপা পাই তখন যেন আমি শাস্ত্র দৃষ্টিতে বড় হই---হইয়া কার্য্যে যে ছোট সেই ছোটকে দেখিয়া বলি আহা! রাজা হইয়াও চামারত্ব ছাড়িতে পারি না আহা! আমার মত কৃপা পাত্র আর কে আছে?

ঐ যে বলিতেছিলাম আমার স্বরূপটা সৎ, চিৎ, আনন্দ ইহা পূর্ণ সত্য কিন্তু আমার কর্ম্ম কেন এমন? সুখ ও দুঃখ ত আমার সমান হয় নাই, তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ---নিন্দা স্তুতি শুনিয়া সমান থাকি কৈ? আমি মৌন থাকি কৈ যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট আমি কবে হইয়াছি? আমি বিশ্রান্তি লাভ করি কখন? সর্ব্বদাই মনে কত সঙ্কল্প বিকল্প উঠিতেছে লয় হইতেছে—কত অসম্বন্ধ প্রলাপ ভাসিতেছে; ইহা করিতে হইবে উহা করিতে হইবে কতই করিতেছি ইহার শেষ কোথায়?

কথাত এই, কিন্তু ইহার প্রতীকার কি? প্রতীকার আছে। তিন বেলা বসিতে হইবে ইহা প্রথম কথা। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রথমে তোমাকে ভাবিতে হইবে আর তিন বেলায়, কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই তোমার ভাবনা চাই, ভাবিতে গিয়া যখন বাধা পাই, যখন অন্যচিন্তা উঠিয়া তোমার চিন্তা করিতে দেয় না, যখন আলস্যে জড়তায় অতি মূঢ় করিয়া রাখে তখন তোমার কাছে প্রার্থনা করা চাই আর লোক সঙ্গে যখন পড়িব তখন তোমার নাম ঘন ঘন মনে মনে করা চাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করা চাই আহা! আমার পূর্ব্ব দুষ্কৃতি

বশে হরিকথার মধ্যে না পড়িয়া কত আয়ুক্ষয়কর অসৎ প্রলাপে পড়িতেছি—হা গোবিন্দ আমায় কৃপা কর আমার অপরাধ ক্ষমা কর আমাকে তোমার পানে চাহিয়া থাকিতে দাও, ঘন ঘন তোমার নাম করিতে দাও। ঐ যে নিদ্রাভঙ্গে প্রথমেই তোমার নাম করিব তাহাও প্রথমে আর কিছু না ভাবিয়া আথালি পাথালি তোমার নাম করি এস। যতক্ষণ নাম করিতে হইবে ততক্ষণ তোমার ভাবনা বিশেষ ভাবে না আইসে। নাম করিতে তোমার ভাবনা যে উঠিবে তাহা কি? আহা তুমিই সকলের মূলে দাঁড়াইয়া আছ আর তোমার উপরে ইন্দ্রজাল ভাসিয়া একটা মিথ্যাশরীর একটা মিথ্যা জগৎ ভাসিয়াছে এই ভাবনাটিই মুখ্য ভাবনা। আর নাম ও যে করিবে তাহাও মনকে একটি স্থানে ধরিয়া নাম করিতে হইবে। কোন স্থানে মনকে ধরিবে? ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যায় উপবেশন করিয়া সহস্রার তলে দ্বাদশের উপরে বিচিত্র সিংহাসনে তোমার শক্তির সঙ্গে তুমি—এইটি ভাবনা করিয়া হরি হরি করিতে হইবে। করিতে করিতে যতক্ষণ না মনে হয় তুমিই একমাত্র সত্য—সর্ব্বব্যাপী তুমি, সকল মূর্ত্তির কোলে কোলে তুমি আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথ্বী—বাহিরের আকারই ইন্দ্রজাল—ভেলকী তুমিই তোমার মায়ায় এই সব সাজিয়াছ, তোমার চিৎ প্রভায় মরীচিকায় নদী তড়াগ ভাসার মত কত কি ভাসিয়াছে তুমিই সত্য আর সব মিথ্যা এই ভাবনাটি উঠা চাই। তার পরে সুখ দুঃখের অনুভব যাহা তাহাও মায়া, দৃশ্যতে শব্দতে চ সং সবই মায়া একমাত্র তুমিই সত্য। শত্রুতে মিত্রে, সুন্দরে কুৎসিতে আমার উচ্চারিত নামের পশ্চাতে আমার সর্ব্বস্ব নামী তুমিই আছ কারেই শত্রু মিত্র কেহ নাই তুমিই সব সাজিয়া আছ। আমি সকলের ব্যবহারে সকল উৎপাতে তোমা লইয়া থাকিতে পারি কিনা তুমিই ইন্দ্রজাল তুলিয়া আমাকে সেই পরম সত্য লইয়া থাকিতে বলিতেছ আর সুখে দুঃখে লাভে অলাভে জয়ে পরাজয়ে, শীতে গ্রীষ্মে, নিন্দায় স্তুতিতে আমাকে যে সব মিথ্যা সব মিথ্যা করিয়া তোমার পানেই চাহিতে হইবে—ইহা করিতেই তুমি বলিতেছ। হায় প্রভু! সবদিন ত এই ভাবনায় পৌছান যায়না—স্বরূপের চিন্তা ত বড় কঠিন। আর পরম ধর্ম্ম অবলম্বনে সকল বাক্য সকল কর্ম্ম সকল ভাবনা তোমায় স্মরিয়া স্মরিয়া করাও ত কঠিন—বড়ই ভুল হইয়া যায়—ইহাতে কি করিব তুমিই বলিয়া দাও। আহা,! তোমার নিরাকার মূর্ত্তিই যেন আমার জন্য নরাকারে আসিয়া কত লীলা করিয়াছেন তাহার ভাবনাও আমাকে করিতে বলিতেছ। তোমার সুখময় আনন্দময় গোলকধাম ছাড়িয়া তুমি—আর্ত্তত্রাণ পরায়ণ তুমি—তুমি আমার জন্য

গোলকধাম হইতে নামিয়া আসিয়া আমার হৃদয়ে আসিয়া বসিয়াছ—তোমাকে লইয়া আমায় সব করিতে হইবে—কি লৌকিক কি বৈদিক সকল কর্ম্মে দেখিতে হইবে ভাবিতে হইবে তুমি আছ বলিয়াই কর্ম্ম হইতেছে; কর্ত্তা আমি নই তুমিই সব করাইতেছ; এই কর্ত্তা অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। একবারে ইহা পারা যাইবেনা—কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে হইবে—স্নানে আহারে শয়নে বাক্যালাপে—সকল কর্ম্মে সকল বাক্য ব্যবহারে সকল ভাবনায় তোমাকেই স্মরণে রাখিতে হইবে এই তোমার আজ্ঞা। এই আজ্ঞা পালনকেই জীবনের ব্রত করিতে হইবে। জপই জপই শ্যামনাম ছার তনু কর্‌ব বিনাশ ইহা সাধিতে হইবে। তোমায় যদি সাক্ষাতে না পাইলাম, তোমায় যদি স্বরূপে না দেখিলাম তবে এই ছার তনু আমার কি উপকার করিল? এটাত যাবেই। এটা ধারণ করিবার প্রয়োজন ত তোমায় পাওয়া। যদি চক্ষু তোমায় না দেখিল, কর্ণ তোমার কথা সাক্ষাতে না শুনিল, তবে এই ছার তনুর বৃথা ভার বহন করার ফল কি? এই ছার তনু যদি সর্ব্বজীব শরীর ধারী তুমি---তোমার জন্য ইহা না খাটিল তবে এই ছার তনু শূকর কুকুরের দেহেরই ত সমান হইয়া গেল। আহা! কিরূপে ইহা হইবে? তুমি নরাকার হইয়া যাহা যাহা আচরণ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছ তাহার ভাবনাও আমার করিতে হইবে। রাবণ যখন এই ধরাকে বড় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল—কংস শিশুপাল যখন এই পৃথিবীকে পাপভারে বড় ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল তখন তুমি নরাকারে আসিয়াছিলে। কেমন করিয়া আসিলে, তোমার কার্য্যে সহায়তার জন্য আর কাহারা আসিয়াছিলেন, বাল্যকালে তুমি কি করিয়াছ, যুবাকালে তুমি কোন কোন লীলা করিয়াছিলে—কেমন করিয়া অধর্ম্মরূপী রাবণ শিশুপাল কংসাদিকে বিনাশ করিয়া আবার তোমার জগতে পবিত্রতা স্থাপিত করিয়াছিলে—আহা! নানা লীলায় তোমার সুন্দর রূপ কেমন কেমন ফুটিয়া উঠিত—এই সমস্ত ভাবনা আমায় ভাবিতে হইবে।

তোমার নাম তোমার রূপ তোমার গুণ তোমার লীলা তোমার স্বরূপ এই সমস্তই আমার ভব রোগের ঔষধ। স্বভাবতঃ যে বিষয়—চিন্তা মনে উঠে মনকে এই বিষয় চিন্তা ছাড়াইতে হইলে তোমার ভাবনায় পুরুষার্থ করিতে হইবে। নিত্য কর্ম্ম কর আর ঈশ্বর ভাবনা ভাব আর ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া সব লৌকিক কর্ম্ম কর ইহার অভ্যাসেই শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র যে হওয়া যায় তাহা তিনিই বুঝাইয়া দেন বৃথা কার্য্যে আর আয়ুক্ষয়ে কাজ নাই। এই করি এস। ইতি

প্রাণপণ করা

শারীরিক কার্য্যে প্রাণপণ করা কি আমরা সকলেই বুঝি কিন্তু মানসিক ব্যাপারে প্রাণপণ করা কি অনেকেই আমরা বুঝি না। দেহের উপর জোর করা কি সকলেই বুঝেন আর সকলকেই দেখান যায় কিন্তু মনের উপর জোর করা কি অনেকেই ধরিতে পারেন না।

সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কর্ম্মে কিন্তু মনের উপর জোর করিতে হইবে, মনকে লইয়াই প্রাণপণ করিতে হইবে।

সন্ধ্যা পূজাদি করা হয় অথচ মনে নানা ভাবনা আইসে—এ ক্ষেত্রে নিত্য কর্ম্ম করা না করা প্রায় সমান। তথাপি করা হয় কারণ "অকরণাৎ মন্দ করণমপি শ্রেয়ঃ" একবারে না করা অপেক্ষা মন্দ ভাবে করাও শ্রেয়ঃ।

মন্দ ভাবে কার্য্য যাহা হয় তাহাকে ভাল ভাবে যাহাতে করা যায় তাহার কথাই বলা হইতেছে।

নিত্যকর্ম্ম করি অথচ মনে অন্যচিন্তা ভাসিলে মনকে কিছুই বলি না—মন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে থাকিলে মনকে শাসন করিতে ভুলিয়া যাই এই ব্যাপারকে প্রাণপণ করা বলে না—এই ব্যাপারকে প্রাণপণ চেষ্টা বলে না।

জাগিয়া আছ আর দেখিতেছ ঘরে চোর ঢুকিয়াছে, চুরি করিতেছে অথচ যেন অহিফেন্ খাইয়াছ, ঝিমাইতেছ কিছুই বলিতেছ না, মুখ খুলিতে পারিতেছ না—ইহার ফলে সব চুরী হইয়া যাওয়া ভিন্ন আর কি হইবে? সেইরূপ জপ করিতেছ কিন্তু মন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতেছে—ইহাতে তোমার কোন কিছুই লাভ হইতেছে না, তোমার সব চুরী হইয়া যাইতেছে। চোরকে চুরী করিতে ঢুকিতে দেখিয়া যখন তুমি সাড়া দাও আর জানাইয়া দাও তুমি জাগিয়া আছ আর তুমি চোরকে ধরিয়া দণ্ড দিবার জন্য আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিতেছ তখন কিন্তু চোর পলায়ন করে।

মানসিক ব্যাপারেও জাগিয়া যে আছ তাহা জানাও। এই ব্যাপারের চোর শুধু চোর নহে ডাকাত। অসম্বন্ধ প্রলাপকারী মনকে ধমকাও, তাড়াদাও। আর সবই ক্ষণিক—বহু কষ্টপ্রদ এইটি বেশ করিয়া সাধিয়া লইয়া মনকে ক্ষণিক ছাড়াইবার জন্য পুনঃপুনঃ ধমকাইতে হয়। এই চোর বহু কৌশল জানে। ইহার দোষ দেখাইয়া দিবামাত্র এই চোর পাকা বদমাসের মত

তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকার করে আর বলে আর করিব না। কিন্তু পরক্ষণেই আবার অসম্বন্ধ প্রলাপ তুলে। তুলিয়া তোমার চিত্তকে এমন দুর্ব্বল করিয়া দেয় যে তুমি জপ কর, মন্ত্র আওড়াও আর চোরও চুরী করে। শেষে তোমার আর ধমক ইহার শক্তি পর্য্যন্ত রাখে না। তুমি মুখে পাখীর মত জপ করিয়া যাও আর মন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। ইহাই হইল ভব সাগরে ডুবিয়া যাওয়া—ইহাই হইল মানুষের তির্য্যগাদি জন্মগ্রহণের পথে আসা—ইহা হইল চুরাশি লক্ষ বার যে জন্মিবে মরিবে আর অশেষ যাতনা যে পাইবে তাহার আয়োজন করা।

তোমার শক্তি আছে তুমি সর্ব্বদাই মনকে ধমকাইতে পার। মন তোমার একাগ্র হইবার বস্তু ছাড়িয়া যখন অন্য কিছু চিন্তা করিবে, যখন শুধু শুধু পাগলের মত প্রলাপ বকিবে তখনই তুমি শ্রীহনুমান যেমন বক্ষ বিদারণ করিয়া দেখাইয়া ছিলেন শ্রীসীতারাম হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া আছেন—তখনই তুমি সর্ব্ব হৃদয়বিহারী শ্রীইষ্টদেবতার কাছে নালিশ কর—তাঁহার দিকে চাহিলেই তুমি বল পাইবে। তুমি মনকে ধমকাও, যাহা লইয়া মন উৎপাৎ করিতেছে তাহার দোষ দেখাও, মন যে কত কতবার কত কি করিয়া কত বিপদে পড়িয়াছে, কত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে-মনের সব দোষ ইহার সম্মুখে ধর আর বল—"আমি মাকে দিব করে--কটু কইবি সাজা পাবি আমি মাকে দিব কয়ে॥ সে যে দনুজদলনী শ্যামা বড় ক্ষেপা মেয়ে॥ মন তোকে কাটবার জন্য মায়ের হাতে ঐ অসি—তুমি অসম্বন্ধ প্রলাপ ছাড়—হৃদয় বিহারিণী মাকে দেখিয়া দেখিয়া মায়ের নাম জপ-- আর জগতের যাহা কিছু তাহাই একটা বৃথা আড়ম্বর—লোককে বঞ্চনা করিবার জন্য কৃত্রিম চেষ্টা—পরবঞ্চনার্থং কৃত্রিম চেষ্টিতম্ আড়ম্বরম্। আহা! এই যাহার নাম জপিতে তোমায় নিযুক্ত করিয়াছি তিনি ভিন্ন যাহা কিছু তুমি ধরিবে তাহাতেই তুমি ডুবিয়া যাইবে। তাহাকে ছাড়িয়া কোন কিছুই তুমি করিতে পাইবেনা— তাহাকে লইয়া যাহা পারা যায় না তাহাই ত্যাগের বস্তু। এই ভাবে মনকে কখন ধমকাও, কখন পরম রমণীয় দর্শনের স্বভাব দেখাইয়া দেখাইয়া মনকে সেই মনোভিরাম, নয়নাভিরাম, বচোভিরাম, সদাভিরাম, সততাভিরাম ইষ্টের দিকে প্রলুব্ধ কর। মনকে ধমকান, মনকে তার নাম জপান, তার কথা শুনান, তার স্বভাবের মনন করান—এই সবকেই বলে প্রাণপণ করা ইতি।

রাগ দ্বেষ যায় না কেন ?

অনুরাগও যায় না বিরক্তিও যায় না। কেন যায় না ?

কিরূপে যাইবে ? আগে দেখ রাগ দ্বেষ কেন হয়—কেন হয় জানিতে পারিলে রাগ দ্বেষ উচ্ছেদ করিতে পারিবে।

কেন হয় ?

যাহাদিগকে আমার আমার করিয়া আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছ তাহারা যদি তোমার কথা না শুনে, তোমার ইচ্ছার মত না চলে তবে তোমার বিরক্তি আইসে। আসে ত ? আবার ইহারা যদি ব্যবহারিক সম্বন্ধে তোমার বয়ঃকনিষ্ঠ হয়, তোমার অধীন হয়, তোমার নিকটে উহাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত হয়, ইহারাও যদি কোন কল্যাণকর কার্য্যেও তোমার কথা না শুনে তবে তোমার বিরক্তি আসিবেই। আর যাহারা তোমার কথা শুনে কথা মত কার্য্য করিতে চেষ্টা করে তাহাদের উপর তোমার অনুরাগ হয়। বাহিরের লোকও কথা শুনিলে অনুরাগের পাত্র হয় আর ভাল কথা না শুনিলে বিরাগের পাত্র হয়। আপনার লোকের আর কথা কি ? কেমন ?

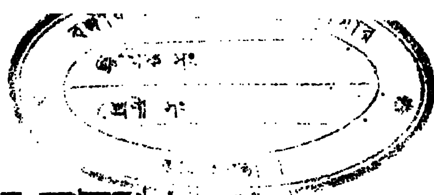
হাঁ তাই। এখন বল রাগ দ্বেষ যাইবে কিরূপে।

দেখ তোমার সম্যগ্ দর্শনের অভাবে রাগদ্বেষ যায় না। কাহাকে আপনার বল কাহাকেই বা পর বল ? মুখে জ্ঞানের কথা কও আর কার্য্যে আপন পর কর এ কেমন ? সেই যদি সব তবে কথা শুনেই বা কে আর শুনে নাই বা কে ? সবই সে সবই তার ইচ্ছা তোমার একটা আবার ইচ্ছা কি ? কোথা হইতে ইচ্ছা আসিল বল ? ইচ্ছাটা সবই তারে দিয়া দাও। সে তোমায় পরীক্ষা করে তোমাকে পাকা করিয়া দিবার জন্য। সে বড় রহস্য প্রিয়। তুমি যখন মনে ভাব আমার রাগ দ্বেষ গিয়াছে বুঝি তখন সে তোমার স্বজনের মধ্যে কনিষ্ঠকে দিয়া তোমার ইচ্ছার বিরোধী কাজ করায়—আর দেখে তোমার কতদূর কি হইল ? তুমি যদি মনে রাখিতে পার সবই সেই সাজে, সব সাজিয়া সেই তোমার কথা কখন শুনে কখন তোমারই উপকারের জন্য তোমাকে গড়িবার জন্যই শুনেনা, যদি তুমি মনে রাখিতে পার সেইই দুষ্ট সাজিয়া তোমার ইচ্ছা নাশ জন্য তোমার কথা শুনেনা বল দেখি তখন বিরক্তি আসিবে কোথায় ?

তুমি আর তোমার ইচ্ছা রাখিও না; তোমার শুভ ইচ্ছা যদি পূর্ব্বাভ্যাসেও থাকে তবে ভাবিও সেই নানাভাবে তোমাকে নানা কথা বলিতেছে। তুমি হর্ষ বিষাদ না রাখিয়া তার হাঁ না শুনিয়া যাও আর মনে মনে তাকে ভাবিয়া শুধু দেখিয়া যাও! ঠকায় বা কে ঠকেই বা কে তাই বল সেই যে সব অভ্যাস কর। নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া শত্রু মিত্র সকলই সে সাজিয়াছে ভাবনা করিয়া শুধু দেখিয়া যাও। এই অভ্যাস করিতে করিতে তোমার রাগ দ্বেষ যাইবে আর তারেই তুমি সর্ব্বদা হৃদয়ে পাইয়া ধন্য হইয়া যাইবে। কেমন? করিবেত?

আচ্ছা ইহা কি সকলেই করিতে পারে?

না—তা পারে না। ধ্যানযজ্ঞ লইয়া যাঁহারা থাকিতে পারেন তাঁহারাই পারেন। যাঁহারা স্বরূপের গুণময় ভাব না ধরিয়া উপাসনা করিতে না পারেন তাঁহারা দুষ্টকে শাসন না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে উত্তম। কিন্তু প্রতিহিংসা লইবার জন্য রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য দুষ্টকে শাসন করা উচিত। প্রথম শ্রেণীর ধ্যানযাজ্ঞিক যেমন জগতের অজ্ঞান নাশের জন্য আপনি আচরণ করিয়া অন্যকে তাহাই উপদেশ দিবেন সেইরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীর মনুষ্য, আপনাকে আপনি ঈশ্বর শাসনে রাখিয়া অন্যকে ঈশ্বর শাসনে আনিতে প্রাণপণ করিবেন। ইহাই ইহাদের ধর্ম্ম। অর্থোপার্জ্জনেও সেবাধর্ম্ম ও রাগদ্বেশের বশীভূত না হইয়া ঐ ঐ কর্ম্ম করা উচিত এবং অন্যকে উহা আচরণ করান উচিত। ইহাতেই নিজের ও অন্যের কল্যাণ হয়। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মরণের বিষয়টি হইতেছে এই—আহা তুমি! আমার সঙ্গে সর্ব্বদা আছ, তুমি লোকের সকল অপরাধ ক্ষমা কর তোমায় দয়া অনন্ত তোমার সকল শক্তি আছে সকল দুঃখ দূর করিতে তুমিই পার—তবুও যে দুঃখ যায় না সে কেবল আমি তোমাকে জানাইতে ভুলি তাই।



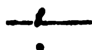
আশ্রম ভাবনা।

আর কেহ নাই। আমি এখানে একা—আর এই জনশূন্য কিন্তু বৃক্ষ লতা, ফল পুষ্প, জল আকাশ, বন্য পশু পক্ষী পূর্ণ এই কানন ভূমি। আমি ইহাদের সকলকে ভালবাসি আর ইহারা সকলে আমাকেও ভালবাসে। কি জানি কোন্ ঋষির এই সিদ্ধাশ্রম ছিল। গভীর কাননের ভিতরে পর্ব্বত মালা পরিবেষ্টিত এই পুণ্যভূমির কি জানি কোন্ মাহাত্ম্য? এখানে সিংহ ব্যাঘ্রাদি আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, হরিণ হরিণী আশ্রমের চারিধারে বিচরণ করে, কেহ কাহার ও হিংসা করেনা। কি মুগ্ধদৃষ্টি ইহাদের। চক্ষু যেন নিঃশব্দে কত কথা কয় কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারেনা। যেন বলে আমরাও তোমার মত তপস্যা করিতেই আসিয়াছিলাম কিন্তু আসক্ত হইয়া হিংসা করিয়া ফেলিয়াছিলাম। এখানে আসিলেই আমাদের পূর্ব্ব কথা, পূর্ব্ব সাধনা. স্মৃতি পথে ভাসিয়া উঠে, আমরা আমাদের হিংসা ভুলিয়া যাই। অহিংসা ধর্ম্ম আমাদিগকে বড় শান্ত করে। পক্ষী—কত প্রকারের পাখী. আমার নিকটে আইসে, কত ময়ুর ময়ূরী চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায়. কত কোকিল কুহুরবে কত কি বলে। বৃক্ষ লতা, কত ফুল ফল আগ্রহে প্রদান করে, যেন বলিয়া দেয় আমরাত তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিতে পারি না—আমরা মালা গাঁথিতে পারি না, আমরা স্তব স্তুতি করিয়া করিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ করিতে পারি না, তুমি আমাদের হইয়া তোমার আমাদের প্রাণেশ্বরকে এই ফল ফুল নিবেদন করিয়া দাও। বড় সুখে এখানে থাকি, বড় সুখে এই সঙ্গীদিগের সঙ্গে তাঁর সঙ্গ করি, আবার নিজের ভিতরে তাঁহার সাড়া পাইয়া পরমানন্দে তাঁহার কৃপায়, তাঁহার ধ্যানে ভরিত হইয়া থাকি। মধ্যাহ্নে যখন বৃক্ষতলে একাকী বসিরা বসিয়া বৃক্ষস্কন্ধে পৃষ্ঠ দিয়া স্থির হইয়া থাকি তখন বায়ু বৃক্ষপত্রের সঙ্গে মিলিয়া মর্ম্মর ধ্বনিতে আমাকে যেন কত কি বলে। দিনের পর দিন যায় কিছুই পুরাতন হয় না—কাহার ও উপর বিরক্তি আসেনা—কাহার ও উপর ভালবাসা শিথিল হয় না। সবই নিত্য নূতন হইয়া নিকটে আইসে। সেই আসে। নিত্য নূতন ত সেই। সেই ত চিরদিন আছে, চিরদিন ছিল, চিরদিন থাকিবে। সে যে সৎ। নগরে সৎএর উপলব্ধি হইত বস্তু দেখিয়া, বস্তু আছে ইহা ভাবিয়া তার অস্তিত্ব ভাবিতাম এখানে তাহা হয় না। বস্তু নাই তবু সে আছে। তার "থাকা" ভাবনা করিয়া জীব জন্তুর থাকা ফুটিয়া

উঠে। সৎএর স্বরূপ ইহা। কোন বস্তু নাই—দেশ কাল নাই তথাপি সে সৎ তথাপি বস্তু বিরহিত অস্তিত্ব যেন কোথাও লইয়া যায়। অন্তরের অন্তস্তলে কে যেন বলিয়া দেয় আহা! **আয়ৌনী তুৎ ভ্রজনি য়যানী যানি সর্ব্বেন:** ইহারই নাম। এ অনুভূতির ব্যাখ্যা হয় না—প্রাণে প্রাণে ইহার মৌনব্যাখ্যা হয়। স্বরূপ চিন্তা বড় কঠিন—নগরে সহরে ত্যাগিতি। আর এখানে স্বরূপ চিন্তা যেন আপনি ফুটিয়া উঠে। সে অস্তি, সে ভাতি, সে প্রকাশ। প্রকাশের অনুভব সকলে করিতে পারে। তাহার প্রকাশ লইয়া মায়ার প্রকাশ। মায়ার প্রকাশে মায়িক অনুভব হয়। কিন্তু মায়া উর্দ্ধমুখে ছুটিয়া যাহাকে দেখাইয়া দেয়—সেই প্রকাশই স্বপ্রকাশ। মায়া আত্মবধনাটকের অভিনয় করিয়া স্বতঃপ্রকাশকে যেন দেখাইয়া দেয়। লবণ পুত্তলিকা সমুদ্র মাপিতে গিয়া গলিয়া গলিয়া আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া তাহার প্রকাশে পৌঁছাইয়া স্থিয়া যায়। এই প্রকাশে তাহাকে জানা হয়। এই জানাই স্বরূপ জানা। চিৎস্বরূপ ইহাই। কোন বস্তু নাই শুধু চিৎ—বস্তু অনপেক্ষ চিৎ। স্থিতি ভিন্ন এখানে আর কিছুই করিবার ধরিবার নাই। তারপর আনন্দস্বরূপ আনন্দ। প্রকাশ দূর হইতেও প্রকাশিত হয় কিন্তু আনন্দ নিকঠে না গেলে স্পর্শ করা যায় না। অগ্নির প্রকাশ দূর হইতে দেখা যায় কিন্তু নিকটে না গেলে অগ্নির স্পর্শ অনুভূত হয় না। স্বরূপ জ্ঞান যেমন নিরতিশয় জ্ঞান, সেইরূপ স্বরূপ আনন্দ হইতেছে নিরতিশয় আনন্দ—ভোগ অনপেক্ষ আনন্দ। আনন্দের ভোগ তুচ্ছ, আনন্দের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে স্থিতি—এইটি নিরতিশয় আনন্দ। নদী সমুদ্রে মিশিয়া লয় হইল না সমুদ্র হইয়াই স্থিতি লাভ করিল—আর জানাইয়া দিল এই স্বরূপ চিন্তাই সৎ চিৎ আনন্দে স্থিতি জন্য। এইটিই মূল বস্তু অন্য যাহা কিছু তাহাই অবস্তু। এই সচ্চিদানন্দে যতদিন স্থিতি না হয় ততদিন উপাসনা। ততদিন কথঞ্চিৎ মিথ্যা রাখিয়া মিথ্যার হাত অতিক্রম চেষ্টা—জল ধরিয়া জল ছাড়া রূপ সাঁতার কাটা। সচ্চিদানন্দই সত্যং পরং। ইহারই তেজ দ্বারা, ইহা হইতে উদ্ভূত মায়ার কুহক সর্ব্বদা নিরস্ত। তাই বলা হয় ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকম্ সত্যংপরং ধীমহি।

আর এইটি যত দিন না হইতেছে ততদিন প্রোজ্ঝিত কৈতব পরম ধর্ম্ম সাধনা করা চাই। ধর্ম্ম হইতেছে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সন্তোষ ইত্যাদি কিন্তু পরম ধর্ম্ম এই সব নহে। পরম ধর্ম্ম হইতেছে সকল কর্ম্মে, সকল ভাবনায়, সকল বাক্যে, তাহার সুখ প্রসন্ন মুখের দিকে—তাহার দয়মান দীর্ঘ নয়নের দিকে

দৃষ্টি স্থাপন করিতে অভ্যাস করা। আহা! এই নির্জ্জন আশ্রম সহজে দেখাইয়া দেয় জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্ম যোগেন যোগিনাম্—কোন্ বস্তু। এই দেখাইয়া দিয়া যখন ভিতরে বাহিরে চলন রহিত করিয়া দেয় তখন যাহা হয় তাহাই তাহাই। ইতি—



ওঁ

তৎ সৎ ॥

ওঁ শ্রীস্বাত্মরামায় নমঃ ॥

ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ॥

প্রথম স্কন্ধঃ ॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যং সূরয়ঃ।
তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ ১ ॥

ওঁ তৎ সৎ ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ॥

"অনুদিনমিদমায়ুঃ সর্ব্বদাসৎপ্রসঙ্গৈ—
র্বহুবিধ পরিতাপৈঃ ক্ষীয়তে ব্যর্থমেব।
হরিচরিতসুধাভিঃ সিচ্যমানং তদেতৎ
ক্ষণমপি সফলং স্যাদিত্যয়ং মে শ্রমোঽত্র"॥ শ্রীমধুসূদনঃ ॥

অত্র সচ্চিদানন্দরূপিণো ব্রহ্মণঃ স্বরূপ-তটস্থাবস্থয়ো নির্গুণ সগুণ ভাবদ্বয়ং দর্শয়তি, সত্যং পরং ধীমহি—ধাম্না যেন সদা নিরস্তকুহকং—জন্মাদ্যস্য যতঃ—ইত্যাদিভ্যঃ। শুদ্ধচিন্মাত্র স্বরূপে নির্গুণ ব্রহ্মণি ন কোঽপি ভেদঃ সম্ভবতি স্বগতঃ স্বজাতীয়ো বিজাতীয়ো বা। যদা তু তস্মিন্ গুণসম্বন্ধঃ প্রকটীভবতি,

তদানন্তাচিন্ত্যশক্তিসম্পন্নে পরমেশ্বরে স্বগত ভেদা উপজায়ন্তে তটস্থ লক্ষণাঃ ; স্বরূপং স্বমেবলক্ষণং ব্যাবর্ত্তকং [অভেদং] স্বরূপ লক্ষণং তটস্থং যাবল্লক্ষ কালা—নবস্থিতং বিশেষণং তটস্থ লক্ষণম্। কৃৎস্ন গ্রন্থতাৎপর্য্য বিষয়ীভূতমর্থং দর্শয়ন্ ভগবান্ বাদরায়ণিস্তমেব ধ্যেয়ত্বেনোপশিক্ষয়ন্ মঙ্গলমাচরতি। সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু নাস্তি তেষামমঙ্গলম্। যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥ এবং শুদ্ধস্য ব্রহ্মণো নিদিধ্যাস্যমানস্য পরমার্থসত্যতামুপপাদয়িতুং তৎপদার্থস্বরূপতামাহ জন্মাদ্যস্য যত ইত্যাদিনা। **জন্মাদি অস্য যতঃ অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ অর্থেষু।**

অর্থেষু কার্য্যাকার্য্যেষু **অন্বয়াৎ ইতরতশ্চ** কার্য্যেষু সৃষ্টি-স্থিতি ভঙ্গাদি ব্যাপারেষু অন্বয়াৎ সংযোগাৎ অনুস্যূতত্বাৎ তথা অকার্য্যেষু খপুষ্পাদিষু ইতরতশ্চ বিয়োগাৎ অসতোঽনন্বয়াৎ। অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং সংরূপেণ যঃ অস্তি। অন্বয়েন তস্যৈব কারণত্ব বোধকঃ। ব্যতিরেকেণ তদকার্য্যস্যাসত্ত্ব বোধকো জ্ঞেয়ঃ। "যৎ সত্ত্বে যৎ সত্ত্বমন্বয়ঃ যদভাবে যদভাবো ব্যতিরেকঃ"; যথা মৃদঃ কুলালস্য বা সত্ত্বে ঘটোৎপত্তিসত্ত্বং তদভাবে তদভাবাধিকরণে তস্মাদৌ ঘটোৎপত্ত্যভাব ইত্যন্বয় ব্যতিরেকৌ প্রত্যক্ষৌ মৃদাদেঃ কারণত্বে ঘটাদেঃ কার্য্যত্বে চ মানম্। তথা যত্র যত্র সদ্রূপেণ পরমেশ্বরস্য সত্ত্বং ঘটঃ সন্ ইতি প্রত্যক্ষতো দৃশ্যতে তত্র কার্য্যত্বং যত্র খপুষ্পাদৌ তদভাবঃ খপুষ্পং সৎ খপুষ্পমস্তীত্যনুভবাভাবাৎ তত্র কার্য্যত্বস্যাভাব ইতি অন্বয় ব্যতিরেকৌ ঈশ্বরস্য কারণত্বং জগতঃ কার্য্যত্বঞ্চ বোধয়তে ইত্যর্থঃ। অন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বিতি ততোঽস্য জন্মাদৌ হেতু **অস্য** জগতঃ অস্য প্রত্যক্ষস্য বিশ্বস্য **জন্মাদি** জন্মস্থিতিভঙ্গং **যতঃ** যস্মাৎ পরমার্থসদদ্বিতীয়াত্মবস্তুনঃ প্রকৃতিভূতাৎ পদার্থাৎ ভবতি তৎ **পরং সত্যং** সর্ব্বাধিষ্ঠানসন্মাত্রমখণ্ড-বাক্যার্থভূতং শ্রুত্বা মত্বা চ বয়ং মুমুক্ষবঃ **ধীমহি** ধ্যায়েম নিদিধ্যাসেম। ধ্যানমত্র নিদিধ্যাসনরূপমেবাভিপ্রেতং নতূপাসনম্। নিদিধ্যাসনং হি—বস্তু স্বরূপাপেক্ষ প্রত্যয়ানন্তরিত শাব্দজ্ঞান সন্ততিরূপম্ **আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য** ইতি শ্রুত্যা ততস্তু **তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মান** ইত্যাদি শ্রুত্যা চ আত্মসাক্ষাৎকার সাধনত্বেন বিহিতম্। উপাসনন্তু বস্তু স্বরূপেনাপেক্ষং পুরুষেচ্ছামাত্রং তৎ মানসক্রিয়াপ্রবাহরূপং যথা—যস্যৈ দেবতায়ৈ হবি গৃহীতং স্যাৎ তাং ধ্যায়েৎ বষট্ করিষ্যন্নিত্যাদি। ইদঞ্চ বস্তুস্বরূপানপেক্ষমপি তদ্ বিরোধি কিঞ্চিৎ তদ্বিরোধ্যপি যথা বাচং ধেনুমুপাসিতেত্যাদি। দ্বিবিধমপ্যুপাসনং শ্রুত্যা ব্রহ্মণি নিষিদ্ধং **তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি-নেদংযদিদ মুপাসতে** ইতি। শুদ্ধগোচরাত্মা বৃত্তেরূপনিষন্মাত্র করণত্বাৎ তন্ত্বৌপনিষদমিত্যাদি শ্রুত্যোক্তত্বা

এব চার্বক্তানামায়া নিদিধ্যাসনরূপত্বাদ্‌ যুক্তং শুদ্ধগোচরত্বম্‌। এতাবন্মাত্রপর্য্যবসা-নাচ্চ সর্ব্বসাধনবিধীনাং ধীমহীত্যুক্তম্‌। ধীমহীতি বহুবচনেন কালদেশপরম্পরা-প্রাপ্তান্‌ সর্ব্বানেব অধিকারী জীবান্‌ স্বান্তরঙ্গীকৃত্য স্বশিক্ষয়া তান্‌ ধ্যানমুপদিশন্নেব ক্রোড়ীকরোতি ইতি। তৎ নির্গুণ-সগুণব্রহ্ম পুনঃ কিম্ভূতম্‌? **অভিজ্ঞঃ** অভিতঃ সর্ব্বপ্রকারেণ সামান্যতো বিশেষতশ্চ সর্ব্বং বস্তু জানাতীতি অভিজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ—যদ্বা অভি সর্ব্বতোভাবেন জ্ঞা জ্ঞানং যতঃ। পুনঃ **স্বরাট্‌** স্বয়মেব রাজতে প্রকাশতে ইতি স্বরাট্‌ অন্যানপেক্ষঃ প্রকাশরূপ ইত্যর্থঃ। **তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।** যঃ পরমেশ্বরঃ পুনঃ **আদিকবয়ে** আদিকবি হিরণ্যগর্ভস্তস্মৈ **হৃদা** সহ মনসৈব সঙ্কল্পমাত্রেনৈব **ব্রহ্ম** বেদং বেদস্তত্ত্বং তপোব্রহ্মেত্যমরঃ **তেনে** প্রকটিতবান্‌ বেদার্থজ্ঞানং কারিতবান্‌। তথাচ শ্রুতিঃ—**যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং হ দেব-মাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে** ইতি হিরণ্যগর্ভতদ্বেদাবি-র্ভাবয়োঃ পরমেশ্বরাধীনতাং দর্শয়তি তদপি হৃদা মনসা এব তেনে নতু মুখেনাধ্যা-পিতবানিতিবা। যদ্বা আদিকবয়ে ব্রহ্মণে ইতি। তত্র নানাবিধস্তোত্রৈস্তুষ্টস্তস্মৈ বেদং প্রকাশিতবান্‌ ইতি ব্যঞ্জয়িতুং কবিপদং তৎস্তোত্রাণাং নির্দ্দেশত্বায় আদীতি। যঃ পরমেশ্বরঃ পূর্ব্বং মহাকল্পাদৌ ব্রহ্মাণং বিদধাতি উৎপাদয়তি দৈনন্দিনকল্পাদৌ সুপ্তং প্রবোধয়তি যশ্চ তস্মৈ ব্রহ্মণে বেদান্‌ প্রহিণোতি দদাতি তদ্বুদ্ধৌ প্রকাশয়-তীত্যর্থঃ। মনসি যথা বেদস্ফূর্ত্তিঃ স্যাৎ তথা মনোবৃত্তিং প্রবর্ত্তয়ামাস ইত্যর্থঃ। নন্থ সুপ্তপ্রতিবুদ্ধন্যায়েন ব্রহ্মা স্বয়মেব বেদং তত্ত্বং বা উপলভতাম্‌ ইত্যত আহ **মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ** যৎ যস্মিন্‌ বেদে তদীয়ে তত্ত্বেবা সূরয়োঽপি মুহ্যন্তে ভ্রাম্যন্তে অতস্তস্মিন্‌ ব্রহ্মণঃ স্বতো ন শক্তিঃ। যদ্বা যৎ যত্র যস্মিন্‌ বিষয়ে অখণ্ডানন্দাদ্বয়ে স্বরূপ চিন্মাত্রলক্ষণে সূরয়স্তার্কিকাদয়ো মুহ্যন্তি মোহং ইদমিত্থমিতি নিশ্চয়ং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি তন্মায়ায়াঃসর্ব্বমোহকত্বাৎ মোহং অজ্ঞানং অনুভবন্তি। মোহো দ্বিবিধঃ। আবরণরূপো বিক্ষেপরূপশ্চ। আবরণরূপোঽপি অসত্ত্বাবরণরূপঃ অভাণাবরণরূপশ্চেতিদ্বিবিধঃ। তত্র নাস্তি শুদ্ধবুদ্ধ ন ভাসতে চেতি দ্বিবিধোঽপি মোহো বেদান্তশাস্ত্রবিচারবিমুখৈরনুভূয়তে। বেদান্তশাস্ত্রবিচারপরাণান্তু পরোক্ষজ্ঞানেনাসত্ত্বাবরণ নিবৃত্তাবপ্যভাণাবরণ মনুবর্ত্তত এব নাস্তি ব্রহ্মেতি প্রতীত্যনুদয়েঽপি মম ন ভাতি ব্রহ্মাত তেষাং প্রতীতেঃ। অত-এব তে তদভাণাবরণ নিবর্ত্তকস্য সাক্ষাৎকারস্য সাধনান্যনুতিষ্ঠন্তি। এবঞ্চ বিক্ষেপাবরণ কার্য্যভ্রমবিশেষরূপং প্রত্যক্ষ এব যতো জীবাৎ ভিন্ন এবেশ্বরো

জগতো নিমিত্ত কারণমাত্রমেবেতি তার্কিক বৈশেষিক পাতঞ্জল পাশুপতাদয়ো ব্যবহরন্তি সাংখ্য মীমাংসকাদয়স্তু জগন্নিমিত্ত কারণত্বেনাপি নেশ্বরমুপপাদয়ন্তি কিন্তু প্রধানপরমাণবাত্মেন তেন রূপেণোপাস্যমিত্যাহুঃ। তস্মাৎ ব্রহ্মবিষয়কস্যোহত্তাবরোধকত্বাৎ স্বরূপ চৈতনস্য চ তৎসাধকত্বেন তদনির্বর্ত্তকত্বাৎ তন্নিবর্ত্তক বৃত্ত্যুৎপাদনেন বেদান্তানাং প্রামাণ্যব্যাহতমেব। সিদ্ধত্বেপি চ ব্রহ্মণো মানান্তরাযোগ্যত্বং রূপাদিহীনত্বেন ব্যুৎপাদিতং ভাষ্যকার প্রভৃতিভিঃ।

এবং পূর্ব্বার্দ্ধেন তৎপদবাচ্যার্থমুক্ত্বা পরার্দ্ধেন তল্লক্ষ্যং বক্তুমারভাগঃ অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যত ইতি ন্যায়েনাহ—**তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা** ইত্যাদিনা। সত্যত্বেহেতু **যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা** ইতি। **যত্র** ব্রহ্মণি যস্মিন্ ভগবৎ স্বরূপে **ত্রিসর্গঃ** ত্রয়াণাং মায়াগুনাণাং তমোরজঃ সত্ত্বানাং সর্গঃ কার্য্যঃ ভূতেন্দ্রিয় দেবতারূপঃ—তম সর্গঃ আকাশাদি ভূতপঞ্চকং রজঃ সর্গঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং প্রাণপঞ্চকঞ্চ সত্ত্বসর্গঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং প্রাণপঞ্চকঞ্চ সত্ত্বসর্গঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ং তত্তদিন্দ্রিয়াত্মধিষ্ঠাতৃ দেবতাশ্চেতি বিভাগঃ। যদ্বা জীবেশ্বর জড়ানাংসর্গস্ত্রিসর্গং। যথা একমেব মূলং তেজঃ স্বকার্য্যেষু পার্থিবাদি পদার্থেষু বহুধা ভূত্বা প্রবিশতি বহিশ্চ মথনাদিনাবির্ভবতি তথেশ্বরোঽপি জগৎসৃষ্ট্বা বহুরূপোভূয় জগদন্তঃ প্রবিশতি বহিশ্চ ভূতানুকম্পয়া রামকৃষ্ণাদি বহুরূপ আবির্ভবতি অয়মীশ্বর সর্গঃ। দীপাদ্দীপান্তরোৎপত্তি র্যথা তথেশ্বর সর্গ ইতি বা। যথা সূর্য্যাদি তেজসাং জালাদ্যুপাধি নিমিত্তৈঃ বহূনি প্রতিবিম্বানি সূর্য্যকান্তাদীনি সূর্য্যাদেঃ জায়ন্তে তথৈব সূক্ষ্মস্থূলশরীরাদ্যুপাধিনিমিত্তৈঃ প্রতিবিম্বভূতা জীবাঃহরেরুৎপদ্যন্তে। এষ জীব সর্গঃ। যথা কুলালো মৃদমুপাদানীকৃত্য ঘটাদীন্ সৃজতি তথা ঈশ্বরো জড়প্রকৃতি মুপাদায় মহদ-হঙ্কারাদ্যশেষ জড়পদার্থান্ সৃজতি। এষ জড়সর্গঃ। ইতি ত্রিবিধঃ সর্গঃ যত্র সর্ব্বথা অসন্নেব—**অমৃষা**। মিথ্যাসর্গোঽপি যত্র পরমেশ্বরে সত্যবৎ প্রতীয়তে। মিথ্যাসর্গোঽপি কথং সত্যবৎ প্রতীয়তে? তন্মিথ্যাত্বে দৃষ্টান্তমাহ **তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময় ইতি। বিনিময়ো** ব্যত্যয়ঃ ব্যত্যাসঃ ব্যামিশ্রোভাবঃ অন্তস্মিন্ অন্যাবভাসরূপ ইতি যাবৎ। স যথাধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়তে তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। তত্র তেজসি বারিবুদ্ধির্ম্মরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা—বারিণি করকারূপে মৃদবুদ্ধিঃ। এবং কাচাদিরূপায়াং মৃদি তেজোবুদ্ধিরিত্যুদাহার্য্যম্। যথা অজ্ঞানাং তেজসি বারিদমিতি বারিণি স্থলমিতি মৃদি কাচাদৌ চ বারীদমিতি বুদ্ধিঃ তথৈব যত্র

পূর্ণ চিৎস্বরূপে ত্রিসর্গঃ ত্রিগুণ সর্গোঽয়মিতি বুদ্ধি মৃষা মিথ্যেবেত্যর্থঃ। যদ্বা যৎ পরং সত্যমুপাশ্রিত্য মৃষাবিশ্বং অমৃষাবৎ সত্যবৎ প্রতীয়তে তং পরং সত্যং বয়ং ধ্যায়েম ইতি। মহানির্ব্বাণেঽপি "যথা সত্য মুপাশ্রিত্য মৃষাং বিশ্ব প্রতিষ্ঠতি। আত্মাশ্রিত তথা দেহো জানন্নেবং সুখী ভবেৎ"। যথা সত্যং পরমাত্মানমেবোপাশ্রিত্য অবলম্ব্য মৃষা মিথ্যাভূতমপি বিশ্বং প্রতিষ্ঠতি সত্যবৎ আস্তে তথৈবাত্মানমাশ্রিতো মিথ্যাভূত এব দেহঃ প্রতিষ্ঠতি এবং জানন্ সন্ন্যাসী সুখী ভবেদিত্যর্থঃ। যৎ সত্যতয়া মিথ্যাসর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তং পরং সত্যং ধীমহি। সত্যং পরং ব্যঞ্জয়তি **ধাম্নাস্বে নেতি**। ধাম্না—ধামশব্দেন তেজোবাচিনা স্বপ্রকাশত্ব সাধর্ম্ম্যেন স্বপ্রকাশজ্ঞানমুচ্যতে। **স্বেন ধাম্না** সস্বরূপজ্ঞানমহিম্না। স্বস্বরূপ প্রকাশেন—স্বস্বরূপ প্রভাবেন বা। গৃহ দেহ ত্বিট্ প্রভাবাধামানীত্যমরাৎ। যদ্বা ধাম শব্দেন জ্ঞানময়ী শক্তিরুচ্যতে। স্বেন ইত্যনেন চিচ্ছক্তেরন্তরঙ্গত্বং নিরস্তকুহকং ইত্যনেন মায়ায়াবহিরঙ্গত্বং দর্শিতং। স্বেন ধাম্না স্বস্বরূপ জ্ঞান মহিম্না সদানিরস্তং নিত্য নিবৃত্তং কুহকম্ কপটমবিদ্যাখ্যং যস্মিন্ তত্তথা। তং সত্যং পরং ধীমহি। এতচ্চ প্রাগ্ ব্যাখ্যাতম্॥ ১॥

যাঁহা হইতে—যে পরম সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রকৃতিভূত পদার্থ হইতে—এই প্রত্যক্ষীভূত বিশ্বের—জন্মস্থিতি ভঙ্গ—হইতেছে কারণ জন্মস্থিতি ভঙ্গরূপ জগৎ কার্য্যে এই পরমেশ্বর অনুস্যূত—অন্বিত এবং খপুষ্পাদি অকার্য্যে ইনি অননুস্যূত; যিনি অভিজ্ঞ—যিনি সামান্য ভাবে ও বিশেষ ভাবে সমস্তই অবগত; যিনি স্বরাট্—অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনি আপনি প্রকাশ স্বরূপ; যিনি হৃদয় দ্বারা—সঙ্কল্প মাত্রেই আদি কবি হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতিতে অতি দুরূহ বেদার্থ জ্ঞান প্রকটিত করেন—এই বেদার্থ এত দুরূহ যে পণ্ডিত ব্যক্তিও বেদের ধারণা করিতে গিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়েন—বেদের অর্থ এইরূপ বা এইরূপ নহে দ্বৈত সত্য বা অদ্বৈত সত্য, জগৎ সত্য বা মিথ্যা ইহা নিশ্চয় করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হয়েন; মরীচিকাতে যেমন জলভ্রম হয়, বারিতে—করকাদিতে যেমন মৃত্তিকা ভ্রম হয়, মৃত্তিকার বিকার কাচাদিতে যেমন জল ভ্রম হয় সেইরূপ এই ~~সত্ত্বরজস্তম~~—বা জীব ঈশ্বর ও জড় এই ত্রিবিধ সৃষ্টি অসত্য হইলেও পরম সত্য পরমেশ্বরের উপরে ভাসে বলিয়া যেখানে সমস্ত সৃষ্টি সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়—যে পরম সত্য আপনার জ্ঞান প্রভাবে মায়ার সমস্ত কুহক, সমস্ত কপটতা, সমস্ত আড়ম্বর; সমস্ত ইন্দ্রজাল, সর্ব্বদা নিরস্ত করিয়া আপনি-আপনি স্বরূপে সর্ব্বদা বিশ্রান্তি লাভ করেন—এস আমরা সেই পরম সত্যকে ধ্যান করি॥ ১॥

মুক্ত। শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়নের প্রয়াস করিতেছ কেন ?

মুমুক্ষু। ভগবন্ !

অনুদিনমিদমায়ুঃ সর্ব্বদাসৎ প্রসঙ্গৈ—
র্বহুবিধ পরিতাপৈঃ ক্ষীয়তে ব্যর্থমেব।
হরিচরিত সুধাভিঃ সিচ্যমানং তদেতৎ
ক্ষণমপি সফলং স্যাদিত্যয়ং মে শ্রমোঽত্র ॥

যখন উত্তম পুরুষগণও বলেন, দিনের পর দিন যাইতেছে আর দেখিতেছি সর্ব্বদা ভগবৎ কথা শূন্য নানাবিধ অসৎ প্রসঙ্গে এবং তজ্জনিত বহুবিধ পরিতাপে এই দুর্ল্লভ আয়ু বৃথা ক্ষয় হইতেছে—যদি ক্ষণকালও শ্রীহরির চরিত্র সুধা ইহাতে সেচন করা যায় তবে এই আয়ু সফল হয় এই জন্যই এই অধ্যয়নে আমি পরিশ্রম করিতেছি—যখন উত্তম ব্যক্তিও এই কথা বলেন তখন আমার মত অধমের আর বলিবার কি আছে ? শ্রীভগবানের নামরূপ গুণ লীলা এবং স্বরূপ—আহা ! এই সুধাদিয়া যদি ক্ষণকালও এই হৃদয়কে ভিজাইতে পারি তবেইত জীবন সার্থক হয়, তবেইত ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা বিষয় চিন্তাকে মন হইতে অপসারিত করা যায়—ভগবন্ এইজন্য শ্রীভাগবত অধ্যয়নে প্রয়াস করিতেছি।

মুক্ত। তোমার এই প্রয়াস সফল হউক—আমি এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এখন বল মঙ্গলাচরণের এই শ্লোকের অবতারণা কেন করা হইতেছে।

মুমুক্ষু। প্রভু ! পরম কারুণিক ব্যাস ভগবান্ সক্ষম ব্যক্তির জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য যাহা তাহা আপনি আচরণ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। ইহা অপেক্ষা মঙ্গল আচরণ আর নাই ; সুখ দুঃখের অনুভূতিরূপ মায়ার হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার উত্তম উপায় ইহা অপেক্ষা আর দ্বিতীয় নাই।

মুক্ত। সুখ দুঃখের অনুভব করাও যে মায়া ইহা কোথায় পাইলে ?

মুমুক্ষু। করুণাময় ! শ্রীভগবানই শঙ্কর সাজিয়া যোগশিখোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেই বলিতেছেন।

"সর্ব্বে জীবা সুখৈর্দুঃখৈ র্মায়া জালেন বেষ্টিতাঃ।
তেষাং মুক্তিঃ কথং দেব কৃপয়া বদ শঙ্কর ॥

সুখ আর দুঃখ যে মানুষ অনুভব করে ইহা কেবল তাহারা মায়াজালে জড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া। এই জন্য সুখ ও দুঃখের অনুভবকে মায়াই বলা যায়। যিনি ঈশ্বররূপ অগাধজলে ডুবিয়া আছেন মায়া ধীবরকন্যা মায়াজাল ফেলিয়াও তাঁহাকে ধরিতে পারেন না। এই জন্য যিনি ঈশ্বরকে লইয়া সংসার

কর্ম্ম করিতেও ইচ্ছা করেন তাঁহাকে শ্রীভগবান বলিতেছেন "সুখ দুঃখ সহ্য করিয়া যাও—সুখ আসে আসুক বা দুঃখ আসে আসুক—তুমি ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া আমার আজ্ঞামত তোমার নিত্য কর্ম্ম করিয়া চল। সুখ দুঃখকে গ্রাহ্য করিবে কেন ? ইহারা ত একটানা থাকেনা—ইহারা আগমাপায়ী—ইহারা অনিত্য। আসিলেও যাহা থাকেনা—থাকিতেও পারেনা তাহা সহ্য করিয়া নিজের কর্ম্ম করিয়া যাও সুখদুঃখ সহ্য করিতে করিতে যখন এমন হইবে যে সুখ ও দুঃখ ভোগ সমান হইয়া যাইবে তখন তুমি উত্তম পুরুষ হইয়া যাইবে—তখন তুমি আমার মত হইয়া যাইবে। সুখ দুঃখই যে মায়া। এই মায়া বড় দুরত্যয়া, বড় দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া যে সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিতে অভ্যাস করিতেছে সে আমার আশ্রয়ে আসিতে প্রাণপণ করিতেছে। আমিত সর্ব্বদাই তোমার দিকে চাহিয়া আছি। তোমার পূজাগৃহের পটের ছবি ত আমারই মূর্ত্তি। যখন ঐ ছবি দেখ তখনই দেখিতে পাও ছবি তোমার দিকেই চাহিয়া আছে। তুমি অন্যদিকে চাহিয়া থাক তাই দেখনা যে আমি সর্ব্বদা তোমারই দিকে চাহিয়া আছি। তুমি সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব বাক্যে, সর্ব্ব ভাবনায় আমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার শরণাগত হও; এই সুখ দুঃখানুভূতি রূপ মায়া হইতে তোমাকে ত্রাণ করিয়া দিব।

মুক্ত। এখন বল শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে কি বলা হইয়াছে।

মুমুক্ষু। মুক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ যাহা এই শ্লোকে তাহাই দেখান হইয়াছে।

মুক্ত। এই পথটি কি ধরিতে পারিতেছ ?

মুমুক্ষু। যতদূর ধরিতে পারিতেছি তাহা বলিব কি ?

মুক্ত। বল।

মুমুক্ষু। সংসারটা বন্ধন ক্ষেত্র। যাঁহাকে ধরিতে পারিলে জীব বন্ধন দশা হইতে মুক্তি লাভ করে তিনি সর্ব্বপ্রকার চলন বর্জ্জিত। তিনি স্থির, তিনি শান্ত, তিনি সর্ব্বদা আছেন, ছিলেন, থাকিবেন; তিনি প্রকাশ স্বরূপ—তিনি ভিন্ন ভিতরে বাহিরে কোন কিছুরই প্রকাশ থাকেনা—তিনি আবার সর্ব্বদা আনন্দ স্বরূপ। এই চৈতন্যের প্রভা—এই চিৎ প্রভা—সেই চলন রহিত বস্তুর উপরে ভাসিয়া আপন অধিষ্ঠান চৈতন্যকে—সেই অবিভক্ত বস্তুকে যেন অনন্ত ভাবে বিভক্ত করাইয়া—নামরূপ ধরাইয়া এই বিচিত্র সৃষ্টিরূপে ভাসাইয়াছে। এই দৃশ্য দর্শন—এই দেহ—এই পরিবারবর্গ—ইহারা বাহিরের বন্ধন; এই মন অনন্ত অনন্ত সঙ্কল্প তুলিয়া ভিতরে বন্ধন করিতেছে। তিনি যেন ভিতরে বাহিরে সমস্ত

নৃত্যশীল বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত। সবই অস্থির তিনি মাত্র স্থির শান্ত। কোন প্রকার চলন, কোন প্রকার কম্পন তাঁহাতে নাই। তিনি অনেজৎ। ব্রহ্মাণ্ডে কম্পন শূন্য আর দ্বিতীয় বস্তু নাই—এই জন্য তিনি এক তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার সমান আর কোন কিছু নাই। গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ। আকাশ যেমন আকাশেরই মত—সাগরের উপমা যেমন সাগরই সেইরূপ তাঁহার তুলনা তিনিই। জগতের, দেহের, সমস্ত অণুপরমাণু অবধি প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। ইহাতে অহং অভিমান যিনি করেন না—যিনি "সর্ব্বং মায়েতি" সমস্তই মায়া ভাবনা করিয়া আপনি আপনি স্থির হইয়া যান—কোন সঙ্কল্প বিকল্পই তুলেন না তিনি বন্ধন মুক্ত। যিনি মায়ার তরঙ্গে অবতরণ করিয়াও আপনার আপনি আপনি পরমশান্ত জ্ঞানানন্দ স্থিতিকে একক্ষণের জন্যও বিস্মৃত হননা তিনিই মুক্ত হয়েন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমেই বলিতেছেন এস এস এই পরম সত্যকে ধ্যান করি—সত্যং পরং ধীমহি। সত্যং পরং এর ধ্যান এইটিই স্বরূপ বিশ্রান্তির একমাত্র পথ। এইটিই বৈদিক মার্গ।

মুক্ত। হাঁ—পরম সত্য যিনি—সত্যংপরং যিনি, তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে। পরম সত্য ভিন্ন শান্ত আর কিছুই নাই তাই জ্ঞানানন্দে স্থির হইতে যিনি ইচ্ছা করেন এবং জ্ঞানানন্দে স্থির হইবার জন্য যিনি অধিকারী তিনি সতং পরং এর ধ্যান করিবেন। এইখানে দুইটি কথা বুঝিবার আছে। (১) সত্যং পরং কেন বলা হইল—(২) সত্যং পরং এর ধ্যান বলিতে কি বুঝিতে হইবে। ইহা কি বুঝিয়াছ ?

মুমুক্ষু। শুদ্ধ সত্য বলিলেই হইত পরং সত্য কেন বলা হইয়াছে—যাহা বুঝিয়াছি বলিব কি ?

মুক্ত। বল। ক্রমশঃ

———

শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বদর্পণঃ—

শ্রীবসন্তকুমার কবিভূষণ কর্তৃক বিরচিত।

৬ নং নিধিরাম মাঝির লেন খুরুট হাওড়া। মূল্য ১।।০।

যাঁহারা প্রভুসম্মিত বাক্য গ্রহণ করিতে পারেন, প্রভুসম্মিত বাক্যের যুক্তি নির্দ্ধারণ করা যাঁহাদের আবশ্যক হয়না তাঁহাদের নিকট এই পুস্তক আদৃত হইবে। ভাগবতে যে কথা গুলি আছে কবিভূষণ মহাশয় সরল বিশ্বাসে বলিতেছেন তাহা বিনা যুক্তিতেই গ্রহণ করা উচিত—এই জন্য এই পুস্তকের নাম তত্ত্ব-দর্পণ রাখা হইয়াছে। কোন তত্ত্বের যুক্তি এই পুস্তকে নাই। পুস্তকখানি সংস্কৃতে লেখা যদিও বঙ্গানুবাদও আছে। আধুনিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা উপকারী কারণ শ্রুতি বাক্যও ভাগবতের বহু শ্লোক ইহারা এক সঙ্গে পাইবেন। সাধারণ পাঠক এই পুস্তক কি ভাবে গ্রহণ করিবেন বলা যায় না। পতিতত্ত্ব-নিরূপণ যেখানে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন সেখানে ভাগবতের ৫।১৮।২০ শ্লোকটি মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। জগৎপতিই পতি ইহা নিশ্চয়ই। কিন্তু সংসার ধর্ম্মে পতিকে কি ভাবে ভাবিতে হইবে ইহা যদি যুক্তি দ্বারা দেখান না যায় তবে সংসার বন্ধন শিথিল হয় এবং ব্যভিচারের সৃষ্টি হয়। সবিশেষ ব্রহ্ম ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধেও আচার্য্য গৌড়পাদের মতের সহিত আধুনিক বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতের মিল নাই অথচ গৌড়-পাদাচার্য্য শ্রীমৎ শুকদেবেরই শিষ্য। যাহা হউক পুস্তকখানিতে আধুনিক বৈষ্ণব জ্ঞানী পাঠকের বহু উপকার হইবে আশা করা যায়।

———

শ্রীসদাশিবঃ শরণং।

নমো গণেশায়॥

শ্রী ১০৮ গুরুদেব-পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

প্রেতিপরায়ণ শ্রীসীতারামচন্দ্র-চরণকমলেভ্যো নমঃ।

প্রার্থনাতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

জিজ্ঞাসু—সর্ব্বভাবময়, সর্ব্বশক্তিমান্ পরম পিতা পরমেশ্বরই যে প্রার্থনার—(প্রকৃষ্ট অর্থনার) একমাত্র স্থল, জীব বুদ্ধিপূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধি পূর্ব্বক হোক্ পরমেশ্বরের কাছেই যে প্রার্থনা করে, আপনার কৃপায় কিঞ্চিন্মাত্রায় এই সত্যের রূপ বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হওয়াতে আমি যে কত সুখী হইলাম, তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। পরম পিতা পরমেশ্বরের কাছে অভাব জানাইবার সময়ে যে কারণে মনে অধিকারিতার ভাব (Rightful claim) জাগরূক থাকে, যে কারণে অন্যের কাছে অভাব জানাইবার সময়ে হৃদয় সংকুচিত হয়, আত্মা অবমানিত হইতেছে এইরূপ ভাবের উদ্রেক হয়, নীচতার ভাব জাগিয়া উঠে, তাহা বিশদ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছি, পরের কাছে যাচ্ঞা করিলে আত্মার অবনতি হয়, ইহা যে পরম সত্য, তাহা সম্যগ্ রূপে উপলব্ধি হইয়াছে। অপূর্ণ যে কাহাকেও পূর্ণ করিতে পারে না, স্বয়ং অভাব-বিশিষ্ট যে, অন্যের অভাব মোচন করিবার অযোগ্য, তাহা সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারিয়াছি। জীবের সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিমান্ পরম পিতার সমীপে অভাব জ্ঞাপন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা পরের কাছে প্রার্থনা নহে, অনধিকারীর প্রার্থনা নহে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা মাতা-পিতার কাছে সন্তানের যথান্যায় (Legetimate) প্রার্থনা, ভগবানের কাছে প্রার্থনাই ধর্ম্ম, পূর্ণভাবে অনুভব করিতে না পারিলেও আপনার এই সকল কথা, আমার হৃদয়ে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় শান্তিপ্রদ, হতাশ হৃদয়ে আশাজনক, সন্তপ্ত হৃদয়ের সন্তাপহর মধুর ভাবের উন্মেষ করিয়া দিয়াছে, আমার কাছে ইহারা মৃতসঞ্জীবনী বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। "যাহা আমার, তাহাতে তোমার পূর্ণ অধিকার আছে, অতএব তুমি প্রার্থনা করিলেই আমি তোমাকে তাহা দিব, তুমি যথান্যায় প্রার্থনা কর এই বলিয়া, অন্তর্যামী ঈশ্বর জীবকে প্রার্থনা

করিতে প্রেরণ করেন," ইহা বস্তুতই অমৃত স্বরূপিণী-বাণী, ইহা শুনিয়া আমার হতাশ, নিরুৎসাহ হৃদয়ে যে কত অভিনব আশার সঞ্চার হইল, কিরূপ বিপুল উৎসাহের আবির্ভাব হইল, প্রভো! কি করিয়া তাহা প্রকাশ করিব? "যাহা আমার, তাহাতে তোমার পূর্ণ অধিকার আছে, তুমি প্রার্থনা করিলেই, আমি তোমাকে তাহা দিব," ইহা কি সত্যবাক্? না অনৃতা (মিথ্যা)—আশাবাণী? জীব অন্তর্যামী ঈশ্বরের প্রেরণায় প্রার্থনা করে, কি ক'রে এই মৃতসঞ্জীবনী বাণীকে, সত্য বলিয়া হৃদয়ে অচলভাবে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইব? 'প্রার্থনাই ধর্ম্ম,' প্রার্থনাই প্রকৃষ্ট গতি, প্রার্থনাই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের (স্থির কল্যাণ বা মুক্তির) হেতু, কি ক'রে এই অমূল্য উপদেশের প্রকৃত আশয় যথাযথ ভাবে অনুভব করিতে ক্ষমবান্ হইব? 'প্রার্থনা-শব্দের অর্থের তত্ত্ববিচার কি এই সমস্ত জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিতে পারিবে? 'প্রার্থনা' শব্দের অর্থের তত্ত্ববিচার যেরূপে করিতে হইবে, কৃপা পূর্ব্বক তাহা বলিয়া দিন। আপনার শ্রীমুখ হইতে বহির্গত এই সকল অমৃত স্বরূপিণী বাণী শ্রবণ করিয়াও দুরপনেয় সংস্কারের প্রভাব বশতঃ জিজ্ঞাসা হইতেছে, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, বিজ্ঞান (Science)—দ্বারাই মানুষের সর্ব্বপ্রকার অভাব বিদূরিত হইবে, অখিল দুঃখের নিবৃত্তি হইবে, যাঁহাদের এইরূপ অচল বিশ্বাস, তাঁহারা কি প্রার্থনার আবশ্যকতা আছে, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, প্রার্থনাই ধর্ম্ম, জীব মাত্রেই বুদ্ধি পূর্ব্বক হোক্, অবুদ্ধি পূর্ব্বক হোক্ প্রার্থনা করিয়া থাকে, এই সকল কথাকে মূর্খ বা বাতুলের কথা বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না? তাঁহারা কি অভাব-বিশিষ্টের সর্ব্ব সম্পূর্ণ শক্তিমানের কাছে অভাব দূরীকরণার্থ যাচনাই, উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছাই 'প্রার্থনা' শব্দের প্রকৃত অর্থ, এই কথা শুনিয়া ঘৃণা সূচক হাস্য করিবেন না? যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, চৈতন্য নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, অন্তর্যামী ঈশ্বর জীবকে প্রার্থনা করিতে প্রেরণ করেন, এই কথা তাঁহাদের সকাশে অত্যোচিত সারবিহীন রূপেই বিবেচিত হইবে।

বক্তা—দুর্ব্বুদ্ধিনিবন্ধন যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, জড়বিজ্ঞানকে, অপূর্ণ পুরুষকারকে যাঁহারা অভাব মোচনের এক মাত্র উপায় বলিয়া অবধারণ করেন, তাঁহারাও একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না, বুদ্ধি পূর্ব্বক না হইলেও, তাঁহারাও প্রার্থনা করিয়া থাকেন। 'প্রার্থনা' শব্দের অর্থের তত্ত্ববিচার করিলে, আমি যাহা বলিলাম, তাহা যে সত্য, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে।

জড়বিজ্ঞান দ্বারা কখন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না।

জিজ্ঞাসু—আপনি বলিলেন, জড়বিজ্ঞান-সর্ব্বস্ব নাস্তিকগণও ঈশ্বরের অস্তিত্বের একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না, তাঁহারাও প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আপনার এই মহামূল্য উপদেশের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি যাহাতে তাহা উপলব্ধি করিতে পারি, কৃপা পূর্ব্বক আপনি আমাকে সেইভাবে ইহার একটু ব্যাখ্যা করিয়া দিন। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে কপিলদেব অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়াছেন। * দুঃখের যেরূপে নিবৃত্তি হইলে, কদাচ ইহার পুনরাবৃত্তি হয়না, দুঃখের তাদৃশী নিবৃত্তির নাম অত্যন্তনিবৃত্তি। আহার করিলে ক্ষুধা জনিত দুঃখের তাৎকালিক নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু ইহাকে ক্ষুধাজনিত দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বলা যায়না, কারণ কিছুকাল পরে আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয় আবার ক্ষুধা হেতু বাধা বা ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। কপিলদেব বলিয়াছেন—'দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হইলেও, ইহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।' † আধুনিক বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে অনেকে আশা করেন, জড়বিজ্ঞান (Science) দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবারিত হইতে পারিবে, জড়বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা দুর্ভিক্ষ, প্রসারক রোগ প্রভৃতি আধিদৈবিক দুঃখসমূহও প্রশমিত হইবে। অতএব দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারেনা, কপিলদেবের এই কথাকে আধুনিক বিজ্ঞানকুশল পুরুষবৃন্দ হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, সন্দেহ নাই, প্রার্থনা দ্বারা দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা, বলা বাহুল্য, ইঁহাদের দৃষ্টিতে অসভ্যোচিত চেষ্টা।

বক্তা—'দৃষ্ট উপায় দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না', কপিলদেবের এই কথাকে আধুনিক জড়বিজ্ঞানকুশল অদূরদর্শি—পুরুষবৃন্দ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারেন কিন্তু, ইহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই, কখন পারিবেন না। কপিলদেব বলিয়াছেন—দৃষ্ট উপায় সমূহ 'দ্বারা'

---

* "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।" সাং দং ১।১

† "ন দৃষ্টাত্তৎসিদ্ধির্নিবৃত্তেঽপ্যনুবৃত্তিদর্শনাৎ।" সাং দং ১।২

দৃষ্ট অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ—লৌকিক (ঔষধাদি) উপায় দ্বারা তৎসিদ্ধি—ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নিষ্পত্তি হয় না। লোকসিদ্ধ উপায় দ্বারা দুঃখের কথঞ্চিৎ, নিবৃত্তি হইলেও, কালান্তরে উহার পুনঃ অনুবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কতিপয় দুঃখের তাৎকালিক নিবৃত্তি হইলেও, কখন অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, দৃষ্ট উপায় দ্বারা নিবৃত্ত দুঃখের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, কপিলদেবের এই অকাট্য কথাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি কাটিতে পারিয়াছেন? ইঁহারা কি বিজ্ঞান দ্বারা কোন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছেন? স্যর অলিভার লজ্ (Sir Oliver Lodge) বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ (Famine) ও মহামারী বিজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা দমিত হইতে পারে, এতদ্দ্বারা বিবিধ ক্লেশের পরিহার হইতে পারে,* কিন্তু দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির বিজ্ঞান-প্রভাবে অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে, স্যর্ অলিভার লজ্ এই কথা বলেন নাই, কখন এই কথা বলিতে পারিবেন না। জড়বিজ্ঞান দ্বারা কখন দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। প্রার্থনা শব্দের অর্থের তত্ত্ব বিচার করিলে কি শিক্ষা লাভ হয়, ইতঃ পর তাহা বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ ও শ্রুত বিষয়ের মনন কর। 'প্রার্থনা' শব্দের যে অর্থ তুমি অবগত হইয়াছ তাহার স্বরূপ চিন্তা করিয়া তোমার কি উপলব্ধি হইয়াছে?

প্রার্থনার স্বরূপ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসুর যাহা উপলব্ধি হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—প্রকৃষ্ট অর্থনা = প্রার্থনা, 'প্রার্থনা' শব্দের এই অর্থের স্বরূপ চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হয়, জগৎ যখন নিরন্তর পরিবর্তনশীল, ক্ষণকালও কোন জাগতিক বস্তু যখন একভাবে পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকিতে পারেনা, পরিণাম—এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তিই—চঞ্চলতাই যখন জগতের স্বভাব, তখন কোন জাগতিক বস্তু পূর্ণ নহে, তখন জাগতিক বস্তু মাত্রেই অভাববিশিষ্ট। যাহা পূর্ণ, যাহার কোন অভাব নাই, যাহা প্রাপ্তব্য, যাহার তাহা সমধিগত হইয়াছে, যাহা ত্যাজ্য, যাহার তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহা জ্ঞাতব্য, যিনি তাহা জানিয়াছেন, যাহার আর কিছু প্রাপ্তব্য নাই, হাতব্য নাই জ্ঞাতব্য নাই; অর্থাৎ যাহার কোন অভাব নাই, যিনি পূর্ণ, তিনি সদা স্থির থাকেন, অপরিণামী হইয়া অবস্থান করেন। যাবৎ ঈপ্সিততমের সমাগম না হয়, যাবৎ অনীপ্সিতের সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না হয় তাবৎ ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্ম করিতে হয়, তাবৎ সংসারের নিবৃত্তি হয় না। যে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থা যদি তাহার ঈপ্সিততম হয়, তাহা হইলে, সে অবস্থা ত্যাগ পূর্ব্বক তাহার অন্য অবস্থা পাইবার ইচ্ছা হইতে পারে না। প্রত্যেক জাগতিক বস্তু যখন নিরন্তর এক অবস্থা

* "Famine and pestilence can be checked by applications of science"—The Substance of Faith P. 48.

ছাড়িয়া অন্য অবস্থা পাইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, নিরন্তর পরিবর্ত্তন প্রার্থী জাগতিক বস্তুজাত প্রার্থনা করে, কারণ প্রকৃষ্ট অর্থনাই—ভাল হইবার ইচ্ছাই অভাব মোচনের বা পূর্ণত্ব প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই, প্রার্থনা শব্দের অর্থ। প্রার্থনা শব্দের অর্থের স্বরূপ চিন্তা করিতে যাইয়া আপনার কৃপায় আমার এবম্প্রকার অনুভব হইয়াছে।

কর্ম্মমাত্রেই প্রার্থনামূলক।

বক্তা—'প্রার্থনা' শব্দের অর্থের তত্ত্ব চিন্তা করিতে যাইয়া, তোমার যাহা অনুভব হইয়াছে, তাহা যথার্থ অনুভব, আমি তোমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম।

সংসার কর্ম্মের মূর্ত্তি, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ম্ম। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা, আমরা যে সকল কর্ম্মের উপলব্ধি করি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ দ্বারা যত প্রকার কর্ম্মের রূপ আমাদের বুদ্ধিগোচর হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক (voluntary and involuntary) প্রধানতঃ এই দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যাঁহারা জড়ৈকত্ববাদী (জড় পদার্থ ভিন্ন যাঁহারা চৈতন্য নামক স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না) তাঁহারা বলেন, যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কতিপয় কর্ম্ম বিনা প্রযত্নে চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া, শুদ্ধ জড়শক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তখন কর্ম্মমাত্রেই জড়শক্তি নিষ্পাদ্য, এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তি সঙ্গত। অন্য পক্ষ বলেন, কতিপয় কর্ম্ম যে বিনা প্রযত্নে, চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে শুদ্ধ জড়শক্তি দ্বারা সাধিত হয় না, তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কতিপয় কর্ম্ম যখন চেতনের প্রবর্ত্তনাপেক্ষ, তখন কর্ম্মমাত্রেই চেতনের প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তই যুক্তি সঙ্গত। কাহারও মতে কতিপয় কর্ম্ম চেতনের মুখাপেক্ষা না করিয়া নিষ্পন্ন হয়, এবং কতিপয় কর্ম্মের নিষ্পত্তিতে চেতনের প্রবর্ত্তন অপেক্ষিত হইয়া থাকে। জড়ৈকত্ববাদিগণ জড়ব্যতীত চৈতন্য নামক স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্বই যখন স্বীকার করেন না, তখন বলা বাহুল্য, বিশ্বজগতে যত প্রকার কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়, তৎসমুদায়ই যে, জড়শক্তি দ্বারা হইয়া থাকে, ইঁহারা যথাশক্তি তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবেন। চেতনের অধিষ্ঠান বিনা অচেতন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, কর্ম্ম মাত্রেই সংকল্প পূর্ব্বক যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহাদিগকে

সপ্রমাণ করিতে হইবে, যাহাদিগকে সাধারণতঃ অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মরূপে নিশ্চয় করা হয়, তাহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে মূলতঃ চিৎ-শক্তির প্রেরণাপেক্ষ।

জড়ৈকত্ববাদীরা জড়শক্তিই যে, সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মের এক মাত্র কারণ, কোন কর্ম্মই যে, চেতনের প্রবর্ত্তনাপেক্ষ নহে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিণাম সমূহকে উদাহরণ রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাঁরা বলেন, অচেতন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি চেতনের প্রেরণা ব্যতিরেকে কত কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, তাড়িত্ শক্তি দ্বারা কত অদ্ভুত কার্য্য সংঘটিত হইতেছে, অতএব অচেতন চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, এইমত যুক্তি সিদ্ধ নহে। কোন কর্ম্মই চেতনের মুখাপেক্ষা করে না, যাঁহারা এই রূপ প্রতিভা লইয়া সংসারে আগমন করিয়াছেন, লোকে সাধারণতঃ যে সকল কর্ম্মকে প্রসিদ্ধ চেতন কর্ত্তৃক (যে সকল কর্ম্মের চেতন কর্ত্তৃকত্ব সম্বন্ধে কোন রূপ সংশয় হয় না) বলিয়া মনে করে, তাহারাও যে, প্রকৃত প্রস্তাবে জড়শক্তি দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, তাহারাও যে, বস্তুতঃ চেতন কর্ত্তৃক নহে, তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, তাঁহারা 'জ্ঞান' 'ইচ্ছা', 'প্রযত্ন', 'স্মৃতি', 'অনুভব' ইহারাও মস্তিষ্কের আণবিক-স্পন্দনের ফল ব্যতীত অন্য কিছু নহে এই কথা বলিয়া থাকেন। জড় বা অন্ধশক্তিকে যাঁহারা পূর্ণ কারণ বলিয়া অবধারণ করেন, তাঁহারা কারণের অর্দ্ধাংশ দেখিয়াই, ইহার পূর্ণরূপ দেখা হইয়াছে মনে করেন। জড়শক্তিকে যাঁহারা বিশ্বজগতের মূল কারণ বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, কারণ-তত্ত্বের প্রকৃত রূপ তাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই। অন্ধশক্তি যাবৎ পুরুষের সকাশ হইতে দৃষ্টিশক্তি না পায়, তাবৎ ইহা কারণ পদ বাচ্য হয় না। কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তৎকর্ম্মের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন বোধ থাকা আবশ্যক, যেদিকে, যেভাবে, গতি পরিবর্ত্তিত করিলে, ঈপ্সিতের সমাগম হইবে, কর্ম্মকর্ত্তার তাহা বিদিত থাকা আবশ্যক। কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক; কি ত্যাজ্য, কি গ্রাহ্য, তাহা জানা না থাকিলে, যাহা ত্যাজ্য, তাহাকে কিরূপে ত্যাগ করিতে হইবে, অপিচ যাহা গ্রাহ্য, তাহাকেই বা কোন্ উপায়ে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা বিদিত না হইলে, কখন কর্ম্মের আরম্ভ হইতে পারে না। অতএব বলিতে পারা যায় কর্ম্মমাত্রেই সংকল্প মূলক, সকল কর্ম্মই বুদ্ধিপূর্ব্বক। বেদ ও বেদাশ্রিত, বেদপ্রসূত শাস্ত্রমাত্রেই এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, ভৌতিক জগতে যে সকল কর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহারাও সংকল্প-মূলক, তাহারাও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হয় না, সংকল্পই বস্তুতঃ সর্ব্বকার্য্যের আদ্যাবস্থা। উদ্দেশ্য বিহীন অন্ধশক্তি (Aimless

blind force) যাহা গন্তব্য পথ নির্ণয় করিতে, কি করিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে অসমর্থ, তাহা যে কোন কার্য্যের মুখ্য কারণ হইতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহ। *

জিজ্ঞাসু—'কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পমূলক', 'সংকল্পই সর্ব্বকর্ম্মের আত্মাবস্থা' এস্থলে 'সংকল্প' শব্দ কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

বক্তা—মনুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, 'সংকল্প সর্ব্বক্রিয়ার মূল', সংকল্প কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত ভাষ্যকার মেধাতিথি বলিয়াছেন—সন্দর্শন, প্রার্থনা ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানস ব্যাপারকে 'সংকল্প' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ পাঠ করিলেও অবগত হওয়া যায়, বিশ্বজগৎ সংকল্পমূলক, সংকল্পে জগৎ উৎপন্ন হয়, সংকল্পে জগৎ বিলীন হইয়া থাকে, সংকল্পে জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকে। বাহ্যপ্রকৃতিতে, কিংবা মনুষ্যদেহযন্ত্রে বুদ্ধিপূর্ব্বক, অবুদ্ধিপূর্ব্বক যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, আমরা অদূরদর্শিতানিবন্ধন উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, তৎসমস্তই সংকল্পমূলক। ভৌতিক জগতে সংকল্পশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে অন্ধবৎ প্রকৃতির নিয়ম পালন করে, আকর্ষণ—বিপ্রকর্ষণ করে, যান্ত্রিক, রাসায়নিক ওদৈহিক ক্রিয়ার বিনিয়মন (Guide) করে, মানবীয় সংকল্পের মুখাপেক্ষা না করিয়া এই সকল কর্ম্মের প্রবৃত্তি—নিবৃত্তি বিধান করে। † আমি যাহা বলিলাম, আশাকরি, তুমি তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছ।

---

* সুধীশ্রেষ্ঠ মার্টিনিউ (J. Martineau) এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ কর—

"Before blind power can earn that name, it must borrow vision enough to see an end from a beginning, and master geometry enough to distinguish one direction from another, so as to have some idea what it would be at; then, it will be a determining power or Cause; the meaning of which is simply photographed from the consciousness and idea of Will"—

A study of Religion Vol I. P. 243-4

† ডাক্তার হার্টমন্ (F. Hartmann M. D.) যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ বা স্মরণ কর।

"Upon the physical plane the will acts, so to say, unconsciously, carrying out blindly the laws of nature, causing attractions, repulsions, guiding the mechanical, chemical and physiological functions of the body without man's intelligence taking any part in the process."—

Occult Science in Medicine p. 66.

জিজ্ঞাসু—আপনার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক আমার ধারণা হইয়াছে, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকারী প্রথমে পদার্থের সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপাবধারণ করেন, এই পদার্থ এইরূপ কার্য্য সম্পাদন করিবে, ইহার এইরূপ কার্য্যসম্পাদনের শক্তি আছে, তাহা নিশ্চয় করেন। সন্দৃষ্ট—প্রমাণ দ্বারা প্রমিত বা বুদ্ধির বিষয়ীভূত অর্থ যদি তাঁহার ঈপ্সিতরূপে নিশ্চিত হয়, তবে তিনি তাহা প্রার্থনা করেন, তদনন্তর প্রার্থিত পদার্থ যে উপায়ে সমধিগত হইবে, তাহা স্থির করেন, তৎপরে স্থূলভাবে কর্ম্মের আরম্ভ হয়, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের ইহাই স্বরূপ। সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ, প্রার্থনা ও অধ্যবসায় এই ত্রিবিধ মানস ব্যাপার সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের মূল বা আদ্যপর্ব্ব—আদ্যাবস্থা। * বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে সংকল্পমূলক, তাহা সুখবোধ্য, কিন্তু অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মও সংকল্পমূলক, ভৌতিকশক্তির ক্রিয়াও যে সংকল্প পূর্ব্বক তাহা সুখবোধ্য নহে। ভৌতিকজগতে যে সমস্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহারাও সংকল্প পূর্ব্বক, যিনি এই সত্যের রূপ স্পষ্টভাবে দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন, যিনি এই সত্যের রূপ অন্যকে যথাযথভাবে দেখাইয়াছেন, তিনি জগতের যে কি মহৎ উপকার করিয়াছেন, তাহা পূর্ণভাবে বর্ণনকরা দুঃসাধ্য। আপনি বলিয়াছেন, 'প্রার্থনা' সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আদ্যাবস্থা, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ আপনি যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণপূর্ব্বক প্রার্থনা যে বুদ্ধিপূর্ব্বক বা সংকল্পমূলক কর্ম্মসমূহের আদ্যাবস্থা তাহা অনেকতঃ বুঝিতে পারিলাম, অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম কিন্তু অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহও যে সংকল্পপূর্ব্বক, তাহা এখনও সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি হয় নাই, দয়া ক'রে অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মসমূহও যে, সংকল্পমূলক তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিন।

অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহও সংকল্পপূর্ব্বক, প্রার্থনা ইহাদেরও আদ্যাবস্থা।

বক্তা—কি বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, কি অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম, একটু চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, উভয়বিধ কর্ম্মের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারই প্রয়োজন। কি অনিষ্ট, কি ইষ্ট, যাহা অনিষ্ট, তাহাকে কোন্ উপায়ে ত্যাগ করিতে পারা

---

* "সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্প-সম্ভবাঃ।
ব্রতনিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সংকল্পজাঃ স্মৃতাঃ। মনুসংহিতা

"অথ কোঽয়ং সংকল্পো নাম যঃ সর্ব্বকর্ম্মমূলম্? উচ্যতে। যচ্চেত। সন্দর্শনং নাম যদনন্তরং প্রার্থনাধ্যবসায়ৌ ক্রমেণ ভবতঃ। এতে হি, মানসব্যাপারাঃ সর্ব্বক্রিয়া প্রবৃত্তিষু মূলতাং প্রতিপদ্যন্তে।—মেধাতিথিভাষ্য।

মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন—"ইহ য এষ মনুষ্য প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী ভবতি স বুদ্ধ্যা তাবৎ কঞ্চিদর্থং সংপশ্যতি। সন্দৃষ্টে প্রার্থনা, প্রার্থনায়াং অধ্যবসায়ঃ, অধ্যবসায়ে আরম্ভঃ, আরম্ভে নির্বৃত্তিঃ, নির্বৃত্তৌ ফলাবাপ্তিঃ।

যাইবে, অপিচ যাহা ইষ্ট, তাহা কিরূপে সমধিগত হইবে, যে সকল কর্ম্ম এতদ্রূপ জ্ঞান ও বিচারপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহারাই সচরাচর 'বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম' এই নামে এবং যে জাতীয় কর্ম্মসমূহ এবম্প্রকার জ্ঞান ও বিচার পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়না, তাহারা 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক' এই নামে লক্ষিত হইয়া থাকে। অণু ও পরমাণু সমূহ যে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে. তাহা নিশ্চয়ই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের দৃষ্টান্ত, অণু ও পরমাণু সমূহ যে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, তাহার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু—স্বভাববাদীরা এতদুত্তরে বলিবেন, পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা পরমাণুসমূহের স্বভাব, তাই উহারা পরস্পরকে পরস্পর আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে।

বক্তা—পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা, পরমাণুপুঞ্জের স্বভাব, এই কথার অর্থ কি? 'পরমাণু' সমূহ যে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে তাহার কোন কারণ নাই, তাহা নির্নিমিত্ত, পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করা পরমাণুপুঞ্জের স্বভাব, এই কথার কি ইহাই অর্থ? জড়বাদিগণ যে স্বভাবকে কারণরূপে অবধারণ করেন, সেই স্বভাব কোন্ পদার্থ? 'স্ব' এর ভাব ="স্বভাব"। 'স্ব' শব্দের অর্থ আত্মা। সগুণ ও নির্গুণভেদে আত্মার দ্বিবিধ অবস্থা। অতএব 'স্বভাব'-শব্দটী, আত্মার নির্গুণ ও সগুণ এই দ্বিবিধ অবস্থার বাচক। অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়ত্ব নির্গুণ আত্মার স্বভাব, এবং বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, মায়াবিশিষ্ট বা সগুণ আত্মার স্বভাব। স্বভাব হইতে জগতের সৃষ্টি হয়, এই শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য হইতেছে, চৈতন্যাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জড়ৈকত্ববাদীরা 'স্বভাব' বলিতে পরিচ্ছিন্ন বস্তুধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, স্বভাবের প্রকৃতরূপ দেখেন না, জড়ৈকত্ববাদিগণ যদি স্বভাবের পূর্ণরূপ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে সাংখ্যদর্শনের সহিত তাঁহাদের মতের ঐক্য হইত, তাহা হইলে, তাঁহারা শ্রুতিকে বিমল বিজ্ঞানজননী বলিয়া বুঝিতে পারগ হইতেন, তাহা হইলে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা যে কারণে শ্রুতি চরণে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, ইঁহারাও সেই কারণে শ্রুতি চরণে মস্তক অবনত করিতেন। যাহা নির্নিমিত্ত, যাহা বিনা কারণে, বিনা নিয়মে উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র উৎপন্ন না হইবে কেন? স্বভাববাদি-নাস্তিকদিগকে তর্ককেশরী উদয়নার্য্য এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন। রাসায়নিক আকর্ষণ, আণবিক গুরুত্ব, ভৌতিক বস্তু সমূহের সংযোগ-বিভাগ, এতৎপ্রকার বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় নিষ্কারণ নহে। সকল বস্তু যে, সকল বস্তুকে

সমভাবে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করেনা, তাহা কি নির্নিমিত্ত হইতে পারে? দেশতঃ কালতঃ ও বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ সমূহকে নিষ্কারণ—অকস্মাৎ উদ্ভূত বা স্বভাবসিদ্ধ বলা যুক্তি-সঙ্গত নহে। হার্ব্বাট স্পেন্সার প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী সুধীগণ বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাঁরা, নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারিবে, দোষ-মুক্ত নহে।

যোগতত্ত্ব।

—বশিষ্ঠ দেবের যথোক্ত উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক যে সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—জ্ঞানযোগ এবং প্রাণায়াম বা হঠযোগ, সংসার তরণের এই দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে কোন্‌টী সুখসাধ্য, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া, বশিষ্ঠদেব প্রথমে বলিয়াছেন জ্ঞানযোগ সুসাধ্য, কারণ জ্ঞান একমাত্র বিবেকলাভে লব্ধ হইয়া থাকে, যোগ (হঠযোগ বা প্রাণস্পন্দনিরোধ) জ্ঞানাপেক্ষায় দুঃসাধ্য, কারণ যোগের (হঠযোগের) সাধনাতে প্রশস্ত দেশকালাদি বহু বাহ্য হেতুর অপেক্ষা আছে। বশিষ্ঠদেবের এইরূপ উত্তর শুনিয়া আমার জিজ্ঞাসা হইয়াছে, জ্ঞান একমাত্র বিবেক লাভে লব্ধ হইয়া থাকে, এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি? বিবেক লাভ কাহাকে বলে? যে বিবেকলাভ হইলে, সংসার-তারক জ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে, সে 'বিবেক' নামক পদার্থের স্বরূপ কি? বিবেক-লাভ কি কোনরূপ বাহ্য সাধনা ব্যতিরেকে হইয়া থাকে? বিবেকলাভে কি দেশ-কালাদি বাহ্য হেতু সমূহ অপেক্ষিত হয় না? 'জ্ঞান' বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা হয়, তাহা বিনা সাধনায় উৎপন্ন হয় না ইহাইত সাধারণের ধারণা। 'শুদ্ধ ধ্যান (Pure contemplation) দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারেনা', কোমতে, কেল্‌বিন্ প্রভৃতি প্রতীচ্য সুধীগণের এইরূপ মতের পক্ষপাতীর সংখ্যাই, বোধ হয় এখন অধিক। যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের

উন্নতি নিবন্ধন আধুনিক-অভ্যুদয়শীল য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান পৃথিবীর প্রভু হইয়াছেন, সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি কি বাহ্য সাধন নিরপেক্ষ? শুদ্ধ্যান হইতে প্রাদুর্ভূত? মহর্ষি গোতম স্বপ্রণীত ন্যায় দর্শনে বলিয়াছেন, সমাধিবিশেষের অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। * জ্ঞাননিধি ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, রজঃ ও তমঃ ইহারা জ্ঞানের আবরণ, রজোগুণের কার্য্য অস্থিরতা—চাঞ্চল্য, তমোগুণের কার্য্য জড়তা—সংস্ত্যান; অস্থিরতা ও জড়তা জ্ঞানকে সম্যগ্‌রূপে বিকাশিত হইতে দেয় না, চাঞ্চল্য ও জড়তা নিবন্ধন জ্ঞেয় বিষয়ে জ্ঞান-শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা যায় না, চিত্ত সম্যগ্‌রূপে অচঞ্চল হইলে, সংকীর্ণতা শূন্য হইলে, জ্ঞানের সীমা—জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতা অপগত হয়, জ্ঞানশক্তি অনন্ত হয়, জ্ঞানশক্তি অসীম হইলে, জ্ঞেয় (Knowable) অনন্তগগনে ক্ষুদ্র খদ্যোতের ন্যায় অল্প হয়, ধর্ম্ম মেঘ সমাধিতে এইরূপে অনন্ত জ্ঞান-শক্তির বিকাশ হইলে, কিছুই অজ্ঞাত থাকে না ("তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাৎ জ্ঞেয়মল্পম্।"—পাং দং কৈ, পাদ ৩১ সূত্র)। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া, আদরের সহিত নিরন্তর যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠান করিলে সত্ত্ব ও পুরুষের (বুদ্ধি ও চিতিশক্তির) অবিপ্লবা (মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা অভগ্না—অখণ্ডিতা) বিবেক খ্যাতির (ভেদজ্ঞানের) আবির্ভাব হয়। সঞ্জাতবিবেক খ্যাতির বা জীবন্মুক্ত পুরুষের জিজ্ঞাসা একেবারে বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে, 'যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছি, আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট নাই, তাঁহার এবম্প্রকার বোধ সুদৃঢ় হয়। † শাস্ত্রমুখ হইতে এই সকল কথা শুনিয়াছি' মাত্র, ইহাদের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারি নাই, সমাধি দ্বারা কিরূপে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে পারে, সমাধি বিশেষ দ্বারা কিরূপে জ্ঞান-পিপাসা একেবারে বিনিবৃত্ত হয়, কিছু জানিবার অবশিষ্ট নাই এইরূপ বোধ হইয়া থাকে, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—শাস্ত্রমুখ হইতে এইসকল কথা শুনিয়া, তোমার কি মনে হইয়াছে? ইহাদের সম্ভাব্যতা বিষয়ে তোমার কি সংশয় জন্মিয়াছে? জীবন্মুক্ত যোগীর জ্ঞান পিপাসা একেবারে বিনিবৃত্ত হয়, তাঁহার কিছুই জানিতে অবশিষ্ট থাকে না,

---

* অথ কথং তত্ত্বজ্ঞানমুৎপদ্যত ইতি।
"সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ"—ন্যায়দর্শন

† "বিবেক খ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ॥"—পাং দং সা; পাদ ২৬ সূত্র
"তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা॥"—পাং দং, সা; পাদ ২৭ সূত্র

তাঁহার জ্ঞানশক্তি অনন্তা হইয়া থাকে, ইত্যাদি শাস্ত্র বচন সমূহকে কি তুমি বাতুলোচিত কথা বলিয়া স্থির করিয়াছ ?

জিজ্ঞাসু—আমি তাহা করি নাই, আমার প্রতিভা আমাকে তাহা করিতে দেয় নাই, তবে এই সকল শাস্ত্র বচন শ্রবণ পূর্ব্বক ইদানীং অনেকেই যে তাহাই স্থির করেন, তাহাই স্থির করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অমূল্য শাস্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ করিতে পারিনা বলিয়া, আমি অনেক-বার আপনাকে বলিয়াছি, অত্যন্ত দুঃখানুভব করিয়া থাকি। বশিষ্ঠদেব প্রথমে জ্ঞানযোগ সুখসাধ্য 'এইরূপ উত্তর দিয়া, পরিশেষে বলিয়াছেন 'জ্ঞানসুখসাধ্য, যোগ (হঠযোগ) সুখসাধ্য নহে,' এবম্প্রকার বিকল্পনা সমুচিত নহে, উৎসাহ বিহীন, মূঢ়ব্যক্তিগণই, ইহা সুসাধ্য, উহা দুঃসাধ্য, এইরূপ বিকল্পনা করিয়া থাকে, যাঁহারা সমর্থ তাঁহারা এইরূপ বিকল্প চিন্তা করেন না। জ্ঞানযোগ ও যোগ-যোগ এই উভয়ই যখন, শ্রুতি-শাস্ত্র প্রসিদ্ধ, তখন ইহাদের কেহই হেয় নহে, উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। যাঁহারা জ্ঞানপ্রার্থী, তাঁহারা প্রাণস্পন্দনিরোধ রূপ হঠযোগ দ্বারা জ্ঞানলাভ করেন, যাঁহারা অণিমাদি সিদ্ধির প্রার্থী তাঁহারা এতদ্দ্বারা অণিমাদি সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। প্রাণায়াম বা হঠযোগ দ্বারা বাক্যের অগোচর, নিরতিশয় আনন্দ-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারা যায়। বশিষ্ঠদেবের এইরূপ উত্তর শ্রবণ করিয়া, আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, জ্ঞানযোগ ও যোগ-যোগ এই উভয়ই যখন সমপ্রয়োজন সাধনে সমর্থ, এই উভয়ই যখন এক স্থানে লইয়া যায়, উভয়ই যখন শ্রুতি ও শাস্ত্রোপদিষ্ট, তখন ইহাদিগকে পৃথক্ দৃষ্টিতে দেখা হয় কেন ? এই উভয়মার্গের মধ্যে একটীকে সরল—সুগম এবং অন্যটীকে কুটিল—দুর্গম বলিয়া মনে হইবার কারণ কি ? আর এক কথা, বশিষ্ঠদেব শেষে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রথমেই সেইরূপ সিদ্ধান্ত করেন নাই কেন, প্রথমে জ্ঞানযোগকে সুখসাধ্য এবং হঠযোগকে দুঃসাধ্য বলিবার উদ্দেশ্য কি ?

বক্তা—তোমার জিজ্ঞাসা প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর জিজ্ঞাসা কিন্তু বলাবাহুল্য, তোমার জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, তোমার জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করা কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার আমার বোধ হয়, তুমি স্বয়ং এখনও পূর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে পার নাই। যাহা জানিলে, জীব কৃতকৃত্য হয়, তাহার জিজ্ঞাসার একেবারে বিরাম হয়, তাহার 'কিং' 'কিং' রব নীরব হয়, ভগবানের কৃপায় তুমি তাহা জানিতে অভিলাষী হইয়াছ। তোমার জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিতে

হইলে, সংশয়-তারক জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহা জানাইতে হইবে, কিরূপে সাধারণতঃ জ্ঞানের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, জ্ঞানের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তিতে সর্ব্বত্র বাহ্য কারণের অপেক্ষা আছে কিনা, তাহা বিচার করিতে হইবে, শুদ্ধ বিবেক বা বিচার দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে, সাধারণের অবিশ্বাস্য, সাধারণের প্রত্যয়-বিরুদ্ধ, বহুবিবাদাস্পদ এই কথা যে বস্তুতঃ মাত্র লোচিত নহে, হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে, সমাধি দ্বারা কিরূপে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হয়, জিজ্ঞাসার একেবারে নিবৃত্তি হয়, তাহা বুঝাইতে হইবে, প্রাণস্পন্দনের নিরোধ দ্বারা শরীর ও মনে কিরূপ ক্রিয়া হয়, প্রাণস্পন্দনের নিরোধ দ্বারা কিরূপে চিত্তের আবরণমল ক্ষীণ হয়, চিত্তের অস্থিরত্ব দূরীভূত হয়, জড়তা অপগত হয়, তাহা জানাইতে হইবে, অতএব তোমার জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করা, তোমার সংশয় অপনোদিত করা, কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা একবার নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখ।

জিজ্ঞাসু—"তোমার জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করা, কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, তুমি স্বয়ং এখনও পূর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে পার নাই", আপনার এই কথা যে সত্য; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, আগে ভাল বুঝিতে না পারিলেও, আপনি বুঝাইবার পরে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইয়াছে, যাহা সাধারণের দুর্বোধ্য, চিন্তাশীল, ধীমান্ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বহু ব্যক্তির সমীপে যে সকল প্রশ্ন অমীমাংসিত হইয়া আছে, যাহাদের সমাধানার্থ চেষ্টা অনর্থক বলিয়াই সাধারণতঃ বিবেচিত হইয়া থাকে, এখন বুঝিতে পারিয়াছি, আমি আপনাকে সেই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আমি বহু বিবাদাস্পদ গহন প্রশ্ন সমূহের সমাধানার্থী হইয়াছি। কিন্তু কি করিব, যাহা না জানিতে পারিলে, কৃতকৃত্য হইতে পারিব না, যে সকল প্রশ্নের সদুত্তর না পাইলে, চিত্তে কদাচ শান্তির উদয় হইবে না, তাহা জানিবার চেষ্টা না করিয়া, সেই অমীমাংসিত প্রশ্ন সমূহের সমাধানার্থী না হইয়া কিরূপে স্থির থাকিতে পারি? অধুনা যথাসম্ভব সংক্ষেপে কিছু বলুন, শ্রবণ করি, পরে বিস্তার পূর্ব্বক, বিশদ ভাবে (যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, যদি আপনার দয়া হয়) এই সকল অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন সমূহের সংক্ষিপ্ত সমাধান।

জ্ঞান একমাত্র বিবেক লাভে লব্ধ হয় এই কথার অভিপ্রায়।

বক্তা—'জ্ঞান একমাত্র বিবেক লাভে লব্ধ হয়' এই কথার আশয় কি, তাহা জানিতে হইলে, 'বিবেক' কোন্ পদার্থ, এবং জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত নিয়ম কি, প্রথমে তাহা স্মরণ করিতে হইবে।

'বি' উপসর্গ পূর্ব্বক 'বিচ্' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'বিবেক' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বিচ্' ধাতুর অর্থ পৃথক্ করণ। অতএব 'বিবেক' শব্দ যথার্থতঃ বস্তুর স্বরূপাবধারণ এই অর্থের বাচক।

জিজ্ঞাসু—"বিশেষ ভাবে পৃথক করণ" এই অর্থ হইতে কিরূপে 'যথার্থতঃ বস্তুর স্বরূপাবধারণ' এইরূপ অর্থের প্রতিপত্তি হয়?

বক্তা—কোন বস্তুর স্বরূপাবধারণ করিতে হইলে, তাহাকে বিশ্লেষ করিতে হয়, তাহার ঘটকাবয়ব সমূহকে পৃথক্ করিতে হয়। রাসায়নিকগণ, (Chemists) কোন বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে, তাহার ঘটকাবয়ব সমূহকে (যে যে বস্তুর পরস্পর সংযোগে উহা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সেই বস্তুকে) পৃথক্ করেন। কোন মূর্ত্ত বা সাংযৌগিক বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে, যে যে বস্তুর পরস্পর সংযোগে উহা উৎপন্ন হইয়াছে, বিশ্লেষ বা পৃথক করিয়া সেই সেই বস্তুর স্বরূপ দর্শন করিতে হয়। রাসায়নিক সুধীগণ কোন বস্তুকে বিশ্লেষ করিতে হইলে, উহাকে উত্তাপিত করেন, উহাতে তাড়িত্ শক্তির প্রয়োগ করেন, অথবা উহার সহিত অম্লাদি পদার্থের সংযোগ করেন, এক কথায় উহার উপরি ভেদবৃত্তিশক্তির (Seperative Energy) ক্রিয়া করান। মন দ্বারা যখন কোন পদার্থকে বিশ্লেষ করা হয়, তখনও মনের ভেদবৃত্তি বা, বিবেক শক্তি (The power of Discrimination) দ্বারাই তাহা করা হইয়া থাকে। জল কোন্ পদার্থ? রাসায়নিক কবি এতদুত্তরে বলিবেন, জল "হাইড্রোজেন' ও "অক্সিজেন" এই দুই পদার্থদ্বয়ের সাংযৌগিক (Compound) বস্তু। বিশেষ ভাবে পৃথক করণ এই অর্থ হইতে যেরূপে 'যথার্থতঃ বস্তুর স্বরূপাবধারণ' এই অর্থের প্রতিপত্তি হয়, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ।

জিজ্ঞাসু—'বিবেক' শব্দের অর্থ কি, তাহা এইরূপে বুঝিলাম, 'বিবেক' শব্দ যে জন্য যথার্থতঃ বস্তুর স্বরূপাবধারণ এই অর্থের বোধক হয়, তাহা কিয়ৎপরিমাণে

বদরঙ্গম হইল। এখন জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়, জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত নিয়ম কি, তাহা স্মরণ পূর্ব্বক জ্ঞান একমাত্র বিবেক-লাভে লব্ধ হয়, এই কথার প্রকৃত আশয় কি, তাহা বুঝাইয়া দিন।

জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত নিয়ম

বক্তা—জ্ঞানের স্বরূপ লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে, জ্ঞানের স্বরূপ বস্তুতঃ বহু বিবাদাস্পদ। যাঁহারা স্থূলদর্শী, স্থূল প্রত্যক্ষবাদী, বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যক্ষকেই, তাঁহারা জ্ঞানের একমাত্র কারণ বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যক্ষ ব্যতীত জ্ঞানের অন্য পূর্ব্বভাব তাঁহারা স্বীকার করেন না, মানব যে কোন পূর্ব্বসংস্কার লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইন্দ্রিয়, বাহ্য অর্থ বা বিষয় এবং ইন্দ্রিয় ও অর্থ (বিষয়) এই উভয়ের সন্নিকর্ষজ ক্রিয়ার সংস্কার—মস্তিষ্ক বা স্নায়ুমণ্ডলে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজ ক্রিয়ার লেপ (Impression), ইহারাই ইহাদের মতে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। জার্ম্মন্ দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্ট্ বর্ত্তমান জীবনের প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের একমাত্র কারণ বলেন নাই, সহজ আন্তর জ্ঞান—বুদ্ধিস্থ সংস্কার বা ঔৎপত্তিক জ্ঞানও ইঁহার মতে জ্ঞানের কারণ। ঐন্দ্রিয়ক এবং বিশুদ্ধ, আন্তর বা ঔৎপত্তিক জ্ঞান, ক্যাণ্ট্ বলিয়াছেন, জ্ঞানের এই দুইটী ঘটকাবয়ব। ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি, ক্যাণ্ট্ এই তিনটীকে প্রকারান্তরে জ্ঞানোৎপত্তির করণরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা জ্ঞানের অধস্তন অবস্থা, ইন্দ্রিয়গণ শুদ্ধ আলোচন জ্ঞান প্রদান করে। ইন্দ্রিয়গণ যে আলোচন জ্ঞান প্রদান করে, তাহাও বুদ্ধিস্থ সংস্কার বশে করিয়া থাকে। *

* "অথেদমান্তরং জ্ঞানং সূক্ষ্মবাগাত্মনা স্থিতম্।
ব্যক্তয়ে স্বস্য রূপস্য শব্দত্বেন নিবর্ত্ততে ॥" বাক্যপদীয়।

"Knowledge is obtained through the senses, through the understanding or through the reason; and there is an *apriori* element connected with all the three"—The Metaphysic of Ethics by I. Kant." * * * "Beginning, then, with the lowest, the senses give us empirical knowledge, but this they do under the *apriori* forms of time and space provided by the intellect."—Ibid

নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে, প্রথমে 'কোন কিছু আছে' এইরূপ অবিশিষ্ট বা সামান্য জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, শাস্ত্র এই অবিশিষ্ট বা সামান্য জ্ঞানকে 'নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ' বলিয়াছেন, নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বা আলোচন-জ্ঞান হইবার পর সংকল্পাত্মক মন উপলভ্যমান বা আলোচিত বস্তুর বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম সম্যগরূপে কল্পনা করে। যেরূপ প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তু সমূহের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বিবেচিত হয়, তাহার নাম সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। অতএব প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ। †

আমি ইহা জানিলাম এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য, 'জানা' শব্দের অর্থ।

'জানা' শব্দের অর্থ পরিচ্ছেদ করা ("knowing is a condition and an active condition of the mind")। পরিচ্ছেদ দেশতঃ, কালতঃ, ও বস্তুতঃ এই ত্রিবিধ ('পরিচ্ছিন্নত্বমপি হেতুঃ। তচ্চ দেশতঃ কালতো বস্তুশ্চেতি ত্রিবিধম্।' —অদ্বৈতসিদ্ধি)। কোন নির্দ্দিষ্ট দেশে বিদ্যমানত্বের নাম দেশতঃ পরিচ্ছেদ ; কোন নির্দ্দিষ্ট কালে বিদ্যমানত্বের নাম কালতঃ পরিচ্ছেদ এবং কোন বস্তুর সহিত তাদাত্ম্যাপন্নত্বের নাম বস্তুতঃ পরিচ্ছেদ ("কচিদ্দেশ এব বিদ্যমানত্বং দেশতঃ পরিচ্ছেদঃ, কচিৎকাল এব বিদ্যমানত্বং কাল পরিচ্ছেদঃ, কেনচিদেব বস্তুনা তাদাত্ম্যাপন্নত্বং বস্তুপরিচ্ছেদঃ।"—ব্রহ্মানন্দ কৃত লঘুচন্দ্রিকা)।

---

† "তচ্চ প্রত্যক্ষং দ্বিবিধং নির্ব্বিকল্পকং সবিকল্পকঞ্চেতি। তচ্চ নামজাত্যাদি যোজনারহিতং বৈশিষ্ট্যানবগাহি নিষ্প্রকারকং নির্ব্বিকল্পকম্।"—তত্ত্বচিন্তামণি-প্রত্যক্ষ খণ্ড। "সংকল্পকং মন ইতি, সংকল্পেন রূপেণ মনো লক্ষ্যতে আলোচিতমিন্দ্রিয়েণ বস্ত্বিদমিতি সম্মুগ্ধমিদমেবং নৈবমিতি সম্যক্ কল্পয়তি। বিশেষেণ বিশেষ্য ভাবেন বিবেচয়তীতিযাবৎ।"—সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী

'কোন কিছু আছে', এই নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের স্বরূপ চিন্তা করিলে উপলব্ধি হয়, কোন কিছু নির্দ্দিষ্ট দেশে, নির্দ্দিষ্ট কালে, বা নির্দ্দিষ্ট দেশে ও কালে বিদ্যমান আছে, 'কোনকিছু আছে' এই জ্ঞানের ইহাই স্বরূপ। * ক্যাণ্ট্ এই কথা বুঝাবার নিমিত্ত বলিয়াছেন ইন্দ্রিয়গণ যে আলোচন জ্ঞান প্রদান করে, তাহাও বুদ্ধির দৈশিক-ও-কালিক সংস্কার বশে করিয়া থাকে।

ঐন্দ্রিয়ক বা আলোচন জ্ঞানের ঊর্দ্ধে উঠিলে, বিবেকজজ্ঞান বা বিজ্ঞানের সহিত সাক্ষাৎ হয়, বিবেকজজ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক বা আলোচন জ্ঞানের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। বিবেকজজ্ঞান বিশ্লেষাত্মক (Analytic)-ও-সংশ্লেষাত্মক (Synthetic)-ভেদে দ্বিবিধ। ¶

বিশ্লেষাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক এই দ্বিবিধ বিবেকের লক্ষণ

জিজ্ঞাসু—বিশ্লেষাত্মক (Analytic) ও সংশ্লেষাত্মক (Synthetic) এই দ্বিবিধ বিবেকের লক্ষণ কি ?

বক্তা—আমাদের যে জ্ঞান পূর্ব্ব হইতে আছে, সেই জ্ঞানের ব্যাকরণ বা ব্যবচ্ছেদ দ্বারা যে বিবেকজজ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তাহা বিশ্লেষাত্মক (Analytic) বিবেকজজ্ঞান।

জিজ্ঞাসু—আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলুন।

বক্তা—'বস্তুমাত্রের বিস্তৃতি আছে' এই জ্ঞান বিশ্লেষাত্মক বিবেকজজ্ঞানের দৃষ্টান্ত।

জিজ্ঞাসু—'বস্তুমাত্রের বিস্তৃতি আছে' এই জ্ঞানকে বিশ্লেষাত্মক বিবেকজজ্ঞান বলিয়া বুঝিবার হেতু কি ? ক্রমশঃ

---

* "To have cognition of a single object means to recognise it as a reality, or to affirm existence of it. And what do we mean by saying that a thing exists ? We mean that it is present in space, or time, or both ; i. e. that it is at least a possible object of our perception or self-consciousness."—A study of Religion Vol I. P. 41.

¶ "Rising above this, we come to Judgments, among which there is an essential distinction between analytic and synthetic Judgments"—The Metaphysic of Ethics

ভাবে জানিলে ব্রহ্ম জ্ঞাতাকে অধঃপাতে প্রেরণ করেন আর ব্রহ্মভাবে জানিলে ইনি মোক্ষ প্রদান করেন। চিৎপ্রভাকেই রাম! তুমি বিশ্ববীজ, বিশ্বকারণ, ব্রহ্ম বলিয়া জানিও এবং চিৎপ্রভাজাত সৃষ্টিকেও চিৎপ্রভা বলিয়া জানিও কেননা যস্মাজ্জাতং যত্তদেবেতিবিষ্ঠাৎ যে বস্তু যাহা হইতে জন্মে তাহা তাহাই। সুতরাং স্বীয় অন্তর্বোধমাত্র স্বরূপ শুদ্ধচিন্মাত্রই বেদ্য। বোধটিকে ব্রহ্ম বলিয়াই জান কারণ যাহা হইতে যাহা জন্মে তাহা তাহাই। ইহাই স্বরূপ বিশ্রান্তি। আর চিৎ-প্রভাকে, বোধ বিশেষের আবির্ভাবকে সৃষ্টিরূপে না জানিলেই মায়িক বন্ধনে বদ্ধ হইতে হইল।

স্থিতি ৪ সর্গঃ।

স্থিতির মূল কোথায়? সংসার পার হওয়া।

রাম। ব্রহ্মে জগৎ নাই, ব্রহ্মে সৃষ্টি বীজ নাই, ব্রহ্মার স্মৃতি হইতেও জগৎ উঠে নাই তথাপি জগৎটা যাহাদের কাছে আছে, জগৎটা তাহাদিগকেই আবদ্ধ করিয়া কষ্ট দিতেছে। প্রভো! পরিত্রাণের উপায় কি?

বশিষ্ঠ। রাম! হস্তীকে স্নান করাইয়া যতই পরিষ্কার কর হস্তী তৎক্ষণাৎ স্বীয় অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া অপরিষ্কৃত হইবেই। এ ক্ষেত্রে হস্তীর ভ্রমণ স্থান ধূলিশূন্য করিতে পারিলে হস্তী পরিষ্কার থাকে। ব্রহ্মে যে চিৎপ্রভা খেলা করে, চিদাকাশে যে বোধবিশেষের আবির্ভাব হয় তাহা দেখে কে? মন হস্তীই ইন্দ্রিয়শুণ্ড দ্বারা বিষয়ধূলি নিরন্তর গাত্রে ছড়াইতেছে। ইহাকে যতই স্নান করাও, যতই পরিষ্কার কর, যতদিন ইহার পথকে ধূলিশূন্য না করিবে ততদিন ইহা ধূলি লইয়া গায়ে মাখিবেই। মনকে বিষয় দোষ দেখাইয়া দেখাইয়া আত্মসংস্থ কর এবং জগৎ মিথ্যা বিচার কর, জগৎ বলিয়া কোন কিছুই নাই, ব্রহ্মই জগৎরূপে ভাসিতেছেন, চিৎপ্রভায় এইরূপ মিথ্যা ইন্দ্রজাল উঠে, ইহা ভাল করিয়া ধারণা কর, মন শান্ত হইবেই। এইজন্য যাহা করিতে হইবে শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট মনই জগৎস্থিতির মূল। ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে জগৎশূন্য কারণ তখন দৃশ্য দর্শন অসম্ভব।

ইন্দ্রিয়গ্রামসংগ্রামসেতুনা ভবসাগরঃ।
তীর্য্যতে নেতরেণেহ কেনচিন্নাম কর্ম্মণা॥ ১

যদি ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে চাও তবে ইন্দ্রিয় জয়রূপ সেতু বন্ধন কর। অন্য কোন কর্ম্মদ্বারা ইহা পার হওয়া যাইবে না। ভবসাগরের তরঙ্গ দেখিতেছ? জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা পিপাসা, শোক মোহ এই ষড়ূর্ম্মি দ্বারা ভবসাগর সদা সংক্ষুব্ধ। ষড়ূর্ম্মি যাহা দেখ তাহার সমস্তই অবিদ্যার বিলাস। এই অবিদ্যার বিলাস ত্রিপুটী হইতে উদ্ভূত। অজ্ঞানের প্রথম কার্য্য আমি বোধ, দ্বিতীয় কার্য্য জগৎ, তৃতীয় কার্য্য জগদ্দর্শন। আমি বোধ হইলেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, খণ্ডমত হইলেন। জগদ্দর্শনটি সচ্চিদানন্দকে চাপা দিয়া উহাঁকেই জগৎরূপে দেখায়। এই দর্শনও সম্যক দর্শনের অভাব হেতু হয়। রজ্জুকে রজ্জুরূপে যে জানে সে আর ইহাকে সর্পরূপে দেখে না। সেইজন্য বলা হইতেছে ইন্দ্রিয় জয় কর সাগর পার হইতে পারিবে। হে রাম! ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইলে, বিচারপরায়ণ হইতে হইবে, তজ্জন্য সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র অবলম্বন করা চাই। তবেই দৃশ্য বিশ্বের অত্যন্তাভাব ঘটাইতে পারা যাইবে।

রাম। ইন্দ্রিয় জয় কিরূপে করিতে হয় তাহাই ভাল করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ। অবিচারেই দৃশ্য জগৎ থাকে। যতদিন দৃশ্যজগৎ তোমার নিকটে আছে ততদিন তোমার বিচার জাগে নাই। বিচার জাগিলেই দৃশ্য-জগৎ নাই। দৃশ্যজগৎ যখন নাই তখন ইন্দ্রিয়গুলির বা শক্তির বাহিরে আসিবার কোন কিছুই থাকিল না। তখন সব শক্তি শক্তিমানের দিকে ছুটিবে আর শক্তিমানকে স্পর্শ করিয়া স্পন্দনশূন্য অবস্থায় স্থিতি লাভ করিবে।

রাম। কোন্ বিচার জাগাইতে হইবে?

বশিষ্ঠ। সত্য ও মিথ্যার বিচারই বিচার। মিথ্যার দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। স্বপ্নকেত মিথ্যা বল? কেন বল? স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে সবাই বুঝিতে পারে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। জগদ্দর্শনটাও স্বপ্নদর্শন মত। কিন্তু এ স্বপ্ন, দীর্ঘ স্বপ্ন। সাধারণ মানুষের এ স্বপ্ন ভাঙ্গেইনা। কাজেই ইহারা জগতকে মিথ্যাবোধ করিতে পারে না।

রাম। ইহাদের এই স্বপ্ন ভাঙ্গাইবার কোন উপায় কি আছে?

বশিষ্ঠ। ইহারা যদি বেদকে, ঋষিগণকে এবং তাঁহাদের বাক্যকে বিশ্বাস করিতে পারে তবে সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সাহায্যে ইহাদের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গে। কিরূপে হয় তাহাই দেখ। প্রথমে সংশয় তুলিতে থাক। যাহা দেখিতেছি যাহা শুনিতেছি তাহা সত্য না মিথ্যা? ঋষিগণ বলেন মিথ্যা। কেন মিথ্যা বলেন? তাঁহাদের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছিল তাই তাঁহারা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জানাইয়াছিলেন তুমি তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া—যাহা দেখ, যাহা কর, যাহা ভাব তাহা স্বপ্নে হইতেছে ভাবিও। স্বপ্নকালেও ইহা কি স্বপ্ন ইহা ভাবিতে পারিলে স্বপ্ন ভাঙ্গে। ঋষিগণের সিদ্ধান্ত লইয়া প্রথমত এই সমস্তই কি স্বপ্ন এই সংশয় তুল। সংশয় তুলিতে পারিলে সাধারণ মানুষও স্বপ্ন-সংসারের ভোগে কিছু বিতৃষ্ণা আনিতে পারিবে। রাম! তোমার ত বৈরাগ্য আসিয়াছে। তুমি বিচার কর সংসার সাগর মনেরই রচনা। আর মনটা হইতেছে কর্ম্মবৃক্ষের অঙ্কুর।

বহুনাত্র কিমুক্তেন মনঃ কর্ম্মদ্রুমাঙ্কুরঃ।
তস্মিংশ্ছিন্নে জগচ্ছাখী ছিন্নঃ কর্ম্মতরুর্ভবেৎ॥ ৪

বহু বলিয়া কি হইবে, রাম! তুমি জানিও মনই কর্ম্মবৃক্ষের বীজ। মনকে বিনাশ করিতে পারিলে জগৎ বৃক্ষ ছিন্ন হইল; কারণ ভোক্তা নাই বলিয়া ভোগ্যও ভোগাকারে পরিণত, বিহিত-নিষিদ্ধ কর্ম্মরূপ শরীরধারী এই সংসারবৃক্ষও ছিন্ন হইল। কাজেই দৃশ্য নাই বলিয়া কোন কর্ম্মও রহিল না। মনকে বিনাশ না করা পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় জয় হইবেনা আর মন থাকিতে সংসার সাগর পার হওয়াও হইবেনা। মনই যে সংসার।

মনঃ সর্ব্বমিদং রাম তস্মিন্নন্তশ্চিকিৎসিতে।
চিকিৎসিতোবৈ সকলো জগজ্জালাময়োভবেৎ॥ ৫

রাম! মনই এই সমস্ত। ভিতরে মনের চিকিৎসা করিলে সকল রোগের চিকিৎসা করা হইল, জগজ্জাল রূপ আময় অর্থাৎ রোগ আর থাকিল না। যদি বল মনের চিকিৎসা করিলেও দেহাধীন সুখদুঃখ ত থাকিয়া গেল? না তাহা হয় না। কারণ

তদেতজ্জায়তে লোকে মনোমননমাকুলম্।
মনসোব্যতিরেকেণ দেহঃ ক্ব কিল দৃশ্যতে ॥ ৬

সমস্ত ক্রিয়া করিতে সমর্থ মনঃসঙ্কল্পই জগতে নানা দেহরূপে উৎপন্ন হইতেছে—মন ভিন্ন কে কোথায় দেহ দেখিয়াছে তাই বল। মনসো দেহাকার মননমেব স্বপ্নইব আকুলং ক্রিয়াসমর্থং দেহো জায়তে। মনটাই স্বপ্ন ভুলে বলিয়া আমি ক্রিয়া করিতে সক্ষম দেহ হই। জন্মান যা বল সেটা মনের মনন করা। এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই জন্মেনা। মনটাই যখন মনন করে দেহ হইব তখন স্বপ্নের মত এই দেহটা উদ্ভূত হয়, তাহাই ক্রিয়া সাধনোপযোগী এই দেহ। মনঃপিশাচকে শান্ত করিতে শতকল্প ধরিয়া চেষ্টা করিলেও কিছুই হইবেনা যতক্ষণ না দৃশ্য যে অত্যন্ত অসম্ভব ইহা নিশ্চয় করিতে পার।

রাম। মনের রোগেই জগতের লোক কষ্ট পায়। আপনি বলিতেছেন—

দৃশ্যাত্যন্ত্যাসম্ভবেন ঋতেনান্যেন হেতুনা।
মনঃপিশাচঃ প্রশমং যাতি কল্পশতৈরপি ॥ ৭
এতচ্চ সম্ভবত্যেব মনোব্যাধিচিকিৎসিতে।
দৃশ্যাত্যন্তাসম্ভবাত্ম পরমৌষধমুত্তমম্ ॥ ৮ ॥

দৃশ্য অত্যন্ত অসম্ভব এই জ্ঞানভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মনঃপিশাচ শত কল্পেও শান্ত হইবে না। ইহা অর্থাৎ দৃশ্যের অত্যন্ত অসম্ভবাত্মক— অত্যন্ত অভাব রূপ পরমৌষধই মনোব্যাধি নিবারণের উত্তম উপায়।

বশিষ্ঠ। হাঁ তাই। মনই মোহ জন্মায়, মনই জন্মে, মনই মরে। মনই স্বচ্চিন্তা প্রভাবে বদ্ধ হয় আবার সঙ্কল্প ছাড়িলেই মুক্ত হয়। বুঝিতেছ মনই অন্তরে বাহিরে কল্পনা দ্বারা ভ্রান্তিজ্ঞান বা মোহ উৎপাদন করে। জন্ম মৃত্যু বন্ধ মোক্ষ এই সমস্তই মনের কল্পনা।

স্ফুরতীদং জগৎ সর্ব্বং চিত্তে মননমূর্চ্ছিতে।
শূন্যমেবাম্বরে স্ফারে গন্ধর্ব্বাণাং পুরং যথা ॥ ১০
মনসীদং জগৎ কৃৎস্নং স্ফারং স্ফুরতি চাস্তিচ।
পুষ্পগুচ্ছ ইবামোদস্তৎস্থং তস্মাদিবেতরৎ ॥ ১১

যথা তিলকণে তৈলং গুণো গুণিনি বা যথা।
যথা ধর্ম্মিণি ধর্ম্মা ধর্ম্মস্তথেদং চিত্তকে জগৎ॥ ১২
রশ্মিজালং যথা সূর্য্যে যথালোকস্থ তেজসি।
যথৌষ্ণ্যং চিত্রভানৌ চ মনসীদং তথা জগৎ॥ ১৩
শৈত্যং যথৈব তুহিনে যথা নভসি শূন্যতা।
যথা চঞ্চলতা বায়ৌ মনসীদং তথা জগৎ॥ ১৪

মননদ্বারা, সঙ্কল্পদ্বারা এই সমস্ত জগৎ প্রস্ফুরিত হইতেছে যেমন শূন্য অম্বরে শূন্য আকাশে গন্ধর্ব্বদিগের নগর স্ফুরিত হয় সেইরূপ। পুষ্পগুচ্ছে সুগন্ধ যেমন থাকে সেইরূপ এই বিশাল জগৎ মনেই প্রস্ফুরিত হইতেছে মনেই অবস্থিত রহিয়াছে। তিলকণায় যেমন তৈল গুণবানে গুণ, ধর্ম্মীতে ধর্ম্ম, সূর্য্যে রশ্মিজাল, তেজে আলোক, অনলে উষ্ণতা, শিশিরে শৈত্য, নভোমণ্ডলে শূন্যতা, বায়ুতে যেমন চঞ্চলতা, সেইরূপে মনের মধ্যেই এই জগৎ বিদ্যমান।

মনোজগজ্জগদখিলং তথা মনঃ
পরস্পরং হ্যবিরহিতে সদৈব হি।
তয়োর্দ্বয়োর্মনসি নিরন্তরং ক্ষিতে
ক্ষিতং জগন্ন তু জগতি ক্ষিতে মনঃ॥

মনই জগৎ আর অখিল জগতই মন। উভয়ে সর্ব্বদা অভিন্নভাবে বিরাজমান। ঐ উভয়ের মধ্যে মনের ক্ষয়ে জগতের ক্ষয় হয়, জগতের ক্ষয়েও মন থাকেনা।

স্থিতি ৫ সর্গঃ

ভার্গবোপাখ্যানে—ভার্গব মনস্খলন।

রাম। ভগবন্ বহিঃ স্ফুরন্ অয়ং স্ফারঃ সংসারো মনসি যথা স্ফুরতি প্রত্যক্ষং প্রতিভাতি তথা দৃষ্টান্ত দৃষ্টা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনেন কথয়। ভগবন্ বাহিরের এই প্রত্যক্ষ সংসার মনে অবস্থিত কিরূপে দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাই বলুন।

বশিষ্ঠ। যেমন ঐন্দব ব্রাহ্মণগণের শরীর ছিল না কিন্তু জগৎ

পরম্পরা তাঁহাদের মনেই দৃঢ়রূপে অবস্থিত ছিল সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মনের মধ্যেই আছে জানিও। লবণ রাজা যেমন মনোমধ্যে চণ্ডালত্ব পাইয়াছিলেন সেইরূপ এই জগৎ মনের মধ্যেই রহিয়াছে। ভগবান্ ভৃগুতনয় শুক্রের মনে মনে যেমন স্বর্গে গমন, মনে মনে অপ্সরা বিহার, মনে মনে সংসার করা ও তন্নিমিত্ত জন্মান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল সেইরূপ সকলের মনেই এই জগৎ অবস্থান করিতেছে।

রাম। ভগবন্ ভার্গব উপাখ্যান আমাকে বলুন।

বশিষ্ঠ। শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মন্দর শৈলের কুসুম সঙ্কুল সানুদেশে—পর্ব্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমিতে ভগবান্ ভৃগু কঠোর তপস্যা করেন। সেই সময়ে ভগবান্ শুক্রাচার্য্য শিশু হইয়াও প্রকাশ যেমন ভাস্করের সেবা করে সেইরূপে পিতার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন। ভগবান্ ভৃগু সর্ব্বদা সমাধি মগ্ন থাকিতেন। ক্রমে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন। পুত্রের চিত্ত বালকোচিত ক্রীড়ায় ব্যস্ত থাকিত। ক্রমে যৌবন আসিল। এই অবস্থাতে আত্মতত্ত্ব দর্শন রূপ জ্ঞান নাই আবার পামর মনুষ্যের ন্যায় জগতের সত্যতা দর্শনও নাই। পিতার নির্ব্বিকল্প অবস্থা, কাজেই পরিচর্য্যা করিতে হয় না। শুক্রের সর্ব্বদাই অবসর।

শুক্রদেব একদিন নির্জ্জনে। তিনি দেখিলেন আকাশপথে এক অপ্সরা যাইতেছে। জনার্দ্দন যেমন ক্ষীরোদমন্থনোৎপাদিতা লক্ষ্মীকে দর্শন করেন সেইরূপে শুক্রদেব সেই মন্দার মালা পরিশোভিতা, মৃদু সমীরে চঞ্চল অলকা, হারঝাঙ্কারি গমনা, লাবণ্য পাদপের লতিকা মদঘূর্ণিত লোচনা অপ্সরাকে দেহের ইন্দু প্রভায় গগনমার্গ অমৃতীকৃত করিয়া গমন করিতে দেখিলেন। উভয়ে উভয়কে দেখিলেন। উভয়ের মন তরল হইল। উভয়ে অধৈর্য্য হইলেন। শুক্র তন্ময় হওয়ায় চারিদিকে সেই বিশ্বাচী নাম্নী দেবসুন্দরীকেই দেখিলেন।

স্থিতি ৬ সর্গঃ

ভার্গবোপাখ্যানে—ভার্গব মনোরাজ্য—স্বর্গেরছবি।

উশনা বিশ্বাচীকে দেখিলেন দেখিয়াই নয়ন নিমীলিত করিলেন।

এখন মনোরাজ্যে শত ভাবনা উঠিল। এই আমি এই ললনার সঙ্গে ব্যোমপথে স্বর্গধামে আসিলাম। আহা! এই সেই ইন্দ্রপুরী। আ মরি মরি! দেবতারা কত সুন্দর! আর এই অপ্সরা বৃন্দ। ইহাদের দেহ—দ্রবৎকনক নিষ্যন্দ—গলিত সুবর্ণের ঔজ্জল্য অপেক্ষাও উজ্জল। মস্তকে মন্দার কুসুমের শিরোভূষণ—কর্ণে পারিজাত কুসুমের কর্ণালঙ্কার—ইহাদিগকে কত সুন্দর দেখাইতেছে। মুগ্ধ হাস্য বিলাসিনী হরিণ নয়না ইহারা—ইহারা যে দিকে চাহিতেছে সেই দিকেই ইহাদের লোচনোল্লাস নীলাব্জমালার সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিস্তার করিতেছে। মন্দার কুসুম রচিত মাল্যে এই দেবতাগণ প্রকাশিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের শরীরে নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় শরীরে—প্রতিবিম্বিত হইয়া সর্ব্বাকার বিশ্বরূপ হরির উপমা স্থল হইয়াছে। আহা! কি সুন্দর সঙ্গীত!—কি চমৎকার স্বরলহরী! ভ্রমরগণ ঐরাবত গণ্ডনিঃসৃত মদ ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া যেন গীর্ব্বাণগণের সুমধুর গীত একতান মনে শুনিতেছে। এই সেই স্বর্গের গঙ্গা! ব্রহ্মার হংসগণ আর কত কত সারস মালা—মন্দাকিনী প্রস্ফুটিত স্বর্ণ কমল নিচয়ে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। দেবতাগণ গঙ্গাতটোদ্যানে কেমন বিশ্রাম করিতেছেন! এই সেই ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ইত্যাদি লোকপালগণ! ইঁহাদের দেহ কান্তি যেন চারিদিকে অনল প্রভা বিকীরণ করিতেছে। এই সেই ঐরাবৎ, যুদ্ধকালে ইহারই দন্তাঘাতে দৈত্যেন্দ্রমণ্ডল বিদারিত আর যুদ্ধ প্রসঙ্গে ইহার মুখমণ্ডল আয়ুধ দ্বারা কণ্ডূয়িত হয়। এই সেই পুণ্যশ্লোক মহাজন—ইঁহারা পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে আসিয়া আকাশের তারকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। "ভূতল স্থানাৎ ব্যোম্নি তারকতাং গতাঃ" ১০। আর এই গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গ—তীরস্থিত মন্দার তরুমূল সকল কেমন অভিষিক্ত করিতেছে আবার অন্যদিকে ঐ বীচিমালা মেরুর উপল তল আস্ফালন করিয়া নাচিতে নাচিতে শীকর নিকর চারিদিকে ছড়াইতেছে আর সুরবৃন্দ ইহার স্পর্শে কেমন পরিতৃপ্ত হইতেছেন! আহা! এই গঙ্গাতটে দেবরাজের উপবন বীথিকা কেমন সুন্দর! সুরাঙ্গনাগণ উহার অভ্যন্তরে প্রস্ফুটমন্দার মঞ্জরী পুঞ্জ পিঞ্জরা হইয়া

কেমন সুখে দোলায় আন্দোলন সুখ উপভোগ করিতেছেন! এখানকার বায়ু! কুন্দমন্দার মকরন্দ সুবাসিত সমীরণ হিমাংশু কিরণের ন্যায় সুখস্পর্শ। এই সেই লতাঙ্গনা গণ ব্যাপ্ত নন্দন কানন—পবনান্দোলিত পুষ্পপরাগ লইয়া এই লতা সদৃশ অঙ্গনাগণ ক্রীড়া করিতেছে। সুরাঙ্গনাগণ নারদ তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের বল্লকীস্নিগ্ধ স্বরে আনন্দে ভরিত হইয়া কেমন নৃত্য করিতেছে! এই সেই পুণ্যকর্ম্মকারী ব্যক্তিগণ-ইঁহারা ভূরি ভূষণ ভূষিত হইয়া আকাশে উড্ডীয়মান বিমানে চড়িয়া স্বর্গ সুখ ভোগ জন্য এই খানেই আসিতেছেন। এই ত দেবরাজ! যৌবন মদে উন্মাদিনী দেবকন্যাগণ, বনলতা যেমন বনকে সেবা করে সেইরূপ ইঁহারা দেবেশ্বরকে সেবা করিতেছেন। এই ত সেই কল্প বৃক্ষ! আহা! ইহাদের কুসুম সমূহ ইন্দ্রনীল মণির ন্যায়, ইহাদের কলিকাগুচ্ছ চিন্তামণির ন্যায়, ইহাদের পক্ক ফল স্তবক যেন দশন পংক্তির ন্যায়। এই ত সেই দ্বিতীয় ত্রৈলোক্য স্রষ্টা দেবরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ়—আমি ইঁহাকে অভিবাদন করি। শুক্র তখন মনোরাজ্যে শচী—পতিকে দ্বিতীয় ভৃগুর ন্যায় অভিবাদন করিলেন। দেবরাজ শুক্রের হস্ত ধরিয়া সাদরে সমীপে উপবেশন করাইলেন। বলিলেন শুক্র! স্বর্গ আজ ধন্য হইল, আপনাকে পাইয়া স্বর্গের বড় শোভা হইল, আপনি যতদিন ইচ্ছা এখানে বাস করুন। ভৃগুতনয় শুক্র দেবরাজের পার্শ্বে বসিয়া পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন এবং দেবতাগণ কর্তৃক বন্দিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

স্থিতি—৭ সর্গঃ

ভার্গবোপাখ্যানে—নব সঙ্গম।

মরণ মূর্চ্ছা হইল না ভার্গব কিন্তু ভাবনা বলে উৎকৃষ্ট মানসী স্বর্গ পুরী প্রাপ্ত হইলেন। আর নূতন জন্মে মানুষের যেমন পূর্ব্ব জন্মের কিছুই মনে থাকেনা সেইরূপ সমস্ত প্রাক্তন ভাব ভুলিলেন। ভার্গব শচীপতির অনুমতি লইয়া স্বর্গের শোভা দেখিতে বাহির হইলেন। স্বর্গের স্ত্রীলোক—ইহাই ত স্বর্গের উৎকৃষ্ট শোভা। সারস যেমন নলিনী দর্শনার্থ গমন করে ভৃগুতনয় সেইরূপ স্বর্গরমণী দেখিতে ছুটিলেন।

কিন্তু যিনি স্বর্গে অপ্সরাদি ভোগ করিব ইহার লোভ ছাড়িতে পারেন না—সেই লোভে যিনি কূপ তড়াগাদি খনন করান, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাদি করান তিনি ধূমমার্গে চন্দ্র লোকে গমন করেন। তাঁহার ভোগ শেষ হইলেই আবার তাঁহাকে পৃথিবীতে পতিত হইতে হয়।

শাস্ত্রীয় কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিলে কোন্ গতি আর সকাম ভাবে করিলে কোন্ গতি তাহা দেখান হইল। বাকী রহিল যাঁহারা শাস্ত্রীয় কোন কর্ম্ম করেন না শাস্ত্রীয় কোন আচার মানেন না যাঁহারা বিধি নিষেধ পালন করাকে শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে আটকান বলেন এই সমস্ত লোক স্বভাব বাদী—স্বেচ্ছাচারী। শাস্ত্রীয় গণ্ডীর মধ্যে ইঁহারা আসিতে চান না কিন্তু ইঁহারা ইঁহাদের অসংযত মনের খাম খেয়ালী কামনার গণ্ডীতে সর্ব্বদা আবদ্ধ।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।

স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ কঠ ২।২।৭

যেন যাদৃশং প্রতিষিদ্ধং বিহিতং বা কর্ম্ম ইহ জন্মনি কৃতং তদ্বশেন—তথা যথাশ্রুতং—যাদৃশং চ বিজ্ঞানমুপার্জ্জিতং তদনুরূপ শরীরং প্রতিপ দ্যন্তে **"যথা প্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ"** ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। নিজ নিজ জ্ঞান ও কর্ম্ম অনুসারে কেহ মানুষ হয় কেহ পশু হয় কেহ স্থাবর হয়।

মনুভগবান্ বলিতেছেন—

শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।

বাচিকৈঃ পক্ষিযোনিতাং মানসৈরন্ত্য জাতিতাম্॥

চক্ষু কর্ণ হস্ত পদাদির কুব্যবহারে চক্ষু কর্ণ হস্ত পদাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া মানুষ, বৃক্ষ লতাদি হইয়া যায়। বাক্য দ্বারা পাপ করিয়া করিয়া মানুষ বাক্ শক্তি হারাইয়া পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয় আর মনে মনে পাপ চিন্তা করিয়া করিয়া মানুষ মনের সমস্ত শক্তি হারাইয়া হীন জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

আরও পুণ্যৈ দেবত্বমাপ্নোতি পাপৈঃ স্থাবরতামিয়াৎ।

সমাভ্যাং পুণ্য পাপাভ্যাং মানুষ্য প্রাপ্নুয়ান্নরঃ॥ ২ সূতসংহিতা পৃঃ ১১৭

তৃতীয় মন্ত্রে সকাম কর্ম্ম ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিন্দা করিয়া ৪র্থ মন্ত্র হইতে শেষ পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব জ্ঞানীর অবস্থা, ব্রহ্মের স্বরূপ, বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাসনা প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভের উপাসনা, প্রার্থনা, মৃত্যু কালের কর্ত্তব্য এই সমস্ত বিষয় বলা হইয়াছে।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪॥

সরল মন্ত্রার্থঃ। কীদৃশং তৎ আত্মতত্ত্বং—কীদৃশঃ স আত্মা-যস্য আত্মনো হননাৎ-যস্যাজ্ঞানেন অবিদ্বাংসঃ সংসরন্তি, তৎবিপর্য্যয়েণ বিদ্বাংসো জনা মুচ্যন্তে তে নাত্মহনঃ? অনেজৎ ইতি। **অনেজৎ** ন এজৎ কম্পনং চলনং স্বাবস্থাপ্রচ্যুতিঃ তৎ বর্জ্জিতম্ সর্ব্বদৈকরূপম্—স্বতশ্চলনবর্জ্জিতং নিত্য-মুক্ত—স্বভাবকম্ অচলং সৎ পরং ব্রহ্ম **একং** অদ্বিতীয়ং সর্ব্বদা সর্ব্বভূতেষু একরূপং সত্যজ্ঞান স্বরূপকম্ দেহাদিভেদেন ভেদশূন্যম্। **মনসো জবীয়ঃ** অতিবেগবান্ বায়ুঃ প্রসিদ্ধঃ। ততো হি বেগবত্তরং মনঃ। ততোঽপি অতিবেগবত্তরং আত্মতত্ত্বং। মনসোঽন্তঃ-করণস্য সঙ্কল্প বিকল্প লক্ষণস্যোপাধেরনুবর্ত্তনাৎ ইহ দেহস্থস্য মনসো ব্রহ্মলোকাদি দূরগমনং সঙ্কল্পেন ক্ষণমাত্রাৎ ভবতীত্যতো মনসো জবিষ্ঠত্বং লোকে প্রসিদ্ধম্। তস্মিন্ মনসি ব্রহ্মলোকাদীন্ দ্রুতং গচ্ছতি সতি প্রথমং প্রাপ্ত ইবাত্ম-চৈতন্যাবভাসো গৃহ্যতে অতো মনসো জবীয়ঃ **অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতেতিশ্রুতেঃ** যতো মনসঃ পূর্ব্বং প্রথমং **অর্ষৎ** অগচ্ছৎ খবগতো যস্মাৎ জবনাৎ মনসোঽপি পূর্ব্বমেব গতম্ ব্যোমবৎ ব্যাপিত্বাৎ অতঃ **দেবাঃ** দ্যোতনাৎ দেবাঃ চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়াণি **এনৎ** এতৎ প্রকৃত আত্মতত্ত্বং আত্মস্বরূপম্ **ন** আপ্নুবন্ ন প্রাপ্তবন্তঃ ন বিষয়ীকুর্ব্বন্নিতি। আভাসমাত্রমপি আত্মনো নৈব দেবানাং বিষয়ীভবতি।

তৎ ব্রহ্ম, তৎ আত্মতত্ত্বং **তিষ্ঠৎ** গতিং অকুর্ব্বৎ সৎ ন গচ্ছৎ সৎ স্বয়ম্ অবিক্রিয়মেব সৎ ব্যাপকত্বেন সর্ব্বত্র স্থিতিমৎ সৎ স্বস্থানে স্থিতমপি **ধাবতঃ** দ্রুতং গচ্ছতঃ **অন্যান্** মন আদীন্ কালবায়্বাদীন্ বা **অত্যেতি** উল্লঙ্ঘ্যাগ্রে গচ্ছতি। **আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ** ইতি শ্রুতেঃ। **তস্মিন্** আত্মতত্ত্বে নিত্য চৈতন্য স্বভাবে ব্রহ্মণি সত্যপি **মাতরিশ্বা** মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ প্রাণঃ সর্ব্ব প্রাণভৃৎ ক্রিয়াত্মকঃ—যদা শ্রয়াণি কার্য্যকারণ জাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ, যৎ সূত্রসংজ্ঞকং সর্ব্বস্য জগতো বিধারয়িতৃ, স মাতরিশ্বা **অপঃ** কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি—অগ্ন্যাদিত্য পর্জ্জন্যাদীনাং জ্বলন-দহন-প্রকাশাভিবর্ষণাদি লক্ষণানি **দধাতি** বিভজতীত্যর্থঃ। ধারয়তীতি বা **"ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে"** ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।

ভূমিকা

চতুর্থ মন্ত্রমবতারয়তি।

যস্যাত্মনো হননাদবিদ্বাংসঃ সংসরন্তি তদ্বিপর্য্যয়েণ বিদ্বাংসো জনা মুচ্যন্তে তে নাঽত্মহন তৎ কীদৃশং আত্মতত্ত্বমিত্যুচ্যত—অনেজদিতি। [আচার্য্যঃ]

ইদানীং যম নিয়মবতাং মুমুক্ষুণাং যথাভূতং পরং ব্রহ্ম, আত্মত্বেনোপাস্যং তদাহ-অনেজদেকং উক্তং চ—

অহং ব্রহ্মাস্মি সংবুধ্য ইদং সর্ব্বঞ্চ মন্ময়ম্।
ময়ি বিদ্যা সমুদ্দিষ্টা বিমুক্তি গ্রন্থিবন্ধনী ইতি [উবটাচার্য্যঃ]
কীদৃশঃ তৎপরং তত্ত্বং পূর্ব্বমন্ত্রেণ কীর্ত্তিতম্।
তদর্থ প্রতিপত্ত্যর্থং চতুর্থোঽয়ং প্রবর্ত্ততে॥ [ব্রহ্মানন্দঃ]

ঈট্ শব্দার্থ মাহ-অনেজৎ [শঙ্করানন্দঃ]

কীদৃশং স আত্মা যস্যাজ্ঞানেন জনাঃ সংসরন্তীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ অনেজদেকং ইতি। অথবা যেন ঈশ্বরেণ সকলমাচ্ছাদিতং তস্য স্বরূপমাহ। যদ্বা অনুভব সাধনং প্রদর্শ্যোপক্রান্তমাত্মস্বরূপমুপসংহরতি। অথবা অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং নিষ্কাম কর্ম্মণঃ শ্রবণাধিকারসাধনত্বং প্রদর্শ্য শ্রোতব্য-মাত্মতত্ত্বমুপদিশতি—অনেজদিতি। [রামচন্দ্রঃ] তর্হি তৎকীদৃশমাত্মতত্ত্বমিতি তদাহ-অনেজদিতি। [আনন্দভট্টঃ]

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং, তমেবং বিদ্বানমৃত ইহা ভবতি নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তীত্যাদি শ্রুতিভির্ব্রহ্মজ্ঞানমেব মোক্ষসাধন-মিত্যুক্তম্। তদ্ব্রহ্ম কিম্বিধমিত্যত আহ—অনেজদিতি [অনন্তাচার্য্যঃ]

যমাত্মানং ঘ্নন্তীবাজ্ঞানাত্তস্য স্বরূপ মাহ—অনেজদিতি [ভাস্করানন্দঃ]

পূর্ণজ্ঞানিনো জীবন্মুক্তভাবং পূর্ণাজ্ঞানিনো জায়স্বম্রিয়স্বোপলক্ষিতমন্ধতামিস্র-ভাবঞ্চ দর্শয়িত্বা চিদ্রূপিণো ব্রহ্মণঃ স্বরূপতটস্থাবস্থয়োর্নির্গুণ সগুণ ভাবদ্বয়ং দর্শয়তি অনেজদিতি। [সত্যানন্দঃ]

অনেজৎ

ন এজৎ। এজৃ কম্পনে। কম্পনং চলনং স্বাবস্থাপ্রচ্যুতিস্তদ্বর্জ্জিতং সর্ব্ব-দৈকরূপমিত্যর্থঃ [শঙ্করাচার্য্যঃ]

ত্রিষ্টুব্যাদনেজদচলত্তমস্তি [উবটাচার্য্যঃ]

অনেজৎ পরমং তত্ত্বং স্বতশ্চলনবর্জ্জিতম্।
এজৃ কম্পন ইতি চ ধাত্বর্থোঽপি তথাবিধঃ॥
অচলং সৎ পরং ব্রহ্ম নিত্যমুক্তস্বভাবকম্। [ব্রহ্মানন্দঃ]

অনেজৎ—কম্পনং অকুর্ব্বৎ। অনেন বায়ুপ্রাণৌ নিরাকৃতৌ [শঙ্করানন্দঃ]

নৈজতি চলতি তৎ অনেজৎ। স্বাবস্থাপ্রচ্যুতিশ্চলনং তদ্বর্জ্জিতম্। অনেন বাল্যাদীনাং জাগ্রদাদীনাং চাভাবঃ। বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা স্বাত্মানং প্রকটীকরোতীতি ভগবৎপাদৈরুক্তত্বাৎ। [রামচন্দ্রপণ্ডিতঃ]

অনেজৎ এজ্ কম্পনে। অকম্পমানং নিশ্চলমবস্থান্তরবিবর্জ্জিতং নির্গুণম্। [সত্যানন্দঃ]

একং

তচ্চৈকং সর্ব্বভূতেষু। [আচার্য্যঃ]

একমেবাদ্বিতীয়ঞ্চ সত্যজ্ঞানস্বরূপকম্ [ব্রহ্মানন্দঃ] একং দেহাদিভেদেন ভেদশূন্যম্ [শঙ্করানন্দঃ] একং অদ্বিতীয়ং। **একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি** শ্রুতেঃ।

অথবা একং সর্ব্বদৈকরূপং বৃদ্ধি-অপক্ষয়-বিপরিণাম শূন্যং [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ] একং সম-অধিকরহিতম্। **ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে** ইতি শ্বেতাশ্বতরোক্তেঃ। যদ্বা সর্ব্বভূতেষু বিজ্ঞানঘনরূপেণৈকম্।

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—

ইতি শ্রুতেঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

একং সর্ব্বদা সর্ব্বভূতেষ্বেকরূপং [সত্যানন্দঃ] একং সদৈকরসম্ [ভাস্করানন্দঃ] **মনসোজবীয়ঃ** অবিক্রিয়মেকং চেৎ আত্মতত্ত্বং কথং তর্হি কেচন স্বর্গগামিণঃ কেচন নরকগামিণ ইতি সাংসারিক ব্যবস্থা স্যাৎ ইতি চেৎ মন উপাধি নিবন্ধনেত্যভিপ্রেত্যাহ-মনস ইত্যাদিনা। মনসঃ সঙ্কল্পাদি লক্ষণাজ্জবীয়ো জববত্তরম্ কথং বিরুদ্ধমুচ্যতে ধ্রুবং নিশ্চলমিদং মনসো জবীয় ইতি চ? নৈষ দোষঃ। নিরুপাধ্যুপাধিমত্ত্বেনোপপত্তেঃ—উপাধেরনুবর্ত্তনাৎ ইত্যর্থঃ তত্র নিরুপাধিকেন স্বেন রূপেণোচ্যতেঽনেজদেকমিতি। মনসোঽন্তঃকরণস্য সঙ্কল্প বিকল্প লক্ষণস্যোপাধেরনুবর্ত্তনাদিহ দেহস্থস্য মনসো ব্রহ্মলোকাদিদূরগমনং সঙ্কল্পেন ক্ষণমাত্রাৎ ভবতীত্যতো মনসো জবিষ্ঠত্বং লোকে প্রসিদ্ধম্। তস্মিন্ মনসি ব্রহ্মলোকাদীন্ দ্রুতং গচ্ছতি সতি প্রথমং প্রাপ্ত ইবাত্ম চৈতন্যাবভাসো গৃহ্যতেঽতো মনসো জবীয় ইত্যাহ। [আচার্য্যঃ]

জনস্তাবৎ শীঘ্রং ভবতি ততোঽপি শীঘ্রতরং প্রসবদানেন কারণভূতত্বাৎ। [উবটাচার্য্যঃ]

সঙ্কল্পলক্ষণাচ্চাঞ্চল্যান্ মনসো বেগবত্তরম্ । [ব্রহ্মানন্দঃ] মনসো জবীয়ঃ সঙ্কল্পলক্ষণাৎ অতিচঞ্চলাৎ মনসোঽপি জবীয়ো বেগবত্তরম্। **অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতেতি** শ্রুতেঃ [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

তত্র যথা নিরুপাধিস্বরূপেণোচ্যতে অনেজদেকমিতি তথা সোপাধিস্বরূপেণোচ্যতে মনসো জবীয় ইতি। মনসো জবেনান্তঃকরণস্য সঙ্কল্পাদিলক্ষণস্যোপাধেরনুবর্ত্তমানাৎ তত্র প্রবৃত্তিশ্চ ব্যর্থং পুরতঃ পুরতশ্চাঽঽত্মতত্ত্বং প্রকাশত ইতি জ্যোতির্ব্রাহ্মণে প্রসিদ্ধম্। ইহৈব দেহস্থস্য মনসো ব্রহ্মলোকাদিদূরসঙ্কল্পনং নানা গমনং ক্ষণমাত্রাৎ ইত্যতো মনসো জবিষ্ঠত্বং লোকে প্রসিদ্ধম্। তস্মিন্ মনসি ব্রহ্মলোকাৎ বিদূরং গচ্ছতি প্রথমং প্রাপ্ত ইব আত্ম চৈতন্যাভ্যাসো গৃহ্যতে। [আনন্দ ভট্টঃ]

মনসো জবীয়ো মনোহি বেগবৎ প্রসিদ্ধং ততোঽপি জবীয়ো বেগবত্তরং। জবোঽস্যাস্তীতি জববৎ অত্যন্তং জববৎ ইতি জবীয়ঃ। দেহস্থস্য মনসো দূরস্থ ব্রহ্মলোকাদি সঙ্কল্পনং ক্ষণমাত্রাৎ ভবতি ইতি মনসো বেগবত্তরত্বং তস্যাপ্যগম্যত্বাৎ ব্রহ্ম মনসো জবীয় ইত্যুপপদ্যতে। [অনন্তাচার্য্যঃ]

বস্তুত একমচলম্ অপি অন্তঃকরণোপাধিবশাৎ সর্ব্বাধিক বেগিত্বেন প্রসিদ্ধাৎ মনসঃ জবীয়ঃ অধিক বেগবৎ যত্র কুত্রাপি গচ্ছেদেব সঙ্কল্পাত্মকং মনো ভাসকাত্মনা হৃদ্গতো গৃহ্যতে যতোঽত ইতি ভাবঃ [ভাস্করানন্দঃ]

নিরুপাধি স্বরূপেণোচ্যতে অনেজদেক মিতি। শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বরূপে নির্গুণ ব্রহ্মণি ন কোঽপি ভেদঃ সম্ভবতি স্বগতঃ স্বজাতীয়ো বিজাতীয়ো বা। যদা তু তস্মিন্ গুণসম্বন্ধঃ প্রকটীভবতি, তদা অচিন্ত্য-অনন্ত শক্তি সম্পন্নে পরমেশ্বরে স্বগত ভেদা উপজায়ন্তে তটস্থ লক্ষণাঃ। তদুচ্যতে মনসো জবীয় ইতি। মনসো মন-উপলক্ষিতান্তঃ করণাৎ জববত্তরং সাতিশয়েন চঞ্চলং পরিবর্ত্তনশীলঞ্চ। মন এব জগৎ পদার্থেষু চঞ্চলতমং মুহুর্মুহু বিভিন্নবৃত্তিরূপ ধারণাৎ। ব্রহ্মতু মায়ারূপং স্বীকৃত্য আত্মনি সিসৃক্ষা-ক্ষোভ মুৎপাদ্য তৎক্ষোভময়ং নিরন্তর পরিবর্ত্তন শীলং জগৎসৃজতি।

সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তৈত্তিরীয় ২।৬ "**আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎকিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা।** ঐতেরেয় ১।১ "**এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ু র্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য**

স্মাবিশন্তি" মুণ্ডক ২।১।৩ ইত্যাদি বহুতর শ্রুতি বাক্যেষু সোপাধিকস্য ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিকর্তৃত্বং দ্রষ্টব্য-রূপত্বঞ্চ উপদিষ্টে সৃষ্টিকর্তৃত্বাৎ দ্রষ্টব্যরূপত্বাচ্চ সোপাধিক ব্রহ্ম মনসোঽপি জবত্তরং। মনো যদ্যদ্ বৃত্তিরূপং গৃহ্লাতি ব্রহ্মাগ্রে, তদ্তদ্ বৃত্তিরূপেণ আত্মানং সৃজতি মনসঃ সংস্কারানুসারেণ কর্মফল ভোগ সম্পাদনার্থং। [সত্যানন্দঃ]

নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বম্ অর্ষৎ এনৎ দেবাঃ ন আপ্নুবন্।

যতো মনসঃ পূর্ব্বম্ প্রথমম্ অর্ষৎ অগচ্ছৎ অতঃ দেবাঃ ইন্দ্রিয়াণি এনৎ আত্মস্বরূপম্ নাপ্নুবন্ ন প্রাপ্নুবন্। [ভাস্করানন্দঃ]

নৈনদ্দেবা দ্যোতনাৎ দেবাশ্চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়ানি অপি এতৎ প্রকৃতমাত্মতত্ত্বং নাপ্নুবন্ ন প্রাপ্তবন্তঃ। তেভ্যো মনো জবীয়ো মনোব্যাপার ব্যবহিতত্বাৎ— আভাসমাত্রমপি আত্মনো নৈব দেবানাং বিষয়ী ভবতি—চক্ষুরাদি প্রবৃত্তেঃ মনোব্যাপার পূর্ব্বকত্বাৎ তদ্বিষয়ত্বে চক্ষুরাদি বিষয়ত্বমপি আত্মনো ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। মনসো বা কথং ন বিষয় আত্মা ইত্যত আহ—যস্মাৎ জবনাৎ মনসোঽপি পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বমেব গতম্। ব্যোমবৎব্যাপিত্বাৎ। যথা মনস্থং পরিমাণং মনসো ন বিষয়ঃ অত্যন্ত অব্যবধানাৎ তথা আত্মা অপি অত্যন্ত অব্যবধানাৎ মনসো ন বিষয়ঃ। তৎ ব্যাপকত্বাচ্চ ইত্যর্থঃ। [আচার্য্যঃ—আনন্দগিরিঃ]

নৈনৎ ব্রহ্ম—দেবা দ্যোতনাৎ দেবা-ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণা আপ্নুবন্। তেষাং রজস্তমোমালিন্যাৎ। শ্রুত্যন্তরেঽপ্যুক্তং—"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা" ইতি শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯ কাঠকেঽপি "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্" ইতি কঠ ২।১।১ পূর্ব্ব—মর্ষৎ মনস ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ব্যাপারেভ্যঃ প্রাগেব গচ্ছৎ তদর্থমাত্মানং সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োজয়ৎ। উক্তঞ্চ কাঠকে—"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন" ইতি ২।২।৮

যদ্বা যতো ব্রহ্মৈব মন ইন্দ্রিয়ানি সর্ব্ব ব্যাপারেষু প্রেরয়তি ততস্তেভ্যঃ পূর্ব্বমর্ষৎ গতং প্রেরকস্য প্রাক্ ক্রিয়াবত্বাৎ। "তলবকার শ্রুতৌ কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি" ১।১ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ কেন ১।২

ইত্যাদি বাক্যানি ব্রহ্মণঃ সর্ব্ব সংবেদনানাং মূল স্বরূপত্বং প্রতিপাদয়ন্তি। শ্রুত্যন্ত-রেঽপি "**এষ হি দ্রষ্টা স্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে**" ইতি প্রশ্ন ৪।৯ [সত্যানন্দঃ]।

নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্—ন চ এতৎ তত্ত্বং দেবা অপি প্রাপ্তুং শক্তাঃ সূক্ষ্মত্বাৎ। পূর্ব্ব-মর্শৎ। রিশতি হিংসাকর্ম্মা পূর্ব্বং পূর্ব্বমপি বিদ্যমানং সদর্শদ্রিশতীতি রিশন্নরিশ-দর্শৎ। ধাতোরিকারলোপশ্ছান্দসঃ। ইকার লোপে কৃতেঽর্শস্তবত্যাবিন-শ্যাদাদ্যন্তেঽনাদি নিধনমিত্যর্থ [উবটাচার্য্যঃ]।

ন এনৎ এতৎ ঈশ্বর স্বরূপং দেবাশ্চক্ষুরাদয়ঃ আপ্নুবন্নধিগতবন্তো মনসেন্দ্রি-য়ৈশ্চানাপ্যত্বেন। পরিচ্ছেদ শব্দাং প্রাপ্তাঃ বারয়তি—পূর্ব্বং প্রথমং অর্শৎ গতবৎ সর্ব্বতো গতমিত্যর্থঃ [শঙ্করানন্দঃ]

কিঞ্চ দেবা ব্রহ্মাদ্যা অপি এনৎ ব্রহ্ম ন আপ্নুবন্ কাৎস্ন্যেন অজানন। দেবা দ্যোতমানাঃ চক্ষুরাদয়োঽপ্যেনন্নাহপ্নুবন্নগোচরী কুর্ব্বন্নীতি কেচিৎ।

তত্তু মনোগম্যত্বাদেবাপীহ স্থিতম্। পূর্ব্বং সর্ব্ব জগৎকারণম্। **যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে** ইতিশ্রুতেঃ। অর্ষৎ ঋষ গতৌ—অর্ষতি ইতি অর্ষৎ জ্ঞান স্বরূপং **সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি** শ্রুতেঃ। [অনন্তাচার্য্যঃ]

তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তিষ্ঠৎ তৎ ধাবতঃ অন্যান্ অত্যেতি।

সর্ব্বব্যাপি তৎ আত্মতত্ত্বং সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং স্বেন নিরুপাধিকেন স্বরূপেণ অবিক্রিয়মেব সৎ উপাধিকৃতাঃ সর্ব্বাঃ সংসারবিক্রিয়া অনুভবতি ইব অবিবেকিনাং মূঢ়ানাং অনেকমিব চ প্রতিদেহং প্রতি অবভাসত ইত্যেতদাহ—তদ্ধাবতো দ্রুতং গচ্ছতো অন্যান্ আত্মবিলক্ষণান্ মনো-বাক্-ইন্দ্রিয় প্রভৃতীন্ অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতীব। ইবার্থং স্বয়মেব দর্শয়তি-তিষ্ঠদিতি। স্বয়মবিক্রিয়-মেব সদ ইত্যর্থঃ [আচার্য্যঃ] উক্তমেব বদতি বৈশদ্যায়—তিষ্ঠৎ ন গচ্ছৎ সৎ তৎ আত্মতত্ত্বম্ ধাবত। অন্যান্ মন-আদীন্ অত্যেতি উল্লঙ্ঘ্যাগ্রে গচ্ছতি [ভাস্করানন্দঃ]

ব্রহ্মণঃ সগুণনির্গুণ ভেদেন বিরুদ্ধধর্ম্মিত্বং প্রস্ফুটয়িতুং পুনরাহ—তদিতি। তদ্ব্রহ্ম ধাবতঃ ক্রিয়াবতঃ অন্যান্ মন ইন্দ্রিয়াদীন্ অত্যেতি অতিক্রিম্য গচ্ছেতি। এবং সগুণভাবমুক্ত্বা নির্গুণ-ভাবমুচ্যতে তিষ্ঠৎ অচলৎ নিষ্ক্রিয়ং অবিকারী ব্রহ্মতত্ত্বম্। অদ্বয়স্য ব্রহ্মণশ্চিন্মাত্র স্বরূপত্বাৎ ন বস্তুত্বম্ স্বরূপপ্রাপ্তি সম্ভবতি। পরন্তু তস্য অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ সৃষ্টৌ মায়ারূপেণাবির্ভাবঃ স্যাৎ। সা ব্রহ্মময়ী চিদ্রূপিণী মায়া-নাদি-কর্ম্ম-সংস্কারান্ সত্বরজস্তমোগুণভাবেন আত্মনি ধ্রিয়তে। ততঃ সা চিন্ময়ী

…প্যপি গুণময়ী। গুণাশ্চ চিৎশক্তিরেব দ্বিতীয়তত্ত্বা ভাবাৎ। পূর্ণচিন্ময়ং ব্রহ্মে-…ন্ত্রিগুণাত্মিকা মায়ারূপেণ জগৎস্রষ্টা তস্মিন্-জীবভাবং প্রপন্নতে জগল্লীলা সিদ্ধয়ে। "…ই **সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"** তৈত্তিরীয় ২।৬ **অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"** তৈত্তিরীয় ২।৭ ইত্যাদিশ্রুতিবাক্যেভ্যঃ। [সত্যানন্দঃ]

তদ্ধাবতস্তদঃ স্থানে সদা স্থিতিকেন্দ্রত্বাৎ। যচ্চ ধাবতোঽন্যান্ পুরুষাদীন্ অত্যেতি অতিক্রম্য গচ্ছতি তথা তিষ্ঠৎ সর্ব্বব্যাপিত্বং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বশক্তিত্বং অনেন ব্যাখ্যায়তে। [উবটাচার্য্যঃ]

তদ্ধাবতোঽন্যান্ বেগেন সর্ব্বান্ ব্যাপেন তিষ্ঠতি।

তস্মিন্ তিষ্ঠতি পূর্ণেঽস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি কেবলে॥ [ব্রহ্মানন্দঃ]

তৎব্রহ্ম তিষ্ঠৎ ব্যাপকত্বেন সর্ব্বত্রস্থিতিমৎ সৎ ধাবতো দ্রুতং গচ্ছতো অন্যান্ কালবায়্বাদীন্ অত্যেতি অতিক্রম্য গচ্ছতীব তেষাং গত্যাঽপ্রাপ্যমিত্যর্থঃ। **"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"** ইতিশ্রুতেঃ [রামচন্দ্রঃ]

তদ্ যৎ প্রসিদ্ধমাত্মতত্ত্বং তদ্ধাবতো দ্রুতং গচ্ছতো অন্যান্ মনোবাগিন্দ্রিয়প্রভৃতীন্ আত্মবিলক্ষণান্ অত্যেতি অতীত্যগচ্ছতীব। ইব অর্থং স্বয়মেব দর্শয়তি-তিষ্ঠদিতি। তিষ্ঠৎ স্বয়ং সৎ ইত্যর্থঃ। [আনন্দ ভট্টঃ]

কিঞ্চ লোকবিলক্ষণং লক্ষণান্তরমাহ—তিষ্ঠদিতি। তিষ্ঠতীতি তিষ্ঠৎ স্বস্থানে স্থিতমপি সর্ব্বগতত্বাৎ ধাবতো দ্রুতং গচ্ছতো অন্যান্ মন আদীন্ অত্যেতি অতিক্রম্য তিষ্ঠতি অচিন্ত্য-শক্তিকম্ ইত্যর্থঃ [অনন্তাচার্য্যঃ]

তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি—তস্মিন্ মাতরিশ্বা অপঃ দধাতি—

তস্মিন্ আত্মতত্ত্বে সতি নিত্যচৈতন্যস্বভাবে মাতরিশ্বা মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ সর্ব্বপ্রাণভৃৎ ক্রিয়াত্মকো যদাশ্রয়াণি কার্য্যকারণজাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ যৎসূত্রসংজ্ঞকং সর্ব্বস্য জগতো বিধারয়িতৃ স মাতরিশ্বা। অপঃ কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টা লক্ষণানি। অগ্ন্যাদিত্য পর্জ্জন্যাদীনাং জ্বলন-দহন-প্রকাশাভিবর্ষাদিলক্ষণানি দধাতি বিভজতি ইত্যর্থঃ। ধারয়তীতি বা। **"ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে"** ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। সর্ব্বা হি কার্য্যকারণাদিবিক্রিয়া নিত্য চৈতন্যাত্মস্বরূপে সর্ব্বাস্পদভূতে সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ॥৪॥ [আচার্য্যঃ]

মন আদি প্রবৃত্তিরপি চিদাভাস সত্ত্বয়েবেত্যাহ মাতরিশ্বা বায়ুঃ প্রাণঃ তস্মিন্ আত্মতত্ত্বে সত্যেব অপঃ স্বচেষ্টাহেতু জলানি দধাতি গৃহ্নাতি অদ্ভির্বিনা ম্রিয়মানাঃ প্রাণাঃ প্রাণ চেষ্টা চ মন আদি চেষ্টাহেতু রিতি ভাবঃ॥৪॥ [ভাস্করানন্দঃ]

উৎসব।

—:*:—



আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৭শ বর্ষ } সন ১৩২৯ সাল, আষাঢ়। { ৩য় সংখ্যা।

"হিন্দুর ষড়্দর্শন" "কর্ম্মানুসারে জীবের গতি" "ভোগ ও ত্যাগ" প্রভৃতি
গ্রন্থপ্রণেতা কর্ত্তৃক রচিত।

শ্রীশ্রী৺ রথযাত্রা।

গীত।

রাগিণী—বসন্ত।

জগন্নাথ, প্রাণারাম, ভকত-হৃদি-বিহারী।
মধুর মোহন, নব ঘন শ্যাম, করম-বন্ধন-বাধা॥
চলিছেন রথে আনন্দ বিথারি,
অবতরি রাম সুভদ্রা শ্রীহরি,
লীলা-ছলে কৃপা, ভকতে বিতরি
ভব-ভয়-দুখ-হারী॥

রথচক্র ঘোরে প্রণব উদ্গারে
প্রেম-রজ্জু পড়ি ভুবন-মাঝারে
প্রেম-ময় চলে, প্রেম-আগারে
বাসনা-পূরণ-কারী॥

লয়ে অভিমান, রথে দিলে টান,
চক্র নাহি চলে, বুঝিয়া সন্ধান,
শরণাগত, ব্যাকুল পরাণ,
হেরি ধায় বংশীধারী॥

ব্রহ্ম সনাতন, স্বরূপেতে রাজি
অবতার-আত্মা-বিশ্বরূপ সাজি
রহিয়ে নির্গুণ, স্বগুণে বিরাজি
সমকালে লীলাকারী ॥

রজ্জুর পরশে, রথের চলনে,
শুভক্ষণে আজি, হেরিলে বামনে,
জনম-বারণ, হবে সেই ক্ষণে,
পাপ-তাপ-নাশ-কারী ॥

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী ।

আপনি—আপনি আনন্দ ।

(১)

মানুষকে সুখী করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক লোকে বলে, সবই দিয়াছে। লোকে দেখে আমার কোন কিছুরই অভাব নাই। আমরা বড় মানুষ—কত লোক আমাদের বাড়ীতে আসে—কত লোক আমার সঙ্গে কথা কহিতে চায়—কত রকমের কথা কয়—হরি! হরি! এ সবে ত আমার মন উঠে না। কারও সঙ্গে আমার মিশিতে ইচ্ছা হয় না। লোকের কত রকমের কথা—"অব সব বিষসম লাগই"—কত আদরের কথা—সব যেন বিষের সমান লাগে। তবু শুনিতে হয়—কি করিব—আমার আত্মীয় যাঁহারা তাঁহারা সব লোক জন পাঠান—কথা শুনিতেও হয় কিন্তু—আমার শোনা—সে আর কি বলিব—"রোগী যেন নিমখায় মুদিয়া নয়ন"। পিত্রালয়ে সব আছে- কিছুরই অভাব নাই। শ্বশুর বাড়ীতে ও ধন দৌলতের অভাব নাই—কিন্তু আমার বলিতে কেহই নাই। দাস দাসীর অভাব নাই, গাড়ী ঘোড়ার অভাব নাই, ঘর বাড়ী সব সাজান কিন্তু আমার বলিতে ত কেহ নাই। খুব নির্জ্জন পাই এখানে। একটি ঘরে একা থাকি—আর আমার সর্ব্বস্ব আমার দয়িত, আমার ঈপ্সিত—আমার নয়নাভিরাম, আমার সততাভিরাম একখানি পটের ছবি আমার সঙ্গী। সেই যে আমার মত "অব সব বিষসম লাগই" যাঁর হইয়াছিল—সেই যে আমার মত

"আর কিছু ভাল লাগেনা" যাঁর হইয়াছিল সেই তিনি—তাঁকে করুণা নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, দয়ামান দীর্ঘ নয়নে কত আদর জানাইয়া, সুন্দর আশ্বাসপ্রদ দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ তুলিয়া সেই যে আমার মত কাতর কে, আমার মত দুঃখীকে, আমা অপেক্ষা বুঝি দুঃখ সংবিগ্ন মানস যিনি তাঁহাকে যিনি উপদেশ করিতেছেন—যাঁহার উপদেশের "বই খানি" আমার নিত্যসঙ্গী—ভাল করিয়া তার উপদেশ কিছুই বুঝিনা, সেই দেব ভাষায় প্রকাশিত ভাবের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিনা তবুও পড়ি, তবুও পড়িয়া পড়িয়া যেন কেমন হইয়া যাই—সে বুঝি শুনিতে আসে তাই বুঝি অমন হইয়া যাই—সেই পটের ছবি আর আমি—আমি তারিরি সঙ্গে একা থাকি। যখন যা ইচ্ছা হয় তাই করি, কত ফুল আনাই—আনিয়া মালা গাঁথি কত রকম করে সাজাই—আবার সাজ খুলিয়া নূতন করিয়া সাজাই, কত চামর দুলাই, কত পাখা করি কত রকমে ঘর পরিষ্কার করি, সে যে বড় পরিষ্কার ভালবাসে, ঘরে কত ধূপ দি, ধূনা দি সে যে খারাপ গন্ধ আদৌ সহিতে পারে না : খুব গরমের সময় সুন্দর করিয়া তার ঘাম মুছাইয়া দি, সুন্দর করিয়া, সুগন্ধী চামর দুলাই—আমি একা আমার ঘরে এই সব করি। আমার লোক জনের অভাব নাই তবু তার জন্য কত কি খাবার প্রস্তুত করি—নিজে স্বহস্তে করি—কোন লোক দিয়া কিছু প্রস্তুত করিয়া তাকে খাওয়াইতে পারি না—অন্য কেহ যে তার জন্য কিছু করিবে তা সহিতেই পারিনা, সব নিজে করি—তাহার ভোগ আনিয়া ঠাঁই করিয়া তারে খাওয়াইতে বসাই আর নিজে তার কাছে বসিয়া বসিয়া পাখা করি। সন্ধ্যায় নিঃশব্দে আরতি করি—কত রকমের ফল আরও কত কি ভাবে খাওয়াই শেষে দুবেলাই তার ভুক্তান্নের অবশিষ্ট যা থাকে তাই প্রসাদ পাই—সে আর আমি একাই থাকি। কি করি না করি কেউ জানেনা কাকেও জানিতে দিই না। কিন্তু কারে ও না বলিলে যেন আমার হয় না তাই দুই তিনটি অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে তাদের সময়ে সময়ে ডাকিয়া আনি—আর তাদের কাছে বলি—তারা আমায় বড় ভালবাসে—তারা আমার তার কথা শুনিতে বড় ভাল বাসে—তারাও তাদের ঘরে আমার মত একাই থাকে তাই তারা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই ভাবে দিনের পর দিন যায়—বাড়ীতে যে অন্য লোক থাকে না তা নয়—সময়ে সময়ে যে তর্জ্জন গর্জ্জন উঠেনা তা নয়—"ননদিনী জম্বুকী বোলে" যে হয় না তাও নয়, আমি তখন "ব্যাঘ্রীমিব পুরঃস্থিতাম্" হইয়া চকিত হরিণী নেত্রে তার দিকে চাই আর তার হাসি দেখিয়া সব ভুলিয়া যাই, তর্জ্জন গর্জ্জন কি যেন কি শব্দ করে বুঝিয়াও বুঝিনা

কিছু দেখিয়াও দেখিনা—আমি তখন ও বুঝি তাঁকে লইয়া একা হইয়া যাই।

আচ্ছা—এই কি আমার আপনি আপনি আনন্দ? আচ্ছা—যদি পটের ছবি খানি কেহ কাড়িয়া লয়, আর চামর খানিও আর না দেয়—ঘরটিও যদি বেদখল করিয়া দেয় তখন আমি কি করিব? কি করিয়া বাঁচিব? তোমাদের জিজ্ঞাসা করি ব'লে দাওনা তখন কি করিব? কে আমার আছে যে বলিবে? "তোমাদের" বলিয়া যে বলিয়া ফেলিলাম এটা বুঝি পূর্ব্ব অভ্যাসে ভুলিয়া বলিলাম। "তোমাদের বলিতে ত আমার কেহ নাই। আমি যার সঙ্গে একা তারেই জিজ্ঞাসা করি—বলনা আমি তখন কি করিব?

আহা আমায় কত ভালবাসে! তখনই হাসিতে হাসিতে কত সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিল আমার আবার ভাবনা! আর কি সেই হাসি! সেই হাসিতেই তার ভাব সে প্রকাশ করিল। আর ও কত কি বলিয়া দিল—তাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। তুমি বলনা—বলিব কি?

তুমি বলিতেছ বলিতে—বলি তবে। একটি কথায় সে বলিল বাহিরে যা কর সেটা ভিতরেই করা। বাহির ছাড়াইতে লোকে পারে কিন্তু ভিতর ছাড়াইতে কে পারে? যেখানে সেখানে মনে মনে সব করিবে আর আপনি আপনি আনন্দ পাইবে। তার পর জ্ঞানের কত কথা কত লোক শোনান—কিন্তু সে অবস্থা ত আমার হয় না। আমার "কর্ম্ম" বড় ভাল লাগে—আমার "কর্ম্ম" সব তার জন্য করিতেই ইচ্ছা করে। আমি রস পাই কর্ম্ম করিবার সময়—যখন তার কাছে ছুটে যাই আর জিজ্ঞাসা করি—কর্ম্ম কি করিব? কথা কহিবার সময় ও তারে জিজ্ঞাসা করি—এরা যে আসিল আমি কথা কব কি? আবার যখন কত কি ভাবনা উঠে—সঙ্কল্প বিকল্প ফুট্ ফাট্ করিয়া শান্ত মনে ফুটিয়া উঠিয়া কি যেন কি করে, তখন ও অবাক হইয়া তারে জিজ্ঞাসা করি—এ সব কি গো!—যখন এই সব করি তখন আমি বড় সরস হইয়া যাই। তারে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করা, বা কিছু কথা কওয়া বা কিছু ভাবনা করা ইহাতেই আমার বড় সুখ। যখন তার কাছে ছুটে যেতে মনে থাকে না—তারে জানাইয়া করিতে মনে থাকেনা তখন বড় ধিক্কার হয় তখন ভারি ক্লেশ হয় তখন বড় কাতর হইয়া তার দিকে তাকাই আর সে হাসে আর যেন বলে কেমন? তখন আমি লজ্জা পাই। তার কিন্তু তা সহ্য হয় না। সে তখন আদর করে—আদর করিয়া বলিয়া

দেয় "আর ভুলিস্ নি"। আমি বলি—না গো—ভুলিতে যে একবারেই চাইনা—তবু ভুলি কেন—তুমি আমায় আর ভুলিতে দিওনা।

আচ্ছা! বলিয়া সে হাসে আর বলে আপনি আপনি আনন্দ লইয়াই থাক। আর যা কিছু তাহা আমি তোমার জন্য সব করিয়া দিব। শুধু আমাকে তোমার কার্য্যের ভার দিও—আমাকে তোমার কার্য্যে নিযুক্ত করিও। জপ পূজা প্রাণায়াম স্বাধ্যায় এই সব কাজেও আমাকে নিযুক্ত করিবে। তুমি চেষ্টা করিবে বটে কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে তোমার হইয়া সব করিয়া দিব। আমি যে তোমার পূর্ণতা। আমি যে তুমিই। শুধু তোমার মধ্যে একটা ক্ষুদ্রতা, একটা অজ্ঞান আছে সেইটা তোমাকে আমা হইতে পৃথক করিয়া রাখে তাই তুমি কষ্ট পাও। আমি তোমার অজ্ঞানের ক্লেশ, তোমার ক্ষুদ্র হওয়ার ক্লেশ আর রাখিব না। বুঝিতেছ তোমার পুরুষার্থ টাই আমি, সেইটি ধরিয়া আমি তোমায় আমার মতন করিয়া লইব। আমার সমান না হইলে তুমি আমার সঙ্গটি পাইবে কিরূপে? দেখনা গঙ্গা যখন হিমালয় হইতে বাহির হইয়া সাগরের পানে ছুটেন—তখন আপনার ক্ষুদ্র দেহটাকে ক্রমে ক্রমে কত বিস্তৃত করেন। সাগর কত বড়। সাগরকে আলিঙ্গন করিতে হইলে হৃদয়টাকে বিশাল করিতে হয়। আরও দেখ তরঙ্গ কি জল হইতে পৃথক? সেই আনন্দ সাগরের তরঙ্গই হইতেছে সঙ্কল্প বিকল্প,কল্প, মন,জগৎ ইত্যাদি। সকলেরেই সেই ভাব আপনি আপনি আনন্দ পাইবে

বুঝিতেছ আপনি আপনি আনন্দ কি? চৈতন্য হইয়া চৈতন্য ভজা, হরি, হইয়া হরি বলা, শিব হইয়া শিবা ভজা, বিষ্ণু হইয়া বিষ্ণু পূজা করা, ব্রহ্ম হইয়া গায়ত্রী জপা এই সব আপনি আপনি আনন্দ লাভের জন্য।

যদি বল ব্রহ্মই যদি হইলাম তখন ত সব পাওয়া হইয়া গেল তখন আবার গায়ত্রী জপিব কি জন্য? হরিই যদি হইলাম তখন আবার হরি হরি করা কেন? শিবই যদি হইলাম তবে আর শিবা ভজিব কোন প্রয়োজনে? প্রয়োজন আছে। শাস্ত্রে শুনিয়া, গুরুমুখে শুনিয়া, যুক্তি বিচারে জানিয়া বুঝিলে তোমার স্বরূপই চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য; সবার স্বরূপই হরি, সবার স্বরূপই বিষ্ণু; জীবমাত্রেই স্বরূপে শিব; সকলেই সেই সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ইহাত শাস্ত্রে, গুরুমুখে, যুক্তিতে, বিচারে বুঝিলে, কিন্তু ইহাত বাস্তবিক হইতে পার নাই; যদি হইতে তবে ত "তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ" হইয়া যাইতে; তবেত দেহাভিমান থাকিত না, তবেত যে তোমার কথা শুনে তারে ভাললাগা, আর যে কথা শোনে না, তারে মন্দ লাগা—ইহা হইত

না ; তবেত সুন্দর দেখিয়া অনুরাগ লাগা আর কুৎসিৎ দেখিয়া দ্বেষ হওয়া হইত না ; তবে ত এটা মিষ্ট—এটা তিক্ত এ বোধ থাকিত না ; তবে ত এটা সুখ এটা দুঃখ, ইহা উষ্ণ ইহা শীতল বোধ থাকিত না। তবেই দেখ তুমি মূলে স্বরূপ হইয়াও স্থূলে বিরূপ হইয়া আছ ; মূলে শিব হইয়াও জীব ভাব ছাড়িতে পার নাই ; এই জন্যই না আপনি আপনির ভজন, আপনি আপনির কাছে শক্তি প্রার্থনা, আপনি আপনির জ্ঞান লাভে চেষ্টা. আপনি আপনির প্রসন্নতা লাভ জন্য কর্ম্মে, বাক্যে, ভাবনায় তাহাকে জানাইয়া সব করা। সেই জন্যই ত প্রার্থনা, উপাসনা, স্বাধ্যায়, বিচার। সবই ত আপনি আপনি হইবার জন্য। এখনও ত হও নাই, এখনও ত বিকার কাটে নাই। শুধু মুখে "সেই আমি" বলিলে কি হইবে ? সত্য সত্যই আপনি আপনি হইবার জন্যই আপনি আপনি আনন্দ লাভের জন্যই ধর্ম্মাচরণ আর ঈশ্বর ভজন। দুর্গা বল, অন্নপূর্ণা বল, জগদ্ধাত্রী বল, শিব বল, কালী বল, রাধাকৃষ্ণ বল আর সীতারাম বল—এই সবই সেই আপনি আপনি, সেই ভরিত চৈতন্য, সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সেই এক। সেইটীই ভালবাসার বস্তু সেই ভূমাই সুখস্বরূপ। সে ভিন্ন উপাসনা আর কাহারও হইতে পারে না। সেইত "প্রাণস্য প্রাণং মনসো মনোবা" সেইত "অনেজদেকং মনসো জবীয়ো" সেইত "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ" সেই যে "সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" তাকেই যে জগৎভাবে দেখা হইয়া যায়, সেই যে সব দেহ ধারণ করে, সেই যে সর্ব্বরূপে রূপ মিশাইয়ে আপনি নিরাকার—আহা আপনি আপনিই নিরতিশয় আনন্দ—এই আপনি আপনি আনন্দলাভের জন্যই ইষ্টকে আপনি আপনি বল নতুবা সুখ কোথায় ? এইটি বুঝিয়া যাহা করিতেছ করিয়া যাও সব হইবে।

আপনি আপনি আনন্দের সাধনা যিনি করেন তিনিই শেষে আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মতৃপ্ত হন। কোন কিছুর অপেক্ষা নাই, বাহিরের কোন কিছু প্রার্থনা নাই, শুধু আপনি আপনি থাকা এই হইতেছে যথার্থ সুখ, যথার্থ আনন্দ আর ইহাই হইতেছে যথার্থ বিশ্রান্তি, চিরশান্তি। আপনি—আপনিই যে একমাত্র সত্যবস্তু, একমাত্র ভূমা পদার্থ। সত্যই ত—আপনি আপনি যিনি তাঁর সঙ্গে যে আর কাহারও সঙ্গ হয় না। বল না সেই অসঙ্গ আত্মার সমান আর কিছু কি আছে যে তিনি তার সঙ্গে মিশিবেন। একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাক, দেখ মনের মধ্যে কত কি উঠে। এই গুলি ত সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্পই মানুষকে কষ্ট দেয়। এই সঙ্কল্পগুলি সেই সর্ব্বশক্তির উপরেই ভাসে—স্বভাবতঃ ভাসে। জলের তরঙ্গ

যেমন জল হইতে পৃথক নয় সেইরূপ শক্তি—সঙ্কল্পও সেই শক্তিমান্ হইতে পৃথক নহে।

আপনি আপনি যিনি তিনিই সংরূপ, স্ফুরণরূপ আর আনন্দরূপ। আত্মা স্ফুরণরূপেই এই বিস্তৃত বিচিত্র বিশ্ব। চিৎব্রহ্ম স্পন্দ ও অস্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট। স্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট যিনি তিনিই চেত্যতা বা বহির্মুখতা প্রাপ্ত হয়েন। ইহা স্বভাবতঃ হয়। চেত্যতা প্রাপ্ত হইলেই চিন্ময় আত্মা চিত্ত নাম ধারণ করেন। চিত্ত কিন্তু অহংকার ব্যাপ্ত। কাজেই আত্মা ও অহংকার যেন এক হইয়া যান। লৌহপিণ্ড অগ্নি সংযুক্ত হইয়া লাল হইয়া উঠিলে যেমন অগ্নি ও লৌহের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ হয়, অগ্নি ও লৌহের পার্থক্য লক্ষিত হয় না সেইরূপ চৈতন্য দীপ্ত চিত্তই যেন আত্মা হইয়া অহং অহং করেন। অহংকার ব্যাপ্ত চিত্ত তদধিষ্ঠান আত্মাকে অহংকার বিমূঢ় করিলেও আত্মার সংভাব—আত্মার সন্ময়ত্ব যাহা তাহা একরূপ থাকে। আত্মা অহং অহং করিয়া যে আপনাকে বহুরূপে ভাবনা করেন—ভাবনা করিয়া বহুরূপ ধারণ করেন ইহার কারণ হইতেছে এই। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বাসনা মনের মধ্যে বা চিত্তের মধ্যে আছে বলিয়া মন ঘটপটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দর্শন করে সেইরূপ বিচিত্র ব্যবহার চঞ্চলা বিচিত্রা শক্তি আত্মাতে আছে বলিয়াই—আপনি আপনিতে আছে বলিয়াই আত্মাতে নানাত্ব ভাবনা উঠে—ভাবনা উঠিলে আত্মা বহুরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। জলে যেমন তরঙ্গ সেইরূপ ব্রহ্মেই এই বিশ্বাকার ব্রহ্ম বৃংহন। তাই বলিতেছিলাম চিন্ময় আত্মাকে চিত্ত অহংকার মত ভাবনা করিয়া এবং সন্ময় আত্মাকে অনাত্মা বা জড় রূপে ভাবনা করিয়া চিত্ত এই জড় ও অজড় ভেদ উৎপন্ন করে। ফলে এই সমস্তই কল্পনা মাত্র। চিত্তের অথবা চিত্তরূপী চিতের ভেদ বাসনারূপিণী শক্তি দ্বারাই জড় ও অজড় ভাবের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্ম সমুদ্রে থাকিয়াও—আপনি আপনি সমুদ্রে থাকিয়াও আমরা "আপনি আপনি নই" "আমরা ক্ষুদ্র" এইরূপ ভাবনা করিয়া জীব সকল ঘোর সংসারে মোহপ্রাপ্ত হইয়েছি। আপনি আপনি সমুদ্রের তরঙ্গ হইয়াও জীব দেহাত্ম ভাবনা রূপ মনন দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মের বীজ স্বরূপ হয়। ফলে সমস্তই আপনি আপনি নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। ভিতরে যে সঙ্কল্প উঠে তাহাই কর্ম্মবৃক্ষের বীজ। এই যে জগৎভরা উপল পংক্তির মত জড় শরীর সমূহ ইহারাই কখন একস্থানে পড়িয়া থাকে, কখন লাফালাফি করে, কখন কাঁদে, কখন হাসে। প্রস্তর খণ্ডের হাসি কান্না নাচন কোঁদন—এই জগৎ ভরা। পবনদেব যেমন স্পন্দন দ্বারা বৃক্ষ লতাদি কম্পিত করেন

সেইরূপ সঙ্কল্পই আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরকে কখন উল্লাসিত করিতেছে, কখন বিলীন করিতেছে, কখন ম্লান করিতেছে, কখন হাসাইতেছে। আপনি আপনি সমুদ্রের লহরীর লম্ফ ঝম্ফে জগৎ ভরা। এই সমুদ্রের লহরী মধ্যে কেহ স্থির, কেহ পুনঃ পুনঃ ধ্বংস শীল, কেহ দেবতা, কেহ নর। কৃমি, কীট, পতঙ্গ, সর্প, গো, মশক—ইহারাও সেই সমুদ্রের লহরী—ইহারা আপনি আপনি মহাসাগরে জলতরঙ্গবৎ স্ফুরিত হইতেছে। মনন নাম ধারিণী চিৎ সম্বিৎ এইরূপে সেই আপনি আপনি ব্রহ্ম সমুদ্র হইতে বিলোলা লহরীর মত উত্থিত হইয়া স্ফুরিত হইতেছে। সঙ্কল্প একবারে ছাড় আপনি আপনি হইয়া যাইবে—একেবারে ছাড়িতে না পার শুভ সঙ্কল্প লইয়া আপনি আপনির সাধনা কর তখন ক্রম অনুসারে সেই পরম পদই প্রাপ্ত হইবে।

তত্ত্ব কথা মাত্রই কঠিন। তথাপি বুঝিতে হইবে এই ইচ্ছা দৃঢ় করিলে—যেই করুণা করিয়া বুঝাইয়া দেয়। তার করুণা পাইবার জন্য তাকে কর্ম্মে স্মরণ করিতে হয়, বাক্যে স্মরণ করিতে হয় ভাবনায় স্মরণ করিতে হয়। সর্ব্বদা স্মরণে রাখা রূপ প্রবল পুরুষার্থ লইয়া থাকিলেই সে দয়া করে—করুণা করিয়া আপনি আপনি আনন্দে স্থিতি লাভ করাইয়া দেয়।

শেষের কথা—আপনি আপনি পথে যাইবার বিঘ্নও অনেক। প্রধান বিঘ্ন হৃদয়ের দুর্ব্বলতা। শ্রীভগবানকে যে আশ্রয় করিল সে তাঁহার নাম করিয়া করিয়া সকল বিঘ্ন দূর করিতে চেষ্টা করিবে। তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতেই তিনি আলস্য অনিচ্ছা দূর করিয়া দিবেন। আলস্য অনিচ্ছাই প্রধান শত্রু। কাম কামনাও প্রবল শত্রু। মরিবার ভয় রাখা উচিত নহে। ইহা অজ্ঞান। মৃত্যু বলিয়া কোন কিছু নাই। আপনি আপনি আত্মা যিনি তাঁর মৃত্যু নাই। চৈতন্য কখন মরেন না। দেহটা অত্যন্ত জড়। এটা ত মরিয়াই আছে। মড়া লইয়া সর্ব্বদাই চলিতে হয়। এটার মৃত্যুতে শোক করা উচিত নহে। একটু বিচার করিলেই শ্রীভগবান ইহা অনুভব করাইয়া দেন। শীত উষ্ণ সুখ-দুঃখ সহ্য করাই উচিত। ক্রমে ইহাও কোন বাধা দিতে পারে না। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম যখন বসিতে দেয় না তখন যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থায় যত দূর সম্ভব তাঁহার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা কর। ইহাতেই তিনি প্রসন্ন হইয়া বিঘ্ন দূর করিয়া দিবেন। ফলে যিনি আজ্ঞা পালনে সর্ব্বদা পুরুষার্থ করেন সর্ব্ব পুরুষার্থরূপী শ্রীগুরু, মন্ত্র, বা ইষ্ট দেবতা সর্ব্ব বিপদে তাঁহার সহায়। সর্ব্বদা স্মরণ রাখ "তবাস্মি" আর কোন ভয় নাই। ইতি

৺কাশীর পথে দুইটি দৃশ্য।

হিন্দু বিধবা—ও মাড়োয়ারী বধূ।

৺কাশী আসিব ট্রেণে উঠিলাম। সঙ্গে শ্রীশ্রীগুরুদেব ও আমরা তিন জন। ট্রেণে সেদিন অত্যন্ত ভীড়, যাই হোক আমার বড়দাদা কোনরূপে ইণ্টার ক্লাসে একটু স্থান করাইয়া বসাইয়া দিয়া গেলেন।

সেই কামরাটিতে পাঁচ জন মেম সাহেব ছিল, তাহারা আমাদের জিজ্ঞাসা করিল—

তোমাদের কাহারও স্বামী নাই, ওঃ হোঃ তাহা হইলে তো তোমাদের বড়ই দুঃখ, তোমাদের এই অবস্থায় কতকাল থাকিতে হবে? মাথার চুল কাটা গায়ে কোন আভরণ নাই ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরে আমার মুখে হিন্দু বিধবাদিগের আহারাদি সম্বন্ধে একবেলা আতপ চাউল ইত্যাদি শুনে অবাক হইয়া থাকিল, পরে তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, হাঁ আমি পূর্ব্বে আর একটি হিন্দু বিধবাকেও দেখিয়াছি, সে কতদিন কাঁদিত, আহা হিন্দু বিধবার কি দুঃখ, যেহেতু আর তাহাদের বিয়ে হয় না, স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ভোগ বিলাস সমস্তই যায়, জীবনের সেই শেষ দিনের অপেক্ষা করিয়া কোনরূপে প্রাণ ধারণ করে মাত্র. এই সুন্দর জগতে সুন্দর ভোগ্য বস্তু থাকিতে তাহারা সকল ভোগসুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহাপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে?

তখন আমি বলিলাম।

মেম সাহেব! হিন্দু ধর্ম্মের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে আপনারা আর আমাদের জন্য দুঃখ করিতে পারিবেন না। অনিত্য জগতে যাহা দুদিনে ফুরাইয়া যায় এই আপাতমনোরম মিথ্যা ভোগ বিলাসকে হিন্দুধর্ম্মভ াল-বাসিতে শিক্ষা দেয় না। স্বামী আমাদের মৃত হন না। নাম এবং রূপের আবরণে আবরিত হইয়া সেই জগত স্বামী আমার নিকট আসিয়া আমার হৃদয়ের প্রেম ভালবাসার বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়া তিনি মাত্র তাঁহার মিথ্যা নাম রূপটি লুকাইয়াছেন, ক্ষুদ্র বস্তুকে ভাল বাসিয়া আনন্দকে স্থায়ী করা যায় না, তাঁহাকে আমি এতদিন ছোট্ট করে দেখতাম, তাই আজ ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া স্বামী আমাদের সবের মধ্যে মিশিয়া বিরাট পুরুষের সহিত এক হইয়া তিনি যে সবের মধ্যে আছেন, তাই দেখাচ্ছেন। মেম সাহেব আপনি বিচার করিয়া দেখুন, চৈতন্যই একমাত্র সর্ব্বজন বল্লভ, চৈতন্যই আমার স্বামী, তা সেই চৈতন্য বস্তু তো

সেই তোমার আমার পশু পাখী কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম সকলের মধ্যেই ওত প্রোত ভাবে অবস্থান কচ্ছেন। আমার ছোট্ট স্বামী আজ সবের মধ্যে মিশে সকলের ভিতর হতে আমায় দেখছেন, এবং সর্ব্বদা আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন, শুধু আমার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রারব্ধ ক্ষয় করে হৃদয়ের মলিনতা সঙ্কীর্ণতা আপনার ক্ষুদ্রতা ছেড়ে দিয়ে আমার মত হয়ে আমার কাছে চলে এস।

মেম সাহেব! আমার স্বামী আজ আকাশ হয়ে দেখছেন, বায়ুর সহিত মিশিয়া স্পর্শ করিতেছেন জল হইয়া জীবন দান করিতেছেন প্রাণের মাঝে লুকাইয়া লুকাইয়া আমার এই ভীষণ শোকে সান্ত্বনা দিতেছেন, তিনিই তো লুকাইয়া দেখাইয়া, সব সাজিয়া, সব হইয়া আসিয়া আমায় শোকাশ্রু মুছাইয়া অজ্ঞান কুজ্ঝটিকা ঘুচাইয়া তাঁহার অঙ্গের পূত জ্যোতিতে সত্যের পথ উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছেন আমার স্বামীই আজ ফুল হইয়া আনন্দ দিতেছেন, পাখীর ডাকে সাড়া দিতেছেন, মা হয়ে স্নেহে বাঁধছেন, সুহৃদ হইয়া আদর কচ্ছেন, গুরু হইয়া জ্ঞানালোক দেখাইতেছেন, মন্ত্র হইয়া ত্রাণ করিতেছেন, ইষ্ট সাজিয়া প্রাণ জুড়াইতেছেন, তিনি চৈতন্যরূপে সকলের ভিতরেই আছেন, আবার প্রাণ হইয়া আমার প্রাণে আছেন; আমার সর্ব্বদা মনে হয় কখন আমার কাজ সেরে থির কুশাসনে বসে আমার হৃদয়ের চৈতন্য সাগরের অমৃতময় জলে অবগাহন স্নান করিব, সেখানেই যে আমার স্বামী সঙ্গ লাভ হইবে। মেম সাহেব! সতত এইরূপ উৎকণ্ঠাস্ফুটিত চিত্তে থাকিলে ভোগ বিলাসের আর অবসর কোথায় থাকে? আর এই ক্ষণভঙ্গুর রক্ত মাংসময় দেহের ক্ষণিক বিলাসে স্বামী প্রসন্ন হয়েন না, তাই পূর্ব্বে আমাদের অন্তর শুদ্ধ করিয়া সদাচার অনুষ্ঠানাদি করিতে হয়। আমাদের পার্থিব স্বামী সেই জগৎস্বামীকেই দেখাইয়াছেন, যে বস্তু ভিন্ন আমার স্বামীর সত্তা থাকে না, তিনিই আমার স্বামী; হিন্দুস্ত্রীর পতিই নারায়ণ, যতদিন দেহ ধারণ করিয়া স্বামী থাকেন, ততদিন সেই দেহধারী স্বামীই নারায়ণ, আর স্বামীর দেহ অন্তে স্বামীর স্বরূপ সেই বিশ্বস্বামীরই অনুসন্ধান ভাবনা সাধনা করা হয়, হিন্দুর বিবাহ ভোগ বিলাসের জন্য বা ইন্দ্রিয়ারামের জন্য নয়, শ্রীভগবানকে জানিয়া অমরত্ব লাভ করিবার জন্য হিন্দুর স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ। তাই আমাদের আর বিবাহ হয় না, এক স্বামী গেলে আবার বিবাহ, আবারও তো যাবে, ইহাতে কোন্ সুখ পাওয়া যায়?

আমার কথা শুনিয়া মেমসাহেবের চোখে জল আসিল পরে তিনি বলিলেন,

উঃ কি দুঃখের জীবন আমাদের? কি অপবিত্র শান্তিহীন জীবন আমরা বহন করি? কি জ্বালার জীবন আমাদের? শুধু এই ছাই দেহটার ভোগ ভিন্ন আমরা জানিনা। আমাদের যাজকেরা এমন পবিত্র হিন্দু বিধবাকে কিরূপ কুৎসিত করিয়া আমাদের কাছে দেখায়। ধিক্ আমাদের কপটতা—ধিক্ আমাদের মিথ্যা ব্যবহার। আমার এই কথা কয়েকটিতেই তাঁহাদের অপবিত্র জীবনের পাপের জ্বালা যেন প্রত্যক্ষ হইল, পরে তিনি নিজেদের জীবন কথা কিছু কিছু বলিলেন, কত কাঁদিলেন। শেষে বলিলেন তোমরা দেবতা আমরা দেহ নরকের কীট। তাঁহার পাপের কথা শুনিয়া মস্তক আমার ইষ্টগুরু চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, মনে হইল কত সুন্দর হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম, কত সুন্দর এই ঋষিদিগের শিক্ষা আর কত সুন্দর এই হিন্দুর পতিব্রতার মূর্ত্তি বিধবা। পরে তাঁহারা বেণ্ডেল ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন।

তার পরে দুইটি মাড়োয়ারী বধূ ট্রেণে উঠিল, সঙ্গে ১টি ৪ বৎসরের শিশু ও আর একটি অত্যন্ত ছোট। বধূ দুইটির বয়স কুড়ি বাইশ করিয়াই হবে, এক জনের এক হাত ঘোমটা ও আর একজনের মুখ খোলা, পরে শুনিলাম তাহারা শাশুড়ী ও বৌ, দুজনেরই যখন এক বয়স বলা বাহুল্য শাশুড়ী দ্বিতীয় পক্ষের। আমার একটি সঙ্গিনী কিছুক্ষণ পরে আমায় বলিল, দেখ একটি বউ কিন্তু মালা জপ কচ্ছে, আমিও দেখিলাম আপন মনে তারা বসে আছে ও সত্যই বস্ত্রাভ্যান্তরে হস্ত রাখিয়া বৈজয়িন্তীর মালা জপ করিতেছিল। পরে যাহা দেখিলাম, তাহাতে শিখিবার বস্তু অনেক আছে।

অনেকক্ষণ জপ করিল, তার পর সন্ধ্যার পুর্ব্ব হইতে উচ্চনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ছেলেটিকে খাইয়ে আঁচিয়ে দিয়ে বলিল, "অব্ রাম রাম কর্ বেটা" ছোট ছেলেটির গায়ে বড় ছেলেটি পা দিচ্ছিল, পা সরিয়ে দিয়ে বলিল, "বেটা রাম রাম করনা" কি সুন্দর তাহাদের রাম রাম করা, এক দণ্ডও নাম ছাড়া হইয়া থাকে নাই, ট্রেণে অত ভীড় অত কাণ্ড কিছুতেই তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, তবে লক্ষ্য ছিল তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিতে, কাহার ছেলে শুতে পায়নি আপনি দাঁড়িয়ে তাকে শোয়াইতে ইত্যাদি কার্য্য নীরবে করে যাচ্ছিল—সব চেয়ে মিষ্টি লেগেছিল তাদের নাম—

"শ্যাম সুন্দর মদন মোহন, রাধে গোবিন্দ প্যারে" ক্রমে আমরাও যোগদান করিলাম, তাহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—বোল—বোল ভাই।

"শ্যাম সুন্দর মদন মোহন, রাধে গোবিন্দ প্যারে"। কিন্তু দুঃখের মধ্যে সদি কাশী হয়ে গলার স্বর একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল তাই বুক ফাটিয়া যাচ্ছিল মুখ ফুটিতেছিল না—ক্রমে তাহারা কত সুন্দর মধুময় শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিল কত তুলসীর দোঁহা বলিল, মোগল সরাই পর্য্যন্ত এইরূপ সৎসঙ্গ হইল শেষ গীত তাহাদের—"হরদম্ হৃদ্‌মে রটো শ্রীরাম রাম রাম" শ্রবণে যেন কে অমৃত সিঞ্চন করিয়া দিল, ওই রাম হৃদয়ে রাখিয়া তাহাদের শত শত প্রণাম করিলাম, পরে বউটি একহাত ঘোম্‌টার ভিতর হইতে বলিল—"আউ ক্যা খাওয়েত রাম শোওয়েত্ রাম অঁাচাওয়েত্ 'রাম উঠত্ রাম বৈঠত্ রাম বোলাওত্ রাম হরদম্ রাম রামে রাম হো যাও"

মনে হইল কি সুন্দর। বলিলাল ভক্ত তুমি, আশীর্ব্বাদ কর এম্‌নি করে যেন নাম করিতে পারি।

কাশী আসিলাম প্রাণে ঝঙ্কার দিতেছে—

"হরদম হৃদ্‌মে রটো শ্রীরাম রাম রাম"

বাড়ী আসিয়া শ্রীশ্রীগুরুদেবের অভয় চরণাম্বুজে প্রণাম করিয়া বলিলাম, ঠাকুর! তুমি পথের সাথী হলে কি এমনই হয়? (মা)

ভরিত চৈতন্য—মনোঘট।

যে ভরিত চৈতন্য-পটে এই বিচিত্র জগচ্ছবি চিত্রিত হইয়াছে, যে ভরিত চৈতন্যের কৃপা মূর্ত্তি এই নবদূর্ব্বাদল শ্যাম সুন্দর, যে ভরিত চৈতন্যের নাম এই রাম, এই কৃষ্ণ, এই শিব, এই সীতা, এই রাধা, এই দুর্গা, যে ভরিত চৈতন্যের লীলার কথা এই রামায়ণে, এই ভাগবতে, এই চণ্ডীতে, সেই ভরিত চৈতন্য মহা-সমুদ্রে মনোরূপ ঘট ভাসিতেছে। ব্রহ্ম সমুদ্রে মনোরূপ ঘট ভাসিতেছে কিন্তু ডুবিতেছে না। ঘটটা উবুড় হইয়া পড়িয়াছে; এটা নিম্নমুখ হইয়া গিয়াছে। এটার ভিতরে বায়ু ঢুকিয়াছে—ভিতরের সঙ্কল্পবায়ু এটাকে আনন্দ সমুদ্রে ডুবিতে দেয় না। আনন্দ সমুদ্রে ভাসিতেছে তবু ডুবিতে পারিতেছে না—তাই এটার দুঃখ যাইতেছে না। কি করিলে এটা ডুবিবে সেই কথাই স্মরণ করাইতে চাই।

কেহ বলেন "রিক্তীকুরু মনোঘটম্"—ঘটের ভিতরের বাতাসটা বাহির করিয়া দাও ঘটটা আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে আর কোন দুঃখ পাইবে না। বাতাস কিন্তু ঘটের ভিতর হইতেই উঠিতেছে। সঙ্কল্প বায়ুত মনের ভিতরেই জন্মে—

আর ইহা অফুরন্ত। ঘটকে বায়ু শূন্য করা যাইবে কিরূপে? সৎসঙ্গের প্রবল ঢেউ লাগিয়া যদি এটা ওলট পালট কখন হয় তবে ভাগ্যবশে সমুদ্রের জল ভিতরে ঢুকিতে পারে তখন এটা ডুবিতেও পারে। কিন্তু সে ঢেউ ওলট পালট করিয়া দেয় কই? আজ ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে একবার ঢেউ লাগিয়া ওলট পালট করিয়া দিয়াছিল আবার ত ঘট সব উবুড় হইয়া গিয়াছে। বুঝি শুধু ঢেউ লাগিলেই হয় না সঙ্গে আরও কিছু চাই। সেই আরও কিছু তখনও ছিল কিন্তু লোকে ততজোরে সেই কিছু কে ধরিতে না পারিয়া গোল করিয়া ফেলিল—ঘট উর্দ্ধমুখ হইয়া ভাসিয়া আবার নিম্নমুখ হইয়া গেল। ভিতরের জল বাহির হইয়া গেল আবার ঘটটা সঙ্কল্প বায়ু পূর্ণ হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কেহ বলেন মনোঘটটাকে ভাঙ্গিয়া দাও মনোনাশ কর সবই আনন্দসমুদ্র। কিন্তু ঘটটাত, এই স্থূল কাঁচা ঘটের মত শতবৎসর স্থায়ী নহে এটা আমোক্ষ স্থায়ী—এটা সহজে ভাঙ্গিবেনা।

তবে কি হইবে? কি উপায় করা যাইবে?

উপায় আছে। মনের রোগ হইতেছে ইহার অফুরন্ত বাসনা, এটার অনন্ত অনন্ত কল্পনা। আবার কল্পনা যেমন যেমন এটা তুলিতে থাকে, তেমন তেমন আকার এটা ধরে। কাজেই এটা বহু বহু হয়। চতুর ঐন্দ্রজালিকের মত ক্ষণে ক্ষণে শত আকার ধরে আর শত ভেল্কী দেখায়। কত চুরাশি লক্ষ বার এটা কত আকার ধরিয়া ঘুরিল তবুও নূতন আকার ধরিয়া ভোগ করিবার আশা এটা ছাড়িল না। বড় লোভী! বড় লোভী!

ইহার লোভটা দূর করিতে হইবে। রক্তবীজের মত মাটীতে পড়িলেই এটা বহু বহু হইয়া যাইবে। অসত্য মাটীর দিকে চাহিলেই এটার ভোগ লাম্পট্য বাড়িবে কিন্তু সত্যের দিকে যদি এটাকে চাহিতে শেখান যায় তবে এটা এক সত্য দেখিয়া দেখিয়া আর বহু হইতে পায় না, এক সত্যই হইয়া যায়।

সত্য ও অসত্যের বিচার এই জন্য এটাকে ধরান চাই। সত্যের দিকে ফিরিলেই এটা সত্যময় হইয়া এক হইয়া যায় আর অসত্যের দিকে চাহিলেই এটা অসত্যময় বহু বহু হইয়া হাঁসে কাঁদে আর কষ্ট পায়।

মন যাহা দেখে যাহা শুনে তাহার কিছুই সত্য নহে। সত্য সেই অদ্বৈত চৈতন্য—যাহার উপর মনোঘট ভাসিতেছে।

ইহাকে সত্য ধরান যাইবে কিরূপে? সত্যকথা ইহাকে শোনাও। নিরন্তর শোনাও। সৎসঙ্গের ঢেউ ইহাতে লাগুক আর সত্য কথা এটা শুনুক।

সত্যের জোর বড় জোর। ঠিক ঠিক সত্যমত চলিতে না পারিলেও সত্য কথা শুনিলেই মন একবারে বিশ্বাস করিবেই। বিশ্বাস করিলেই ক্রমে কর্ম্ম আসিবে। কর্ম্ম করিলেই অসত্য বিষয়ে সঙ্কল্প আর এটা করিবেনা। সত্য লইয়াই এটা থাকিতে শিখিবে। অসত্য বায়ু এটার ভিতর হইতে বাহির করিবার জন্যই সত্য আনন্দসমুদ্র কথা এটার ভিতরে ঢুকান চাই। তাই বলা হয় "ন কশ্চিদ্ভবিতা তাত ব্রহ্মণা পূরণে শ্রমঃ।" মনকে ব্রহ্মপূর্ণ করিতে কোন ক্লেশ নাই।

এই সত্য কোন সত্য—যাহা শুনিবা মাত্র মন একেবারে বিশ্বাস করে আর বলে হাঁ ঠিক ?

বলিতেছি মনোযোগ কর। আমি স্থূল দেহ নই এইটি খাঁটি সত্য। বলিতেছ সকলে কি ইহা মানিতে পারে ? না পারে না। কেন পারে না ?

কোন্ প্রমাণে নিশ্চয় করা যায় আমি স্থূল দেহ নই ইহা জানেনা বলিয়া পারে না।

কোন্ প্রমাণ শুনিলে পুরুষ নিশ্চয় করিবে আমি স্থূল দেহ নই ?

স্থূল দেহ আমি হইব কিরূপে ? আমি ত কখন হারাইয়া যাইনা। জাগ্রতে যা দেখি, যা শুনি তার অনুভব কর্ত্তা আমি আছি ; যা দেখি যা শুনি তার কত পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু অনুভব কর্ত্তা আমি, আমার পরিবর্ত্তন ত হয় না। এই দেহটাকে বাল্যকাল হইতে দেখিতেছি—এটা কত ঘা খাইল কতরূপ পরিবর্ত্তন ইহার হইল। বাল্যকালে নরনারী কেমন থাকে, যৌবনে কেমন সুন্দর হয়। তার পর ?—

জীর্যন্তে জীর্যতঃ কেশা দন্তা জীর্যন্তি জীর্যতঃ।
ক্ষীয়তে জীর্যতে সর্ব্বং তৃষ্ণৈবৈকা ন জীর্যতে॥
জীবিতং গলতি ক্ষিপ্রং জলমঞ্জলিনা যথা।
প্রবাহইব বাহিন্যা গতং ন বিনিবর্ত্ততে॥

জরাজীর্ণ জনের কেশ জীর্ণ হয়, দন্তজীর্ণ হয়, সবই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সবই জীর্ণ হয়, একমাত্র তৃষ্ণাই জীর্ণ হয় না। অঞ্জলি-ধৃত-জল যেমন আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া দেখিতে দেখিতে গলিয়া যায় সেইরূপ জীবনও অতিশীঘ্র বিগলিত হয়। নদীর প্রবাহ একবার গত হইলে যেমন আর ফিরেনা জীবনও সেইরূপ। কিন্তু অনুভব কর্ত্তা আমি—আমি একরূপই আছি। স্থূল দেহটাত স্বপ্নে হারাইয়া যায়, মূর্চ্ছায় হারাইয়া যায়, শোকে হারাইয়া যায়, কামে হারাইয়া যায়, প্রেমে

হারাইয়া যায়, আবার ভাল সাধনায় হারাইয়া যায় কিন্তু চৈতন্যত হারায় না তবে আমি এই দেহটা কিরূপে হইবে? তবে এটার সুখ দুঃখ আমার কিরূপে? মনোঘটটা চৈতন্যদীপ্ত হইয়া কখন সূক্ষ্ম দেহরূপে থাকে, কখন বা স্থূল শরীর হয়, শরীরটাত মনই। মনটা প্রথমে সঙ্কল্প করে, করিয়া যা সঙ্কল্প ভাসাইল সেই আকার ধারণ করে, তদাকারে আকারিত হইয়া গেল ক্রমে তাহারই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে স্থূল হইয়া গেল। আমি কিন্তু অনুভব কর্ত্তাই আছি। এই ভাবে চৈতন্যই আমি আর মনটাও আমি নই। মনও ত স্বপ্নে কত রকম সাজে কত আকার ধরে আমি কিন্তু যে দ্রষ্টা সেই দ্রষ্টাই আছি। মনও ত শত শত বার হারাইয়া যায় তবে আমি মন হইবে কিরূপে? সুষুপ্তিতে ত মন হারাইয়া যায় আমি কিন্তু ঠিক থাকি। এই ভাবে চিন্তা কর দেখিবে আমি শরীরও নই আমি মনও নই।

ইহা অপেক্ষা খাঁটি সত্য আর কিছু নাই। যত রকম লোকের সঙ্গে বা বস্তুর সঙ্গে আমি মিশিনা কেন আমি কিন্তু আপনি আপনি থাকিতে সর্ব্বদা পারি, আপনি আপনি থাকাই আমার স্বরূপ বিশ্রান্তি। এই স্বরূপ বিশ্রান্তিটিই হইতেছে ভরিত চৈতন্য হইয়া যাওয়া।

২

ঘট ডুবিবে কি এই চিন্তায়?
শুধু চিন্তায় কি হয়? কর্ম্মও চাই।

শাস্ত্রমুখে গুরুমুখে শ্রবণ কর, করিয়া করিয়া মনন কর আর সঙ্গে সঙ্গে সাধনা কর। প্রথমেই সাধনা লইয়া আরম্ভ কর। সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গও কর সহজে হইবে।

মনোঘটের ভিতর হইতে সঙ্কল্প বায়ু বাহির করিয়া দিয়া আর নূতন সঙ্কল্প বায়ু জমিতে না পারে সেই জন্য ঘটের ভিতরে মন্ত্র জপ। এই মন্ত্রের শব্দ নিরন্তর ঘটের ভিতর হইতে থাকুক। তার পরে মন্ত্রমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট মূর্ত্তি ইষ্ট গুণ ইষ্টলীলা এই মনোঘটের ভিতরেই ভাসিতে থাকুক। নাম রূপ গুণ লীলা—স্বাধ্যায় এই সব ঘটের ভিতরেই হইতে থাকুক। সর্ব্বশেষে স্বরূপটিরও শ্রবণ মনন হইতে থাকুক। এ হইলে কি হইবে জান মনোঘটের ভিতরের বাতাস আর উঠিতে পাইবেনা। তখন মনোঘটের ভিতরে একটি সুন্দর পদ্ম আর সেই পদ্মের মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময় আনন্দময় আকাশ দেখা যাইবে। আরও কত কি ব্রহ্ম সমুদ্রের তরঙ্গ সেখানে ভাসিবে। ভাসিয়া ভাসিয়া মনোঘট ব্রহ্ম সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে, ব্রহ্মই হইয়া যাইবে, ভরিত চৈতন্যে ডুবিয়া, ভরিত চৈতন্যের খেলা যদি থাকে তবে তাহাই খেলিবে। ইতি।

অযোধ্যাকাণ্ডে—রাণী কৈকেয়ী।

১০ অধ্যায়

বিঘ্ন—চিন্তা

সকল কহহিঁ কব হোইহি কালী। বিঘ্নমনাবাহিঁ দেব কুচালী॥
তিনহি সোহাতন অবধ বধাবা। চোরহি চাঁদনি রাতি ন ভাবা॥
তুলসী দাস।

সংযমের দিন প্রাতঃকালে নারদ আসিলেন, স্মরণ করিয়া দিয়া গেলেন শ্রীভগবান ও স্বীকার করিলেন কল্য প্রভাতেই দণ্ডকারণ্যে গমন করিব। কিন্তু বন গমন হইবে কিরূপে? আমি বনে চলিলাম—ইহা বলিলেইত বন গমন হয় না। ইহারও জন্য আয়োজন করিতে হয়। এই ঘটনা ঘটাইবার জন্য দেবতাগণ উদ্যোগী হইলেন। জীবের জীবনেও যাহা ঘটিবে তাহা ঘটাইবার আয়োজনও অনেক হয়। এ সমস্ত আয়োজন করে কে?

অযোধ্যার প্রমোদ ত বর্ণনা করা যায় না। চারিদিকে বাদ্য বাজনা বাজিতেছে। হাটে বাটে ঘরে গলিতে নর নারী বলাবলি করিতেছে কল্য শুভলগ্ন অল্পক্ষণই আছে ভগবান্ আমাদের বাঞ্ছাপূর্ণ করুন।

কনক সিংহাসন সীয় সমেতা।
বৈঠহিঁ রাম হোই চিত চেতা॥

কখন আমরা সীতার সহিত রামকে কনকসিংহাসনে বসিতে দেখিব—আহা! আমাদের চিত্ত তখন আনন্দে ভরিয়া যাইবে।

এই আনন্দের বিঘ্ন যদি কেহ করে—অবধ পুরীর এই উৎসব যদি দেখিতে কেহ না পারে তবে ত বলিতেই হয় "চোরহি চাঁদনী রাতি ন ভাবা" চাঁদনী রাত্রি কি চোরের কখন ভাল লাগে? কিন্তু দেবতাগণ কখন সৃষ্টি নাশ করেন না। আমরা ক্ষুদ্র সুখ মাত্র ধরিতে পারি কিন্তু দেবতাগণ জগতের হিত দেখিতে পান। তাই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী আনন্দে যদি আবশ্যক হয় তবে বিঘ্ন আচরণ করিয়া তাঁহারা জগতকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য আয়োজন করেন। এক্ষেত্রে তাহাই হইল।

এতস্মিন্নন্তরে দেবা দেবীং বাণীমচোদয়ন্।
গচ্ছদেবী ভুবো লোকমযোধ্যায়াং প্রযত্নতঃ॥
রামাভিষেক বিঘ্নার্থং যতস্ব ব্রহ্ম বাক্যতঃ॥
মন্থরাং প্রবিশস্বাদৌ কৈকেয়ীঞ্চ ততঃ পরম্॥

দেবতাগণ দেবী সরস্বতীর নিকটে গিয়াছেন বলিতেছেন দেবি! আপনাকে একবার পৃথিবীলোকে—অযোধ্যায় যাইতে হইবে। আপনাকে রামাভিষেকের বিঘ্ন জন্মাইতে হইবে। ব্রহ্মা ইহাই আমাদিগকে বলিয়া আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। আপনি এই বিষয়ে যত্ন করুন। অগ্রে মন্থরা পরে কৈকেয়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনি সব বিপর্য্যয় করুন। আমাদের বিপত্তি ত আপনি দেখিতেছেন। মাতঃ! যাহাতে রাজ্যত্যাগ করিয়া রাম বনে গমন করেন তাহাই আপনাকে করিতে হইবে।

দেবতাগণের বিনয় বাক্যে দেবী ভাবিতেছেন "ভইউ সরোজ বিপিন হিমরাতি"—সরোজ-কাননে আমাকে হিমরাত্রি হইতে হইল। দেবতাগণ বলিতে লাগিলেন জননি ইহাতে তোমার কোন দোষ হইবেনা। রঘুপতির ইহাতে কোন দুঃখ নাই তাহা তুমি জান। মা দেবের হিতের জন্য তোমাকে ইহা করিতেই হইবে। দেবী অঙ্গীকার করিলেন বলিলেন তথাস্তু"।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্।

ভগবানের কি অসীম দয়া।

ভগবানের কি অসীম দয়া। এত দয়া আছে বলিয়াইত আমরা তাঁহার কৃপায় ও তাঁহার অসীম মহিমাগুণে মানবজীবনলাভে সমর্থ হইয়াছি। অবশ্য এই মানবজীবনলাভে আমাদের জন্মান্তরীণ সুকৃতি আছে বটে; কিন্তু তাহাও সেই ভগবানের অপার কৃপাতেই ঘটিয়া থাকে। আমরা যে অতি হেয় নীচ জঘন্য শৃশাল কুকুরের মত অস্পৃশ্য নগণ্য ঘৃণ্য জীব না হইয়া উচ্চশ্রেণীর প্রাণিজন্মলাভে সক্ষম হইয়াছি তাহা এই একমাত্র ভগবানের অপার দয়ার গুণেই; এই বহুমূল্য মানবজীবন হইতে সামান্য কীট-

পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্তইত তাঁহার অপূর্ব্ব দয়ার নিদর্শন ; কিন্তু তা হইলেও মানব-জীবন-সমুদ্রে তিনি তাঁহার করুণার স্রোত যেমন অবিশ্রান্ত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন এমন আর কিছুতেই নহে। বাস্তবিক মানবজীবনই একমাত্র পবিত্র জীবন, মানবজীবনই একমাত্র ধর্ম্মজীবন ; আর এই ধর্ম্মজীবন বলিয়াইত দয়ার সাগর করুণার নিধি পরমারাধ্য পরম পূজনীয় ভগবান্ স্নেহ, মায়া, ভক্তি, দয়া, বিশ্বাস, বুদ্ধি প্রভৃতি সদগুণরাজি মানব-জীবন-পটে চিরাঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন ; আর ইহার জন্যই মানবজীবন-স্রোত পুণ্যের সুধাসমুদ্রে ধাবিত হওয়ার জন্য কুলুকুলু নাদে তরতরবেগে বহমান হইতেছে। অহো ভগবানের কি অপার করুণারই নিদর্শন ! আর কেবল কি তাই ? সর্ব্বাপেক্ষা তিনি যে তাঁহার স্বরূপ বুঝিবার অধিকার দিয়াছেন ইহাই তাঁহার একমাত্র শ্রেষ্ঠদান। এই ধনেই আমরা প্রকৃতধনী, ইহাই আমাদের গৌরবের বস্তু, অপিচ একমাত্র যশের কারণ। তিনি সংসারের যাবতীয় বস্তুতেই আপনাকে প্রদর্শন করিতেছেন ; দৃষ্টান্ত যেমন, প্রস্ফুটিত কুসুমে, নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশে, পাখীর সুললিত গানে, সুকুমার শিশুর হাসিতে এবং সাধুর পবিত্রজীবনে। যাহার দিব্যজ্ঞান জন্মিয়াছে জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে তিনিই দেখিতে পান আর কেহ নহেন ; আর ভগবানের এমনই দয়া যে, তিনি তাঁহার অসীম জ্ঞানমহার্ণবে অসীম ভক্তিতরঙ্গে অবগাহন করিবার জন্য ডুবিয়া থাকিবার জন্য সকলকেই অঙ্গুলী সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছেন। ভগবানের অনন্ত মহিমা গুণ-গরিমা বলিয়া শেষ করা যায় কি ? যাঁহার এত দয়া এত করুণা তাঁহার ভক্তি তরঙ্গে ডুবিয়া থাকা মানবমাত্রেরই উচিত নয় কি ? দেখ ভাই ভগবান কি বলিতেছেন,—একবার শুন ভগবান, দেবর্ষি নারদকে বলিতেছেন—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম্ হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্রগায়ন্তি তত্রতিষ্ঠামি নারদ ॥

অর্থাৎ হে নারদ ! আমি বৈকুণ্ঠে বাস করিনা বা যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করি না ; যেখানে আমার ভক্তগণ সদাসর্ব্বদা আমার নাম গান করেন নামগুণ কীর্ত্তন করেন আমি কেবল সেখানেই থাকি। এত দয়া যাঁহার তাঁহার প্রতি ভক্তিতে অবনত হইয়া থাকা গদগদচিত্ত হইয়া থাকা মানব মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। তবে এসো ভাই আর বিষয়মদে মত্ত হইও না, অমৃত বলিয়া বিষ ভক্ষণ করিও না, স্বর্ণ বলিয়া তপ্ত অঙ্গার স্পর্শ করিওনা, রজ্জু বলিয়া কালসর্প ধরিওনা, স্পর্শমণি বলিয়া পাথর কিনিওনা ; যিনি আমাদের মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া

আমাদিগকে অযাচিতভাবে জ্ঞানসুধা দান করিতেছেন তাঁহার প্রতি ভক্তিমান হও ভক্তিরসে আপ্লুত হও। তোমার চক্ষু কি ভগবানের চিত্তবিমোহন করিতে পারে না?

তোমার নাসিকা কি ভগবানের পাদপদ্মের গন্ধে আমোদিত হইতে পারে না? তোমার রসনা কি ভগবৎ প্রেমের রসাস্বাদনে সক্ষম নহে? তোমার ত্বক্ কি ভগবানের শ্যামাঙ্গ পরশনে চিদানন্দ অনুভব করিতে পারে না? কামনা করিতে হয় ভগবানের জন্য কামনা কর। ক্রোধ করিতে হয় ভগবানের উপর ক্রোধ কর। লোভ করিতে হয় ভগবানের জন্য লোভ কর। মোহিত হইতে হয় ভগবানের রূপরাশিতে মুগ্ধ হও আর মত্ত হইতে হয় ভগবানের প্রেমের রসে মত্ত হও। তখন দেখিবে সংসারের লজ্জা, ভয়, শোক সকলি ভগবৎ প্রেমের গঙ্গাপ্রবাহে তৃণের ন্যায় আপনি ভাসিয়া যাইবে; মায়াজাল-বিস্তারিণী ভোগ-বাসনা জ্ঞানাস্ত্রে নিরস্ত হইবে, দেখিবে বিষয়াস্বাদন বিষভক্ষণের ন্যায় ও ভগবানের প্রেমাস্বাদন অমৃত, আর দেখিবে তখন তোমার মন-তরি এক অভিনব আনন্দ-হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া মহাসিন্ধুপানে চলিয়া যাইবে। দেখিবে দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়নিচয় ও রিপু সকল তোমারই আজ্ঞা শিরে বহন করিবে, তুমি যে পথে চালাইবে সেই পথেই চলিবে। তখন তুমি দুরাশার মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হইবে না, তখন তুমি পাপচিন্তারূপ পিশাচিকাদ্বারা স্পৃষ্ট হইবে না; তখন জাগিবে ভক্তি, থাকিবে প্রেমের অনন্ত বিস্ফুরণ আর তখন থাকিবে হৃদয়োন্মাদক ভগবানের পবিত্র ছবি! তবে চল ভাই ভগবানের সেই নিত্য শান্তিনিকেতনে প্রেমরাজ্যে যাই, যেখানে ভক্তগণ সংযত হইয়া ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে নামকীর্ত্তনে বিব্রত সেখানে মায়া মোহ শোক দুঃখ ভগবানের পুণ্যপ্রবাহে ভাসিয়া যায়, যেখানে পুণ্যাত্মা ভক্তিতুলিকার কর্ম্মরাগে পবিত্রচিত্র অঙ্কিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন যেখানে স্বয়ং ভগবান আশ্বাসবাণীদ্বারা করুণস্বরে ভক্তহৃদয়-কাননে বংশীধ্বনি করিয়া পবিত্রভাবে আহ্বান করেন আমরা তাঁহারই সন্তান, তাঁহারই প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারই প্রেমে ঢলিয়া পড়ি—আমরা তাঁহারই। ইতি

প্রণতঃ—শ্রীআনন্দবিহারী সেন গুপ্ত।

ভোলা, বরিশাল, সন ১৩২৬ সাল, ১৬ই কার্ত্তিক লিখিত।

শ্রীগীতায় বৈদিক মার্গ।

(শ্রীগীতার ২য় সংস্কারণের বিজ্ঞপ্তিতে অনেক সাধনার কথা আছে বলিয়া আমরা ইহা উৎসবে প্রচার করিলাম)

(১)

সমস্ত গীতা শাস্ত্রে সর্ব্ব সাধারণের ধরিবার বিষয়টি সহজ করিয়া বলা হইল। প্রাচীন বয়সে ধরিবার ধরাইবার কথা ভিন্ন শুধু উচ্ছ্বাসের কথা আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহাও তিনি না ধরাইয়া দিলে ধরা যায় না। মানুষ চেষ্টা করিতেই পারে কিন্তু কর্ম্ম সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন এই সত্বহর কলিযুগে, এই মল দোষের আগার কলিকালে মানুষ বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীগীতা সমস্ত কথা বলিয়াও "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত" এই শরণের কথা বহু স্থানে বহু ভাবে বলিয়াছেন।

আমরা আজকালকার মানুষের সকল সাধনার মধ্যে এই মুখ্য কথাটির আলোচনা করিব।

তোমাকে জানাইয়া সকল কার্য্য করাই তোমার আজ্ঞা। ইহা যেন ভুল না হয় ইহাই প্রার্থনা।

(২)

সকল নর নারী চায় সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিতে; একটি পূর্ণ প্রস্ফুট নিত্য বস্তু সকলের মধ্যেই আছে। সেইটী সকলের আদর্শ। মানুষ এই আদর্শের বিকাশ যেখানে দেখে সেইখানে আকৃষ্ট হয়। এই আদর্শের পূর্ণ বিকাশ যাহা তাহাই মানুষ চায়। এইটি সকল মানুষের স্বরূপ। শুধু সকল মানুষের নয়, সকল জীবের সকল বস্তুর। স্বরূপটিই মানুষের ধরিবার বস্তু।

স্বরূপটি সর্ব্বশক্তিমান্, স্বরূপটি সচ্চিদানন্দ। এই সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ বস্তুটিতে ফিরিতে পারিলেই মানুষের সব পাওয়া হইল, মানুষের সব জানা হইল। এইটি পাইলেই মানুষ পূর্ণ হইয়া গেল, মানুষ ভরিত হইল, মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষা মিটিল, মানুষের সকল গোলমালের চির নিবৃত্তি হইল।

যে শক্তি দ্বারা সৎরূপে স্থিতি লাভ করা যায় তাহাই সন্ধিনী শক্তি। যে শক্তি দ্বারা চিৎরূপে স্থিতি লাভ করা যায় তাহাই সম্বিৎ শক্তি আর যে শক্তিতে আনন্দরূপে স্থিতি লাভ করা যায় তাহাই হ্লাদিনী শক্তি। সন্ধিনী সম্বিৎ

হ্লাদিনী শক্তিই স্বরূপে যাইতে পারেন। এই শক্তির উপাসনা ভিন্ন সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিমানের নিকটে যাওয়া যায় না।

তাঁহাকে পাইতে হইলে তবে শক্তি চাই। শক্তি প্রথমে পথ জানাইয়া দেন, দ্বিতীয়ে পথে চলিবার ইচ্ছা জাগাইয়া দেন, শেষে পথে চলা রূপ ক্রিয়া হইতে থাকে। তাই শক্তিকে জ্ঞান শক্তি, ইচ্ছা শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিন প্রকারে প্রকাশ করা যায়।

শ্রীগীতা পড়া হইল কিন্তু যদি কোন শক্তিই না জাগে, কিম্বা ইচ্ছা জাগিয়া ও কোন ক্রিয়া না আনিতে পারে তবে পাঠ যাহা তাহা ঠিক ঠিক হয় নাই; আবার পড়িতে হইবে আবার বিশেস মনোযোগ করিয়া জানিতে হইবে। তবেই ইচ্ছা জাগিবে এবং সেই সৎ-ইচ্ছা সৎকার্য্য করাইবে। তখন আর অসৎ ইচ্ছা থাকিবেনা, অসৎ কার্য্য হইবে না। এই হইলেই বড় কল্যাণ হইল।

(৩)

চিত্ত ! পড়িলে ত কত বার কিন্তু ধরিলে কি? ধরিয়া অভ্যাস করিতেছ কি তাই বল? শ্রীগীতা ত সবার হাতে। মেয়ে পুরুষ সবাই ত গীতা পড়ে। অনেকে আবার কণ্ঠস্থও করেন, করিতে ও বলেন। শ্রীগীতা ত বাঙ্গলা গদ্যে পদ্যে বালকের হাতেও আসিয়াছেন। শ্রীগীতাতেও সবই আছে—জ্ঞানের সকল অবস্থা আছে, জ্ঞানের সকল সাধনা আছে; ভক্তির সকল প্রকার কথা আছে, ভক্তির সকল সাধনা আছে; সকল প্রকার যোগের কথা আছে, যোগের সব সাধনাও আছে, সকল প্রকার কর্ম্মের কথা আছে, কিরূপে কর্ম্ম করিতে হইবে তাহাও আছে, কিন্তু ধরিলে কি তাই বল? প্রথমে শ্রীগীতা যাহা জানাইয়া দিতেছেন তাহাই জানিতে চেষ্টা করা যাউক।

শ্রীগীতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত তোমার আমার সকল মানুষের, সকল স্ত্রীলোকের পাইবার বস্তুটি, ধরিবার বস্তুটি দেখাইয়া দিতেছেন। এই বস্তুটি চিরদিন আছেন, চিরদিন ছিলেন, চিরদিন থাকিবেন। এই বস্তুটি সৎ।

এই বস্তুটি সমস্ত জানেন, সৃষ্টিরপূর্ব্বে আপনাকে আপনি জানেন, সৃষ্টি কালে আপনাকেও জানেন, আপনার জগৎ সাজা ও জানেন আবার ধ্বংস কালেও সব এটি জানেন, ইনি সব জানিয়াছিলেন, সমস্ত জানিবেন—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে যাহা হইয়াছিল, যাহা হইবে, যাহা হইতেছে, এই বস্তুটি সব জানেন; তোমার আমার, তাহার মধ্যে যাহা হইতেছে, আমাদের মধ্যে ঢুকিয়া সেই সমস্তের দ্রষ্টা, সমস্ত কিছুর

সাক্ষী; এই বস্তুটি চিৎ, এইবস্তুটি জ্ঞান, এই বস্তুটি চৈতন্য। কেমন করিয়া জানেন যদি জিজ্ঞাসা কর, উত্তরে বলিব তিনিই সবার স্বরূপ বলিয়া সকল বস্তুর সকল অবস্থা জানেন। জীবেরও ধ্যানের শক্তি আছে কাজেই তিনি যখন যাহা জানিতে চান তখনই তাহা জানিতে পারেন। এই ধ্যান তুমিও করিতে শিক্ষা কর তুমিও সর্ব্বদ্রষ্টা হইবে।

আবার এই বস্তুটিতে কোন প্রকারের দুঃখ নাই, কোন প্রকার শোক তাপ নাই, কোন প্রকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নাই। এইবস্তুটিই আনন্দ। স্বরূপে যিনি আনন্দ তিনিই জ্ঞান, আবার তিনিই সৎ, তিনিই নিত্য।

শ্রীগীতা এই সচ্চিদানন্দের সংবাদ প্রথমেই শ্রীঅর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জগতের সকল পুরুষ সকল স্ত্রীলোক জানিল দেহের মধ্যে দেহী যিনি তিনি আপনিও কখন মরেন না, কেহই তাঁহাকে মারিতেও পারে না; দেহের মধ্যে যিনি চেতন রূপে আছেন, সেই দেহী নিত্য, দেহী অবধ্য। কোন প্রকার রোগে—ক্ষয়কাশেই বল, বা টাইফয়িডেই বল, বা ডায়বিটিসেই বল, বা ডবল-নিউমোনিয়াতেই বল, বা ওলাউঠাতেই বল, বা বসন্ত রোগেই বল, বা পক্ষাঘাতেই বল, বা প্লেগেই বল, বা বাত রোগেই বল, বা কোন প্রকার জ্বরেই বল—কোন প্রকার রোগে এই দেহীকে মারিতে পারে না, এই চৈতন্যকে আগুনে পোড়াইয়া মারিতে পারে না, জলে ডুবাইয়া মারিতে পারে না, ঝড়ে আছড়াইয়া মারিতে পারে না, রৌদ্রে বাতাসে শুকাইয়া মারিতে পারে না; এই চৈতন্যকে এই দেহীকে, এই মানুষকে, এই স্ত্রীলোককে, এই বালককে, এই বালিকাকে কেহ কাটিয়া ফেলিতে পারে না, কেহ গুলি গোলায় মারিতে পারে না, কেহ লাথি কীল মারিয়াও মারিয়া ফেলিতে পারে না—স্ত্রীদেহেই হউক বা পুরুষ দেহেই হউক, দেহ অবলম্বন করিয়া যে দেহী থাকেন সেই দেহী সর্ব্বদা অবধ্য—

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত!

জগতের লোক তোমারা জান যে তোমাদের সকলের দেহে সর্ব্বদা থাকিয়াও তোমাদের দেহী অবধ্য। এই দেহী সর্ব্ব দেহেই নিত্য, ইনিই সর্ব্বব্যাপী, ইনি স্থির, ইনি অচল, ইনি সনাতন—সর্ব্বদা ছিলেন, আছেন, থাকিবেন।

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"

ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য—অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যো-ঽশোষ্য এব চ এই দেহীই—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

দেহী কখন জন্মান না, কখনু মরেন না, অথবা ইহা, 'হইয়া' আবার 'হয় না' যেহেতু ইনি অজ নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ ; শরীর নষ্ট হইলেও ইঁহার বিনাশ নাই।

কেহ মরিলে আর দেখিতে পাইব না বলিয়াইত মানুষ শোক করে। মানুষ যদি এই দেহীকে কখন দেখিত তবে ত দেহটাকে দেহী ভ্রম করিয়া কখন কাঁদিত না, দেহটাকে দেহী বলিতে গীতা বলিতেছেন না ; গীতা উপদেশ করিতেছেন দেহীকে দেখ, দেখিতে চেষ্টা কর— দেহ মরিবে বলিয়া শোক করিয়া মূর্খ হইও না। পণ্ডিত হও দেহীকে দেখিতে চেষ্টা কর।

শুধু গীতার কেন সমস্ত শাস্ত্রের লক্ষ্য এইটি। রে মানুষ! তুমি দেহ নও, তুমি দেহী তুমি জড় নও তুমি চেতন, তুমি আপনাকে আপনি জান, তুমি অন্যকেও ইচ্ছা করিলে জানিতে পার, তুমি আপনি আপনি বলিয়াই তুমি আনন্দ স্বরূপ। কোন এক কল্পনায়, কোন এক স্বপ্নে তুমি আপনার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ যেন ভুলিয়া, কোন অজ্ঞানে, কোন এক স্বকপোল কল্পিত মোহে যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া জীব সাজিয়াছ। রে জীব! এখন তোমাকে তোমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে যাইতে হইবে। কল্পনার বলে রাজা হইতে চামারে অবতরণ করা অতি সহজ— কেননা তখন সত্যসঙ্কল্প থাকা যায় ; কিন্তু একবার নীচে আসিলে সত্যসঙ্কল্প হারাইয়া যায়। আমি সচ্চিদানন্দ এই সঙ্কল্প করিলেই ইহা হওয়া যায় না কারণ নীচে নামিয়া অন্য যে সমস্ত সঙ্কল্প করা হইয়াছিল তাহারা বলিবামাত্র তোমাকে ত্যাগ করিয়া যায় না ; বাহিরের জগৎ দর্শন ইচ্ছা করিলেই ভুলিতে পারা যায় না। আর ইচ্ছা করিয়াই ভিতরের সঙ্কল্প তাড়ান যায় না। এই জন্য সচ্চিদানন্দে ফিরিয়া যাইতে হইলে সাধনা চাই।

শ্রীগীতা সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মার কথা জানাইয়া দিলেন। জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা কি জাগিল? তুমি আমি স্বরূপে সচ্চিদানন্দ সর্ব্বশক্তিমান্। তবে যে এত দীন হীন? ইহাই অবিদ্যার কার্য্য। অবিদ্যা রাজা রাণীকে স্বরূপ ভুলাইয়া মেথর মেথরাণী সাজায়, অবিদ্যা ঈশ্বরকে জগৎ সাজায়, যাহা নাই তাই দেখায়, যা আছে তাহাকে ভুলাইয়া, তাহাকে ঢাকা দিয়া অন্য মিথ্যা রূপে দেখায়।

শ্রীগীতা জানাইয়া দিলেন স্বরূপটি। জানা কি হইল? যদি হয় তবে

ইচ্ছাও জাগিবে। স্বরূপে ফিরিবার ইচ্ছা কি জাগিল? যদি ইচ্ছা জাগিয়া থাকে তবে ত ক্রিয়া হইবে।

কি করিতে হইবে তাহাও জানিতে হইবে, জানিলে করিবার ইচ্ছা জাগিবে তারপরে কর্ম্ম হইবে।

(৪)

শ্রীগীতা বলিতেছেন স্বরূপে ফিরিবার পথ দুইটি। স্বরূপে নিষ্ঠা—স্বরূপে স্থিতি একটিই কিন্তু দুই পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে সেই একেই স্থিতি হয়।

* * দ্বিবিধা নিষ্ঠা * *

জ্ঞান যোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্ম যোগেন যোগিনাম ॥ ৩।২

দ্বিবিধা জ্ঞান কর্ম্ম-বিষয়া দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিঃ একৈব নিষ্ঠা। সাধ্য সাধন ভেদেন দ্বিপ্রকারা নতু দ্বে এব স্বতন্ত্রে নিষ্ঠে ইতি কথয়িতুং নিষ্ঠেত্যেক বচনম্। তথাচ বক্ষ্যতি—"একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" ইতি তামেব নিষ্ঠাং দ্বৈবিধ্যেন দর্শয়তি।

তাৎপর্য্য এই যে নিষ্ঠা বা স্থিতি একটিই কিন্তু দুই প্রকার ব্যাপারে সেই একেই স্থিতি লাভ ঘটে।

সাংখ্যগণ জ্ঞানযোগে স্বরূপে যান আর যোগিগণ কর্ম্মযোগে সেই পথে চলেন।

তাঁহার জন্য কর্ম্ম করিতে করিতে যখন তাঁহার কৃপা স্পষ্ট অনুভূত হইতে থাকে তখন তাঁহারই কৃপায় সমস্ত অনুষ্ঠান দুঃখ দূর হয় শুধু ভাবনা করিলেই হয় "সেই আমি"। সাধনা না করিয়া শুধু মুখের কথা শুনিয়াই বা কোন কিছু পড়িয়াই ধ্যান হয় না। যাঁহাদের হয় তাঁহাদের পূর্ব্বে করাছিল বলিয়াই হয়। ধ্যানের সাধনা হইতেছে (১) রূপ শব্দাদি বিষয় হইতে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে মনে লইয়া যাওয়া। সূর্য্য কিরণ সমূহকে অতসি পাথরে (স্পর্শমণিতে) একত্র করিলে ঐ কেন্দ্রীভূত তেজ নিম্নস্থিত কাগজ বা তুলাকে যেমন দগ্ধ করে সেইরূপ ইন্দ্রিয় সমূহকে মনে গুটাইয়া আনিতে পারিলে মনের কেন্দ্রীভূত শক্তিতে এমন জ্যোতি উঠে যাহাতে, যে বস্তুতে ঐ জ্যোতি ফেলা যায় তাহারই স্বরূপ দেখা যায়। ধ্যানের শক্তিই প্রকাশ। বিষয়দোষ দর্শনদ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়ে অরুচি জন্মাইয়া মনে গুটাইয়া আনা যায়। বাহিরের বস্তু যে রমণীয় দেখায় বাস্তবিক কিন্তু স্থূলদর্শন অতি কুৎসিত। যেমন অতি সুন্দর স্ত্রী দেহকে যদি যন্ত্র সাহায্যে দেখা যায় তবে তাহার হাত মুখ চক্ষু এমন ভীষণ দেখায় যাহাতে ঘৃণার উদয় হয়, আবার দেহের প্রতি লোম কূপ হইতে এরূপ মলক্ষরণ

হইতেছে দেখা যায় যাহাতে সকলেরই বৈরাগ্য জন্মে। সংসারের আড়ম্বর কেবল প্রবঞ্চনার জন্য। প্রবঞ্চণার্থং কৃত্রিমচেষ্টিতম্ আড়ম্বরং। বিষয়দোষ দর্শন করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয় আর বিষয়ে যাইবে না। ইহারা আপনাদের উৎপত্তি স্থান যে মন সেইখানে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইবে। ইহাতেই মনের তেজ বাড়িবে, সকল দুর্ব্বলতা দূর হইবে। এই অবস্থায় মনের পূর্ব্ব সঞ্চিত সংস্কার, মনকে চঞ্চল করিবে। সেই দোষ নিবারণ জন্য (২) মনকে মনন করাইতে হইবে। আত্মার কথা ত পূর্ব্বে গুরুমুখে এবং শাস্ত্রমুখে শ্রবণ করা হইয়াছে এখন তাহারই মনন চলিল। মননের পরে মন আপন উৎপত্তি স্থান সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ আত্মার নামে ডুবিল। ইহাই ধ্যান ইহাই আত্মারামের দর্শন। (৩) ধ্যানযোগী আত্মারাম দর্শনে পুলকিত হইয়া বলেন "এই আমি"। বলিতে ছিলাম "সেই" তে পৌঁছিয়া "সেই আমি" ভাবনাই ধ্যানযোগীর সাধনা ও সিদ্ধি। এখানে কোন অনুষ্ঠান দুঃখ নাই। শুধু ভাবনাতেই স্বরূপদর্শন আর স্বরূপে স্থিতি।

কর্ম্ম যোগ সাধিয়া আসিয়া (তা ইহজন্মেই হউক বা জন্মান্তরেই হউক) তবে সাংখ্য হওয়া হয়। সাংখ্যেরা বিচার করেন—এই যে সত্ত্বরজস্তম গুণের খেলা ভিতর বাহিরে চলিতেছে এই সমস্তের দ্রষ্টা আমি। দ্রষ্টা যিনি তিনি দৃশ্যদর্শন হইতে অন্য। আমি দ্রষ্টা আমি সমস্ত গুণব্যাপারের সাক্ষীভূত, নিত্য, গুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আত্মা। আমি প্রকৃতি নই প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। এই আত্মা আমি—আমিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তির সহিত শক্তিমান্ এক হইয়া স্থিতি লাভ করিতেছেন। সাংখ্যের শেষ কার্য্য এই বিচার আর বিচারের শেষে "আমিই সেই" এই ধ্যানে স্থিতি।

শ্রীগীতা ত্রয়োদশের ২৫ শ্লোকে বলিতেছেন—

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥

ধ্যান যোগ ও সাংখ্য যোগের কথা অতি সংক্ষেপে বলা হইল। এখন কর্ম্ম যোগের কথা।

কর্ম্মযোগী যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে ধ্যান যোগী ও সাংখ্য যোগী ভিন্ন অন্য সকল সাধকের স্থান রহিয়াছে।

যাঁহারা অষ্টাঙ্গ যোগের বহিরঙ্গ সাধক, যাঁহারা ভক্ত, যাঁহারা সৎসঙ্গী—গুরু সেবী ইঁহারা সকলেই কর্ম্মযোগী। জ্ঞানীর কোন প্রকার অনুষ্ঠান দুঃখ নাই কিন্তু কর্ম্ম

ত্যাগীদের কোথাও অনুষ্ঠান দুঃখ আছে কোথাও বা অনুষ্ঠানের মধ্যেও সুখ প্রচুর। জ্ঞানীর স্থিতি "সেই আমিতে" আর কর্ম্মীর স্থিতি "তোমার আমিতে"।

"তোমার আমি" কর্ম্মের মধ্যে যদি না থাকে তবে কর্ম্মের মধ্য হইতে একটা বিষ উঠে। সেই বিষের জ্বালায় অস্থির হইতে হয়। ইহাতে পুনঃ পুনঃ জন্মিতে হয় ও মরিতে হয়।

"তোমার আমি" হইয়া যখন কর্ম্ম করি তখন তুমি যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছ তাহা করা যায় না, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষাও গৌণ হইয়া পড়ে; তোমার প্রসন্নতাই মুখ্য কার্য্য হয়। শেষে কর্ম্ম যে আমি করিতেছি ইহাও লক্ষ্য হয় না, মনে হয় তোমার কর্ম্ম তুমিই করিতেছ। "তোমার আমি" হইয়া কর্ম্ম করার তিনটি অঙ্গ। (১) তোমার প্রসন্নতা (২) ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ (৩) তৃতীয় অহং অভিমান ত্যাগ। নিষ্কাম কর্ম্ম যোগ ইহাই। নিষ্কামকর্ম্মযোগের শেষ হইতেছে তোমাতে স্থিতি, তুমি হইয়া স্থিতি। "তোমার আমি" "আমার তুমি" এবং "তুমিই আমি" এই পূর্ণ সাধনা।

শ্রীগীতায় ধরিবার কথা, ধরাইবার কথাটি হইতেছে শরণে কর্ম্ম করা। গীতা বহুস্থানে শরণ লইয়া কর্ম্ম করিতে বলিতেছেন। যাঁহারা গীতা পড়েন, পড়িতে ভালবাসেন তাঁহারা "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ" হইতে শরণ কথাটি বাহির করিয়া লইয়া সর্ব্ব ব্যবহারে ইহার প্রয়োগ করিবেন।

আমরা "মামেকং শরণং ব্রজ" এবং "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব ভাবেন ভারত" এই দুইটির কথাই বলিলাম।

শ্রীভগবানের ভালবাসার কথা শ্রীগীতাতে কতই আছে। এত ভালবাসিতে কে জানে? এমন করিয়া কে বলে—

"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" রে ভারতবাসি! আমিই তোমাদের গতি, আমিই তোমাদের ভরণপোষণের ভার লইয়াছি, আমিই তোমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, আমিই সাক্ষীভাবে তোমাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতেছি, আমিই তোমাদের নিবাসের বস্তু, আমিই তোমাদের আর্ত্তিহারী, আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না—কিন্তু তোমাদের জন্য সব করি, আমিই "সর্ব্বভূতের সর্ব্ব প্রাণীর সুহৃৎ—তোমরা আমার শরণে আসিয়া সকল কর্ম্ম কর।

লৌকিক কর্ম্ম—যা কর যা খাও "তোমার আমি" বলিয়া শরণ লইয়া কর,-খাও; সন্ধ্যা, পূজা, ক্রিয়া, বিচার, ধ্যান যখন যাহা কিছু বৈদিক কর্ম্ম কর,

তোমার আমি বলিতে বলিতে কর--যাহা কিছু তোমার ঘটিতেছে, তোমার সকল কার্য্যে, তোমার সকল বাক্য ব্যবহারে, তোমার সকল ভাবনায় "তোমার আমি" মনে রাখিয়া কর তবে "তুমি," "আমি" লইয়া স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। যে মোহের বশে বিড়ম্বিত হইয়া ভাবিতেছ "সে মরিল আমাকেও মরিতে হইবে"--সে মোহ আর থাকিবে না—বুঝিবে তুমি আমার মত চিরদিন আছ, চিরদিন ছিলে, চিরদিন থাকিবে; তুমিও আমার মত সবই জান; তুমি ও আমার মত শোক দুঃখ শূন্য, শুধু আনন্দ। আমাকে স্মরিয়া সব কর, আমাকে লইয়া সর্ব্বদা চল ফের—তোমার কোন ভয় নাই। তুমি কর্ম্ম যোগ হইতে সাংখ্য যোগে এবং ধ্যানযোগে আমার মতন হইয়া স্থিতি লাভ করিবে।

রাম-রামায়ণ—ভজন।

এই যে এই অতিসুন্দর মূর্ত্তি—সীতা, রাম, লক্ষণ ও হনুমান—কে জানি ভগবান্ কাল ভৈরবের মন্দির পার্শ্বে এই ক্ষুদ্র মন্দিরে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন অল্পদিন হইল ৺কাশীধামে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মূর্ত্তি দেখিয়া আইস ধন্য হইয়া যাইবে। এমন মূর্ত্তি আর কোথাও দেখি নাই।

এই যে এই মূর্ত্তি এ গুলি কি? এই শ্রীরামচন্দ্রের আরও কোন মূর্ত্তি কি আছে? যিনি স্বরূপে নিরবয়ব, নিরাকার, অমূর্ত্ত, তিনি মূর্ত্তি ধরিলেন কিরূপে? তাঁহার প্রথম মূর্ত্তিই বা কি হইল?

ভগবান্ ব্যাসদেব বহু ভাবে এই মূর্ত্তি কি বুঝাইয়াছেন। এই যে রাম ইনি পরোবিষ্ণুঃ, ইনি আদি নারায়ন। এই জানকী, ইনি লক্ষ্মী, ইনি যোগমায়া। আর এই লক্ষ্মণ ইনি শেষ নাগ।

"এষঃ রামঃ পরোবিষ্ণুরাদি নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
এষা সা জানকী লক্ষ্মী যোগমায়েতি বিশ্রুতা॥ ১১
অসৌ শেষস্তমন্বেতি লক্ষ্মণাখ্যশ্চ সাম্প্রতম্।
এষ মায়াগুণৈর্যুক্তস্তত্তদাকারবানিব॥ ১২

মায়ার গুণের সহিত যুক্ত হইয়া ইঁহারা এই এই আকার ধরিয়াছেন।

ব্যাস ভগবান্ শ্রীসীতা সম্বন্ধে আবার বলিতেছেন।

এষা সীতা হরের্মায়া সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারিণী

এই সীতাই হইতেছেন পরমেশ্বরের মায়া, ইনিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ করেন। আবার বলেন এই রাম কাল পুরুষ, আর এই সীতা কালী।

কালো রাঘবরূপেণ জাতো দশরথালয়ে।
কালী সীতাভিধানেন জাতা জনকনন্দিনী ॥

এই রাম সেই পরব্রহ্ম—

রামং বিদ্ধি পরংব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্ ॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম ॥

কি এই মূর্ত্তি তবে? অবতারের কার্য্য শেষ হইলে এই রামই "ব্রহ্মত্বমাত্মং-পুনরগাৎ" এই রামই আবার মূর্ত্তি ছাড়িয়া সেই নিরাকার, নিরবয়ব ব্রহ্মত্বে "অনেজদেকং" হইয়া থাকেন।

তবে এই সুন্দর মনোভিরাম, নয়নাভিরাম, সদাভিরাম, সততাভিরাম মূর্ত্তি তিনটিকে কি ভাবে ভাবিতে হইবে? ভগবান্ ব্যাসদেব বলিতেছেন—

"আবয়োর্ম্মধ্যগা সীতা মায়েবাত্মপরাত্মনোঃ"

বনবাস কালে যখন ইহাঁরা দণ্ডকারণ্যে প্রথম প্রবেশ করেন তখন শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণকে বলিতেছেন "অগ্রে যাস্যাম্যহং পশ্চাত্ত্বমন্বেহি ধনুর্দ্ধরঃ" ভাই আমি অগ্রে যাই তুমি পশ্চাতে আইস—উভয়েই কিন্তু ধনুর্দ্ধারী হইয়া চলিব আর সীতা আমাদের মধ্যে চ'লবে---যেমন আত্মা ও পরমাত্মা মধ্যে মায়া সেইরূপ। এই কথাই সাধকের বড় আবশ্যকীয় কথা। শিবতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব মধ্যে যেমন বিদ্যাতত্ত্ব থাকেন সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যে সীতা, আর এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মধ্যে বাগ্‌রূপিণী গীতা। বড়ই সুন্দর। প্রকৃত কথাই ইহা। রামই পরমাত্মা, লক্ষ্মণই আত্মা আর সীতা মায়া। এই তিনের কাহারও মূর্ত্তি নাই। রামই কিন্তু মায়া গ্রহণে মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন, মায়ারও মূর্ত্তি হয়। মায়াই হন সীতা আর রাম হয়েন মায়াধীশ আর লক্ষ্মণ হয়েন মায়াধীন। এই ভাবেই শিবের উপরে শিব তাহার বক্ষে কালী ইত্যাদি। আত্মতত্ত্বকে শিবতত্ত্বে পৌঁছনার জন্যই মধ্যে বিদ্যাতত্ত্ব। বিদ্যাতত্ত্ব আত্মতত্ত্বের অবিদ্যানাশ করিলেই আত্মতত্ত্বই শিবতত্ত্ব। হৃদয়ে কালী নৃত্য করিলেই ঐ চরণকমল স্পর্শে যখন সাধকের হৃদয় কমল ফুটিয়া উঠে তখনই সাধক শিব হইয়া

যান। এই ভাবে একবার এই মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া ভাবনা কি করিবে? যদি কর তবে কি রাম রাম করিলে রস আসিবেনা, না সীতারাম সীতারাম করিয়াও আনন্দ পাইবেনা? কিন্তু তত্ত্বের কথা গুরুমুখে শ্রবণ করা চাই বা শাস্ত্র মুখে পাঠ করিয়া মনন করাও চাই। তবেই দেখিবে কালী কালী করা যে জন্য সীতারাম সীতারাম এই করাও সেইজন্য, আর রাধাগোবিন্দ রাধাগোবিন্দ করাও সেইজন্য। প্রথম মূর্ত্তির কথা বলা হইল। ইহারও প্রথমে আর একমূর্ত্তি আছে যেমন শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি, যাহা আমরা স্থূল চক্ষে দেখি তাহাই প্রথম অবস্থায় মন্ত্রমূর্ত্তি—সেইরূপ সীতারামের প্রথম মূর্ত্তিও মন্ত্রমূর্ত্তি। মন্ত্রগুলি অক্ষর মাত্র নহে। প্রতিবার মন্ত্রোচ্চারণে সীতারাম চরণ কমল স্পর্শ করিতেছি ভাবনা করিতে হয়।

আর এক মূর্ত্তির কথা শাস্ত্রে পাই।

সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা ভগবান্ বাল্মীকিকে বলিয়াছিলেন—

অহং সৃষ্টিকরো ব্রহ্মা তত্র লীলাকরো হরিঃ।
তদ্দর্শনস্য কর্ত্তা ত্বং সৃষ্টিরক্ষা করো ভব॥
লোকানাং ধর্ম্মরূপৈব বিষ্ণোর্লীলা মলাপহ।
ত্বয়া সা বর্ণিতা লোকে পরোধর্ম্মঃ স্থিরো ভবেৎ॥

বাল্মীকে! আমি ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা। ভগবান্ হরি আমার সৃষ্টিমধ্যে লীলা করিয়া থাকেন। তুমি সেই লীলা বর্ণনের কর্ত্তা হইয়া মদীয় সৃষ্টি রক্ষা বিধান কর। বিষ্ণুর পাপনাশিকা লীলা লোক সকলের নিকটে ধর্ম্মরূপা জানিও। তুমি সেই লীলাময়ের লীলা বর্ণনা করিলে এই পৃথিবীতে প্রোজ্ঝিত কৈতব পরোধর্ম্ম স্থির ভাবে থাকিবে। বাল্মীকি ভগবান্ রামায়ণ রচনা করিলেন, আর ব্রহ্মা বলিলেন।

"শ্রীরামস্য পরামূর্ত্তিঃ কাব্যং রামায়ণং তব"।

তাই বলিতেছিলাম—যেমন শ্রীকৃষ্ণের পরামূর্ত্তি শ্রীভাগবত, যেমন জগজ্জননী দুর্গা দেবীর পরামূর্ত্তি শ্রীচণ্ডীগ্রন্থ, সেইরূপ শ্রীরামচন্দ্রের পরামূর্ত্তি এই তোমার রামায়ণ কাব্য। শ্রীরামায়ণ পাঠে শ্রীরামচন্দ্রের পরামূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গ হয় আর অন্তে সেই রাম পরব্রহ্মের সহিত মিলন হয়।

পটের ছবি বা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি ডাকিয়া বলেন আমি পরব্রহ্ম, আমার মায়া এই আমার শক্তি, আমরা জগতের জন্য, আমরা তোমার জন্যই মূর্ত্তিগ্রহণ করি, তুমি আমাদের উপাসনা করিয়া নির্ম্মল চিত্ত হইবে বলিয়া; আমাদের মনন করিয়া মুনি হইবে বলিয়া আর সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুই যে আমি তোমার সর্ব্বদা

এইটি স্মরণে যখন থাকিবে তখন উপাসনা শেষ হইবে, তখন তুমি জ্ঞান লাভ করিবে আর বুঝিবে তুমিই স্বরূপে রাম সীতা লক্ষ্মণ এই ত্রিমূর্ত্তি। রাম হইয়া রাম ভজাই বিধি। "অবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং ন পূজা ফলভাগ্ ভবেৎ" এই কথা শাস্ত্র উপদেশ করেন। আবার সীতা হইয়া রাম ভজা আর রাম হইয়া সীতা ভজা এই সমস্তই সুন্দর।

শ্রীভগবানের নরাকার মূর্ত্তি অবলম্বনে সগুণ নির্গুণ আত্মা ও স্বরূপ চিন্তাই, সর্ব্বদা ভাবনাই সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ। আবার তাঁহার নাম, তাঁহার রূপ, তাঁহার গুণ, তাঁহার লীলা—এইগুলি ঈশ্বর চিন্তা ও ঈশ্বরে স্থিতি লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

নির্গুণ সগুণ আত্মা ও অবতার এবং নাম রূপ গুণ লীলা এবং স্বরূপের অর্থাৎ এই সাধ্য বুঝিয়া, সাধনা করিতে পারিলে মানুষ জন্ম সফল হয়, মানুষের সর্ব্বদুঃখ দূর হয়।

লঙ্কাপথে জটায়ু।

প্রথম অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীভগবানের সগুণ মূর্ত্তি—নিরাকারের নরাকাররূপ ভজনা করিতে হইবে ইহা তুলসীদাস প্রভু বলেন। প্রাচীন ঋষিগণের মধ্যে কেহ কি এই কথা বলেন? ইহা হইলে তুলসী প্রভুর

"কঠিন কাল মল কোষ
ধর্ম্ম ন জ্ঞান ন যোগ জপ।
পরিহর সকল ভরোস
রাম হি ভজহি রে চতুর নর॥"

এই উক্তি সন্দেহশূন্য হৃদয়ে ধারণ করা যায়।

তুলসী প্রভুর নিজের কথা ইহা নহে। দেবর্ষি নারদ এই উপদেশ করিতেছেন।

বিকাররহিতং শুদ্ধং জ্ঞানরূপং শ্রুতির্জগৌ।
ত্বাঞ্চ সর্ব্বজগদাকারমূর্ত্তিং চাপ্যাহ সাশ্রুতিঃ॥
বিরোধো দৃশ্যতে দেব বৈদিকো বেদবাদিনাম্।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি ত্বৎপ্রসাদং বিনা বুধাঃ॥

হে রাম! বিকার রহিত, শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ—অতএব নিরাকার নিরবয়ব তুমি, বেদ এই কথা প্রতিপাদন করিতেছেন। ঐ বেদই আবার বলিতেছেন সমস্ত জগদাকারে মূর্ত্তি ধরিয়াছ তুমিই। বেদ এই প্রকারে বাদিগণের বৈদিক বিরোধ দেখাইতেছেন। এই জন্য পণ্ডিতগণ তোমার অনুগ্রহ ভিন্ন কোন্ মত যে ঠিক তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন না। যাঁহার উপর তুমি কৃপাদৃষ্টি কর তিনি নিশ্চয় করিতে পারেন—তাঁহার নিকটে কিছুই বিরোধ থাকে না কারণ যাহা কিছু বিকার সে সমস্তই জগতের, তুমি কিন্তু নির্ব্বিকার।

মায়য়া ক্রীড়তে দেব ন বিরোধো মনাগপি।
রশ্মি জালং রবেযদ্বৎ দৃশ্যতে জলবদ্ভ্রমাৎ॥

হে দেব! মায়া ভুলিয়া যে তুমিই ক্রীড়া করিতেছ এ বিষয়ে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। আর জগদাকার রূপটি হইতেছে মায়িক। যেমন মরুভূমিতে সূর্য্যের রশ্মিজালকে মৃগগণ জল বলিয়া ভ্রম করে সেইরূপ ভ্রমজ্ঞানে তুমিই জগদাকারে প্রতীত হও।

ভ্রান্তিজ্ঞানাৎ তথারাম ত্বয়ি সর্ব্বং প্রকল্প্যতে॥
মনসোবিষয়োদেব রূপং তে নির্গুণং পরম্।
কথং দৃশ্যং ভবেদ্দেব দৃশ্যাভাবে জপেৎ কথম॥
অতস্তবাবতারেষু রূপাণি নিপুণাভুবি।
ভজন্তি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তরন্ত্যেব ভবার্ণবম্॥

হে রাম! ভ্রান্তিজ্ঞানে যেমন শুক্তিকেই রজতরূপে দেখা যায় সেইরূপ ভ্রমজ্ঞানে তোমাকেই এই দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপে কল্পনা করা হয়। হে দেব প্রকৃতিরও পরে তোমার যে নির্গুণরূপ তাহা মনেরও অগোচর—মন ঐ নির্গুণ ভাবে পৌঁছিতে পারে না—"মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্"। কদাচিৎ কেহ কেহ বলেন সগুণ রূপের ধ্যান মায়িক বলিয়া নিষ্ফল। ঠাকুর আমি বলি আপনার নির্গুণরূপ চক্ষের গোচর কিরূপে হইবে? আর দর্শন না করিলে ভক্তি কিরূপে হইতে পারে? এই কারণে অবতারের এই যে নরাকাবরূপ—বড় চতুর ভক্তগণ ঐ নরাকার রূপেরই ভজনা করেন। আর ঐ ভজনদ্বারা সংসার সাগর পার হইয়া যান।

তুলসী প্রভুর— "পরিহরি সকল ভরোস
রামহি ভজহি রে চতুর নর ॥"

ইহা দেবি নারদের বাক্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

আমরা জটায়ুর কথা বলিতেছিলাম।

কাতর কণ্ঠের "আর্য্য জটায়ো" সম্বোধনে জটায়ু চমকিয়া উঠিলেন।

"তং শব্দমবসুপ্তস্ত জটায়ুরথ শুশ্রুবে।"

বনস্পতির উচ্চশাখে জটায়ু আহারান্তে নিদ্রিত ছিলেন। প্রথম সুপ্তিভঙ্গে কিছুই যেন ঠিক হইতেছিল না। যখন স্পষ্ট শুনিলেন "জটায়ো পশ্যমামার্য্য হ্রিয়মাণামনাথবৎ"—আর্য্য জটায়ো আমার সব থাকিতেও আমি নিতান্ত অনাথিনীর মত হৃতা হইতেছি।

জটায়ু দেখিলেন একি? ত্রিলোকনাথের ভার্য্যা ভীষণ রাক্ষসের ক্রোড়ে! মাতার কাতর ক্রন্দন সমস্ত দেহে তড়িৎ ছুটাইল। "রামায় তু যথাতত্বং জটায়ো হরণং মম।" মা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছেন এই অকরুণ পাপকর্ম্মা ক্রূর নিশাচর অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত—তুমি ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না তুমি রামকে যথাযথ আমার হরণ সংবাদ দিও।

মাতার পরামর্শ মত কার্য্য হইল না। মাতাকে এই অবস্থায় দেখিয়া জটায়ু স্থির থাকিতে পারিলেন না। কেই বা পারে? এই অবস্থা দেখিয়া নিজের জীবনের উপরে লক্ষ্য কার থাকে?

গৃধ্ররাজ শুনি আরত বাণী।
রঘুকুল তিলক নারী পহিচানী ॥
অধম নিশাচর লীহ্নে জাই।
জিমি মলেচ্ছ বশ কপিলা গাই ॥

গৃধ্ররাজ সীতার বিলাপধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন রঘুকুল তিলকের পত্নী ইনি। অধম নিশাচর সীতাকে চুরী করিয়া লইয়া যাইতেছে। কামধেনু ম্লেচ্ছের বশে যেমন কাতরধ্বনি করে এই সীতা সেইরূপ কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছেন।

রাবণের রথ অতি দ্রুতবেগে উপরে উঠিতেছিল। জানকী গৃধ্ররাজকে দেখিবামাত্র চীৎকার করিলেন আর জটায়ু অতি উচ্চ বনস্পতি শাখা ত্যাগ করিয়া আকাশ হইতে রাবণের রথের সম্মুখে ছুটিয়া আসিলেন।

ধায়ো ক্রোধবন্ত খগ কৈসে।
ছুটে পবি পর্ব্বত পঁহ জৈসে ॥

ক্রোধ ভরে খগরাজ ছুটিয়া আসিলেন যেমন বজ্র পর্ব্বতের উপরে ছুটিয়া আসিয়া পড়ে সেইরূপ।

রাবণ বনস্পতিগাছ, পর্ব্বতাগ্রের মত তীক্ষ্ণচঞ্চু খগপতিকে, আকাশ হইতে প্রবলবেগে পতিত হইতে দেখিয়া ভাবিতেছে এটা কে?

আবত দেখি কৃতান্ত সমানা।
ফিরি দশকন্ধর করত অনুমানা॥

পক্ষীকে কৃতান্তের সমান আসিতে দেখিয়া রাবণ মনে মনে অনুমান করিতে লাগিল—

মৈনাকঃ কিময়ং রুণদ্ধি গগনে মন্মার্গমব্যাহতং
শক্তিস্তস্য কুতঃ? স বজ্রপতনাৎ ভীতো মহেন্দ্রাদপি।
তার্ক্ষ্যঃ সোঽপি সমং নিজেন বিভুনা জানাতি মাং রাবণম্
আঃ জ্ঞাতং স জটায়ুরেষ জরসাগ্রস্তো বধং বাঞ্ছতি॥
কী মৈনাক কি খগপতি হোই।
মম বল জান সহিত পতি সোই॥
জানা জরঠ জটায়ু য়েহা।
মম করাতীরথ চ্ছাড়িহি দেহা॥

একি মৈনাক? আকাশপথে আমার অব্যাহত গতি যে রোধ করিল? তার শক্তি কোথা? সে যে ইন্দ্রের বজ্র পতনের ভয়ে সর্ব্বদা ভীত। একি তবে গরুড়? না—তাও নয়। কারণ গরুড়ও নিজ প্রভু বিষ্ণুর সহিত আমি যে রাবণ আমার বল জানে। আঃ জানিয়াছি এটা জরাগ্রস্ত জটায়ু এটা নিজের বিনাশ ইচ্ছা করিয়াছে।

রাবণ মনে মনে অনুমান করিল কিন্তু মুখে কিছুই বলিল না—চোর যে, সে পলাইতেই চায়। জটায়ু প্রথমেই সীতাকে বলিলেন "মা ভৈষীঃ পুত্রি সীতে"—

সীতা পুত্রী করসি জনি ত্রাসা।
করিহোঁ যাতুধানকর নাসা॥

পুত্রি সীতে! তুমি ভয় করিও না। আমি এখুনি এই রাক্ষসকে বিনাশ করিব। যদি কেহ সীতা হরণের সময় আকাশ পথে থাকিয়া নীচে কি হইতেছে দেখিতেন তবে তিনি দেখিতেন যেন একক্ষণে তিনটি কার্য্যে হইতেছে। এইগুলি ধ্যানের চিত্র। কমললোচন রাম মায়ামৃগের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মায়া-মৃগের হা সীতে হা লক্ষ্মণ এই কপটোক্তির সঙ্গে সঙ্গে সীতা নিদারুণ বাক্যে

লক্ষ্মণকে বিতাড়িত করিলেন আর লক্ষ্মণ বায়ুবেগে রামের নিকটে দৌড়িতেছেন। সেই সময়েই রাবণ কপটবেশে সীতার নিকটে আসিয়া সীতাকে অপহরণ করিতেছে।

আমরা ত শ্রীভগবানের মূর্ত্তি ধ্যানে ধরিতে চেষ্টা করি। কিন্তু লীলা ভাবিয়া মূর্ত্তি হৃদয়ে আনয়ন করা সহজ। এই যে সহজ তিনটি চিত্রের কথা উপরে উল্লেখ করা হইল ইহা ত সহজে মনে আইসে, যদি ভাবনায় মনটাকে আকাশের মত করা যায়। আকাশের নীচে ত সমস্তই হইতেছে ভাবনায় যদি চক্ষুকে আকাশের মত সমন্তাৎ প্রসারিত করা যায় যদি "দিবীব চক্ষুরাততং" ইহা ভাবনা করা যায়, যদি ভাবনায় মনকে আকাশ স্থানীয় করা যায়, তবে রামলক্ষ্মণ সীতা এই তিনেরই ছবি মনে আনিয়া তাঁহাদের লীলা দেখা যায়। ভাবনা করিয়া দেখনা হয় কিনা? হইবেই নিশ্চয়। জটায়ু যদি সেদিন আহারান্তে নিদ্রা না গিয়া আকাশে বিচরণ করিতেন তবে দূরদৃষ্টি বশতঃ এই তিনজনের কার্য্যই যেন দেখিতেন। কিন্তু ইহাত হইবার নহে। কারণ তাহা হইলে দেবতার কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

যাহা হউক জটায়ু রাবণকে সামবাক্যে একটু প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন।

জন্ম ব্রহ্মকুলে, হরার্চ্চনবিধৌ কৃত্বা শিরঃ কর্ত্তনং
ভক্তির্বজ্রিণি বাহুদণ্ডদলন ব্যাপার শক্তিঃপরা।
হেলাত্তোলিতকেলিকন্দুকনিভঃ কৈলাস উৎপাটিত
স্তৎ কিং রাবণ! লজ্জসে ন? হরসে চৌর্য্যেণ পত্নীং রঘোঃ।

রাবণ! ব্রহ্মকুলে তোমার জন্ম, আপন মস্তক চ্ছেদন করিয়া তুমি হরের অর্চ্চনা করিয়াছিলে, বজ্রধর ইন্দ্রকেও তুমি বাহুবলে দলন করিয়াছ, অবহেলে তুমি কেলি কন্দুকের মত কৈলাস পর্ব্বত উৎপাটিত করিতে গিয়াছিলে কি জন্য তবে রাঘবের পত্নীকে চোরের মত হরণ করিতেছ? ইহাতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না?

বনস্পতি-গত শ্রীমান জটায়ু রাবণকে লক্ষ্য করিয়া বহু শুভ কথা কহিতে লাগিলেন। যদি মনে ভাব পাখীতে কথা কয় ইহা কি আবার বিশ্বাস যোগ্য? রামায়ণের সবই অতি বিচিত্র। বানর, পক্ষী, রাক্ষস, মানুষ সবই এক রকম। সমুদ্রে সেতুবন্ধন, বানরের সমুদ্র উল্লঙ্ঘন এই সকল কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে?

যাহারা বিশ্বাস করিতে পারেন তাঁহারাই কিন্তু ভাগ্যবান্। শ্রীভগবান্, অজ হইয়াও যদি মানুষ দেহ আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিতে পারেন তবে দেবগণ বানর

ভল্লুকাদি দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের কার্য্য করিতে পারিবেন না কেন? এখনও শ্রাদ্ধমন্ত্রে পাঠ করিতে হয়—

ওঁ সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু মৃগাঃ কালঞ্জরে গিরৌ।
চক্রবাকা শরদ্বীপে, হংসা সরসি মানসে।
তেঽভিজাতাঃ কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যূয়ং তেভ্যোঽবসীদত॥

কোন মুনির সাত শিষ্য মুনির শাপে পাঁচজন্ম, কখনও দশার্ণদেশে ব্যাধ, কখনও কালঞ্জর পর্ব্বতে হরিণ, কখনও শরদ্বীপে চক্রবাক, কখনও মানস সরোবরে হংস, কখনও কুরুক্ষেত্রে বেদপারগ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা যদি জাতিস্মর হন তবে হরিণ, চক্রবাক ও হংস ইহারাও মানুষের মত কথা কহিতে পারে। এখনও যাওনা দেখিয়া আইস অমরনাথে যত কিছু বিচিত্রতা বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেই দেখে। যে তীর্থে গমন করিবার কালে মানুষ মৃত্যু ও ভগবান্ লইয়াই চলে, একটু পদস্খলনে যেখানে মৃত্যু নিশ্চয়, যেখানে "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" একথা নিতান্ত অধমকেও বিশ্বাস করিতে হয়, শুধু বিশ্বাস নয় নিরাশ্রয় হইলে যে, মানুষ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতে পারে না একথা মানুষকে শ্রীভগবান্ জোর করিয়া বিশ্বাস করাইয়া দিয়া থাকেন, যে তীর্থে গমন করিতে হইলে মানুষের কোন প্রকার বৈখরী শব্দ করিবার উপায় নাই, শব্দ করিলেই যেখানে বরফ পড়িয়া মানুষকে প্রোথিত করে, কাজেই মানস জপরূপ ধ্যান মানুষকে করিতেই হয়, সেই বরফাবৃত গিরিশৃঙ্গে বরফের মহাদেব—পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণাবয়ব, আবার প্রতিপদ হইতে ক্ষীণ হইতে হইতে অমাবস্যায় সব ক্ষয় হয়, যে পথে যাত্রাকালে পুষ্পগন্ধ মানুষকে হাসাইয়া মারিয়া ফেলে, যে বরফাবৃত দেশে কোন জীবজন্তু বাঁচিতে পারে না, সেখানেও বরফের শ্বেত হ্রদে পঞ্চমুখী শেষ নাগ কখন কখন যাত্রিগণের দৃষ্টিপথে হ্রদের জলে খেলা করিয়া বেড়ান, আর যেখানে কোন জীবজন্তুর খাদ্য নাই, কোন জীবজন্তুর থাকিবার স্থান নাই, সেখানেও অমরনাথের বরফমন্দিরে চারিটি পারাবত থাকে কিরূপে? এই সমস্ত আশ্চর্য্য বস্তু ত অবিশ্বাসী জনেও বিশ্বাস করিতে পারে। আর অবিশ্বাসী নাস্তিক যদি বিশ্বাসী হইতে চান তবে উপস্থিত সময়ে ৺কাশীধামে ত্রিপুরা ভৈরবী গলিতে শ্রীভগবান দত্ত দৈবজ্ঞভূষণের নিকট যে ভৃগু সংহিতা আছে তাহার সাহায্যে আপনার তিনজন্মের সমস্ত বিবরণ জানিতে পারেন। ভৃগুদেব কবে কোন্ অতীতকালে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন আর তুমি আমি

দেখিতেছি তোমার আমার এই জীবনের সমস্ত ঘটনা ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে! রামায়ণ অবিশ্বাস করাও কলি কৌতুক বটে। নতুবা ইংরাজী শিক্ষিত বহুব্যক্তি শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে মানুষ প্রমাণে চেষ্টা করিয়া শ্রীগীতার "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মমভূত মহেশ্বরম্" আমার ভূত-মহেশ্বর পরমভাব না জানায় মূঢ়গণ মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে শ্রীগীতার এই বাক্য সত্য করিতেছেন কিরূপে? আর রামায়ণে বানরগণও পক্ষিগণ ভারতের অনার্য্য জাতি, রামায়ণের যুদ্ধটা ভারতের আর্য্য জাতির সহিত অনার্য্য জাতির যুদ্ধ ঘটনা—ইহা প্রমাণ করিতে এত ব্যস্ত কেন? আমরা ইংরাজী শিখিয়া "সংশয়াত্মা" হইয়া "বিনাশ" প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছি। কবে ভগবান্ ভারতের পাপ দূর করিতে আসিবেন? যাহা হউক যদি নিতান্ত পক্ষে পাখীর কথা কওয়া বিশ্বাস করিতে না পার তবে অন্ততঃ জটায়ুর উপদেশ বাক্যও যদি শ্রবণ কর তবে বুঝিবে এই উপদেশ বাক্য যেন আমাদের জন্যও হইতেছে। আমরাও যেন ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী যিনি তাঁহাকে চুরী করিয়া উপভোগ করিতে চাই। তবে রাবণ, রাক্ষস দেহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ জন্য মাতৃবুদ্ধিতে ব্রহ্মবিদ্যাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল আর আমরা এই জ্ঞানশূন্য অসুর দেহে পুনঃ পুনঃ আসিবার জন্য সত্য সত্যই ভোগ-লাম্পট্য করি এই প্রভেদ।

মিলাইয়া লইতে পারিলেই দেখা যায় রামায়ণের উপদেশও তোমার আমার মত সত্বশূন্য কলির জীবের জন্যই যেন উপদিষ্ট হইয়াছে। রামায়ণ যে বেদ, ইহা চির নূতন।

জটায়ু মিষ্টবাক্যে রাবণকে "ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া, বলিলেন—

ভ্রাতস্ত্বং নিন্দিতং কর্ম্ম কর্ত্তুং নার্হসি সাম্প্রতম্।

জটায়ু বলিতে লাগিলেন ভ্রাতঃ দশগ্রীব! আমি জটায়ু—আমি পুরাণ ধর্ম্ম-নিরত ও সত্য প্রতিজ্ঞ তুমি আমার সমক্ষে ঈদৃশ নিন্দিত কার্য্য করিও না।

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মুমুক্ষু। আমরা স্বপ্নকালে কত কি দেখি। কিন্তু যতক্ষণ দেখি ততক্ষণ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু সমূহকে সত্য বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু স্বপ্ন-

দৃষ্ট বস্তু কি সত্য? কেহই ইহা বলেন না। কেন বলেন না? স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু জাগ্রত কালে থাকে না। যাহা সর্ব্বদা থাকেনা তাহা সত্য নহে। একবার সত্য মত মনে হইল কিন্তু তাহা ঐভাবে থাকিল না—ইহা পরম সত্য নহে। পরম সত্য যিনি তিনি সর্ব্বদা সমভাবে আছেন, ছিলেন, থাকিবেন। কাজেই লোকে যাহাকে সত্য বলিয়া ধরে তাহা মূর্খকে বুঝাইবার জন্য বলা হয়, আপেক্ষিক সত্যবৎ—অন্য কোন কিছু অপেক্ষা যেন সত্য, অন্য কোন কিছু অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী—ইহা হইলেও ইহা যখন চিরদিন থাকেনা তখন ইহা পরং সত্য নহে। স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু জাগ্রতে থাকেনা আবার জাগ্রত্ দৃষ্ট বস্তুও স্বপ্নে থাকেনা। এই জগৎ স্বপ্নে থাকে না, সুষুপ্তিতে থাকে না, মহাপ্রলয়ে থাকেনা, কাজেই এই দেহও পরম সত্য নহে আর এই জগতও পরম সত্য নহে। দেহটা আদিতে থাকেনা, অন্তেও থাকেনা আর বর্ত্তমানে থাকার মত বোধ হইলেও ইহা অসত্য হইয়াও সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহা পরম সত্য বস্তু নহে। এই জন্য "দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ" ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যাহা কিছু তাহা পরম সত্য নহে। পরম সত্য বস্তু একটিই আর আর যাহা, তাহা ভ্রমজ্ঞানে সত্যমত দেখায়। এই পরম সত্য বস্তুটিই ঈশ্বর, পরমাত্মা, ভগবান্। এই বস্তুটিকে ধ্যান করিতে বলিতেছেন।

মুক্ত। নির্গুণ ব্রহ্মকেই পরম সত্য বলা হইয়াছে। ইঁহাকেই ধ্যান করিতে হইবে। এখন বল এ ক্ষেত্রে ধ্যান অর্থে কি বুঝিতেছ।

মুমুক্ষু। পরং সত্য যিনি তিনি নিরবয়ব তিনি নিরাকার। তাঁহাতে স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ কিছু মাত্র নাই। তাঁহার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদি নাই এজন্য তিনি স্বগত ভেদ শূন্য। তাঁহার মত পরম শান্ত, সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই এজন্য তিনি স্বজাতীয় ভেদ শূন্য। আর যাহা যাহা দেখা যায় তাহা তাঁহার উপরে ভাসিয়া, তাঁহাকে আবরণ করিয়া, তাঁহাকেই যেন অন্যরূপে দেখায়, কাজেই অপর কোন বস্তুই নাই—যাহা অপর বস্তু বলিয়া মনে হয় তাহা সেই ব্রজ বস্তুই মায়ার সাহায্যে অন্যরূপে দেখা হইয়া যায়। রজ্জু রজ্জুই আছে। অন্ধকারে ইহা সর্পমত দেখা হয়। সর্প ত আদৌ নাই। এ ক্ষেত্রে বিজাতীয় বস্তুইত নাই—তবে বিজাতীয় ভেদ থাকিবে কিরূপে? এ ক্ষেত্রে ধ্যান অর্থে নিদিধ্যাসন।

মুক্ত। ভাল করিয়া বল।

মুমুক্ষু। স্বরূপটি যাহা তাহা "সত্যংপরং।" এই পরমসত্য পরব্রহ্মই শুদ্ধ নিত্য নিজ বোধরূপ আনন্দস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্ম। ইনি মায়াতীত

আপনি-আপনি। ইঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন, "যম্ বেদা বিজ্ঞানন্তি মনো যত্রাপি কুণ্ঠিতম্ ন যত্র বাক্ প্রভবতি।" বেদ সমস্তও ইঁহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না—মন এখানে কুণ্ঠা প্রাপ্ত হয়, বাক্য এখানে স্ফুরিত হয় না। আর কিছুই নাই—আকাশ নাই, বায়ু নাই, সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, গ্রহ নাই, নক্ষত্র নাই, পর্ব্বত নাই, সাগর নাই, অগ্নি নাই, ধূম নাই, দিক্ নাই, কাল নাই, জল নাই, স্থল নাই, বৃক্ষ নাই, লতা নাই—কোন জীবজন্তু নাই—কোন দেবতা নাই, কোন রাক্ষস অসুর নাই—সৃষ্টি বলিয়া কোন কিছুই নাই, মহৎ নাই, অহং নাই, পঞ্চতন্মাত্রা নাই, পঞ্চভূত নাই—শুদ্ধ তিনিই আছেন —শুধু আপনি আপনি। ইঁহার কথা বলিবে কে? বলিতে পারে কে? এই পরব্যোম, এই ভরিত চৈতন্য, এই সৃষ্টি বিষয়ে মহাশূন্য কিন্তু অধিষ্ঠান সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সত্যংপরং উপাসনার বস্তু নহেন। শ্রীভাগবত ইঁহার ধ্যানের কথা যে বলিতেছেন সে "ধ্যান" বলে নিদিধ্যাসনকে। শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী "সত্যং পরং ধীমহি"র "ধীমহি"কে বুঝাইতেছেন ধ্যায়েম—নিদিধ্যাসেম—বলিয়া। তং পরং সত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠানসন্মাত্রমখণ্ডবাক্যার্থভূতং শ্রুত্বা মত্বা চ বয়ং মুমুক্ষবো ধ্যায়েম নিদিধ্যাসেম। ধ্যানমত্র নিদিধ্যাসনরূপমেবাভিপ্রেতং নতু উপাসনম্। নিদিধ্যাসন ও উপাসনার পার্থক্য সরস্বতী মহাশয়ের কথায় শ্লোকের ভাষ্যে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখানে ঐ কথাগুলির তাৎপর্য্য আলোচনা করিলেই হইবে।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ

আত্মার কথা শ্রবণ কর—যাহা শুনিলে তাহাই মনন কর—তাহার পরে নিদিধ্যাসন কর—ইহাই আত্মসাক্ষাৎকারের সাধনা। নিদিধ্যাসটিতে বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা করে। ইহা হইতেছে প্রত্যয়ানন্তরিত শাব্দজ্ঞান সন্ততিরূপ। নিদিধ্যাসন হইতেছে অন্য ভাবনা শূন্য শাব্দজ্ঞান রূপ সম্পত্তি। স্বরূপ ভাবনাতে স্বরূপ হইয়া স্বরূপে স্থিতিলাভ করা যায়। ইহাতে অন্য কোন প্রকার অনুষ্ঠান ক্লেশ নাই। সমস্ত অনুষ্ঠানের শেষে স্বরূপে স্থিতি জন্য এই স্বরূপ ভাবনা। ইহাতেই সেই পরিপূর্ণ চিৎ পদার্থকে ধ্যান করিয়া করিয়া শুদ্ধ আপনি আপনি চৈতন্য হইয়া যাওয়া যায়। আর উপাসনা হইতেছে ইহা হইতে পৃথক্ ব্যাপার। উপাসনন্তু বস্তুস্বরূপানপেক্ষং পুরুষেচ্ছা মাত্রং তৎ মানসিকক্রিয়াপ্রবাহরূপং। উপাসনাতে বস্তুর স্বরূপের অপেক্ষা থাকেনা। ইহা পুরুষের ইচ্ছা প্রসূত মানসিক ক্রিয়া প্রবাহ মাত্র ইহাতে স্বরূপের অপেক্ষাত নাইই কিন্তু স্বরূপের বিরোধী কিছুর অবলম্বন থাকে—ইহা নামরূপ গুণ কর্ম্ম ইত্যাদি। দ্বিবিধমপ্যুপাসনং শ্রুত্যা ব্রহ্মণি নিষিদ্ধং

নৈব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ইতি। শ্রুতি ব্রহ্মসম্বন্ধে দুই প্রকার উপাসনাই নিষেধ করিয়াছেন। শ্রুতি বলিতেছেন যাঁহার উপাসনা কর তিনি ব্রহ্ম নহেন।

মুক্ত। স্বরূপের উপাসনা শ্রুতি নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে তটস্থের কথাও ত বলা হইয়াছে। শ্রুতি প্রায়শঃ নির্গুণের সহিত সগুণের কথাও ত বলিয়া থাকেন। ঈশাবাস্য উপনিষদে এক সঙ্গেই পাওয়া যায় **অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ** ব্রহ্ম অনেজৎ—সর্ব্বপ্রকার চলন বা কম্পন শূন্য। জগতে কম্পন শূন্য অন্য কোন বস্তু নাই। তাই ব্রহ্ম এক—**একমেবাদ্বিতীয়ং** এক অদ্বিতীয় তিনি। অনেজৎ এবং একং এই দুইটি বিশেষণে নির্গুণকেই শ্রুতি লক্ষ্য করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন **মনসো জবীয়ঃ** ব্রহ্ম মন অপেক্ষাও বেগবত্তর। নির্গুণ যিনি তিনিই মনরূপ উপাধি গ্রহণ করিয়া মন অপেক্ষা বেগবান্। শ্রুতি অন্যত্র বলিতেছেন **আসীনো দূরং ব্রজতি। শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।** বসিয়া থাকিয়াও দূরে ভ্রমণ করেন—শুইয়া থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন। এই ভাবে শ্রুতি প্রায় স্থানেই সগুণ নির্গুণের কথা একসঙ্গেই বলেন। ভাগবতেও "সত্যং পরং ধীমহি"তে নির্গুণের কথা বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" "অভিজ্ঞঃ" "স্বরাট্" "তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে" "ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং"—এইগুলি সগুণব্রহ্মেই প্রয়োজ্য। সগুণব্রহ্মের ধ্যান করি এস ইহা বলায় দোষ কি?

মুমুক্ষু। ব্রহ্মন্! ধ্যান শব্দটি বহু অর্থে প্রয়োগ করা হয়। স্বরূপের ভাবনাকে যেমন নিদিধ্যাসন বা ধ্যান বলা হয়, সগুণের ভাবনাকেও সেইরূপ ধ্যান বলা হয়। কিন্তু সগুণ বিশ্বরূপ যিনি তিনি অব্যক্ত মূর্ত্তি। গীতা বলিতেছেন "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা" আমি এই সমস্ত জগৎ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে ব্যাপিয়া আছি। তুমি আকাশ হইয়া আছ, বায়ু হইয়া আছ, জল স্থল, সমুদ্র পর্ব্বত, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা, চন্দ্র সূর্য্য—সব সাজিয়াছ তুমি—নিরন্তর সর্ব্ববস্তুতে যে তোমার ভাবনা ইহাকে সূতসংহিতা ধ্যানযজ্ঞ বলিতেছেন। ধ্যৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা। সর্ব্বত্র তোমার চিন্তা—তোমার স্মরণ ইহাও এই জন্য ধ্যান বটে। শাস্ত্র চিন্তারূপ বা স্মরণরূপ ধ্যান জন্য প্রধানতঃ সাংখ্যজ্ঞানকেই অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। বলিতেছেন প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানয়"—আত্মা যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ইহা সর্ব্বদা বিচারকর। প্রকৃতি কোন্‌টি এই সম্বন্ধে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলিব কি? ক্রমশঃ

নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি সমালোচনা

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট রায়বাহাদুর মহাশয়ের মন্তব্য—

"নিত্যসঙ্গী বা মনোনিবৃত্তি, শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ প্রণীত।

যখন বিএ, এম, এ পাশ করিয়া আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় জড়বাদী হইয়া ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের প্রতি সঘৃণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন সদ্য ইউবার বেগের দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাস পাঠ সমাধা করিয়া রামদয়াল মজুমদার বুঝিলেন, শুধু মস্তিষ্কের শক্তিতে ও মনস্বিতায় জগতের গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করা যায় না। জড়বাদকে অগ্রাহ্য করিয়া অতীন্দ্রিয়ের সন্ধানে তিনি কলেজের পড়া সাঙ্গ করিয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তদবধি তিনি যোগী, ভোগের পথ ছাড়িয়া দিয়া ত্যাগের পথের পন্থী হইয়াছেন। তাঁহার এই "নিত্যসঙ্গীকে" যাঁহারা নিত্যসঙ্গী করিবেন, তাঁহারা সাধুসঙ্গের অমৃত ফল পাইবেন। সাধু রামদয়াল নিজে ক্রিয়াবান্ আচার পূত যোগী। তিনি নিজে পথের পরিচয় পাইয়া পরকে পথ চিনাইতে দাঁড়াইয়াছেন। যিনি বিশ্বের একমাত্র নিয়ন্তা তিনি আমাদিগের নিকট হইতে দূরে নাই, সন্তানদিগকে দুর্দ্দশায় ফেলিয়া পিতা পলাইয়া যান নাই, আমরা নিজে মোহের সৃষ্টি করিয়া চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়াছি, এইরূপে স্বকৃত অন্ধকারে ডুবিয়া আমরা আলোর পথ খুঁজিয়া পাইতেছিনা। সাধু লেখকের উদ্বোধনী ভাষা প্রত্যেক আর্ত্ত ও শোকদুঃখপূর্ণ ব্যক্তির চিত্ত স্পর্শ করিবে। তিনি ডাকিয়া বলিতেছেন, কে কোথায় ব্যথা পেয়েছিস্ একবার আমার কাছে আয়।

আমরা ইহার কাছে আসিয়া জানি, সংসারে জুড়াইবার স্থান এমনটি খুবই কম পাওয়া যায়। এক একটি গদ্য সন্দর্ভের পর এক একটি পদ্য, বিদ্যুৎ গর্ভ মেঘের ন্যায় প্রতিটি ছত্র আবেগে ভরা। অনুভূতির গূঢ় অনুপ্রাণনায় প্রত্যেকটি উপদেশ হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই একখানি পুস্তক পড়িয়া হৃদয় যে রসের সন্ধান পাইবে তাহার আস্বাদ অমৃতের ন্যায়। বহু শাস্ত্র পাঠের ফল স্বরূপ, ধনীর প্রাঙ্গণে হরিলুটের ন্যায়, এই উপদেশ রাশি তিনি ছড়াইয়া দিয়া ডাকিতেছেন "কে নিবি আয়" যিনি আমাদের জীবনের জীবন—এই লেখাগুলি পড়িয়া সর্ব্বদা তাঁহাকেই মনে পড়িবে—সাধু সঙ্গের চরমলাভ স্বরূপ এই "নিত্যসঙ্গীকে" পাঠক নিত্যসঙ্গী করুন, এই আমাদের অনুরোধ।

পুস্তকখানি ১৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট (কলিকাতা) উৎসব আফিস হইতে প্রকাশিত, মূল্য দেড় টাকা। ছাপা সুন্দর ও বাঁধাই ঝকঝকে।

আহা! এই স্বর্গ সুন্দরীগণ কত শোভা ছড়াইতেছে। ইহাদের মধ্যে এ কে? এই সেই। এই সেই মৃগ শাবাক্ষী পূর্ব্ব দৃষ্টা অপ্সরা— উদ্যান মধ্যে যেন চ্যুত লতিকা—আকাশ মধ্যে যেন বিলাসিনী জ্যোৎস্না। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিলেন। অপ্সরা ভার্গবকে দেখিয়া একান্ত অনুরক্তা হইলেন আর ভৃগুতনয় কৌমুদী দর্শনে চন্দ্রকান্ত মণি যেমন দ্রব হয় অপ্সরাকে দেখিয়া সেইরূপ বিগলিতাঙ্গ হইলেন। শরীর যেন দ্রবীভূত হইয়া যাইতেছে. আর শুক্র নির্নিমেষ নয়নে সুর সুন্দরীর পানে চাহিয়া আছেন। নিশাবাসনে চক্রবাকী চক্রবাকের কণ্ঠস্বর শ্রবণে যেমন অনুরাগভরে উৎফুল্ল হয় সেইরূপ সেই অপ্সরাও ভার্গব দর্শনে ভরিত হইয়া উঠিল। উভয়ের মুখশ্রী তখন প্রভাতকালীন সূর্য্যও পদ্মিনীর মত রমণীয় দর্শন হইয়া উঠিল। নন্দন-বন কাহারও সঙ্কল্প অপূর্ণ রাখে না—তাই অমরাবতী সেই ললনার সর্ব্বাঙ্গ-বিবশ করিয়া মন্মথ করে তাহাকে অর্পণ করিল—আর বিবশাঙ্গী পদ্মপত্রস্থিত সলিল ধারার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিল। হস্তী যেমন কমলিনীকে ক্ষোভিত করে, কন্দর্পও সেইরূপ সেই ইন্দীবর নয়না হংসসারস গমনা অপ্সরাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। অপ্সরার তাদৃশী অবস্থা অবলোকন করিয়া প্রলয়-কালে রুদ্রদেবের অন্ধকার কল্পনা করার মত ভার্গব তখন অন্ধকার সঙ্কল্প করিলেন। "তমঃ সঙ্কল্পয়ামাসসংহার ইব ভূত ভুক"।১৪। তখন স্বর্গের সেই নন্দনবন তিমিরাবৃত হইল। ঐ মিথুন যুগল লজ্জারূপ অন্ধ-কারে আচ্ছন্ন হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল আর অন্যান্য অপ্সরাগণ আপন আপন অভিলষিত স্থানে গমন করিল। এখন তাহাদের লজ্জারূপ অন্ধকার যেন কতক পরিমাণে সরিয়া গেল। ক্রমে লজ্জান্ধকার আরও ক্ষীণ হইল। তখন ময়ূরী যেমন জলধরের নিকটে দ্রুতবেগে গমন করে সেইরূপে সেই বিশালনয়না চঞ্চলাপাঙ্গী মদনশর পীড়িতা সুরবালা ভৃগুপুত্রের নিকটে আগমন করিলেন।

সেই অপ্সরা লজ্জাবনত মুখে ভার্গবের হস্তধারণ করিল; কাঞ্চন কুসুমময় স্ফটিক গৃহ মধ্যস্থিত পর্য্যঙ্কে ভার্গবের সহিত উপবেশন

করিল। রাম! বশিষ্ঠ দেব বলিতে লাগিলেন—রাম অপ্সরাগণ স্বর্গ-বেশ্যা—ইহাদের এই আচরণ অসম্ভব নহে।

"একই পালঙ্ পর দুহুঁ জন বৈঠল" আর "দুহুঁ মুখ সুন্দর রাজে"। ভগবান্ নারায়ণ ক্ষীরোদসাগরে কমলার সহিত অবস্থান করিলে যেমন শোভা হয়, সেইরূপ ঐরাবতের উরঃস্থল্ সংলগ্না কমলিনীর ন্যায় সেই সুর সুন্দরীর অনুপম রূপমাধুরী ফুটিয়া উঠিল। বিশ্বাচী বিলাস ভরে তখন বলিতে লাগিল অমলেন্দু বদন—আমি অবলা দেখুন অনঙ্গ আমাকে কিরূপ নির্ব্বন্ধে ফেলিয়াছেন। নাথ! এই অবলা আপনার শরণাগত আপনি আমাকে রক্ষা করুন। শরণাগত দানের প্রতি কৃপা করাই সজ্জনগণের নিত্যব্রত। মূঢ়গণের স্নেহ দৃষ্টি নাই ইহারা প্রণয়াতিশয্যকে বহু বলিয়া গণনা করেনা। কিন্তু রসজ্ঞেরা এরূপ নহেন। প্রিয়! পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ—যে অনুরাগে বিচ্ছেদাদি আশঙ্কা নাই-সেই বিশুদ্ধ-শরীর ভোগ বিবর্জ্জিত প্রিয়তম প্রণয় অমৃত স্রাবী সহস্র চন্দ্রের বিমল আনন্দকে অধঃকৃত করে। নির্ম্মল নবানুরাগ যেমন উভয়কে আনন্দিত করে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যও সেরূপ আনন্দ দিতে পারেনা। মানদ! নিশাকালে কুমুদ্বতী যেমন কুমুদকান্তের পাদ স্পর্শে আশ্বাসিতা হয় সেইরূপ সুন্দর! আমিও, তোমার ঐ স্পর্শামৃত পানে জীবন প্রাপ্ত হইলাম।

চন্দ্রাংশু রসপানেন চকোরী চপলা যথা।
মামিমাং চরণালীনাং ভ্রমরীং করপল্লবৈঃ।
আলিঙ্গ্যামৃত সম্পূর্ণে স্বপদ্মহৃদয়ে কুরু॥ ২৮
ইত্যুক্ত্বা পুষ্পামৃদ্বঙ্গী সা তস্য পতিতোরসি।
ব্যাঘূর্ণিতালিনয়না সুরতোরিব মঞ্জরী॥ ২৯

প্রিয়! চন্দ্রাংশুরস পানে চকোরী যেমন্ আনন্দ-চপলা হয় সেইরূপ আপনার চরণ-সংলীনা ভ্রমরীর ন্যায় এই আমাকে করপল্লব দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহদয়ামৃত ভরিত স্বীয় হৃদয়পদ্মে স্থাপন করুন। কুসুম কোমলাঙ্গী এই বলিয়া নীল ভ্রমরবৎ তারকাশোভিত

নয়ন যুগল অনঙ্গরসাবেশে ব্যাঘূর্ণিত করিয়া কল্পবৃক্ষের মঞ্জরীর মত শুক্রের উরঃস্থলে পতিত হইল।

কিঞ্জল্কগৌরানিল ঘূর্ণিতা পদ্মিনী—পরাগ সংস্পর্শে পীতবর্ণ অনিল-সেই বায়ু দ্বারা কম্পিত পদ্মিনী-সেই পদ্মিনীর ভিতরে অনুরাগভরা মধুপ যুগল—এই পদ্মিনী মধ্যগত অনুরক্ত দ্বিরেফ মত বিলাস বাসনা ভরা শুক্র বিশ্বাচী অনিল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত—সেই নন্দন বনস্থলীতে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম! আমার এই বর্ণনায় আশ্চর্য্য হইওনা। মনের মধ্যে কল্পনার জগৎ—কল্পনার দেহ, কল্পনার ভালবাসা, কল্পনার রসাবেশ—ইহার প্রতাপ কত তাহাই ত দেখাইতেছি। আর দেখাইতেছি মূর্খজগত কল্পনাতেই কত অভিভূত, কল্পনার মদিরা পানে জীব কত জন্ম ধরিয়া উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। এই মায়া মদিরোন্মত্ত জীবকে উদ্ধার করিবার জন্যই আমার এই প্রয়াস। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া, নিমিত্ত মাত্র হইয়াছ।

স্থিতি ৮ম সর্গঃ

স্বর্গ ভোগান্তে—বিবিধ জন্মানুভব।

ভার্গব এই ভাবে মনঃকল্পিত প্রণয়ে ৬০বৎসর ধরিয়া চিত্ত বিনোদন করিলেন। কখন মন্দাকিনী তীরে, কখন পারিজাত কুঞ্জে, কখন চৈত্ররথকাননস্থিত লতামণ্ডপে, কখন নন্দন কাননস্থিত সরোবরে, কখন কৈলাস বনকুঞ্জে, কখন গন্ধমাদন সানুতে ঐ অপ্সরার সহিত ক্রীড়া-কৌতুকে তিনি কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরসমুদ্র তটে যুগার্দ্ধ কাটিল। কখন বা গন্ধর্ব্ব নগরে, কখন গন্ধর্ব্ব উদ্যানে, কতদিন কাটিল। ৩২ যুগ পুনরায় ইন্দ্রপুরে অতিবাহিত হইল। মনে মনে এইরূপে বিলাসে কাটিল। মনে মনে কালক্ষয়েও একবারও

শ্রীভগবানের কথা মনে পড়িলনা। সাধনা তপস্যার কথাও মনে উঠিল না। এই ভাবে বিষয় ভোগদ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইল। তখন ভার্গব সেই মানিনী রমণীর সহিত বিগলিত দেহ হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। উহাঁদের শরীর সূক্ষ্মভূতে পরিণত হইল আর উহাঁদের চিত্ত আকাশ মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। পরে সেই চিত্তদ্বয় চন্দ্রকিরণে প্রবেশ করিয়া হিমকণাত্ব প্রাপ্ত হইল এবং পৃথিবীতে পড়িয়া ধান্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। দশার্ণ দেশের এক ব্রাহ্মণ সেই ধান্যপাক করিয়া ভক্ষণ করিলেন। শুক্র তখন ব্রাহ্মণের রেতরূপে পরিণত হইয়া সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রীর গর্ভে আসিলেন। ক্রমে জন্ম হইল—বয়োবৃদ্ধি সঙ্গে সৎসঙ্গ যুটিল। ভার্গব তখন মেরুগহনে উগ্রতপস্যায় রত হইলেন। এই ভাবে এক মন্বন্তর কাটিল। পরে এক মৃগীতে তাঁহার এক নরাকৃতি পুত্র জন্মিল। পুত্রস্নেহে বদ্ধ হইয়া ভৃগুতনয় নিরন্তর পুত্রের উন্নতি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধ্যান জ্ঞান একবারে দূর হইল। পরে মৃত্যু আসিল। ভার্গব তখন মদ্রেশ্বরের পুত্র হইয়া মদ্রেশ্বরের রাজা হইলেন। বহুদিন রাজসুখ ভোগ করিয়া আবার তপোবাসনা জাগিল। তিনি মৃত্যুর পরে রাজদেহ ত্যাগ করিয়া সমঙ্গা নদী তীরে এক তপস্বীর পুত্র হইলেন এবং ঘোরতর তপস্যায় মন দিলেন।

এই ভাবে বিবিধ বাসনা ভৃগুতনয়কে বিবিধ জন্ম ধরাইল। এখন তিনি সমঙ্গা নদীতটে সমাধি অবলম্বনে শীতবাতাদি সহিষ্ণু অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

স্থিতি ৯ সর্গঃ

ভার্গব কলেবর বর্ণন।

শুক্রের প্রথম দেহ সমাধিমগ্ন পিতার নিকটে অবস্থিত। কিন্তু মনোরাজ্যে শুক্রদেব বহুবর্গ অতিক্রম করিলেন। মনটাই যে দেহ

তাহার প্রমাণ পিতার নিকটে দেহটা পড়িয়া রহিল কিন্তু বাসনা বশে শুক্র বহুদেহ ধারণ করিলেন এবং শেষের দেহ, সমঙ্গা নদীতটে সমাধিতে রহিল। ক্রমে সেই স্থূল শরীর ভূতলে পতিত হইল। মন্দর শৈল সানুস্থিত শুক্রদেবের প্রথম দেহও "তাপ প্রসর সংশুষ্কা চর্ম্মশেষা বভূব হ॥ ৬॥" তাপ পাইয়া শুষ্ক হইল এবং চর্ম্ম মাত্রাবশিষ্ট হইল। দেহের ভিতরে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া শীৎকারধ্বনি তুলিল, মনে হইল দেহটাকে আর কর্ম্ম করিতে হইতেছেনা বলিয়া এটা আনন্দে গান করিতেছে। শুষ্কদেহে দন্তপংক্তি যেন মনকে উপহাস করিতেছে আর চক্ষু কর্ণ নাসিকা কোটর যেন জগতের শূন্যতা দেখাইয়া দিতে লাগিল। সেই আতপ সংশুষ্ক শরীর, বর্ষাবারি পাতে বাষ্পোদগমচ্ছলে যেন আনন্দাশ্রু বা শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। শরীরস্থ শুষ্ক অন্ত্র সকল বড়ই ত্রাস জনক শব্দ করিত। ভগবান্ ভৃগুর তপস্যায় শ্বাপদ গৃধ্রাদি হিংসা ভুলিয়া ছিল নতুবা দেহ ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। শুক্রের এইরূপে দুই দেহ এইরূপে দুই স্থানে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল।

স্থিতি ১০ম সর্গঃ

সমাধি ভঙ্গে ভৃগুর কোপ।

দৈব বর্ষ সহস্র পরে ভৃগুদেব তপস্যা হইতে উঠিলেন। কিন্তু পুত্র স্থানে দেখিলেন একটি মনুষ্য কঙ্কাল সম্মুখে লুণ্ঠিত হইতেছে। তিনি দেখিলেন অস্থিময় কলেবরের ছিদ্র সমূহে তিত্তির পক্ষীরা বাসা করিয়াছে এবং শুষ্ক অন্ত্রোদর গুহায় ভেকগণ বাস করিতেছে। শুক্র-দেহের নেত্রকোটরে কীটপুঞ্জ অণ্ড প্রসব করিতেছে আর পার্শ্বাস্থির অন্তরালে কোশকার কীট (রেশম পোকা) বাস করিতেছে। তাহার শিরোঘট মসৃণ—উর্দ্ধগামী শিরা সকল শুষ্ক হইয়া অস্থিমাত্র অবলম্বনে রহিয়াছে। জঙ্ঘা জানু উরু বাহু দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়াছে। ভৃগু ভগবান্

শুষ্ক কঙ্কাল দেখিয়া তথ্য অনুসন্ধানে উত্থিত হইলেন এবং জানিলেন তাঁহার পুত্র শুক্রের দশাই ঐরূপ হইয়াছে।

ভৃগুদেব তখন "কালং প্রতি বভূবাশু কোপং পরম দারুণঃ" সহসা কালের প্রতি নিদারুণ কোপ করিলেন—কাল কি জন্য অকালে আমার পুত্রকে সংহার করিল ইহাই তাঁহার কোপের কারণ। ভৃগুদেব কালকে অভিসম্পাত করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে সর্ব্বভক্ষক কাল-পুরুষ অরূপ হইয়াও রূপ ধরিয়া আগমন করিলেন।

খড়্গ পাশধরঃ শ্রীমান্ কুণ্ডলা কবচান্বিতঃ।
ষড়্ভুজঃ ষণ্মুখোপম্বা বৃতঃ কিঙ্কর সেনয়াঃ॥ ১৮

শ্রীমান্ কাল পুরুষ ষড়্ভুজ—দ্বাদশ মাসভুজ; ষড়্ মুখ—ষড়্ ঋতু মুখ। তিনি খড়্গ পাশ ধারী, কুণ্ডল যুক্ত, কবচান্বিত এবং কিঙ্কর ও সেনা পরিবৃত্ত হইয়াই আসিলেন। তাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও করবাল এবং তাঁহার নিশ্বাস পবন বড় প্রচণ্ড বেগে বহিতেছিল। মূর্ত্তিধারী কাল, প্রলয় বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর স্বরে তখন সেই কোপতপ্ত মহর্ষিকে বলিতে লাগিলেন হে মুনে! আপনার মত লোক মর্য্যাদাভিজ্ঞ পূর্ব্বাপরদর্শী মহর্ষিগণ হেতু সত্ত্বেও কি মোহ প্রাপ্ত হন? আমি ত নিয়তির আজ্ঞা মাত্র পালন করি। আপনি ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলের পূজ্য, কিন্তু শাপাদির ভয়ে আমরা আপনাকে পূজা করি না। আপনি মোহ প্রাপ্ত হইয়া বৃথা তপঃ ক্ষয় করিবেন না।

কল্লান্ত হুতাশনও আমাকে দগ্ধ করিতে পারে না, আপনি শাপ দিয়া কাহাকে দগ্ধ করিবেন? আমি শত শত ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়াছি, কোটি কোটি রুদ্র উদরসাৎ করিয়াছি, সহস্র সহস্র বিষ্ণুকেও ভক্ষণ করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! নিয়তি আমাকে ভক্ষক করিয়াছেন আপনারা আমার ভক্ষ্য। আমি নিয়তির অন্যথা চরণ করিতে অসমর্থ। আমরা রাগ দ্বেষের বশ্য হইয়া কিছুই করি না। নিয়তি বশে অগ্নি স্বয়ং ঊর্দ্ধগামী; সলিল স্বয়ং নিম্নগামী আর ভোজ্য স্বয়ং ভোক্তার নিকটে আগমন করে এবং অন্তক নিজেই সৃষ্টিকে আক্রমণ করিয়া থাকে। হে মুনে! এই মূর্ত্ত অমূর্ত্ত জগত্—ইহা পরমাত্মারই কল্পিত রূপ, কারণ

পরমাত্মা আপনিই আপনাতে জগৎরূপে বিজৃম্ভিত (প্রকাশ মান) হয়েন—এজন্য তিনি আপনিই সংহার কর্ত্তা। নষ্টকলঙ্ক দৃষ্টিতে—নির্ম্মল জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখুন দেখিবেন এখানে কেহ কর্ত্তাও নাই কেহ ভোক্তাও নাই কেবল অনষ্টকলঙ্ক দৃষ্টিতেই বহুল কর্ত্তা প্রতিভাত হয়। হে ব্রহ্মন্ কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব ইহা কেবল কল্পনা মাত্র। অসম্যক্ দর্শনেই কর্ত্তা অকর্ত্তা ভাব প্রকাশ পায়—একমাত্র ব্রহ্মই আছেন এই সম্যক্ দর্শনে কর্ত্তা অকর্ত্তাদি ভ্রান্তি জ্ঞান নাই।

পুষ্পাণি তরুখণ্ডেষু ভূতানি ভুবনেষু চ।
স্বয়মায়ান্তি যান্তীহ কল্প্যতে হেতুনামভিঃ॥ ৩৩

তরুখণ্ডে পুষ্প সমূহ এবং ত্রিভুবনে প্রাণি সমূহ আপনি আসে আপনি যায় কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব এই শব্দ—ইহা কল্পনা মাত্র। গীতার ৫।১৪ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ। ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে। সূর্য্য উঠিলে মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি মানুষকে কর্ম্ম করায়; সূর্য্য কর্ত্তা নহে—সূর্য্য কাহাকেও ডাকিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না। সূর্য্য উদয়ে কমলিনী বিকসিতা হয় কুমুদিনী মুদিতা হয়। চৈতন্য আছেন বলিয়া চৈতন্যদীপ্তা প্রকৃতি বা স্বভাবই কর্ম্ম করে। চৈতন্য কর্ত্তা নহেন। প্রকৃতিকে জীবের চিত্ত বলুন। চিত্তই কর্ম্ম করে—চৈতন্যের সান্নিধ্যে কর্ম্ম হয় চৈতন্য কিছু করেন না, করানও না। কাজেই কর্ত্তাদি শব্দ কল্পনা মাত্র। জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের চলন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্বকে যেমন সত্যও বলা যায় না, মিথ্যাও বলা যায় না, সেইরূপ জগৎ সৃষ্টিতে কালরূপী পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব অনির্ব্বাচ্য। মন যেমন অহিত জনক ভ্রম দৃষ্টিতে রজ্জুকে সর্প দেখায় সেইরূপ মনই দুষ্ট দৃষ্টি দ্বারা ঐ কর্ত্তৃতা অকর্ত্তৃতাময়া ভ্রান্তি উৎপাদন করে। অতএব হে মুনে আপনি আকুল হইয়া কোপ করিবেন না, ক্রোধ হইতে বিষম অনর্থ হয়—আশু সত্য অবলোকন করুন দেখিবেন যে বস্তু যাহা তাহা সেইরূপ আছে কিছুই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। হে তাত! আমরা অভিমানাদির বশ নই বলিয়া ভ্রান্তিকল্পিত খ্যাতি পূজাদির অভিলাষী

নহি; আমরা স্বভাবতঃ নিয়তিতে অবস্থান করি, আপনার সমীপে যে আসিয়াছি তাহা আপনার ক্রোধ ভয়ে নহে কিন্তু তপস্বীকে মান্য করা উচিত, এই নিয়তির বশীভূত হইয়াই আসিয়াছি জানিবেন। প্রাজ্ঞ যাঁহারা তাঁহারা জগৎ মর্য্যাদা পালক ঈশ্বরের ইচ্ছা যে মহানিয়তি সেই নিয়তির বশীভূত হইয়া প্রকৃত ব্যবহারের ইচ্ছা করেন অভিমান-রূপ মহাতমের বশীভূত হইয়া নহে। যাঁহারা কার্য্য কোবিদ্—ব্যবহার চতুর তাঁহাদের অবশ্য করণীয় হইতেছে সর্ব্বদা উচিত মর্য্যাদা পালন করা; আপনি সুষুপ্তি বৃত্তি—অজ্ঞান বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহা ভঙ্গ করিবেন না। কোথায় আপনার সেই জ্ঞানময়ী দৃষ্টি? সেই মহত্ব? সেই ধীরতা? সর্ব্ব প্রাজ্ঞপ্রসিদ্ধ মার্গে কি জন্য অন্ধের মত মুগ্ধ হইতেছেন? হে মুনে! স্বকর্ম্ম ফল পাক জনিত দশার বিচার না করিয়া—সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মূর্খের মত আমাকে বৃথা শাপ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন?

দেহিনামিহ সর্ব্বেষাং শরীরং দ্বিবিধং মুনে।
কিং ন জানাসি তং দেহমেকমন্যন্মনোভিধম্॥ ৪২

হে মুনে! আপনি কি জানেন না যে এই জগতে সকল দেহীরই শরীর দ্বিবিধ। একটি স্থূল দেহ অন্যটি মনোনামক দেহ। তন্মধ্যে জড় দেহটা ঈষৎ নিমিত্ত পাইয়া অর্থাৎ অল্পেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর মনোময় দেহ তুচ্ছ—প্রাতিভাসিক, আমোক্ষস্থায়ী, ক্রোধাদি দ্বারা পীড়িত হয়। হে সাধো! চতুর সারথি দ্বারা যেমন রথ চালিত হয় সেইরূপ মন ও অভিমান বশতঃ বাক্যাতীত কোন অন্তর ব্যাপার দ্বারা দেহকে চালিত করে। মন, শিশুর আদ্রমৃত্তিকা লইয়া পুতুল গড়ার মত পূর্ব্ব সিদ্ধ দেহ বিনাশ করে এবং অন্য দেহ গড়ার সঙ্কল্প করে। সংসারে চিত্তই পুরুষ। চিত্ত যাহা করে তাহাই কৃত হয়। কল্পনা করিয়া মনই বদ্ধ হয়, কল্পনা ছাড়িয়াই ইহা মুক্ত হয় এই দেহমত আমি এখানে, এই অঙ্গ, এই শির এইরূপ বিকৃত স্ফুরণ মনেরই হয়, একমাত্র মনই, এক জীব হইতে অন্য জীব হইয়া সেই জীবের অনুগামী হয় পরে অহং অহং অভিমান করিয়া স্বয়ং নানাত্ব প্রাপ্ত হয়। ইচ্ছা-

তস্মিন্ আত্মতত্ত্বে সতীতি। শ্রৌতানি কর্ম্মাণি সোমাজ্য-পয়ঃ প্রভৃতিভিরদ্ভিঃ সম্পাদ্যন্ত ইতি সম্বন্ধাৎ, লাক্ষণিকোঽপশব্দঃ কর্মসু, প্রাণ চেষ্টায়াশ্চ অব্ নিমিত্তত্ব-প্রসিদ্ধেঃ। কারণবাচকঃ শব্দঃ কার্য্যে লক্ষণয়া প্রযুক্তইত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্যাপি হিরণ্যগর্ভস্য নিয়তপ্রবৃত্ত্যন্যথানুপপত্ত্যা অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরঃ সম্ভাব্যত ইত্যুক্ত-মিদানীং মাতরিশ্বগ্রহণমুপলক্ষণার্থমাদায় তাৎপর্য্যমাহ—সর্ব্বা হি কার্য্য কারণ বিক্রিয়া ইতি [আনন্দগিরিঃ]

তস্মিন্ ব্রহ্মণি অপঃ কর্ম্মাণি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাণি মাতরিশ্বা মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ প্রাণঃ দধাতি ধারয়তি। ক্রিয়াত্মকঃ প্রাণঃ স্বাশ্রয়াণি কর্ম্মাণি ব্রহ্মণি স্থাপয়তি তেষাং পরমার্থতত্ত্বরূপত্বাৎ ॥৪॥ [সত্যানন্দঃ]

তস্মিন্নপঃ। যস্মিংশ্চ অপঃ কর্ম্মাণি মাতরিশ্বা বায়ুর্দধাতি স্থাপয়তি, সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি যজ্ঞদান হোমাদীনি সংমষ্টযজুঃস বায়ৌ স্থাপয়ন্তে স্বাহা বাতেধা ইতি বায়ু—প্রতিষ্ঠত্বাভিধানাৎ। সমষ্টিব্যষ্টিরূপো হ্যসাবিতি বায়ুরপি যস্মিন্কর্ম্মাণি স্থাপয়তি যাগহোমদানানাং পরমং নিধানমিত্যর্থঃ ॥৪॥ [উবটাচার্য্যঃ]

অপঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি মাতরিশ্বা দধাতি চ।
অন্তরিক্ষে স্বয়ং যাতি সূত্রাত্মা পবনঃ স্বয়ম্ ॥
কর্ম্মৈতৎ ফলং চৈব ধারয়ত্যেব সর্ব্বদা ॥

[ব্রহ্মানন্দঃ]

তস্মিন্ সর্ব্বগত একস্মিন্ মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চাপ্রাপ্যে সর্ব্বাধিকে গতিশূন্যে নিশ্চলে অপঃ কর্ম্মাণি অধ্যাত্মাদি আশ্রয়াণি শরীরারম্ভকাদি কারণাণি মাতরিশ্বা মাতরি আকাশে অব্যাকৃতে শ্বসিতি সত্তাং প্রাপ্নোতি সূত্রাত্মা স জীবসংঘো যঃ স মাতরিশ্বা প্রথমং কার্য্যং জ্ঞানক্রিয়াশক্তিরিত্যর্থঃ। দধাতি বিধারয়তি সূত্রাত্মজনকত্বেন জগৎ কারণং ভবতীত্যর্থঃ।

[শঙ্করানন্দঃ]

মাতরিশ্বা বায়ু অপঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি তস্মিন্ ব্রহ্মণি দধাতি স্থাপয়তি কর্ম্মণাং পরমং নিধানমিত্যর্থঃ। অথবা তত্র অন্তর্যামিণি সতি বায়ুঃ সূত্রাত্মা তপন বারি-দাদীনাং কর্ম্মাণি তপন বর্ষণাদীনি—বায়ুনা হি গৌতমসূত্রেণ অয়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ **সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তীতি শ্রুতেঃ** ক্রিয়াশক্তি-মত্ত্বাৎ দধাতি বিভজ্যাধারয়তি। অন্তর্যামিতয়া তস্যৈব সর্ব্বেশত্বাৎ অন্তর্যামি ব্রাহ্মণে সর্ব্বান্তর্যামিত্বেন **যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্** ইত্যাদিনা. তস্যৈব সর্ব্বনিয়ামকত্বোক্তে **ভীষাঽস্মাদ্ বাতঃ পবত** ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতেশ্চ **স বা অয়মাত্মা**

সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চ ইতি স সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসংভেদায়েতি শারীর - ব্রাহ্মণ উক্তত্বাচ্চ অচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং ষড়্ভাববিকাররহিতং সদৈকরূপং সর্ব্বচালকং ব্রহ্মেত্যর্থঃ [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

মাতরিশ্বা মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি বর্ধতে ইতি ইতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ। "টুওশ্বি গতিবৃদ্ধ্যোরিতি ধাতুঃ"। তস্মিন্ ব্রহ্মণি অপঃ কর্ম্মাণি দধাতি ধারয়তি। অপ ইতি কর্ম্মনাম কার্য্যকারণজাতানি যস্মিন্ ওতানি প্রোতানি যশ্চ সূত্রসংজ্ঞঃ সর্ব্বস্য জগতো বিধারয়িতা সর্ব্বপ্রাণভৃৎ চেষ্টকঃ সোঽপি বায়ুঃ প্রাণিনাং চেষ্টা লক্ষণানি কর্ম্মাণি তস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বাধিষ্ঠানে সতি দধাতি—সর্ব্বচেষ্টকো বায়ুঃ। তস্যাপি চেতয়িতৃ ব্রহ্মেত্যর্থঃ। **ভীষাঽস্মাৎ বাতঃ পবতে** ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

যদ্বা মাতরিশ্বা বায়ুঃ অপঃ কর্ম্মাণি আপ্যন্তে প্রাপ্যন্তে সুখদুঃখানি যাভিস্তা অপঃ কর্ম্মাণি। তানি কর্ম্মাণি যজ্ঞহোমাদীনি যস্মিন্ দধাতি স্থাপয়তি। সর্ব্বপ্রাণি কর্ম্মাণি সমর্পয়তীত্যর্থঃ।

দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত মনসস্পত ইমং নো দেব দেবেষু যজ্ঞং স্বাহা বাচি স্বাহা বাতেধা ইতি সমিষ্টযজুর্মন্ত্রে বায়ুস্তুতোক্তেঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি তাবৎ বায়ৌ স্থাপ্যন্তে সমষ্টিব্যষ্টিরূপোঽসৌ বায়ুরপি তানি সর্ব্বাণি তস্মিন্ দধাতি অতো যাগহোমাদীনাং কর্ম্মণাং পরমাস্পদত্বং ব্রহ্মলক্ষণমিত্যর্থঃ ॥৪॥

[অনন্তাচার্য্যঃ]

[এই আত্মা] চলনরহিত, এক অদ্বিতীয়, মন অপেক্ষা অধিক বেগবান্। এই সর্ব্বাগ্রে-বিদ্যমান্ আত্মাকে দেবগণ প্রাপ্ত হননা। সেই আত্মা স্থির চলন রহিত [তথাপি] ধাবমান অপর সকলকে অতিক্রম করেন। সেই আত্মাতে [এই চৈতন্য স্বভাব আত্মার আশ্রয়ে থাকিয়া] মাতরিশ্বা [বায়ু—বিশ্ববিধাতা] [ব্রহ্মাণ্ডের] সমস্ত কর্ম্ম বিভাগ করেন [সম্পাদন করেন] ॥৪॥

মুমুক্ষু। যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সাধকগণ অজ্ঞান হইতে—সুখ দুঃখানুভূতি-রূপমায়া হইতে মুক্ত হয়েন আর যে আত্মাকে না জানার ফলে মূর্খেরা কত কত জন্ম ধরিয়াও সংসারের দুঃখ অতিক্রম করিতে পারে না, আত্মঘ্ন হইয়া ইহারা নিরন্তর জনন-মরণ প্রবাহে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হয় সেই আত্মা কি প্রকার তাহা বলুন।

শ্রুতি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুতি মন্ত্র সমূহে দৃষ্টি রাখিয়া আরও স্পষ্ট করিয়া প্রশ্ন কর।

মুমুক্ষু। মা! জগতের স্নেহময়ী মাতা তুমি—তোমার দিকে না চাহিয়া আমরা যে চেষ্টাই করিনা কেন কখনই সে চেষ্টা আমাদিগকে সেই রমণীয় দর্শনের চরণপ্রান্তে পৌছাইয়া দিতে পারেনা—তোমার কৃপা ভিন্ন আমরা তোমার কথা সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়াও তোমাকে ভুলিয়া যাই। জননি! সেই জন্য তুমি পূর্ব্বালোচিত শ্রুতি মন্ত্রের সহিত মিলাইয়া যে প্রশ্ন করিতে বলিতেছ তাহা বুঝিতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি জ্ঞানে সম্যক্ অধিকার যাঁহাদের তাঁহারা এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে ঈশ্বর দেখিয়া দেখিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া যান—মরণমূর্চ্ছাও তাঁহাদের হয়না—তাই শ্রুতি বলিতেছেন "**ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমব লীয়ন্তে**" তাঁহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয়না এই খানেই তাঁহারা সেই রমণীয় দর্শনে মিলাইয়া আপনি আপনি স্থিতিলাভ করেন। আবার যাঁহারা চিত্তের বিষয়-অনুরাগ ও বিষয়-বিদ্বেষ না যাওয়ায়—চিত্তশুদ্ধি না হওয়ায় জ্ঞানের অধিকারী এখনও হয়েন নাই তাঁহারা চিত্তশুদ্ধি জন্য সকল কর্ম্ম, সকল বাক্য, সকল ভাবনা তোমাতেই অর্পণ করিয়া করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিবেন— করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া শেষে পরমানন্দে স্থিতি লাভ করিবেন। আর যাহারা পূর্ণ অজ্ঞানী তাহারা পুনঃ পুনঃ জনন মরণরূপ অন্ধতামিস্র ভাবই প্রাপ্ত হয়। যাঁহাকে জানা ভিন্ন জীবের কোন গতি নাই, যাঁহাকে না জানাই আত্মঘাতী হওয়া সেই আত্মা কি প্রকার—সেই চৈতন্য কেমন আপনি এখন তাহাই বলুন।

শ্রুতি। আত্মা—অনেজৎ, আত্মা এক, তথাপি ইনি মন অপেক্ষাও বেগবান্।

মুমুক্ষু। ন এজৎ অনেজৎ। এজ্-কম্পনে। যাহার চলন আছে, কম্পন আছে তাহাই এজৎ। আত্মার কোনপ্রকার কম্পন নাই, কোন প্রকার চলন নাই—আত্মা স্থির, অচঞ্চল, সর্ব্বপ্রকার চলন রহিত, আত্মা অস্পন্দ স্বভাব, তাঁহার অবস্থার প্রচ্যুতি কখন হয়না, আত্মা সর্ব্বদা একরূপ। ইঁহার বাল্যাবস্থা বৃদ্ধাবস্থা নাই, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিও নাই; ইনি সদাতুরীয়।

শ্রুতি। অনেজৎ এই আত্মাকে কিরূপে ধারণা করিতেছ?

মুমুক্ষু। এই সৃষ্ট বস্তু পরিপূরিত ব্রহ্মাণ্ডে অচঞ্চল কোন কিছু কেহ দেখে নাই। এই স্থূল জগতে এবং সূক্ষ্ম জগতেও যাহা কিছু দেখা যায়, যাহা কিছু শুনা যায় "দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ" সমস্তই কম্পিত হইতেছে। এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা স্থির, অচঞ্চল, কম্পনশূন্য, স্পন্দন শূন্য। সকল বস্তুই যেন

নাচিতেছে। এই পৃথিবী স্থিরমত দেখাইলেও ইহা অতিবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে; সূর্য্য ঘুরিতেছে, চন্দ্র ঘুরিতেছে, নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ সমস্তই অতিবেগে ঘুরিতেছে, আকাশ বায়ু অগ্নি জল স্থল সমস্তই সর্ব্বদা কম্পিত হইতেছে—স্বয়ং মায়া সর্ব্বক্ষণ পরিবর্ত্তনশালিনী। কেবল মাত্র চৈতন্য, আত্মাই স্থির অচঞ্চল। এই যে মানুষের দেহ এই দেহের অণু পরমাণু সকল অতিবেগে ঘুরিতেছে। তার পরে সূক্ষ্ম দেহ যে মন তাহাও সর্ব্বদা সঙ্কল্প বিকল্পে চঞ্চল। এখানে কোন কিছুই স্থির নাই, গতিশূন্য নাই, কিন্তু সকলের মূলে যে অধিষ্ঠান চৈতন্য তিনিই কেবল কম্পন শূন্য। এই জন্য ইঁহাকে অনেজৎ বলা হইয়াছে। বিজ্ঞান দেখাইতেছে আটম, ইথার, ইলেকট্রন সমস্তই কম্পন স্বভাব বিশিষ্ট। এক বিন্দু রেডিয়ম দেখ সর্ব্বদাই ইহা কত কত জ্যোতিঃ কণা বিকীর্ণ করিতেছে। কিন্তু আত্মার কোন গতি নাই; কোন চঞ্চলতা নাই। ইনি অস্পন্দ স্বভাব। মানুষের আত্মা এই চঞ্চল অণু-পরমাণু মন ইত্যাদির মধ্যে পড়িয়া মনে হইতেছে ইনিও চঞ্চল। ইহা যে হইতেছে তাহার কারণ জীব ভাবে এই আত্মা এই সমস্ত চঞ্চল দ্রব্যে অহং অহং করেন তাই। "অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে"। অহংকার বিমূঢ় আত্মা আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা এইরূপ মনে করেন। ফলে এইটিই ভ্রম। আত্মা এই অহং অহং করিয়াই স্পন্দধর্ম্মী মত বোধ হয়েন। আমরা এই মুহূর্ত্তে যদি অহং অহং করা ছাড়িতে পারি তবে এককক্ষণেই আত্মার অস্পন্দ স্বভাবে চিরবিশ্রান্তি লাভ করি। নির্গুণ ব্রহ্ম অহং অভিমান করেন না, সগুণ ব্রহ্ম মায়াকে স্বীকার করিলেও মায়াধীশ আর জীব চৈতন্যই কেবল অবিদ্যার অধীন।

শ্রুতি। ঠিক বুঝিয়াছ। একমাত্র আত্মাই অস্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট এই জন্য বলা হইয়াছে ইনি এক, সর্ব্বভূতেই একরূপে অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ অনেজৎ আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। তাই বলা হয় আত্মা **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"** আত্মা এক আত্মা স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ শূন্য নিরবয়ব চৈতন্য। ইনি অদ্বিতীয়—ইঁহার সমান দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। স্বরূপের সম্বন্ধে, নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে ইহাই বলা হইল। ইনি কিন্তু সর্ব্বদা আপন অস্পন্দ স্বভাবে থাকিয়াও স্পন্দস্বভাব যেন ধারণ করেন। উপাধি গ্রহণেই ইনি স্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট হয়েন। মায়াই ইহার প্রথম উপাধি—মনই ইঁহার প্রথম উপাধি।

মুমুক্ষু। উপাধি দ্বারাই ইঁহাকে সগুণ মত বোধ হয়। সেই জন্য সগুণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন **মনসো জবীয়ঃ** ইনি মহামন অপেক্ষা অধিক বেগশালী।

শ্রুতি। **মনসো জবীয়ঃ** ইহা ভাল করিয়া ধারণা করিয়াছ ত?

মুমুক্ষু। যথার্থ ভাবে "মনসো জবীয়ঃ" বুঝিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা আসিয়া পড়ে।

শ্রুতি। সংক্ষেপে ব্রহ্ম হইতে মন পর্য্যন্ত সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা কর।

মুমুক্ষু। মা! আপনাকে প্রণাম করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাই বলি।

শ্রুতি। বল।

মুমুক্ষু। সংরূপে ও স্ফুরণরূপে ব্রহ্মের ধারণা করা হয়। সংরূপটি সদা একরূপে স্থিত আর স্ফুরণ রূপটিই বিশ্বরূপে স্ফুরিত। সং ব্রহ্ম অস্পন্দ স্বভাব, আর স্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট যিনি তিনিই স্পন্দন দ্বারাই "স্ফারাকারং বিজৃম্ভতে" স্ফুরিত আকারে বিজৃম্ভিত বা প্রকাশিত হয়েন। ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্। শক্তি ও শক্তিমান্ এক হইলেও ব্রহ্মে শক্তির স্ফুরণ স্বভাবতঃ হয়। যেমন মনের দেহ হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন ভেদ বাসনা, সেইরূপ সগুণ ব্রহ্মের অঙ্গ হইতেছে বিচিত্রা শক্তি। ভিন্ন ভিন্ন বাসনা মনের মধ্যে আছে বলিয়াই মন যেমন ঘট পটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দর্শন করে সেইরূপ বিচিত্র ব্যবহার চঞ্চলা বিচিত্রা শক্তি ব্রহ্মে আছে বলিয়াই ব্রহ্মে নানাত্ব ভাবনা উঠে। ভাবনা উঠিলেই ব্রহ্ম নানাভাবে বিবর্ত্তিত হয়েন। কিন্তু জলের তরঙ্গ যেমন জল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে সেইরূপ ব্রহ্মের এই বিশ্বাকার বৃংহন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। স্ফুরণটি মায়িক হইলেও সর্ব্বশাস্ত্রে ইহার ব্যাখ্যা দেখা যায়। স্পন্দ স্বভাব বিশিষ্ট ব্রহ্ম, শক্তি স্ফুরণে চেত্যতা—বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হয়েন। সং আত্মা চিরদিন একরূপ আছেন কিন্তু চিন্ময় আত্মা প্রথমেই চেত্যতা প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত হয়েন। চিত্ত কিন্তু অহংকার ব্যাপ্ত। কাজেই আত্মাও অহংব্যাপী হইয়া যান। এই অহংকার ব্যাপ্ত আত্মাই অহংকার বিমূঢ়াত্মা। ইনিই অহং অহং করিয়া বহু হইয়া কর্ত্তা ভোক্তা হয়েন। অহংকার ব্যাপ্ত চিত্ত, তদধিষ্ঠান চৈতন্যকে অহংকার বিমূঢ় করিলেও আত্মার যে সংভাব তাহা একরূপই থাকে। চিত্ত তখন চেত্যতা প্রাপ্ত চিংকে আত্মারূপে ভাবনা করে এবং অনেজং এক সংকে অনাত্মা রূপে ভাবনা করে। অর্থাৎ অহংকার ব্যাপ্ত চিত্ত সাজিল আত্মা আর সংআত্মা অনাত্মা রূপে, জড়রূপে মন্যমান হইলেন। এই ভাবে চিত্ত কর্ত্তৃক ভাবিত হইয়া প্রকৃত সং আত্মা হইলেন জড় আর সাজা আত্মা হইলেন অজড়। চিত্ত ও মন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই মন যত বেগে চলুক না কেন ইহা সংকে অতিক্রম করিতে কিছুতেই সমর্থ নহে।

শ্রুতি। বেশ। এখন সাধারণ ভাবে মনোসো জবীয়ঃ বুঝাও।

মুমুক্ষু। জগতে যত কিছু পদার্থ আছে সমস্তই চঞ্চল। মন সর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চলতম। কারণ মন প্রতিক্ষণেই বিভিন্ন বৃত্তি ধারণ করে। মন যখন যাহা সঙ্কল্প করে, যখন যাহা দেখে বা শুনে তৎক্ষণাৎ সেই আকারে আকারিত হয়। ইহাই হইতেছে মনের বৃত্তিরূপ ধারণ করা। মন যখন যখন যে যে বৃত্তিরূপ গ্রহণ করে সেই সেই বৃত্তিরূপে ব্রহ্মই অগ্রে আপনাকে যেন সৃজন করেন। মনের সংস্কারানুসারে কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্যই আত্মাই ঐ ঐরূপে যেন ভাসেন। ফলে রাহু যেমন চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশে প্রকাশমান হয় সেইরূপ মন বা মায়া চৈতন্যকে ঢাকিতে গিয়া চৈতন্য দীপ্তা হইয়া নিজান্তর্গত চিত্তস্পন্দন কল্পনাত্মক জগৎরূপে সেই আত্মাকেই ভাসায়। জগৎ বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু নাই। চিৎ প্রভাই আত্মাকে জগৎরূপে দেখায়। কাজেই বলা হয় আত্মা মন অপেক্ষা বেগশালী। তত্ত্বতঃ মন জড়। চৈতন্য দীপ্ত হইয়া ইহা বেগশালী হয়। সেইজন্য বলা হয় চৈতন্য মন অপেক্ষা বেগবত্তর।

মন সঙ্কল্প বিকল্পকাত্মক। "ইহা এই" "ইহা এই নহে" মন এইরূপ সঙ্কল্প বিকল্প ময়। মন মুহূর্ত্ত মধ্যে সঙ্কল্পে অতি দূরবর্ত্তী ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করে— এই জন্য লোকে বলে মন জগতের সমস্ত বস্তু অপেক্ষা দ্রুতগামী। তত্ত্বকথা হইতেছে এই যে স্বপ্নেই বল বা জাগ্রতেই বল মন যাহা দেখে তাহা অন্তঃকরণেই দেখে। "অন্তঃস্থানাত্তু ভাবানাং"। অন্তঃ স্থানাৎ অন্তঃ-শরীরস্থ মধ্যে স্থানং যেষাং। তত্রহি ভাবা উপলভ্যন্তে পর্ব্বতহস্ত্যাদয়ঃ। ন বহিঃ শরীরাৎ। পর্ব্বত হস্তী প্রভৃতি পদার্থ সমুদায় শরীরের ভিতরেই অনুভূত হয় শরীরের বাহিরে অনুভূত হয় না। আবার দেহের বাহিরে গিয়াও মন স্বপ্ন দেখেনা। ন দেহাৎ বহির্দ্দেশান্তরং গত্বা স্বপ্নান্ পশ্যতি। স্বপ্নরূপ ভ্রান্তি দর্শনের স্থান হইতেছে দেহের ভিতরকার কেশের সহস্র ভাগ প্রমাণ সূক্ষ্ম নাড়ী। কাজেই সেই সূক্ষ্মনাড়ী মধ্যে পাহাড় পর্ব্বতের স্থান নাই বলিয়া মন যাহা দেখে তাহা মিথ্যা। ভ্রম জ্ঞানে ব্রহ্মই জগৎরূপে দেখা হইয়া যান। সম্যগ দর্শন হইলেই এক অনেজৎ বস্তুতেই স্থিতি হয়। যতদিন ইহা না হয় ততদিনই বলা হয় মন অতি বেগশালী। মন অতি বেগে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ও যদি যায় সেখানে গিয়াই দেখে আত্ম চৈতন্যই অগ্রে বিদ্যমান্। মন আত্মচৈতন্যের অস্তিত্ব বা অভিব্যক্তি অগ্রেই বিদ্যমান দেখিতে পায়। এই কারণে মনেরও যেন মনে হয় আত্মা আমারও অগ্রে আসিয়াছেন। এই জন্য আত্মাকে বলা হইতেছে **মনসো জবীয়ঃ**। কেন

শ্রুতি বলিতেছেন "**কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ**"—মন এই সর্ব্বশক্তিমান্ আত্মা দ্বারাই ইষিত প্রেষিত হইয়া—অভিলষিত ও নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ের প্রতি গমন করে।

শ্রুতি। এ সম্বন্ধে আর কে কি বলিয়াছেন?

মুমুক্ষু। (১) আত্মা মন অপেক্ষাও বেগবান—প্রসব দানের কারণ ভূতত্বাৎ—যাহা কিছু জন্মিতেছে মনে হয় আত্মাই তাহার কারণ এজন্য আত্মাই বেগবান। "**অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা**"—আত্মার পাণিপাদ নাই কিন্তু অতিশীঘ্র গ্রহণ করিতেও পারেন—গমনও করিতে পারেন—এই সমস্ত শ্রুতিতে স্বরূপটি উপাধির অনুবর্ত্তনেই যে বিরুদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহাই বলিতেছেন।

(২) প্রত্যক্ষত দেখা যায় বায়ু অতি বেগবান। মন কিন্তু বায়ু অপেক্ষাও বেগবত্তর আবার আত্মা অতিবেগবত্তর। আকাশ ঘট উপাধি যখন ধারণ করেন তখন ঘট যত বেগেই যেখানে গমন করুক না ইহা কিন্তু দেখিবে আকাশ পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান। মন উপাধি সম্বন্ধে আত্মার বেগবত্তাও এইরূপ। নিরুপাধি স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া আত্মাকে বলা হইয়াছে অনেজৎ, সোপাধি স্বরূপে লক্ষ্য রাখিয়া বলা হইল মনসো জবীয়ঃ।

শ্রুতি। **নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ** ন এনৎ পূর্ব্বমর্ষৎ, দেবাঃ আপ্নুবন্। প্রথম হইতেই বিদ্যমান এই আত্মাকে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ পান না কি ধারণা করিয়াছ?

মুমুক্ষু। দেবগণও এই আত্মাকে পাননা—দেবতা কাহারা ও পাওয়া কি ইহা বুঝিলেই শ্রুতির এই অংশের অর্থ ধরা যাইবে। দীপ্তিশীল ক্রীড়াশীল যাঁহারা তাঁহারা দেবতা। দীপ্তি বলে প্রকাশকে। প্রকাশশীলত্ব আছে বলিয়া চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহকেও দেবতা বলা হইয়াছে। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহও এই আত্মাকে পাননা। আত্মার বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া অতি বেগবান্ মন ও যখন আত্মার অগ্রে যাইতে পারেনা তখন চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় আত্মার অগ্রে যাইবে কিরূপে? কারণ যেমন চৈতন্য সান্নিধ্য না পাইলে মন ও চলিতে পারেনা সেইরূপ মনোযোগ যেখানে নাই সেখানে চক্ষুরাদি আপন আপন বিষয়েও যাইতে পারেনা। পাননা – এই কথার অর্থ এখানে হইল আত্মাকে পশ্চাতে ফেলিতে পারেনা।

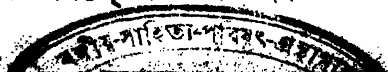
ন আপ্নুবন্ ইহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে—ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে জানিতে পারেনা—আত্মাকে ইহারা বিষয়ীভূত করিতে পারেনা। ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ বস্তুকে বিষয়ীভূত করিতে পারেনা। আত্মা আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী; ইঁহাকে চক্ষুরাদি

ক্ষুদ্র শক্তি, বিষয়ীভূত করিবে কিরূপে? ব্যাপক যিনি তাঁহাকে তাঁহারই অন্তর্ভূত বস্তু জানিবে বা পাইবে কিরূপে? আরও বলা যায় আত্মা পূর্ণ প্রকাশ স্বরূপ। চক্ষু কর্ণাদি রজস্তম মালিন্যে সমল। নির্ম্মল বস্তুকে সমল বস্তু পাইবে কিরূপে? চক্ষু কর্ণাদি, বাহ্যবস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে—রূপ রসাদি জানিতে পারে। ইহাও কিন্তু মনের সাহায্যে। যেখানে মনোযোগ নাই সেখানে চক্ষুও দেখে না। কর্ণও শুনে না। কিন্তু আত্মাই জ্ঞাতা। চৈতন্য আছেন বলিয়া মন কার্য্য করিতে পারে আবার মন মনোযোগ করে বলিয়া ইন্দ্রিয় সকল, বিষয়কে জানিতে পারে। চৈতন্য না থাকিলে মন বা ইন্দ্রিয় কেহই কিছু করিতে পারেনা। জাগ্রত্ কালে চৈতন্য বাহিরেও থাকেন বলিয়া বাহ্য বিষয়ের অনুভব হয় আবার স্বপ্নে তিনি বাহ্য ত্যাগ করিয়া অন্তরের সঙ্কল্প লইয়া থাকেন বলিয়া স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর অনুভব হয়। কিন্তু সুষুপ্তিতে যখন চৈতন্য স্থূল বিষয় ছাড়েন এবং সূক্ষ্ম সংস্কার ও ত্যাগ করেন তখন চক্ষু কর্ণ মন সকলই যেন মৃত হইয়া যায়। তাই শ্রুতি বলেন **"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা"** তিনিই সকলকে জানেন তাঁহাকে কেহই জানেনা। শ্রুতি আরও বলেন **"বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াত্"** যিনি বিজ্ঞাত তাঁহাকে কাহার দ্বারা জানা যাইবে? বিশেষতঃ **"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণত্ স্বয়ম্ভূস্তস্মাত্ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্"** স্বয়ম্ভূঃ পরমেশ্বরঃ খানি শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াদীনি। পরাঞ্চি পরাক্ অঞ্চন্তি গচ্ছন্তি ইতি পরাঞ্চি খানি শব্দাদি বিষয় প্রকাশনায় প্রবর্ত্তন্তে ব্যতৃণৎ হননং কৃতবান্ হিংসিতবান্। তস্মাৎ উপলব্ধা পরাঙ্ অনাত্মভূতান্ শব্দাদীন পশ্যতি ন অন্তরাত্মন্ পশ্যতি অন্তরাত্মানং ন পশ্যতি। পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ করিয়া হিংসা করিয়াছেন [আত্মাকে না জানাই হিংসা] তাই ইহারা বাহ্য বিষয়কে দেখে, ভিতরে আত্মাকে দেখেনা। সেই জন্য বলা হইল সর্ব্বব্যাপী বলিয়া যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার শক্তিই বা কার আছে? আর যিনি মাত্র জ্ঞাতা তাঁহাকে আবার জানিবেই বা কে?

শ্রুতি। পূর্ব্বমর্ষত্ কেন বলা হইয়াছে?

মুমুক্ষু। মনের পূর্ব্বেও যিনি গমন করেন—সর্ব্বাগ্রে যিনি বিদ্যমান্—এই আত্মাকে চক্ষু কর্ণাদি পায় না। এই মন্ত্রে আপ্নুবন্ কথাকে গমন পক্ষে লওয়াই ভাল কেননা পূর্ব্ববর্ত্তী মনসো জবীয়ঃ এবং পরবর্ত্তী তদ্ধাবতো ইত্যাদিতে গমনের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রুতি। **তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্** ইহার ভাব বল।



উৎসব।

—:॰:—

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৭শ বর্ষ। } সন ১৩২৯ সাল, শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা।

[আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রণেতা শ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্তৃক লিখিত]

শ্রীসদাশিবঃ শরণং।

নমো গণেশায়।

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ॥

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ॥

প্রার্থনাতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কোন্ জাতীয় কর্ম্ম প্রাথমিক?

বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম? না অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম?

বহু অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম ক্রমশঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে, আবার অভ্যাসের গাঢ়তা নিবন্ধন বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহও ক্রমশঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বক হয়। শিশুর প্রথমাবস্থায় কতিপয় কর্ম্ম যে, ক্রমশঃ বুদ্ধিপূর্ব্বক হয়, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, অভ্যাসের গাঢ়তা নিবন্ধন বহুবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মও যে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আকার ধারণ করে, তাহাও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অতএব জিজ্ঞাস্য হইতেছে কোন্ জাতীয় কর্ম্ম প্রাথমিক? পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ চিরদিনই অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, ইহাদের অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম যে কদাচ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের আকার

ধারণ করে, তাহা সপ্রমাণ হয় না। আমাদের দেহ ও মনে যে সকল কর্ম্ম হইয়া থাকে, সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে কতিপয় জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবুদ্ধি পূর্ব্বক কর্ম্ম পর্ব্বেই থাকে, কদাচ বুদ্ধিপূর্ব্বক পর্ব্বে উন্নীত হয়না। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পরিণতি উন্নতি, অথবা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পরিণতি উন্নতি, হার্ব্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত, স্বচ্ছ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট কোবিদ-গণের গ্রন্থপাঠ পূর্ব্বক আমরা তাহা স্থির করিতে পারি নাই। শিশুগণ যখন বালক ও যুবা হয়, তখন তাহাদের অভ্যাস বশতঃ বহু বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মে পরিণতিকে উন্নতি বলিতে হইবে। তবেই সংশয় হয়, কর্ম্মের অভ্যাস কি জড়ত্ব প্রাপ্তির কারণ? কর্ম্মের অভ্যাসে কি বুদ্ধির ক্রমশঃ বিলোপ হয়? জড় ও চৈতন্য এই পদার্থদ্বয় হার্ব্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি জড়ৈকত্ববাদী সুধীগণের দৃষ্টিতে মূলতঃ দুইটী বিভিন্ন জাতীয় পৃথক পদার্থ নহে, অতএব ইহাঁদের সমদৃষ্টিতে উভয়ের মূল্য সমান, জড়ত্ব প্রাপ্তিকে ইহাঁরা উন্নতি বলিতে পারেন। জড় ও চৈতন্য ইহারা দুইটী মূলতঃ ভিন্ন জাতীয় পদার্থ না হইতে পারে, কিন্তু পাষাণ, উদ্ভিদ, ইতর জীব, মনুষ্য, ইত্যাদির মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য আছে তাহা স্থির, জড়ৈকত্ববাদীদিগকেও তাহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। সংজ্ঞাবাহী স্নায়ু সকল (Sensory nerves) প্রথমাবস্থা হইতেই সংজ্ঞাবাহী? অথবা কর্ম্মবশতঃ সংজ্ঞাবাহী হইয়াছে? ইচ্ছাধীন ও অনিচ্ছাধীন (Voluntary and Involuntary) এই দ্বিবিধ পেশীর মধ্যে ইচ্ছাধীন (Muscles which are under the control of the will) পেশী সমূহ (যাহারা অস্থি সংলগ্ন—attached to the bones), কোন্ ধর্ম্ম বা অধর্ম্মবশতঃ ইচ্ছাধীন হইল? অপিচ অনিচ্ছাধীন পেশী (Those which are not subject to the will and therefore characterised as involuntary) সকলই বা কি কারণে অনিচ্ছাধীন হইল? যাদৃচ্ছিক ও প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া (Spontaneous and Reflex kind) কর্ম্ম যদি অবস্থাবিশেষে বুদ্ধিপূর্ব্বক হইতে পারে, তবে সঞ্চালক স্নায়ুর অবস্থা বিশেষে সংজ্ঞাবাহী হওয়া, অনিচ্ছাধীন পেশীর অবস্থা বিশেষে ইচ্ছাধীন হওয়া, অসম্ভব হইবে কেন? হৃদযন্ত্র কতকালই প্রত্যাবৃত্ত (অবুদ্ধিপূর্ব্বক) কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, তথাপি ইহার উন্নতি (Promotion) না হইবার কারণ কি? প্রত্যাবৃত্ত কর্ম্ম করিতে করিতেই ইহার জীবন লীলা যে পরিসমাপ্ত হয়, তাহার হেতু কি? কতিপয় বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম অভ্যাস বশতঃ অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের ন্যায় মনের প্রণিধান

ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাদৃশ অভ্যস্ত কর্ম্ম সমূহে কি মনের প্রভুত্ব থাকে না? যান্ত্রিক প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া, পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া, বিসর্গযন্ত্র ক্রিয়া, সাত্মাসংরক্ষণ ও অসাত্ম্য পরিবর্জ্জন ক্রিয়া ইত্যাদি প্রাণন ব্যাপার (matabolism) চিরদিনই প্রত্যাবৃত্ত বা স্বয়ংসিদ্ধ, ইহারা যে কখনও বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম পর্ব্বে ছিল বা আসিবে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। নিকৃষ্টতম এক কোষাত্মক (Protozoa) প্রাণির প্রাণন ব্যাপারও স্বয়ং সিদ্ধ (spontaneous) বা প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া, আবার মর্ত্ত্যধামের উৎকৃষ্টতম জীব মনুষ্যের প্রাণন কার্য্য ও স্বয়ং সিদ্ধ বা প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়া। 'রিজোপোডা' Rhizopoda) হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত প্রাণিগণের প্রাণন রূপ প্রত্যাবৃত্ত ক্রিয়ার কত আবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু তথাপি ইহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না কেন?

জিজ্ঞাসু—যাঁহারা হার্বার্ট স্পেন্সারের বায়োলজী (Biology) পড়িয়াছেন, ফিজিয়োলজীর সহিত যাহাদের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে, তাঁহারাই আপনার এই সকল কথা কিরূপ সারগর্ভ, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এইরূপ তর্ক কিরূপ মহদুপকার সাধন করিবে, তাঁহারাই তাহা সম্যগ্ রূপে বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু সাধারণের সমীপে ইহারা বাধাপ্রদ বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে, সন্দেহ নাই। ঢাকের বাজনা থামিলেই যেমন মিষ্ট লাগে, শান্তিজনক হয়, সেইরূপ সাধারণে, আপনি এইরূপ তর্ক করিতে বিরত হইলেই, সুখানুভব করিবে, সাধারণে এই সকল কথার রস উপলব্ধি করিবে না। আপনার এই সকল কথা শুনিয়া আমার যে কত আনন্দ হইতেছে, আমি যে কত সুখী হইতেছি তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, আমি যখন এই সকল কথা বলিতেছিলাম, তখন তুমি যাহা বলিলে সেইরূপ কথা বহুবার আমারই মনে উঠিয়াছিল। যাহার যাহা বুঝিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই, যাহার যাহা বুঝিবার শক্তি নাই, অতএব যে যাহা বুঝিবার অধিকারী নহে, শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ তাহাকে তাহা বুঝাইতে নিষেধ করিয়াছেন। যে কথা সকলেই বুঝিতে পারে, সে কথা বলিবার প্রয়োজন কি?

জিজ্ঞাসু—আজকাল শিক্ষিতম্মন্য পুরুষদিগের মধ্যে ও অনেকে বলিয়া থাকেন, দুর্ব্বোধ্য কথা, কষ্ট করিয়া বুঝিবার কথা আমরা আর শুনিতে ইচ্ছুক নহি। বিনা ক্লেশে যাহা বুঝিতে পারা যায়, যে কথার মর্ম্ম শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নর, নারী, বালক, যুবা, প্রভৃতি শ্রোতামাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, সেইরূপ কথা যদি নাইশুেত না পার, তবে মুখবন্ধ কর, লেখনী পরিত্যাগ কর।

বক্তা—যাঁহারা এইরূপ কথা বলেন, আমি তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে পারি না, তাঁহাদের সরলতাকে আমি প্রশংসাই করি। তবে আমি একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা ফিলোজফীতে এম্ এ, পরীক্ষা দিবার জন্য কলেজে অধ্যয়ন করেন, যাঁহারা এম্, এস্, সি, বা এম, বি হইবার নিমিত্ত ফিজিক্স্, কেমিষ্ট্রী, গণিত, তুলনাত্মক বায়োলজী, ফিজিয়োলজী (Comparative Biology, Physiology) ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন, নভেল, নাটক পড়িতে যেমন বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয়না, আপনারা যদি সেইরূপ অনায়াস বোধ্য করিয়া, বিজ্ঞানাদির অধ্যাপনা করিতে পারেন, তবেই আমরা আপনাদের উপদেশে কর্ণ-পাত করিব, নচেৎ আপনাদের কথা শুনিব না, আপনাদের কথায় মন দিব না, তাঁহারা কি অধ্যাপকদিগকে এইরূপ কথা বলিতে পারেন? নিশ্চয়ই পারেন না। বল দেখি কেন পারেন না?

জিজ্ঞাসু—আপনার মুখ হইতে এ প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছিলাম, তাহা মনে আছে, তাহার স্মৃতি এখনও চিত্তকে সুখী করে। কোন বিষয় যে, কাহারও অনুকূল এবং কোন বিষয় যে কাহারও প্রতিকূলরূপে উপলব্ধি হয়, তাহার কারণ কি, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত, আপনি বলিয়াছিলেন, অন্তঃকরণস্থিত পূর্ব্বজন্ম ও বর্ত্তমান জন্মের বাসনা বা সংস্কারই তাহার কারণ। সাধারণতঃ নীরসরূপে পরিগণিত বিষয় সমূহের সহিত প্রথম সম্বন্ধ কালে উহারা যত নীরস বলিয়া বোধ হয়, কিছু দিন উহাদের সঙ্গ করিলে, উহারা তত নীরস রূপে অনুভূত হয় না, ক্রমশঃ উহারাই সরস বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, উহারাই শেষে রমণীয় হইয়া উঠে। যাঁহারা উপাধি পাইবার জন্য (বিদ্যার জন্য নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের লোভে আকৃষ্ট হইয়া নহে) বিদ্যানুশীলন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তিই বিদ্যাকে রমণীয় বা সরস পদার্থ বলিয়া বুঝেন, পার্থিব-প্রয়োজনের সাধন বলিয়া তাঁহারা অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলন করেন, পীড়িতের কটু-কষায় ঔষধ সেবনের ন্যায়, ক্ষুধাদি ব্যাধি প্রশমনের ভেষজ জ্ঞানে বিদ্যার সেবা করিয়া থাকেন। বৃত্তি স্থির হইলে, অধিকাংশ শিক্ষিত পুরুষই যে বিদ্যা-চর্চ্চার সহিত ইচ্ছা পূর্ব্বক সম্বন্ধ ছেদন করেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভাল না লাগিলেও মানুষ যে বিজ্ঞানাদির অনুশীলন করে, তাহার কারণ পার্থিব প্রয়োজন বোধ। তত্ত্ব জিজ্ঞাসার সংস্কার চিত্তে সংলগ্ন না থাকিলে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত যে সকল বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে, সেই সকল বিদ্যার প্রয়োজন বোধ হইতে পারে না, তাহা হইলে সেই সকল বিদ্যা নীরস রূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যে সকল

ভাব মানুষ মাত্রের চিরপরিচিত, যে সকল ভাব মানুষ মাত্রের চিত্তে সংস্কার রূপে অবস্থান করিতেছে, সেই সকল ভাব হইতে মানুষের রসানুভব হইয়া থাকে, সেই সকল ভাবোদ্দীপক স্পন্দন মানুষের চিত্তের ক্ষণিক সাম্যাবস্থা আনয়ন করে। মনের অনুকূল বিষয় হইতে যে সুখাত্মক সংবেদন হয়, তাহাকে 'রতি' বলে ("মনোঽ-নুকূলেঽনুভবঃ সুখস্য রতিরিষ্যতে।"—অগ্নিপুরাণ)। রতির সংস্কার মানুষ মাত্রের আছে, রতির সংস্কার (নিতান্ত মলিন ও পরিচ্ছিন্ন ভাবের হইলেও) পশ্বাদির আছে, রতির সংস্কার পরমাণুপুঞ্জের আছে, অধিক কি, রতির সংস্কার প্রজাপতির হৃদয়েও আছে। রতি ও অরতির সংস্কার বশতই একটা পরমাণু অন্য একটীকে আকর্ষণ বা বিপ্রকর্ষণ করিয়া থাকে, রতি ও অরতির সংস্কার আছে বলিয়াই প্রজাপতি জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন।* আপনি বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, রসায়নতন্ত্র ও ভূততন্ত্র ভূত ও ভৌতিক বস্তু সকলের রত্যাতিস্থায়িভাব, এবং উহাদের ব্যভিচারি-সঞ্চারি-ভাব সমূহেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন বা করিবার চেষ্টা করিতেছেন।" আপনার এই সকল মধুময় কথা শুনিয়া, আমি পরম আপ্যায়িত হইয়াছি, কেন সকল বিষয় সকলের প্রিয় বা অপ্রিয় হয় না, সঙ্গীত কেন অঙ্কশায়ী, রোদনশীল শিশুকেও হর্ষযুক্ত করে, শোকানলে দহ্যমান হৃদয়ও কেন সঙ্গীত শ্রবণে শান্তি পায়, অপিচ ব্যাকরণ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইত্যাদির সঙ্গ করিতে কেন সাধারণের স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় না, ইহাদের সঙ্গ কেন সাধারণতঃ রমণীয় বলিয়া বোধ হয় না, আপনার কৃপায় আমি তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারিতেছি, অতিমাত্র আনন্দ অনুভব করিতেছি। তত্ত্ব কথা শুনিবার প্রয়োজন বোধ, সাধারণের চিত্তে সংস্কার অবস্থায় বিদ্যমান থাকেনা, এবং চিত্তে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান না থাকিলেও, উহার স্ফুরণ জাতমাত্রেই হইতে পারেনা, উহার স্ফুরণে কাল, পণ্ডিত সঙ্গ, সদ্‌গুরুর উপদেশ ইত্যাদি নিমিত্ত

* রতি ও অরতির সংস্কার পরমাণুপুঞ্জে আছে, প্রজাপতিরও রতি ও অরতির সংস্কার আছে। ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচারীর তত্ত্বানুসন্ধান কালে এই সকল বিস্ময়জনক কথার আশয় কি তাহা স্পষ্ট করে বুঝাইয়া দিব। রতির সংস্কার আছে, তাইত জলকে তাপ দ্বারা বাষ্পাকারে পরিণত করিলে জলের অণু সকল ইষ্ট অর্থের সহিত পুনর্মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়, ইতস্ততঃ ধাবমান হয়। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় অরতি ও রতির রূপই দেখাইয়া থাকে। প্রজপতির ও যে রতি ও অরতির সংস্কার আছে, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ পাঠ করিলে, তাহা তুমি জানিতে পারিবে।

সমূহের অপেক্ষা আছে। বুঝিতে না পারিলে, কিছুই ভাল লাগে না, বুঝিতে পারা প্রতিভা বা চিত্তের সংস্কারের উপরি নির্ভর করে। প্রয়োজন বোধ না থাকিলে কেহ কি কোনরূপ কর্ম্ম করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়? হার্ব্বাট স্পেন্‌সার প্রভৃতি সুধীগণ যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সেই সকল কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা ভগবান্‌কে ঠিক ভাল বাসেন, বেদকে, বেদমূলক শাস্ত্র সমূহকে যাঁহারা সত্য প্রদর্শক বলিয়া, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির একমাত্র সাধন বলিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে পূজা করিতে একান্ত অভিলাষী, যাঁহারা মুমুক্ষু, প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসার রতি যাঁহাদের চিত্তে বিরাজমান, তাঁহারা আপনার এই সকল কথা শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন, "ঈশ্বর আছেন," এইরূপ বিশ্বাস মানুষের প্রথমাবস্থায় হৃদয়ে স্থান পায়, বিশ্বজগৎ ভূত ও ভৌতিক শক্তির পরিণাম, ঈশ্বরের ইহাতে কোনই কর্তৃত্ব নাই, ইত্যাদি নাস্তিক বচন-শর দ্বারা বিদ্ধ হইলে, যে আস্তিকের হৃদয় ব্যথিত হইবে, সেই পুরুষ বুঝিতে পারিবেন, আপনার এই সকল কথার মূল্য কত, আপনার এই সকল কথা দ্বারা জগতের কি মহদুপকার সাধিত হইবে। সকলেই সকল কথা বুঝিবে, তাহা কখন সম্ভব হইতে পারে না, সকলকে সকল কথা বুঝাইবার চেষ্টা যে অনর্থক চেষ্টা, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

বক্তা—যাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, কোনরূপে তাহা শেষ করিতেই হইবে, সাধারণের ভাল লাগিবে কি না, তাহা ভাবিলে চলিবে না। যদি কোন রোগীকে চিকিৎসক বেশী মাত্রায় লৌহাদি ঔষধ সেবন করান্, তাহা হইলে রোগীর শারীর প্রকৃতি কি তৎসমুদায় গ্রহণ করে? তাহা করেনা, তাহার যাহা প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ সে শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। প্রার্থনার তত্ত্ব বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, বলিতেছি এবং সম্ভবতঃ পরে বলিব, সেই সমস্ত কথাই যে, উৎসবের পাঠকগণকে গ্রহণ ও পরিপাক করিতে হইবে, আমি তাহা মনে করি নাই, তাঁহাদের প্রকৃতি-সংরক্ষণী শক্তি ত্যাজ্য বলিয়া প্রতীয়মান অংশ আপনা হইতে ত্যাগ করিবেন জানিয়াই আমি অনেক কথা বলিয়াছি, বলিতেছি, বলিব।

———

অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মের তমঃ ও রজোগুণ, তামস ও রাজস সংস্কারই প্রধান কারণ, এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সত্ত্বগুণ ও সাত্ত্বিক কর্ম্ম সংস্কার এতদুভয় দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে, বুদ্ধি-পূর্ব্বক কর্ম্মের সত্ত্বগুণ ও সাত্ত্বিক কর্ম্মসংস্কার প্রধান কারণ।

চিৎশক্তি সর্ব্বব্যাপক হইলেও, সকল পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান থাকিলেও সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য বশতঃ ইহাঁর সর্ব্বত্র সমভাবে অভিব্যক্তি হয় না। রজঃ ও তমোগুণ প্রধান উপাধিতে ইহাঁর অভিব্যক্তি নিতান্ত সংকীর্ণ বা মলিনভাবেই হইয়া থাকে। তামস ও রাজস বস্তুজাত এই নিমিত্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে পারেনা, তামস ও রাজস ক্রিয়া সমূহকে এই জন্য বুদ্ধিপূর্ব্বক বলা হয় না। পশু পক্ষ্যাদি ইতর জীবগণ তামস—তমোগুণ প্রধান, এই নিমিত্ত ইহারা অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াই জীবলীলা পরিসমাপ্ত করে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহের মধ্যে কতিপয় কর্ম্ম যে অভ্যাসের গাঢ়তা বশতঃ, মনের প্রণিধান ব্যতিরেকে সিদ্ধ হইয়া থাকে, সংস্কারই তাহার কারণ। মানুষের প্রযত্ন দ্বারা আকৃষ্ট ইষুতে (শর—Arrow) আদ্য কর্ম্ম উৎপন্ন হয়; নোদনাদি কারণ হইতে সমুৎপন্ন আদ্য কর্ম্ম দ্বারা বেগাখ্য সংস্কার জন্মিয়া থাকে, এই নিমিত্ত নূতন নোদন না পাইলেও ইষুটী আপনা হইতে কিয়দ্দূর গমন করিতে পারে। বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মসমূহও এইরূপ অভ্যস্ত হইলে, ভাবনাখ্য সংস্কার বশতঃ মনের নোদন বা প্রণিধান অপেক্ষা না করিয়াই নিষ্পন্ন হয়। বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত পদার্থেই লোকের 'আমি', 'আমার' অহঙ্কারের বৃত্তিরূপ এবম্প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অহংকার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ। সাত্ত্বিক অহংকার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের, রাজস অহংকার হইতে প্রাণের এবং তামস অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের বা পঞ্চসূক্ষ্মভূতের পরিণাম হয়। যে সকল কর্ম্ম সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন, যাহারা ইন্দ্রিয় ও মনের সাক্ষাৎ ক্রিয়াধীন তাহাদিগকেই সচরাচর বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বলা হইয়া থাকে, এবং যে সকল কর্ম্ম তামস অহংকার দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, অথবা যাহারা সমষ্টি বা ব্যষ্টি মহত্তত্ত্ব দ্বারা নিষ্পন্ন, তাহারাই 'অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম' এই নাম দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। সংস্কারের নূতনত্ব ও পুরাতনত্ব বা সাদিত্ব—অনাদিত্ব ও কর্ম্মকে বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই দুইভাগে বিভক্ত করিবার হেত্বন্তর—অন্যকারণ।

জীববৃন্দ স্ব-স্ব জাত্যুচিত সংস্কার বশে যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম বলা হয়। জীববৃন্দ যে, বিনাশিক্ষায়—স্বভাবতঃ জাতমাত্রেই স্ব-স্ব জাত্যুচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, পূর্ব্বসংস্কারই তাহার কারণ। সেই সংস্কার বা কর্ম্ম বাসনা প্রকৃতির আদ্য কার্য্য বা বিকার রূপ মহত্তত্ত্বে অবস্থান করে। জড়পদার্থজাত ও স্ব-স্ব-সংস্কার বশেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। অতএব বাহ্য প্রকৃতিতে কিংবা জীবদেহে যে সমস্ত কর্ম্ম হইয়া থাকে, লোকে সাধারণতঃ অদূরদর্শিতা নিবন্ধন উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, তৎসমস্তই বস্তুতঃ সংকল্পমূলক। ভৌতিক জগতে সংকল্পশক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে অন্ধবৎ প্রকৃতির নিয়ম পালন করে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ করে, যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও দৈহিক ক্রিয়ার নিয়মণ (Guide) করে ; ভৌতিক জগৎ মানবীয় সংকল্পের মুখাপেক্ষা না করিয়াই, এই সকল কর্ম্ম নিষ্পাদনে সমর্থ। * অবধান মূলক কর্ম্ম বুদ্ধিপূর্ব্বক এবং অনবধান মূলক কর্ম্ম অবুদ্ধিপূর্ব্বক, এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সন্দর্শন—পদার্থের স্বরূপ-নিরূপণ, 'প্রার্থনা' ও অধ্যবসায়, এই ত্রিবিধ মানস ব্যাপার সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া প্রবৃত্তির আদ্যপর্ব্ব—আদ্যাবস্থা। মনু-সংহিতাতে এই নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে কর্ম্মমাত্রেই সংকল্প মূলক। 'যেজন্য কর্ম্মমাত্রেই প্রার্থনা পূর্ব্বক' আমি এই কথা বলিয়াছি এখন তাহা বুঝিবার অবসর আসিয়াছে। এভোলিউশন্ (Evolution) শব্দের অধুনা উন্নতি (Progress) এই অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত ক্রমবিকাশবাদী বৈজ্ঞানিকগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রার্থনা (প্রকৃষ্ট অর্থনা) ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা যে এক পদার্থ অল্পচিন্তাতেই তাহা অনুভব হইবে। অতএব আশা হয়, চিন্তাশীল ক্রমবিকাশ-বাদীরা প্রার্থনাকে উন্নতির—ক্রমবিকাশের মূল বলিয়া স্বীকার করিবেন উন্নতি-বা-অভ্যুদয়ের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, পণ্ডিত আগস্ত কোমৎ (August Comte) বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রমবিকাশই উন্নতি।

---

* "Upon the physical plane the will acts, so to say unconsciously, carrying out blindly the laws of nature, causing attractions, repulsions, guiding the mechanical, chemical and physiological functions of the body without man's intelligence taking any part in the process."—Occult Science in Medicine by Hartmann M. D. P. 66

আধুনিক প্রতীচ্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করিতেছেন—মনের প্রেক্ষা পূর্ব্বকারিত্ব—সংকল্প বা বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকারিতা (Conscious activity), এবং অপ্রেক্ষা পূর্ব্বকারিত্ব—অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকারিতা (unconscious activity) এই দ্বিবিধ ক্রিয়াকারিত্ব (Activity) আছে, প্রেক্ষাপূর্ব্বকারিত্বই মনের একমাত্র ধর্ম্ম নহে, অবধানমূলক এবং অনবধানমূলক মন এই দ্বিবিধ কর্ম্মই করিয়া থাকে। মনের অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম সমূহই যান্ত্রিক বা স্বয়ং সিদ্ধ কর্ম্মরূপে লক্ষিত হয়, প্রাণন ব্যাপারও বস্তুতঃ পূর্ণভাবে অবুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম নহে। † প্রতীচ্য সুধীবর্গ এই সকল কথা বলিলেও অন্তঃকরণের যথার্থরূপ অদ্যাপি ইহাঁদের নয়নে প্রতিফলিত হয় নাই। কর্ম্মমাত্রেই সংকল্প পূর্ব্বক এই অতিমাত্র গম্ভীরার্থক শাস্ত্রোপদেশের মর্ম্ম অদ্যাপি ইহাঁদের পূর্ণভাবে অনুভূত হয় নাই। 'কর্ম্মমাত্রেই সংকল্প পূর্ব্বক' শাস্ত্রসমুদ্ভাসিত এই সত্যের যথার্থভাবে অনুভব হইলে প্রার্থনা যে কর্ম্মমাত্রের আদ্যাবস্থা, কর্ম্মমাত্রেই যে প্রার্থনাপূর্ব্বক, বিনা আপত্তিতে তাহা অঙ্গীকৃত হইবে।

---

† "Ribot says of the mind, it has two parallel modes of activity, the one conscious and the other unconscious."—Ribot, Heredity P. 221.

"Mind, in fact, may be conscious, subconscious or unconscious. The second state may be brought into consciousness by effort, the last connot"—The mental Factor in Medicine P. 37.

Maudslay points out that it is a truth that cannot be too distinctly borne in mind that consciousness is not co-extensive with mind, that it is not mind, but, and incidental accompaniment of mind; that the whole business of mental function as work might go on without consciousness, just as the mechinary of a clock might work without a dial"—H. Maudslay, Mind and body P. 25.

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী১০৮গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

মানস-চিকিৎসা

(Mental Medicine)

বক্তা—শিবরামকিঙ্কর

জিজ্ঞাসু—ইন্দুভূষণ সান্যাল এম্, এস্, সি, এম্ বি

প্রস্তাবনা।

অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ।

জিজ্ঞাসু—"যাহা ভূমা—যাহা মহৎ—যাহা নিরতিশয়, তাহাই সুখ, অল্প অধিক তৃষ্ণার হেতু, তৃষ্ণা দুঃখের বীজ, অতএব অল্পে সুখ নাই, নিরতিশয় সুখময় হইতে হইলে, ভূমা বা নিরতিশয়কে জানিবার, ভূমা বা নিরতিশয়কে পাইবার চেষ্টা কর্ত্তব্য, * আপনার মুখ হইতে এই উপাদেয় শ্রুতিবচন বহুবার শুনিয়াছি। পূর্ব্বে এই শ্রৌত উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হয় নাই, ইহা যে কিরূপ সারবান, তাহা বুঝিতে পারি নাই, আপনার কৃপায় এখন কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইতেছে, ভূমাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, অল্প পাইয়া কেহ সুখী হইতে পারেনা, পূর্ণ তৃপ্তিলাভে সমর্থ হয়না। অল্প দুঃখের হেতু, ইহা সারতম কথা, পুণ্যতম উপদেশ। অল্প জ্ঞান, অল্প ধন, পরিচ্ছিন্ন শক্তি, অল্পজীবন যে দুঃখের কারণ, এখন তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব হইতেছে।

'অল্পে সুখ নাই' জিজ্ঞাসুর এই সত্যের এখন যে কারণে অনুভব হইয়াছে।

বক্তা— অল্পে সুখ নাই, অল্প অধিক তৃষ্ণার হেতু, ভূমা বা নিরতিশয়ই সুখ, ইহা সত্যাময়ীশ্রুতির উপদেশ, অতএব ইহা যে পুণ্যতম, পরমহিতকর, ইহা যে

---

* "যো বৈ ভূমা তৎসুখং, নাল্পেসুখমস্তি। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

যথার্থ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তুমি যে এই শ্রৌত উপদেশকে এখন কিঞ্চিন্মাত্রায় সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ, তাহার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু—যখন এম্, এস্, সি ও এম, বি, হই নাই, তখন অনেক বিষয় জানিতেছি বলিয়া আনন্দ হইত, অনেকে যাহা জানেন না, এমন কি পূজ্য-চরণ প্রাচীন ঋষিগণেরও যে সমস্ত বিষয় অজ্ঞাত ছিল, সেই সমস্ত বিষয় জানিতেছি বলিয়া সুখী হইতাম, আমার অল্পজ্ঞচিত্ত গর্ব্বমলে স্ফীত হইত।

বক্তা—এম্, এস, সি, ও এম্, বি, হইবার পর কি মনে হইতেছে?

জিজ্ঞাসু—এখন মনে হইতেছে, যাহা জানিয়াছি, তাহা নিতান্ত অল্প, তাহা সংশয় বিবর্জ্জিত নহে, যাহা জানিয়াছি, তাহাতে জ্ঞানতৃষ্ণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা জানিয়াছি, তাহা জানিবার পূর্ব্বে মনে যে শান্তি ছিল, এখন তাহা হারাইয়াছি। কিরূপ ঘন অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ হইয়া আছি, আমার অজ্ঞানের প্রসার কত, তাহা স্পষ্টভাবে অনুভব হওয়ায়, এখন দুঃখ বাড়িয়াছে, এম্, এস্, সি, ও এম্, বি হইয়া সুখী হই নাই। আগে বুঝিতে পারিতাম না, বুঝিতে পারিতাম না বটে, কিন্তু আপনার কথা বলিয়া, অসার বোধে উহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারি নাই, কোন না কোন দিন বুঝিতে পারিব, কৃতার্থ হইব, এই আশায়, শ্রীমুখ হইতে যে সকল কথা শুনিয়াছি, সেই সকল কথাকে যথাশক্তি যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, আশান্বিত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিয়াছি। যাহা বুঝিতে পারিতাম না, বুঝিতে পারিতাম না বলিয়া যে সকল কথার যথার্থতা বিষয়ে কখন, কখন সংশয় হইত, সানন্দচিত্তে জানাইতেছি, সেই সকল কথার মধ্যে কতিপয়ের তাৎপর্য্য অধুনা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হইতেছে, ভবিষ্যতে উহাদের মর্ম্ম আরো ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব, এইরূপ আশা হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত কথার যাথার্থ্য বিষয়ে যেরূপ সংশয় হইত, এখন আর উহাদের যাথার্থ্য বিষয়ে তদ্রূপ সংশয় হয়না। এম, এস্, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে পড়িবার নিমিত্ত ৺কাশীধাম হইতে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বে আপনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, আমার সেই সকল কথা মনে আছে, মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময়েও মধ্যে মধ্যে সেই সকল কথা মনে জাগিত, এতৎ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু তখন জিজ্ঞাসা করিবার ঠিক অবসর আসে নাই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

বক্তা—আমি কি বলিয়াছিলাম তাহা বল, আমার কথা শুনিয়া তোমার যাহা যাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, বিনা সংকোচে এখন তাহা জানাও।

এম্, এস্, সি হইবার পর জিজ্ঞাসুকে যে কারণে মেডিকেল কলেজে পড়িতে পাঠান হইয়াছিল, মেডিকেল্ কলেজে পড়িবার নিমিত্ত কলিকাতাতে আসিবার পূর্ব্বে বক্তা জিজ্ঞাসুকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসু—আপনি বলিয়াছিলেন—চরকসংহিতাতে আয়ুর্ব্বেদের মহত্ত্ব বর্ণন কালে উক্ত হইয়াছে, বেদবিদ্ পুরুষেরা আয়ুর্ব্বেদকে পুণ্যতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদ মানুষের ইহলোক ও পরলোক এই দ্বিবিধ লোকেরই পরম হিতকারী। * ডাক্তার হইলে ধনার্জ্জনের সুবিধা হইবে, আমি তাই তোমাকে এম্, এস, সি হইবার পর মেডিকেল কলেজে পড়াইবার অভিলাষী হই নাই। বাঙ্‌মল, কায়মল ও মনোমল এই ত্রিবিধ মলের পূর্ণভাবে সংশোধন না হইলে, মানুষ পূর্ণভাবে কৃতার্থ হইতে পারেনা, মানুষের ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ অত্যন্ত পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়না। অতএব যদ্দ্বারা বাঙ্‌মল, কায়মল ও মনোমল এই ত্রিবিধ মলের সংশোধন হয়, তাহাই পুণ্যতম, তাহাই লোকদ্বয়ের হিতকর। যিনি বাঙ্‌মল, কায়মল ও মনোমল এই ত্রিবিধ মল সংশোধনের উপায় অবগত হইয়াছেন এবং বাঙ্‌মলাদি ত্রিবিধ মল সংশোধনের উপায় দ্বারা স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হইয়াছেন, তিনিই অপরের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিবার উপযুক্ত পাত্র, তিনিই প্রকৃত চিকিৎসক, তিনিই প্রকৃত সাধুজীবন, তাঁহারই জীবন ধারণ সার্থক। পূর্ণভাবে রোগ ও ভেষজতত্ত্ববিদ্ না হইলে, সুচিকিৎসক হওয়া যায়না। স্থূল শরীর ব্যবচ্ছেদ, স্থূল শরীরের ক্রিয়াতত্ত্বের অনুসন্ধান ধাতু ও ঔষধি সমূহের সংযোগ-ক্রিয়াজ্ঞান, মিশ্রধাত্বাদির পৃথক্ করণ, ক্ষারাদির নিষ্কাসন

* "তস্যায়ুষঃ পুণ্যতমো বেদো বেদবিদাং মতঃ।
বক্ষ্যতে যন্মনুষ্যাণাং লোকয়োরুভয়োর্হিতঃ॥"—চরকসংহিতা-সূত্রস্থান।

বা দ্রব্যান্তর হইতে বহিষ্করণ প্রভৃতি কলা * নৈপুণ্য ইত্যাদি পূর্ণভাবে রোগ ও ভেষজতত্ত্ববিদ্ হইবার পর্য্যাপ্ত সাধন নহে। সুচিকিৎসক হইতে হইলে, স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীর এই দ্বিবিধ শরীরের স্বরূপ অবশ্যজ্ঞাতব্য, যথাযথভাবে মনস্তত্ত্বের অনু-

---

* কেমিষ্ট্রী (chemistry) শব্দ 'রসায়নতন্ত্র' বা 'রসায়নবিদ্যা' এই নাম দ্বারা অনূদিত হইয়া থাকে। কেমিষ্ট্রী পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, বিকার বা কার্য্য পদার্থমাত্রেই কোন না কোন মূল পদার্থ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। মূল বা অমিশ্র পদার্থ সমূহের পরস্পর সংযোগ বিভাগই কেমিষ্ট্রীর প্রতিপাদ্য বিষয়, মূল ভূতের সংযোগবিভাগের সহিত কেমিষ্ট্রী বিদ্যার প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক সম্বন্ধ ("In chemistry we recognise how changes take place in combinations of the unchanging; these are the words of one of the greatest of living chemists :"—The Alchemic essence and the Chemical Elements by M. M. Pattison Muir M. A. P. 3). পূজ্যপাদ শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—ধাতু ও ঔষধি সমূহের সংযোগ (union) ক্রিয়াজ্ঞান, ধাতু সাঙ্কর্য্যের—ধাতুমিশ্রণের পৃথক্করণ (Separation), ধাত্বাদির সংযোগের—মিশ্রীভাবের অপূর্ব্ববিজ্ঞান, ক্ষার-নিষ্কাসন ইত্যাদি কলাবিদ্যার অন্তর্ভূত। অতএব বলিতে পারা যায় কলাবিদ্যার অন্তর্ভূতবিদ্যাবিশেষ কেমিষ্ট্রী (chemistry)। শুক্রাচার্য্য ইহাও বলিয়াছেন, ধাতু ও ঔষধিসমূহের সংযোগ—ক্রিয়াজ্ঞানাদি দশবিধ কলাবিদ্যা আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভূত। "ধাত্বৌষধীনাং সংযোগক্রিয়াজ্ঞানং কলাস্মৃতা। ধাতুসাঙ্কর্য্যপার্থক্যকরণন্তু কলাস্মৃতা॥ সংযোগাপূর্ব্ববিজ্ঞানং ধাত্বাদীনাং কলাস্মৃতা। ক্ষারনিষ্কাসনজ্ঞানং কলাসংজ্ঞন্তু তৎস্মৃতং॥ কলাদশকমেতদ্ধি হ্যায়ুর্ব্বেদাগমেষুচ।"—শুক্রনীতিসার। অনেকের বিশ্বাস প্রকৃত কেমিষ্ট্রী (chemistry) প্রাচীনদিগের ছিলনা, আল্-কেমী (Alchemy) থাকিলেও, কেমিষ্ট্রীর বর্ত্তমান রূপ প্রাচীনেরা দেখেন নাই। আরমিটেজ (F. P. Armitage, M. A.) তাঁহার কেমিষ্ট্রীর ইতিহাস নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ ইজিপ্ট্ (Egypt) কেমিষ্ট্রীর জন্মভূমি, ইজিপ্ট্ হইতে এই বিজ্ঞানের রোম এবং অন্যান্য প্রতীচ্যদেশে বিস্তার হইয়াছিল ("Egypt the birthplace of chemistry * * * From Egypt the science spread westward to Rome and beyond."— A History of Chemistry)। আরবদেশীয় প্রসিদ্ধ ও বাগ্মী

সন্ধান কর্ত্তব্য, সুচিকিৎসকমাত্রেই মনস্তত্ত্ববিদ্, যোগবলসম্পন্ন, মানসচিকিৎসাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা।

আপনার এই সকল কথার প্রকৃত আশয় কি, শ্রবণকালে আমার তাহা অনুভব হয় নাই। আপনার মুখ হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, আমার বিশ্বাস হইয়াছিল, বাঙ্মল ও মনোমল এই পদদ্বয় দ্বারা কি লক্ষিত হইতেছে?

মনিক কবি জেবারের (Gebar) বচন হইতে সপ্রমাণ হয়, যে তিনি প্রাচীন মহাত্মাদিগের (Ancient sages) নিকট হইতে রাসায়নিক বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন ("Indeed, Gebar, their earliest chemist expressly states. that he acquired his science from ancient sages"— Antiquity of Hindu Medicine, P. 46)। জার্ম্মানদেশীয় প্রসিদ্ধ রাসায়নিক কোবিদ্ লীটিন্ (Leeting) বলিয়াছেন—'আল্‌কেমী', কেমিষ্ট্রী হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে ("Alchemy was never anything different from Chemistry")। ডাক্তার হার্টমন্, প্যাটিসন্ মুর প্রভৃতি ধীমান্ পুরুষদিগের মতে 'কেমিষ্ট্রী' ও 'আল্‌কেমী' এক বিজ্ঞানেরই দুই পর্ব্ব, দ্বিবিধ অবস্থা! 'কেমিষ্ট্রী' নিম্নপর্ব্ব, 'আল্‌কেমী' উচ্চপর্ব্ব। প্যারাসেলস্ আলকেমীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন, সূক্ষ্মতত্ত্বসকলের অবধারণ, উহাদের আকর্ষণ, আত্মার সজীব শক্তি দ্বারা উহাদের বশীকরণ, বিশোধন এবং রূপান্তর বিধান প্রকৃত আল্‌কেমী (True Alchemy)। কেমিষ্ট্রী কোন নূতন দ্রব্য উৎপাদন না করিয়া কেবল ভৌতিক পদার্থসমূহের সংযোগ-বিভাগের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য জড়শক্তির ব্যবহার করেন; আল্‌কেমী (Alchemy) মানসশক্তির ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যবস্থা দ্বারা কোন অব্যক্ত পদার্থ, ব্যক্ত অবস্থায় আগমন করে, আল্‌কেমী সেই সকল ব্যবস্থা করিয়া নূতন পদার্থ উৎপাদন করেন। দগ্ধবীজে যাঁহারা অঙ্কুরোৎপাদনশক্তিকে আনিতে পারিতেন, সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক বস্তু হইতে সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক বস্তুর পরিণাম হইতে পারে, যাঁহারা এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, কেবল বলিয়া যান নাই, সহস্রবার তাহা করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও বর্ত্তমান রসায়ন বিদ্যার রূপ দেখেন নাই, এইরূপ মতপ্রকাশ দুঃসাহস; নিতান্ত স্থূলদর্শীর কার্য্য সন্দেহ নাই। তুমি কেমিষ্ট্রীতে এম্, এস্, সি, অতএব এসম্বন্ধে তোমার অনেক প্রশ্ন তুলিবার অধিকার আছে, যথাসময়ে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

'বাঙ্মল' ও 'মনোমল' এই দ্বিবিধমলের স্বরূপ কি? মেডিকেল কলেজে পঞ্চবর্ষ যখন অতীত হইতেছিল, তখন প্রায়শঃ জিজ্ঞাসা হইত, মেডিকেল কলেজে আসিয়া যে সকল বিজ্ঞান শিখিলাম, তাঁহারাত বাঙ্মল ও মনোমল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিলেন না, সুচিকিৎসক হইতে হইলে, সূক্ষ্মশরীরেরও স্বরূপ অবশ্য জ্ঞাতব্য, মনস্তত্ত্বের অনুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, উত্তম'চিকিৎসকমাত্রেই মনস্তত্ত্ববিদ্, যোগবলসম্পন্ন, মানসচিকিৎসাই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা, মেডিকেলকলেজে প্রায় ছয় বৎসরের মধ্যে কাহারও মুখ হইতে এই জাতীয় কথা শুনিতে পাইলাম না। যে সকল গ্রন্থ পড়িলাম, তাহাদের মধ্যে কোন গ্রন্থে এইরূপ কথা দেখিলাম না। মানসচিকিৎসা কাহাকে বলে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই, তবে স্থূলঔষধপ্রয়োগ ব্যতিরেকে যদ্দ্বারা কঠিন রোগাক্রান্ত রোগমুক্ত হন, 'মানসচিকিৎসা' বলিতে যদি তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে, 'মানসচিকিৎসা' শ্রেষ্ঠচিকিৎসা, 'মানসচিকিৎসা' কল্পনাসৃষ্ট সামগ্রী নহে। 'মানসচিকিৎসা' কাহাকে বলে, মানসচিকিৎসা-শক্তি কিরূপ সাধনা দ্বারা অর্জ্জিত হইতে পারে, কিরূপে সুচিকিৎসক হইতে পারিব, আত্মপরের কল্যাণসাধনে সমর্থ হইব, যে উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে মেডিকেল কলেজে পড়াইলেন, যাহা ক'রলে আপনার সে উদ্দেশ্য অসিদ্ধ থাকিবে না, আমাকে দয়া করিয়া তাহা বলিয়া দিন, আমাকে সুচিকিৎসক করিয়া দিন, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, আমিও কৃতকৃত্য হই।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া আমি অতিমাত্র সুখী হইলাম। ভগবান্ তোমার এই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন, সন্দেহ নাই। তুমি যখন এম্, এস্, সি পড়িতে, তখন ভৃগুসংহিতাতে তোমার ও আমার কুণ্ডলী সম্বন্ধে যাহা লিখিত ছিল, আমি তাহা অবগত হইয়াছিলাম। ত্রিকালদর্শী পরমকারুণিক বিশ্বপিতৃভূত ভৃগুদেব বলিয়াছেন, রাজবিদ্যা কুশল হইয়া, ধার্ম্মিক চিকিৎসক হইয়া, তুমি শাস্ত্রবিদ্যা পরায়ণ হইবে, পূর্ব্বজন্মের প্রতিভাবশতঃ এবং পিতৃভক্তি নিবন্ধন তুমি অল্পায়াসে যোগী হইবে, পিতার দর্শনমাত্রে তোমার যোগসিদ্ধি হইবে, তুমি ধর্ম্মার্থ (পরোপকারের নিমিত্ত) প্রধানতঃ চিকিৎসা করিবে, ধনার্জ্জন তোমার মুখ্য লক্ষ্য হইবে না। * অমোঘবচন ভৃগুদেবের বাণী কখন মিথ্যা হইতে পারে না।

---

* "পুত্রভাগ্যোদয়ো নূনং ব্যবহারাদ্ধনসঞ্চয়ঃ। বন্ধমোক্ষাদিকে কার্য্যে রোগীনাং রোগমুক্তয়ে ॥
বিদ্যাকামার্থদা নূনং শাস্ত্রবিদ্যা পরায়ণঃ। যোগসিদ্ধি প্রজায়েত হ্যকস্মান্মুনিপুঙ্গব ॥
ধনবৃদ্ধিবিশেষেণ চিকিৎসায়াং তপোধন। ধর্ম্মতঃ কার্য্যং কুরুতে দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়েত সত্যং বৈ পিতৃদর্শনাৎ। যোগসিদ্ধিঃ স্বতঃ জাতাপিতুর্ভক্তিপ্রভাবতঃ ॥ "ভৃগুসংহিতা ॥"

ভৃগুদেবের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ পূর্ব্বক, এবং তোমার শাস্ত্র পাঠ করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে জানিয়া, আমি তোমাকে শাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি, লোকদ্বয়ের হিতকারী, বেদবিদ্ পুরুষগণ দ্বারা পুণ্যতম বলিয়া স্বীকৃত আয়ুর্ব্বেদে যাহাতে তুমি প্রবেশ লাভ করিতে পার তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছি। চরকসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, 'অক্ষর'—(ক্ষয় রহিত) স্থানাভিলাষী—শাশ্বত ব্রহ্মধাম প্রাপ্তীচ্ছু, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষিরা ধর্ম্মার্থ—ব্যাধিতের রোগমোক্ষাদি ধর্ম্মসাধন করিবার নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদের প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থার্থ বা কামার্থ আয়ুর্ব্বেদের প্রকাশ করেন নাই। যিনি প্রাণিমাত্রের প্রতি কেবল দয়া করিয়া চিকিৎসা করিবেন, তিনি অতিক্রম পূর্ব্বক বিদ্যমান থাকিবেন, সর্ব্বোৎকর্ষতা লাভ করিবেন, আর যিনি বৃত্তির জন্য চিকিৎসা-পণ্য বিক্রয় করিবেন,—চিকিৎসাকে পণ্য (বিক্রেতব্য) রূপে ব্যবহার করিবেন, তিনি কাঞ্চনরাশি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসার পাংশুরাশির সেবা করিবেন। ধর্ম্মার্থ ক্রিয়মাণ চিকিৎসা মহা ফলপ্রদ, অতএব কাঞ্চনরাশিতুল্য. বৃত্তির নিমিত্ত ক্রিয়মান চিকিৎসা, অসারকল্প—অতএ৲ পাংশুরাশিণ সমান। নিদারুণ রোগ দ্বারা যমসদনে আকৃষ্যমাণ রোগার্ত্তদিগকে যিনি যমপাশ ছেদন পূর্ব্বক জীবন দান করেন, ইহলোকে তাঁহার সমান দাতা, তাঁহার সমান ধার্ম্মিক কে হইতে পারেন? প্রাণদানাপেক্ষায় অন্য দান বিশিষ্ট নহে। জীবে দয়া পরমধর্ম্ম এই জ্ঞানে যিনি চিকিৎসা করেন, সেই সিদ্ধার্থ (সিদ্ধপ্রয়োজন), সেই সার্থক জীবন নিরতিশয় সুখভোগ করিয়া থাকেন। *

* "ধর্ম্মার্থং নার্থ কামার্থমায়ুর্ব্বেদো মহর্ষিভিঃ।
প্রকাশিতোধর্ম্মপরৈরিচ্ছদ্ভিঃ স্থানমক্ষরম্॥
নার্থার্থংনাপিকামার্থমথ ভূতদয়াং প্রতি।
বর্ত্ততে যঃ চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতিবর্ত্ততে॥
কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসাপণ্যবিক্রয়ম্।
তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশুরাশিমুপাসতে॥
দারুণৈঃ কৃষ্যমাণানাংগদৈর্বৈবস্বতক্ষয়ম্।
ছিত্বা বৈবস্বতান্ পাশান্ জীবিতঞ্চপ্রযচ্ছতি॥
ধর্ম্মার্থসদৃশস্তস্য দাতা নেহোপলভ্যতে।
নহি জীবিতদানাদ্ধি দানমন্যদ্বিশিষ্যতে॥
পরোভূতদয়াধর্ম্ম ইতিমত্বা চিকিৎসয়া।
বর্ত্ততে য স সিদ্ধার্থঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে॥"—

চরক সংহিতা চিকিৎসিতস্থান।

বেদজ্ঞ পুরুষেরা আয়ুর্ব্বেদকে কি নিমিত্ত পুণ্যতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? আয়ুর্ব্বেদকে যে কারণে চরক-সংহিতাদি আয়ুর্ব্বেদীয়গ্রন্থে এত প্রশংসা করা হইয়াছে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে কি ততোঽধিক প্রশংসা করা উচিত নহে?

জিজ্ঞাসু—বেদবিদ্ পুরুষেরা আয়ুর্ব্বেদকে যে পুণ্যতম সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, চরকসংহিতা যে আয়ুর্ব্বেদকে ইহলোক ও পরলোক এই দ্বিবিধ লোকের হিতকারী বলিয়াছেন, তাহার কারণ কি, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি না। দুর্ব্বিসহ যাতনাপ্রদ ব্যাধি কর্ত্তৃক উপদ্রুত, সনাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় বিচেষ্টমান, রোদন পরায়ন ব্যক্তিদিগের উপযুক্ত ভেষজ দ্বারা রোগোপশম করা সাধূচিত কার্য্যবটে, বিপন্নকে, বিপদ্ হইতে ত্রাণ করিতে পারিলে হৃদয়ে বিমল আনন্দের উদয় হয় সত্য, যে মানব যে পরিমাণে পরহিত সাধনে সমর্থ তিনি যে সেই পরিমাণে মহান্ তাহা স্বীকার্য্য, কিন্তু আমরা ইদানীং যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ দেখিতে পাই, তদ্দ্বারা কি পূর্ণভাবে রোগতত্ত্বজ্ঞ হওয়া যায়? তদ্দারা কি যথা প্রয়োজন ভেষজতত্ত্ববিদ্ হওয়া সম্ভব? পাশ্চাত্যদেশে অধুনা চিকিৎসাবিজ্ঞানের যাদৃশী উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে বহু শিক্ষিত পুরুষের যথোক্ত আয়ুর্ব্বেদকে পুণ্যতম না বলিয়া, আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানকে পুণ্যতম বলাই ন্যায় সঙ্গত এইরূপ ধারণা হইতেছে। এক্‌স্‌রেজের (X Rays) আবিষ্কার দ্বারা রোগ নিরূপণের কত সুবিধা হইয়াছে, অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রসমূহ অভ্রান্তভাবে রোগ বিনিশ্চয় করিবার পথে কিরূপ উপকারক হইতেছে; কেমেষ্ট্রী, ফিজিক্‌স্, এনাটমী, ফিজিয়োলজী, বায়োলজী, সার্জ্জারী প্রভৃতি বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অতএব যে কারণে চরক সংহিতাতে আয়ুর্ব্বেদের এত প্রসংসা করা হইয়াছে, সেই কারণে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানকে কি অধিকতর প্রশংসা করা উচিত নহে? পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা স্থির করা এখন দুঃসাধ্য, তবে আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে অভ্যুদয়শীল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অবস্থা যে সমধিক উন্নত, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। অধুনা মানস চিকিৎসা সম্বন্ধে শ্রীমুখ হইতে কিছু শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি, অতএব এখন এই সকল প্রশ্নের সমাধানার্থী হইব না, আমার মনে যে সকল প্রশ্ন প্রায়শঃ উদিত হয়, পরে তাহাদের সদুত্তর পাইবার আশাকে হৃদয়ে নিবদ্ধ রাখিয়া, মানস চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা শ্রোতব্য, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইলাম।

বর্ত্তমান সময়ে জড়বিজ্ঞান ও শিল্পের যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে,
তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে,
জড়বিজ্ঞানও শিল্পবিষয়ক আধুনিক উন্নতি দেখিয়া
নিতান্ত অবনত অবস্থায় অবস্থিত,
উন্নতি প্রার্থী ভারতবাসীদিগের
কি ভাবা উচিত, কি করা
উচিত ?

বক্তা—বর্ত্তমান সময়ে জড়বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এখন কথা হইতেছে জড়বিজ্ঞান ও শিল্পের এই আধুনিক উন্নতি দেখিয়া নিতান্ত অবনত অবস্থায় অবস্থিত, উন্নতি প্রার্থী ভারতবাসীদিগের কি ভাবা উচিত ? কি করা উচিত ?

জিজ্ঞাসু—আপনি কোন্ উদ্দেশ্যে এইরূপ কথা বলিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

বক্তা—বর্ত্তমান সময়ে জড়বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি দেখিয়া, য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি অভ্যুদয়শীল দেশবাসীদিগের কৃতিত্বের প্রশংসা এবং পূর্ব্বপুরুষদিগকে অর্দ্ধ সভ্য, বিজ্ঞানবিহীন, হেয় স্বার্থপর, আত্মপরের অকল্যাণকর ভ্রান্ত মতাবলম্বী ইত্যাদি অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা নিন্দা করাকেই কি নিতান্ত অবনত সুতরাং শোচনীয় অবস্থায় অবস্থিত ভারতবাসীরা আপনাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিবেন ? অথবা উন্নতির সাধন কি, কি করিয়া য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি অভ্যুদয়শীল দেশবাসীরা অভ্যুদিত হইতেছেন, জড়বিজ্ঞান শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদির উন্নতি করিতেছেন তাহাও ভাবিবেন ? তাহাও অবশ্য চিন্তনীয় মনে করিবেন ? উন্নত জাতির প্রশংসা ও পূর্ব্বপুরুষদিগের নিন্দা অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষীর একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। যে জাতি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব, পূর্ব্বপুরুষদিগের উন্নতি বিস্মৃত হয়, যে জাতি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে না, যে জাতি পূর্ব্বপুরুষদিগের নিন্দা শুনিয়া আনন্দিত হয়, সে জাতির কখন উন্নতি হয় না, সে অধঃপতিত দুর্ভাগ্য জাতির অভ্যুত্থান অসম্ভব। সামুয়েল স্মাইল্‌স্ বলিয়াছেন—আমি প্রখ্যাত জাতিসম্ভূত, আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের মহত্ত্বে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, আমাকে আমার

পূর্ব্বপুরুষদিগের মহিমার চিরস্থাপক হইতে হইবে, যে ব্যক্তি বা যে জাতির এইরূপ সংকল্প হয়, সেই ব্যক্তি বা সেই জাতির হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতীত সমৃদ্ধির স্মরণ, অতীত গৌরবে দৃষ্টি প্রেরণ বর্ত্তমান জীবনকে সুস্থির করে, উন্নমিত করে, সমুদ্ভাসিত করে। পূর্ব্বানুষ্ঠিত মহৎকার্য্যের, ভূতপূর্ব্ব উদারতার, সহনশীলতার এবং প্রাচীনদিগের প্রশংসনীয় শূরোচিত কর্ম্মের স্মরণ বর্ত্তমান জীবনের ভারকে লঘুকরে বর্ত্তমান জীবনকে উচ্চকরে। * মোক্ষমূলর বলিয়াছেন—যেজাতি আপনার প্রাচীন গৌরব ও ইতিহাস হেতু আপনাকে গৌরবান্বিত মনে না করে, সে জাতি স্বীয় জাতীয় জীবনের প্রধান আলম্বনকে নষ্ট করে। যে সময়ে জার্ম্মনজাতি রাজনৈতিক অবনতির অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়াছিল, ঐ সময়ে উপায়ান্তর না দেখিয়া, জার্ম্মন্ জাতি আপনার প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিল এবং এই অতীতের আলোচনা দ্বারা উহার ভাবী আশালতিকা ফল-ফুলে সুশোভিত হইয়াছিল। যে বৈদিক আর্য্যজাতি সর্ব্বাগ্রে পৃথিবীকে সভ্যতালোকে আলোকিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-কলার আদ্যুপদেষ্টা ছিলেন, যে বৈদিক আর্য্যজাতি উন্নতির চরম সীমাতে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই গৌরবান্বিত বিশুদ্ধ আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা ঋষিদিগের বংশধর হইয়া, যাঁহারা আপনাদের অতীত গৌরব বিস্মৃত হইয়াছেন, জগৎ পূজিত, অমরগণ—সম্মানিত পূর্ব্বপুরুষদিগকে নিন্দা করিয়া সুখী হইতেছেন, তাঁহাদের পুনরুত্থান কি সম্ভব? যাঁহারা যথোক্ত পূর্ব্বপুরুষদিগকে বিজ্ঞান বিহীন বলিতে, অর্দ্ধসভ্য বলিতে আত্ম-পরের অহিতকর ভ্রান্তমতাবলম্বী ও হেয় স্বার্থপর বলিতে সাহসী হইয়াছেন, তাঁহাদের অধোগতি কি বিস্ময়জনক?

জিজ্ঞাসু—আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে জগৎ পূজিত ছিলেন, অতিমাত্র গৌরবান্বিত ছিলেন, আপনার কৃপায় আমার তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় না, কিন্তু যাঁহারা নবোদিত ক্রমবিকাশবাদের পক্ষপাতী, মানুষ নিতান্ত অবনতাবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, যাঁহাদের ইহাই দৃঢ় ধারণা, এইরূপ ধারণাকেই যাঁহারা সত্যভূমিক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কি পূর্ব্বপুরুষদিগের যথাশ্রুত প্রশংসাকে মিথ্যোক্তি বলিবেন না? বস্তুতঃ উন্নত, বস্তুতঃ গৌরবান্বিত পূর্ব্ব-

* Nations like individuals, derive support and strength from the feeling that they belong to an illustrious race that they are heirs of their greatness, and ought to be perpetuators of their glory."

পুরুষদিগের গৌরব ও উন্নতির স্মরণ যে অত্যন্ত হিতসাধক তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, অতীত সমৃদ্ধির স্মরণ, অতীত গৌরবে দৃষ্টিপ্রেরণ বর্ত্তমান জীবনকে যে উন্নমিত করে, সমুদ্ভাসিত করে, তাহা স্থির, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের যাদৃশ প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, যদি তাঁহারা বস্তুতঃ তাদৃশ প্রশংসা ভাজন না থাকেন, তাঁহাদের শাস্ত্রকৃত প্রশংসা যদি অতিশয়োক্তি হয়, মিথ্যা হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদের বাস্তব অবস্থার বর্ণন করিলে কি দোষাবহ হইতে পারে? উন্নত হইবার পথ বাধিত হইতে পারে? ন্যায় বিগর্হিত কর্ম্ম হইতে পারে? ইদানীং অনেকেই এইরূপে প্রশ্ন করিয়া থাকেন। য়ুরোপ, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশসমূহে অধুনা বিজ্ঞান ও শিল্পের যাদৃশী উন্নতি হইয়াছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বিজ্ঞান ও শিল্পের তাদৃশী বা ততোঽধিক উন্নতি করিয়াছিলেন, কেবল মুখে এই কথা বলিলে কি লাভ হইবে? প্রাচীনেরা যদি বিজ্ঞান ও শিল্পের বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় উন্নতি করিয়া থাকেন, তবে অধুনা কোথাও তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? আমি ইহাঁদের এইরূপ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিনা, এই নিমিত্ত আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, করিতেছি, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিরা যে জড়বিজ্ঞানও শিল্পাদির প্রকৃষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন তাহা কিরূপে, সম্পূর্ণভাবে পশ্চাত্য ভাবে ভাবিত, শিক্ষিত পুরুষদিগকে বুঝান যাইতে পারে?

তাহা বুঝিবার প্রতিভা লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন নাই,
তাঁহাদিগকে কোনরূপেই তাহা বুঝাইতে পারা যাইবেনা।
প্রতীচ্যদেশে ও বৈদিক আর্য্য জাতীয় প্রতিভাবিশিষ্ট
পুরুষছিলেন, এবং (অল্পসংখ্যকহইলেও) এখনও
আছেন, তাঁহারা মনুষ্য জাতির আদ্য প্রসূতি
বলিয়া, বিশ্বাসের, প্রেমের, কাব্যের,
বিজ্ঞানের, শিল্পের পিতৃভূমি বলিয়া
ভারতভূমিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম
করিয়াছেন, করিয়া থাকেন।

বক্তা—তুমি যাহা জানিতে চাহিতেছ, যাহা পাইতে অভিলাষী হইতেছ, তাহা জানিবার উপায় আছে, তাহা পাইবার পথ আছে, কিন্তু তোমার প্রতিভা যদি তাহা জানিবার উপায়কে আশ্রয় করিতে না দেয়, তোমার প্রতিভা যদি তাহা পাইবার পথে প্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলে, তুমি কখনও তাহা

জানিতে পারিবেনা, কদাচ তাহা পাইতে সমর্থ হইবে না। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের কথাতে সর্ব্বথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা, বেদ ও শাস্ত্রোক্ত সাধনা ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। অনাদিকাল হইতে যাহা শতশঃ, সহস্রশঃ প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই, যাহার সত্যতা বহুশঃ সাক্ষাৎকৃত হয় নাই সত্যমন্য বেদে বা বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে তাদৃশ কথা নাই, বেদ অভ্রান্ত, সার্ব্বভৌম প্রত্যক্ষ। তুমি শুনিলে বিস্মিত হইবে, তথাপি তোমার হিতার্থ বলিতেছি, সনাতন বেদই সর্ব্ববিদ্যার, নিখিল শিল্প ও কলারআদ্যপ্রসূতি, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও বৈদিক প্রতিভার প্রসাদেই বিজ্ঞানের দর্শন পাইয়াছেন, পাইতেছেন, শিল্প ও কলার উন্নতি করিয়াছেন, করিতেছেন। প্রতিভাতত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে এই সত্যের রূপ যথা প্রয়োজন দেখাইব। জগতে যে কেহ মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিদ্যাচার্য্য হইয়াছেন, ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়াছেন, অন্যের নায়ক বা প্রভু হইয়াছেন, তিনিই যোগের প্রভাবে তাহা হইয়াছেন, যোগই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির হেতু, যিনি যোগবিদ্ তিনিই প্রকৃত বেদবিদ্, যোগী ভিন্ন অন্যের নয়নে বেদের প্রকৃত রূপ পতিত হয় না। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পাদির উন্নতি হইতেছে, ইহাই আধুনিক শিক্ষিতমন্য ভারতবাসীরা সাধারণতঃ লক্ষ্য করেন, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশবাসীরা কি নিমিত্ত বিজ্ঞান-ও-শিল্পাদির উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, হইতেছেন, কি নিমিত্ত ধনেশ্বর হইয়াছেন, হইতেছেন, কি নিমিত্ত আমাদের উপরি প্রভুত্ব করিতেছেন আধুনিক ভারতবর্ষীয় শিক্ষিতমন্য, বহির্মুখ পুরুষদিগের মধ্যে কয় জন তাহা ভাবিয়া থাকেন? সত্যের আদর সত্যের অনুসন্ধিৎসা সত্ত্বগুণ প্রধান হৃদয়ে হইয়া থাকে, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী কখনও সত্যের রূপ দেখিতে পাননা, সত্যের রূপ দর্শনে স্থায়ী ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্যমান থাকেনা। একাগ্রচিত্ত না হইলে, সত্যের রূপ দেখা যায় না, জড় ও অস্থির চিত্ত কখন কোনরূপ উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় না। আয়ুর্ব্বেদকে চরক সংহিতাতে কেন এত প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, যথার্থ যোগী বা প্রকৃত বেদবিদের কাছে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে হইবে, যিনি চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা বিদ্যাকে অভীষ্ট ফলদানে সমর্থা করিয়াছেন, যিনি জন্মতঃ বৈদিক আর্য্যোচিত প্রতিভা- সম্পন্ন, যিনি শিষ্ট (মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিদেব শিষ্টের যেরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন, যিনি তল্লক্ষণ বিশিষ্ট), তাঁহার প্রতিভার উপাসনা করিতে হইবে। শাস্ত্র সমূহের মধ্যে এক্ষণে বহু অমূল্য শাস্ত্র বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, বহু গ্রন্থের নাম দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের রূপ দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছে। যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহারা

ও যে অবিকল, অনেক সময়ে তাহা মনে হয় না। অতএব আয়ুর্ব্বেদের বা অন্যান্য বিজ্ঞানের ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা স্থির করা, এক্ষণে স্থূল উপায় দ্বারা সাধ্য নহে। সত্যনিষ্ঠ উদার হৃদয় পাশ্চাত্য সুধীগণের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ কথা বলিয়াছেন। প্রতীচ্যদেশে বৈদিক আর্য্য জাতীয় প্রতিভাবিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন, এখন ও আছেন, আহা ইহাঁদের সরলতার, ইহাঁদের সত্য নিষ্ঠার, ইহাঁদের জ্ঞান পিপাসার, ইহাঁদের কৃতজ্ঞতার স্বরূপ চিন্তা করিলে, হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হয়, আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, জিহ্বা, ধন্য, ধন্য বলিবার নিমিত্ত যেন শতমুখ হয়। যাঁহারা রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী, তাঁহারা কখন সত্য জ্ঞানার্জ্জন ও সত্য-ভাষণ করিতে সমর্থ হন না। বৈদিক আর্য্যজাতীয় প্রতিভা বিশিষ্ট না হইলে, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইলে লুইস্ জ্যাকোলিয়ট (Louis-Jacolliot) কি বলিতে পারিতেন—"হে প্রাচীন ভারত ভূমি! হে মনুষ্য-জাতির আদ্য প্রসূতি! তোমার জয় জয় হোক।" "হে পূজ্য ও দক্ষধাত্রি! বহু শতাব্দীর ক্রূর-নির্দ্দয় শক্রর আক্রমণও অদ্যাপি তোমাকে বিস্মৃতি ধূলির নিম্নে নিখাত করিতে সমর্থ হয় নাই, তোমার জয় হোক্" "হে বিশ্বাসের, প্রেমের, কাব্যের, বিজ্ঞানের পিতৃভূমি! আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি, আর প্রার্থনা করিতেছি, ভবিষ্যকালে তোমার অতীত কালের পুনরাবর্ত্তন যেন আমাদের প্রতীচ্য দেশে হয়।" * যাহা হোক্ আয়ুর্ব্বেদকে চরকসংহিতা যে নিমিত্ত 'পুণ্যতম' বলিয়াছেন, তাহা যথা সময়ে তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব, ভারতবর্ষে জড় বিজ্ঞানের শিল্প-কলার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহাও যথা প্রয়োজন ও যথা সম্ভব পরে বিজ্ঞাপিত হইবে, এখন 'মানস চিকিৎসা' কাহাকে বলে, মানস চিকিৎসাকে আমি কি নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বলিয়াছি, মানসচিকিৎসার তত্ত্বানুসন্ধান যথাযথ ভাবে করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের তত্ত্বদর্শন আবশ্যক, মানসচিকিৎসার তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন কি, এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

---

* "Soil of Ancient India, cradle of humanity, hail: Hail, venerable and efficient nurse whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion! hail, father land of faith, of love, of poetry, of science; May we hail a revival of thy past in our Western future."—The Bible of India.

মানসচিকিৎসা এই নামের ব্যাখ্যা।

'মানসচিকিৎসা' মানসশক্তি (Force of Mind) দ্বারা চিকিৎসা, শুদ্ধ মনোবল দ্বারা রোগের প্রতীকার, এই অর্থের বাচক। মানস চিকিৎসাতে কোন ভৌতিক ভেষজের প্রয়োজন হয় না।

জিজ্ঞাসু—শারীর, মানস ও আগন্তু চরক সংহিতাতে এই ত্রিবিধ রোগের কথা আছে। † মানসচিকিৎসা দ্বারা কি এই ত্রিবিধ রোগেরই প্রতীকার হয়?

বক্তা—মানসচিকিৎসা দ্বারা শারীর, আগন্তু ও মানস এই ত্রিবিধ রোগেরই প্রতীকার হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—'মানসচিকিৎসা' তাহা হইলে যোগাভ্যাস দ্বারা অভিব্যক্ত মানসশক্তি বিশেষ-নিষ্পাদ্য রোগ প্রতীকার, এই অর্থের বাচক। 'মানস' শব্দের অর্থ কি? 'মানসচিকিৎসা' যোগাভ্যাস দ্বারা অভিব্যক্ত মানসশক্তি নিষ্পাদ্য রোগ প্রতীকার এইরূপ অর্থের বাচক হয় কেন?

'মানস' শব্দের অর্থ, 'মানসচিকিৎসা' যোগাভ্যাস দ্বারা অভিব্যক্ত মানস শক্তি-বিশেষ-নিষ্পাদ্য রোগ প্রতীকার, এই অর্থের বাচক হয় কেন?

বক্তা—একাগ্র মন দ্বারা নিষ্পাদ্য 'মানস', একাগ্র মন দ্বারা নিষ্পাদ্য উপাসনা তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতিতে 'মানস' এই নাম দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। 'মানস'-বা একাগ্র মন দ্বারা নিষ্পাদ্য উপাসনাই প্রজাপতির পদ প্রাপ্তির সাধন, অতএব মানস—একাগ্র মন দ্বারা নিষ্পাদ্য উপাসনা, পবিত্র-চিত্তশুদ্ধির কারণ, মানস উপাসনা দ্বারা যুক্ত, অর্থাৎ একাগ্র চিত্ত যোগী অতীত, অনাগত ও ব্যবহিতাদি বস্তুজাতকে সম্যগ্‌রূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, মানস—একাগ্র মনোযুক্ত বিশ্বমিত্রাদি ঋষিগণ স্বসংকল্প মাত্রে বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। * 'মানস

† "ত্রয়োরোগা ইতি—নিজাগন্তু মানসাঃ"—চরক সংহিতা সূত্রস্থান।

* "মানসং বৈ প্রাজাপত্যং পবিত্রং মানসেন মনসা সাধু পশ্যতি মানসা ঋষয়ঃ প্রজা অসৃজন্ত" * * *—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

"মনসা নিষ্পাদ্যং মানসমুপাসনাং যদস্তি তদেব প্রাজাপত্যং প্রজাপতিপদপ্রাপ্তি সাধনমতএব পবিত্রং-চিত্তশুদ্ধিকারণং। মানসেনৈবোপাসনেন যুক্তং-মনোঽন্তঃকরণং যদস্তি তেনৈকাগ্রেণ মনসা সাধুপশ্যতি, অতীতানগতব্যবহিতাদি বস্তুজাতং যোগী সম্যক্ সাক্ষাৎ করোতি। মানসা একাগ্রমনোযুক্তা বিশ্বমিত্রাদয় ঋষয়ঃ স্বসংকল্পমাত্রেণ বহ্বীঃ প্রজা অসৃজন্ত।"—সায়ণভাষ্য।

চিকিৎসা' এস্থলে 'মানস' শব্দ মানস উপাসনা যুক্ত অন্তঃকরণ—একাগ্রচিত্ত এই অর্থের বাচক—মানসচিকিৎসা যোগাভ্যাস দ্বারা অভিব্যক্ত মানসশক্তি নিষ্পাদ্য রোগ প্রতীকার, এই অর্থের বোধক কেন হয়, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। এখন মানস চিকিৎসাকে যে নিমিত্ত আমি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বলিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর।

মানসচিকিৎসাকে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বলা হইয়াছে কেন ?

মানসচিকিৎসা দ্বারা শারীর, মানস ও আগন্তু এই ত্রিবিধ রোগেরই প্রতীকার হয়, মানসচিকিৎসাতে কোন দ্রব্যের (ভৌতিক ঔষধাদির) প্রয়োজন হয় না। আর এককথা, মানসচিকিৎসা দ্বারা মূল রোগের নাশ হয়, স্বাভাবিক ব্যাধির প্রতীকার হয়, মানসচিকিৎসা ভব ভেষজ, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির একমাত্র সাধন, মানসচিকিৎসা লোকদ্বয়ের সাক্ষাৎ হিতকারিণী, মানসচিকিৎসা পরমধর্ম্ম, কারণ এতদ্দারা আত্মদর্শন হয়, নির্ব্বিকার—স্বভাবতঃ নীরোগ, স্বভাবতঃ দুঃখ রহিত আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়।

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং।
নমো গণেশায়।
শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ।
শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ।

যোগতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রাণায়াম বা হঠযোগের তত্ত্বানুসন্ধান।

বক্তা—'বস্তু' এই পদবোধ্য অর্থ গর্ভেই 'বস্তুমাত্রের বিস্তৃতি আছে' এই অর্থ অভিব্যাপ্ত হইয়া আছে, 'বস্তু' পদার্থকে বিশ্লেষ করিলেই, 'বস্তুমাত্রের বিস্তৃতি

আছে' এই জ্ঞানলব্ধ হইয়া থাকে। * 'বস্' ধাতুর উত্তর 'তুন্' প্রত্যয় করিয়া 'বস্তু' পদনিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বস' ধাতুর অর্থ বাস করা; যাহা বাস করে, অবস্থান করে, তাহা 'বস্তু,' 'বস্তু'শব্দের ইহাই ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ। যাহা বাস করে—অবস্থান করে, এই বাক্যের অর্থচিন্তা করিলে, যাহা কোন স্থান ব্যাপিয়া আছে, স্বতই এই জ্ঞানের উদয় হয়,' এ জ্ঞানার্জ্জনে পরীক্ষাদি বাহ্যজ্ঞান সাধনের অপেক্ষা করিতে হয় না। সংশ্লেষাত্মক (synthetic) বিবেকজজ্ঞানের উৎপত্তি এইরূপে হয় না। যে জ্ঞান পূর্ব্ব হইতে আছে, সংশ্লেষাত্মক বিবেকজজ্ঞানোৎপত্তির তাহা পর্য্যাপ্ত উপকরণ নহে, এ জ্ঞানের উৎপত্তিতে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান জ্ঞানে দর্শন ও পরীক্ষাদি দ্বারা অর্জ্জিত অভিনব জ্ঞান সংযোগ করিতে হয়।

প্রাগ্ভবীয় ও পরভবীয় এই দ্বিবিধ সংশ্লেষাত্মক বিবেকজজ্ঞানের স্বরূপ।

সংশ্লেষাত্মক বিবেকজজ্ঞান প্রাগ্ভবীয় ও পরভবীয় দুই হইতে পারে। ভূয়োদর্শন হইতে উৎপন্ন বিবেকজজ্ঞান 'পরভবীয়,' এবং বিশুদ্ধ বিচারণাশক্তি হইতে উৎপন্ন বিবেকজজ্ঞান 'প্রাগ্ভবীয়'। কতিপয় বস্তু গুরুত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট,' জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন্ এই ভূতদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি জ্ঞান সংশ্লেষাত্মক বিবেক হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহারা পরভবীয় সংশ্লেষাত্মক বিবেকজজ্ঞান। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ জ্ঞান প্রাগ্ভবীয় সংশ্লেষাত্মক বিবেকজজ্ঞান। † এনালিসিস্ (Analysis) ও সিন্থিসিস্ (synthesis) এই শব্দদ্বয়ের অর্থ লইয়া পাশ্চাত্য কোবিদগণ পরস্পর যেরূপ বিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে ইহাদের প্রকৃত অর্থের অবধারণ অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছে। 'এনালিসিস্' (বিশ্লেষ) ও 'সিন্থিসিস্' (সংশ্লেষ) জ্ঞানার্জ্জনের যে এই দুইটী পথ, তদ্বিষয়ে প্রতীচ্য-সুধীবৃন্দের মধ্যে মতৈক্য আছে।

* "Analytic Judgments may be described as identical Judgments, gained by explication or analysis of a knowledge already possessed, as all body is extended, the notion body clearly involving the notion extended."—The Metaphysic of Ethics.

† "Synthetical Judgments are such as add to our knowledge, and are either from a wider experience, e. g., some body is heavy, or from the pure reason, e.g., the law of causality."—The Metaphysic of Ethics.

'হিমশিলা' (বরফ) শীতস্পর্শ, এবং "জল অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগে উৎপন্ন বস্তু" এই উপলব্ধিদ্বয়ের তত্ত্বচিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়, 'হিমশিলা শীতস্পর্শ,' এই উপলব্ধির 'হিমশিলা,' আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় আমাদের মন এবং আমাদের আত্মা, ইহারা করণ। কোন বস্তুকে জানিতে হইলে, গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই উভয়ের সম্বন্ধ হওয়া আবশ্যক, দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে যে ব্যবধান আছে, তাহাকে অপসারিত করা প্রয়োজন। আত্মা দ্রষ্টা, বিষয় দৃশ্য এবং ইন্দ্রিয়গণ দর্শন কার্য্যের করণ। লৌকিক প্রত্যক্ষে আত্মার সহিত বিষয় বা অর্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়না। অধস্তন রাজকর্ম্মচারিগণ, প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক যেমন মন্ত্রীকে সমর্পণ করে, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদি ভোগ্য—জাত গ্রহণ করিয়া দেহ রাজমন্ত্রী মনকে প্রদান করে। অধস্তন রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত যে প্রকার রাজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয়না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রামের সহিত সেই প্রকার আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হয় না। লৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়ের সহিত বাহ্য ইন্দ্রিয়ের, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তরিন্দ্রিয়ের এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইয়া থাকে ("আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মন ইন্দ্রিয়েণেন্দ্রিয়মর্থেনেতি।" —যজুর্ব্বেদভাষ্য)। মহর্ষি গোতম ও কণাদ এই কথাই বলিয়াছেন, হিমশিলার সহিত আমার স্পর্শেন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে যে ক্রিয়া হয়, নাড়ী দ্বারা তাহা—সেই স্পন্দন মনের সমীপে সঞ্চারিত হইলে, সংকল্পাত্মক মন, তাহা গ্রহণ ও বিবেচন করে, পূর্ব্বসংস্কারের সহিত তাহার সমীকরণ করে, তৎপরে "হিমশিলা শীতস্পর্শ," এইরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে। 'হিমশিলা শীতস্পর্শ' এ জ্ঞান বুঝিতে পারা গেল আমাতে জ্ঞানার্জ্জনের যে সকল সাধন পূর্ব্ব হইতে আছে, তাহাদিগদ্বারাই অর্জ্জিত হয়, এ জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত আমাকে অন্য কোথাও যাইতে বা অন্য কোন উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্তু 'জল অক্‌সিজেন ও হাইড্রোজেনের সংযোগে উৎপন্ন বস্তু,' এ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে আমাকে উপকরণান্তরের সাহায্য লইতে হয়।

জল অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন এই পদার্থদ্বয়ের সংযৌগিক বস্তু, এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় ?

জিজ্ঞাসু—'জ্ঞান একমাত্র বিবেক লাভে লব্ধ হইয়া থাকে,' বশিষ্টদেবের এই অতিমাত্র গম্ভীরার্থক উপদেশের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যে কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা ক্রমশঃ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিতেছি, শুদ্ধ সমাধি দ্বারা কিরূপে তত্ত্বজ্ঞানের

উদয় হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে যেমন একেবারে অবোধ্য বলিয়াই মনে হইত, এখন আর তাহা একেবারে অবোধ্য বলিয়া মনে হইতেছে না। জল অক্‌সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্ এই পদার্থদ্বয়ের সাংযৌগিক বস্তু, এই জ্ঞান যে পরীক্ষা লব্ধ জ্ঞান, তাহা শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা শুনিয়া, এতদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হয় নাই। কোন বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে, তাহাকে পরীক্ষা করিতে হয়, তাহার ঘটকাবয়ব সমূহের বিশ্লেষ করিতে হয় ইত্যাদি জ্ঞান মানুষের মনে প্রথমে কিরূপে উৎপন্ন হইল? ইহা কি কাকতালীয় ন্যায়ে উৎপন্ন হইয়াছে? অথবা ইহার কারণ আছে?

বক্তা—তাড়িত প্রবাহ সহকারে জলকে বিশ্লেষ করিলে, 'অক্‌সিজেন' ও 'হাইড্রোজেন্' এই দুইটী ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত বায়বীয় মূল পদার্থ পাওয়া যায়। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, "জল অক্‌সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্ এই পদার্থ দ্বয়ের সাংযৌগিক বস্তু" এই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে তাড়িত প্রবাহ যন্ত্র (Galvanic Battery) কাচ পাত্র (Glass Vessel), প্লাটিনম ধাতুনির্ম্মিত পাত্র (Platinum Plates) ইত্যাদি উপকরণের প্রয়োজন। এখন কোন বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে, তাহাকে পরীক্ষা করিতে হয়, তাহার ঘটকাবয়ব সমূহের বিশ্লেষ করিতে, হয়, ইত্যাদি জ্ঞান প্রথমে কিরূপে উৎপন্ন হইল, তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

উৎপত্তিশীল জ্ঞান যে মূলতঃ প্রত্যক্ষ (Experience) হইতে জন্ম লাভকরে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহা উপলব্ধ হয়, তৎসমুদায়ের সংস্কারই বিজ্ঞান বীজ, ঐ সকল সংস্কারই চিত্তক্ষেত্রে বিজ্ঞানবীজ নিষেক করে, চিত্তের সংকল্পশক্তি ঐ বীজ সমূহ হইতে বিজ্ঞানবৃক্ষ প্রসব করিয়া থাকে।

দর্শন ও পরীক্ষা (Observation & Experiment) এই দুইটী প্রত্যক্ষের (Experience) কারণ। দর্শন ও পরীক্ষা জ্ঞান—বিজ্ঞানের কারণ বটে, কিন্তু ইহারা জ্ঞান—বিজ্ঞানোৎপত্তির নিদান আদি কারণ বা এক মাত্র কারণ নহে। স্থূল প্রত্যক্ষবাদিসুধীগণ সাধারণতঃ সূক্ষ্মদর্শী নহেন, ইহাঁরা সাধারণতঃ আত্মজ্ঞান বিহীন, এই নিমিত্ত ইহাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানোৎপত্তির প্রকৃত কারণ কি, তাহা জানিতে পারেন না, বিশ্লেষাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক এই উভয়বিধ বিবেকজ জ্ঞানেই যে সহজ বা ঔৎপত্তিক জ্ঞানের কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা ইঁহারা পূর্ণভাবে বুঝিতে সমর্থ হন না। *

---

* ম্যাক্‌শের কথা এস্থলে স্মরণ কর—

"There is, if I do not mistake, intuition involved in every exercise of this power. The operations of the intuition are always singular"—The Intuitions of the Mind P. 219.

বিশ্লেষ ও সংশ্লেষ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিপাদিত হয়, পূর্ণের ব্যষ্টি অংশ, এবং অংশ সকলের সমষ্টিই পূর্ণ।*

প্রত্যক্ষই যে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের মূল, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রের সহিত আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দিগের মতৈক্য আছে বটে, কিন্তু শাস্ত্র যে প্রত্যক্ষকে অভ্রান্ত ও সার্ব্বকালিক জ্ঞানের কারণ বলিয়াছেন, তাহা অনাদি-নিধন নিত্য প্রত্যক্ষ, অতীত ও অনাগত সে প্রত্যক্ষের পরোক্ষ নহে, তাহা লোকালোকদর্শী। 'প্রত্যক্ষ' বলিতে প্রতীচ্য সুধীবর্গ যাহা বুঝিয়া থাকেন, শাস্ত্রের উপদেশ তাহা মায়িক, তাহা পরিচ্ছিন্ন, অতীত ও অনাগত সে প্রত্যক্ষের পরোক্ষ, সে প্রত্যক্ষ লোকালোকদর্শী নহে, সে প্রত্যক্ষ সর্ব্বথা ভ্রমরহিত হইতে পারেনা, সে প্রত্যক্ষ সার্ব্বভৌম সত্যজ্ঞানের করণ নহে। নিবিষ্টচিত্তে ধ্যান করিলে, অনুভব হইবে, যাঁহার কাছে অতীত ও অনাগত কালও বর্ত্তমানবৎ, দেশ ও কাল যাঁহার সর্ব্বদর্শী নয়নের গতিকে অবরোধ করিতে পারেনা, বস্তুর স্থূল-সূক্ষ্ম বা ব্যক্তাব্যক্ত এই অবস্থাদ্বয় যাঁহার চক্ষে সদা প্রতিভাত হয়, তাঁহার প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোনরূপ জ্ঞান হইতে পারেনা, তাদৃশ পুরুষের সকল জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। পূজ্যপাদ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—তপস্যাদ্বারা যিনি নির্দ্দগ্ধ কল্মষ (সর্ব্বথা নিষ্পাপ) হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান দেশ-কালাদি দ্বারা আবৃত হয়না, স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিবিম্ব ন্যায় সংক্রান্ত দর্পণের মত তাঁহার হৃদয় মুকুরে সর্ব্বদা সর্ব্বপদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, আবির্ভূত প্রকাশ অনুপদ্রুতচিত্ত যোগীর অতীত ও অনাগত জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে বিশিষ্ট—বিভিন্ন পদার্থ নহে ("আবির্ভূত প্রকাশানামনুপদ্রুত চেতসাম্। অতীতানাগত-জ্ঞানং প্রত্যক্ষান্ন বিশিষ্যতে॥"—বাক্যপদীয়)। আপ্তোপদেশ বা বেদই তাদৃশ অভ্রান্ত ও সার্ব্বলৌকিক প্রত্যক্ষ, শ্রুতিতে, বেদান্তে 'প্রত্যক্ষ' শব্দটী এই নিমিত্ত বেদ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে।†

---

* "Analysis and Synthesis in as much as it resolves the whole into its parts, and shows that the parts make up the whole"—The Intuitions of the Mind P. 219.

† তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান, এই চারিটী অবগতি (?)—কারণভূত প্রমাণ। ("স্মৃতি প্রত্যক্ষ মৈতিহ্যম্ অনুমান চতুষ্টয়ম্।"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)।

ভগবান্ বাদরায়ণ শ্রুতি বুঝাইতে 'প্রত্যক্ষ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। "ইতি চেন্নাত। ... ভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।" বেদান্ত দর্শন।

জিজ্ঞাসু—যাঁহার চিত্তের আবরণ মল সম্যগ্‌রূপে অপসারিত হইয়াছে, অতএব যিনি আবির্ভূত প্রকাশ হইয়াছেন, যাঁহার চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের অভিভব হওয়াতে প্রকাশশীল সত্ত্বগুণের অবাধিত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, মেঘনির্মুক্ত আকাশের ন্যায় বিমল হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত অনুপদ্রুত—চাঞ্চল্য ও সংকীর্ণতা বিহীন হইয়াছে, তাদৃশ পুরুষের চিত্ত মুকুরে সর্ব্বদা সর্ব্ব পদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাদৃশ পুরুষের অতীত ও অনাগত (যাহা হইয়া গিয়াছে ও যাহা হইবে, তাহার) জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে বিশিষ্ট পদার্থ নহে, এই পরম উপাদেয় তথ্যের স্বরূপ যেদিন পূর্ণভাবে বুদ্ধি দর্পণে প্রতিফলিত হইবে, আমি যে দিন এই সত্যকে যথাযথভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইব, সেইদিন আমার সর্ব্বসংশয় অপনোদিত হইবে, সেইদিন আমি কৃতার্থ হইব। আপনি যে সত্যের একটু আভাস দিলেন, আমার দৃঢ় প্রত্যয়, এ সত্যের রূপ পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কোন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকের হৃদয়ে সধূমিকভাবেও অদ্যাপি পতিত হয় নাই, মানবের এতাদৃশী পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইতে পারে, বোধ হয় অন্য কোন দেশে, কোন পুরুষের চিত্তকে কদাচ এবম্প্রকার বিশ্বাস ক্ষণপ্রভা ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রভাত করে নাই। যাহা শ্রবণ করিয়া, চিত্ত অননুভূত আনন্দরসে আপ্লুত হইল, আমি যে দিন তাহা যথাযথভাবে অনুভব (Realize) করিতে পারিব, সেইদিন যে কিরূপ সুখের দিন হইবে, বাক্যদ্বারা তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব, তাহা বস্তুতঃ অনির্ব্বচনীয়, তাহা স্বয়ং বেদ্য।

বক্তা—জ্ঞানোৎপত্তির সাধারণতঃ পরিজ্ঞাত নিয়ম কি, তাহা স্মরণ করিবার নিমিত্ত আমি অতি সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া তোমার কি ধারণা হইয়াছে, তাহা বল, যাহা শুনিলে, তাহা মনন কর, যে সকল কথা ভাল বুঝিতে পার নাই, তাহা আমাকে জানাও।

কালিয় বিষধর গঞ্জন।

বাসনা অন্তরে হৃদি সরোবরে
সোণার কমলা দুটি।
কামনা কালিয় দমন করিতে
কবে গো! উঠিবে ফুটি॥

বিষে জর জর — এ হিয়া আমার
কবে গো ! লুটাবে পায় ।
শ্যাম নটবর — দীনে কৃপা কর
ঠেকিতে দিও না দায় ॥
নাশি কর্ম্ম রাশি — কবে হৃদে আসি
দাঁড়াবে দয়াল হরি ।
যুগে যুগে মোরে — রোখো আঁখি পরে
কাতরে মিনতি করি ॥
অপূর্ণ বাসনা — তুমি যে রাখনা
শুনেছি জগত স্বামি
(প্রভু) তোমারি আশায় — ভাসে দরিয়ায়
আজি অন্ন কাঙ্গালিনী ॥
চির তরে তব — চরণে বিকাব
রেণু হয়ে লব লুটি
ওহে ক্ষমা সার — তুমি কি দীনার
লইবে ক্ষমিয়া ত্রুটি ॥

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১১শ অধ্যায়

অসৎসঙ্গ

মন্থরা—কৈকেয়ী

কো ন কুসঙ্গতি পাই নশাই ।
রহৈ ন নীচমতে চতুরাই
কুসঙ্গে কে না নষ্ট হয় নীচমতে চলিলে কি চাতুর্য্য থাকে ?

ধীরোঽত্যন্ত দয়ান্বিতোঽপি সুগুণাচারান্বিতোবাথবা
নীতিজ্ঞো বিধিবাদদেশিক পরো বিদ্যা বিবেকোঽথবা।
দুষ্টানামতি পাপভাবিতধিয়াং সঙ্গং সদা চেদ্ভজেৎ
তদ্বুদ্ধ্যা পরিভাবিতো ব্রজতিতং সাম্যং ক্রমেণ স্ফুটম্॥
অতঃসঙ্গঃ পরিত্যাজ্যো দুষ্টানাং সর্ব্বদৈব হি।
দুঃসঙ্গী চ্যবতে স্বার্থাদ্ যথেয়ং রাজকন্যকা॥

ব্যাসদেব।

অসৎসঙ্গ অতি দুর্ল্লক্ষ্যাপদসঞ্চারে মানুষকে আক্রমণ করে; অতি নিঃশব্দে মানুষকে যমসদনে প্রেরণ করে। সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিও যদি হয় তথাপি অসৎসঙ্গ তাহাকে ধীরে ধীরে ভগবান্ হইতে সরাইয়া আনে ক্রমে তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি কলুষিত হয়, নীতি আর থাকে না—মানুষটি তখন অসুর হইয়া নিজের দেবভাব বিসর্জ্জন দেয়; আর অসৎসঙ্গী বুঝিতে পারে না সে নিজের কি অনিষ্ট করিতেছে আর পৃথিবীর কি অপকার করিতেছে।

তাই শাস্ত্র বলেন যিনি ধীর, অত্যন্ত দয়ান্বিত, যিনি বহু সৎগুণের আধার, যিনি সদাচারবান, যিনি নীতিজ্ঞ, যিনি বিধিনিষেধ বিশেষজ্ঞ ও গুরুসেবী, যিনি জানেন—"আমি আত্মা—আমি চৈতন্য—আমি দেহ নই—আমি জড় নই," যিনি হিতাহিত বিচার পটু, এরূপ পুণ্যাত্মাও যদি পাপ ভাবনা পরায়ণ কদাচারীর সঙ্গ করেন, তবে তিনিও অল্পে অল্পে অসৎ ব্যক্তির পাপবুদ্ধি দ্বারা সংক্রামিত হয়েন এবং ক্রমে ক্রমে দুর্জ্জন হইয়া উঠেন। অতএব অসৎসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। এই রাজকন্যকা কৈকেয়ী কুব্জার অসৎসঙ্গেই সমস্ত পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন।

রাম যে বস্তুটি কি তাহা যাঁহারা এই ঘোর আপদ ধর্ম্মকালেও রাম রাম করেন বা সীতারাম সীতারাম করেন তাঁহারা কিছু কিছুও ত বুঝিতে পারেন আর তখন? সেই ত্রেতাযুগে? আর তখন যখন সেই মধুর মূর্ত্তি হাসিতে হাসিতে লোকের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন? কৈকেয়ীর ত কথাই নাই। রাণী কৈকেয়ী ত কতবার রামকে ক্রোড়ে লইয়াছেন, কতবার কত আদর করিয়াছেন, কতবার কত কি খাইতে দিয়াছেন, রামসীতা এই যুগল মূর্ত্তিকে কতবার হৃদয়ে ধরিয়াছেন। কৈকেয়ী বুঝিতেন রামের স্পর্শ কেমন! কৈকেয়ী অনুভব করিয়াছেন রামের দর্শনে রামের স্পর্শে কোন্ রাজ্যে যাওয়া যায়। যে রামকে দেখিয়াছে সে কি রামকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে? সেই সদানন্দ মূর্ত্তি,

সেই মধুর ভাষা, সেই স্মেরানন আর সেই মধুর দৃষ্টি—যে একবার দেখিয়াছে সে কি আর তাহা ভুলিতে পারে? কৈকেয়ীও তাহা ভুলিতে পারেন নাই। কৈকেয়ী কত সময়ে অজ্ঞাতসারে রামের কথাই চিন্তা করিতেন। কৈকেয়ী রামকে সত্য সত্যই ভাল বাসিতেন। কৈকেয়ী রামের কাছে আজ পর্য্যন্ত স্নেহময়ী জননীই ছিলেন। কৈকেয়ী কতবার নিদ্রাকালে রাম রাম করিয়া জাগিয়া উঠিতেন। কতবার পূজার সময় ইষ্টদেবতাকে রামমূর্ত্তিতে দেখিয়া হাসিয়া উঠিতেন আবার রাম আসিলে তাহাই রামের নিকটে তাহা বলিতেন আর হাসিতেন। এই কৈকেয়ীই আজ অযোধ্যার প্রাণ, জগতের প্রাণারাম রামচন্দ্রকে অযোধ্যা হইতে বাহির করিয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিবেন! গুরুতর অসৎসঙ্গ না হইলে এমন হয় না। এখন আমরা আদি কবির পথানুসরণে তাহাই আলোচনা করিতেছি।

এই যে অযোধ্যায় এত সমারোহ কৈকেয়ী রাণী কি ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই? না—রাণী কৈকেয়ী কিছুই জানিতে পারেন নাই। কৈকেয়ীদেবী আপনার অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেন না, কাহারও সহিত মিশিতেন না রাণী রাজার গরবেই গরবিণী। ভাবিতেন রাজা তাঁহারই বশ আর কাহারও নহেন। রাজা এখনও কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে আগমন করেন নাই। কৈকেয়ীর কুব্জা ও বামনিকা দাসীবৃন্দও কৈকেয়ীকে কোন কথা জানায় নাই। এ সংবাদ দিবার ভার বুঝি মন্থরার উপরেই উপর হইতে পড়িয়াছিল।

এই মন্থরা কে? মন্থরা কৈকেয়ীর পিতৃদত্তা দাসী। দাসী কেকয়রাজের বাড়ীতে আপনিই আসিয়াছিল। ইহার পিতা মাতার কথাও কেহ জানিত না ভগবান্ বাল্মীকি "জ্ঞাতি দাসী যতোজাতা" এই যতোজাতা বিশেষণে যেন বলিতেছেন "যতো যত্রকুত্রচিজ্জাতা অবিজ্ঞাত দেশমাতাপিতৃকেত্যর্থঃ"। মন্থরা কোথায় জন্মিয়াছিল ইহার পিতামাতা কে—বাড়ী কোথায়—কেহই ইহা জানিত না।

পাদ্মোক্ত বাক্যে পাওয়া যায়—

মন্থরা নাম কার্য্যার্থমপ্সরাঃ প্রেষিতা সুরৈঃ।
দাসী কাচন কৈকেয্যৈদত্তা কেকয়ভূভৃতা॥

সীতার লঙ্কা প্রবেশ ভিন্ন লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর লঙ্কাত্যাগ অসম্ভব। মহাকালী লঙ্কাকে যতদিন রক্ষা করিবেন ততদিন রাবণ বধ করে এমন সাধ্যও কাহারও নাই। কাজেই সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কাপুরে লইয়া না যাওয়া

পর্য্যন্ত রাবণের পাপ পূর্ণাবস্থায় আসিবেনা আর রাবণ বধ ও হইবে না।

মন্থরা অপ্সরা। এই মন্থরাকে দেবতাগণ রাবণ বধের প্রধান সহায় করিয়া কেকয় রাজার বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন। সেই জন্যই মন্থরা কৈকেয়ীর অন্তরঙ্গা দাসী।

অপরাহ্ন হইয়া আসিতেছে। অযোধ্যার জনকোলাহল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। মন্থরা জনকোলাহল শ্রবণ করিয়া সুধাধবলিত চন্দ্রতুল্য কমনীয় প্রাসাদে উঠিয়াছে আর অতি বিস্ময়ে দেখিতেছে—যতদূর দেখা যায় অযোধ্যার রাজপথ সকল জল সিক্ত, পথে পথে কমল উৎপল প্রকীর্ণ, নগর সর্ব্বত্র ধ্বজ-পতাকা সমলঙ্কৃত, চন্দন তোয়ে সিক্ত এবং শিরঃস্নাত জনসংঘে রাজপথ পরিপূর্ণ। দ্বিজগণ দান প্রাপ্ত মাঙ্গল্য দ্রব্য—মালা মোদক হস্তে জয় শব্দ করিতে করিতে ইতঃস্তত গমনাগমন করিতেছেন। দেবগৃহ সকল পরিষ্কৃত, সর্ব্বত্রই বাদ্য নিনাদিত, সকলেই উৎসবে উন্মত্ত, ব্রহ্মঘোষে—বেদ গানে দিঙ্মণ্ডল শব্দায়মান, অন্য আর কি বলা যাইবে হস্তী অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণও আনন্দে অধীর আর পৌরগণ উল্লাসে যেন ভাসিতেছে।

"অযোধ্যাং মন্থরা দৃষ্ট্বা পরম বিস্ময়মাগতা" মন্থরা আজ অযোধ্যা দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিতা হইয়াছে। মন্থরা পার্শ্ববর্ত্তী প্রাসাদে আরূঢ়া হর্ষোৎফুল্লনয়না পট্টবস্ত্র পরিধানা রামধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল এ সব কি দেখিতেছি? কেন আজ রামজননী আনন্দে দেহ ভাসাইয়া অকাতরে ধনদান করিতেছেন? অবধ্য পুরীতে এ আনন্দ কিসের জন্য? রাজা আজ এমন কি কার্য্য করিতেছেন? রামধাত্রী। আহা! তুমি এতক্ষণ কিছুই শোন নাই রাজা যে জিতক্রোধ রাম-ভদ্রকে কল্য পুষ্যা নক্ষত্রে রাজ্যভার দিতেছেন!

কুব্জা আর সেখানে থাকিতে পারিল না। কৈলাস শিখরাকার প্রাসাদ হইতে দ্রুতপদসঞ্চারে অবরোহণ করিল। পাপদর্শিনী মন্থরা ক্রোধে দগ্ধ হইয়া গেল, আসিল কৈকেয়ীর নিকটে। বকী আসিল মরালীর নিকটে কুচালী করিতে, সাপিনী আসিল শুক্তির ভিতরে বিষ ঢালিতে কুটিলা আসিল সরলাকে কুটিলা করিতে। আর কৈকেয়ী? রামবনবাসে কৈকেয়ী অপরাধের মূর্ত্তি। কৈকেয়ী রাক্ষসী। কৈকেয়ী দারুণ অপরাধ করিয়াছিল। কিন্তু কৈকেয়ী চিরদিন ত রাক্ষসী ছিল না। চিরদিন এইরূপ থাকিলে কি কৈকেয়ী শ্রীভরতের মাতা হইতে পারিতেন? ভরত যে রামের প্রেমের মূর্ত্তি। এই প্রেমের মূর্ত্তি কি যে সে উদরে আসিতে পারেন? কৈকেয়ী ত চিরদিন রামকে ভালবাসিতেন। রামের মধুর

মা সম্বোধনে কৈকেয়ী আত্মহারা হইতেন। আজ কৈকেয়ী অপরাধিনী হইতে চলিল। সেত অসৎ সঙ্গে। এই অসৎসঙ্গও দেবতাকৃত—ইহাও ত দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য। রামবনবাসের পরে যখন ভরত আসিয়া কৈকেয়ীর প্রাণে হাহাকার তুলিলেন তখন কৈকেয়ী বড় কাতর হইয়া ভরতের সঙ্গে চিত্রকূটে আসিলেন। কৈকেয়ীর হস্তে বিষের মোদক। আমি ত আমার অপরাধ এখন বুঝিয়াছি—ভরত আমায় বুঝাইয়াছে। আমি আজ নিজ দুষ্কর্ম্মের ফলে ভিতরে জ্বলিয়া যাইতেছি। তথাপি একবার রামকে দেখিয়া চিরতরে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তাই আজ কৈকেয়ী বিষের মোদক অঞ্চলে বাঁধিয়া রাম দর্শনে আসিয়াছে। ভরত আমার মুখ দেখেনা—ভরত ত আমায় মা বলেনা ভরত আমায় আর মা বলিবেনা; কিন্তু রাম যদি আমার আজকার অন্তর জানিয়াও মা না বলে তবে এই প্রাণ রাখিব কাহার জন্য? রাম ত অগ্রেই মা বলিয়া ক্রোড়ে আসিলেন। কৈকেয়ীর সব জ্বালা ত জুড়াইল। কৈকেয়ী—বিষের মোদক ফেলিয়া দিল। কৈকেয়ী যখন কথা কহিতে পারিলেন তখন বড় অভিমানেই বলিয়াছিলেন।

দেবকার্য্য লাগি রাম তুই বনে এলি।
আমার মাথায় থুয়ে কলঙ্কের ডালি।

আহা! আমাদের প্রয়োজনও ত এই অপরাধের ক্ষমা চাওয়া। বড় অপরাধী ত আমরা। আমরাও ত অসৎসঙ্গে পড়িয়া বড় কুচাল চালিয়া দয়া ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছি—আপনার হস্তেও আপনার প্রাণারাম আত্মারামকে বনে দিয়াছি—রামরূপী আত্মীয় স্বজনকে দূর করিয়া দিয়াছি—অপরাধ ত আমাদের অনেক। কিরূপে অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে হয় তাই যদি আজ মা কৈকেয়ীর নিকটে শিক্ষা করিতে পারি তবেত কৈকেয়ী পড়া স্বার্থক। সেই জন্যই ত এই আয়োজন। রামের করুণা প্রাণে অনুভব করাই ত জীবন ধন্য করা।' যথা স্থানে আমরা এই সব কথা আলোচনা করিব। স্বাতি নক্ষত্রের জল উদরে ধারণ করিতে যে শুক্তি মুখ বিস্তার করিয়া থাকে সেই খানে সাপিনী আসিয়া বিষ ঢালিল কিরূপে এখন সেই কথাই বলিব।

কৈকেয়ী আপন মন্দিরে শয়ন করিয়া আছেন। পাপদর্শিনী মন্থরা ক্রোধে জ্বলিত হইয়া কৈকেয়ীর নিকট আসিল বলিল

কিংশেষে দুর্ভগে মূঢ়ে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
ন জানিষেঽতিসৌন্দর্য্যমানিনি মত্তগামিনি॥

রে অভাগিনি! রে মূঢ়ে! সৌন্দর্য্যগরবিণি! মন্তগামিনি! তোমার সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে তুমি কি কিছুই জানিতে পারিতেছনা? তুমি কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছ? আর শয়ন করিয়া থাকিওনা। গাত্রোত্থান কর। তোমার ঘোর সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

অনিষ্টে সুভগাকারে সৌভাগ্যেন বিকত্থসে।
চলং হি তব সৌভাগ্যং নদ্যাঃ স্রোত ইবোষ্ণগে॥

ভাবিয়াছ স্বামী তোমার বড় ইষ্টকারী সেটা কিন্তু মৌখিক। সত্যই তোমার ভর্ত্তা তোমার অনিষ্টকারী। তাহাকে প্রিয়কারী বোধ করিয়া তুমি কেন সৌভাগ্যে স্ফীত হইতেছ? কেন সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিতেছ? তোমার সৌভাগ্য গ্রীষ্মতাপিত নদীস্রোতের ন্যায় চঞ্চল। ক্রোধভরে কুব্জা এই কথা বলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল আর "নারী চরিত করি ঢারতি আঁসু"—স্ত্রী স্বভাব দেখাইয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল।

কোন দুঃখের ছায়া যার হৃদয় স্পর্শ করে নাই অকস্মাৎ দাসীকে এইরূপ করিতে দেখিলে তার একটা অগ্রাহ্যের ভাবই আসিবে। কৈকেয়ী কোন কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিল না। কা অনমনি হঁসি হঁসি কহ রাণী—কি জন্য তোর দুঃখ—রাণী হাসিয়া হাসিয়া মন্থরাকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্থরা কৈকেয়ীর ভাব দেখিয়া কোন উত্তর করেনা কুব্জী কালসাপিনীর মত বড় বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল আর অশ্রুজল ফেলিতে লাগিল। রাণীর কিছু ভয় হইয়াছে বলিতেছেন রাজাত ভাল আছেন? রামের ত কুশল? ভরত ত ভাল আছে? কি হইয়াছে বলনা কেন? মন্থরে তোমার কি কোন অশুভ ঘটিয়াছে? বিষন্নবদনাং হি ত্বাং লক্ষয়ে ভৃশ দুঃখিতাম্—তোমাকে যে নিতান্ত বিষন্ন ও অতিশয় দুঃখিত দেখিতেছি।

কুব্জা আরও বিষাদ দেখাইতেছে। এখন রামের প্রতি বিদ্বেষভাব জন্মাইবার জন্য ক্রোধে মন্থরা বলিতে লাগিল—রামের আবার অকুশল কোথায়? তোমার সৌভাগ্য বিনাশকর এই যাহা ঘটিতেছে তাহার আর প্রতীকার নাই। কৌশল্যার উপরে বিধি বড়ই অনুকূল। একবার তাহাকে দেখিয়া এসনা—তোমার গর্ব্ব তখন থাকিবে কোথায়? একবার দেখনা অযোধ্যাপুরীর এই শোভা কেন? আহা! আমিত আর ইহা দেখিতে পারিনা।

পুত বিদেশ ন শোচ্ তম্হারে।
জানতিহোঁ বশ নাহ হমারে॥

নাঁদ বহুতপ্রিয় সেজ তুরাই।
লখহু ন ভূপ কপট চতুরাই ॥

পুত্র তোমার বিদেশে তাতে তোমার শোক নাই। নাথ আমার বশ এই তুমি ভাবিতেছ। স্বামীর শয্যায় সুখে নিদ্রা যাও কিন্তু রাজার কপটতা রাজার চতুরাই কিছুই বুঝিতে পারনা। আমি তোমার হিতৈষিণী—তোমার দুঃখ জানিয়া আমি ভয়ে অভিভূত হইয়াছি। আর ক্রোধে আমার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। বলিতে কি তোমার বিপদে আমার বিপদ তোমার সুখে আমার সুখ। তুমি রাজার মেয়ে—কেন তবে রাজধর্ম্ম বুঝনা ?

ধর্ম্মবাদী শঠো ভর্ত্তা শ্লক্ষ্ণবাদী চ দারুণঃ।
শুদ্ধ ভাবেন জানীষে তে নৈবমতি সন্বিতা ॥

তোমার স্বামী মুখে ধর্ম্ম কথা কন কিন্তু তিনি অতিশয় শঠ ; বেশ সম্মিত মৃদু মধুরভাষী কিন্তু তিনি বড়ই ক্রূর হৃদয়। তুমি তাঁহাকে শুদ্ধস্বভাব বলিয়া জান ইহাতেই তুমি বঞ্চিতা হইলে। তোমার স্বামী তোমাকে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর কথা বলিয়া তুষ্ট করেন কিন্তু যথার্থভাবে কৌশল্যারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। দেখনা কেন ঐ দুষ্টাত্মা নরপতি ভরতকে মাতুলভবনে বিদায় করিয়া এখন নিষ্ক-ণ্টক রাজত্ব রামকে দিতেছেন। ভোজনাদি দ্বারা কালসর্পকে মাতার মত লালন তুমি করিয়াছ—তুমি পতিচ্ছলে সর্পবৎ ক্রূর শত্রুকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছ। সর্পকে উপেক্ষা করিলে যাহা হয় দশরথের হস্তে তোমার ভরতের সেই দশা ঘটিল। তুমি পাপাত্মা নরপতির বৃথা সান্ত্বনায় মগ্ন হইয়াছ। রামকে রাজা করিয়া সপুত্র তোমাকে বধ করাই রাজার উদ্দেশ্য। বলি—এখনও সময় আছে—যাহাতে নিজে রক্ষা পাও—পুত্রের উপায় হয় এবং আমিও বাঁচি সেইরূপ কিছু কর। মন্থ-রার কথা শুনিয়া কৈকেয়ী উঠিয়া বসিলেন রাম রাজা হইবেন শুনিয়া চন্দ্রকলার ন্যায় কৈকেয়ী প্রফুল্ল হইয়াছেন আর রহস্য করিয়া বলিলেন—

পুনি অস করব কহসি ঘরফোরী।
তৌ ধরি জীহ কঢ়াবৌঁ তোরী।

দেখ্ কুব্জী এই ঘরভাঙ্গানী কথা যদি আর কখন বলিস ত আমি তোর জিহ্বা টানিয়া বাহির করিব। রাণী তিরস্কার করিলেন পরে আদর করিয়া বলিতে লাগিলেন প্রিয়বাদিনি ! তোমায় শিক্ষামাত্র দিলাম। আমার হৃদয়ে কিন্তু স্বপ্নেও রাগ নাই।

অতীব সা তু সন্তুষ্টা কৈকেয়ী বিস্ময়ান্বিতা।
দিব্যমাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভম্॥

বিস্ময়ান্বিতা রাণী অতীব সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে দিব্য আভরণ খুলিয়া কুব্জাকে প্রদান করিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন মন্থরে! আজ তুমি আমাকে কি সুখের সংবাদ দিতেছ! এই শুভসংবাদের জন্য কি যে তোমায় দিব খুঁজিয়া পাইতেছিনা। আমি রামকে ও ভরতকে ভিন্ন বলিয়া জানিনা। মহারাজ রামকে রাজা করিতেছেন ইহাতে আমার বিশেষ সন্তোষ। রামের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ অপেক্ষা প্রীতিপ্রদ বাক্য আর নাই। যদি তোমার আর কিছু প্রার্থনীয় থাকে বল আমি তোমায় তাহাই দিব।

কিন্তু মন্থরা ছলনা ছাড়িলনা। দুঃখ করিতে করিতে পরস্কার ফিরাইয়া দিল আর বলিতে লাগিল বড় ভাঙ্গা কপাল আমার

আমি ভাল বলিলাম তোমার লাগিল মন্দ। যদি বানান মিথ্যা কথা বলিতাম "হে প্রিয় তুমহি কর মে মাই"—ওবে মায়ি! আমি তোমার এখনি প্রিয় হইতাম!

হমহু কহব অব ঠকুর সুহাতী।
নাহিঁ তো মৌন রহব দিনরাতী।

এখন হতে যা তোমার ভাল তাই না হয় বলিব কিম্বা দিনরাত্রি মুখ বুজিয়াই থাকিব। বিধি আমায় কুরূপা করিয়া পরবশ করিয়াছেন নতুবা কি আমায় লোকের বাক্যবাণ এত সহ্য করিতে হয়?

কোউ নৃপ হোউ হমেকা হানী।
চেরি ছাঁড়ি অব হোব কি রাণী?

রাজা তোমার যাই হোক আমার তাতে হানি কি বল—আমি যে চেড়ী আছি সেই চেড়ীই আছি আমি কি আর রাজরাণী হব? ঘর ভাঙ্গান স্বভাব আমার, এই তুমি বলিতেছ, তবু ও কি আমার প্রকৃতি, আমি তোমার মন্দ যে কিছুতেই দেখিতে পারি না। সেই জন্যই তোমাকে ঐ সব কথা বলিতে আসিয়াছিলাম "ক্ষমহুদেবি বড়ি চুক হমারী" দেবি! আমায় ক্ষমা কর আমার বড় ভুল হইয়াছে।

কাহার সহায় তুমি ?

যে চেষ্টা করে তাহার সহায় তুমি। যে অলস, সে জড়তাই চায় আর তাহাই পায়। তবে কথা হইল যে যাহা চায় সে তোমার কাছে তাহাই পায়। হিরণ্যকশিপু হিংসাবৃত্তি লইয়া মৃত্যুই চাহিল—তোমা হইতে নরসিংহ মূর্ত্তি উঠিয়া সিংহরূপী তুমি—তুমি তাহাকে বিনাশ করিলে। আর প্রহ্লাদ চাইলেন আশ্রয় ঐ নরসিংহের নরমূর্ত্তি করুণা বিস্তার করিয়া মস্তকে স্নেহের হাত দিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিলেন।

তুমি অনন্ত শক্তি পরিপূরিত আয়নার মত। মানুষ যে ভাব লইয়া আয়নায় মুখ দেখিবে আয়না মানুষকে সেই ভাবই দেখাইবে আর আয়না সেই ভাবই পরিপুষ্ট করিয়া দিবে। মানুষ মৃত্যু চায় তাই মৃত্যুই পায়। বলিতে পার—মৃত্যু ত কেহই চায় না। সত্য কথা—কিন্তু যে কর্ম্ম মৃত্যুমুখে লইয়া যায় সেই কর্ম্মেও একটু আপাত মধুরতা আছে বলিয়া মানুষ লোভ ছাড়িতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ কর্ম্ম করিতে করিতেই মরে। তাই এই কথাই ঠিক যে "দোষ কারও নয় গো মা—আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"।

কোন্ কর্ম্মে মানুষ মরিবে, কোন্ বাক্য প্রয়োগে মানুষের পাপ হইবে, কোন্ ভাবনা ভাবিয়া মানুষ আয়ুক্ষয় করিবে তাহাও তুমি বলিয়া দিয়াছ—ঐ ঐ কর্ম্ম, ঐ ঐ বাক্য, ঐ ঐ ভাবনা করিতে নিষেধ করিয়াও দিয়াছ: সমস্ত শাস্ত্রে তোমার কোন্ কোন্ ইচ্ছা নিষেধ বাচক তাহাও বলিতেছ, তুমিই বলিয়া দিয়াছ আর ঋষিগণ তাহাই শ্রবণ করিয়া জীবের হিতের জন্য তাহা পুস্তকে রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি লোভের বশে শ্রীভগবানের নিষেধ শুনিতেছ না তাই তুমি মৃত্যু মুখে পড়িতেছ। যদি বল শ্রীভগবানের কথা অমান্য করিবার শক্তিও তবে মানুষের আছে? উত্তরে বলি—ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ মানুষের ঐ শক্তিও ভগবদ্দত্ত শক্তির অপব্যবহার মাত্র। তোমার দত্ত শক্তির ব্যবহারও মানুষ করিতে পারে আর অপব্যবহারও করিতে পারে। এই স্বাধীনতা মানুষকে তুমিই দিয়াছ—তোমার সঙ্গে এক করিয়া লইবে বলিয়া। এমন দাতা আর কে আছে? অন্য কোন জীবে ইহা নাই। কেননা যাহারা ঈশ্বর দত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করে তাহারা ঐ স্বাধীনতা হারায়।

ছুরি লইয়া ছেলে যদি মানুষের গলা কাটিতেই রত হয় তবে তুমি যেমন ছেলের ছুরি খানি কাড়িয়া লও সেইরূপ চক্ষু, কর্ণ, হস্ত পদ, মন প্রভৃতি ছুরি লইয়া যদি তুমি মানুষের গলা কাটিতেই ছুট তবে তিনি কতদিন আর ঐ অস্ত্র তোমায় ব্যবহার করিতে দিবেন তাই বল। তথাপি তাঁহার করুণার কি অন্ত আছে? কত প্রকারে তিনি তোমায় সাবধান করেন, কত প্রকারে তিনি তোমায় দেখাইয়া দেন শক্তির অপব্যবহারের ফল কি—তথাপি যখন তুমি শোন না তখন তিনি—তুমি মৃত্যু চাও বলিয়া মৃত্যুই দেন। বুঝিলে "স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামার" ব্যাপার কি!

দেখমা কেন শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩।৩৪

ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা জীবিকা যে বিষয়, সেই বিষয়ে অনুরাগ ও দ্বেষ ব্যবস্থিত আছে। [ইহা প্রকৃতির নিয়ম—তোমাকে কিন্তু আত্মাতে পৌঁছিতে হইবে—তুমি অমরত্ব চাও সেই জন্য তুমি] রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইও না, কারণ এই রাগ ও দ্বেষ পুরুষের কল্যাণপথের বিঘ্নকারী।

বল এই রাগ ও দ্বেষ ছাড়িতে কতটুকু চেষ্টা কর! যে তোমার কথা শুনে তোমার মতে কাজ করে তারে অনুরাগ, আর যে তাহা শুনে না তারে দ্বেষ কর কি না? সুন্দর দেখিয়া রাগ ও কুৎসিৎ দেখিয়া দ্বেষ ইহা তোমার হয় কিনা তাই বল! ছাড়িবে কিরূপে তাহার কি কখন অনুসন্ধান করিয়াছ? হাড় মাস কি অনুরাগের বস্তু না দ্বেষের বস্তু? একমাত্র সেই চৈতন্যই ত হাসমাস মধ্যে সার বস্তু। বল সেই সার বস্তু ধরিয়া হাড় মাস অগ্রাহ্য কয় দিন অভ্যাস করিলে? দেহটাকেই যে সব বলিবে—আর দেহ ধরিয়াই সুন্দর কুৎসিৎ, শত্রু মিত্র, এই যে বিচার কর, এই বিচার কি ঠিক বিচার? মানুষ যে কথাই কউক, যে কাজই করুক, এই মানবটা বাহিরের। অনায়াসে যা দেখ বা শোন তাহা কিন্তু সেই মনোভিরাম চৈতন্য পুরুষ নহেন। মানুষকে ত চক্ষু চাহিয়াই দেখিয়া ফেল—মানুষের বাহের কথা শুনিয়া অনায়াসেই রাগদ্বেষ করিয়া ফেল—ইহাতে কোন পুরুষার্থ নাই। এই সব মায়িক। কিন্তু মানুষ দেখিয়া বা মানুষের কথা শুনিয়া যখন ভাবনা করিতে পারিবে স্বাহা সবই যে সেই, সে যেন মায়ার মুখস পরিয়া এই কি মায়ার কাজ করিতেছে—কত কি মায়ার কথা বলিতেছে তখন পথে চলিবে। হরি হরি সেত কিছুই করে না মায়াই সব করে আর বলিয়া দেয় সেই করিতেছে। সে যে শুধু আনন্দ, শুধু প্রেম—আবার শুধু জ্ঞান আর সেই জ্ঞান, সেই প্রেম নিত্য—সে যে সৎ সে যে চিৎ সে যে আনন্দ। এ-ছাড়া ত তাতে আর কিছুই নাই। সে যে শুধু ভালবাসা—সে যে মন্দ কথা কহিতে জানেনা—রাগদ্বেষ করিতে পারে না। সে যে কোন ক্লেশ কাহাকেও দিতে পারেনা—যে এত প্রেমময় এত আনন্দ ময়, সে জানে কেবল প্রেম দিতে আনন্দ দিতে, জ্ঞান দিতে—সে কি রাগদ্বেষ দিতে পারে? তোমার কর্ম্মের ফলে যখন লোকে তোমার তিরস্কার করে, দণ্ড দেয় তখন তুমি এই ভাবিও আহা! সে তোমায় দেখিতে বলিতেছে কতটুকু তুমি তারে লইয়া থাকিতে পার! কতটুকু তুমি সে ভিন্ন অন্য যাহা কিছু—তার কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা—শুনিয়াও কতটুকু সহ্য কর কতটুকু অগ্রাহ্য কর? বলনা—স্মরিলে সে মুখ দূরে যায় দুঃখ এই গুণ শ্যামা মায়েরে ইহা ঠিক কিনা!, শত্রুতে মিত্রে, সুন্দরে কুৎসিতে, কতটুকু সেই শ্যামা মাকে স্মরণ করিতে অভ্যাস করিয়াছ তাই বল! যদি এখন পর্য্যন্ত না করিয়াও থাক তবে এই মুহূর্ত্ত হইতে দৃঢ় সঙ্কল্প কর করিব—প্রতিদিন অভ্যাস কর আর দৃঢ় সঙ্কল্প করিবার ভাবনা

কর। প্রথম প্রথম ভুলিবে সত্য কিন্তু ১০ বার ভুলিয়া একবারও যদি মনে করিতে পার তবে জোর আসিবে। এই হইল পুরুষার্থ। কর এই পুরুষকার আর দেখ তোমার চেষ্টা ধরিয়া সে তোমার কতই বল বাড়াইয়া দেয়। তাই ত বলি যে চেষ্টা করে তার সহায় সে। আর যে বলে পারি না সে জড় সে অলস সে ঐ আলস্যই চায় সে ঐ জড়তাই চায় -আর তাই পায় আর ক্রমে মানুষ হইতে পশুতে, পশু হইতে পক্ষীতে, পক্ষী হইতে বৃক্ষলতাতে, বৃক্ষলতা হইতে প্রস্তর পাষাণেতে নামিয়া নামিয়া জড়ের চরম সীমায় চলিয়া যায় আর তার কষ্টের ইয়ত্তা থাকেনা। ভাব কি জড়ের ক্লেশ নাই? গাছেরও কষ্ট আছে পাথরেরও জ্বর আছে। কুবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া পুরুষার্থ কর -যা দেখ যা শোন তাকে তাই ভাবিও না। ভাবনা কর দেখা শোনা মায়িক মায়া প্রতারণা করে কিন্তু মায়া যাহাতে ভাসিয়া সংসার আড়ম্বর তুলিতেছে সে কিন্তু বড়ই নয়নাভিরাম, মনোভিরাম আর সদাভিরাম সততাভিরাম! আহা! যখন একান্ত পাও তখন তারে হৃদয়ে ভজ : গুরু বাক্য শাস্ত্র বাক্য মত ভজ, গুরু বাক্য শাস্ত্র বাক্য মত -গুরু শাস্ত্রের আজ্ঞা পালন করিয়া যাও---তুমি প্রসন্ন হও আমি সব বুঝিতে পারিনা---তথাপি যাথা মত আজ্ঞা পালন করিতেছি তুমি আমায় চালাইয়া লও---তুমি আমায় তোমার করিয়া লও---আমি আপনি তোমার কাছে যাইতে পারি না---আমি সব ছাড়িয়া তোমার হইব ইচ্ছা করি কৈ পারিনা। তোমায় ভাবিতে গিয়া কত কি অসম্বন্ধ প্রলাপ করিয়া ফেলি---কত কি অন্যায় করিয়া ফেলি কিন্তু অন্যায় করিতে আর ইচ্ছা নাই, তোমায় ভুলিয়া অন্যের হইতে আর ইচ্ছা নাই তুমি আমাকে তোমার করিয়া লও। আমি, "তবাস্মি" তোমার কাছে ভিন্ন আর কার কাছে যাচ্‌ঞা করিব? এই ভাবে পুরুষার্থ কর আজ্ঞা পালনে চেষ্টাও পুরুষার্থ আর প্রার্থনা করাও পুরুষার্থ, সকলের মধ্যে তোমার স্মরণ করাও পুরুষার্থ, পুস্তক পড়িয়া তোমার স্মরণও পুরুষার্থ আর লিখিয়া লিখিয়া তোমার কথা স্মরণ তোমার স্মরণ ইহাও পুরুষার্থ। নাম করা, রূপ ভাবা, লীলায় মগন হওয়া, গুণ ভাবা আর স্বরূপ স্মরণ করা---এই সবই পুরুষার্থ। প্রতি কর্ম্মে, প্রতি বাক্যে প্রতি ভাবনায় তোমাকে স্মরণ করাও পুরুষার্থ। ইহা লইয়া চিত্ত! থাকি এস -একান্তে এবং লোক ব্যবহারে ইহা লইয়াই দিন কাটাই এস -সে বড় করুণাময় আমার ভাবটি গাঢ় হইলেই সে আসিবে আসিয়া হাতে ধরিয়া তাহার দেশে সেই আপনি আপনির দেশে লইয়া যাইবে। আর সে যেমন আপনি আপনি থাকিয়া ও আপনাকে আর কিছু করিয়া খেলা করে সেইরূপ সেও তোমায় করিবে। সমদ্র হইয়া গেলে সুখ নাই এই বলিয়া মুর্খতায় কাজ নাই। তার জন্য কর্ম্ম ভাবনা বাক্য প্রয়োগ করি এস তারপর সেই সব করিবে। ইতি

পূর্ব্বক সেই বাসনা করিয়া চিত্তই আপনার ও অন্যের মিথ্যা পার্থিক শরীর পরিদর্শন করে। কিন্তু মন যদি সত্যকে দেখে তবে অসত্যময়ী শরীর ভাবনা ত্যাগ করিয়া সত্যময়ী পরা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

আলোকয়তি চেৎ সত্যং তদা সত্যময়ীং মনঃ।
শরীর ভাবনা ত্যক্ত্বা পরামায়াতি নির্বৃতিম্॥ ৫০

আপনার পুত্রের মন—আপনি যখন সমাধিতে ছিলেন—তখন উশনা দেহ ত্যাগ করিয়া, বাসা ত্যাগ করিয়া পাখী যেমন উড়িয়া যায়, সেইরূপে দেব লোকে গমন করে। মহাতেজা শুক্র সেখানে মন্দর কুঞ্জে, পারিজাত তলে, নন্দন কানন খণ্ডে, লোকপাল পুরে, ৩২ যুগ ধরিয়া, পদ্মিনীতে ষট্‌পদের মত, দেব সুন্দরী বিশ্বাচীকে সেবা করেন। তাঁর ভোগ সঙ্কল্পে ক্রমে পুণ্য ক্ষয় হয়। তার পরে পতন হয়। দেব দেহ আকাশে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভূতলে পড়িলেন। ক্রমে দশার্ণ দেশে ব্রাহ্মণ, কোশল দেশের রাজা, মহারণ্যে ধীবর, গঙ্গা তীরে হংস, সূর্য্যবংশে রাজা, পুণ্ড্র দেশে মহাপাল, শৌরশাস্ত্রে মন্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, স্বর্গে বিদ্যাধর, পৃথিবীতে মুনি কুমার, মদ্রদেশে রাজা, সমঙ্গা তীরে বাসুদেবাখ্য ব্রাহ্মণ, বিনশনে রাজা, কীকটদেশে কিরাত, সৌবীর দেশে সামন্ত রাজা, ত্রিগর্ত্তে গর্দ্দভ, কিরাত দেশে বংশগুল্ম, চীন দেশে হরিণ, তাল বৃক্ষে সরীসৃপ, তমাল বৃক্ষে বন কুক্কুট --এই সব জন্ম তাঁহার হইল। শেষে তিনি এক উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিলেন। সেবারে মন্ত্র বিদ্যায় তাঁহার কৃতিত্ব জন্মিল। তখন বিদ্যাধর পুর প্রদায়িনী বিদ্যার প্রভাবে নভোমণ্ডলে বিদ্যাধর হইলেন। তার পরে প্রলয় কাল আসিল। সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে তিনি ভস্মীভূত হইলেন এবং নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মার রজনী শেষ হইলে আবার সৃষ্টি হইল। তিনিও ব্রাহ্মণ হইলেন। নাম হইল বাসুদেব। তিনি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলেন। এক্ষণে "তপশ্চরতি তে পুত্রঃ সমঙ্গায়া স্তটেস্থিতঃ" আপনার পুত্র সমঙ্গা নদী তটে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিতেছেন।

বিবিধ বিষয় বাসনানুবৃত্তা
খদির করঞ্জ করাল কোটরাসু।
জগতি জঠর যোনিষু প্রজাতো
গহনতরাসু চ কাননস্থলীষু ॥ ৭৬

এইরূপে আপনার পুত্র বিবিধ বিষয় বাসনার পশ্চাৎ ছুটিয়া খদির করঞ্জ কণ্টক করাল গিরি কোটর তুল্য জঠর যোনিতে এবং গহন কানন স্থলীতে গর্ভবাস ভেদে ভ্রমণ করিয়াছেন

স্থিতি ১১শ সর্গঃ

সংসার প্রবৃত্তি দর্শন।

ভগবান কাল বলিতে লাগিলেন হে মুনে! এক্ষণে আপনার পুত্র সমঙ্গা তরঙ্গিনী তীরে তপস্যা করিতেছেন। সেখানে সমঙ্গা নদীর উদ্দামতরঙ্গ মালার ঝঙ্কার ধ্বনি দ্বারা শব্দায়মান। আপনার পুত্র জটাধারী, অক্ষবলয়ভূষিত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করিয়া সেখানে আটশত বৎসর স্থির তপস্যায় অবস্থিত। মুনে! যদি আপনি পুত্রের স্বপ্নাভ মনোভ্রম দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে সত্বর যোগনেত্র উন্মীলন করিয়া দর্শন করুন।

বশিষ্ঠ ভগবান রামচন্দ্রকে বলিলেন সমদর্শী জগদীশ কাল এইরূপ বলিলে ভৃগুভগবান জ্ঞান দৃষ্টিতে দেখিবার জন্য পুত্রের চরিত্র চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি জ্ঞান প্রভায় মুহূর্ত মধ্যে পুত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত বুদ্ধি দর্পণে বিম্বিত মত প্রত্যক্ষ করিলেন। ভৃগুদেব যোগবলে স্বদেহ হইতে নির্গত হইয়া সমঙ্গাতটান্তে, সেই সেই প্রদেশে, ক্রমে পুত্র বৃত্তান্ত দর্শন করিয়া কাল পুরুষের অগ্রেস্থিত মন্দার সানুস্থ স্বীয় স্বস্থ দেহে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। ভৃগুদেবের আর ক্রোধ নাই—পুত্র স্নেহও

অপগত হইয়াছে। বিস্ময় বিস্ফারিত শান্ত দৃষ্টিতে কালের প্রতি চাহিয়া ভৃগুদেব বলিতে লাগিলেন—

ভগবন ভূতভব্যেশ বালা বয়মনুজ্জ্বলাঃ।
তাদৃশামেব ধীদ্ধেব ত্রিকালামলদর্শনা ॥ ৮

হে ভগবন! হে ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বর! আমরা বালা—অজ্ঞ কারণ আমাদের চিত্ত রাগদ্বেষে মলিন। হে দেব! ভবাদৃশ পুরুষগণের বুদ্ধি, মলশূন্যা বলিয়া কালত্রয় দর্শিনী। এই জগৎ স্থিতি—এই জগতের কার্য্য পরম্পরা অসৎ হইলেও নানা প্রকারের বিকার তুলিয়া, সত্য মত ভাসিতেছে এবং বিচারপটু ধীর ব্যক্তিরও বিভ্রম জন্মাইতেছে! মন না দেখে না না শুনে তাই হইয়া যায়। ক্ষণে ক্ষণে বিষয় আকারে আকারিত হওয়াই মনের বৃত্তি, মনের এই জীবিকা—ইহা লইয়াই মন বাঁচিয়া থাকেন। মনের রূপই এই ইন্দ্রজাল। হে দেব! আপনি সবই জানেন কারণ আপনার ভিতরেই সব। ভগবন্ আমার যে সম্যক ভ্রম আসিয়াছিল তাহার কারণ, আমি জানি আমার এই পুত্রের এই কল্প শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু নাই। ইহাকে মৃত দেখিয়া আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়াছিলাম। আমার চিরজীবী পুত্রকে কাল কবলিত করিলেন ভাবিয়া, নিয়তি বশে অভিসম্পাত বাসনা, নিতান্ত তুচ্ছ হইলেও আমার মনে উদিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্য! হে বিভো! সংসার গতি জানিয়াও আমরাও আপদ কালে দুঃখ করি এবং সম্পদে হৃষ্ট হই। অন্যায়কারীর প্রতি ক্রোধ আর ন্যায়কারীর প্রতি প্রসন্নতা কর্ত্তব্য, হে ভগবন্ সংসারে এই স্থিতি এই নিয়ম প্রসিদ্ধ। কতদিন প্রসিদ্ধ? না যতদিন ইহা কার্য্য, ইহা অকার্য্য, ফল দেখিয়া এই ইষ্ট অনিষ্ট নিশ্চয় করা রূপ জগৎ ভ্রম সত্য বলিয়া বোধ থাকিবে ততদিন। হে জগৎগুরো—সেই জন্য এই জগৎ-ভ্রমের এই হেয় ফল সম্যকরূপে ত্যাগ করাই উচিত। ভগবন! কেবল নিয়তি পরিপালন মাত্র অভিপ্রায় না দেখিয়া যখন আমি আপনার উপর ক্রোধ করিয়াছি তখন আমি দণ্ড পাইবারই উপযুক্ত। হে দেব!

আপনি আমার পুত্রের চেষ্টিত সমুদায় স্মরণ করাইয়া দিলেন বলিয়াই আমি আমার পুত্রকে সমঙ্গা নদীতটে দেখিতে পাইলাম।

মনো জগতি ভূতানাং দ্বে শরীরেত্র সর্ব্বগম্
মন এব শরীরং হি যেনেদং ভাব্যতে জগৎ॥ ১৮

হি যস্মাৎ মন এব শরীরং ভৌতিকং শরীরং কল্পয়তি অতো মন এব দ্বে শরীরে ইত্যর্থঃ। যেন মনসা।

যেহেতু মনই ভৌতিক শরীর কল্পনা করে সেই জন্য এই জগতে প্রাণিগণের দুই শরীরের মধ্যে মনঃশরীরই সর্ব্বগামী। সেই মনই এই জগত কল্পনা করে।

কাল। ব্রহ্মন্! আপনি যথার্থ বলিয়াছেন "শরীরং মন এব চ"। শরীর মনই। সঙ্কল্প দ্বারা মনই দেহ প্রস্তুত করে—কুম্ভকার যেরূপ ঘট প্রস্তুত করে সেইরূপ। বালকের বেতাল দেখার মত মনের মোহ সাহায্যে, সঙ্কল্প দ্বারা, মনই অকৃত বস্তুকে আকার দেয় আবার কৃতবস্তুকে একক্ষণেই বিনাশ করে। সম্যক্‌রূপে ভ্রম, স্বপ্ন, মিথ্যা জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা বস্তুর প্রকাশ, গন্ধর্ব্ব নগর দেখা এই সমস্তই মনের শক্তি দ্বারা হয়। হে মহামুনে! স্থূল দৃষ্টিতেই মন ও শরীর পৃথক্ বোধ হয়। এই ত্রিজগৎ মনের মনন করা রূপ ব্যাপার দ্বারা নির্ম্মিত। অসৎ সত্যরূপে যে প্রতিভাত হয় ইহা মনের মনন ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। চিত্তদেহের অঙ্গ স্বরূপ বিস্তৃত ভেদ বাসনা দ্বারা দ্বিচন্দ্র ভ্রমের ন্যায় নানাত্বভ্রম উৎপন্ন হইতেছে। মনের দেহ হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন ভেদ বাসনা। ভেদ বাসনা মনে আছে বলিয়াই, মন এই সকল দ্বারা ঘট পটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দর্শন করে। মনই আমি কৃশ, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়, এই সকল ভেদ ভাবনা করিয়া স্বীয় কল্পনা সমুত্থিত সংসারিতা প্রাপ্ত হয়। ২৬। কৃত্রিম মনন করাটাকে ত্যাগ করুন তবেই অকৃত্রিম স্বরূপ প্রাপ্তি লাভ করিবেন। ইহাই আপনি আপনি সনাতন ব্রহ্ম হইয়া স্থিতি। স্মরণ করিয়া রাখিবার কথা হইতেছে এই যে মনন করাটাও কাল্পনিক, ব্রহ্ম ভিন্ন আমি বলিয়া কোন কিছু নাই, আমিই যখন

নাই তখন আবার আমার মনন কি? মনকে মনন করা হইতে বিরত করুন ব্রহ্ম হইয়াই থাকিবেন। নতুবা ভাবনা করে বলিয়াই পুরুষ ক্ষুদ্র হয়, বৃহৎ হয়, আমি অধঃপতিত হইতেছি ভাবনা করিয়াই অধঃপতিত হয়, ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছি ভাবনা করিয়াই ঊর্দ্ধে উঠে, আমি চন্দ্রবিম্বে অবস্থিত ভাবনা করিয়াই আমি শীতল হইলাম বোধ করে, আবার দাবানলে দগ্ধ হইতেছি ভাবনা করিয়াই দগ্ধ হয়, ভীত হয়, কম্পিত হয়। ফলে তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের জল হইতে ভিন্ন নহে সেইরূপ মনও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, আর সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মাতে বিচিত্র বিচিত্র ব্যাপারান্বিত নিখিল জগৎ তাহা হইতে অভিন্ন হইলেও ভ্রান্তিবশে ভিন্ন বোধ হয়

আত্মা যে আপনাকে নানারূপে ভাবনা করিয়া নানারূপ ধারণ করেন ইহার কারণ কি? ভিন্ন ভিন্ন বাসনা মনের মধ্যে আছে বলিয়াই, মন যেমন ঘট পটাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দর্শন করে, সেইরূপ বিচিত্র ব্যবহার চঞ্চলা বিচিত্র শক্তি ব্রহ্মে আছে বলিয়াই ব্রহ্মে নানাত্ব ভাবনা উঠে— ভাবনা উঠিলে ব্রহ্ম নানারূপে বিবর্ত্তিত হয়েন। জলে যেমন তরঙ্গ সেইরূপ ব্রহ্মেই এই বিশ্বাকার রঙ্গ হইতেছেন। স্ত্রী পুরুষ নপুংসক রূপে ব্রহ্মই বিবর্ত্তিত হইতেছেন। জগৎটাও ব্রহ্ম।

কল্পনাখ্যা জগন্নাম্না নাসীদস্তি ভবিষ্যতি।
ব্রহ্মণো জগতোর্ভেদো মনাগপি ন বিদ্যতে॥৪৫

জগন্নাম্না অন্যা কল্পনা কোনকালে ছিলনা এখনও নাই কখন থাকিবেওনা। ব্রহ্মে ও জগতে যে ভেদ ইহাও একবারেই নাই।

সম্পূর্ণং খল্বিদং ব্রহ্ম জগৎ ব্রহ্মৈব কেবলম্।
ইতি ভাবয় যত্নেন ত্যজৎ সর্ব্বং পরিত্যজ॥৪৬

এই দৃশ্যবিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম। এই যে জগৎ এটা কেবল ব্রহ্ম। আপনি যত্ন পূর্ব্বক ইহাই ভাবনা করুন আর সব ভাবনা ত্যাগ করুন, অর্থাৎ দৃশ্যবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি করুন। কি উপায়ে অন্যভাবনা ত্যাগ করা যাইবে যদি জিজ্ঞাসা করেন উত্তরে বলি অধিষ্ঠান চৈতন্য যে এক ইহা বুঝিয়া সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলেই হয়।

নানারূপিণ্যেকরূপা বৈরূপ্যশতকারিণী।
নিয়তিনিয়তাকারা পদার্থমধিতিষ্ঠতি ॥৪৭

নিয়তি হইতেছে সত্তা—অধিষ্ঠান চৈতন্য। এই সত্তা ব্রহ্মরূপিণী। সত্তা পদার্থ মাত্রেই অধিষ্ঠিত। নানারূপিণী হইলেও ইহা একরূপা। শতপ্রকার বিভিন্ন বিরূপ ধরিলেও ইহা সদা সর্ব্বত্র একরূপা। যদি জিজ্ঞাসা করেন জড়াজড় সাধারণী সত্তা কিরূপে নিয়ত একরূপা হইবে ইহার উত্তরে বলি চিত্ত জড় ও অজড় কল্পনা করিলেও সৎ যিনি তিনি একরূপই থাকেন।

জড়াজড়ম্যুপাদত্তে চিত্তমায়াতি চিন্ময়ে।
বাসনারূপিণী শক্তিঃ স্বস্বরূপা স্থিতাত্মনঃ ।৪৮

চিন্ময় যে চিদাভাস জীবাত্মা তাহাই চিত্তত্ব প্রাপ্ত হয়েন। চিন্ময় যিনি তিনি চিত্ত হইলে চিত্তব্যাপ্ত অহংকারের সহিত এই চিন্ময়ের তাদাত্ম্য-ভাব ঘটে—লৌহপিণ্ড অগ্নিযোগে লাল হইয়া অগ্নিই যেন হয়। কিন্তু সৎ ভাবটি একরূপই থাকেন। অহংকারটা আত্মামত এবং সৎটি অনাত্মামত মন্যমান হইলে অনাধ্যাত্মিক জড় এবং আধ্যাত্মিক অজড় এই ভেদ উৎপন্ন হয়।

এই যে জড়াজড় ভাব তাহা চিত্তের ভেদবাসনারূপিণী শক্তি দ্বারাই হয়। এই শক্তি, অধিষ্ঠান সত্মাকে ত্যাগ করিয়া মিথ্যাত্ব প্রাপ্ত তাদাত্ম্য আত্মার স্বরূপ যে সৎ সেই সৎভাবেই অবস্থান করেন। সেই জন্য বলা হইতেছে জড় ও অজড় ইহা চিত্তেরই কল্পনা—সত্তাটী সর্ব্বদা একরূপ। আর একবার এই রহস্য বলিতেছি শ্রবণ করুন। ব্রহ্ম সৎরূপ ও স্ফুরণ রূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম স্পন্দ ও অস্পন্দ স্বভাববিশিষ্ট। সৎরূপ ব্রহ্ম অনেজৎ, এক। স্ফুরণ রূপ যিনি, স্পন্দস্বভাব বিশিষ্ট যিনি তিনিই চেত্যতা প্রাপ্ত হয়েন। চিন্ময় আত্মা চিত্ত হইলেন। চিত্ত অহংকার ব্যাপ্ত। কাজেই আত্মা ও অহংকার একরূপ যেন হইয়া গেলেন। আত্মা যখন অহংকার রূপ ধারণ করিলেন তখন আত্মা অহংকার বিমূঢ় হইলেন। ইনিই কর্ত্তা ভোক্তা হইলেন। অহংকার ব্যাপ্ত চিত্ত তদধিষ্ঠান আত্মাকে

অহংকার বিমূঢ় করিলেও আত্মার যে সংভাব তাহা একরূপই রহিল। চেত্যতাপ্রাপ্ত চিৎ আত্মারূপে এবং সদা একরূপ সৎ অনাত্মারূপে চিত্ত কর্ত্তৃক ভাবিত হইল। অর্থাৎ অহংকার ব্যাপ্ত চিত্ত আত্মা সাজিল, আর সৎআত্মা অনাত্মারূপে মন্যমান হইলেন। ইহাই অনাধ্যাত্মিক জড় ও আধ্যাত্মিক অজড়ভেদের উৎপত্তির কারণ। এই যে ভেদ জ্ঞান ইহা কিন্তু চিত্তের ভাবনারূপিণী শক্তি জন্যই হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই শক্তি অধিষ্ঠান সন্মাত্র ছাড়িয়া মিথ্যাত্বপ্রাপ্ত হইলেও আত্মার স্বরূপেই সর্ব্বদা অবস্থিত থাকিলেন। শক্তি ও শক্তিমান এক বলিয়া এই নিগুণা শক্তিকে ব্রহ্মই বলা হয়।

ব্রহ্মেবানঘ তেনেদং স্ফারাকারং বিজৃম্ভতে।
নানারূপৈঃ প্রতিস্পন্দৈঃ পরিপূর্ণ ইবার্ণবঃ।৭।

সৎরূপে ও স্ফুরণ রূপে যে ব্রহ্মের অনুভব হয় সেই সৎরূপ ব্রহ্মই হে অনঘ! পূর্ব্ব কথিত রূপে স্ফুরণ রূপে বিজৃম্ভিত প্রকাশমান হয়েন। স্থির সমুদ্র যেমন নানাপ্রকার জলস্পন্দন দ্বারা পরিপূর্ণ দেখা-যায় সেইরূপ। ব্রহ্ম স্বয়ং শক্তিরূপ ধরিয়া নামাদি গ্রহণ করেন, করিয়া নানা আকারে বিহার করেন। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন স্থির সমুদ্রবক্ষে খেলা করে সেইরূপ আত্মাই (শক্তিরূপ আত্মাই) আত্মাতে। অনৈক্যৎ এক আত্মাতে) আত্মা দ্বারাই খেলা করেন। সমুদ্রের বিচিত্রা বীচি সমুদ্রজল হইতে যেমন ভিন্ন নহে সেইরূপ বিশ্বের ঈশ্বর যিনি তাঁহা হইতে সমগ্র কল্পনাশক্তি ভিন্ন নহে। ফল কোরক যুক্ত শাখা পুষ্প লতা পত্র যেমন এক বীজেই থাকে সেইরূপ সর্ব্বশক্তি সগুণব্রহ্মবীজেই সর্ব্বদা রহিয়াছে। প্রখর সূর্য্যকিরণে যেমন নানাবিধ বর্ণ দেখা যায় সেইরূপ সেই ক্রীড়াশীল দীপ্তিশীল ঈশ্বরে সদসৎময়ী বিচিত্রশক্তিতা আছে। সদা একরূপ মঙ্গলময় সৎ পদার্থ হইতে বিচিত্র সৃষ্টি হইতেছে, যেমন একবর্ণ মেঘ হইতে বহু বর্ণের ইন্দ্রধনু উঠে সেইরূপ। চিত্তের জড় ভাবনা হেতু সজড় আত্মা হইতেই জড়তা জন্মে, যেমন সচেতন উর্ণনাভ হইতে জড় সূত্র জন্মে বা সচেতন পুরুষ হইতে অচেতন

অশ্বরথাদি জন্মে সেইরূপ। কোশকার কীট যেমন আপনার সূত্রে আপনি বদ্ধ হয় সেইরূপ ঈশ্বরও আপন ইচ্ছায় বদ্ধ হইবার জন্য চিত্তের অচিত শক্তিকে বিস্তার করেন। ব্রহ্মন্! স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মা আত্ম-বিস্মৃতি ভাবনা করিয়া কঠিন বন্ধন গ্রহণ করেন কোশকার কীটের মত। আবার হস্তী যেমন আপনার বন্ধন স্তম্ভ হইতে বলপূর্ব্বক আপনাকে মুক্ত করে সেইরূপ আত্মাও আপনার পূর্ণ স্বরূপ ভাবনা করিয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন। আত্মা সতত যেমন ভাবনা করেন সেইরূপই হইয়া যান, কারণ তখন তাঁহার মহতী শক্তি দ্বারা তিনি পরিপূর্ণ হয়েন। প্রাবৃট্ কালে মহতী মিহিকা (কুয়াসা) যেমন একক্ষণেই দশদিক ব্যাপিয়া ফেলে সেইরূপ আত্মশক্তি ভাবনা দ্বারা একক্ষণেই আত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন যে শক্তি উদিতা হয় অজ আত্মাও শীঘ্র তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েন, যেমন যখন যে ঋতু উপস্থিত হয় তখনই যেমন বৃক্ষ তাহার অধীন হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। আত্মারূপী ঈশ্বরের মোক্ষ মোক্ষ নহে, বন্ধনও বন্ধন নহে, লোকে যাহাকে বন্ধ মোক্ষ বলে তাহা যে কোথা হইতে উদিত জানি না। বন্ধও নাই মোক্ষও নাই সমস্তই ব্রহ্মময় লক্ষিত হইতেছে। অহো! এই জগৎ কি অদ্ভুত মায়ায় বিরচিত। অনিত্য নিত্যকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ অনিত্য অবিদ্যা দ্বারা বাসনা অনাত্ম ভোক্তৃ ভোগ্যাদি ভাব দ্বারা, পূর্ণ আত্মস্বরূপ যিনি তিনি গ্রস্ত হইয়া মায়াময়-রূপে প্রতীত হইতেছেন। কেন এরূপ হয়? কারণ আত্মা যখনই চিত্ত কল্পনা করেন সেই ক্ষণেই এই ব্রহ্ম কোশকার কীটের ন্যায় চিত্ত কর্ত্তৃক কবলিত হয়েন—অজ্ঞান আবরণে আচ্ছাদিত হন। মনের শক্তি সমূহ সেই চিত্ত কবলিত ব্রহ্ম হইতে বিকল্পিত শরীর সম্পন্ন হইয়া কোটি কোটিরূপ ধারণ করে। অর্থাৎ মন ও মনের শক্তি এক। মনের শক্তিই বিবিধ শরীর কল্পনা করে। চিত্ত কবলিত আত্মা হইতেই কোটি কোটি চিত্তশক্তি বা মনঃশক্তি নির্গত হইয়া কোটি কোটি আকার ধারণ করিতেছে। সেই সমুদায় কল্পিত শরীরধারিণী শক্তি চিত্তকবলিত আত্মাতেই জাত, আত্মাতেই স্থিত হইলেও সমুদ্রে তরঙ্গের

যেমন অমর কখন মরেনা সেইরূপ মরণশীলও কখন অমর হয় না। প্রকৃতির অন্যথাভাব—স্বভাবের বিপর্য্যয় কোন প্রকারেই হইতে পারে না ॥ ২১ ॥

যস্মাৎ ন ভবতি অমৃতং মর্ত্ত্যং লোকে, নাপি মর্ত্ত্যং অমৃতং তথা, ততঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য অন্যথাভাবঃ স্বতঃ প্রচ্যুতিঃ ন কথঞ্চিৎ ভবিষ্যতি ; অগ্নেরিব উষ্ণস্য ॥ ২১ ॥

আচার্য্য। অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা। স্বভাব ত্যাগ করিয়া অগ্নি শীতল হইল এই কথা অযুক্ত। কারণ ইহাতে স্বরূপের নাশ হয়। স্বভাবের অন্যথা কিছুতেই হয় না। জন্ম রহিত আত্মার জন্ম হওয়া, উৎপত্তি হওয়া, কিছুতেই হয় না।

স্বভাবেনামৃতো যস্য ভাবো গচ্ছতি মর্ত্ত্যতাম্।
কৃতকেনামৃতস্তস্য কথং স্থাস্যতি নিশ্চলঃ ॥ ২২ ॥

যাহার মতে স্বভাবতঃ অমরত্বস্বভাবও মরণত্ব প্রাপ্ত হয় তাহার মতে অমর বলিয়া কোন কিছু চিরস্থায়ী থাকিতে পারেনা ॥ ২২ ॥

যস্য মতে স্বভাবতোঽমৃত এব পদার্থঃ কৃতকেন কার্য্যরূপেণ পুনর্মর্ত্ত্যো ভবতি তস্যমতে অমৃতত্বং ন নিশ্চলং ইতি স্বভাবহানিরেবেতি ভাবঃ ॥২২॥

আচার্য্য। আত্মারও জন্ম হয় উৎপত্তি হয় ইহা যাহাদের মত তাহাদের মতে জননশীল নহে এমন কোন বস্তুই নাই। কাজেই সকল বস্তুই জননশীল বলিয়া মরণশীলও বটে। সমস্ত বস্তুই যদি মরণশীলই হইল তাহা হইলে মোক্ষ বলিয়া কোন কিছু নাই ॥২২॥

ভূততোঽভূততো বাপি সৃজ্যমানে সমাশ্রুতিঃ।
নিশ্চিতং যুক্তি যুক্তঞ্চ যত্তদ্ভবতি নেতরৎ ॥২৩॥

পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে এবং মায়া হইতেও সৃষ্টি হইতেছে এই দুই কথাই শ্রুতি সমানভাবে বলিতেছেন। ইহার মধ্যে শ্রুতি

যাহা নিশ্চয় করিতেছেন এবং যাহা যুক্তিযুক্ত বলিতেছেন তাহাই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য হইবার যোগ্য অন্য কখনও নহে ॥২৩॥

ননু অজাতিবাদিনঃ সৃষ্টিপ্রতিপাদিকা শ্রুতের্ন সঙ্গচ্ছতে প্রামাণ্যম্। বাঢ়ম্। বিদ্যতে সৃষ্টি প্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ। সা তু অন্যপরা "উপায় সোঽবতারায়" ইতি অবোচাম। ইদানীং উক্তেঽপি পরিহারে পুনশ্চোদ্যপরিহারৌ বিবক্ষিতার্থং প্রতি সৃষ্টি শ্রুত্যক্ষরাণাম্ আনুলোম্য-বিরোধাশঙ্কামাত্রপরিহারার্থৌ।

ভূততঃ পরমার্থতঃ সৃজ্যমানে বস্তুনি অভূততো মায়য়া বা মায়াবিনেব সৃজ্যমানে বস্তুনি সমা তুল্যা সৃষ্টিশ্রুতিঃ। ননু গৌণমুখ্যয়োঃ মুখ্যে শব্দার্থপ্রতিপত্তির্যুক্তা, ন, অন্যথা সৃষ্টেরপ্রসিদ্ধত্বাৎ নিষ্প্রয়োজনত্বাচ্চ ইত্যবোচাম। অবিদ্যাসৃষ্টিবিষয়ৈব সর্ব্বা গৌণী মুখ্যা চ সৃষ্টিঃ ন পরমার্থতঃ।

"**स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः**" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ শ্রুত্যা নিশ্চিতং যৎ একমেবাদ্বিতীয়ং অজম্ অমৃতমিতি যুক্তিযুক্তঞ্চ। যুক্ত্যা চ সম্পন্নং তদেব ইত্যবোচাম পূর্ব্বৈর্গ্রন্থৈঃ। তদেব শ্রুত্যর্থো ভবতি, নেতরৎ কদাচিদপি কুত্রচিদপি ॥২৩॥

শিষ্য। "ব্রহ্মতু মায়ারূপং স্বীকৃত্য আত্মনি সিসৃক্ষাক্ষোভমুৎপাদ্য তৎ ক্ষোভময়ং নিরন্তরপরিবর্ত্তনশীলং জগৎ সৃজতি"। **सोऽकामयत बहुस्यांप्रजायेयेति** তৈত্তিরীয় ২।৬। **आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्। नान्यत् किञ्चन मिषत्। स ईक्षत लोकान् नु सृजा ऐतरेय १।१। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्व्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी**" মুণ্ডক ২।১।৩। ব্রহ্ম মায়ারূপ স্বীকার করিয়া নিজের ভিতরে সৃজন ক্ষোভ উৎপন্ন করিলেন। আর সেই ক্ষোভময় সদাপরিবর্ত্তনশীল জগৎ সৃজন করিলেন। শ্রুতি বহু স্থানে বলিতেছেন ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতেছেন।

আচার্য্য। সৃষ্টিটা মায়িক—মায়াই সৃজন করেন এ কথা কি শ্রুতি

বলিতেছেন না ? "ইন্দ্রোমায়াভিঃ" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিও ত আছে।

শিষ্য। ইহাও শ্রুতি বলিতেছেন। সেই জন্য জিজ্ঞাসা করি সৃষ্টি সম্বন্ধে যখন দুই প্রকার শ্রুতিই দেখা যায় তখন এই বিরোধের সমন্বয় কি ?

আচার্য্য। পূর্ব্বেই ত প্রমাণ করা হইয়াছে ঈশ্বর সৃষ্টি করিতেছেন যেখানে এইরূপ শ্রুতি পাওয়া যায় সেখানে "উপায়ঃ সোঽবতারায়" (১৫ শ্লোক অদ্বৈতপ্রকরণ।) বুদ্ধিতে অদ্বৈত বোধের উৎপত্তি জন্য শ্রুতি সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐরূপ বলেন। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে মিথ্যা ভিন্ন অন্য কোন কিছু দ্বারা সৃষ্টি যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। মায়াভিন্ন যে সৃষ্টি হইতে পারে ইহা কোন যুক্তি দ্বারা দেখান যায় না। আরও দেখ ব্রহ্ম যে সৃষ্টি করিবেন তাহা কোন প্রয়োজনে করিবেন ? যার কোন প্রয়োজন নাই-যিনি সর্ব্বদা পূর্ণ, যিনি আপ্তকাম, তাঁহার আবার কোন প্রয়োজন জাগিবে যে কামনা সিদ্ধিজন্য তিনি সৃষ্টি করিবেন ? বিশেষতঃ "স বাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ" তিনি বাহ্য অন্তরসহিত এবং অজ। স্বপ্নাগত রথাদি এবং জাগ্রতগত ঘটাদি রূপ সৃষ্টি অবিদ্যাকৃত, পরমার্থতঃ সৃষ্টি হয় নাই। সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি তাহা কেবল অদ্বৈত সিদ্ধি জন্য। যুক্তিও তাহাই নির্দ্দেশ করে। যুক্তিযুক্ত যাহা তাহা শ্রুতি বলিতেছেন অযুক্ত কথা শ্রুতি বলেন না ॥২৩॥

নেহনানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ ॥২৪॥

"এই বিষয়ে না না কিছুই নাই" এবং "ইন্দ্র বা পরমাত্মা মায়াদ্বারা নানারূপ হয়েন" এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে পরমাত্মার জন্ম নাই তথাপি মায়া দ্বারা তিনি বহুপ্রকারে প্রকাশ পান।

কথং শ্রুতি নিশ্চয় ইত্যাহ—যদি হি ভূতত এব সৃষ্টিঃস্যাৎ ততঃ সত্যমেব নানাবস্তু ইতি তদভাবপ্রদর্শনার্থং আম্নায়ো ন স্যাৎ। অস্তি

চ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিরাম্নায়ো দ্বৈতভাব প্রতিষেধার্থঃ। তস্মাৎ আত্মৈকত্ব প্রতিপত্ত্যর্থা কল্পিতা সৃষ্টিরভূতৈব প্রাণসংবাদবৎ। "ইন্দ্রোমায়াভিঃ ইত্যভূতার্থ প্রতিপাদকেন মায়াশব্দেন ব্যাপদেশাৎ। নন্থু প্রজ্ঞাবচনো মায়াশব্দঃ; সত্যম্।.

ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞয়া অবিদ্যাময়ত্বেন মায়াত্বাভ্যুপগমাদদোষঃ। মায়াভিরিন্দ্রিয় প্রজ্ঞাভিঃ অবিদ্যারূপাভিরিত্যর্থঃ। "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ মায়য়া এব জায়তে তু সঃ। তু শব্দঃ অবধারণার্থঃ—মায়য়া এবেতি। ন হি অজায়মানত্বং বহুধা জন্ম চৈকত্র সম্ভবতি—অগ্নেরিব শৈত্যম্ ঔষ্ণ্যঞ্চ। ফলবত্ত্বাৎ চ আত্মৈকত্ব-দর্শনমেব শ্রুতি নিশ্চিতোঽর্থঃ "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি" ইতি নিন্দিতত্বাচ্চ সৃষ্ট্যাদিভেদ দৃষ্টেঃ ॥ ২৪ ॥

শিষ্য। পরমেশ্বর হইতেও সৃষ্টি এবং মায়া হইতেও সৃষ্টি এই উভয়বিধ শ্রুতির মধ্যে শ্রুতির যুক্তিযুক্ত নিশ্চয় সিদ্ধান্ত কি?

আচার্য্য। সৃষ্টি মিথ্যা ইহাই শ্রুতি নিশ্চয় করিতেছেন।

শিষ্য। কিরূপে? অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

আচার্য্য। যদি পরমার্থতঃ সৃষ্টি সত্য হয় তাহা হইলে নানাবস্তু সত্য হইবে। এরূপ হইলে নানাত্বের অভাব প্রদর্শন কখনই শ্রুতি করিতেন না। নেহ নানেতি—এখানে নানা বলিয়া কিছু নাই এই শ্রুতি বাক্য তবে কেন থাকিবে? আবার নানার ব্যাখ্যাই বা শ্রুতি করিবেন কেন? কেন শ্রুতি বলিতেছেন ইন্দ্রো মায়াভিঃ ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর মায়া দ্বারা বহু হয়েন?

যেমন শ্রুতির প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সংবাদরূপ আখ্যায়িকা প্রাণের জ্যেষ্ঠতা ও শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার জন্য কল্পিত সেইরূপ এক অদ্বৈত আত্মতত্ত্বকে নিশ্চয় করিবার জন্যই শ্রুতি কল্পিত সৃষ্টিকে মিথ্যাই বলিতেছেন। মায়া দ্বারা সৃষ্টি এইরূপ যে বলা হইয়াছে তাহাতে অসত্য বোধক মায়া শব্দ শ্রুতি প্রয়োগ করিয়াছেন।

শিষ্য। ভগবন্‌—মায়া শব্দও ত প্রজ্ঞাবাচক অর্থাৎ জ্ঞান বোধক। ইহা ত মিথ্যা অর্থ যুক্ত নহে।

আচার্য্য। মায়া শব্দ প্রজ্ঞাবাচক জ্ঞানবোধক, ইহা সত্য। কিন্তু মায়া শব্দের বাচ্য যে প্রজ্ঞা তাহা চৈতন্য ব্রহ্ম নহেন কারণ **"ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ"** পুনঃ অন্তে বিশ্ব অর্থাৎ কার্য্য এবং মায়া অর্থ কারণ এই উভয়েরই নিবৃত্তি হইয়া যায় এই শ্রুতি বাক্যে মায়ার নিবৃত্তি হয় ইহাও জানা যাইতেছে। তজ্জন্য মায়া যে প্রজ্ঞা তাহা ইন্দ্রিয় উদ্ভূত জ্ঞান। আর ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান মাত্রই অবিদ্যাময়। অবিদ্যারূপ বলিয়া ইহা মিথ্যা। এই জন্য মায়াকে মিথ্যা বলা হয়। তথাপি ইন্দ্রিয়—জন্য প্রজ্ঞা অবিদ্যাত্মক হইলেও মায়া বা মিথ্যাকে অঙ্গীকার করায় কোন দোষ হয় না—অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে আকাশাদি ভূত—তাহা হইতে ইন্দ্রিয়, তাহা হইতে প্রজ্ঞা এই প্রকার হইলেও অবিদ্যার অন্বয় যে অবিদ্যাত্মক প্রজ্ঞা সেই প্রজ্ঞা মায়ারূপ ইহা অঙ্গীকার করায় দোষ হইতে পারে না। এই জন্য ইন্দ্র শব্দে যে পরমাত্মা তিনি অবিদ্যারূপ ইন্দ্রিয় জন্য বুদ্ধিবৃত্তিময় মায়া দ্বারা বহুরূপ হয়েন ইহা প্রতীত হয়। শ্রুতি আরও যে বলেন **"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে"** জন্ম রহিত হইয়াও বহু প্রকারে জন্মিতেছেন—ইহাদ্বারাও মায়ার মিথ্যাত্ব প্রমাণ করা হয়। সেই জন্য বলা হইতেছে "অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ" অর্থাৎ ইন্দ্র নাম বিশিষ্ট পরমাত্মা মায়া দ্বারা বহুরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তবেই দেখ এক বস্তুতে জন্ম হীনতা এবং বহু প্রকার জন্ম পরিগ্রহ কখনই সম্ভবপর নহে—যেমন অগ্নিতে শীতলতা ও উষ্ণতা—এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কখনই সম্ভবপর হয় না। এই জন্য অজ পরমাত্মার যে বহুজন্ম বলা হয় তাহা মায়া দ্বারাই হয়—অর্থাৎ ইহা মিথ্যা। তবেই হইল এক আত্মাই আছেন, সৃষ্টি নাই অর্থাৎ মায়া ইন্দ্রজাল দ্বারা এক আত্মাকেই বিচিত্র সৃষ্টিরূপে ভাসাইতেছেন ইহাই হইতেছে শ্রুতির নিশ্চিতার্থ। **"তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ"** তথায় একত্বদর্শনকারীর মোহই বা

কি আর শোক বা কি এই বেদমন্ত্র হইতে এবং **মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি**" যে সেই এক আত্মাকে বহু বহু দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়—এই বেদ মন্ত্রেও জানা যায় যে শ্রুতি বিচিত্র সৃষ্টির ভেদ দৃষ্টি নিন্দা করিয়া এক অদ্বৈত জ্ঞানই নিশ্চয় করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

সম্ভূতেরপবাদাচ্চ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে ।
কোন্বেনং জনয়েদিতি কারণং প্রতিষিধ্যতে ॥ ২৫ ॥

[ভেদ দৃষ্টি যে মিথ্যা তদ্বিষয়ে অন্য প্রমাণ দেখান হইতেছে।] **কর্ম্মের** বা উপাসনার বা সম্ভূতির অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা হইতে একত্বের অদ্বৈতের **সম্ভব** বা উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইতেছে। আর কেহ বা এই একত্বকে এই অমৃতকে উৎপাদন করিবে ? কেহই উৎপন্ন করে না—তজ্জন্য ইহার উৎপত্তির কারণ ও প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ।

"**অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে**" ইতি শ্রুতেঃ সম্ভূতেরুপাস্যত্বাপবাদাৎ কার্য্যব্রহ্মোপাসননিষেধাৎ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। ন হি পরমার্থতঃ সম্ভূতায়াং সম্ভূতৌ তদপবাদ উপপদ্যতে। ননু বিনাশেন সম্ভূতেঃ সমুচ্চয়বিধ্যর্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। যথা "**অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে**" ইতি। সত্যমেব দেবতাদর্শনস্য সম্ভূতিবিষয়স্য বিনাশশব্দবাচ্যস্য কর্ম্মণঃ সমুচ্চয়বিধানার্থঃ সম্ভূত্যপবাদঃ। তথাপি বিনাশাখ্যস্য কর্ম্মণঃ স্বাভাবিকাজ্ঞানপ্রবৃত্তিরূপস্য মৃত্যোঃ মৃত্যোঃ অতিতরণার্থত্ববৎ দেবতাদর্শনকর্ম্মসমুচ্চয়স্য পুরুষ—সংস্কারার্থস্য কর্ম্মফলরাগপ্রবৃত্তিরূপস্য সাধ্যসাধনৈষণাদ্বয়লক্ষণস্য মৃত্যোঃ অতিতরণার্থত্বম্। এবং হ্যেষণাদ্বয়লক্ষণাৎ অবিদ্যয়া মৃত্যোরতিতীর্ণস্য বিরক্তস্য উপনিষচ্ছাস্ত্রার্থালোচনপরস্য নান্তরীয়কী পরমাত্মৈকত্ব-বিদ্যোৎপত্তিঃ ইতি পূর্ব্বভাবিনীম্ অবিদ্যামপেক্ষ্য পশ্চাদ্ভাবিনী ব্রহ্মবিদ্যা অমৃতত্বসাধনা একেন পুরুষেণ সম্বধ্যমানা অবিদ্যয়া সমুচ্চীয়তে ইত্যুচ্যতে। অতোঽন্যার্থত্বাৎ অমৃতত্ব সাধনং

ব্রহ্মবিদ্যামপেক্ষ নিন্দার্থ এব ভবতি সম্ভূত্যপবাদঃ যদ্যপি অশুদ্ধি—বিয়োগহেতুঃ অতন্নিষ্ঠত্বাৎ। অতএব সম্ভূতেরপবাদাৎ সম্ভূতেঃ আপেক্ষিকমেব সত্ত্বমিতি পরমার্থসদাত্মৈকত্বম্‌ অপেক্ষ্য অমৃতাখ্যঃ সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে। এবং মায়া-নির্ম্মিতস্যৈব জীবস্য অবিদ্যয়া প্রত্যুপ-স্থাপিতস্য অবিদ্যানাশে স্বভাবরূপত্বাৎ পরমার্থতঃ কো নু এনং জনয়েৎ? ন হি রজ্জ্বাম্‌ অবিদ্যারোপিতং সর্পং পুনর্ব্বিবেকতো নষ্টং জনয়েৎ কশ্চিৎ—তথা ন কশ্চিৎ এনং জনয়েদিতি। কো নু ইত্যাক্ষেপার্থত্বাৎ কারণং প্রতিষিধ্যতে। অবিদ্যোদ্ভূতস্য নষ্টস্য জনয়িতৃ কারণং ন কিঞ্চিদস্তি ইত্যভিপ্রায়ঃ "নায়ং কুতশ্চিন্‌ ন বভূব কশ্চিৎ" ইতি শ্রুতেঃ॥ ২৫।

শিষ্য। সৃষ্টি মিথ্যা এই সম্বন্ধে আরও প্রমাণ এই যে শ্রুতি সম্ভূতির নিন্দা যখন করিতেছেন তখন সম্ভবও নিষিদ্ধ হইতেছে। এই সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাসা এই যে সম্ভূতির অর্থ কি এবং শ্রুতি কি জন্য সম্ভূতির নিন্দা করিতেছেন। সম্ভূতির নিন্দাতে সম্ভবের প্রতিষেধ কিরূপেই বা হইল?

আচার্য্য। ঈশাবাস্য শ্রুতি বলিতেছেন:—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥

যাহারা অসম্ভূতিকে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা-রূপা, অদৃশ্যা, সমস্ত কাম কর্ম্মের বীজভূতা, কারণরূপা অব্যাকৃত প্রকৃতিকে—উপাসনা করে অর্থাৎ যাহারা স্বর্গ অর্থাদি জন্য অবিদ্যা কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে তাহারা অন্ধকারময় তমে—অজ্ঞানান্ধকারে—প্রবেশ করে। আর যাহারা সম্ভূতি—অব্যাকৃত প্রকৃতি হইতে সম্ভূত দেবতার উপাসনায় ত্যক্তকর্ম্মা হইয়া রত থাকে তাহারা তদপেক্ষা অধিকতর অন্ধতমে প্রবেশ করে। শ্রুতি এই যে অসম্ভূতি ও সম্ভূতির নিন্দা করিতেছেন ইহা এই উভয়ের সমুচ্চয়ে যে উপাসনা—অর্থাৎ কর্ম্ম ও দেবতা জ্ঞান মিলাইয়া যে উপাসনা তাহার নিন্দা নহে কিন্তু শুধু

জ্ঞানশূন্য কর্ম্মে রত হওয়া অথবা শুধু কর্ম্মশূন্য জ্ঞান লইয়া থাকা এই পৃথক্‌ভাবে উপাসনারই নিন্দা।

সংভবনং সম্ভূতিঃ সা যস্য কার্য্যস্য সা সম্ভূতিঃ তস্যা অন্যা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ কারণম্ অবিদ্যা অব্যাকৃতাখ্যা তাং অসম্ভূতিম্ অব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিং কারণং অবিদ্যাং কামকর্ম্ম বীজ ভূতাম্ আদর্শনাত্মিকাম্ যে উপাসতে—ইত্যাদি।

অথবা সম্ভূতিং সম্যক্ ভবনং উৎপত্তির্যস্য তৎ কার্য্যং সম্ভূতিঃ।

যদ্বা—সম্যক্ ভবতি যস্য কার্য্যমিতি সম্ভূতিঃ। অসংভূতিং নাস্তি সংভূতির্জগৎ উৎপত্ত্যাদি যস্মাৎ সোঽসম্ভূতিস্তং। যদ্বা সম্ভবতি কার্য্যরূপেণাবির্ভবতীতি সম্ভূতিঃ। যস্য কার্য্যং জগৎ তৎ অসম্ভূতিঃ অকারণম্। সগুণব্রহ্ম জগতঃ কারণং সম্ভূতির্বা। উপাসনস্থলে কার্য্যাভিমানিন্যো দেবতা এব বোদ্ধব্যা যথাগ্নির্ম্মরিত্যাদয়ঃ।

অসংভূতিং কার্য্যদেবতা অগ্ন্যাদীন তত্ত্বরূপেণ তেষাং ঈশ্বরস্বরূপম অনবগত্য ফলকামনয়া যে উপাসতে।

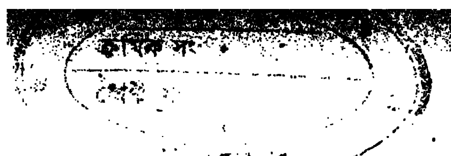
যে সম্ভূত্যাং জগৎকারণে সগুণব্রহ্মণীশ্বরে রতাঃ। দেবতাজ্ঞানে সত্যপি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনানাং কর্ম্মাধিকারিণাং তেষাং কর্ম্মত্যাগাৎ ঘোর তামসিকলোক প্রাপ্তিঃ।

সম্ভবাৎ সম্ভূতেঃ সগুণব্রহ্মোপাসনাদিত্যর্থঃ। যদ্বা হিরণ্যগর্ভাখ্য কার্য্যব্রহ্মোপাসনাৎ।

অসম্ভবাৎ অসম্ভূতেঃ কাম্যদেবতা নাম অগ্ন্যাদীনাম্ উপাসনাৎ ইত্যর্থঃ। যদ্বা অব্যাকৃতাৎ অব্যাকৃতোপাসনাৎ।

সরলার্থ এই। অসংভূতি অর্থে অব্যাকৃত মায়া বা সত্ত্বরজঃ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা। ইঁহার উৎপত্তি নাই। ইঁহাকে দেখাও যায় না। ইনি প্রকৃতি। ইনি জগৎ কারণ অবিদ্যা। ইনি অব্যাকৃত। ইনি সমস্ত সৃষ্টির কামকর্ম্মবীজভূতা।

সম্ভূতি অর্থে যাহার সম্ভব বা উৎপত্তি হয়। অসংভূতি হইতেছে কারণ আর সম্ভূতি হইতেছে কার্য্য।



উৎসব।

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অত্রৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৭শ বর্ষ } সন ১৩২৯ সাল, ভাদ্র, আশ্বিন। { ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কৈলাসে—রামকথা।

রামভক্ত গঙ্গা, বিপুল তরঙ্গা, ভেদি শৈল-ত্রিপুরারী।
মিশেছে সাদরে, শ্রীরাম সাগরে, ভুবন পবিত্র করি॥

শতশৃঙ্গে মনোহর সুন্দর কৈলাস।
নভোনীলে আলিঙ্গিয়া হতেছে প্রকাশ॥
উজ্জ্বল হিমাদ্রি বক্ষে উপবীত আকারে।
উচ্ছলিত গঙ্গা-যেন শুভ্র মুক্তাহারে॥
মর্ম্মরিত প্রেম ভাসে চলে ছল ছলি।
আভাতার রবি-করে উঠে সমুজ্জ্বলি॥
তার উর্দ্ধে শ্রীমন্দির স্ফটিক আভাস।
চন্দ্রকোটী সুশীতল হতেছে প্রকাশ॥
শত মণি আভাসক্ত দিব্য সিংহাসনে।
পরিবৃত সিদ্ধগান মধুর গুঞ্জনে॥
গম্ভীরে ডমরু ভাসে ধ্বনি রাম রাম।
নয়নে বিজীত হয় কত কোটি কাম॥
ভালে শোভে ইন্দুকলা মৌলীবদ্ধশিরে।
আবদ্ধনয়ন তিন ভ্রমর আকারে॥

ধ্যান মগ্ন মহাযোগী নিবাত নিশ্চল।
প্রলয়েতে ব্রহ্ম যথা স্থির অচঞ্চল॥
হেমলতা বিজড়িত শোভিছে সুন্দর।
উজ্জ্বল রজতগিরি সম কলেবর॥
সর্ব্বানন্দময়ী প্রীতি উছলিত বাণী।
সম্ভাষেণ রাম-তত্ত্ব হরে হররাণী॥

ভারতে ৺শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা।

(১)

যে ভারত পণ্ডিত অপণ্ডিত, দরিদ্র ভিক্ষুক, অন্ধ আতুর, দীন হীন, রাজ রাণী সকল দেশের সকল নর নারীকে ডাকিয়া বলেন প্রাতঃকালে একবার ভাবনা করিয়া লও "অহং দেবো বা অহং দেবী নাচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোক ভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্" সকলকে ডাকিয়া বলেন ইহাই সত্য ইহাই একমাত্র সত্য ভাবনা কর—স্ত্রীলোক হও বা পুরুষ হও ভাবনা কর আমিই সেই দীপ্তিশালী জড়াশূন্য দেবতা— আমি এই হাড়মাসের মানুষ নাই, আমি হাড়মাসের মানুষী নই—আমিই সেই চৈতন্য, সেই ব্রহ্ম, আমার কোন শোক নাই, আমি চিরদিন আছি, ছিলাম, থাকিব, আমি প্রকাশ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আমি আনন্দ স্বরূপ, আমি নিত্যমুক্ত স্বভাব বিশিষ্ট; যে ভারত ৺বৃন্দাবনের ধূলাকে ধূলা ভাবিতে বলেন না বলেন ভাবনাকর ইহা শ্রীভগবানের পদরজ; যে ভারত শিক্ষা দেন, যদি শান্তি চাও তবে এমন কিছুই বলিওনা যেখানে শ্রীভগবানের নাম রূপ গুণ কর্ম্মের লীলার বা স্বরূপের কথা কেবল প্রসঙ্গ মাত্রেই থাকে, যাহাতে পরমেশ্বরের কথা পরমেশ্বরের লীলা মুখ্য ভাবে থাকেনা; যে ভারত আচমনে সন্ধ্যা পূজার আরম্ভেই বলিয়া দেন পরম পদই গন্তব্য স্থান আর পরমপদই সৃষ্টিব্যাপারে সর্ব্ব ব্যাপী বিষ্ণু; যে ভারতে স্নান আহার পর্য্যন্ত নিজের জন্য নহে—ইহাও ভগবানের তৃপ্তি অনুভব জন্য যজ্ঞ, যেখানে ভক্ত আহার করিতে করিতে ভাবনা করেন "আহার করিনা ত আমি আহুতি দি শ্যামা মাকে"; যে ভারতের আকাশ, বায়ু, জল স্থল সর্ব্বত্রই সেই একই এই সব সাজিয়া

থাকেন ; বলিতে কি যে ভারতের ধূলি কণা পর্য্যন্ত হরি হরি স্মরণ করাইয়া দেয়—সেই ভারত আজ বুঝেনা ৺ এই মহা পূজায় জাতির কি উপকার হয়—সেই ভারত আজ বুঝেনা তাঁহার সমীপবর্ত্তী করিয়া দেওয়াই উপকার কথার যথার্থ অর্থ। যে ভারত শিক্ষা দেন নাম যাঁর অসংখ্য, রূপ যাঁর অজস্র ধ্যান জন্য, গুণ যাঁর বোদ্ধা মনোহারী, লীলা যাঁর এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ ব্যাপার আর স্বরূপ যাঁর অতি বৃহৎ ব্রহ্মা হইতে অতি তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের স্থিতি এস সে সকলে মিলিয়া একসঙ্গে এবং একা একা নির্জ্জনে আমরা তাঁহার ৺পূজায় যোগদান করি।

ইনি যখন আপনি আপনি থাকেন তখন আর কেহ থাকেনা—তখন ইঁহার কথা বলিবে কে ? ইনি যখন সৃষ্টিরূপে আপনাকে বিবর্ত্তিত করেন তখন ইনি সগুণব্রহ্ম, তখন ইনিই বিষ্ণু ইনিই মায়াশক্তি ইনিই নিয়তি। নিয়তি রূপধারিণী এই মহাদেবীর কার্য্য কে বলিতে পারে ? ইনি অবিদিতাবস্থা—ইঁহার কার্য্য বিদিত হইতে পারেন এমন লোক ত্রিভুবনে নাই। অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডে কত জীব তাহার সংখ্যা করিবে কে ? অতিবৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র এই সমস্ত জীব বৃন্দ আবার আপন আপন কর্ম্ম ফলে চলিতেছে ফিরিতেছে, হাসিতেছে কাঁদিতেছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে। অনন্ত অনন্ত জীবের অনন্ত অনন্ত কর্ম্ম—এই কর্ম্মের ও ব্যবস্থা আছে। স্থির হইয়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীববৃন্দের কথা, এই সমস্ত জীবের কর্ম্ম ফলের কথা, এই সমস্ত জীবের সংসার ভ্রমণের কথা একবার ভাবিয়া দেখ বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া যাইবে। আবার যদি ক্ষণকালের জন্যও এই অনন্ত কোটি জীবপুঞ্জের কর্ম্মফলের ব্যবস্থাকারিণী পরব্রহ্মের এই মহানিয়তি—এই মায়াশক্তি—এই নিয়তিরূপধারিণী ব্রহ্মরূপিণীর বিষয় ভাবিতে পার তবে আপনা হইতে সেই চরণে মস্তক অবনত হইবেই হইবে কোন সংশয় আর থাকিবেনা—বুঝিবে আর্য্য ঋষিগণ এই সর্ব্বনরনারীবিজড়িত ত্রিলোকজীবধারিণী ব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তিকে জানিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন, ধ্যান করিয়াছিলেন, করিয়া দেখিয়াছিলেন। এই মহাশক্তির পূজা তাঁহারা আপনারা করিয়া তাঁহাদের বংশধরগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি যে আজ পূজা করিতে চাওনা, সেই সর্ব্বজন বরণীয়কে মানিতে চাওনা—তুমি কি তাঁহাদের বংশধর অথবা প্রচ্ছন্ন-বেশধারী আর কেহ ? সংশয় ত আসিবেই। যাঁহারা জগতের জ্ঞানগুরু তোমরা তাঁহাদিগকে ছাড়িতে পরামর্শ দাও—বল দেখি তোমাদিগের কথা শুনিয়া

সেই সত্যরূপ ঋষিগণকেই যদি ত্যাগ করি তবে কোন ভেক ভেকীর মকো মকো ধ্বনি শুনিয়া তোমার মত শিক্ষকের কথা ছাড়িব? তোমার শিক্ষা দূরে পরিত্যাগ করিতে কি আমাদের বিলম্ব হইবে? এস এস ঋষিগণের বিরুদ্ধে অসার কথা আর বলিও না। মন একটু পরিষ্কার কর দেখিবে তাঁহারা যাহা সনাতন তাহা লইয়া থাকিতেই বলিতেছেন।

(২)

সপ্তমী পূজান্ত হইয়া গেল। পর্ব্বতের সানুদেশে—হিমাচল কন্দরে গভীর অরণ্যানী। চারিদিকে অরণ্য—মধ্যে আবার উচ্চ শৃঙ্গ হইতে ভগবতী ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গা এক বৃহৎ সর্পের আকারে অতি দ্রুত গতিতে বহিয়া চলিয়াছেন। গঙ্গা সমীপে গভীর অরণ্যানী পরিবেষ্টিত এই কন্দরে মায়ের পূজা হইতেছে। কত বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রহ্মচারিগণ গৃহস্থগণ ব্রহ্মজ্ঞ অধ্যাপক সঙ্গে এই নিভৃত প্রদেশে পূজার জন্য আগমন করিয়াছেন। ইহাদের তেজঃপুঞ্জ কলেবর, ইহাদের সুচারু মুখরুচি দেখিয়া মনে হয় ইহারা বুঝি একালের না এ দেশের লোক নহেন।

সম্মুখে মায়ের মূর্ত্তি। একটি পূজা হইয়া গিয়াছে। সকলে ভক্তি ভরে পূজা করিয়াছেন—সকলে মায়ের প্রসাদও পাইয়াছেন। অপরাহ্নে নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে দেবী প্রতিমার সম্মুখে উপবেশন করিয়াছেন। ইহাদের কথাবার্ত্তার কথাই আজ এই পূজার দিনে আলোচনা করা যাউক।

আচার্য্য বলিতে লাগিলেন—নিত্যকে ধরিয়া অনিত্যে দর্শন, খণ্ড অবলম্বনে অখণ্ডে স্থিতি, সাকারে সাকারে নিরাকার ভাবনা ইহাই হইল মধ্য কথা। এই যে সম্মুখে মায়ের এই রমণীয় মূর্ত্তি—ইহা কিন্তু সেই অখণ্ড চৈতন্যেরই মূর্ত্তি। চৈতন্য নিরবয়ব চৈতন্য নিরাকার। করুণা করিয়া ধরা দিবার জন্য তিনি বহু হয়েন, মূর্ত্তি ধরেন। আবার বলি এই যে মূর্ত্তি ইহা চৈতন্যেরই মূর্ত্তি। চৈতন্য চিন্তা না করিয়া মূর্ত্তি পূজা ইহা পুতুল পূজা মাত্র। এই চিন্ময়ীই তোমার আমার ভিতরে বাহিরে। ইনি বড় আপনার। আপনা হইতেও আপনার। ইনিই জীবে জীবে আত্মারূপে সর্ব্বদা আছেন, এই চৈতন্যই অখণ্ড চৈতন্যরূপে বিষ্ণু, বেষণশীল, সর্ব্বব্যাপী, সগুণ ব্রহ্ম। ইনিই আবার সর্ব্বনাশ কালে আপনি আপনি চৈতন্যরূপে, অনেজৎ একরূপে, পরম পদ। ইঁহার ভাবনা করিতে পারিলে ইঁহার জন্য কর্ম্ম করিতে পারিলে ইঁহার সহিত সর্ব্বদা কথা কওয়া অভ্যাস করিতে পারিলে ইনিই হাতে ধরিয়া ভব সংসারের পারে

পৌঁছিয়া দেন—আর বলিতে চাও, বলিতে পার "পার ক'রে দেয় লয়না করি"।

এই যে যাঁহার নাম ধরিয়া দুর্গা দুর্গা কর—ভাবিয়া দেখ ইঁহা হইতে তোমার আমার আপনার কেহ নাই। কেন নাই? দুর্গা আপনার হতেও আপনার কিরূপে? দেখ যে মায়ের গর্ভে আমরা জন্মিয়াছি, অথবা যে পিতা আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন সেই মাতাকে পিতাকে যদি কোন পুত্র বা কন্যা নাম ধরিয়া ডাকে বল দেখি তখন কেমন হয়? পিতাকে ত নাম ধরিয়া কেহ ডাকেনা, ডাকিতে পারেও না আবার মাকেও নাম ধরিয়া ডাকা যায় না। কিন্তু এই দুর্গা কেমন মা, যাঁর নাম ধরিয়া না ডাকিলে তাঁর হয় না? পুত্র কন্যা সখা ইত্যাদির নাম ধরিয়া লোকে ডাকে কিন্তু গুরুর বা গুরুজনের নাম ধরিয়াত ডাকা যায় না। তাই বলিতেছি এই দুর্গা গুরুর গুরু হইয়াও—সকলদেবের গুরু হইয়াও কি পুত্র কন্যা সখা-সখীর মত আপনার জন? অথবা ইঁহাদের অপেক্ষাও আত্মজন? তাই বটে—বড় আপনার। শ্রোত্র, মন, বাক্, প্রাণ, চক্ষু ইহারা আমাদের বড় আপনার আমরা বলি। আর এই চৈতন্যরূপিণী জগৎ জননী দুর্গা? ইনি আপনার হইতেও আপনার। কেন বলি? এই আপনি-আপনি চৈতন্য স্বরূপিণী সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

মা আমাদের শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাকের বাক্, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর ও চক্ষু। এই ভাবে মাকে জানিয়া জ্ঞানীগণ ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মভাব ত্যাগ করিয়া পুত্র মিত্র কলত্র বন্ধু প্রভৃতির অস্থিমাংস ময় দেহে "আমি আমার" ইত্যাকার দেহাত্ম ভাবনা ত্যাগ করিয়া অমরত্ব লাভ করেন—অর্থাৎ একমাত্র অমর যিনি তিনি হইয়াই স্থিতি লাভ করেন। শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাকের বাক্, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু তুমি। ইহাতে কি বুঝি? বুঝি তুমি—চৈতন্য স্বরূপিণী—না থাকিলে সবই জড়। তুমি না থাকিলে, চক্ষুও দেখেনা, কর্ণও শোনে না, বাক্ও ফুটেনা, প্রাণও প্রাণন ক্রিয়া করিতে পারেনা। তবেত চৈতন্যই সব—চৈতন্যই আপনার হইতে আপনার। আহা! এই আপনার হইতেও আপনার যিনি, সর্ব্বশক্তিময়ী যিনি, তাঁকে ডাকিতে আমাদের ভাবনা কি? তিনি

থাকিতে আমাদের ভয় কেন? তিনি থাকিতে আমাদের ক্লেশ কেন হইবে? ইঁহাকে জানিতে চাইনা, ইঁহাকে ধ্যান করিতে চাইনা, ইঁহার আজ্ঞা পালন করিতে চাইনা—যে সাধনা করিলে জ্ঞান ধ্যান হয়, যে সাধনা করিলে বুঝা যায় এই মাই আমাদিগকে শক্তি দেন সামর্থ্য দেন যদ্দ্বারা আমরা ধর্ম্ম অর্থ কাম লাভ করিয়া সেই মোক্ষপথে চলিতে পারি—আহা! এই "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" মায়ের পূজা আমরা করিতে চাইনা, সর্ব্বদা মায়ের নাম লইয়া থাকিনা, মায়ের রূপ চিন্তা করি না, গুণ ভাবনা করিনা, লীলার আস্বাদন করিনা তাইত আমাদের দুঃখ দূর হয় না। সাক্ষাৎ কৃত ধর্ম্মা ঋষিগণের উপদেশে আমরা চলিনা, শাস্ত্রকে কাট্যাং কুটং করিয়া মন গড়া করি, নিজের সুবিধা মত সকলকে গড়িতে চাই, মায়ের অভিপ্রায়ে গড়া হইতে চাইনা, তাই না আমাদের দুঃখ ঘুচেনা? মায়ের কাছে প্রার্থনা করি মা আমাদের মঙ্গল কর—কিন্তু তেমন করিয়া ভাবনা করি কৈ আমাদের অমঙ্গল কোথায়? তেমন করিয়া ভাবনা কর কোথায় আমাদের অপরাধ কোথায়? আমাদের পাপ কোথায়? তেমন করিয়া অন্নবস্ত্র সংস্থানের জন্য কাতর হইলাম কোথায়? তেমন করিয়া সেই রমণীয় দর্শনের সাথে মিলিত হইতে চাহিলাম কবে? তেমন করিয়া বলহীনতা অনুভব করিয়া তাঁহার সেই শিবতম রসের আস্বাদনে ব্যাকুল হইলাম কবে? বলিতেছিলাম তেমন করিয়া দৈন্যের অনুভব আসিল কবে, কাতরতা জাগিল কবে, যে দৈন্যে, যে কাতরতায়—

"সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥"

বলিতেছিলাম যে দৈন্যের, যে কাতরতার অনুভবে গাত্র অবসন্ন হইয়া পড়ে, মুখ শুষ্ক হয়, শরীরে কম্প উঠে, রোমহর্ষ জন্মায়, হস্ত হইতে মালা স্খলিত হয়, শরীরের চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইয়া যায়, আর স্থির থাকা যায় না, মন ঘূর্ণিত হইতে থাকে—বল বল এই যাতনা লইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম কবে যে সে আসিবে? চাতক শুষ্ককণ্ঠে জলধরের দিকেই চাহিয়া থাকে, কত নদী তড়াগের সুমিষ্ট জল আছে, চাতক তাহার দিকে ফিরিয়াও চায়না—চাহিয়া থাকে সেই জলধরের পানে। জলধর জল দেয় না, বজ্র পানে তবুও চাতক মরিতে মরিতেও সেই জলধর জলধর করে—অন্যের দিকে চাহিয়াও

দেখে না—কৈ বল এই কাতরতা আসিল? বল দেখি কাতরতা শূন্য প্রার্থনায় কি তাহার সিংহাসন টলিবে? নতুবা "চাওয়ার মধ্যেই ত পাওয়া থাকে"—এত দুঃখে পড়িয়াও আমরা ব্যভিচার ছাড়িব না, যথেচ্ছ ভাষণ, যথেচ্ছ আহার, যথেচ্ছ আচার ছাড়িব না সে আসিবে কোথায়? সুরথ রাজার মত সব যাক্, "একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনং" মত হউক, সমাধি বৈশ্যের মত স্ত্রী পুত্রাদি আপনার জন প্রহার করিয়া বিতাড়িত করুক তবে ত সৎসঙ্গ মিলিবে, তবে ত মেধস্ ঋষি দেখা দিবেন, তবেত তাঁহার আজ্ঞা মত চলিয়া মায়ের দর্শন মিলিবে!

অদূরদর্শী, অসংযমী একজন শুধু শাকভাজা আর ছেঁচড়ায় পেট ভরাইয়া—সুন্দর সুন্দর খাদ্য ক্রমে ক্রমে আসিতে দেখিয়া যখন দুঃখ করে—হায়! হতভাগ্য আমি! কি খাইয়া পেট ভরাইলাম—এমন সব রমণীয় খাদ্য যে পড়িয়া রহিল—তখন সেই বিলাপকারীকে সাধুব্যক্তি যেমন বলেন "পেঠ বাড়াও" আমাদিগকেও সেইরূপে যেন বলিতে হয় প্রাণের কাতরতা বাড়াও—মায়ের দেখা মিলিবে। তুমি ত তোমার ব্যভিচার চাড়িবে না, কাতরতা বাড়াইবে কিরূপে? বুঝি—তিনিই তোমার দুঃখ আরও বাড়াইয়া তোমাকে যথার্থ কাতর করিয়া, পূর্ণমাত্রায় নিরাশ্রয় করিয়া দেখাইয়া দিতে আসিবেন "চাওয়ার মধ্যেই পাওয়া আছে"। নতুবা শুধু যাহোক তাহোক আধ্যাত্মিকতার চালাকিতে, শুধু মুক্তি আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত ভুক্তিজন্য বাগবৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্র ব্যাখান কৌশলে, শুধু জ্যাঠামির উচ্ছ্বাসে যদি ভগবান মিলিত তবে আমরা এতদিনে ভগবানকে পাইয়া বসিতাম। বৈরাগ্য ত মর্কট বৈরাগ্য—বল মিলিবে কিরূপে? টাকা টাকা করাত বেশ আছে—কিছুতেই খাই মেটে না, বল—দেখা দিবে কে? অহংটুকু ত বেশ পরিপুষ্ট—কেহ কিছু দোষ দেখাইলে অমনি গর্জ্জন, সুখ্যাতিতে বেশ অনুরাগ আর কুখ্যাতিতে বেশ দ্বেষ—বল চিত্তশুদ্ধির কি করিলে? নির্ম্মলা বুদ্ধি না হইলে বল কোথায় তার প্রতিফলন দেখিবে? মন ত রাগ দ্বেষে সর্ব্বদা ঘোলা আর সর্ব্বদা চঞ্চল—সে কোথায় আসিবে বল? আসিলেই বা বসিতে আসন দিবে কোথায় বল?

তবু বলি তুমি আমি যেমন, তেমন ভাবেই কি তিনি দেখা দেন না? কখন কি সর্ব্বশূন্য হইয়া ডাকিয়াছ যে তিনি নগ্ন হইয়া স্বরূপে উদিত হইবেন? তুমি সব জড়াইয়া ডাকিবে তিনিও সব জড়াইয়া আসিবেন—আসেন না কি? হাড় মাস ত আর পিতা নন, মাতা নন, স্ত্রী নয়, পুত্র কন্যা নয়। বাল্য কালে

পিতা হইয়া আসিয়াছিলেন বল কয় দিন আদর করিয়াছিলে? মাতা হইয়া যখন আসিয়াছিলেন বল কয়দিন মাতাকে এই জগদম্বা ভাবিতে পারিয়াছিলে? স্ত্রী হইয়া আসিয়াছেন বল কয়দিন স্ত্রীকে জগজ্জননী ভাবনা করিয়াছ? স্তম্ভিত হইও না। সব রূপ ধরিয়া একমাত্র এই জগজ্জননীই খেলা করেন। স্ত্রী হইয়াও জগজ্জননী—এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলে কি হইবে? দেব দেব মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন—"গুরুস্ত্বং সর্ব্বশাস্ত্রানাং অহমেব প্রকাশকঃ"—পার্ব্বতি! সর্ব্ব শাস্ত্রের গুরু তুমি—আমি মাত্র প্রকাশক। আবার বলিয়াছেন "কথং ত্বং জননী ভূত্বা বধূস্ত্বং মম দেহিনম্"। আবার উক্ত্বা চোক্ত্বা ভাবয়িত্বা ভিক্ষুকোঽহং নগাত্মজে" তুমি জননী হইয়া বধূরূপে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াও কিরূপে—এই ব্যাপার বলিতে বলিতে, ভাবিতে ভাবিতে—নগাত্মজে। আজ আমি ভিক্ষুক হইয়া গিয়াছি। তোমার নাম, তোমার রূপ, তোমার গুণ, তোমার লীলা, তোমার স্বরূপ, কোন কিছুরই অন্ত পাইলাম না। বল না এক মুষ্টি অন্নের জন্য ভিখারি সাজিয়া আমি তোমার দ্বারে আসিয়াছি—"হাত জোড়া" "চাল বাড়ন্ত" বলিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছ—দশজন ঠকাইয়াছে কিন্তু আমি তোমার অশুভ নাশের জন্য ভিক্ষুক হইয়া আসিয়াছিলাম বল আমায় চিনিয়াছিলে কি? আহা! এই মায়ের পুজায় যোগ দিবেনা—বল জীবন সফল হইবে কিরূপে?

(৩)

এই মাকে ভজিতে হয় কিরূপে সেই কথাই এখন একটু আলোচনা করিলে মন্দ হইবে না। গায়ত্রী মন্ত্রেই মায়ের মুখ্য পূজার ভাবনা পাই।

যত মন্ত্র আছে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র হইতেছে গায়ত্রী। বেদ চতুষ্টয়, বেদের অঙ্গ, উপনিষদ্ ইতিহাস "সর্ব্বে তে গায়ত্র্যাঃ প্রবর্ত্তন্তে" তৎসমুদায়ই গায়ত্রী হইতে উৎপন্ন। ওঁ কার হইতে ব্যাহৃতি, ব্যাহৃতি হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে সাবিত্রী, সাবিত্রী হইতে সরস্বতী, সরস্বতী হইতে বেদ, বেদ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে চতুর্দ্দশ ভুবন। চতুর্দ্দশ ভুবনে গায়ত্রী হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। তুমি যদি মানিতে না পার সেটা তোমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু ঋষিগণ বলেন "যথাগ্নি দেঁবানাং, ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণাং, মেরু শিখরিণাং, গঙ্গা নদীনাং, বসন্ত ঋতুনাং, ব্রহ্মা প্রজাপতিনাং, এবমসৌ মুখ্যা"। অগ্নি যেমন দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান, ব্রাহ্মণ মনুষ্যগণের মধ্যে প্রধান, সুমেরু পর্ব্বতগণের

মধ্যে প্রধান, গঙ্গা নদীগণের মধ্যে প্রধান, বসন্ত ঋতুগণের মধ্যে প্রধান, ব্রহ্মা প্রজাপতিগণের মধ্যে প্রধান, সেইরূপ এই গায়ত্রী সকলের প্রধান। আমরা যে ভগবানের পূজা করি গায়ত্রী-মন্ত্রময়ী—তাই হইয়াই সেই ভগবানকে প্রকাশ করেন। এই জন্য সকল ইষ্টমন্ত্র জপের পূর্ব্বে গায়ত্রী জপ করিতে হয়। ঋষিগণ সকলকেই গায়ত্রী জপের অধিকারী অধিকারিণী করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের গায়ত্রী ও ব্রাহ্মণেতরের গায়ত্রীতে বিশেষ পার্থক্য নাই। "ধীমহি", "প্রচোদয়াৎ" সকল গায়ত্রীতেই এক। কেবল বিদ্মহের স্থানে ব্রাহ্মণের গায়ত্রীতে নিগু‍র্ণ সগুণ ব্রহ্মের কথা পাওয়া যায় আর ব্রাহ্মণেতরের গায়ত্রীতে অবতারের নাম পাওয়া যায়। ফলে যিনিই নিগু‍র্ণ পরমপদ, তিনিই সগুণ বিষ্ণু, আবার যিনিই নির্ব্বিশেষ সবিশেষ ব্রহ্ম, তিনি রূপ ধরিয়া অবতার। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক সবার অধিকার সমান। শ্রেষ্ঠ বস্তুতে সবার সমান অধিকার—এখানে অনুদারতা ত নাই।

বলিতেছিলাম গায়ত্রীতে দুর্গার সংবাদ পাওয়া যায়। যাঁহাকে জানি না তাঁহার ধ্যান আবার কিরূপ হইবে? আর যেখানে জ্ঞান নাই, ধ্যান নাই সেখানে পূজাই বা কি? তাই অতি সংক্ষেপে এই দুর্গা গায়ত্রীর কথা উল্লেখ করা হইতেছে। "মহাদেব্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ" এই মহাদেবীর গায়ত্রী। মহাদেবীর বহুমূর্ত্তি—কোথাও নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে, দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ" কোথাও "ভগবত্যৈ বিদ্মহে, মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি, তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ" এইরূপ একটু আধটু পার্থক্য থাকিলেও সমস্তই এক অর্থ প্রকাশ করে। অর্থ আলোচনা কর প্রধান বস্তুর সংবাদ পাইয়া হৃদয় ভরিয়া যাইবে। বলা হইতেছে এস আমরা মহাদেবীকে জানি, এস আমরা দুর্গাকে ধ্যান করি—"তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ" এই শেষ পাদের অর্থ পরে করা যাইবে।

এই যে বলা হইতেছে এস আমরা জানি—বল আমরা ইঁহাকে জানিব কিরূপে? তত্ত্বময়ীর তত্ত্ব কে জানিতে পারে? স্বয়ং ব্রহ্মাই বলিতেছেন আমি সমাম্নায়ময়—বেদময়, আমি তপোময়, আমি "প্রজাপতীনামভিবন্দিতং পতিঃ" প্রজাপতি গণের আদৃত পতি। নিপুণ যোগাবলম্বনে সমাহিত চিত্ত হইয়াও যাঁহা হইতে জন্মলাভ করিয়াছি, তাঁহাকে জানিতে পারিলাম না। আকাশ যেমন আপনার অন্ত আপনি জানেন না, সেইরূপ যিনি আপনার মায়া-বিভূতি,আপনার যোগমায়ার ঐশ্বর্য্য,আপনি জানেন কিনা সন্দেহ অপরে তাঁহাকে

কিরূপে জানিবে? অতএব সেই "ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলম্"—সেই শরণাগতের সংসার নিবর্ত্তক, সেই স্বপ্রেম সুখপ্রদ, সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ের চরণে আমি প্রণাম করি "নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুসাং"। ব্রহ্মা আবার বলিতেছেন "আমি ব্রহ্মা, নারদ, তোমরা, ও বামদেব ও শ্রীরুদ্র—আমরাই যখন তাঁহার স্বরূপ জানিলাম না তখন অন্য দেবতাও ত তাঁহাকে জানে না—মানুষের আবার কথা কি? তাঁহার মায়ানির্ম্মিত এই বিশ্বকেও মায়ামোহিতবুদ্ধি আমরা—আমাদের বুদ্ধির অনুরূপ মাত্রই দেখি "ইদং বিনির্ম্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে"—আমরা তাঁহার মায়ানির্ম্মিত প্রপঞ্চের একদেশ মাত্র প্রত্যক্ষ করি—সম্পূর্ণ পারি না। বল এই মহাদেবীর স্বরূপ জানিবে কে? সমস্ত দেবতা দেবীর নিকটে গিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন কে তুমি মহাদেবি? দেবী আপনার সংবাদ আপনি না দিলে কে তাঁহার সংবাদ পায়? তাই প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগৎ—ইহা শূন্য, অশূন্যও। আমি ব্রহ্ম, আমি অব্রহ্মও জানিও। আমি আনন্দ আমি নানন্দ। আমি বিজ্ঞান আমি অবিজ্ঞান। অথর্ব্বশ্রুতি এই প্রকাশ করিলেন। মা পুনরায় বলিতেছেন পঞ্চভূত আমি অপঞ্চভূতও আমি—আমিই অখিল জগৎ আমিই বেদ আমিই অবেদ। আমিই বিদ্যা আমিই অবিদ্যা। আমিই অজা আমিই অনজা। অধ আমি, উৰ্দ্ধ আমি, তির্য্যক্ ও আমি।

বলিতেছিলাম গায়ত্রীতে প্রথমেই বলা হইতেছে এস আমরা জানি "বিদ্মহে"—বল মাকে জানিবে কে? তার পরে ধ্যান। এস আমরা ধ্যান করি "ধীমহি"? হরি! হরি! যাঁহাকে জানিতে পারিলাম না তাঁহাকে ধ্যান করিব কিরূপে? বিশেষ যাহা দিয়া ধ্যান করিব তাহা ত আদৌ প্রস্তুত নহে। মন ত ধ্যান করিবে? কিন্তু মন ত সদা অশুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অনুরাগ আর বিরাগ অথবা রাগ আর দ্বেষ ইহারাই চিত্তমল। এই রাগ দ্বেষ কি গিয়াছে? ভাল কিছু দেখিলেই ভালবাসি মন্দ দেখিলেই দ্বেষ। একটু সুখ্যাতি যে করিল তাহার উপর বেশ অনুরাগ আর একটু দোষ যে দেখাইল তাহার মুখ দেখিতে ইচ্ছা হয়না—বল এই মনোমল আছে না নাই? বল চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে না হয় নাই? বল মন চৌবাচ্চা যখন রাগদ্বেষে ঘোলা আর চঞ্চল তখন পূর্ণচন্দ্রের ছায়া ভিতরে থাকিলেও—তাত দেখা যায়না। সে ত ভিতরে আছেই কিন্তু এই মন লইয়া কি তারে দেখা যায়? বল তবে উপায় কি? মা আপনিই জ্ঞান ও ধ্যানের উপায় বলিয়াদিতেছেন। গায়ত্রীর শেষ পাদে আছে "তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ" দেবী আমাদিগকে সেই জ্ঞানে ও ধ্যানে প্রেরণ করুণ। মা তুমি দয়াময়ী, তুমি

শরণাগতবৎসলা, তুমি—মা। আমরা শত চেষ্টা করিব সত্য, পুনঃ পুনঃ যত্ন করিব সত্য, কিন্তু তুমি আমাদের বুদ্ধিকে তোমার শ্রীচরণের দিকে টানিয়া না লইলে আমাদের সব পুরুষার্থই বৃথা। আমরা নিতান্ত অযোগ্য। জননি! তোমাকেই এই অনুগ্রহ করিতে হইবে। তুমিই আমাদিগকে শিখাইয়া দাও কেমন করিয়া তোমায় জানিব আর কেমন করিয়াই বা তোমার ধ্যান করিব। আহা! ইহাই ত প্রার্থনা। ইহাই ত চাওয়া। উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্তে যখন এই চাওয়া হয় তখন এই "চাওয়ার" মধ্যেই "পাওয়া" থাকে। চাহিতে জানিলেই সত্য সত্যই দেখা যায় মা আমাদিগকে সংসারে আনিয়া পলাইয়া যান নাই—মা আমাদের ছাড়িয়া নাই। দয়মান দীর্ঘ নয়নে মা সর্ব্বদাই আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন। তুমি যদি কেবল দৌড়িতেই থাক তবে বল মায়ের দয়মান দীর্ঘ নয়নে নয়ন স্থাপিত করিবে কিরূপে? মনকে রাগদ্বেষ শূন্য করিতে চেষ্টা কর—স্থির করিতে চেষ্টা কর—মায়ের কৃপা বুঝিবে আর ধন্য হইয়া যাইবে।

সকলেই আচার্য্যের উপদেশ তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন—কেহ কেহ বা মায়ের চক্ষে চক্ষুস্থাপন করিয়া কাঁদিতেছিলেন। আচার্য্য ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন।

(৪)

এই তিনদিন অঞ্জলি দিয়াই মনে করিওনা সব করা হইল। মায়ের সাধনা সর্ব্বদা কর। সাধনা করিতে হইলে নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম, লীলা এবং স্বরূপ এইগুলি অবলম্বন করিতে হইবে। মহাপ্রভু তুলসীদাস এই সর্ব্বহর কলিকাল সম্বন্ধে বলেন—

কঠিন কাল মল কোষ
ধর্ম্ম ন জ্ঞান ন যোগ জপ।
পরিহর সকল ভরোস
রাম হি ভজহি রে চতুর নর॥

মহাত্মা তুলসীদাস অধ্যাত্মরামায়ণের লঘূপায়কে অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। বলিতেছেন লীলা শ্রবণ কর, করিয়া মনন কর তবেই ধ্যান আসিবে। আমরাও বলি নাম অবলম্বন কর। সর্ব্বদা নাম লইয়াই থাক। সর্ব্বদার কর্ম্ম এই নাম। যাহার সর্ব্বদার কার্য্য রহিল তাহার আর বিরক্তি কোথায় লাগিবে? তাহার আবার আলস্য কোথায় থাকিবে? নাম করিয়া করিয়া অন্য ভাবনা ত্যাগ কর। সংসার ত ছাড়েনা। বচন ছাড় কর্ম্ম কর। কর্ম্ম পড়িলেই হাতে পায়ে কর্ম্ম করিবে কিন্তু কি হবে কি করিব এই ভাবনা আদৌ ভাবিবে

না। ভাবনা আসিলেই বলিও— হে আমার ইষ্টদেবতা আমি এই সব ভাবনা ভাবিতে পারিবনা—ভাবিয়াও কোনকালে কিছুই করিতে পারি নাই। আমি তোমার নাম করি—যা তুমি করাইতে চাও তাই হউক। এইভাবে সর্ব্বদা নামের ব্যবহার করিতে হইবে। নামের কথা আর একবার শেষে বলিব। এখন যাহাতে সর্ব্বদা নাম করিতে পার তাহার জন্য অন্য সাধনাগুলি ভাল করিয়া ধারণা কর।

মোটামুটি আমাদের শ্রবণ হইয়াছে। এই যাঁর মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতেছি ইনিই নির্গুণা যা সদা নিত্য ব্যাপিকা বিকৃতা শিবা। যোগগম্যাহখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা॥ ইনিই পরম পদ, ইনি ঋক্ অক্ষর পরম ব্যোম—ইহাতেই সমস্ত দেবতা বাস করেন; ইনিই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, ইনিই নির্গুণ। ইনিই আবার সবিশেষ ব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, ইনিই জগৎব্যাপিনী, ইনিই বিশ্বরূপিণী। "নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে" ইহাকেই বলা হয়। ইনিই আত্মা—"আত্মা এবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতি তৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ" মাতঃ তুমি আত্মাই। এই সংসারে আর তোমার পর কিছুই নাই। আবার তুমিই "ত্বং কালী, ত্বঞ্চ তারা, ত্বমসি গিরিসুতা, সুন্দরী, ভৈরবী ত্বং, ত্বং দুর্গা, ছিন্নমস্তা ইত্যাদি শক্তির দশ অবতার—আবার এই তুমিই দুর্গা স্যাৎ কল্কিরূপিণী, মাতঙ্গী রামমূর্ত্তিকা, কৃষ্ণস্তু কালীকাদেবী" ইত্যাদি বিষ্ণুর দশঅবতার। ইঁহাকেই দেখিতে হইবে আর সেইজন্য ইঁহার কথাই শুনিতে হইবে। শুনিয়া শুনিয়া মনন করিতে হইবে। মনন করিয়া করিয়া ধ্যান করিতে হইবে। তবে দর্শন মিলিবে।

বলিতে পার শুনিতেছি ত কতদিন—তবুত হইলনা। এখন বিশেষ করিয়া ধরিবার কথাটি শুন। জানিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে, ইহা যখন হয়না তখন বিশেষ করিয়া ধরিতে হইবে "তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ" হে ভগবতি, হে গায়ত্রি, হে বিশ্বজননি হে হরিহর ব্রহ্মাদিভির্বন্দিতে,—মা এই অনুগ্রহ তোমাকেই করিতে হইবে—জ্ঞানে ও ধ্যানে তুমি যদি প্রেরণ না কর তবে আর আমাদের অন্য উপায় নাই। আমাদের দেহ—"দেহো বিনশ্যতি সদা পরিণামশীলঃ"—সদা পরিণামশীল দেহ কেবল বিনাশ পাইতেছে; আমাদের চিত্ত—চিত্তশ্চ খিদ্যতি সদা বিষয়ানুরাগী—আমাদের বিষয়ে অনুরাগী চিত্ত সর্ব্বদা খেদ করিতেছে; আমাদের বুদ্ধি—আহা বুদ্ধিঃ সদা হি রমতে বিষয়েষু নান্তঃ—বুদ্ধি সর্ব্বদা বিষয়ে রমণ করিতেছে এই রমণের অন্ত নাই—কতকি করিতেছি তথাপি রাগ দ্বেষত গেলনা—কাজেই

চিত্তশুদ্ধি ত সুদূর পরাহত। তুমি ভিন্ন কোন উপায়ত নাই। তুমি যদি কিছু করিয়া দাও তবে আমার গতি লাগিবে নতুবা আমি ত ডুবিতেই বসিয়াছি। মা! আমি কোথাও শান্তি পাইনা—সবদিকে ধাক্কা পাইয়া তোমাকে আশ্রয় করিলাম। এইভাবে কাতরতা জাগাইয়া দুর্গা দুর্গা করিতে হইবে তবে ত মায়ের অনুগ্রহ তিনিই অনুগ্রহ করিয়া জাগাইয়া দিবেন। আহা! করুণাজলধির বিন্দুমাত্র করুণা যখন হৃদয়ক্ষেত্রে পতিত হইবে তখন সকলই মধুর হইয়া যাইবে।

যদি সত্যসত্যই অনুভবে আইসে আমরা অনাথ, দীন, তৃষ্ণাতুর, ভয়ার্ত্ত, ভীত—যদি যথার্থ অনুভব হয় আমরা বদ্ধজন্তুর মত মৃত্যুর যূপকাষ্ঠের নিকটে বলিদানের জন্য নীত হইতেছি—এইভাব জাগাইয়া যদি আমরা এই করুণাময়ীর একবার শরণাগত হই—শরণাগত হইয়া যদি কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করি

শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

সত্যসত্যই প্রাণকে কাতর করিয়া যদি প্রণাম করিতে করিতে তোমার কাছে জানাইতে পারি—

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।

তবে কি মা আমাদের দুঃখ দূর করেন না?

এত কথা যে বলিতেছি ইহাতে পাইলাম কি? পাইলাম এই যে নিজের দুঃখের অবস্থায় যতক্ষণ না প্রাণ জ্বলিয়া উঠে ততক্ষণ আমি যে নিরাশ্রয় এই ভাবনা প্রবলভাবে জাগেনা। কাতরতা না জাগিলে তোমার আশ্রয় লওয়া হয় না। তোমার আশ্রয় না লইলে তোমাকে জানার, তোমাকে ধ্যান করার জন্য যথার্থ প্রার্থনা হয়না—সত্যসত্য বলা হয়না "তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ"। এই প্রার্থনা যে করিতে না পারিল তাহাকে উদ্ধার আর কে করিবে? আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের ভিতরে যিনি দয়াময়, যিনি ক্ষমতাশালী তাঁহার নিকটে যদি দুঃখ প্রতীকারের জন্য প্রার্থনা করা যায় তবে কি তিনি দুঃখ দূর না করিয়া থাকিতে পারেন? এখানে প্রার্থনা যে হয় তাহাত সজীব প্রার্থনা। এই সজীব প্রার্থনা যখন সেই আপনার হইতেও আপনার, সেই আত্মচৈতন্যের সজীব মূর্ত্তির কাছে হয় তখন কি আর দুঃখ থাকিতে পারে? "স্মরিলে সে মুখ দূরে যায় দুঃখ এই গুণ শ্যামা মায়েরে"—এই কথাত তখন অন্তরের অন্তস্থলে অনুভূত হয়—তার

হাসিভরা মুখ দেখিয়া সকলজ্বালা জুড়াইয়া যায়। যায় কিনা একবার সকল সন্দেহ ছাড়িয়া এই মায়ের দিকে তাকাও—একবার মাকে মা বলিয়া সত্য সত্য ডাক, আপনিই অনুভব করিতে পারিবে।

আহা! এই দুর্গা তোমার আমার সকলের—সেই নিরবয়ব সেই নিরাকার, সেই ধরা ছোঁয়ার বাহিরের আত্মচৈতন্যেরই মূর্ত্তি। বিনা মূর্ত্তিতে এই আত্ম চৈতন্যের সাধনা হয় না—এই আত্ম চৈতন্যের কাছে জীবন্ত প্রার্থনা হয় না, এই সপ্তাবরণ পরিবেষ্টিতা আমাদের আপনার—আপনার হইতেও আপনার—সর্ব্বসন্তাপহারিণী, দয়মানদীর্ঘনয়না, সকল অপরাধের ক্ষমাকারিণী, ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী, জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা তিমিরান্ধের চক্ষুরুন্মীলনকারিণী, সদানন্দ স্বরূপিণী, বিশ্বেশ্বরী, বিশ্বাত্মিকা, বিশ্বেশবন্দ্যা, বিশ্বাশ্রয়ার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া করিয়া নির্ভয় হইয়া এই ভীম ভবার্ণবের দুঃখ তরঙ্গ মালা তুচ্ছ করা যায় না। এমনি করিয়া প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিয়া দেখিয়া যদি বল

প্রণতানাং প্রসীদত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি!
ত্রিলোকবাসিনামিড্যে লোকানাং বরদাভব!

দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি! আমরা বড় নিরাশ্রয় হইয়া তোমায় প্রণাম করিতেছি। মা তুমি এই তোমার প্রণত পুত্র কন্যার উপরে যে প্রসন্ন তাহাই আমাদিগকে দেখাইয়া দাও। তিন লোকে একমাত্র তুমিই বহুরূপে বিরাজ কর বহুরূপে খেলা খেল—তুমিই জননি ত্রিলোকবন্দনীয়ে তুমি আমাদের অভিষ্টদায়িনী হও। এই ভাবে এই মাকে আপনার ভাবিয়া জীবন্ত প্রার্থনা করি এস—মাই দেখাইয়া দিবেন তিনি কোথায়? তখন কতই নমোনমঃ করিতে ইচ্ছা হইবে—

পৃথ্বীরূপে দয়ারূপে তেজোরূপে নমোনমঃ।
প্রাণরূপে মহারূপে ভূতরূপে নমোঽস্তুতে॥
বিশ্বমূর্ত্তে দয়ামূর্ত্তে ধর্ম্মমূর্ত্তে নমোনমঃ।
দেবমূর্ত্তে জ্যোতিমূর্ত্তে জ্ঞানমূর্ত্তে নমোঽস্তুতে॥
গায়ত্রি বরদে দেবি! সাবিত্রি চ সরস্বতি।
নমঃ স্বাহে স্বধে মাতর্দ্দক্ষিণে তে নমোনমঃ।

আহা! কতবার বলিতে ইচ্ছা করিবে—

তস্যৈ দেব্যৈ নমো নিত্যং নিত্যমেব নমোনমঃ॥
নমস্তে পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্তে পুরতোঽম্বিকে।
নম ঊর্দ্ধং নমশ্চাধঃ সর্ব্বত্রৈব নমোনমঃ॥

কৃপাং কুরু মহাদেবি! মণিদ্বীপাধিবাসিনি।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়িকে জগদম্বিকে॥

কত আর বলা যাইবে—পুঁথি বাড়াইয়া লাভ কি? মায়ের স্বভাবটি জানিয়া, এই চলৎ কনককুণ্ডলোল্লসিত চারুগণ্ড স্থলী আর লসৎ কনক-চম্পকদ্যুতিধারিণী, এই ইন্দুবিম্বাননাকে দেখিয়া দেখিয়া, এই ঝন ঝন ঝিঞ্ঝিমি-ঝিঙ্কৃত নূপুর সিঞ্চিত সুমনোহরকান্তিযুতা, এই অলিকুল সঙ্কুল—কুবলয় মণ্ডল—মৌলিমিলদ্বকুলালিকুলা, এই কটিতট—পীত দুকূল বিচিত্র—ময়ূখ তিরস্কৃত চন্দ্ররুচী, এই শরণাগত-বৈরিবধূবর-বৈরি-বরাভয়দায়করা মহিষাসুরমর্দ্দিনী রম্যকপর্দ্দিনী শৈলসুতার অপূর্ব্বরূপ মানসে ভাবিয়া ভাবিয়া সুন্দর লাল প্রস্ফুটিত রাশি রাশি গোলাপ দেখিয়া বুকের ভিতরটা যেমন লাল হইয়া যায় তেমনি করিয়া মায়ের এই মনোভিরাম, নয়নাভিরামরূপে বুক লাল করিয়া এস আমরা অহরহঃ মায়ের নাম করি—গমনে বিশ্রামে ভোজনে স্নানে বাক্যালাপে, কর্ম্মাবসরে, নির্জ্জনে শয়নে কোন সময়েই যেন নাম না ভুলি—কোন সময়েই যেন স্মরণ ভুলিয়া মরণ পথে না চলি—এস আমরা আমাদের নিত্য ক্রিয়া করি, আচারবান হই, শুদ্ধ আহারবান হই, যথা সাধ্য জীব সেবায় দেশমাতৃকার সেবা করি—তার পরে দেখিব আমাদের প্রাণের ভিতর হইতে মা গাহিতেছেন—"মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ" আর আমরা দেখিব তাঁর স্বরে আমাদের গায়ত্রী জপের সুর মিশিয়া কি অপূর্ব্ব হইয়া গিয়াছে।

শেষ কথা এই বলি যিনি এই ভাবে সর্ব্বদা দুর্গা দুর্গা করাকে জীবনের ব্রত করিয়া ফেলিতে পারেন আর প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিতে পারেন "অরণ্যে রণে দারুণে শত্রু মধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে। ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তার হেতুর্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥" তাঁর পক্ষে ইহা আদৌ অসম্ভব হয় না—যে

শূলং শূলী চক্রমাদায় চক্রী
বজ্রং বজ্রী পাশমাদায় পাশী।
ধাবন্ত্যগ্রে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বয়োশ্চ
দুর্গা দুর্গা বাদিনাং রক্ষণায়॥

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা দুর্গা দুর্গা করেন তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার অগ্রে অগ্রে শূল হস্তে মহাদেব, পশ্চাতে সুদর্শন হস্তে শ্রীকৃষ্ণ, দুই পাশে বজ্র হস্তে ইন্দ্র ও পাশহস্ত বরুণ সর্ব্বদা গমন করেন॥

নীল সরস্বতী।

মাতঃ! নীল সরস্বতি জগত জননি,
প্রণতঃ ভকত জন শুভ প্রদায়িনী।
শবরূপী শিবহৃদে প্রত্যালীঢ় পদে,
দাঁড়ায়ে হের মা! তারা সম্পদে বিপদে।
নৃ কপাল পদ্ম খাঁড়া করে শোভা পায়
প্রফুল্ল-পঙ্কজ আঁখি আর্দ্র করুণায়।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডাশ্রয় তুমি গো ঈশ্বরি!
আমি ও আশ্রয় করি ও চরণতরী।

(২)

বাক্‌রূপা বাগীশ্বরি সর্ব্ব-সিদ্ধিগতি
তব কৃপাবলে মূক হয় বৃহস্পতি।
করুণা ভরিত হৃদি প্রেমে অনুপমা
পুরাইতে ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরুসমা।
সৌভাগ্য অমৃত বারি করিয়া বর্ষণ
চরণ-আশ্রয় তব মাগি অনুক্ষণ।

(৩)

ঘোররূপ-অহঙ্কার করিতে দমন
খর্ব্বকায় ধরি কর অজ্ঞান মোচন।
সকল ঐশ্বর্য্যময়ী বিদ্যার আধার
জ্যোতির্ম্ময়ি দ্যুতিরূপে নাশ অন্ধকার।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম ফণী গলে করি অলঙ্কার
সদ্য ছিন্ন ধারা বয় নরমুণ্ড হার।
ভীম ভবার্ণবে ভয় বিনাশ আমার
অভয়া কর মা! পার আমারে এবার।

(৪)

মন্ত্রেতে চৈতন্য দিয়া কর মা নিস্তার
নাদ বিন্দুশক্তিরূপা-তুমি সারাৎ সার।

মায়ার বিকারে রূপ ধর গো জননি
সকল জনার তুমি আশ্রয় দায়িনী
বেদে অগোচরা তুমি স্থূল সূক্ষ্মপরা
লইনু আশ্রয়-পদে আত্মারূপা তারা।

(৫)

চরণ-সরোজ সেবি, তোমার জননি!
হয় ভাগ্যবান জনে নিত্য ধনে ধনী,
কিন্তু মন্দবুদ্ধি জনে না জানি তোমায়
ভোগ-আশে কর্ম্ম করি ফলভাগী হয়।
তোমার সেবায় রত নাহি হয় মন
বৃথা বার বার করে সংসার ভ্রমণ।
ত্যজি মিথ্যা ভোগসুখ আমার এ মন
যেন মা! করিতে পারে তোমারে স্মরণ।

(৬)

তব পাদ পদ্মরেণু শিরেতে ধরিয়া
সংসার সমরে-রণ যেই করে গিয়া,
তোমার আশ্রয়ে "জয়" লভে সে নিশ্চয়
তাই-ইন্দ্র দেববৃন্দে লয় মা আশ্রয়।
অহঙ্কারে যেবা তোমা না করে দর্শন
নিজকর্ম্ম গুণে তার অবশ্য মরণ।
দুরন্ত অহংতা মম নাশিয়া জননি
দাঁড়াও হাসিয়া মাগো-আনন্দরূপিণি।

(৭)

ত্বন্নাম স্মরণে রিপু আপনি পালায়
সকল বিজয়ী সেই যমে পায় ভয়।
যত দৈত্যদানবাদি ভূতপ্রেত করি
কেহই থাকে না তার সংসারেতে অরি।
তব পাদ-পদ্ম সেবা যেইজন করে
সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্তি তার মুক্তি হয় পরে॥

অর্থ আর পরমার্থ।

সমস্ত পৃথিবীটা যেন অর্থ অর্থ করিয়া ক্ষিপ্ত। লোকের ধারণা অর্থ না থাকিলে কোন সাধু কার্য্যও হয়না এমন কি প্রাণ ধারণও হয়না। হায়! অর্থ!

লোকে অর্থ পায়না কেন? চোরের উপদ্রব হইলে মানুষ অর্থ লুকাইয়া রাখে। পৃথিবীও ত রত্নগর্ভা তবে কি পৃথিবী চোরের ভয়ে আপনার রত্ন ভাণ্ডার লুকাইয়া রাখিয়াছেন? পৃথিবী কি চোরের ভয়ে সাবধান হইয়াছেন? তাহাই হইবে।

মানুষ কি বড় চোর হইয়া পড়িয়াছে? পরের দ্রব না বলিয়া লইলেই ত চুরী হয়। মন চোর, চক্ষু চোর, কর্ণ চোর, হস্ত চোর, চরণ চোর, জিহ্বা চোর, ত্বক্ চোর, নাসিকা চোর। ইহারা সর্ব্বদা বিষয় চুরী করিতেছে। একবার ও তাঁকে স্মরণ করিয়া, তাঁকে জানাইয়া তাঁর বিষয় ভোগ করে না। পৃথিবীর রত্ন-ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায় নাই। কুবেরের রত্ন ভাণ্ডার খালি হয় নাই। মানুষের মতন মানুষ আসিলে পৃথিবী আপন রত্ন ভাণ্ডার খুলিয়া দেখান কিন্তু চোর আসিলেই সব ঢাকা।

এত লোভ থাকিলে কি সাধু হওয়া যায়? আর সাধু না হইলে কি কাহারও অভাব মিটে? ধর্ম্ম কি আছে যে সাধু হইবে? অহিংসা কোথায়? সত্য কোথায়? অস্তেয় কোথায়? ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কোথায়? সন্তোষ কোথায়? এ সব ত সাধারণ ধর্ম্ম। আর পরোধর্ম্ম হইতেছে শুধু ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া, কোন কিছুর ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া, শুধু ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ জন্য কর্ম্ম করা, বাক্য ব্যবহার করা, ভাবনা করা।

প্রোজ্ঝিত কৈতব পরোধর্ম্মই পরমার্থ মিলাইয়া দেয়। ইহা কি আছে? ইহা কি আবার আসিবে? দুঃখ ত সবাই পায়—কিন্তু কজন আজ দুঃখহারীকে স্মরণ করে? কজন আজ দুঃখহারীর নিকটে জানায় আমাদের বড় অর্থাভাব, আমাদের আজ সবই অভাব? হায়! ভারত! ভারত আজ এমন হইল কেন? সব ধরিল কেবল পরমার্থ ভুলিল—ইহা কেন হইল? আহা! মানুষ বড় পাপ করিতেছে। পাপ ভারে ধরা বুঝি বড়ই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবাসী কি আবার তাঁহার দিকে চাহিতে শিখিবে? না শিখিলে উপায় কি? সব পথ যে রুদ্ধ।

সংসার ত আর চলেনা। বড় লোকেরও না—সাধারণের ত নয়ই। ছেলে মেয়ের বিবাহ দিতে যাও—আগেই কথা উঠিবে তোমার কি আছে? বাড়ী আছে ত? টাকা আছে ত? তুমি পুত্রবধূ লইবে—তোমার টাকাও আছে লোকে বলে। তবু তুমি আগে টাকার খবর লাও কেন? একবারও ত জিজ্ঞাসা কর না মেয়েটি ঈশ্বর পূজা করে কিনা? একবার ও জিজ্ঞাসা কর না মেয়েটি সদাচার সম্পন্না কিনা? মেয়েটি কুৎসিত আহার বর্জ্জিতা কিনা? তুমিও ত বিবাহ করিয়াছ—কয় দিন সুখ পাইলে বল? কেন পাওনা? কেন সংসারে কোন মানুষ কোন মানুষী সন্তুষ্ট রহিল না? হায়! কেহই যে পরমার্থ লইয়া নাই। পরমার্থ না ধরিলে না শিখিলে কি মানুষ কখন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? পরমার্থ না ধরিলে মানুষ কখন কি তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সব দুঃখ সহ্য করিতে পারে? না তিনি ভিন্ন আর সমস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারে? যা হয় হউক—আমি তোমায় লইয়া থাকিব—আমি তোমার মুখের দিকে তাকাইব। সুখ পাই তাতেও তোমাকে ভুলিব না, দুঃখ পাই তাতেও তোমাকে জানাইতে ভুলিব না। হরি হরি করিয়া—তোমার অপেক্ষা করিয়া করিয়া—সব সহিয়া—সব অগ্রাহ্য করিয়া—তোমার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করিয়া যাইব। তুমি আমার আছ—তুমি ভিন্ন আমায় উদ্ধার করিতে আর কাহার সাধ্য নাই। তুমি ভিন্ন জাতি রক্ষা করিতে আর কেহ নাই। আমাদের ত আর কিছুই নাই। তোমার স্বভাব হইতেছে এই—যাহার কেহ নাই তাহার তুমিই আছ। আর তুমি যার আছ—তার কি কোন অভাব থাকে? তার কি কোন দুঃখ থাকে? তার কি কোন অসন্তোষ থাকে? সে তোমার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করে। যখন প্রতিবন্ধক কিছু আসে তখন তোমাকে জানায়—আমি চাই তোমার কথা মত চলিতে—কিন্তু পায় পায় বাধা পাই তুমি বাধা সরাইয়া আমায় পরিচালিত কর—তোমার চরণকমলের দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ কর—আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া জ্ঞান বৈরাগ্য সিদ্ধি জন্য তোমার চরণে ভক্তি দাও।

শ্রীরাম লীলায়-জনক-জানকী

কহেন জনক রাজা ঋষিবৃন্দ প্রতি
জানিয়া মনেতে সীতা পরমাপ্রকৃতি।
আনন্দী সরস হৃদে আমি অনুক্ষণ
রূপসহ লীলা রস করি আস্বাদন।
কৌতুকে খেলিতে খেলা হাসে কাঁদে গায়
ভাবময়ী ভাবোল্লাসে সবারে ভুলায়।
আস্বাদিতে আপনারে ভক্তহৃদাকাশে
মধুর মাধর্য্যরসে আপনা-প্রকাশে।
মাধুর্য্য-বিলাস-হাটে ঐশ্বর্য্য বিলাস
দেখাতে করিল এক ভাবের-বিকাশ।
একাদশী ব্রত করি আমি একদিন
উদ্বিগ্ন-অন্তরে ছিনু চিন্তিত মলিন।
মাত্র একদণ্ড ছিল পারণ-সময়
কেমনে সারিব আমি কৰ্ম্ম-সমুদয়।
করিতে পারণ-রক্ষা অস্থির-অন্তরে,
স্মরিনু বিস্মিত-মনে জানকী মাতারে।
বিশ্বমাতা মহামায়া জগত জননী
কি জানি কোথায় ছিল সে চারুহাসিনী।
আসিল ধাইয়া যেন আনন্দ-প্রতিমা
সে যে কি মধুর-রূপ দিতে নারি সীমা।
আবেশে জড়ায়ে কণ্ঠ বসি অঙ্কপরে
আদরে সোহাগে ভরি কহিল আমারে—
কহ পিতা সদা ফুল্ল বদন তোমার
কেন গো! হয়েছে শুষ্ক মলিন আকার।
ছল, ছল, চোখে চাহি বার বার মোরে
সুধাইল কত করি আকুল অন্তরে।

হাসিয়া কহিনু আমি পাগলিনী-মেয়ে
কণ্ঠ মোর শব্দ-হারা তোর পানে চেয়ে।
চির-স্নেহহীনে বুঝি বাঁধিবার তরে,
অনন্ত স্নেহের ডোর ধরিয়া শ্রীকরে,
খেলিস্ মা! বিশ্বখেলা বিশ্ব নাট্যশালে;
যাতে হরি-হর-ব্রহ্মা মুনি ঋষি ভুলে।
তবে সীতা শিরস্ত্রাণ করি প্রীত-হৃদে
পারণ বিষয় কথা জানানু আনন্দে।
কহিলাম একদণ্ড পারণ সময়
কেমনে করিব শেষ কর্ম্ম সমুদয়।
করি ধনুর্গৃহ আমি নিত্য পরিষ্কার
আছে পূজাজপ আদি সন্ধ্যার প্রকার।
সারিয়া সকল কর্ম্ম আজিকে কেমনে
করিব পারণরক্ষা তাই ভাবি মনে।
তখন কহিল হাঁসি সে সুধাহাসিনী
ধনুর্গৃহ পরিষ্কার করিব আপনি।
তুমি স্নান পূজা সারি করিও পারণ
কহ পিতা! কিবা চিন্তা ইহার কারণ
তবে আমি স্নান পূজা করি সমাপন
ত্বরা করি গৃহে আসি পারণ কারণ।
আসিতে ধনুর গৃহে হেরিনু বিস্ময়ে,
রূপের ছটায় গৃহ রাখি উজলিয়ে,
করি উত্তোলন বাম কনিষ্ঠ অঙ্গুলি
সে দুর্জ্জয় মহাচাপ ধরিয়াছে তুলি।
করিছে মার্জ্জন গৃহ যেন নিজমনে
দেখিয়া চিনিনু আমি যাঁরে চিন্তি-ধ্যানে।
হইল অবশ-তনু সে রূপ হেরিয়া
বিস্ময় বিহ্বল, পদে পড়িনু লুটিয়া।

["হিন্দুর ষড়দর্শন" "কর্ম্মানুসারে জীবের গতি," "ভোগ ও ত্যাগ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কর্তৃক লিখিত]

তর্কের দ্বারা ঈশ্বর-লাভ।

"নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া"

কঠ-উপনিষদ।

প্রথম অধ্যায়।

(গুরু—অন্বেষণ)

আমাদের মত ভোগী, ইংরাজীশিক্ষিত, ইহকালসর্ব্বস্ব একটী বাবু একদিন হিন্দুধর্ম্মকে উপহাস করিবার জন্য, একজন নিষ্ঠাবান্ ত্যাগী মহাত্মার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই জ্ঞানী মহাত্মা বিলাসী বাবুটীকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। ইংরাজীশিক্ষিত অসংযমী নাস্তিক বাবুগণ সংযমী শাস্ত্রজ্ঞ আস্তিক ধাম্মিক ব্যক্তিকে যেরূপ উপেক্ষা করে, বাবুটী সেইরূপ দাম্ভিকভাবে একটী আসনে বসিল এবং সেই মহাত্মাকে প্রণাম না করিয়াই প্রশ্ন করিতে লাগিল।

ভোগী—আমায় দুটো ধর্ম্মকথা শুনাবেন ?

ত্যাগী—(সহাস্যে) কেন বাপু ?

ভোগী—কিছু ধর্ম্মের কথা শোন্‌বার ইচ্ছা হয়েছে।

ত্যাগী—হঠাৎ এরূপ ইচ্ছা হবার কারণ ?

ভোগী—ধর্ম্মের নামে অনেক লোক পাগল হয় দেখিতেছি ভেতরের ব্যাপারটা কি তাই জান্‌বার ইচ্ছা হয়েছে।

ত্যাগী—এ রকম পাগল হ'তে কাউকে দেখেছ—নাকি ? কি রকম পাগল বল দেখি ?

ভোগী—শুনবেন ? শুনুন। আমাদের পরিচিত একজন ভদ্রলোক, আগে বড় চাকরী করতেন, বেশ দশজনের একজন হয়েছিলেন, সভাসমিতিতে যেতেন, বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশ্‌তেন, হোটেলে বাগান পার্টিতে লাটসাহেবের বাড়ী ভোজে যেতেন, কোন কুসংস্কার ছিল না, বেশ মার্জ্জিত ভাব ও বুদ্ধি ছিল, ঠাকুর-দেবতা মান্‌তেন না, ছুটীর দিনে তাস দাবা পাশা খেল্‌তেন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে তামাক চাও পান দোক্তা খেতেন, কখন কখন দলবেঁধে

ব্রাহ্মধর্ম্মে যেতেন, বাড়ীতে ধুতি না পরে সাহেবের মত কখন ঢিলে পায়জামা কখন বা মুসলমানের মত কাছা খোলা লুঙ্গি পর্‌তেন, পাড়ার ভালমন্দ কথার আলোচনা প্রত্যহ কর্‌তেন, খবরের কাগজ নিয়মিত পড়তেন, আপিসের সাহেবদের ব্যবহারের কথা প্রায়ই গল্প করতেন, খুব মেজাজী ও মিশুকে লোকছিলেন। এখানকার বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলতে যা বোঝা যায়, তিনি তাই ছিলেন। এখন দেখি, একেবারে তাঁর ভাব বদলে গেছে। তিনি নিত্য গঙ্গাস্নান করেন কোশা কুশি নিয়ে জপ আহ্নিক করেন, দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখ্‌লেই খুব ভক্তিভরে প্রণাম করেন, ধর্ম্মের বই পড়েন আর ধর্ম্মের কথা শোনেন ও বলেন। খবরের কাগজ পড়া ছেড়ে দিয়েছেন, পাড়ার ও সংসারের খবর আর রাখেন না। আপনাদের মতে, তিনি সাক্ষাৎ কলিছিলেন, এখন একেবারে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। এখন তাঁর এই ভাব পরিবর্ত্তনে আমাদের ভদ্রসমাজে হুলস্থুল পড়ে গেছে। তাঁর মত বুদ্ধিমান লোক যখন এই নূতন রাস্তায় এসেছেন, তখন নিশ্চয়ই কিছু আনন্দ পাচ্ছেন, তিনি শুধু শুধু বাজে কাজে থাক্‌বার লোক নন। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করলে কি সত্যই আনন্দ হয়?

ত্যাগী—এ সন্দেহত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই তোমার মিটে যায়? তিনিই ঠিক তাঁর অনুভবটা বল্‌তে পারেন।

ভোগী—তাঁকে পাওয়াই দায়। যখনই যাই দেখি হয় জপ কচ্চেন, নয় ধর্ম্মের বই পড়্‌চেন্। তাছাড়া, তিনি বেশী কথা কহিতে বিরক্ত হন। লোকজনের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ ক'রে দিয়েচেন। আমি দেখ্‌ছি, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করলে লোকের বিচার বুদ্ধি লোপ পায়; মানুষ একেবারে বেহেড্‌ হয়ে যায়।

ত্যাগী—তাইত, তোমার ধারণাটা বেশ হয়েছে দেখ্‌চি। তোমার বুদ্ধির প্রখরতা আছে।

ভোগী—কেন মশাই! আমি কি অন্যায় কথা বলেছি? তিনি আগে কর্ম্মবীর ছিলেন, আর এখন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে জড়ের মত একটা অপদার্থ মানুষ হয়ে গেছেন।

ত্যাগী—(সহাস্যে) আচ্ছা, আর কোন লোক ঐ রকম বেহেড্‌ হয়ে গেছে, তোমার জানা আছে?

ভোগী—জানি বৈকি। আর একজন লোক বিলেতফের্ত্তা, হাজার টাকা মাইনের চাকরী কর্ত্তো, খুব সভ্য ভব্য ছিল। এখন দেখি, চাকরী ছেড়ে দিয়ে একেবারে বদলে গেছে। পুরো সাহেব ছিল, এখন গোঁড়া হিন্দু হয়েছে।

দিনরাত জপতপ নিয়ে আছে, সাধুটাধু ধরে বেড়ায়, ধর্ম্মকথা শুনতে শুনতে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, সংসারে স্ত্রীর সঙ্গে পর্য্যন্তও মেশামিশি করেন না; লোকটাকে যেন ভূতে পেয়েছে। কেমন মানের সহিত সংসার করছিল, কি দুর্ব্বুদ্ধি হোল, চাকরী ছেড়ে দিয়ে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে অমন মানী লোকটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল।

ত্যাগী—তাইত। আচ্ছা লোকটার হঠাৎ এমন মতিগতি কেন হল জান?

ভোগী—কারণ এমন কিছু গুরুতর নয়। তার একটীমাত্র ছেলে ছিল, সেইটী হঠাৎ মারা যায়,—বাস্, ধর্ম্ম এসে পড়লো।

ত্যাগী—তাইত। তা হলে চাবুক খেয়ে চৈতন্য হয়েছে।

ভোগী—ছেলেত অনেকেরই মরে পুত্রশোকে কে কোথায় চাকরী ছেড়ে দিয়ে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে?

ত্যাগী—ঠিক কথা। চাবুকও অনেকেই খায়, কিন্তু চৈতন্য কয়জনের হয়? যাক্ ও কথা। আচ্ছা আর কোন ধর্ম্ম পাগল লোক দেখেছ?

ভোগী—দেখেছি বলে মনে পড়্‌চে না; তবে ইতিহাসে অনেকের বিষয় পড়েচি চৈতন্যদেব ব'লে একজন বেশ পণ্ডিত লোকও নাকি গয়া তীর্থ থেকে এসে ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে পাগল হয়ে গিছলেন; তিনি আর টোল রাখ্‌তে পারলেন না; তিনি কেবল কাঁদতেন, হাঁসতেন নাচতেন। পাগলের সব লক্ষণই তাঁর ছিল। ভাল ভাল লোকের এসব কি দুর্গতি, মশাই?

ত্যাগী—এই সব দেখে শুনে তোমার মনে কৌতুহল হয়েছে!

ভোগী—আজ্ঞে হাঁ। মনে হয়েছে, এত লোক যে 'ভগবান' 'ভগবান' করে বাস্তবিক ভগবান বলে কি ব্যাপার কিছু আছে? যদি থাকেত সেটা জানতে হবে।

ত্যাগী—জেনে কি হবে?

ভোগী—আজ্ঞে, সন্দেহ মিটবে।

ত্যাগী—যদি ঠিক বোঝ যে ভগবান ব'লে একটা মস্ত শক্তি আছেন এবং তিনি সর্ব্বদা জগতের সব জিনিষের এমন কি তোমার আমার মধ্যেও চৈতন্যরূপে আছেন, তা হ'লে?

ভোগী—তা হ'লে কতকটা সন্দেহ মিটে। আমার আসল সন্দেহ হচ্ছে যে, ঈশ্বর ব'লে যদি কিছু থাকেও তাঁকে জেনে আমাদের লাভ কি? জগতের সব ভোগ ছেড়ে দিয়ে সাধ ক'রে 'ঈশ্বর কোথায়' ব'লে পাগল হয়ে ফলটা কি দাঁড়ায়? কোন সাধুরই ত দেখিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম ক'রে আর দুটো বেশী

হাত পা বেরিয়েছে বা মরণ না হয়ে আকাশে সশরীরে উড়ে গেছে। এ সব পাগলামি করে ফল কি ?

ত্যাগী—তাইত। বড় শক্ত কথা।

ভোগী—আপনার কাছে শক্ত কথা কেন হবে? আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, অথচ ইংরাজি শিক্ষায় খুব উন্নত, বহুকাল হ'তে আপনি শাস্ত্রচর্চ্চা ক'রে শান্ত ভাবে জীবন কাটাচ্ছেন, শাস্ত্রের প্রকৃত কর্ম্ম আপনি বহুদিন হ'তে গ্রন্থ লিখে প্রচার কচ্চেন, আপনার পাণ্ডিত্যের ও চরিত্রের খুব সুনাম অনেক জায়গায় শুনতে পাওয়া যায়। আপনার পরিচিত অনেকগুলি ডাক্তার, উকীল, সবজজ, ইঞ্জিনীয়র ও শিক্ষিত ব্যবসায়ী আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত। তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়; মিমাংসা হয় না আমি তৃপ্তও হ'তে পারি না। আমার সকল সন্দেহ মিটবে বলেই আজ আপনার নিকট এসেছি।

ত্যাগী—আমার পরম ভাগ্য যে, তোমার মত একজন উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তির সহিত আজ আমার পরিচয় হোল। তুমি যত আমার সুনাম শুনতে পাও সেরকম জ্ঞান আমার নাই। যাঁরা আমায় ভাল বাসেন, তাঁরা আমাতে একটু জ্ঞান দেখলেই খুব বেশী জ্ঞান আছে মনে করেন। প্রেমের ধর্ম্মই-এই, সামান্যকে বৃহৎ ও গুরুতর মনে হয়। আমার জ্ঞান কতটা সামান্য সে খবর আমি নিজেই বেশ জানি, অপরে কি ক'রে বুঝবে? সে যাক্, এখন আমায় কি বলতে হবে বল?

ভোগী—আমার গুটীকত সন্দেহ দূর কর্ত্তে হবে। একটী নিবেদন করে রাখি,—আমরা আধুনিক ইংরাজী পড়া লোক, বেশী বাজে কথা ভাল বাসিনা; আপনি সংক্ষেপে যুক্তি প্রমাণ দেখিয়ে আমায় প্রশ্নের ঠিক উত্তরটি দেবেন, আমি শাস্ত্রের কিছু রহস্য শুনতে চাই। কিন্তু প্রমাণের স্থলে সংস্কৃত বচন বলবেন না; নিছাঁক বাঙ্গলা-ভাষায় কথাবার্ত্তা হবে; আমি ঐ সংস্কৃত শ্লোক গুলোকে বড় ভয় করি।

ত্যাগী—(সহাস্যে) আচ্ছা তোমার ইচ্ছা মতই কাজ হবে। হিন্দু-সন্তান তোমরা, তোমাদের সংস্কৃতে এত ঘৃণা! এ কলি-কৌতুক বটে!

ভোগী—তা আমায় যা গালাগাল দেবার দিন। আমি কিন্তু সরলভাবে আমার প্রাণের কথা আপনাকে বলে ফেলেছি—। আপনার শান্ত মূর্ত্তিটি দেখে আমার বড় ভরসা হয়েছে, তাই সরল ভাবে কথা বলবার সাহস পেয়েছি। আমি জানি আপনি আমার চেয়ে সহস্রগুণে গুণবান্।

ত্যাগী—সঙ্কুচিত হবার কোন কারণ নাই। তুমি আমার আশ্রমে এসেছ। আজ তুমি আমার অতিথি। তোমার কোন দোষ হলেও আজ আমি তা দেখবো না। অতিথি নারায়ণ। তুমি বিনা আহ্বানে আমার বাড়ী এসেছ, এটা কি আমার কম সৌভাগ্য? আহ্বান করলেও কত লোক কত লোকের বাড়ী যায় না।

ভোগী—আশ্বস্ত হলাম। বড় মিষ্টি কথা আপনার। আজ চোখে দেখে বুঝলুম যে আপনার সুনাম যেমন আপনি তেমনি গুণবান্। এখন যদি বলেন ত আমার জানবার বিষয় বলতে আরম্ভ করি?

ত্যাগী—স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন কর। ভগবান আমার মুখদিয়ে কথা বলে তোমার সন্দেহগুলি মিটিয়ে দিন এই আমার প্রার্থনা। তাঁর কৃপা না হইলে কিছুই যে হবার যো নেই বাবা! সমস্ত শক্তির মূল উৎপত্তি স্থান 'তিনি। আমি তোমার হয়ে তাঁকে স্মরণ করছি, তিনি তোমার বুদ্ধিটাকে ঠিক পথে চালিয়ে দিন। মানুষ তাঁরই বিচিত্র সৃষ্টি। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।' আমাদের বুদ্ধিকে মঙ্গলের পথে প্রেরণ করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(মূল-সন্দেহ-নিরাশ)

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"। (কঠ)

প্রশ্ন—ঈশ্বর ব'লে কি কিছু আছে?

উত্তর—আছে।

প্র—প্রমাণ?

উ—দ্বৈতেরই অভাব।

প্র—কারণ?

উ—যেমন তুমি আছ, আমি আছি, এই বাড়ীটা আছে, এমনি সত্য সত্য তিনি আছেন; তফাৎ এই তোমার থাকা, আমার থাকা এই বাড়ীটার থাকা, প্রমাণ করতে মোটে কষ্ট পেতে হয় না; কিন্তু ঈশ্বরের থাকা প্রমাণ করতে বিষম বেগ পেতে হয়, এমন কি, প্রমাণ করা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

প্র—আপনি হেঁয়ালির মত কথা বল্লেন?

উ—সত্য কথাই বলেছি।

প্রশ্ন—বুঝতে পারলুম না।

উ—মন দিয়ে শোন। তোমার চোখ কান নাক প্রভৃতি পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে; তাই দিয়ে তুমি সব জিনিষ জানতে পার। তোমায় যদি বলা যায় 'আকাশের রং নীল' তুমি আকাশের দিকে চেয়েই আমার কথা বিশ্বাস করবে, আর প্রমাণ খুঁজবে না, কারণ তোমার নিজে চোখে দেখা হয়েছে--আকাশ নীলবর্ণ। তেমনি যদি বর্ষাকালে মেঘের গর্জ্জনের সময় তোমায় বলা যায়, মেঘের ডাক ভয়ানক তুমি নিজে কানে শুনেই বুঝবে আমার কথা সত্য, আর প্রমাণ চাইবে না। ভাল বোম্বাই আমের স্বাদ চমৎকার মিষ্ট, আনারসের স্বাদ টক মিষ্ট, পেঁপের স্বাদ পানসে মিষ্ট,--এইসব কথা বল্লে তুমি আমার কথা সত্য কি মিথ্যা যাচাই করতে প্রমাণ চাও কি? না নিজে খেয়ে দেখে আমার সঙ্গে স্বাদ সম্বন্ধে বিচার কর? এই রকম চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তোমার বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। যার সাহায্যে এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান হয়, তাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। এখন বোঝ, ঈশ্বরকে এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের কোন একটার দ্বারা জানা যায় কি? যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, মনও যাঁর কাছে পৌছিতে পারে না, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবে কোথায়? ঈশ্বর তোমার, আমার, কি এই বাড়ীটার মত যদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ হোতেন, তবে তাঁর থাকাটা প্রমাণ করতে কোনই কষ্ট হোত না। কেমন তুমি কি বল?

প্র—আজ্ঞে এ যুক্তিযুক্ত কথা বটে। তাঁকে যদি দেখতেই পেতুম বা তাঁর কথা শুনতে পেতুম বা তাঁকে ছুঁতে পেতুম, তবে আর আজ আপনার কাছে এই রহস্য জানতে আসব কেন? কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া কি অন্য প্রমাণে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না?

উ—না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরই অনুমান প্রমাণের কথা শাস্ত্রে আছে। কার্য্য দেখে অজানা কারণটী ঠিক করা--এইটী অনুমান প্রমাণে হয়। পর্ব্বতের উপর এক জায়গায় খানিকটা ধোঁয়া উঠছে দেখে অমনি অনুমান প্রমাণে বুঝা যায় যে ঐ ধোঁয়ার নীচে আগুণ নিশ্চয় আছে। কারণ, আগুণ থাকলেই তা থেকে ধোঁয়া ওঠে এ ঘটনা সকলের জানা আছে। কিন্তু এত বড় এই অনুমান প্রমাণটা আবার প্রত্যক্ষ প্রমাণের অধীন। দেখ, দশ জায়গায় আগুণ

দেখেছ আর তার সঙ্গে ধোঁয়াও দেখেছ তার পর তোমার জ্ঞান হয়েছে, যেখানে আগুণ সেইখানেই ধোঁয়া জন্মাবে। আগুণ হল কারণ, ধোঁয়া হল কার্য্য। তা হলেই আগুণ ও ধোঁয়ার (কার্য্য ও কারণের) প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে, এক স্থলে, শুধু কার্য্যটী (এ ক্ষেত্রে ধোঁয়া) দেখে কারণ (আগুণ) ঐ খানেই আছে এ কথা বলা যায় না। যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, তার অনুমান ও বুদ্ধিতে আসে না। দেখনা, শিশুরা যখন সাপও দেখে না, তার খোলস কেমন তাও জানে না, তখন যদি তাদের সামনে একটা সাপের খোলস দিয়া জিজ্ঞাসা কর জিনিষটী কি; তারা কি তোমার মত খোলস দেখে সাপের কথা ভেবে, 'সাপের খোলস—এই কথা বল্‌বে? তোমার অভিজ্ঞতা শিশুদের চেয়ে বেশী আছে ব'লে তোমার অনুমানই সত্য হবে। সুতরাং কথাটা এই দাঁড়াল, কার্য্য ও কারণ—এই উভয়ের—প্রত্যক্ষ জ্ঞান (অভিজ্ঞতা) না থাক্‌লে শুধু কার্য্যটী দেখে অজানা কারণটী অনুমান করা যায় না। কারণ অনুমানটী করবে কার ভরসায়? ভেবে দেখ, তোমার ভুয়োদর্শন বা অভিজ্ঞতার ভরসায়। এখন ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় পদার্থ, সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অগোচর, এ কথা তুমি পূর্ব্বেই বুঝেছ। এখন ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বের কোন অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকাতে অনুমানেই তাঁর জ্ঞান হয় কিরূপে? তাহলেই ঈশ্বরের থাকা সম্বন্ধে অনুমান প্রমাণও চলে না। একটা প্রাচীন মত তোমায় শোনাই। মহর্ষি কপিল নামে একজন মস্ত পণ্ডিত সাংখ্য-দর্শন নামে একখানি সুন্দর যুক্তিপূর্ণ ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতদের চেয়ে তাঁর বিদ্যা বুদ্ধি কম ছিল না। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক চিন্তা ক'রে বলে গেছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমাদের মানুষের জ্ঞানে প্রমাণ করা যায় না; কারণ তিনি বাক্য ও মনের অতীত। যে মুহূর্ত্তে ঈশ্বর প্রমাণের বিষয় হবেন, মানুষের বুদ্ধিতে তাঁকে বোঝা যাবে, তখনই তিনি বাক্য ও মনের অধীন হবেন, তাহলেই তিনি আর ঈশ্বর থাক্‌বেন না এক পর্দা নেবে আসবেন। মহাত্মা কপিলদেব বুঝেছিলেন যে প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঠিক করা যায় না; কারণ তিনি অনির্ব্বচনীয়। কিন্তু সেই মহাত্মা কপিলদেবের প্রকৃত মনের ভাব বুঝতে না পেরে অনেকে তাঁকে নাস্তিক ব'লে জগতে প্রচার করলে। বোঝ, কপিলদেব কত বড় চিন্তাশীল ছিলেন যে, ঈশ্বরকে গাছ পাথর, বাড়ী ও মানুষের মত একটা জিনিষ মনে করেন নি, সেই জন্য তাঁর থাকা সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধির মত প্রমাণ খুঁজে পান নি।

প্র—বেশ কথা। এখন কিন্তু বড় গোল দাঁড়াল। তিনি আছেন—এটা সত্য, কিন্তু কেমন ক'রে বুঝবো তিনি আছেন, তার কোন সন্ধান নেই।

উ—কেন সন্ধান থাক্‌বে না ?

প্র—বেশ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ গেল, অনুমান প্রমাণও গেল। আর কি প্রমাণে বুঝবো ?

উ—আর একটা প্রমাণ আছে, তার নাম শাব্দ প্রমাণ। বেদকে শাব্দ প্রমাণ বলে। বেদ বলেন, ঈশ্বর আছেন ; তিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা। তিনি তাঁর মায়া দ্বারা এই জগতসৃষ্টি ক'রে জগতের প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রতি অণু-পরমাণুতে তাঁর শক্তি চালিয়ে দিয়েছেন ব'লে জগতটা এই রকম চল্‌ছে। এই জগত তাঁরই একটা প্রকট মূর্ত্তি। বেদ অভ্রান্ত সত্য বাক্যময়। বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ ব'লে বেদের কথা সত্য ব'লে ধরে নিতে হবে।

প্র—কি ভয়ানক কথা !

উ—সত্য কথা। বেদ কোন মানুষের রচনা নয়, সেইজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলে। ঈশ্বর কি বস্তু ? জীব কি বস্তু ? জগতটা কি ? ঈশ্বর জীব ও জগতের পরস্পর সম্বন্ধ কি ?—এই সব তত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি সত্য সিদ্ধান্ত সত্য সংকল্প ভগবান জীবের মঙ্গলের জন্য পিতামহ ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রথম জাগিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মা আবার শিষ্য পরম্পরায় অপর ঋষিদের হৃদয়ে সেই সকল সত্যজ্ঞান জাগিয়ে দেন। বেদ কথার অর্থ নিত্য বস্তু ভগবানের সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান। এই বেদ বা সত্যজ্ঞান এই রহস্যজনক উৎপত্তি থেকে বরাবর শিষ্য পরম্পরায় উপদেশচ্ছলে এসেছে ব'লে বেদের আর একটা নাম শ্রুতি। শেষে বহুদিন পরে দ্বাপর যুগের মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঐ সকল বেদ সংগ্রহ ক'রে সাম, যজু, ঋক ও অথর্ব্ব—এই চার ভাগে বিভাগ ক'রে গ্রন্থ লিখে যান। বেদের ঐরূপ বিভাগ করেছিলেন বলে তাঁহার নাম হ'ল বেদব্যাস। এই বেদ পরম পবিত্র ।

প্র—পিতামহ ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ জানিয়ে দেওয়া—ও সব গল্প কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

উ—না হবারই কথা।

প্র—যুক্তিতে না মিল্‌লে কোন কথা বিশ্বাস করি কি ক'রে ?

উ—তোমার যুক্তিতে যদি তুমি সব জিনিষ ধারণা করতে পার তবে কি তুমি সামান্য মানুষ থাক ? মানুষের যুক্তির একটা সীমা আছে ; সে কথাটাও প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের আলোচনায় কিছু কিছু বুঝে এসেছ। অসীম বস্তুকে তোমার

সসীম বুদ্ধিশক্তি দিয়ে কি করে সবটা বুঝে ফেল্‌বে বল? এখন দেখ হিন্দুদের বেদের মত খ্রীষ্টানদের বাইবেল ও মুসলমানদের কোরাণ গ্রন্থ আছে। যারা ঠিক ঠিক খ্রীষ্টান বা মুসলমান তারা তাদের ধর্ম্মগ্রন্থ মানে কিন্তু অপর জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ মানে না। তুমি কিন্তু হিন্দুসন্তান হয়েও বেদ মান্‌তে চাইছ না। যারা ঠিক ঠিক হিন্দু তারা বেদ মানে।

প্র—আচ্ছা, বেদকে না মান্‌লে কি ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝা যায় না?

উ—অপর ধর্ম্মগ্রন্থ সাহায্যে বুঝা যায়। তবে আমি হিন্দু বলে হিন্দুধর্ম্মেরই খবর রাখি, হিন্দুধর্ম্মেরই কথা জানি, অপর ধর্ম্মের বিষয় ভাল জানি না। আর তুমিও আমার কাছে হিন্দুধর্ম্মেই মর্ম্ম বুঝতে এসেছ। এই হিন্দুধর্ম্ম বেদের উপর ভিত্তি করে অতি প্রাচীন কাল হতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্চে।

প্র—বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ—এ কথাটা যুক্তিতে মিল্‌ছে না।

উ—তোমার যুক্তিতে বেদ কি, তাই বল। বেদকে কেন না মানা যায়, তার কারণ দেখাও। বেদের কতটা সত্য, আর কতটা মিথ্যা, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও,—তবে তোমার কথার মূল্য বুঝি।

প্র—আজ্ঞে, বেদ পড়া দূরে থাকুক, বেদের চেহারাটা কেমন তা পর্য্যন্ত আমি দেখিনি। বেদের কথার বিচার আমি কেমন ক'রে কর্‌বো?

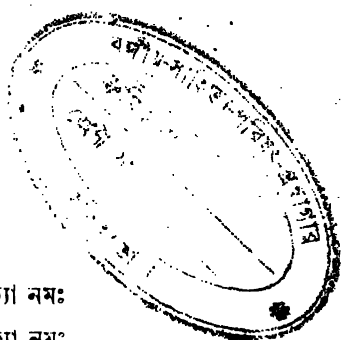
উ—(সহাস্যে) তাইত। বেদ না পড়েই, না জেনেই, বেদকে অবিশ্বাস—এ তোমার কেমন যুক্তি? আজকাল দেখি, তোমার মত অনেকেই বেদের কোন খবর রাখে না, অথচ বেদের সমালোচনা কর্‌তে অগ্রসর। কি দুঃসাহস! এও কলি-কৌতুক বটে।

প্র—আচ্ছা মশাই, আমি না হয় মূর্খ হলুম, বেদ জানি না কিন্তু আপনি কোন্ যুক্তিতে বেদকে এত বেশী মান্য দিচ্চেন যে, বলছেন, বেদ অপৌরুষের—ঈশ্বরের দান, কোন মানুষের রচনা নয়।

উ—যুক্তি দিচ্চি। একটু স্থির বুদ্ধিতে শোন।

প্র—বলুন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এল।



শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

আস্তিক ও নাস্তিক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

নাস্তিককে কি কেহ আস্তিক করিতে পারেন? শ্রদ্ধাবিহীনকে কি কেহ শ্রদ্ধাবান্ করিতে পারেন? প্রারব্ধের ভোগ বিনা ক্ষয় হয় কি? সরলতা ও ধর্ম্মের লক্ষণ, সরলতাই 'প্রেতি'— 'প্রকৃষ্টগতি' প্রেতিই বেদব্যাখ্যাত ধর্ম্মের লক্ষণ, 'প্রেতিই—প্রকৃষ্টগতিই ধর্ম্ম,' ধর্ম্মের এমন বিশুদ্ধ, এমন পূর্ণ লক্ষণ আর কেহ বলিয়া দিতে পারেন নাই।

জিজ্ঞাসু—যাহা হয়, তাহা কেন হয়, তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়, যাহা দেখি, শুনি, এক কথায় চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা যাহা উপলব্ধি করি, তাহাদের স্বরূপ দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু অদ্যাপি যাহা হয় তাহা কেন হয়, তাহা জানিবার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, আজিও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছি, করিয়া থাকি, তাহাদের স্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় নাই। যাহা হয়, তাহা কেন হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছি, করিয়া থাকি, তাহাদের স্বরূপ দেখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি, বহুব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, বিবিধ মতের কথা জ্ঞান গোচর হইয়াছে, অনেকের মুখ হইতে নানাবিধ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, তৃপ্তি হয় নাই, যাহা জানিতে চাই, তাহা জানিতে পারিলাম, এইরূপ বিশ্বাস হয় নাই, 'কিম্ রব' নীরব হয় নাই। তাই অত্যন্ত অসুখী হইয়া আছি, শান্তিহীন

জীবন যাপন করিয়াছি, করিতেছি, বিশ্বাস হইয়াছে এই ভাবেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটিবে, এই অতৃপ্ত অবস্থাতেই কোন একদিন এই কর্ম্মভূমি ছাড়িয়া যাইতে হইবে। 'এই ভাবেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে হইবে, এই অতৃপ্ত অবস্থাতেই এই ভবধাম ছাড়িতে হইবে,' এইরূপ বিশ্বাস প্রাণকে ব্যাকুলীভূত করে, হৃদয়কে হতাশ করে, নিরুৎসাহ করে। কিন্তু কি করিব? স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায়, বা পরেচ্ছায় বহু জনের সহিত মিলিত হইয়াছে, এখনও মিলিতে হয়, বহু কথা শুনিতে হইয়াছে, এখনও শুনিতে হয়, অনেক কথা শুনাইতে হইয়াছে, অদ্যাপি শুনাইতে হয়, কিন্তু প্রায়ই রসানুভব হয় নাই, রসানুভব হয় না, কথা শুনিয়া সুখ পাই নাই, সুখ পাই না, কথা শুনাইয়াও সুখী হই নাই, সুখী হই না, যাহা শুনিতে চাই, যাহা শুনিবার নিমিত্ত মন সদা চঞ্চল হয়, অনেক সময়েই তাহা শুনিতে পাই নাই, শুনিতে পাই না, যাহা শুনাইতে চাই, তাহা শুনিবার লোক পূর্ব্বে পাই নাই, এখনও পাই না, কিছুতেই শান্তি পাই নাই, শান্তি পাই না। কথা শুনিবার ও শুনাইবার এই উভয় সময়েই মধ্যে মধ্যে অবশভাবে মনে মনে বলিয়াছি, বলিয়া থাকি, যে পাপ নিবন্ধন এইরূপ অনভিমত অবস্থাতে অবস্থান করিতে হইতেছে, হে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ! হে প্রারব্ধেরও বিনাশপটু! সে পাপের নাশ করা কি তোমারও ক্ষমতাতীত? সব দিনই যে ফুরাইয়া গেল, আর কবে দয়া করিবে? আহা প্রাণ খুলিয়া, প্রাণের কথা বলিবার, তুমি ভিন্ন যে আমি আর কাহাকেও দেখিতে পাই নাই, পাই না। শুনিয়াছি 'যে প্রারব্ধ ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্য ভোক্তব্য, ভোগ ব্যতিরেকে তাহার ক্ষয় হয় না; আবার একথাও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে. তোমাকে যে 'আমি তোমার বলিয়া আশ্রয় করিতে পারে,' সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার প্রপন্ন হইতে পারে, যথার্থভাবে তোমার চরণে নত হইতে পারে, দিবানিশ, রাত-দিন তোমাকে নমস্কার করিতে পারে, তাহাকে আর প্রারব্ধের ফলভোগ করিতে হয় না, বিশুদ্ধ ভক্তি প্রারব্ধেরও হন্ত্রী, পূর্ণভক্তি সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী। বেদবিৎ যোগিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি শৌনক স্বপ্রণীত ঋগ্বিধানে বলিয়াছেন—অমুক মন্ত্র প্রতি দিন যথাবিধি শতবার জপ করিলে প্রারব্ধ সূচিত কর্ম্ম নিশ্চয় প্রণষ্ট হয়, অমুক মন্ত্র প্রতি দিন যথাবিধি জপ করিলে আগমিক (যাহা পরে ফল দিবে, যাহা এখন বীজ ভাবে বিদ্যমান আছে) প্রারব্ধের নিশ্চয় নাশ হয়, কিন্তু বর্ত্তমান প্রারব্ধ—যে প্রারব্ধ-ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা ভোগ দ্বারা প্রনষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বিনা ভোগে প্রনষ্ট হয় না। কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি

নারী, কি দেবতা বর্ত্তমান প্রারব্ধ সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। * আবার মহর্ষি শৌনকই কোন্ মন্ত্র জপ করিলে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত সুবর্ণ সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট হয় ("অযুতং চেৎ কুষ্ঠ রোগী স্বর্ণবর্ণং প্রযাতি চ"), কোন্ মন্ত্র জপ করিলে, মহাপাতক মুক্ত নিরোগী হইয়া ভূতলে অবস্থান করে, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। পদ্মপুরাণে সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের চিত্ত বিষ্ণু ভক্তি রত তাঁহাদিগের অপ্রারব্ধ ফল, কূট, বীজ এবং ফলোন্মুখ এই পাপ চতুষ্টয় ক্রমে ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায় ("অপ্রারব্ধ ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তি রতাত্মনাং ॥"—)। শুকদেব বলিয়াছেন 'তপস্যা, দান, ও ব্রতাদি দ্বারা পাপ সমূহ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু হৃদয়স্থ পাপবীজ বিনষ্ট হয় না, তাহা কেবল শ্রীভগবানের চরণারবিন্দের সেবাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে (তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান ব্রতাদিভিঃ। নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া ॥"- শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১৭)। দেবহূতি বলিয়াছিলেন হে ভগবন্! তোমার নাম শ্রবণ, তোমার নাম কীর্ত্তন, তোমাকে নমস্কার এবং তোমার স্মরণ ইত্যাদির মধ্যে যে কোন একটির যাজন করিলে কুকুর ভোজী চণ্ডালও যখন শীঘ্রই সোমযাগ করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখন যে ব্যক্তি তোমার সাক্ষাৎকার করিয়াছে সে ব্যক্তি যে পবিত্র হইবে না, ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে, সে অবশ্য শুদ্ধ হইবে, নিশ্চয় কৃতার্থ হইবে (যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎ প্রহ্বনাৎ যৎস্মরণাদপি কচিৎ। শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ"—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩।৬)।

বেদ মিথ্যাবাদী নহেন, বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ মিথ্যাবাদী নহেন, পরোপকার ভিন্ন যাঁহাদের অন্য প্রয়োজন নাই, তাঁহারা কি, মিথ্যা কথা, লোক প্রতারক কথা বলিতে পারেন? আমি আস্তিক নহি, 'ইহা এইরূপই,' 'ইহা অন্যরূপ হইতে পারে না,' 'এবম্প্রকার স্থির আস্তিক্য বুদ্ধি আমার নাই,' আমি যথার্থ

---

* "কথাদেবানাং মন্ত্রং চ দিনং প্রতি শতং জপেৎ।
প্রারব্ধ সৃচিতং কর্ম্ম প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
কতুয়স্তি জপেন্মন্ত্রং শতবারং দিনে দিনে।
আগমিকং বৈ প্রারব্ধং প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
মূর্খো বা পণ্ডিতোবাপি নারী বা দেব এব বা
প্রারব্ধং বর্ত্তমানং তু ভোগাদেব প্রণশ্যতি ॥"—ঋগ্বিধান

শ্রদ্ধাবান্ নহি, তাই আমি বেদ শাস্ত্রের কথা ধ্রুব, অবিচালী, সর্ব্বদা এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি না, বেশ বুঝিয়াছি, আমি এই নিমিত্ত এইরূপ অনভিমত অবস্থায় অবস্থান করিতেছি। অন্যের দোষ নাই, আমি নিজ দোষেই দুঃখ পাই, কেহ কাহাকেও সুখী বা দুঃখী করিতে পারে না, স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারেই লোকে সুখী বা দুঃখী হইয়া থাকে। বেদের উপদেশে শাস্ত্র কথাতে যে কারণে সংশয় হয়, যে কারণে বেদোপদেশের অভিপ্রায়, শাস্ত্রোপদেশের আশয় যথাযথভাবে বুঝিতে পারি না, সে কারণ কি নষ্ট হইবার নহে? সে কারণ কি অমর? অজর? বেদের উপদেশ, শাস্ত্রের উপদেশ, তাহা বিনষ্ট হয়, অবিদ্যাও শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা শতধা ছিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এ উপদেশে ত স্থির বিশ্বাস হয় না। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে অনুত্তমা হরিভক্তি বিদ্যাশক্তির সহিত আগমন করিয়া দাবানল শিখা যেমন পন্নগীকে (সর্পীকে) নির্দ্দগ্ধ করে, সেইরূপ আশু অবিদ্যাকে নির্দ্দগ্ধ করিয়া থাকে (কৃতানুযাত্রা বিদ্যার্ভিহরিভক্তিরনুত্তমা। "অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্॥"—পদ্মপুরাণ)। কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি কৈ? নাস্তিককে কি কেহ আস্তিক করিতে পারেন না? শ্রদ্ধাবিহীনকে কি কেহ শ্রদ্ধাবান্ করিতে পারেন না? বেদ বলিয়াছেন, পারেন, বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ বলিয়াছেন, 'যে যোগীর সত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সত্যব্রত স্থির হইয়াছে, তাঁহার বাঙ্মাত্রে স্বর্গাদি ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ হয়, সার্ব্বভৌম সত্যব্রত পালন নিবন্ধন যোগী অমোঘ বচন হইয়া থাকেন। 'ধার্ম্মিক হও', এইরূপ আশীর্ব্বচনমাত্রে অধার্ম্মিকও ধার্ম্মিক হয়, 'স্বর্গপ্রাপ্ত হও' বলিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হইবার অযোগ্যও স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, 'বিদ্বান্ হও' বলিলে কুঞ্জর মুর্খও, আশীর্ব্বাদমাত্রে অচিরে বৃহস্পতি সম প্রাজ্ঞ হয়। মুণ্ডক শ্রুতির উপদেশ—বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-বিমলচিত্ত আত্মজ্ঞ পুরুষ, মন দ্বারা যাহার জন্য যে লোকের ভাবনা করেন, এ এই লোক প্রাপ্ত হোক্, ইহার এই কামনা পূর্ণ হোক্, এবম্প্রকার ইচ্ছা করেন, সে পুরুষ সেই লোক প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। *

বক্তা—তোমার অবস্থা বস্তুতঃ শোচনীয়, বস্তুতঃ করুণাযোগ্য। তুমি বহু শাস্ত্র দেখিয়াছ, বহু কথা শ্রবণ করিয়াছ, কিন্তু তোমার প্রতিকূল প্রারব্ধ এতদ্বারা তোমার যাদৃশ লাভ হওয়া উচিত, তোমার তাদৃশ লাভ পথে প্রতিবন্ধক

* "যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি বিশুদ্ধ সত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চযেদ্ভূতিকামঃ॥"—মুণ্ডকোপনিষৎ

হওয়ায়, তুমি বড় কষ্ট পাইতেছ, যাহা পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা পাও নাই, যাহা জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা জানিতে সমর্থ হও নাই। বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ যে মিথ্যাবাদী নহেন, তাহা নিঃসন্দেহ, মলিন প্রারব্ধ বশতঃ মানুষ শ্রদ্ধাবিহীন হয়, নাস্তিক হয়, এবং এই নিমিত্ত দুঃখ পায়, একথাও যথার্থ। সত্যপ্রতিষ্ঠ, অতএব অমোঘ বচন যোগীর আশীর্ব্বাদ মাত্রে যে, অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হয়, নরকপ্রাপ্তি যোগ্য স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, মূর্খ বিদ্বান্ হয়, অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়, নির্দ্ধন ধনকুবের হয়, মুমূর্ষু জীবিত হয়, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত যে যথাবিধি মন্ত্র জপ দ্বারা স্বর্ণ বর্ণ সদৃশ কান্তি বিশিষ্ট হয়, তাহা মিথ্যা নহে। এ সকল লোক প্রতারক কথা নহে। ভগবদ্ভক্তি প্রারব্ধের ও হন্ত্রী, চতুর্ব্বিধ পাপই বিশুদ্ধ ভক্তি দ্বারা বিনষ্ট হয়, ভক্তি দ্বারা অবিদ্যা নির্দ্দগ্ধ হয়, বিদ্যার আবির্ভাব হয়, এই কথা যথার্থ, ইহা মিথ্যা কথা নহে। আবার বর্ত্তমান বা ফল দানে প্রবৃত্ত প্রারব্ধ বিনা ভোগে বিনষ্ট হয় না একথাও সত্য, একথাও মিথ্যা কথা নহে।

'আমি আস্তিক নহি', 'আমি শ্রদ্ধাবান্ নহি,' তোমার এই কথাও (তুমি যে ভাবে ও যে উদ্দেশ্যেই বল) যথার্থ। মানুষ অনেক সময়ে স্বয়ং স্বীয় অযোগ্যতা স্বীকার করে, 'আমি অত্যন্ত মূঢ়', 'আমি বড় পাপী', এইরূপ আত্মনিন্দা করে, কিন্তু এইরূপ আত্মনিন্দা করিবার সময়ে, মানুষ মাত্রেই যে সর্ব্বদা সরলতার রক্ষা করিতে পারে না তাহা বিশ্বাস করিও। তুমি যে সকল কথা স্বয়ং বল, অন্যে বন্ধু ভাবে যদি কিয়দংশে তদ্রূপ কথা বলে, তাহা হইলে, তুমি কি সর্ব্বদা তোমার চিত্তকে অক্ষুব্ধ রাখিতে সমর্থ হও? আমার হিতার্থ ইনি আমার দোষ দেখাইয়া দিতেছেন, নিজ নিন্দা শুনিয়া তোমার মনে এই ভাবকে কি তুমি সর্ব্বদা স্থির রাখিতে ক্ষমবান্ হও? 'আমি আস্তিক নহি,' 'আমি শ্রদ্ধাবান নহি,' যদি তোমার ইহা দৃঢ় বিশ্বাস হয়, এবং সত্যপ্রতিষ্ঠ যোগিগণ অমোঘবচন, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদমাত্রে দুঃসাধ্যও সুসাধ্য হয়, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের উপদেশ মিথ্যা নহে, যদি তোমার এইরূপ বিশ্বাস ধ্রুব হয়, অবিচালী হয়, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় শ্রদ্ধার অনুরূপ ফল পাইবে, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের উপদেশ কখন ব্যর্থ হয় না, তোমার এই প্রকার অচল শ্রদ্ধা বশতঃ তুমি সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে, 'শ্রদ্ধা দ্বারা সত্যকে পাওয়া যায়,' এই শ্রুতির-বচন যে সত্যের সত্য তাহা ধ্রুব সত্য। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি দ্বারা যে বর্ত্তমান প্রারব্ধেরও ক্ষয় হয়, যথাশাস্ত্র বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র জপদ্বারা যে কুষ্ঠাদিরোগও বিনষ্ট হয়, কুষ্ঠী যে স্বর্ণবর্ণ সদৃশ কান্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা অতিশয়োক্তি নহে, তাহা

মিথ্যা বাক্য নহে। আবার বর্ত্তমান প্রারব্ধ বিনা ভোগে নষ্ট হয় না, যে প্রারব্ধ ফলদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, মূর্খ, বিদ্বান্, নারী, দেবতা সকলকেই তাহা ভোগ করিতে হইবে, একথাও সম্পূর্ণ সত্য। বেদবিদ্‌পুরুষগণ বলিয়াছেন—আয়স (লৌহ) দ্বারা যেমন আয়সের নিকৃন্তন—ছেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের ছেদ হয় ("কর্ম্মণা কর্ম্মণাশ্ছেদঃ ইতি বেদবিদো বিদুঃ। আয়সেন যথা যত্নাদায়সস্য নিকৃন্তনম্॥" -বৃদ্ধ সূর্য্যারুণ কর্ম্মবিপাক)। সঞ্চিত, আবদ্ধ ও ক্রিয়মাণ এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মধ্যে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ এই দ্বিবিধ কর্ম্মসমূহের যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনাশ হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মসকলের ভোগ দ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে ("ত্রিবিধং সঞ্চিতারব্ধ ক্রিয়মাণ মিতিধ্রুবম্। * * * প্রারব্ধ কর্ম্মণাং স্যত ভোগাদেব ক্ষয়োভবেৎ। সঞ্চিত ক্রিয়মাণানাং প্রায়শ্চিত্তৈস্তথৈব চ॥"—বৃদ্ধসূর্য্যারুণ কর্ম্মবিপাক)। শক্তির কখন নাশ হয়না, শক্তির কার্য্যকে বিরুদ্ধশক্তি দ্বারা প্রতিবদ্ধ করা যায় বটে, কিন্তু শক্তিকে নষ্ট করা যায় না। পাঁচটী অশ্ববল দ্বারা যে বস্তু উত্তর দিক হইতে দক্ষিণদিকে নীত হইতেছে, যদি ছয়টী অশ্ববল উক্ত বস্তুকে দক্ষিণদিক হইতে উত্তর দিকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে উহা একটী অশ্ববল দ্বারা যতখানি সরিত, ততখানিই দক্ষিণদিক হইতে উত্তর দিকে সরিয়া যাইবে, তাহার অধিক সরিয়া যাইবে না। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রারব্ধ অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, বিনা ভোগে প্রারব্ধের ক্ষয় হয় না, এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইবে, এবং উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত বা ভগবদ্ভক্তি দ্বারা প্রারব্ধের ক্রিয়া যে প্রতিবদ্ধ হয়, তাহাও সুখবোধ্য হইবে। পাঁচটী অশ্ববল যদি ক্রিয়া না করিত, তাহা হইলে, উক্ত বস্তুটী ছয়টী অশ্ববলের দ্বারা চালিত হইয়া দূরতর প্রদেশে গমন করিত। অতএব উপযুক্ত বিরুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা যে কর্ম্ম প্রতিবদ্ধ হয়, তাহা স্থির। পরে এই বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিও। 'বর্ত্তমান প্রারব্ধ অবশ্য ভোক্তব্য,' বিনা ভোগে প্রারব্ধের নাশ হয় না, আবার প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা প্রারব্ধের ক্রিয়াকে প্রতিবদ্ধ করা যায়, এই দুই কথাই সত্য।

জিজ্ঞাসু—কৃতার্থ হইলাম, আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, অসরলতাই যে দুঃখপ্রাপ্তির হেতু, আপনার কৃপায় তাহা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হইতেছে। কি করিলে, বিমল হইতে পারিব, ঠিক সরল হইতে সমর্থ হইব, কোন্ উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিশুদ্ধ আস্তিক্যবুদ্ধির উদয় হইবে, আস্তিক্য বুদ্ধি দৃঢ় হইবে, অচল হইবে, তাহা বলিয়া দিন, অথবা বলিয়া দিলেই বা কি হইবে? আমার

চিত্তকে বিমল করিয়া দিন, যথার্থ সরল করিয়া দিন, আমাকে প্রকৃত আস্তিক করিয়া দিন। আমার এইরূপ প্রার্থনা কি ন্যায় বিগর্হিত?

বক্তা—ন্যায় বিগর্হিত নহে, তবে অসরল হৃদয়ের, নাস্তিকের এইরূপ প্রার্থনা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয়, কিংবা এদেহে পূর্ণ হয় না।

জিজ্ঞাসু—'পূর্ণ হইতে বিলম্ব হয়', এই কথা বলিলেই কি চলিত না? 'কিংবা এদেহে পূর্ণ হয়না,' এই নৈরাশ্য জনক কঠোর বচন প্রয়োগ না করিলে কি, উত্তর অসম্পূর্ণ থাকিত? প্রকৃত নাস্তিক কি কাহার নিকটে কখনও 'আমাকে বিমল করিয়া দিন', সরল করিয়া দিন, যথার্থ আস্তিক করিয়া দিন, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে?

বক্তা—সার্ব্বত্রিক অব্যভিচারিত্বই—সতত একভাবে স্থিতিশীলত্বই পারমার্থিক সত্যের লক্ষণ (Reality means Persistence)। মনের প্রবৃত্তি, বাক-প্রবৃত্তি ও দেহের প্রবৃত্তি এই তিনের মধ্যে বিষমতা না থাকিলেই, সরলতা হইয়া থাকে। যাঁহার কায়িক, বাচিক, ও মানসিক প্রবৃত্তি সর্ব্বত্র সমান তিনিই যথার্থ সরল। সরলতাই 'প্রেতি'—প্রকৃষ্ট গতি, বেদ ইহাকেই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স হেতু ধর্ম্ম বলিয়াছেন। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে অনুভব হইবে ধর্ম্মের এমন বিশুদ্ধ ও পূর্ণ লক্ষণ আর কেহ কখন বলিতে পারেন নাই। 'ধর্ম্ম' ও 'বিজ্ঞান' সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময়ে বেদোক্ত এই ধর্ম্ম লক্ষণের তাৎপর্য্য যথা সম্ভব ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা আছে। বিপদের সময়ে মনে যে ভাব থাকে, বিপদ কাটিয়া গেলে সকলের মনে কি ঠিক সেইরূপ ভাব থাকে? বিপদ কাটিয়া গেলে, কি সেইরূপ ভাবের ব্যভিচার হয়না? 'আমাকে বিমল করুন', 'সরল করুন', 'আস্তিক করুন', এপ্রকার প্রার্থনা, যদি সরলভাবে করা হয়, এইরূপ প্রার্থনা করিবার সময়ে মনের প্রবৃত্তি, বাক্‌প্রবৃত্তি ও দেহের প্রবৃত্তি যদি পরস্পর বিসদৃশ না হয়, প্রার্থনা করিবার পরেও যদি তোমার মন, বাক্ ও দেহের প্রবৃত্তি মধ্যে বৈষম্য না হয়, তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা কখন অপূর্ণ থাকিবেনা, ইহা অবিলম্বে পূর্ণ হইবে। কিন্তু যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ইহা বিলম্বে পূর্ণ হইতে পারে, কিংবা এদেহে পূর্ণ না হইতেও পারে। অসরলতা ও নাস্তিকতার মাত্রানুসারে ফলের ভিন্নতা হয়। 'কিংবা এ দেহে পূর্ণ হয় না', আমার এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, ভাবশুদ্ধি না হইলে, তোমার এ শরীরে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না। প্রার্থনা করিবার সময়েও যদি তুমি সরল হইতে পার, তাহা হইলে (পরে ভাবের পরিবর্ত্তন হইলেও) বিলম্বে ফলপ্রাপ্তি হইবে,

প্রার্থনার ফল এ শরীরে পাইবে না। বিশুদ্ধ সত্ত্বের সত্যপ্রতিষ্ঠের ক্ষণিকসঙ্গও একেবারে অনর্থক হয়না. তাদৃশ পুরুষের নয়নের পথিক হইতে পারিলেই প্রভূত লাভ হইয়া থাকে; পাপরাশি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতএব এ শরীরে না হইলেও সৎসঙ্গের ফল আগামি শরীরে লব্ধ হইয়া থাকে, যথোক্ত লক্ষণ পুরুষের আশীর্ব্বাদ অমোঘ।

জিজ্ঞাসু—আস্তিক্য বুদ্ধির উদয় না হইলে, গুরু এবং বেদ ও শাস্ত্র বাক্যে অচল শ্রদ্ধার উৎপত্তি না হইলে, কর্ম্মফল সম্পন্ন হয়না, তাহা এখন উপলব্ধি হইতেছে।

বক্তা—এখনও যথার্থভাবে উপলব্ধি হয় নাই, যে মুহূর্ত্তে এই সত্যের যথার্থ ভাবে উপলব্ধি হইবে, সেই মুহূর্ত্তে, প্রার্থনা মাত্রেই প্রার্থনার ফল পাইবে। যিনি প্রকৃত আস্তিক, যাঁহার বেদ ও শাস্ত্র বিশ্বাস কোন কারণে বিচলিত হয়না, যিনি যথার্থ সরল, যিনি গুরু ও শাস্ত্র তৎপর, যিনি সংযতেন্দ্রিয়, তাঁহার সঙ্গ না করিলে, প্রকৃত আস্তিক হওয়া যায় না। একালে যথার্থ আস্তিকের, পূর্ণশ্রদ্ধা-বানের, প্রকৃত সরল পুরুষের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে, অতএব একালে লোক সঙ্গ করিয়া প্রকৃত সুখার্থীর সুখ হয় না, যথার্থ শান্তিপ্রার্থী শান্তি পাননা, প্রাণ যাহা জানিতে চায়, যাহা জানিলে কৃতার্থ হওয়া যায়, জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হয়, একালের লোক সঙ্গ করিয়া প্রায়ই তাহা জানা যায় না, প্রকৃত আস্তিকের পবিত্র ছবি যিনি দেখিয়াছেন, তিনি কৃতকৃত্য হইয়াছেন, প্রকৃত আস্তিকের কোনরূপ দুঃখ হইতে পারেনা, প্রকৃত আস্তিকের কোন বিষয়ে কোনরূপ সংশয় হইতে পারেনা, প্রকৃত আস্তিক সদা নির্ভয় কোনরূপ ভয় তাহার ভগবদ্ভাবে পূর্ণ, অভয়চরণ স্পৃষ্ট হৃদয়কে সংকুচিত করিতে পারেনা, পূর্ণের চরণে যিনি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, পূর্ণ হইতে যিনি কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন না, তাঁহার অভাব থাকিতে পারে কি? যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞকে দেখেন, তাঁহার কি কখন জ্ঞানের অভাব হইতে পারে? যিনি সদা কাল—কালের উপাসনা করেন, তিনি কি কখন মৃত্যুভয়ে ভীত হন্? যিনি ধনের অভাব বোধ করেন, যিনি ধনের জন্য ধনকুবের ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অন্যের উপাসনা করেন, যিনি জ্ঞানের জন্য সর্ব্বজ্ঞের সমীপে না থাকিয়া অন্যের সমীপবর্ত্তী হন্, যিনি পীড়িত হইয়া ভবরোগ বৈদ্যের আশ্রয়ত্যাগ পূর্ব্বক রোগমুক্তির জন্য মানুষ বৈদ্যের শরণ গ্রহণ করেন, যিনি কোনরূপ বিপদে পতিত হইলে বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনকে ভুলিয়া অন্যকে (ইনি আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী

হইয়া) আশ্রয় করেন, তিনি প্রকৃত আস্তিক নহেন। ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত যাঁহাকে তর্কের আশ্রয় লইতে হয়, আত্মরামকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যাঁহাকে বাহ্য দর্শনের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, সকলের অন্তরে, বাহিরে বিদ্যমানকে দেখিবার জন্য যাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়, তিনি যথার্থ আস্তিক নহেন, যিনি যথার্থ আস্তিক, তাঁহার দুঃখ পাইবার কোন কারণ হইতে পারে কি? যে দিকে নয়ন ফিরাইবে, সে দিকেই যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তবে 'ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপক' তোমার এইরূপ উক্তি কি অসরলতাপূর্ণ নহে? 'ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্' মুখে এই কথা বলা, আর মনে মনে তিনি কি ভক্তকে দেখা দিতে পারেন? তিনি কি অবতার হইতে পারেন? তিনি কি প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন, তিনি, কি পাপীকে নিষ্পাপ করিতে পারেন? এইরূপ সংশয় দোলাতে নিয়ত দোদুল্যমান হওয়া, কি প্রকৃত আস্তিকতা? উন্মত্তের মত অনেক কথা শুনাইলাম, বোধ হয় বলিবে, যাহা শুনিতে চাই, তাহা শুনিতে পাই নাই, তাহা শুনিতে পাই না। আমার এই সকল কথা কি ভাল লাগিতেছে?

জিজ্ঞাসু—আমার বড় ভাল লাগিতেছে, কর্ণ জুড়াইতেছে, বহুদিনের পিপাসা আজ যেন একটু মিটিতেছে। আমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

বক্তা—আমি যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া তোমার যেন এইরূপ ধারণা না হয়, একালে আমি একজন প্রকৃত 'আস্তিক,' আমি একজন যথার্থ শ্রদ্ধাবান্, আমি একজন সরল পুরুষ, আমার সঙ্গ করিলে, তুমি লাভবান্ হইবে, আমার আশী-র্ব্বাদে তুমি সরল হইবে, ধার্ম্মিক হইবে, আস্তিক হইবে, তোমার ইষ্ট সিদ্ধি হইবে। শ্রীগুরুদেব বেদও শাস্ত্র প্রসাদে যে বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তাহাই তোমাকে জানাইলাম। যাহা জানাইলাম তাহা পূর্ণ সরল ভাবেই জানাইয়াছি। বেদ ও বেদ মূলক শাস্ত্র সমূহ এবং শ্রীগুরুদেব আমার জ্ঞানে অভিন্ন পদার্থ, আমার জ্ঞানে বেদ-ও-বেদ মূলক শাস্ত্র সমূহ, ভগবান্ এবং গুরুদেব এক পদার্থ। আমার বিশ্বাস—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বভাবময় করুণাবরুণালয় শ্রীভগবান্ যদি আত্মমূর্ত্তি বা বেদরূপ ধারণ পূর্ব্বক অতি গুহ্য নিজতত্ব—স্বীয় স্বরূপ না জানাইতেন, তাহা হইলে, ত্রিভুবনের মধ্যে কেহই তাঁহার স্বরূপ জানিতে সমর্থ হইতেন না, তাহা হইলে ত্রিভুবন অন্ধ ও মূকবৎ হইয়া থাকিত (সাক্ষাদ্ ভবান যদি বিধায় ন মূর্ত্তিমাদ্যাং তত্বং নিজং তদবদিষ্যদতো হতিগুহ্যম্। নাজ্ঞাস্যত ত্রিভুবনং ধ্রুবমন্ধ-মূককল্পং সমস্তমসমঞ্জসতামযাস্যৎ ॥"—আগমরহস্যস্তোত্র)। আমি যাহা শুনিয়াছি

সর্ব্বদা তাহা মনন করিবার চেষ্টা করি, ধ্যান দ্বারা যথাশক্তি তাহা অনুভব করিবার চেষ্টা করি, নিজ জীবনকে বেদময় করিবার নিমিত্ত সতত চেষ্টা করি, কিন্তু এখনও চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, এখনও ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তুমি যাহা বলিয়াছ, আমিও সর্ব্বদা তাহাই বলিয়াই থাকি। তুমি যেন আমার হৃদয়ের কথাই বলিতেছ বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল। আমি তাই আমাকে যাহা বলি, তোমাকে ও তাহাই বলিয়াছি। আমিও এই কালেরই লোক, তোমার ন্যায় আমিও যথার্থ আস্তিক্য বুদ্ধি বিহীন, আমার হৃদয়েও (ইহা ঠিক সত্য নিষ্ঠ নহে বলিয়া) সত্যাসন শ্রদ্ধা দেবী নিয়ত বাস করেন না। তবে তোমাকে সরলভাবে বলিতেছি, আমার আস্তিক হওয়া উচিত, আমি তাঁহার দয়া জ্ঞানোদয় হইতে অনুক্ষণ অনুভব করিয়াছি, করিতেছি, আস্তিকের কোন অভাব বোধ হওয়া অপ্রাকৃতিক, আস্তিকের হৃদয় ভয়ের স্থান হওয়া উচিত নহে, আস্তিকের যাহা প্রয়োজন, তাহা ভগবান্ সাক্ষাৎ ভাবে প্রদান করেন, আমার এই সকল কথা অনেকতঃ স্বানুভূতি বিলাস। এখন যাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—প্রকৃত আস্তিকের লক্ষণ কি, কি করিলে প্রকৃত আস্তিক হওয়া যায়, হৃদয়ে অচল শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়, এখন তাহা জানিবারই প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে, কি করিলে ঠিক সরল হইতে পারিব, তাহা শুনিবার অতিমাত্র আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে।

বক্তা—প্রকৃত আস্তিকের লক্ষণ বলিতে হইলে, অনেক কথা বলিতে হইবে, সে সকল কথা শুনিলে, তুমি হয়ত বিস্মিত হইবে, তোমার প্রতিভা সম্ভবতঃ বাধা পাইবে।

জিজ্ঞাসু—সত্যের রূপ দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আপনি দয়া করিয়া প্রকৃত আস্তিক ও নাস্তিকের লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিন, এবং যাহাতে আপনার উপদেশ হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারি, আপনার উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হই, আপনি সেইরূপ কৃপা করুন। ইংরাজী 'থিষ্ট' (Theist) ও 'এথিষ্ট' (Atheist) এই শব্দদ্বয় কি যথাক্রমে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই পদদ্বয়ের সমানার্থক ?

আস্তিক ও নাস্তিক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ।

বক্তা—'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই পদদ্বয়ের সাধারণতঃ যদর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা তুমি অবগত আছ, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই পদদ্বয়ের নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তি তোমার জানা নাই। 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই পদদ্বয় সাধারণতঃ যদর্থের বাচক হয়, তাহা তোমার জানা আছে কি ?

জিজ্ঞাসু—'ঈশ্বর আছেন,' যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাসবান্, তাঁহারা 'আস্তিক,' এবং 'ঈশ্বর নাই,' যাঁহারা এবম্প্রকার মতি বিশিষ্ট, তাঁহারা 'নাস্তিক,' 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই পদদ্বয়ের আমি এই অর্থ জানি, আমি এই অর্থেই ইহাদের প্রয়োগ করিয়া থাকি। ইহারা যে নিমিত্ত এইরূপ অর্থের বাচক হয়, আমি তাহা জানি না।

পাণিনিদেব কৃত "আস্তিক' ও 'নাস্তিক" এই পদদ্বয়ের নিরুক্তি।

বক্তা—পাণিনিদেব বলিয়াছেন, 'অস্তি' ও 'নাস্তি' এই শব্দদ্বয়ের উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই পদদ্বয় নিষ্পন্ন হইয়াছে। মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, আছে যাঁহার এইরূপ মতি, এবম্প্রকার বুদ্ধি, তিনি 'আস্তিক,' এবং 'নাই' যাঁহার এইরূপ মতি তিনি 'নাস্তিক'। *

জিজ্ঞাসু—আছে যাঁহার এইরূপ মতি, এবম্প্রকার বিশ্বাস, তিনি 'আস্তিক,' এবং নাই যাঁহার এইরূপ মতি, তিনি 'নাস্তিক' আমি এতদ্বাক্যের আশয় কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁহাদিগকে সাধারণতঃ 'আস্তিক' বলা হয়, অপিচ যাঁহারা সাধারণতঃ নাস্তিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই পদদ্বয়ের পাণিনিদেব কৃত যথোক্ত নিরুক্তি দ্বারা কি তাঁহারা লক্ষিত

---

* "অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ"।—পা ৪।৪।৬০

"অস্তীত্যস্য মতিঃ আস্তিকঃ। নাস্তীতস্য মতিঃ নাস্তিকঃ।"—মহাভাষ্য।

হইবেন ? 'আছে' এই জ্ঞান ত চেতন পদার্থ মাত্রের আছে, প্রসিদ্ধ নাস্তিকেরাও ত পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অতএব 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই শব্দদ্বয়ের ভগবান্ পাণিনিদেব যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, ইহাদের তাদৃশ অর্থের সার্থকতা কি তাহা আমার অনুভব হইতেছে না।

বক্তা—কৈয়ট ও বৃত্তিকার জয়াদিত্য বলিয়াছেন—পরলোক আছে, যিনি এইরূপ বুদ্ধিযুক্ত, তিনি 'আস্তিক' এবং যিনি তদ্বিপরীত, পরলোক নাই, ইহলোকই একমাত্র লোক, যাঁহার এবম্প্রকার বিশ্বাস, স্থূল প্রত্যক্ষের অতীত বিষয়ের অস্তিত্বে যাঁহার বিশ্বাস হয় না তিনি নাস্তিক। *

জিজ্ঞাসু—ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাসবান্ পুরুষের সংখ্যা আমার ধারণা বৈদিক আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য জাতিতে অধিক নাই। স্থূল প্রত্যক্ষের অতীত পদার্থ সমূহের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই তাঁহারাই যদি নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত হন, তাহা হইলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেকেই নাস্তিকরূপে পরিগণিত হইবেন। ফিলজফীর (Philosophy) নববিধানকর্ত্তা এবং রিলিজনের অভিনব জীবনদাতা বলিয়া য়ুরোপে অনেকের সমীপে (বিশেষতঃ যাঁহারা তাঁহার মতের পক্ষপাতী) যিনি সম্মানিত হইয়া থাকেন, যাঁহারা ফিলজফী জগতের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে বিমুখ, যাঁহার ফিলজফী পরম কারণের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অনিচ্ছুক, স্থূল ইন্দ্রিয়গম্য প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের (Laws of nature) তথ্য নির্দ্ধারণই যে ফিলজফীর উদ্দেশ্য, জড় বিজ্ঞানের উন্নতিই যাহার লক্ষ্য, অতীত অনাগতের চিন্তা যাহার বিবেচনায় অনাবশ্যক, সেই পজিটিভ (Positive) ফিলজফীর যিনি প্রতিষ্ঠাপক, সেই আগস্ত কোমৎকে তাহা হইলে, নাস্তিক শিরোমণি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, বলা বাহুল্য, তাহা হইলে, বৈদিক আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য জাতিতে পাণিনি ও পতঞ্জলিদেবের লক্ষিত আস্তিক পুরুষের রূপ নয়নে পতিত হইবে কিনা, সন্দেহ।

যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা আস্তিক, যাঁহারা তদ্বিপরীত যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন না, ভূত ও ভৌতিক শক্তি হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা নাস্তিক, 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই শব্দদ্বয়ের প্রধানতঃ এই অর্থেই ব্যবহার হইয়া থাকে। জিজ্ঞাস্য হইতেছে, ভগবান্ পাণিনি ও পতঞ্জলি-

---

* "পরলোকোঽস্তীতি মতির্যস্য স আস্তিক স্তদ্বিপরীতো নাস্তিকঃ।"—কৈয়ট ও কাশিকা বৃত্তি।

দেব 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই পদদ্বয়ের যে রূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহাদের প্রসিদ্ধ বা ব্যবহারিক অর্থের কি কোন সম্বন্ধ আছে? 'পরলোক আছে,' যিনি এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট, তিনি আস্তিক, এবং যিনি তদ্বিপরীত, তিনি নাস্তিক, 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই শব্দদ্বয়ের শাস্ত্রে কি এই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে?

বক্তা--যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন,, জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য, উত্তরসৃষ্টি পূর্ব্ব সৃষ্টির সদৃশী, যাঁহাদের ইহা অবিচালি-প্রত্যয়, যাঁহারা অদৃষ্ট মানেন, বেদের স্বতঃ প্রামাণ্য, বেদের অভ্রান্তত্ব স্বীকার করেন, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্, যাঁহারা ঈশ্বরে পরানুরাগ বিশিষ্ট, ঈশ্বরের উপাসনা করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য যাঁহারা স্বভাবতঃ সদা প্রস্তুত, নিয়ত ব্যস্ত, ঈশ্বরকে যাঁহারা মাতৃ-পিতৃজ্ঞানে, প্রভুজ্ঞানে, একমাত্র হিতকর বন্ধু জ্ঞানে, পরমকারুণিক জ্ঞানে, ক্ষমার আধার বোধে, বাৎসল্যের ও প্রেমের পারাবার বোধে, পাপের দণ্ড বিধাতা বলিয়া, এককথায় সর্ব্বভাবময় বোধে ভাল বাসেন, ভয় করেন, ঈশ্বরের কাছে শিশুর মত আবদার করেন, অভাব জানান, সর্ব্বব্যাপক বলিয়া, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া যাঁহারা সর্ব্বত্র, সর্ব্বপদার্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন, অখিল পদার্থকে ঈশ্বর বোধে পূজা করেন, ভক্তের যথার্থ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, ভক্ত বৎসল ঈশ্বর বিগ্রহবান্ হইয়া (শরীর ধারণ পূর্ব্বক), ভক্তকে দেখা দেন, ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেন, যাঁহাদের ইহা সহজ বিশ্বাস, শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীবের উচ্চাবচ অবস্থা প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ঈশ্বর কর্ম্মফল দাতা, যাঁহাদের ইহা হৃদয় প্ররূঢ় অচল বিশ্বাস, ঈশ্বর সগুণ, ঈশ্বর নির্গুণ, ঈশ্বর বা পরব্রহ্মের পরমার্থতঃ সাকার ও নিরাকার এই উভয়বিধ ভাবই স্বভাবসিদ্ধ ("তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকার নিরাকারৌ স্বভাবসিদ্ধৌ"---ত্রিপাদ্‌বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ) সগুণ হইলেও, ঈশ্বরের পূর্ণতা অব্যাহত থাকে, ঈশ্বরের অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ভাবের অন্যথা হয় না, যাঁহাদের ইহা সহজ, ধ্রুব বিশ্বাস, শাস্ত্র মতে তাঁহারা 'আস্তিক' এবং এতদ্বিপরীত অংশতঃ আস্তিক, অথবা পূর্ণতঃ নাস্তিক। পরলোকের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, অর্থাৎ "ঈশ্বর আছেন," যাঁহারা এইরূপ মতি বিশিষ্ট, শাস্ত্র মতে তাঁহারা পূর্ণ আস্তিক নহেন। যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ইহলোক ভিন্ন লোকান্তরেরর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন, যাঁহাদের মতে অসভ্যোচিত, প্রাথমিক স্বল্প জ্ঞান মনুষ্যদিগের হৃদয়ের ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব বোধ প্রতিভার

হয়, ইহারাই 'ঈশ্বর' নামক পদার্থ আছেন বলিয়া বিশ্বাস করে, যাঁহারা এবম্প্রকার মতাবলম্বী, শাস্ত্র দৃষ্টিতে তাঁহারা 'নাস্তিক'।

জিজ্ঞাসু—আস্তিক ও নাস্তিকের শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ যে পূর্ণ, অপূর্ব্ব, সর্ব্বদোষ বিরহিত, তাহা আমার অনুভব হইতেছে। এখন জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, পাণিনি ও পতঞ্জলিদেব 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই পদদ্বয়ের যে অর্থ করিয়াছেন, সেই অর্থ দ্বারা কি শাস্ত্র বর্ণিত আস্তিক ও নাস্তিককে লক্ষ্য করিতে পারা যায়? প্রকৃত আস্তিক ও নাস্তিককে লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত শাস্ত্র যে সকল লক্ষণ বলিয়া দিয়াছেন, যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্, তাঁহারা 'আস্তিক,' এবং যাঁহারা এতদ্বিপরীত, অর্থাৎ যাঁহারা ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা নাস্তিক, ভগবান পাণিনি ও পতঞ্জলিদেব কৃত আস্তিক ও নাস্তিকের এই অর্থ হইতে কি সেই সমস্ত লক্ষণ অবগত হওয়া যায়?

'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থের সহিত ইহাদের পাণিনি ও পতঞ্জলিদেবকৃত অর্থের সঙ্গতি প্রদর্শন, পাণিনি ও পতঞ্জলিদেবকৃত আস্তিক ও নাস্তিক পদদ্বয়ের নিরুক্তি গর্ভে শাস্ত্র শাস্ত্র বর্ণিত সমস্ত আস্তিক ও নাস্তিক লক্ষণ বিদ্যমান আছে।

বক্তা—যাহা স্থূল প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়, তাহাকে আসন্ন চেতন পশু পক্ষীরাও কথঞ্চিৎ সৎ বলিয়া জানে। যাহা সূক্ষ্ম, স্থূল প্রত্যক্ষের যাহা অবিষয়ীভূত, তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন, তাহার তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা, বিশিষ্ট চেতন মানবের বিশেষ ধর্ম্ম। মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অসমর্থ, তাঁহারা যে আসন্ন-চেতন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আসন্ন বা নিকটবর্ত্তী বস্তুরই, স্থূল প্রত্যক্ষগম্য পদার্থেরই জ্ঞান যাঁহার আছে, তিনি 'আসন্ন চেতন'। 'আছে' এইরূপ মতি যাঁহার তিনি আস্তিক, এবং 'নাই' এইরূপ মতি যাঁহার তিনি নাস্তিক, 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই শব্দদ্বয়ের এইরূপ ব্যুৎপত্তি কেমন সুন্দর, কত ব্যাপক, কত সারগর্ভ এইবার তাহা চিন্তা কর।

যে সকল পদার্থকে অনায়াসে জানিতে পারিতেছি, তাহাদিগকে আছে বলিয়া মানা, আস্তিকের লক্ষণ হইতে পারে না, তাহাদিগকে নাস্তিকরাও আছে বলিয়া স্বীকার করে। যে সকল পদার্থ স্থূল দৃষ্টিতে পতিত হয় না, অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র সমূহও যাহাদিগকে দেখাইতে পারে না, তাহাদিগকে দেখিতে

পাওয়াই, তাহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হওয়াই, তাহাদের তত্ত্ব জানাই আস্তিকের লক্ষণ। 'আছে' এইরূপ মতি যাঁহার তিনি 'আস্তিক', আস্তিকের এই প্রকার লক্ষণ অবগত হইয়া মননশীল মানবের মনে স্বতঃ কি উদয় হইয়া থাকে? স্থূল ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ আছে, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা 'আস্তিক' আস্তিকের উক্ত লক্ষণ অবগত হইবার পরে কোন মানুষের মনে কি এই ভাবের উদয় হওয়া কি মানুষোচিত? অথবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা যাহাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, এতাদৃশ পদার্থও সৎ হইতে পারে, এতাদৃশ পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসই আস্তিকতা, এইরূপ ভাবের উদয় হওয়া মানুষোচিত? আমরা স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহাদিগকে আছে বলিয়া জানিতে পারি না, বিশ্বাস করিতে পারি না তাহারা নাই, তাহারা অসৎ, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারাই নাস্তিক, ভগবান্ পাণিনি ও পতঞ্জলিদেব কৃত নাস্তিকের লক্ষণের ইহাই কি প্রকৃত আশয় নহে? যাঁহারা স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহারা কোন কার্য্যের মূল কারণকে জানিবেন কিরূপে? যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না, যাঁহাদের অদৃষ্টে প্রত্যয় নাই, স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় ঈশ্বর নামক পদার্থে তাঁহাদের ঠিক বিশ্বাস হইতে পারে কি? ইহলোকে মানুষ যে প্রকার শুভাশুভ কর্ম্মের ফলস্বরূপ যথাক্রমে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, পরলোকেও সেই প্রকার শুভাশুভ কর্ম্ম বশতঃ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ বিশ্বাস না থাকিলে, মানুষ ঠিক ঈশ্বর বিশ্বাসী হইতে পারেনা, এইরূপ বিশ্বাস যে ব্যক্তির হৃদয়ে স্থান পায় না, সে ব্যক্তির 'ঈশ্বর আছেন' এবম্প্রকার বিশ্বাস দ্বারা কোনই লাভ হয় না। পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে, পরলোকেও শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিতে হয়, এইরূপ ধারণা না থাকিলে, মানুষের পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি নিয়ত ও পাপানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি সদা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। ঈশ্বর আছেন, কেবল এই জ্ঞানই আস্তিক্য জ্ঞান নহে, ঈশ্বরে যদি ভক্তি না হয়, আমরা যে সকল কর্ম্ম করি, ঈশ্বর তাহা জানিতে পারেন, মানুষের দৃষ্টিতে পতিত না হয়, এইরূপ জনশূন্য স্থানে কিংবা অতি গোপনে কর্ম্ম করিলেও, ঈশ্বরের সর্ব্বদর্শি নয়নে তাহা পতিত হইয়া থাকে, ঈশ্বর সব জানিতে পারেন, সব দেখিতে পান, তিনি সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী, এবম্প্রকার বিশ্বাস না থাকিলে, ঈশ্বরের মত আমাকে আর কেহ ভালবাসেন না, এত প্রেম, এত দয়া, আর কাহারও নাই, আর কাহারও থাকিতে পারে না, যেদিকে

দৃষ্টি প্রেরণ করা হয়, সেই দিকেই ঈশ্বরের ন্যায়মূর্ত্তি, ঈশ্বরের অনন্ত করুণার রূপ, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তিমত্তার প্রতিকৃতি জ্ঞান নেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত না হইলে, ঈশ্বর আছেন, কেবল এই জ্ঞান (যাহা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর বিষয়ক কোন জ্ঞানই নহে) কোনরূপ শুভ ফল প্রসব করিতে পারে না, এইরূপ ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানবানের সহিত নাস্তিকের কোন পার্থক্য আছে কি? ঈশ্বর ভূত ও ভৌতিক শক্তি, কিন্তু ভূত ও ভৌতিক শক্তিই ঈশ্বর নহেন; ভূত ও ভৌতিক শক্তি হইতে ঈশ্বর মহত্তর, ঈশ্বর জ্যায়ান্। তিনি ইহাঁদের অন্তর্যামী, ইহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না, জানিতে পারে না, সমুদ্র তরঙ্গ বটে, কারণ যেখানে তরঙ্গ সেইখানেই সমুদ্র বিদ্যমান্, সমুদ্রকে ছাড়িলে তরঙ্গের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, কিন্তু তরঙ্গকে দেখিতে না পাইলেও সমুদ্রের অস্তিত্বের অনুপলব্ধি হয় না, সমুদ্র অসৎ হয় না; তরঙ্গ যেমন বিশাল সমুদ্র বক্ষ হইতে উত্থিত, বিশাল সমুদ্র বক্ষে ধৃত এবং বিশাল সমুদ্র বক্ষেই লীন হইয়া থাকে, সেইরূপ নিখিল ভূত ও ভৌতিক শক্তি সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর হইতে অভিব্যক্ত হয়, সূত্রাত্মা ঈশ্বর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অবস্থান করে, এবং সংহারাত্মক ঈশ্বরেই লীন হয়। ("তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ), ঈশ্বর যাঁহার হৃদয়ে এইভাবে প্রতিবিম্বিত না হন্, "ঈশ্বর আছেন" বলিলেও, তিনি প্রকৃত আস্তিক নহেন। যিনি স্থূলের সূক্ষ্মভাবকে দেখেন না, ব্যাপ্যের ব্যাপক যাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় না, পরিবর্ত্তনশীল বা পরিণামি ভাব সমূহ কোন অপরিবর্ত্তনশীল, অপরিণামিভাবের বক্ষে ধৃত হইয়া অবস্থান করে, বিশুদ্ধ সত্ত্বের হৃদয়ে দণ্ডায়মান হইয়া পরিণামিভাব সমূহ ক্রীড়া করে, অপরিণামিভাব না থাকিলে, পরিণামিভাবকে জানা সম্ভব হয় না, যিনি জ্ঞাতা, তিনিও যদি প্রতিক্ষণ পরিণামী হয়েন, তাহা হইলে কিরূপে, কাহারই বা জ্ঞান হইবে? যিনি তাহা চিন্তা করেন না, অতীত ও অনাগত স্বরূপতঃ সৎ, যিনি ইহা অনুভব করিতে অসমর্থ অতএব যিনি পরলোকে বিশ্বাসবান্ নহেন, অতীন্দ্রিয় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন যাঁহার জ্ঞানে অসঙ্কোচিত, তিনি কখনও আস্তিক পদবাচ্য হইতে পারেন না, 'ঈশ্বর আছেন' এই কথা মুখে বলিলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার যথার্থ জ্ঞান নাই। যাঁহার পরলোকে বিশ্বাস নাই তিনি বস্তুতঃ নাস্তিক, আপনাকে বৈজ্ঞানিক মনে করিলেও, আপনাকে দার্শনিক বলিয়া অভিমান করিলেও, তিনি যথার্থ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক নহেন। আত্মজ্ঞান বিহীন স্থূলের সূক্ষ্মকে দেখিতে অক্ষম, অবিদ্যার প্রেরণায় দেখিতে অনভিলাষী,

এতাদৃশ পুরুষ কখন যথার্থ বিজ্ঞানবিৎ বা দার্শনিক হইতে পারেন না। এখন ধ্যান করিয়া অবগত হও, যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ নহেন, যাঁহারা অতীন্দ্রিয় পদার্থকে অতীত ও অনাগতকে স্বরূপতঃ সৎ বলিয়া বুঝিতে অপারগ, অতএব যাঁহারা প্রাণের প্রাণকে, মনের মনকে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞানকে, দর্শনের দর্শনকে, সত্যের সত্যকে দেখিতে অক্ষম, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ দেখিবার যোগ্য কি না? যাঁহারা এই বৈষম্যময় সংসারে বৈষম্যের কারণ কি, তাহা অবধারণ করিতে পারেন না, যাঁহারা অনাদি কর্ম্ম তত্ত্বের স্বরূপ জানিতে পারেন না, জানিতে চাননা, তাঁহারা কি ঈশ্বর কাহাকেও সুখী এবং কাহাকেও দুঃখী করিয়াছেন কেন, কাহাকেও বিদ্বান্ এবং কাহাকেও মূর্খ করিয়াছেন কেন, কাহাকেও নাস্তিক এবং কাহাকেও আস্তিক করিয়াছেন কেন, ঈশ্বর যদি দয়াময় হইতেন, তাহা হইলে, তিনি জগৎকে সুখময় করিতেন, তাহা হইলে, সংসার সমর ক্ষেত্রের ন্যায় অশান্তির লীলাভূমি হইত না, তাহা হইলে প্রত্যেক জীব প্রত্যেক জীবকে সংহার বা অভিভব পূর্ব্বক স্ব স্ব সুখ সম্বর্দ্ধনের, আহার সংগ্রহের চেষ্টা করিত না, তাহা হইলে কোন জীব অকালে কাল কবলে পতিত হইত না, যিনি জীবকে এত কষ্ট দেন, তাঁহাকে মঙ্গলময় বলা যাইবে কিরূপে? যদি বল ঈশ্বর প্রাকৃতিক স্রোতকে বাধা দিতে পারেন না, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, অঙ্গীকার করিতে হইবে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন, যিনি ইহা পারেন, উহা পারেন না, তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিব কেন? যিনি কাহারও অধীন, তাঁহার প্রভুতাকে সর্ব্বতোমুখী বলা যাইবে কিরূপে? হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি বিদ্বান ধীমান নাস্তিকদিগের এইরূপ তর্ক শরজালকে ছেদন পূর্ব্বক ঈশ্বরের সত্তাকে অক্ষত রাখিতে পারেন? তাঁহারা কি বুঝাইতে পারেন, ঈশ্বর জগৎকে বৈষম্যময় করেন বলিয়া ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় না, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বাধিত হয় না, জগৎকে দুঃখের সীমান্ত করিয়া সৃষ্টি করাতে ঈশ্বরের নির্দ্দয়তা সপ্রমাণ হয় না, তাঁহার দয়াময় নামকে, তাঁহার 'প্রেমময়' নামকে, তাঁহার 'ক্ষমাধার' নামকে, তাঁহার 'বাৎসল্য পারাবার' নামকে কাটিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয় না? পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে কি, ঈশ্বরে পরানুরক্তি বা ভক্তি হইতে পারে? জীবিতাবস্থাতেও আমি তোমার সর্ব্বাধার হৃদয়ে ধৃত হইয়া আছি, এই দেহের পতনের পরও আমি তোমাতেই থাকিব, তুমি আমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না, পাপী ব'লে, মূর্খ ব'লে, দরিদ্র ব'লে, শক্তি হীন ব'লে, অকিঞ্চন ব'লে, আর সবাই আমাকে ত্যাগ করিয়াছে,

করিতেছে, করিবে, কিন্তু হে সর্ব্বভূতের সনাতন আশ্রয়! হে সুখে. দুঃখে, বিপদে, সম্পদে আমার একমাত্র অবিচালি আলম্বন! তুমি আমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না, তুমি অকিঞ্চনের পরম সুহৃৎ, তুমি শরণাগতের নিত্য আশ্রয়, তোমাকে যাহাতে না ভুলি এই হেতু, 'তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই এই সত্য জানাইবার নিমিত্ত আমি তোমার বলিয়া যাহাতে আমি তোমার শরণাগত হইতে পারি এই উদ্দেশ্যে প্রকৃত সুখ বিধাতাকে প্রকৃত দুঃখহর্ত্তাকে তাহা বুঝাইবার জন্য, অমৃতস্বরূপ! তোমাকে ভুলিয়াছি বলিয়া এই মৃত্যু সাগরে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছি, ইহা আমাকে মনে করিয়া দিবার নিমিত্তই, তুমি বিবিধ চেষ্টা কর, আমি অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে নিষ্ঠুর মনে করি, তোমার জগতে ঢাকা রূপের অন্তরে তোমার সদানন্দময় রূপ, তোমার প্রেমময় রূপ, তোমার অনন্তজ্ঞানময় রূপ, তোমার অনন্তশক্তিময় রূপ, তোমার যে রূপ দেখিবার নিমিত্ত মন সদা চঞ্চল, তোমার সেই প্রাণারাম রূপ আমি দেখিতে পাই না, দেখিতে চাই না, পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে কি কাহার মনে এইরূপ ভাবের, এইরূপ বুদ্ধির উদয় হয়? এইরূপ বুদ্ধির উদয় না হইলে কি কাহার ভগবানে অচলা প্রীতি হইতে পারে? পরানুরক্তি হইতে পারে? অতএব ভাবিয়া দেখ যিনি পরলোকে বিশ্বাসবান্, তিনিই প্রকৃত আস্তিক কি না? তিনিই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কি না? তিনিই যথার্থ দার্শনিক কি না? তিনিই যথার্থ ভক্ত কি না? আর ভাবিয়া দেখ যাঁহারা আস্তিক ও নাস্তিকের এই সর্ব্ব-দোষ বিমুক্ত এই সর্ব্ব সম্পূর্ণ, এই পরমহিতকর লক্ষণ বলিয়া দিয়াছেন, কৃতজ্ঞ-হৃদয় জগৎ তাঁহাদের কাছে কত ঋণী।

শিবপুরাণে উক্ত হইয়াছে, আস্তিক্যই সদাচারের মূলকারণ, আস্তিক ব্যক্তি যদি প্রমাদাদিবশতঃ সদাচার হইতে বিচ্যুত হয়েন, তথাপি তিনি চিরদূষিত হন না, আস্তিকতা তাঁহাকে বিমল করিয়া লয়, অতএব আস্তিক হওয়া, আত্মকল্যাণার্থীর প্রধান কর্ত্তব্য। সুকৃতি (পুণ্যকর্ম্ম) বশতঃ যে প্রকার ইহলোকে সুখ-প্রাপ্তি এবং দুষ্কৃতি নিবন্ধন দুঃখভোগ করিতে হয়, সেইপ্রকার পরলোকেও সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল স্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়।* শাণ্ডিল্যোপনিষৎ

---

* "সদাচারস্য তস্যাহুরাস্তিক্যং মূলকারণম্। আস্তিকশ্চেৎ প্রমাদাদ্যৈঃ সদাচারাদপিচ্যুতঃ। ন দুষ্যতি নরো নিত্যং তস্মাদাস্তিকতাং ব্রজেৎ॥ যথেহাস্তি সুখং দুঃখং সুকৃতৈর্দুষ্কৃতৈরপি। তথাপরত্র চাস্তীতি মতি রাস্তিক্যমুচ্যতে॥"—শিবপুরাণ।

বলিয়াছেন, বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মে বিশ্বাসের নাম আস্তিক্য। যাঁহার পরলোকে বিশ্বাস নাই, তাঁহার বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মে বিশ্বাস হইতে পারেনা। কঠোপনিষৎ ও পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবিহীনকেই নাস্তিক বলিয়াছেন। † ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে "বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া কি হইবে? এতদ্দ্বারা কি লাভ হইতে পারে? যাঁহাদের এইরূপ প্রেপ্সা---এইরূপ মতি বা উৎপ্রেক্ষা, এই লোকই একমাত্র লোক এতদ্ব্যতীত অন্য লোক নাই, যাঁহারা এবম্প্রকার প্রমাদশীল, বিষয় সুখ ভোগভিন্ন যাঁহাদের আর কিছু কর্ত্তব্য আছে বলিয়া বিবেচিত হয় না, যাঁহারা নীহার সদৃশ অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন, যে কোন উপায়ে হোক্ ঐহিক সুখ-ভোগ যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য, যাঁহারা কখন পরমেশ্বরের তত্ত্ববিচার করেন না, তাঁহারা কখনও অহংপ্রত্যয়গম্য জীবাত্মার অন্তবর্ত্তী, অন্তর্যামী পরমাত্মাকে জানিতে পারেন না, ইহারাই 'নাস্তিক,' ইহারাই অনার্য্য। ‡

শুক্রনীতিসারে উক্ত হইয়াছে 'যুক্তি যে গ্রন্থের বলীয়সী, সকল বস্তু স্বাভাবসিদ্ধ, ঈশ্বর কাহারও কর্ত্তা নহেন, বেদ অকিঞ্চিৎকর যে গ্রন্থের এইরূপ ব্যবস্থা', তাহা নাস্তিক গ্রন্থ। বুঝিতে পারিবে, যাহারা আপ্তোপদেশের প্রামাণ্য হইতে যুক্তির প্রামাণ্যকেই সমাদর করেন, আপ্তোপদেশ যাঁহাদের সমীপে—প্রামাণিক রূপে বিবেচিত হয়না, যাঁহারা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না, যাঁহারা বেদকে স্বতঃ-

---

† "আস্তিক্যং নাম বেদোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মেষু বিশ্বাসঃ।"—শাণ্ডিল্যোপনিষৎ।

"ন সাম্পরায় প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতেসে॥"—

কঠোপনিষৎ

‡ "কিং তে কৃণ্বন্তিকীকটেষুগাবো নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তিধর্ম্ম। আনোভর-প্রমগন্দস্য বেদোনৈচাশাখং মঘবন্রন্ধয়ানঃ॥"---

ঋগ্বেদসংহিতা ৩।৩।২১।

"কিং কৃতাঃ, কিং ক্রিয়াভিরিতি প্রেপ্সা বা। *** প্রমদকো বা যোহয়মেবাস্তি লোকে ন পর ইতি প্রেপ্সুঃ।"—নিরুক্ত-নৈগমকাণ্ড।

"যথা প্রমদকঃ---প্রমাদশীলঃ—অয়মেবৈকোলোকোহস্তি ন পরঃ ইতি প্রেপ্সু—নাস্তিক।"---নিরুক্তভাষ্য।

"ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভুব। নীহারেণপ্রাবৃতাজল্প্যা-চাস্তৃপ উক্থ শাসশ্চরন্তি॥"—

ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১০।৬।৮২

প্রমাণ বলিয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মান্য করেন না, শুক্রাচার্য্যের মতে তাঁহারা নাস্তিক। *

জিজ্ঞাসু—"যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ তাঁহারা আস্তিক, এবং যাঁহারা পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ নহেন, তাহারা নাস্তিক," ভগবান্ পাণিনি ও পতঞ্জলিদেবকৃত 'আস্তিক' ও 'নাস্তিকের' এই লক্ষণ যে বিমল, সর্ব্বদোষ বিমুক্ত, এই লক্ষণ যে পূর্ণ, তাহা বুঝিতে পারিলাম, কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু যাঁহারা বেদকে স্বতঃ প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না, বেদকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলা হইয়াছে কেন, তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—বেদের স্বরূপ জানা থাকিলে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইত না, যথা সময়ে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তবে এস্থলে এইমাত্র বলিয়া রাখিতেছি, ইহা সাম্প্রদায়িক ভাবপ্রসূত উক্তি নহে, 'যাহা সত্য, তাহা বেদ,' বেদের কৃপায় বেদজ্ঞ, বেদনিষ্ঠ, যোগবিৎ ঋষিরা বেদকে এই দৃষ্টিতে দেখিতেন, অতএব ইহা সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বারা সংকীর্ণ হৃদয়ের কথা নহে।

[আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপপ্রণেতা শ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ কর্তৃক লিখিত]

সদাশিবঃ শরণং ॥

নমো গণেশায়।

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ ॥

প্রেতিপরায়ণ শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

প্রার্থনাতত্ত্ব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনা দ্বারা সকল অভাব দূরীভূত হয়,
সর্ব্বক্লেশ বিনষ্ট হয়, মানুষ কৃতকৃত্য হয়, পূর্ণ হয়,
ক্রমবিকাশবাদ (Evolution theory)
প্রার্থনাতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করেন।

জিজ্ঞাসু—"কর্ম্মমাত্রেই সংকল্পপূর্ব্বক, এই সত্যের যথার্থভাবে অনুভব হইলে, প্রার্থনা যে কর্ম্মমাত্রের আদ্যাবস্থা, কর্ম্মমাত্রেই যে প্রার্থনাপূর্ব্বক, তাহা স্বীকার

---

* যুক্তির্বলীয়সী যত্র সর্ব্বং স্বাভাবিকং মতম্। কস্যাপি নেশ্বরঃ কর্ত্তা ন বেদো নাস্তিকং হি তৎ ॥"—

শুক্রনীতিসার।

করিতেই হইবে," আমি যতই আপনার এই কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহের চেষ্টা করিতেছি, ততই অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতেছি, 'প্রার্থনা' শব্দের গর্ভে যে এত তত্ত্ব লুক্কায়িত ছিল, পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারি নাই। এখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি, যে কোন জাগতিক পদার্থকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতেছি, সেই দিকেই যেন প্রার্থনার রূপই দেখিতে পাইতেছি, মনে হইতেছে, সেই জাগতিক পদার্থই যেন প্রার্থনা করিতেছে। কর্ম্মশীল স্থাবর বা জঙ্গম কোন পদার্থই প্রার্থনা শূন্য হইয়া অবস্থান করে না। যাহার ঈপ্সিততম সমধিগত হয় নাই, সে কর্ম্ম করিবেই; যে কর্ম্ম করিবে, সে প্রার্থনা করিবেই, কারণ কর্ম্মমাত্রেই প্রার্থনা পূর্ব্বক। যে যাহা পাইয়াছে, তাহা পাইয়া, আমি যাহা পাইতে চাই, ইহা তাহা নহে, এইরূপ বুদ্ধির উদয় না হইলে, সে তাহাকে ছাড়িয়া, অন্য পদার্থকে পাইবার চেষ্টা করিবে কেন? যে যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থা তাহার পরম প্রীতিপ্রদ, সুতরাং ঈপ্সিততম অবস্থা নহে, এইরূপ জ্ঞান না হইলে, সে বর্ত্তমান অবস্থা ত্যাগপূর্ব্বক অন্য অবস্থা পাইবার নিমিত্ত অস্থির হইবে কেন? সংসার অবিরাম এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় গমন করিতেছে, একভাব ত্যাগ করিয়া অন্যভাব গ্রহণ করিতেছে, অতএব সংসারের স্বরূপ চিন্তা করিলে, প্রার্থনার রূপই যেন নয়নে পতিত হয়. বুঝিতে পারা যায়, উন্নত হইবার ইচ্ছা, পূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা (প্রকৃষ্ট অর্থনা) ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

বক্তা—ক্রমবিকাশকে (Evolution) যাঁহারা উন্নতির (Progress) পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করেন, তাঁহারা যখন প্রার্থনার প্রকৃতরূপ দেখিবেন, তখন নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, প্রার্থনাই উন্নতির মূলকারণ, প্রার্থনাই ক্রমবিকাশের নিদান। কেবল ইহাই নহে, বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনাই সকলের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন করে, বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনাই সর্ব্বসিদ্ধির হেতু। ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতিবাদ, প্রার্থনাতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করেন, বা করিবার চেষ্টা করেন। তবে ক্রমবিকাশবাদীরা একথা স্বীকার করেন না। আপনারা কি প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, ইহা স্বীকার করেন? আপনারা কি প্রার্থনাতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করেন? কোন নবীন ক্রমবিকাশবাদীকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, আমি অপমানিত হইলাম, তিনি ইহাই মনে করিবেন, এইরূপ প্রশ্নকারীর উপরি বিরক্ত হইবেন।

জিজ্ঞাসু—প্রার্থনা দ্বারা সর্ব্বদুঃখ নিবারিত হয়, মানুষ কৃতকৃত্য হয়, ইহা অতিমাত্র প্রলোভন বাক্য, বিধিপূর্ব্ব প্রাথনাই উন্নতি প্রার্থীকে তাহার আকাঙ্ক্ষিত অবস্থাতে আনয়ন করে, বিধি পূর্ব্বক প্রার্থনাই সকলের সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন

করে, বিধি পূর্ব্বক প্রার্থনাই সর্ব্বসিদ্ধির হেতু, আহা কি মনোহর কথা!!! কি হিত ও হৃদয়রমণ কথা!!! বিধি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেই, অভাব বিশিষ্টের সকল অভাব দূর হইবে? বিধি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেই, যাহা ঈপ্সিত তাহা পাওয়া যাইবে, বিধি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেই, দারিদ্র্য দহনে দহ্যমানের দারিদ্র্য জ্বালা প্রশমিত হইবে? বিধি পূর্ব্বক প্রার্থনা, পাপমলীমসকে নিষ্পাপ করে? রোগার্ত্তকে রোগ মুক্ত করে? বিধি পূর্ব্বক প্রার্থনা মূর্খকে বিদ্বান্ করিতে, অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করিতে, কুষ্ঠ রোগাক্রান্তকে স্বর্ণ বর্ণ সম কান্তি যুক্ত করিতে সমর্থ? বিধি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে, ভূকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, ঘূর্ণিবাত, মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নিবারিত হয়? বিধি পূর্ব্বক প্রার্থনা দ্বারা কি তাহা হইলে অবশ্য ভোক্তব্য বর্ত্তমান প্রারব্ধেরও ক্ষয় হয়? বিধি পূর্ব্বক প্রার্থনা দ্বারা কি পতিত উত্থিত হইতে পারে? পরাধীন, স্বাধীন হইতে পারে? বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনা দ্বারা কি বৈদিক আর্য্য বংশে সম্ভূত, ভাগ্যদোষে বিকৃত-মস্তিষ্ক, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের স্বভাবে পুনরাবর্ত্তন সম্ভব হইতে পারে? আহা বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনা দ্বারা বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত হয়? সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়? তাহা কি বস্তুতঃ হইতে পারে?

বক্তা—তুমি কি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিবে?

বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনা দ্বারা যে সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত হয়, জিজ্ঞাসু অদ্যাপি পূর্ণভাবে তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

জিজ্ঞাসু—আজ্ঞে, তাহা যদি ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি, কোন দুঃখ থাকিত? তাহা হইলে কি, বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারিতাম? প্রার্থনার কার্য্য কারিতাতে যে একেবারে বিশ্বাস নাই, তাহা নহে, কিন্তু প্রার্থনা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত হয়, প্রার্থনা দ্বারা নিখিল ঈপ্সিত পদার্থ সমধিগত হয়, তাহা অদ্যাপি পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। প্রার্থনা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত হয়, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ নিবারিত হয়, আজিও তাহা সম্ভব বলিয়াই মনে হয় নাই। স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায়, পরেচ্ছায় প্রার্থনা করি নাই, এমন দিন কাটিয়াছে, তাহা ত মনে হয় না, কিন্তু প্রার্থনার আপনি যে রূপ দেখাইতেছেন, ইতঃপূর্ব্বে প্রার্থনার সে রূপ কখন দেখি নাই, প্রার্থনা করিলে, সকল অভাব দূরীভূত হয়, ইতঃপূর্ব্বে কাহারও মুখ হইতে বোধ হয়, তাহা শুনি নাই, শুনিলেও, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

বক্তা—প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে, প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি কি, সকল সময়ে ইহা বিশ্বাস করিতে পার?

জিজ্ঞাসু—আপনার এই প্রশ্নের একান্ত উত্তর দিতে আমি অক্ষম। প্রার্থনার কার্য্যকারিতাতে ঠিক বিশ্বাস আছে, তাহাও বলিতে পারিনা, আবার প্রার্থনা দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় না, আমি একথাও নিশ্চয় পূর্ব্বক বলিতে অপারগ। প্রার্থনা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত হয়, মানুষ যাহা চায়, প্রার্থনা দ্বারা তাহা পাইয়া থাকে, যদি আমার এইরূপ বিশ্বাস স্থির হইত, তাহা হইলে, "বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে, সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত হয়," 'সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনষ্ট হয়,' আপনার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি বিস্মিত হইতাম না তাহা হইলে, ইহা কি সম্ভব? আমার মনে এইরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইত না।

বক্তা—"প্রার্থনা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত হয়," "মানুষ যাহা চায়, বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনা দ্বারা তাহা পাইয়া থাকে," আমার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হইতেছে? কোন্ কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে?

"প্রার্থনা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত হয়," "মানুষ যাহা চায় বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনা দ্বারা তাহা পাইয়া থাকে" এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসুর যাহা মনে হইয়াছে, যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—'প্রার্থনা' শব্দের যে অর্থ অবগত হইয়াছি, তাহাতে বিশ্বাস হইয়াছে, প্রার্থনা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আত্মাবস্থা, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মই প্রার্থনা মূলক। কিন্তু প্রার্থনা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন হয়, বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনা দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবারিত হইয়া থাকে, আমি এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা এখন ও যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, অনেক সময় তাহা বিশ্বাস করি', কিন্তু প্রার্থনা করিলে, কেন প্রার্থিত বস্তু পাইব, তাহা স্থির করিতে পারিনা, প্রার্থনা করিলে, কেন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রার্থনা করিয়া ফল পাইয়াছি, আবার প্রার্থনা করিয়া কোন ফল পাই নাই, অরণ্যে রোদনের ন্যায় প্রার্থনা বিফল হইয়াছে, ভগবান্ আমার প্রার্থনা শ্রবণ করেন নাই, অথবা শুনিয়াছেন, উত্তর দেন নাই, আমার জবীনে এই দ্বিবিধ ঘটনাই ঘটিয়াছে।

বক্তা—তাহা হইলে, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, তুমি নিশ্চয় পূর্ব্বক

তাহা বলিতে পার না, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ে তুমি অদ্যাপি নিরস্ত সংশয় হইতে পার নাই।

প্রার্থনার কার্য্যকরিতা বিষয়ে, অদ্যাপি বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই, তাহা হইলে প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে কি না এইরূপ সংশয় হইত না।

জিজ্ঞাসু—আমার এখন মনে হইতেছে, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, আমার এইরূপ বিশ্বাস অদ্যাপি দৃঢ়ভূমিক হয় নাই। প্রার্থনা করিলে যে প্রার্থিত পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার কারণ কি, যাবৎ তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিব, তাবৎ প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ভূমিক হইবে না।

বক্তা—প্রার্থনা করিয়া যখন ফল পাইয়াছ, তখন কি মনে হইয়াছে? প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, তখন কি এইরূপ বিশ্বাস হয় নাই?

জিজ্ঞাসু—প্রার্থনা করিয়া যখন ফল পাইয়াছি, তখন প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে বলিতে হইবে, কিন্তু এইরূপ বিশ্বাস যে দৃঢ়ভূমিক নহে, তাহাও ঠিক, দৃঢ়ভূমিক হইলে, প্রার্থনার কার্য্য কারিতা সম্বন্ধে কখন সংশয় হইত না।

বক্তা—কর্ম্ম করিলে ফল পাওয়া যায়, তুমি ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস কর?

জিজ্ঞাসু—কর্ম্ম করিলে, ফল পাওয়া যায়, ইহা বিশ্বাস না করিলে, এই কর্ম্মভূমিতে থাকিতে পারিতাম কি? অকর্ম্মকৃৎ হইয়া সংসারে ক্ষণকাল ও কি কেহ থাকিতে পারে?

বক্তা—কর্ম্ম করিলে ফল পাওয়া যায়, কর্ম্ম করিয়া ফল পাইয়াছ বলিয়া কি, তোমার এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—কর্ম্ম করিলে, ফল পাওয়া যায়, এইরূপ বিশ্বাস জীবের স্বভাবজ, জীব অনাদিকাল হইতে এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়া আসিতেছে।

বক্তা—কর্ম্ম করিলে যে ফল পাওয়া যায় তাহার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু—কর্ম্মের নিষ্পন্নাবস্থার নাম ফল।

প্রার্থনা কর্ম্মের আদ্যাবস্থা ফল উহার নিষ্পন্নাবস্থা।

বক্তা—কর্ম্মের নিষ্পন্নাবস্থাই যেমন 'ফল' এই নামে উক্ত হয়, তেমনি কর্ম্মের আদ্যাবস্থা প্রার্থনা এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রার্থনা ও ফল ইহারা এক কর্ম্মেরই যথাক্রমে আদ্য ও অন্ত্য অবস্থা।

জিজ্ঞাসু—একথা বেশ বুঝিতে পারিলাম, বীজ ও শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ

এই দুইটী ভাবকে দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করিলে, বুঝিতে পারা যায়, বীজ বৃক্ষের—বৃক্ষাকারে পরিণত, বৃক্ষাকারে নিষ্পন্ন শক্তির আদ্যাবস্থা, এই আদ্যাবস্থা যখন ক্রমশঃ অন্ত্য বা নিষ্পন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা বৃক্ষ এই নামে বৃক্ষ এইরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।

বক্তা—যে শক্তি যে ভাবে ক্রিয়া করিলে, যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে শক্তির যাহা ফল বা নিষ্পন্ন অবস্থা, তাহা স্থির আছে।

জিজ্ঞাসু—আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে, আপনার এই সকল কথা শুনিয়া, আমার অতিমাত্র আনন্দ হইতেছে, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে এইবার প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

বক্তা—প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যাহা বলা উচিত, প্রার্থনার কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধে যে ভাবে যাহা বলিলে তোমার কিছু উপকার হইতে পারে, আমার মনে হয়, সে ভাবে কিছু বলিতে যাইলে, তোমার ভাল লাগিবেনা, তোমার ধৈর্য্য থাকিবে না। বর্ত্তমান সময়ে, বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষে প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস হইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাদৃশ মানুষ দেখিয়াছি, এখন তাদৃশ মানুষ আর দেখিতে পাই না। অন্যে যাহাই বলুন, যাহাই ভাবুন, আমার স্থির বিশ্বাস, শাস্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য, আমাদের ক্রমশঃ অধঃপতন হইতেছে, আমরা সর্ব্ববিষয়ে অবনতির অভিমুখেই তীব্র বেগে প্রধাবমান হইতেছি। ব্রহ্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যুগান্তে কেহ অকবি (অপণ্ডিত) থাকিবে না, সকলেই শাস্ত্রের প্রবক্তা হইবে, জ্ঞান বৃদ্ধের সেবা না করিয়া, জ্ঞান বৃদ্ধের সকাশ হইতে জ্ঞান লাভ না করিয়া, সকলেই সর্ব্বজ্ঞ (সবজান্তা) হইবে, পণ্ডিত-মন্য হইয়া বেদ-শাস্ত্রের নিন্দা করিবে, বেদ শাস্ত্রকে অপ্রমাণ করিবে, এ যুগে প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণেরই সমাদর হইবে,আপ্তোপদেশ প্রমাণকে অল্প লোকই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবে ;শূদ্র ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবে, আচার্য্য হইবে, ব্রাহ্মণ অন্তেবাসী হইবে। রাজা স্বধর্ম্ম (প্রজাপালনাদি) পরিত্যাগ করিবেন, ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্যবৎ (বণিক বৃত্তি) হইবেন, যাঁহার ধন আছে, তিনিই আদৃত হইবেন, সাধুদিগের আচরণ অপূজিত—অনাদৃত হইবে। * কূর্ম্ম ও মৎস্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে,

* "ন কশ্চিদকবির্নাম যুগান্তে সমুপস্থিতে। * * * অপ্রমাণং করিষ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥ শাস্ত্রোক্তস্য প্রবক্তারো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। সর্বঃ সর্বং বিজানাতি বৃদ্ধানমুপসেব্যবৈ॥ ধনানি শ্লাঘনীয়ানি সতাং বৃত্তমপূজিতম্। সন্দিগ্ধঃ পরলোকশ্চ ভবিষ্যতি যুগক্ষয়ে॥ বৈশ্যা ইব চ রাজন্যা ধনধান্যোপজীবিনঃ। অক্ষত্রিয়াশ্চ রাজানো বিপ্রা শূদ্রোপজীবিনঃ॥ শূদ্রাশ্চ ব্রহ্মণাচারা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে। প্রত্যক্ষমনুমানং চ প্রমাণমিতি নিশ্চিতাঃ। অপ্রমাণং চ করিষ্যন্তি সর্বমিত্যপরে জনাঃ॥" ব্রহ্মপুরাণ

কলিযুগেই প্রমারক রোগ সমূহের আবির্ভাব হইবে, এই যুগেই ক্ষুদ্ভয়ের বা দুর্ভিক্ষের নিয়ত আবর্ত্তন হইয়া থাকে, কলিযুগেই ঘোর অনাবৃষ্টি হয়, দেশ সকলের বিপর্য্যয় হয় (কলৌ প্রমারকো রোগঃ সততঃ ক্ষুদ্ভয়ং তথা। অনাবৃষ্টিভয়ং ঘোরং দেশানাঞ্চ বিপর্য্যয়ঃ ॥"—কূর্ম্মপুরাণ)। মহাভারতের বনপর্ব্বস্থ হনুমদ্ভীমসেনের সংবাদ পাঠ করিলেও এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। চরক সংহিতার বিমান স্থানে উক্ত হইয়াছে, অধর্ম্মই রোগ সমূহের আত্মাবির্ভাবের কারণ, অধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন কারণ হইতে অশুভের উৎপত্তি হয় না। ত্রেতাযুগে চতুষ্পাৎ ধর্ম্মের ক্রমশঃ একপাদ হীন হয়, ধর্ম্মের একপাদ হ্রাস হইলে, পৃথিব্যাদিভূত নিচয়ের গুণ সমূহেরও একপাদ হ্রাস হইয়া থাকে, এবং এই নিমিত্ত শস্যাদির স্নেহ, বৈমল্য, রস, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাব গুণের একপাদ অন্তর্হিত বা প্রণষ্ট হয়। এইরূপ ক্ষীণ বা প্রণষ্টগুণপাদ আহার-বিহার যোগে শরীরের যথাপূর্ব্ব উপষ্টম্ভন—ধাতু-সাম্য দ্বারা যথাপূর্ব্ব পোষণ—ক্ষতিপূরণ দ্বারা সাম্য সংরক্ষণ (Recompense for the losses it sustains by furnishing nutritive material) হয় না, হীয়মান গুণপাদাদি আহার-বিহার দ্বারা অযথা পূর্ব্ব উপষ্টভ্যমান, অগ্নি-বায়ু প্রভৃতির ব্যতিক্রম দূষিত শরীর প্রথমে জ্বরাদি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে, এবং এই নিমিত্ত প্রাণিদিগের আয়ুঃ (Duration of Life) ক্রমশঃ হ্রাস হয়। *

জিজ্ঞাসু—অধর্ম্মই যে ভারতবর্ষের এই দুরবস্থার মূল তাহা অনেকবার শুনিয়াছি, কিন্তু জানিতে ইচ্ছা হয়, চরক সংহিতা যে অধর্ম্মকে দেশ প্রধ্বংস হেতু প্রমারক রোগের মূল কারণ বলিয়াছেন, সেই অধর্ম্ম নামক পদার্থের স্বরূপ কি ?

বক্তা—অধর্ম্ম বলিতে আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা শুনিয়া তোমার কি ভাল লাগিবে ?

জিজ্ঞাসু—যদি কাহার কথা ভাল লাগে, তবে বেদ-শাস্ত্রের কথা বা আপনার কথাই (বেদ-শাস্ত্রের কথা ও আপনার কথা আমার দৃষ্টিতে অভিন্ন) ভাল লাগে।

---

* তত স্ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদোঽন্তর্দ্ধানমগমৎ। তস্যান্তর্দ্ধানাৎ পৃথিব্যাদীনাং গুণপাদ প্রণাশোঽভূৎ। তৎপ্রণাশকৃতশ্চ শস্যানাং স্নেহ বৈমল্যরসবীর্য্যবিপাক-প্রভাবগুণপাদভ্রংশঃ ততস্তানি প্রজা শরীরাণি হীয়মানগুণপাদৈশ্চাহার বিহারৈর—যথা পূর্ব্বমপষ্টভ্যমানান্যগ্নিমারুত পরীতানি প্রাগ্ ব্যাধি জ্বরাদিভিরাক্রান্তান্যতঃ প্রাণিনো হ্রাসমবাপুরায়ুষঃ ক্রমশ ইতি।

বক্তা—অধর্ম্ম বলিতে আমি বেদ-শাস্ত্র নিষিদ্ধ মার্গের অনুসরণকে বুঝিয়া থাকি। বৈদিক আর্য্যজাতি সম্ভূত পুরুষগণ প্রায়শঃ আর শাস্ত্র-শাসনানুসারে চলিতে চান না, শাস্ত্র-শাসনানুসারে চলিবার শক্তিও ইঁহাদের আর নাই। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে পারেন, এইরূপ আচার্য্যেরও এখন অভাব হইয়াছে। অপত্যোৎপাদন, আহার, আচার, সংস্কার (উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি) ইত্যাদির কোনটীই এখন আর যথাশাস্ত্র হয় না। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীও সর্ব্বথা হিতকারী বলিয়া মনে হয় না। সত্ত্বগুণের হ্রাস বশতঃ ভারতবর্ষীয় দিগের চিত্তের সাত্ত্বিক বৃত্তি সমূহের ভাল স্ফুরণ হয় না; ইহাদের সংযম বা নিরোধ শক্তির (self restraint) ক্ষীণ হইয়াছে, নিরোধ শক্তিই মানুষকে মানুষ করিয়াছে, ইহার বৃদ্ধিতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ ও ইহার হ্রাসে মনুষ্যত্বের হ্রাস হইয়া থাকে। ভারত-বর্ষীয়েরা যে এখন জ্ঞানের অনুশীলন করিতে ভাল বাসে না, বিজ্ঞানের চর্চায় প্রীতি অনুভব করেনা, ভক্তির প্রকৃত সন্দর্শন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে পারগ হয় না, যোগানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতে সমর্থ হয় না, নিরোধ শক্তির হ্রাসই তাহার কারণ। নিরোধ শক্তির হ্রাসই অধর্ম্ম। বৈজ্ঞানিক ধীমান্ ডাক্তার বীল অনেকতঃ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশও যে, এই রোগে আক্রান্ত হইতেছে, দূরদর্শী বীলের বচন হইতে তাহা সপ্রমাণ হয়। †

জিজ্ঞাসু—অন্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ যে অত্যন্ত অবনত হইয়াছে, তাহা অনেককেই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা এক্ষণে উন্নতির অভিমুখে গমন করিতেছি, যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে

যুগে যুগে ধর্ম্মপাদঃ ক্রমেণানেন হীয়তে। গুণপাদশ্চভূতানামেবং লোক প্রলীয়তে॥"—বিমান স্থান—চরকসংহিতা।

† বীলের (L. S. Beale M. B.) Our Morality নামক গ্রন্থের ৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত "Discarding then the doctrine of evolution in its assumed application to morals, it will be found that whether we look from a religious a purely philosophical or a scientific or rational stand point, the acquirement of self restraint is the beginning and end of all true human endeavour in the interests of humanity * * * ইত্যাদি বচন সমূহ স্মরণ করিও।

পারিনা। আমার বিশ্বাস আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নতি হইতেছে না।

বক্তা—যাক্ এ সকল কথা, এখন প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর।

জিজ্ঞাসু—একটা কথা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, এখন জিজ্ঞাসা করিব কি?

বক্তা—কি জানিতে ইচ্ছা হইতেছে বল।

জিজ্ঞাসু—ভারতবর্ষই যে বিশেষতঃ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, ভারতেরই যে মলিন দশা বিশেষতঃ প্রকটিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? কলিযুগ কি ভারতবর্ষের জন্য? অন্য দেশের জন্য নহে? কলিযুগ অন্যান্য দেশে তেমন প্রভাব বিস্তার করিতেছেন না, ইহার কারণ কি?

বক্তা—তোমার প্রশ্ন অতীব সারগর্ভ, অতীব প্রয়োজনীয়, কিন্তু অল্প কথায় ইহার মীমাংসা করা অসম্ভব। নবীন ক্রম-বিকাশবাদীদিগের সিদ্ধান্ত উন্নতিই প্রাকৃতিক নিয়ম। বেদ-ও-শাস্ত্র পাঠ করিলে এবং পক্ষপাত বিরহিত হৃদয় হইয়া ধ্যান করিলে, উপলব্ধি হইবে, ক্রমোন্নতি এবং ক্রমাবনতি এই দুইটীই প্রাকৃতিক নিয়ম। কেবল ক্রমোন্নতিই প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে পারে না। 'ভোগভূমি' ও 'কর্ম্মভূমি' এই দ্বিবিধ ভূমির কথা বোধ হয়, তুমি শুনিয়াছ। ভারতবর্ষ কর্ম্ম-ভূমি। কর্ম্ম ভূমিতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি অসাধারণ ধর্ম্মের জন্ম, স্থিত্যাদি ষড়্‌ভাব-বিকার হইয়া থাকে, ভোগ ভূমিতে বর্ণাশ্রমাদি অসাধারণ ধর্ম্মের বিকাশ হয় না। ক্রমোন্নতি ভোগভূমির এবং ক্রমাবনতি কর্ম্মভূমির স্বভাব। কর্ম্মভূমিতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, যুগচতুষ্টয়ের এই ক্রমে আবর্ত্তন হয়, ভোগভূমিতে কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য যুগচতুষ্টয়ের এই ক্রমে আবর্ত্তন হইয়া থাকে। বৃদ্ধ সূর্য্যারুণ কর্ম্মবিপাক নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র, কুমারিকা খণ্ডেই বর্ণ ব্যবস্থিতি আছে, অন্যত্র বর্ণ ব্যবস্থিতি নাই ("কিরাতাযস্য পূর্ব্বেহন্ত্যো পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ। উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্। বর্ষং তদ্ভা-রতং নাম কর্ম্মক্ষেত্রং ভূবিস্থিতম্॥ * * * মধ্যে কুমারিকা খণ্ডমত্রবর্ণব্যবস্থিতিঃ।" —বৃদ্ধসূর্য্যারুণ কর্ম্মবিপাক)।

প্রপঞ্চ হৃদয় নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ভারতখণ্ড নবখণ্ডাত্মক, এইখানেই যুগধর্ম্ম আছে, এই ভারতেই যুগক্রমে ফল, শস্য, ভূতসম্পদ শুভক্রিয়াবৃদ্ধি, অধর্ম্মের সংক্ষয়, মানুষগণের গুণ সমূহ ইত্যাদির ভেদ হইয়া থাকে, অন্যত্র যুগ-ধর্ম্ম নাই ("ইতি সংক্ষেপেণায়ং প্রদর্শিতো ভারতখণ্ডো নবখণ্ডঃ। তত্রৈব যুগ-

ধর্মোনান্যত্র। তদুক্তং—ফলানি শস্যানি চ ভূতসম্পদঃ শুভক্রিয়াবৃদ্ধিরধর্মসংক্ষয়ঃ। গুণা নরাণাঞ্চ সমস্তমীদৃশং যুগক্রমাৎ ভারত এব ভিদ্যতে॥"—প্রপঞ্চহৃদয়)। অথর্ব্ববেদে পৃথিবীর নবখণ্ডের কথা আছে। সিদ্ধান্তদর্শন নামক গ্রন্থে ক্রমোন্নতি ও ক্রমাবনতি এই দ্বিবিধ প্রাকৃতিক নিয়মের সংবাদ পাইয়াছি, সিদ্ধান্তদর্শন বুঝাইয়াছেন —ভোগভূমিতে, কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য এইরূপে এবং কর্ম্মভূমিতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এবম্প্রকারে যুগের আবর্ত্তন হইয়া থাকে ("বিধাহস্মৃমন্তঃ কমব্ধতীরনীতাভ্যাম।" "তদ্বতোযর্গানি বাস্তেকক্রমাভ্যাম্॥"—সিদ্ধান্তদর্শন)। যথা সময়ে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে; অধুনা প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ে তুমি কি শুনিতে চাও? আমার মুখ হইতে কি শুনিবার আশা কর?

প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের স্বরূপ।

জিজ্ঞাসু—প্রার্থনা যখন সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আত্মাবস্থা, প্রার্থনা দ্বারা যখন সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সিদ্ধি হয়, তখন প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক উপদেশ, বলা বাহুল্য, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সাধারণ উপদেশ হইবে, পরমাণুর স্পন্দন হইতে মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক উপদেশের অন্তর্ভূত হইবে। ভৌতিক, রাসায়নিক প্রাণন, মানস, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই যে প্রার্থনার রূপ, সংক্ষেপে আপনি তাহা বুঝাইয়া দিবেন, এইরূপ আশান্বিত হইয়া আপনার মুখ হইতে প্রার্থনার কার্য্যকারিতা শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি, প্রার্থনা দ্বারা অমুক ব্যক্তি এই লাভ করিয়াছেন, প্রার্থনা দ্বারা অমুকের অসাধ্য ব্যাধি প্রশমিত হইয়াছে, শুদ্ধ প্রার্থনা করিয়া অমুক অল্পদিন মধ্যে বিদ্বান্ হইয়াছেন, অতএব প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে, আমি প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এতাবন্মাত্র উপদেশ শুনিয়া, কৃতার্থম্মন্য হইতে পারিব না। কাঁহার ও কিরূপ প্রার্থনা অব্যক্তজগৎকে ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করিয়া থাকে, ব্যক্তজগৎকে আবার অব্যক্ত অবস্থায় লইয়া যায়, কাঁহার ও কীদৃশ প্রার্থনাবশতঃ সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, জল, তাপ, তড়িৎ, আলোক এই সকলের অভিব্যক্তি হইয়াছে, কাঁহার ও কিরূপ প্রার্থনা বশতঃ বিশ্বজগৎ এইরূপ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে, প্রার্থনা (প্রকৃষ্ট অর্থনা, জীবকে ক্রমশঃ উন্নত করে, প্রার্থনা সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের আত্মাবস্থা, অতএব জানিতে ইচ্ছা করে,

দেশের যে উন্নতি ও অবনতি হয়, সাগর যে দেশে এবং দেশ যে সাগরে পরিণত হয়, সুখ-দুঃখের চক্র যে পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, কাহার ও কিরূপ প্রার্থনা তাহার কারণ? অবনত হইবার জন্য, দুঃখ পাইবার নিমিত্ত, কেহ কি প্রার্থনা করিতে পারে? প্রার্থনার কার্য্যকারিতার সীমা কি, এই সমস্ত বিষয়ের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইলে, আমি মনে করিব, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। ক্রমশঃ।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যোনমঃ

মানস-চিকিৎসা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বক্তা—শিবরাম কিঙ্কর

জিজ্ঞাসু—ইন্দুভূষণ সান্যাল এম, এস, সি, এম. বি,

মানস চিকিৎসা ন্যায় ও ভৌতিক ভৈষজ্য ন্যায় Logic of Mental medicine and Logic of Material medicine কি অভিন্ন নহে?

জিজ্ঞাসু—মানস চিকিৎসাতে যে, কোন ভৌতিক ভেষজের প্রয়োজন হয়না, শুদ্ধ মানসশক্তি দ্বারা রোগের প্রতীকারকেই যে, মানস চিকিৎসা নামে অভিহিত করা হয়, এবং 'মানস চিকিৎসা' যে নিমিত্ত 'যোগাভ্যাস দ্বারা অভিব্যক্ত মানস-শক্তি বিশেষ-নিষ্পাদ্য রোগ প্রতীকার' এই অর্থের বাচক হইয়া থাকে, তাহা শুনিলাম, আমার এখন জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, যে নিয়মানুসারে ভৌতিক ভেষজ

দ্বারা রোগের প্রতীকার হয়, মানসশক্তি দ্বারা রোগের প্রতীকারও কি সেই নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে? আর জিজ্ঞাস্য হইতেছে, মন্ত্রশক্তি দ্বারা রোগ প্রতিক্রিয়া কি মানস চিকিৎসারই অন্তর্ভূত?

বক্তা—তোমার কি মনে হয়? মন্ত্র শক্তি দ্বারা রোগের প্রতীকার হইতে পারে, তোমার কি তাহা বিশ্বাস হয়?

জিজ্ঞাসু—আমার মনে হয়, যে নিয়মানুসারে ভৌতিক ভেষজ দ্বারা রোগের প্রতীকার হয়, মানসচিকিৎসা দ্বারা রোগের প্রতীকারও সেই নিয়মেই হইয়া থাকে চরক সংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিদিত হইয়াছি, মন্ত্রশক্তিদ্বারা রোগের প্রতীকার, চরক সংহিতার বিষ চিকিৎসিত স্থানে বিশেষতঃ উক্ত হইয়াছে। যে স্থানে বিষধর জন্তু দংশন করে, সেই স্থানের কিঞ্চিৎ উপরিভাগ, বিষনাশক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে বাঁধিয়া দিবে, এবং যাহাতে বিষ রোগীর প্রাণনাশ করিতে না পারে এই নিমিত্ত মন্ত্র দ্বারা অপামার্জ্জন ও রোগীর আত্মরক্ষা করিবে। "মন্ত্রৈর্ধমনী বন্ধোঽপামার্জ্জনং কার্য্য-মাত্মরক্ষাচ।"—চিকিৎসিতস্থান।। সুশ্রুত সংহিতার কল্পস্থানে বিষচিকিৎসাতে মন্ত্রেরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। সুশ্রুতসংহিতার উপদেশ—যদি কোন মন্ত্র-কোবিদ (মন্ত্রকুশল—সিদ্ধমন্ত্র) বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে তিনি মন্ত্রদ্বারা রজ্জ্বাদিবদ্ধ অরিষ্টা (বন্ধনী-তাগা) বাঁধিয়া দিবেন, রজ্জ্বাদি বদ্ধ অরিষ্টা বিষপ্রতিকরী (বিষকে নষ্ট করিতে সমর্থ) হয়। দেব, ব্রহ্মা ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রোক্ত, সত্য ও তপোময় মন্ত্র সমূহ, কখনও অন্যথা (মিথ্যা) হয় না, ইহারা শীঘ্র সুদুস্তর বিষকে নষ্ট করিতে ক্ষমবান।* তেজোময় সত্যময়, ব্রহ্মময় ও তপোময় মন্ত্র সকল দ্বারা বিষ যেমন আশু নিবারিত হয়, ভৌতিক ভেষজের প্রয়োগ দ্বারা তদ্রূপ শীঘ্র নিবারিত হয় না। তবে সদ্গুরুর সকাশ হইতে যথাবিধি মন্ত্রগ্রহণ না করিলে, জপ ও হোমাদি (পুরশ্চরণ) দ্বারা মন্ত্র সকলকে অভীষ্ট ফলপ্রসবে সমর্থ না করিলে, সিদ্ধমন্ত্র না হইলে, মন্ত্র সকল বিধি পূর্ব্বক উচ্চারিত না হইলে, স্বরতঃ ও বর্ণতঃ হীন হইলে, সিদ্ধিপ্রদ হয় না,

---

* অরিষ্টামপি মন্ত্রৈশ্চ বধ্নীযান্মন্ত্রকোবিদঃ। সাতু রজ্জ্বাদিভির্ব্বিবদ্ধা বিষ প্রতিকরীমতা॥ দেবব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তা মন্ত্রাঃ সত্যতপোময়াঃ। ভবন্তি নান্যথা ক্ষিপ্রং বিষং হন্যুঃ সুদুস্তরম্॥"—সুশ্রুত সংহিতা।

তাই ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক। * আমি এই নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছি, মন্ত্র শক্তি দ্বারা রোগপ্রতীকার কি মানসচিকিৎসার অন্তর্ভূত? সত্যময়, ব্রহ্মময় ও তপোময় মন্ত্র সমূহের,—জগতের কল্যাণের নিমিত্ত ধৃতশরীর ঋষিগণ দ্বারা আশুফলপ্রদ বলিয়া, প্রশংসিত মন্ত্র সমূহের কার্য্যকারিতা বিষয়ে আমার কোনদিন অবিশ্বাস হয় নাই, হইতে পারেনা। মন্ত্রশক্তি কি, মন্ত্র দ্বারা কি নিমিত্ত আশু কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা ভাল বুঝিতে না পারিলেও, বেদ ও শাস্ত্রে যাহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এতপ্রশংসা আছে, তাহার কার্য্যকারিতাতে কি আমি (যে আমি আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যে আমি জ্ঞানোদয় হইতে প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ বেদ ও শাস্ত্রের অভ্রান্তত্বের, বেদ ও শাস্ত্রের সত্যময়ত্বের, বেদ ও শাস্ত্রের মহত্বের কথা শুনিয়া আসিতেছি) সন্দিহান হইতে পারি? বহুদিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনা করিলেও, বহুদিন পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও, আমার "ভবৎসকাশ হইতে প্রাপ্ত, বীজভাবে অবস্থিত (Poteníally existing) বেদ ও শাস্ত্র শ্রদ্ধা, বিচলিত হয় নাই, সংশয় মেঘে হৃদয়গগন মধ্যে মধ্যে আবিল হইলেও, বেদ সত্যময়, বেদমূলক শাস্ত্রসমূহ ভ্রান্তি শূন্য, আমার এ বিশ্বাস অচল আছে। আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, সংশয় নিরসনার্থ জিজ্ঞাসা, নাস্তিকতা নহে, আমি এই নিমিত্ত সংশয় হইলে, জিজ্ঞাসা করি, তত্ত্ব জ্ঞানার্থ, তর্ক করিয়া থাকি। মন্ত্রের যে কার্য্যকারিতা আছে, তাহাও আপনার কৃপায় বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুশ্রুতসংহিতা ভৌতিকভেষজ হইতে আশু ক্রিয়াকারিণী বলিয়া, মন্ত্রশক্তিকেই বিশেষতঃ প্রশংসা করিয়াছেন।

মানস চিকিৎসা ন্যায় (Logic of Mental Medicine) ও ভৌতিক চিকিৎসা ন্যায় (Logic of Material Medicine) বস্তুতঃ অভিন্ন, মন্ত্র চিকিৎসা মানসচিকিৎসারই অন্তর্ভূত।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম, তোমার নিকট হইতে আমি এইরূপ উত্তর পাইবারই আশা করিয়াছিলাম। যে নিয়মানুসারে হরীতকী উদরস্থ হইলে, রেচকের কার্য্য করে, যে নিয়মানুসারে বমনকারক দ্রব্য সেবিত হইলে, বমন হইয়া থাকে, ঘর্ম্মকারক ঔষধ খাইলে ঘর্ম্ম হয়, মূত্রকারক ও মূত্রজনক ঔষধ ভক্ষণ করিলে, যথাক্রমে মূত্রের নিঃসরণ ও উৎপত্তি হইয়া থাকে, যে নিয়-

* "মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্য বচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ।"—ন্যায়দর্শন ২।১।৬৮

মানুসারে উত্তেজক ঔষধ সেবিত হইলে, অবসাদ দূরীভূত হয়, শরীর উত্তেজিত হয়, যে নিয়মানুসারে 'মহাগন্ধ হস্তী' নামক প্রসিদ্ধ, যথানিয়মে প্রস্তুত, অপ্রতিহত প্রভাব অগদের (বিষ নাশক ঔষধের) যথাবিধি সেবন, অভ্যঞ্জন ও লেপ করিলে, সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধি হয়, সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়, তিমির (Cataract), রাত্র্যান্ধ্য (Nictalopia—Night blindness) বিসূচিকা (cholera) প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া থাকে, সেই নিয়মানুসারেই সত্যময়, ব্রহ্মময়, তপোময়, তেজোময় মন্ত্র সকল দ্বারা, সর্ব্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয়, সর্ব্বপ্রকার রোগের প্রতীকার হয়। বেদপাঠ করিলে তন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস, আয়ুর্ব্বেদ, যোগশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিলে, জানিতে পারা যায় মন্ত্রশক্তি অমোঘ, গোতম প্রভৃতি বেদজ্ঞ ঋষিগণ মন্ত্রের অমোঘবীর্য্যবত্তা—অব্যর্থকার্য্যকারিতা দ্বারা বেদের অভ্রান্তত্ব বেদের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিকত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বেদে মানস বা মন্ত্রশক্তির যে প্রকার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, একালে শিক্ষিত, অশিক্ষিত বহুজনেরই তাহা বিশ্বাস যোগ্য হয় না, তাহা শ্রবণ করিয়া অনেকেই বিস্মিত হ'ন, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? ইহাকে উন্মত্তের প্রলাপ না অসভ্যের সরল হৃদয়োচ্ছ্বাস ছাড়া, আর কি বলা যায়? এবম্প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। মন্ত্র দ্বারা ভৌতিক ঔষধের বীর্য্যবৃদ্ধি হয়, মন্ত্র দ্বারা ভৌতিক শক্তি সংসগুণে বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত বেদে, আয়ুর্ব্বেদে, ধনুর্ব্বেদে, তন্ত্রে, যোগদর্শনে, এক কথায় বেদমূলক নিখিল শাস্ত্রে ভৌতিক ঔষধ ও অস্ত্রাদিকে অভিমন্ত্রিত করিবার বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রার্থনা সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, প্রার্থনা মানস বা মন্ত্রশক্তিরই ব্যবহার। বনৌষধির উত্তোলনকালে বেদে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবার বিধি আছে, তাহা অবগত হইলে, তোমারও হৃদয় বোধ হয় বিস্ময়পূর্ণ হইবে, তুমিও অবাক্ হইবে, তবে আমার আশা, তুমি হ্যামিল্টনের বচনানুসারে অসাধারণ প্রতিভা বশিষ্ট ঋষিদিগকে উদ্ভ্রান্ত বলিবে না।

জিজ্ঞাসু—ঔষধ উত্তোলন করিবার সময়ে মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি আছে, তাহা আমি আপনার মুখ হইতে পূর্ব্বে শুনিয়াছি, মন্ত্র দ্বারা ঔষধকে অভিমন্ত্রিত করিবার কথাও আমার অশ্রুতপূর্ব্ব নহে। শুক্রাচার্য্যপ্রণীত নীতিসারে মান্ত্রিকাস্ত্রকে যে কামান-বন্দুকাদি হইতে বীর্য্যবত্তর বলা হইয়াছে, তাহাও অবগত আছি। বনৌষধি সমূহের উত্তোলন কালে যে সকল বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হইত, তাহাদের অর্থ কি, তাহা আমি জানি না, সুতরাং তাহারা কিরূপ বিস্ময়জনক,

তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। হ্যামিল্‌টন্ কি বলিয়াছেন, আমার তাহা স্মরণ হইতেছে না।

বক্তা—হ্যামিল্‌টনের প্যাথলজীতে স্বাস্থ্যের (Health) স্বরূপাবধারণ কালে উক্ত হইয়াছে, শারীর যন্ত্র সমূহের সংস্থান ও ক্রিয়া (Structure and function) গত অবৈগুণ্যই, ইহাদের সম্পূর্ণতাই স্বাস্থ্য। নরশরীর যন্ত্র সমূহের সংস্থান এবং উহাদের ক্রিয়াগত সম্পূর্ণতা কোন্ মানদণ্ড দ্বারা অবধারিত হইবে? হ্যামিল্‌টন্ এতদুত্তরে বলিয়াছেন—মানুষের ক্রমাভিব্যক্তি, অবিগুণ যন্ত্র সমূহকে এবং উহাদের যথাপ্রয়োজন ক্রিয়াগত অবাধিত ভাবকেই মানুষের স্বাস্থ্য বিনিশ্চয়ের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষের অবিগুণ মস্তিষ্ককেই আমরা পূর্ণ মস্তিষ্কের আদর্শভূত (Typically perfect brain) বলিয়া বিবেচনা করি। সাধারণতঃ পূর্ণরূপে বিবেচিত মানবমস্তিষ্ক হইতে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ঈদৃশ মস্তিষ্ক থাকিতে পারে, যাহা যথোক্ত সাধারণ মস্তিষ্কের অতিশায়ী, যাহা উহাকে অতিশয়ীতভাবে অধরীকৃত করিতে সমর্থ, কিন্তু এতাদৃশ মস্তিষ্ক, প্রকৃতপক্ষে অনেকতঃ ব্যাধিতরূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে, এরূপ অসাধারণগুণ সম্পন্ন মস্তিষ্ককে রোগাক্রান্ত বলিয়াই আমরা গ্রহণ করি। অতএব অসাধারণভাবে পরিণাম প্রাপ্ত শরীর ও মন স্বাস্থ্যের মানদণ্ডরূপে গৃহীত হয়না, ইহারা উদ্ভ্রান্ত বলিয়াই বিবেচিত হইয়া থাকে। *

জিজ্ঞাসু—আপনার আদেশানুসারে আমি হ্যামিল্‌টনের প্যাথলজী পড়িয়াছিলাম, কিন্তু হ্যামিল্‌টন্ যে এইরূপ মতপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করি নাই।

বক্তা—এম, বি, পরীক্ষা হইতে ভাল করে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত হ্যামিল্টনের প্যাথলজী পড়িয়াছিলে, ঠিক জ্ঞানপিপাসু হইয়া পড় নাই, সুতরাং তখন মনোযোগ

* "We consider the brain of man as a typically perfect brain. It is, however, quite possible to conecive a being gifted with a brain of powers so vastly greater that the happy possessor would be able to transcend by far the ordinary limits of human thought. Such a condition would howeker be considered so abnormal as to be actually reckoned something morbid. We say that genius or the over-development of a particular faculty, is akin to madness—that is it borders upon the diseased."—Text Book of Pathology by D. J. Hamilton Vol I P. 162

পূর্ব্বক হ্যামিল্টনের সকল কথা শুনিবার অবসর হয় নাই, তাই হ্যামিলটনের এই সকল লেখা তোমার নয়নে পতিত হয় নাই। আমি যে উদ্দেশ্যে, "তবে তুমি হ্যামিলটনের বচনানুসারে অসাধারণ প্রতিভা বিশিষ্ট ঋষিদিগকে তুমি উদ্ভ্রান্ত বলিবে না" এই কথা বলিয়াছি, তাহা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছ।

জিজ্ঞাসু—বনৌষধির উত্তোলন কালে বেদে বিশেষতঃ বিস্ময় জনক কোন্ মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবার বিধি আছে?

বক্তা—"যে ঔষধি সকল সমীপস্থ বলিয়া এই প্রার্থনারূপ বচন শ্রবণ করিতেছেন, যে সমস্ত ঔষধি দূরে ব্যবহিত থাকায়, আমার এই প্রার্থনারূপ বচন অল্প শুনিতে পাইতেছেন, সমীপস্থ, দূরস্থ, সেই সমস্ত ঔষধি সঙ্গত হইয়া এই ঔষধিতে (যাহা আমি উত্তোলন করিতেছি তাহাতে) বীর্য্য প্রদান করুন ("যাশ্চেদমুপশৃণ্বন্তি যাশ্চ দূরং পরাগতাঃ। সর্ব্বাঃ সঙ্গত্য বীরুধোঽস্যৈ সং দত্ত বীর্য্যম্॥"—শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা ১২।৯৪, ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৫।১১)

জিজ্ঞাসু—আমি এই মন্ত্রটির অর্থ শুনিয়া, একটুও বিস্মিত হই নাই, তবে বেদরূপী-ভগবানের করুণা উপলব্ধি করিয়া, অবাক্ হইয়াছি বটে। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ মানুষের মনে কত শক্তি দিয়াছেন! মানুষকে পূর্ণাবস্থায় আনিবার নিমিত্ত, পূর্ণস্বরূপ বেদ নারায়ণ কত চেষ্টা করিয়াছেন, মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা শ্রবণ পূর্ব্বক আমার মনে এই ভাব উদিত হওয়ায় আমাকে অবাক্ করিতেছে।

বক্তা—সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। ইদানিং প্রতীচ্য দেশে মানস শক্তি বিষয়ক অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কতিপয় এম্ ডি ও বহু যোগীর প্রতি ইহার কার্য্যকারিতা বহুদিন পরীক্ষা করিয়া, এ সম্বন্ধে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, স্বপ্রণীত গ্রন্থে লোকহিতার্থ তাহা জানাইয়াছেন। তুমি সেই সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিলে উপকৃত হইবে। ভাবনা শক্তি দ্বারা কত অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদিত হয়, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ পাঠ করিলে, তাহা অবগত হওয়া যায় বটে, কিন্তু একালে একজন প্রতীচ্য এম, ডি বহু পরীক্ষা পূর্ব্বক আত্মভাবনা (Auto suggestion) সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা জানিলে তোমাদের যত লাভ হইবে, বেদের কথা শুনিলে বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশ শ্রবণ করিলে, তত লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

জিজ্ঞাসু—তাহার কারণ কি?

বক্তা—আমি তাহার তিনটি কারণ অবধারণ করিয়াছি। প্রথম কারণ আমাদের দেশে ইদানীং অল্প ব্যক্তিই যথাবিধি বেদ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন;

ব্যবহার দ্বারা শত বিষয়ের যথার্থ্য অনুভবের চেষ্টা অধুনা অল্প ব্যক্তিই করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় কারণ বেদ, শাস্ত্র-কুশল এবং প্রত্যক্ষকারী কর্ম্মী (practical) গুরুর অভাব। তৃতীয়, কাল ধর্ম্মবশতঃ দেশের দুরবস্থা এবং যথাবিধি বৈদিক আর্য্যোচিত সংস্কার না হওয়া। আত্মভাবনা (Auto-suggestion) রোগ প্রতীকার বিষয়ে কিরূপ উপকার করিয়া থাকে, চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্যাপিয়া তাহা পরীক্ষা পূর্ব্বক, এই দীর্ঘকাল বহু রোগীর প্রতি ইহার ব্যবহার দ্বারা, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া, হার্বার্ট এ পার্কিন্ এম, ডি, সি, এম্ বলিয়াছেন, আমি বিনা শঙ্কায়, অসংশয় হইয়া, বলিতেছি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধও অতিমাত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া, আত্মভাবনাতত্ত্বের অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য ("After fourteen year's practical experience with suggestive Therapeutics in the treatment of patients, I have no hesitation in saying that the most important study connected with the healing art is the study of auto-suggestion."——

Auto-suggestion by H. A. parkyn M. D. C. M.)

মন্ত্রশক্তি দ্বারা যে কারণে ব্যাধির প্রতীকার হয়, সর্ব্ব প্রকার বিষ বিনষ্ট হয়, তাহা পরে বলিতেছি, তুমি প্রথমে ভৌতিক ভেষজ সমূহ যে কারণে রোগ নাশক হইয়া থাকে, তাহা স্মরণ কর। টার্পিন তৈল সেবন করিলে, ভৌতিক নিয়মানুসারে শোষিত হইয়া, রক্ত স্রোতের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তৎপরে অন্যান্য যন্ত্রকে ত্যাগ করিয়া, ইহা যে কেবল মূত্র গ্রন্থির উপরি বিশেষ ক্রিয়া করে, তাহার কারণ কি, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য যে ভিন্ন ভিন্ন শারীর যন্ত্রে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহার হেতু কি তাহা ভাবিয়া দেখ। ঔষধ সকল ভৌতিক (Physical), রাসায়নিক (Chemical) ও জীবনীয় (Vital) এই ত্রিবিধ নিয়মানুগত হইয়া শরীরে ক্রিয়া করে। ভৌতিক, রাসায়নিক ও জীবনীয় এই ত্রিবিধ নিয়মের স্বরূপ সম্বন্ধে তোমার যেরূপ অনুভব হইয়াছে, তাহার প্রতি চিন্তা কর। আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিয়া, দ্রব্যের বীর্য্য, বিপাক, রস, প্রভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে তোমার যে প্রকার ধারণা হইয়াছে তাহার ধ্যান কর। কুইনাইন যে কারণে জ্বরঘ্ন হয়, আর্সেনিক, চিরতা প্রভৃতিও সেই কারণেই জ্বরঘ্ন হয় কি না? কুইনাইন ম্যালেরিয়া জনক অণুবীক্ষণ দৃশ্য, ক্ষুদ্রতম ক্রিমি বিশেষের নাশক বলিয়া, এতদ্দারা ম্যালেরিয়া জ্বর বিনষ্ট হয়, এইরূপ অনুমান সত্যভূমিক কি না? নয়ন দ্বারা অদৃশ্য ক্ষুদ্রতম বিশেষ বিশেষ কীটের সাঙ্ঘাতিক

রোগোৎপাদিকা শক্তি আছে, অথর্ব্ব বেদ তাহা বলিয়াছেন, * অতএব আমি ক্ষুদ্রতম কীট কর্তৃক বিবিধ রোগের উৎপত্তিবাদকে অগ্রাহ্য করি না। আমার বক্তব্য হইতেছে, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রতম কীট যে ভিন্ন ভিন্ন শারীর যন্ত্রে ক্রিয়া করে, তাহার হেতু কি, তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য। রোগের সহিত নির্দ্দিষ্ট ক্ষুদ্রতম ক্রিমি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের তত্ত্ব বিনিশ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা রোগোৎপাদক বিবিধ সূক্ষ্ম কীটের আবিষ্কার দ্বারা, চিকিৎসা বিষয়ে কিছু বিশেষ লাভ হইবে না। অধ্যাপক জিগলার এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ কর। †

জিজ্ঞাসু—মানস চিকিৎসাতে কি এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানের বিশেষ প্রয়োজন হইবে ?

বক্তা—'মানসচিকিৎসা' দ্রব্য ব্যতিরেকে কেবল মনের শক্তি দ্বারা সর্ব্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে নিয়মে ভৌতিক ভেষজ দ্বারা রোগের প্রতীকার হয়, মনের শক্তি সেই নিয়মানুসারেই রোগের নাশ করিয়া থাকে, অতএব ভৌতিক ভৈষজ্য ন্যায় যথাযথ ভাবে অবগত হইলে, মানসচিকিৎসা

* "দৃষ্টমদৃষ্ট মতৃহম্ থো কুরুরুমতৃহম্ • • • যে ক্রিময়ঃ পর্ব্বতেষু বনেষ্বোষধীষু পশুষপ্স্বন্তঃ।

যে অস্মাকং তন্বমাবিবিশুঃ" • • • —অথর্ব্ববেদ

অর্থাৎ দৃষ্ট—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (visible) এবং অদৃষ্ট—সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ের অবিষয় (Invisible) এই দ্বিবিধ ক্রিমি শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিবিধ রোগোৎপাদন করে। এই সকল ক্রিমি প্রায় সর্ব্বব্যাপী—এমন স্থান নাই, যেখানে ইহারা বিদ্যমান নাই। ইহারা পর্ব্বতে, বনে, ওষধিতে পশুসমূহে, জলে সর্ব্বত্র বাস করে। ইহারা মানুষের শরীরে ব্রণ বা ক্ষত মুখ দ্বারা আহার বা পানীয় দ্রব্যের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

† "It must not however be forgotten that the study of parasitic fungi can only make real and wellgrounded additions to our knowledge of the associated diseases, can only in any measure yield us a true theory of them, can only lead us to a full understanding of the entire morbid process, when it has succeeded in making out the manner in wdich the fungi act, and the causal relation existing between fungus and disease."—Pathology.

দ্বারা রোগের প্রতীকার হয় কেন, তাহা বুঝিবার পথ কিয়দংশে পরিষ্কৃত হইবে। মানস চিকিৎসা দ্বারা রোগের প্রতীকার হয় কেন—তাহা জানিতে হইলে, কোন্, কোন্, বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ শাস্ত্র ও শিল্পের সহিত যথা প্রয়োজন পরিচয় থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা মনে কর।

মানস চিকিৎসার প্রতিপাদ্য বিষয়

বক্তা—মানস চিকিৎসার স্বরূপ জানিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ের স্বরূপ অগ্রে নিরূপণীয় হইবে, তাহা ভাবিয়াছ কি?

জিজ্ঞাসু—আমার বিশ্বাস, মানস চিকিৎসার স্বরূপ জানিতে হইলে, আন্তর ও বাহ্য সর্ব্ব প্রকার প্রকৃতির পূর্ণভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে। কি কারণে আধি (মানস রোগ) ও ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে, 'মন' কোন্ পদার্থ, দেহের উপর মনের ক্রিয়া কারিত্বের স্বরূপ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে। প্রাণ কোন্ পদার্থ, মনের সহিত প্রাণের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে হইবে। আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, বেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগের শান্তির নিমিত্ত ভিন্ন, ভিন্ন মন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং দেহের ভিন্ন, ভিন্ন স্থানে প্রাণকে ধারণ করিতে পারিলে, তত্তৎ স্থানের রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে, এবম্প্রকার কথা বেদ-ও-শাস্ত্রে আছে। নাসাপুট দ্বারা বায়ুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক, নেত্রযুগলে নিরোধ করিলে সমস্ত নেত্র রোগ প্রশমিত হয়, কর্ণ যুগলে নিরোধ করিলে কর্ণের সমস্ত রোগ নষ্ট হয়, শিরে নিরোধ করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরো-রোগের প্রতীকার হয় ইত্যাদি। অতএব মানস চিকিৎসাতে দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাণনিরোধ করিলে, কি নিমিত্ত তত্তৎ স্থানের রোগ সমূহের নিবৃত্তি হয়, তাহা চিন্তা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য তাহা চিন্তা করিতে হইলে, প্রাণায়ামের বিজ্ঞান ও শিল্প কি, তাহা জানিতেই হইবে। বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম দ্বারা যে বহু দুঃসাধ্য রোগের নিবারণ হয়, তাহা শুনিয়াছি। ইদানীন্তন অনেক চিকিৎসাকুশল প্রতীচ্য কোবিদগণ যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসাতে প্রাণায়ামের (Breathing deeply—Long breath) অভ্যাস করিতে উপদেশ দিতেছেন। *

---

* সাজুসের (Sajouse's) Analytic Cyclopedia of Practical Medicine নামক গ্রন্থে Tuberculosis রোগের চিকিৎসা বর্ণন কালে, প্রাণায়ামের উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রাণায়াম যে এ রোগে উপকারক হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। Respiratory Exercises—The simplest forms of respiratory exercise are simple deep breathing and sighing; or a slow and steady inspiration through the nose, without overdistention of the lungs, may be followed by a rapid, jarky respiration. * * * the object is to incresse respiratory capacity."—

বক্তা—বিধি পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিলে যে সর্ব্বরোগের শান্তি হয়, আমি প্রাণায়াম ও হঠযোগের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার সময়ে, তাহা বুঝাইব। যাঁহাদের স্বভাবতঃ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, এবং যাঁহারা অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে কষ্ট পান, তাঁহারা যদি যথা প্রয়োজন অল্প, অল্প তরল দ্রব্য পান ও যথাবিধি প্রাণায়াম করেন, তাহা হইলে, তাহাদের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কেন হয় তাহা পরে বলিব। ডাক্তার হার্ব্বার্ট পার্কিন এম্, ডি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আপাততঃ তাহা পড়িয়া রাখ।

জিজ্ঞাসু—আপনি বলিয়াছেন, মানসচিকিৎসা দ্বারা সর্ব্ব রোগের নাশ হয়, স্বাভাবিক ব্যাধির প্রতীকার হয়, মানসচিকিৎসা ভবভেষজ, ইহা ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির একমাত্র সাধন, মানসচিকিৎসা ইহলোক, পরলোক এই দ্বিবিধ লোকেরই সাক্ষাৎ হিতকারিণী, মানসচিকিৎসা পরমধর্ম্ম, কারণ এতদ্বারা আত্ম-দর্শন হয়। অতএব মানসচিকিৎসার প্রতিপাদ্যবিষয় বহু।

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, তবে দ্রব্য ব্যতিরেকে শুদ্ধ মনের শক্তি দ্বারা শারীর, মানস, আগন্তু ও স্বাভাবিক এই চতুর্ব্বিধ ব্যাধির উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, ও বিনাশ এই ষড়্বিধ বিকারের স্বরূপ সম্যক্রূপে অবগত হইবার নিমিত্ত যে সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, মানস চিকিৎসাতে প্রধানতঃ সেই সকল বিষয়েরই যথা প্রয়োজন তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইবে।

প্রকৃত বিজ্ঞানবিদ্ হইবার পন্থা একটু ভিন্নাকারের ; কলেজ, স্কুল যথার্থ বৈজ্ঞানিককে প্রসব করিতে পারেনা। প্রকৃতচিকিৎসকের লক্ষণ।

জিজ্ঞাসু—যে কোন বিষয় হোক্, সম্যগ্রূপে তাহার তত্ত্ববিনিশ্চয় করিতে হইলে, বহু অন্যবিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক হয়, কোন এক বিজ্ঞানের, কেবল সেই বিজ্ঞানেরই অধ্যয়ন দ্বারা সম্যগ বিনিশ্চয় হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেক বিষয়ের বিজ্ঞানের সহিত বহু অন্যবিষয়ক বিজ্ঞানের সম্বন্ধ আছে, কোন এক বিষয়ক বিজ্ঞানবিদ্ হইতে হইলে, এই নিমিত্ত তৎসম্বদ্ধ বহু অন্যবিষয়ক বিজ্ঞানের সহিত যথাপ্রয়োজন পরিচয় থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। সুশ্রুত সংহিতাতে অবি-

---

"Many of the most obstinate cases of constipation and dyspepsia can be overcome simply by drinking sufficient liquids and forming a habit of breathing deeply. The deep breathing acts as a massage to the stomach and bowels, while the liquids supply the gastric juice for the stomach and the pancreating juice and bile or the intestines. Bile is the natural purgative.

কল এইরূপ কথা আছে। "একশাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাচ্ছাস্ত্রনিশ্চয়ম্। তস্মাদ্বহুশ্রুতঃ শাস্ত্রং বিজানীয়াচ্চিকিৎসকঃ॥" সূত্রস্থান। উপদেশ শ্রবণমাত্রেই, সকলের তাহার প্রকৃত আশয় চিত্তে প্রতিফলিত হয় না, গম্ভীরার্থক উপদেশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ, বিশিষ্ট প্রতিভাশালী ব্যক্তিভিন্ন অন্যের ঝটিতি হইতেই পারেনা। আমি যখন কলেজে পড়িতাম, তখন আপনি বহুবার বলিয়াছেন, এখন পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত যে সকল বিজ্ঞান পড়িতেছ, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার পরে (যদি তত্ত্বজ্ঞানের পিপাসা মিটাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে). সেই সকল বিজ্ঞান আবার ভাল করিয়া পড়িতে হইবে, যাবৎ বিজ্ঞান পারদর্শী হইতে না পারিবে, যাবৎ চিত্তে তুষ্টি না আসিবে, তাবৎ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, উপাধি লাভ করিলেও, আমার অধ্যায়নকাল পরিসমাপ্ত হইল, মনে করিওনা. উপাধি যেন ব্যাধিবৎ কার্য্য না করে। কলেজ হইতে যে বিষয়ের যে জ্ঞান লাভ করিতেছ, সে জ্ঞান তদ্বিষয়ের সমীচীন জ্ঞান নহে, সমীচীন জ্ঞান লাভের পন্থা একটু ভিন্নাকারের। পূর্ব্বে আপনার এই মহদুপদেশের মূল্য কত, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই, এখন একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি। কথঞ্চিৎ ভৌতিক চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্ হইতে হইলে, কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্স্, বায়োলজী প্রভৃতি বহুবিষয়ক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে হয়, অতএব বলাবাহুল্য মানসচিকিৎসার সমীচীন জ্ঞান লাভ করিতে ও মানসচিকিৎসার শিল্পকুশল হইতে হইলে, বহু অন্যবিষয়ক বিজ্ঞানের সহিত যথাপ্রয়োজন পরিচয় সংগ্রহ করিতে হইবে। যে রীতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিলে, জ্ঞানবিজ্ঞানকে অভীষ্টফলপ্রসবে সমর্থ করিতে পারা যায়, সময়ে, সময়ে আপনার মুখ হইতে সেই সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি আপনার কৃপায় যদি সেই রীতির যথার্থভাবে অনুসরন করিতে পারি, তাহা হইলে, কৃতার্থ হইব, এইরূপ আশা হয়। এনাটমী পড়িয়াছি, শবচ্ছেদ করিয়াছি, কিন্তু কোন দিন মনে শারীর যন্ত্র সমূহের সংখ্যা, আকৃতি ও ক্রিয়া প্রভৃতির মূল তত্ত্বজানিবার ইচ্ছা হয় নাই, কোন দিন জিজ্ঞাসা হয় নাই, মানুষের শরীরে অস্থি, পেশী, শিরা, ধমনী প্রভৃতির যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা হইয়াছে, তাহার কি কোন কারণ নাই? এক শেল্ (cell) হইতে কোন্ নিয়মানুসারে ভিন্ন, ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াকারি যন্ত্র সমূহের অভিব্যক্তি হয়? যে শেল্ পেশীর উৎপাদক, সেই শেল হইতেই কিরূপে স্নায়ু, ধমনী, শিরা, অস্থি ইত্যাদি ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত যন্ত্র সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অস্থির উৎপত্তি কালে শেলস্ (cells) গণে যাদৃশ স্পন্দন হয় (Vibration) হয়, পেশী বা শিরার, ধমনী বা স্নায়ুর উৎপত্তি কালে নিশ্চয়ই

অবিকল তাদৃশ স্পন্দন হয় না ; কিন্তু কেন হয়না, তাহাও জানিতে পারি নাই, এনাটমী পড়িবার সময়ে কোন দিন তাহা জানিবার ইচ্ছা হয় নাই। ভৈষজ্য-বিজ্ঞান (Therapeutics) চিকিৎসা বিজ্ঞানের আটা পক্কফল (The rich ripe fruit of Medical science)। যিনি যথাশাস্ত্র বিচার ও অনুভব পূর্ব্বক বিবিধ ভেষজ প্রয়োগ-কলাপ ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই—একমাত্র তিনিই, প্রকৃত চিকিৎসক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। যিনি তাহা করিতে পারেন না, প্রকৃতির দক্ষ ও সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বানুসন্ধায়ী হইলেও, তাঁহার সুবৈদ্য নামধারণের অত্যল্পই অধিকার আছে। রোগের বিশুদ্ধ স্বরূপ জ্ঞান এবং যে ভেষজ দ্বারা রোগের নাশ হইবে, তাহার সহিত সুদৃঢ় পরিচয়, সুচিকিৎসকের এই দুইটী গুণ একান্ততঃ আবশ্যক। রোগের বিশুদ্ধ স্বরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে, 'ফিজিয়োলজী' (Physiology) ও প্যাথলজীর (Pathology) সম্পূর্ণ জ্ঞানার্জ্জন প্রয়োজনীয় এবং রোগহর ঔষধ সমূহের সহিত সুদৃঢ় পরিচয় করিতে হইলে, ভৈষজ্য বিজ্ঞানের সমীচীন জ্ঞান লাভ অত্যাবশ্যক। শরীরের রুগ্নাবস্থার স্বরূপ জানিতে হইলে, ইহার সুস্থাবস্থার স্বরূপ জ্ঞান প্রথমে অপেক্ষিত হইয়া থাকে। ফিজিয়োলজী (Physiology) শরীরের সুস্থাবস্থার ক্রিয়ার স্বরূপ বর্ণন করেন। অতএব শরীরের রুগ্নাবস্থার তত্ত্ব বিনিশ্চয় করিতে হইলে, ফিজিয়োলজীর সমীচীন জ্ঞানার্জ্জন কর্ত্তব্য। এনাটমী, ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রী এই বিজ্ঞানত্রয় দ্বারা যে সকল তথ্য অবগত হওয়া যায়, নরশরীরবিজ্ঞান (Human Physiology) সেই সকল তথ্যের সম্প্রয়োগভূমি। ফিজিয়োলজীকে এই নিমিত্ত ত্রিপদ (Tripod) বলা হয় এনাটমী, ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রি ইহারাই ফিজিয়োলজীর পদত্রয়। *

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে (Natural science) কেহ, কেহ স্থিতিবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞান (Statical sciences and Dynamical sciences) এই দুইটী প্রধানভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

এডোয়ার্ড ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড ও ফ্রানসিস্ জ্যাপ তাঁহাদের ইন্‌অর্গানিক কেমিষ্ট্রীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে স্থিতিবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞান (Statical sciences and Dynamical sciences) এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গ্রহাদির স্থিতিবর্ণনপর জ্যোতিষ (Descriptive Astronomy), ভূস্থিতিবিদ্যা (Geology), ধাতব বা আকরজ দ্রব্যবিজ্ঞান (Mineralogy), উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান (Botany), প্রাণিবিদ্যা (Zoology), জৈব ও উদ্ভিদ শারীর

---

* "The tripod of physiology :—Anatomy, Chemistry and Physics."—An Introduction to Human Physiology by Waller M.D.F.R.S.

সংস্থানবিদ্যা (Animal and Vegetable Anatomy) ইহারা স্থিতিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুসমূহের পরিবর্ত্তনই (changes to which sensible objects are subject) গতিবিজ্ঞানের বিচার্য্য বিষয়। উক্ত-গ্রন্থে গতিবিজ্ঞানের আবার দুইটী অবান্তর বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম বিভাগ বস্তু সমূহের কেবল পরিবর্ত্তনের বর্ণন করেন, পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান করেন না, পরিবর্ত্তনের হেতু বিজ্ঞান জানিবার চেষ্টা করেন না। দ্বিতীয় বিভাগ, বস্তু সমূহের যে যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, সেই সেইরূপ পরিবর্ত্তনের এবং বিশেষতঃ উহাদের কারণতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন। জৈব ও উদ্ভিদ শারীর ক্রিয়াবিজ্ঞান (Animal and Vegetable Physiology) প্রথম প্রকার গতিবিজ্ঞানের এবং ফিজিক্‌স ও কেমিষ্ট্রি দ্বিতীয় প্রকার গতিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ অব্যভিচারিরূপে বিবেচিত হয় না। জ্যোতির্বিদগণ, ভূবিদ্যার অনুশীলন পর সুধীবৃন্দ, শারীর ক্রিয়াবিজ্ঞানের অনুসন্ধানে নিরত কোবিদেরা এখন প্রায়ই পরিবর্ত্তনের কারণানুসন্ধান না করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা ও শরীর ক্রিয়া বিজ্ঞানের পরিপুষ্টির নিমিত্ত তাই ইহারা নিয়ত ফিজিক্‌স্ ও কেমিষ্ট্রির আশ্রয় গ্রহণ করেন।*

বক্তা—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ স্থিতি বিজ্ঞান ও গতি বিজ্ঞান এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, রসায়নতত্ত্ববিদ উক্ত সুধীদ্বয় বিশিষ্ট ধীমত্তার পরিচয় দিয়া-

---

* Natural science studies and investigates the whole range of sensible objects. It teaches us the properties of these objects and the various changes which they undergo, either in the ordinary course of nature or by the application of extraordinary and artificial means. This vast field of observation and research has been divided into two great sections, viz :—

1. Statical sciences, 2. Dynamical sciences.

The statical sciences study objects in a state of rest with reference to their form, magnitude, situation, structure and other properties; such branches of science are Descriptive Astronomy and Geology, Mineralogy, Botany, Zoology, Animal and Vegetable Anatomy.

ছেন, সন্দেহ নাই। তুমি যখন পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারিবে, ইহাই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল দৃশ্য পদার্থ সমূহের ক্রিয়াশীলত্ব ও স্থিতিশীলত্বকেই কিঞ্চিন্মাত্রায় লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ইহাদের নয়নে প্রকাশশীলত্বের রূপ স্পষ্ট ভাবে পতিত হয় নাই, গতিবিজ্ঞান ও স্থিতিবিজ্ঞান প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রিয়াশীল ও স্থিতিশীল গুণ বিজ্ঞান, তখন তোমার হৃদয় আনন্দে, বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইবে। চিন্ময় পুরুষ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মিকা প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন না হইলে, বিজ্ঞান বিকলাঙ্গ থাকিবেন, অপূর্ণ থাকিবেন। ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রীর এ পর্য্যন্ত যতদূর উন্নতি হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রাকৃতিক পরিণামের হেতু বিজ্ঞান পূর্ণভাবে প্রদর্শিত হইতে পারে না। যাক, যাহা বলিতেছিলে তাহা বল।

ফিজিয়োলজী শরীরের সুস্থাবস্থার ক্রিয়াবিজ্ঞান এই কথার অর্থ বিচার।

ফিজিয়োলজী (Physiology) এবং প্যাথলজীর (Pathology) রূপ।

জিজ্ঞাসু—ফিজিয়োলজী (Physiology) শরীরের অবিকৃত বা সুস্থাবস্থার ক্রিয়াবিজ্ঞান।

The Dynamical sciences take into consideration the changes to which sensible objects are subject. They are subdivided into two groups. The first group studies these changes without reference to their causes: such are Physical Astronomy and Geology, and Animal and Vegetable Physiology. The second group investigates the changes which bodies undergo with special reference to the causes of such changes. These are Physics and Chemistry. This classification of the natural sciences, however, must not be taken in too strict a sense, especially in the case of the second section, for the astronomer and geologist are nowadays rarely content to observe changes without inquiring into their causes: the same is still more frequently the case with the physiologist, and thus Physics and Chemistry are continually appealed to in the development of astronomy, geology, and physiology.

বক্তা -'ফিজিয়োলজী' শরীরের অবিকৃত বা সুস্থাবস্থার ক্রিয়াবিজ্ঞান, অতএব বলা বাহুল্য, শরীরের বিকৃত বা অসুস্থাবস্থার স্বরূপ দর্শনার্থীর অগ্রে ফিজিয়োলজীর বিশুদ্ধজ্ঞান অর্জ্জনীয়। ফিজিয়োলজী অধ্যয়ন করিয়া তুমি যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছ একটু ধ্যান করিয়া বল, সেই জ্ঞানের স্বরূপ কি; এনাটমী, ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রী এই বিজ্ঞানত্রয় দ্বারা যে সকল তথ্য অবগত হওয়া যায়, নর শরীর-ক্রিয়া-বিজ্ঞান (Human Physiology) সেই সকলতথ্যেরই সম্প্রয়োগ (Application)-ভূমি, এতদ্বাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় কি? আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা কি? জ্ঞান নিধি মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, তাহা শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পঞ্চগুণের সমষ্টি বা ব্যষ্টিভাবের উপলব্ধি। শব্দ স্পর্শাদির স্বরূপ কি? শব্দ স্পর্শাদি প্রবৃত্তি ও সংস্থান এই দ্বিবিধ শক্তির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া ফল। 'শক্তি যন্ত্রগত হইলেই কার্য্য করে, নচেৎ কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না,' তুমি বোধ হয় অনেকবার এই কথা শুনিয়াছ। 'শক্তি যন্ত্রগত না হইলে, কোনরূপ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না' বহুশঃ শ্রুত এই কথার তাৎপর্য্য কি তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—কোন শক্তি বিরুদ্ধ শক্ত্যন্তর দ্বারা বাধিত বা প্রতিহত না হইলে, তাহার কার্য্যকারিতা উত্তেজিত হয় না। আমাকে যখন কোন শক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হয়, কোনরূপ বাধা (Resistance) অতিক্রম করিতে হয়, তখনই আমি জানিতে পারি, আমার শরীরে কত বল আছে। কর্ম্ম মাত্রেই পরস্পর বিরোধি-শক্তিদ্বয়ের পরস্পরকে জয় করিবার প্রবৃত্তি হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'শক্তি যন্ত্রগত না হইলে, কোনরূপ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না'; এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, কোন শক্তি বিরুদ্ধ শক্ত্যন্তর দ্বারা বাধিত না হইলে, তাহার কার্য্যকারিতা উত্তেজিত হয় না, সুতরাং কোন রূপ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। শাস্ত্রে পরস্পর বিরোধি শক্তিদ্বয়, ক্রিয়াশীল রজঃ ও স্থিতিশীলতমঃ বা প্রবৃত্তি শক্তি ও সংস্থান শক্তি এই নাম দ্বারা উক্ত হইয়াছে। ইংরাজীতে উহারা যথাক্রমে ('Power'—moving Forces. Resistance) এই সকল শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের শব্দ-স্পর্শাদি, 'প্রবৃত্তি শক্তি' ও 'সংস্থান শক্তি' এই শক্তিদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া ফল ইহা কিরূপ গম্ভীরার্থক, তাহা ভাবিয়া দেখ। মেশিন্ (Machine) কাহাকে বলে তাহা বল।

মেশিন বা যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

জিজ্ঞাসু—যদ্দ্বারা কোন শক্তির দিক্, পরিমাণ ও প্রয়োগ বিন্দু (Direction, magnitude and point of application of a given force) পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহাকে মেশিন (Machine) বলে। *

বক্তা—শক্তির এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রবাহিত হইবার অথবা শক্তির কার্য্যকারিতা বর্দ্ধন বা নিয়মের উপায়ের নাম 'মেশিন'। ইংরাজী 'মেশিন'-শব্দ সংস্কৃত যন্ত্র শব্দের সমানার্থক। † অমূর্ত্ত ক্রিয়া কারক দ্বারা অভিব্যক্ত না হইলে, তাহা উপলব্ধিগম্য হয়না, নিরুক্ত টীকাকারের এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে, প্রবৃত্তিশীলা ক্রিয়াশীল শক্তি (Accelerating force) স্থিতিশীল বা সংস্থান শক্তি (Retarding formce) দ্বারা নিয়মিত না হইলে কোন প্রকার মূর্ত্ত ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

যন্ত্র বিজ্ঞান পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় (১) দণ্ড যন্ত্র (Lever), (২) ক্রম নিম্ন ধরাতল যন্ত্র (The inclined plane), (৩) উদ্ঘাটন বা কপিযন্ত্র (The pully) (৪) অক্ষচক্রযন্ত্র (The wheel and axle) (৫) ব্যাবর্ত্তন কীলক কর্ষণী যন্ত্র (screw) এবং কীলক বা শঙ্কুযন্ত্র (Wedge) এই ছয়টী সাধারণ যন্ত্র দ্বারা কর্ম্মতন্ত্রের সাধারণ অবস্থা নির্ণীত হইয়া থাকে, ইহারা বিশুদ্ধ সাধারণ যন্ত্র। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, দণ্ডযন্ত্র ও ক্রমনিম্ন-ধরাতলযন্ত্রের সংযোগে অপর চারিটী যন্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব বিশুদ্ধ যন্ত্র বস্তুতঃ দ্বিবিধ। যদ্দ্বারা যন্ত্র পরিচালিত হয়, তাহার নাম বল (Power), এবং

* "A machine may be defined as an instrument by means of which direction, magnitude and point of application of a given force may be altered"—Elementary Statics and Dynamics by W. N. Bout flower P. 187

† উইলসন্ (W. G. Wilson, M. A. L. C. E.) বলিয়াছেন -A machine may be defined as an instrument or a system of bodies, by means ofwhich force may be transmitted from one point to another, and altered both magnitude and direction."—Elementary Dynamics. P. 132.

যন্ত্র দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইলে, যে বাধাকে অতিক্রম-করিতে হয়, তাহার নাম ভার (Weight)। দণ্ডযন্ত্র আলম্বমধ্যক, ভারমধ্যক, বলমধ্যক ভেদে ত্রিবিধ। ত্রিবিধ দণ্ডযন্ত্রের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে অনুভব হয় "মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব এবং উভয়তঃ রজঃ ও তমঃ, ব্যবহারিক আত্মার বা জগতের ইহাই স্বরূপ"; "জগৎ কর্ম্মের মূর্ত্তি--জগৎত্রিগুণবিকার", পূজ্যপাদভগবান্ যাস্ক, ভগবান্ পতঞ্জলিদেব, ভগবান্ কপিলদেব প্রভৃতি বেদপাদপূজক বেদপ্রাণ ঋষিগণের এই কতিপয় অক্ষরাত্মক ব্যাপক উপদেশালোকের পরিচ্ছিন্নরূপ এতদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। জগৎ যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের পরিণাম, সত্ত্বাদিগুণত্রয় যখন অন্যোন্যাভিভববৃত্তিক, অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তিক, ও অন্যোন্যমিথুন বৃত্তিক, তখন ক্রিয়া বা কর্ম্মভেদে বিবিধ যন্ত্র হওয়াই প্রাকৃতিক। বিশ্ববিজ্ঞান প্রসূতি শ্রুতিতে এই নিমিত্ত পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোককে ত্রিবিধ যন্ত্র এবং অগ্নি, বায়ু, ও সূর্য্যকে উক্ত যন্ত্রত্রয়ের ত্রিবিধ দেবতা ও শক্তিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শক্তি স্বরূপতঃ এক হইলেও, যন্ত্রভেদে বিভিন্নরূপ ক্রিয়া নিষ্পাদন করে বলিয়া, ভিন্ন, ভিন্ন রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল দণ্ডযন্ত্র কেন, যন্ত্রমাত্রেই ত্রিবিধ। আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তাহা মূর্ত্তক্রিয়া, তাহা যন্ত্র সংযমিত শক্তির লীলা। প্রত্যেক ভৌতিকপদার্থ এক একটা যন্ত্র। আমি যে উদ্দেশ্যে এই সকল কথা বলিলাম, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? "ফিজিয়োলজী (Physiology) শরীরের সুস্থাবস্থার ক্রিয়া বিজ্ঞান," এই কথার অর্থ বিচার করিতে প্রবৃত্ত তোমাকে বাধা দিয়া, আমি যে নিমিত্ত এই সকল কথা বলিলাম, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে কি?

জিজ্ঞাসু—আপনি কি উদ্দেশ্যে কি বলেন, তাহা সর্ব্বদা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি আমার নাই, তবে আপনি যে উদ্দেশ্যে যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলিলেন, তাহা আমি কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, আমি বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

বক্তা—তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহা বল, ফিজিয়োলজী বিষয়ক আলোচনা কে বাধা দিয়া আমি কোন্ উদ্দেশ্যে, সাধারণের অপ্রীতিকর, সাধারণের নীরসরূপে প্রতীয়মান যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিলাম? এই প্রশ্নের উত্তরে তোমার যাহা বক্তব্য আছে, তাহা জানাও।

জিজ্ঞাসু—আপনি ফিজিয়োলজী বিষয়ক আলোচনাকে বাধা দিয়া, যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, আমার বিশ্বাস বিশ্বের ফিজিয়োলজীর প্রকৃতরূপ দেখাইবার

নিমিত্ত আপনি যন্ত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছেন। আপনি যে ফিজিয়োলজীর রূপ দেখাইবার জন্য এই সকল কথা বলিলেন, সে ফিজিয়োলজী প্রাণময় বিশ্বশরীরের ক্রিয়াবিজ্ঞান, কেবল ক্ষুদ্র নরশরীরের ক্রিয়া বিজ্ঞান নহে; আপনি যে যন্ত্র বিজ্ঞানের আভাস দিলেন, তাহা বিশ্বযন্ত্র বিজ্ঞান। নিখিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে যে কারণে গতিবিজ্ঞান ও স্থিতিবিজ্ঞান এই দ্বিবিধ প্রধান বিজ্ঞান বিভাগের অন্তর্ভূত করা হয়, আমার বিশ্বাস আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহা অদ্যপি পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারেন নাই, তাঁহারা আপনার এই সকল কথা শুনিয়া বিশেষতঃ আনন্দিত হইবেন, লাভবান্ হইলাম মনে করিবেন। শক্তি যন্ত্রগত না হইলে ক্রিয়া করিতে পারে না; অতএব যেখানে ক্রিয়া, গতি বা পরিবর্ত্তনের (changes) রূপ নয়নে পতিত হইবে, অনুমান করিতে হইবে, সেইখানে শক্তি আছে, যন্ত্র আছে, সেইখানে প্রবৃত্তি আছে, সংস্থান আছে, সেইখানে সত্ত্বগুণের উপরি রাগ-দ্বেষাত্মক রজঃ ও তমোগুণ ক্রিয়া করিতেছে। অতএব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্রিয়া ও স্থিতিবিজ্ঞানের মিলিতরূপ, অতএব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহকে গতিবিজ্ঞান (Dynamical science) ও স্থিতি বিজ্ঞান Statical science) এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা সম্পূর্ণ ন্যায় সঙ্গত। ফিজিয়োলজী (Physiology) শারীর ক্রিয়াবিজ্ঞান, এনাটমী (Anatomy) শারীর সংস্থান বিজ্ঞান, সুতরাং এনাটমীর জ্ঞান ব্যতিরেকে, ফিজিয়োলজীর জ্ঞান হইতে পারেনা। শরীর যন্ত্র সমষ্টি, অতএব শারীর ক্রিয়া বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রথমে সংক্ষেপে যন্ত্রের স্বরূপদর্শন যে অত্যাবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। যাহারা ঠিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু নহেন, তাঁহারা এস্থলে যন্ত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক বলিতে পারেন বটে, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক অনেক লাভ করিবেন। Sir Gilbert Blane, Bart. ফিজিয়োলজী সম্বন্ধীয় (বিশেষতঃ স্নায়ুযন্ত্রের ক্রিয়া বিষয়ক) বিসম্বাদের (মতভেদের) কারণাধারণ করিতে যাইয়া, বলিয়াছেন, "শরীর বিবিধ জটিল যন্ত্র সমষ্টি। বিবিধ জটিল যন্ত্রাত্মক পদার্থের চরম উদ্দেশ্য বা শেষ ফল স্প্রিং, চাকা (Wheel) ইত্যাদি বহু যন্ত্র দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। স্প্রিং, হুইল প্রভৃতি যন্ত্র সমূহের মধ্যে কেহ প্রবর্ত্তন, কেহ সংস্থান বা গতিনিরোধ, কেহ মূল ক্রিয়ার নূতন দিক্ পরিবর্ত্তন, এই প্রকার ভিন্ন, ভিন্ন কার্য্য করে বটে, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেই অপরিত্যজ্য, আকাঙ্ক্ষিত ফল নিষ্পত্তিতে প্রত্যেকেরই কার্য্যকারিতা অপেক্ষিত হইয়া থাকে। Sir Gilbert Blane শারীর ক্রিয়া বিজ্ঞান বিষয়ক বিসম্বাদ মিটাইবার নিমিত্ত ঘটিকা যন্ত্রকে দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করিয়া-

ছেন। * শেল্‌স্‌কে (cells) যাঁহারা শরীরের মূল উপাদান বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই শেল্‌স্‌কে সূক্ষ্ম শারীর যন্ত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। যন্ত্রের জ্ঞান 'প্রবৃত্তি' ও 'সংস্থান' এই দ্বিবিধ শক্তির জ্ঞান। অতএব শেলস্ (cells) অণু বা পরমাণুর স্থায় ভেদবৃত্তি ও সংসর্গবৃত্তি (Repulsive & Attractive) বা পুংশক্তি বা স্ত্রীশক্তির বা অগ্নি ও সোমের বা প্রাণ ও রয়ির মিলিত রূপ। জগতে যতপ্রকার শক্তির, যতপ্রকার যন্ত্রের অস্তিত্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তৎ সমুদায় মূলতঃ অগ্নীষোমাত্মক, বেদও বেদমূলক শাস্ত্র সমস্ত জগৎকে অগ্নীষোমাত্মকই বলিয়াছেন। যে কোন ক্রিয়া হোক্, তাহা বস্তুতঃ রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়া, প্রবৃত্তি ও সংস্থানের ক্রিয়া বা অগ্নি ও সোমের ক্রিয়া, অতএব বলা বাহুল্য শারীর ও মানস ক্রিয়াও তাহাই, বাহ্য ভৌতিক ক্রিয়াও তাহাই। "নর শরীর বিজ্ঞান (Human Physiology) মনুষ্য শরীরের ক্রিয়ার বিজ্ঞান', এই কথার তাহা হইলে প্রকৃত আশয় হইতেছে, নরশরীর বিজ্ঞান নর শরীরা বচ্ছিন্ন অগ্নি ও সোম বা প্রবৃত্তি ও সংস্থান এই শক্তিদ্বয় কৃত ক্রিয়ার বিজ্ঞান।

বক্তা—ক্রিয়ামাত্রেই ত্রিগুণ পরিণাম, এ কথা বিস্মৃত হইও না। নরশরীর বিজ্ঞান (Human Physiology) নরশরীরাবচ্ছিন্ন পরিণামের ত্রিগুণকৃত বিকার বা কার্য্যের বিজ্ঞান। আমি যে উদ্দেশ্যে 'প্রবৃত্তি' ও 'সংস্থানের' কথা, যে উদ্দেশ্যে যন্ত্রের কথা তুলিয়াছি, তাহা তুমি যে সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিয়াছ, তাহা জানিয়া, আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। এখন ফিজিয়োলজী (Physiology) 'সুস্থ শরীরের ক্রিয়া বিজ্ঞান' এবং প্যাথলজী (Pathology) 'বাধিত বা অসুস্থ শরীরের ক্রিয়াবিজ্ঞান,' এই কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা চিন্তা কর, অবিকৃত ও বিকৃত এই দ্বিবিধ ক্রিয়ার স্বরূপ কি তাহা ভাবিয়া দেখ।

---

* "The author's meaning may best be illustrated by a comparison borrowed from mechanism. In all complicated machines, the purpose or ultimate result is effected by a number of springs, wheels, accelerating, retarding or giving new direction to the main action, but every one of them is indispensable or sina quanon to the production of the proposed effect, which is the diagonal, as it were, of these compound forces,"—Elements of Medeical Logic or Philosophical Principles of the Practice of Physics. P. 76

জিজ্ঞাসু আমাদের শরীরে যত প্রকার ক্রিয়া হয়, তাহারা পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়া, শোণিত সঞ্চালন ক্রিয়া, সমুৎসর্গ ক্রিয়া ইত্যাদি নাম দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকে। পরিপাকাদি ক্রিয়া নিষ্পত্তির নিমিত্ত যে যে রূপ শক্তি ও যন্ত্রের প্রয়োজন, আমাদের শরীরে সেই সেই রূপ শক্তি ও যন্ত্র সমূহ বিদ্যমান আছে।

ত্রিগুণতত্ত্বের স্বরূপ দর্শন হইলে ভূত, ভৌতিক শক্তি প্রাণ মন ইত্যাদি পদার্থ বিষয়ক বিবাদের মীমাংসা হইবে।

বক্তা—ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রী (Physics and Chemistry) ফিজিয়োলজীর পদদ্বয়, ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রী যে সকল শক্তির বর্ণন করিয়া থাকেন, শক্তি সমূহের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেন, তাহাদের এস্থলে স্মরণ করা আবশ্যক হইবে, কারণ ফিজিয়োলজী ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত তথ্যসমূহের প্রয়োগভূমি। নরশরীর বিজ্ঞানবিদ্দিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রীর পরিচিত শক্তিসমূহের ক্রিয়াবিজ্ঞান জানিতে পারিলেই, নরশরীরের ক্রিয়াবিজ্ঞান অবগত হওয়া যায়। ফিজিক্স্ ও কেমিষ্ট্রীর পরিচিত শক্তি সমূহ ছাড়া নরশরীরে অন্য কোনরূপ শক্তি ক্রিয়া করে না, 'প্রাণ' শক্তি নামে কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। ভূত (Matter) ও ভৌতিকশক্তি (Force) সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা যে যে রূপ অনুমান করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, সেই সেই রূপ অনুমান নির্দ্দোষ নহে বলিয়া মনে হয়, ভূত ও ভৌতিকশক্তির বিশুদ্ধ রূপ অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। ত্রিগুণতত্ত্বের স্বরূপ দর্শন হইলে, আমার ধারণা ভূত, ভৌতিক শক্তি, প্রাণ, মন, ইত্যাদি পদার্থ বিষয়ক সংশয় নিরস্ত হইবে, প্রাণ স্বতন্ত্র পদার্থ কিনা, তাহা যথাযথভাবে অনুভূত হইবে, এই সকল পদার্থ বিষয়ক বিবাদের মীমাংসা হইবে। অবিকৃত ও বিকৃত এই দ্বিবিধ শারীর ক্রিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, প্রথমে ভূত, ভৌতিকশক্তি, শক্তির স্থিতিশীলত্ব (Conservation of Energy) জীবনীশক্তি (Vital Energy) ইত্যাদির স্বরূপ দর্শন আবশ্যক হইবে। ফিজিক্স্ ও ফিজিয়োলজীর পরিচিত যে যে শক্তির ব্যবহার ফিজিয়োলজীতে প্রদর্শিত হয়, তাহা মনে কর। আমার বোধ হয় ডাক্তার এল্ ল্যানডো (Dr. L. Landois) তাঁহার নরশরীর বিজ্ঞানের উপক্রমণিকাতে ভূত (Matter), শক্তি (Eorce), শক্তির স্থিতিশীলত্ব (Conservation of Energy), জীবন শক্তি ও প্রাণ (Vital Energy and Life) প্রভৃতি পদার্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন, তাহা স্মরণ করি-

লেই যথেষ্ট হইবে। ডাক্তার ল্যাণ্ডো বলিয়াছেন 'ফিজিয়োলজী (Physiology) সপ্রাণ শরীরীদিগের প্রাণ ব্যাপারের বিজ্ঞান, অথবা সামান্য দৃষ্টিতে ইহা প্রাণতত্ত্ব (Doctrine of Life)'। *

* "Physiology is the science of the vital phenomena of organisms, or broadly, it is the Doctrine of Life"—
A Text-book of Human Physiology by L. Landois

আগমনী।

বহুদিন পরে যথা আঁধার কুটীর মাঝে।
দেউটি জ্বলিয়া উঠে অমার নীরব সাঝে॥
উঠে হাস্য কোলাহল আনন্দের কলধ্বনি।
সঙ্গীত ঝঙ্কারি উঠে নীরব সে গৃহখানি॥
কিম্বা হিমানীর শেষে বসন্তের দূত বেশে।
কোয়েল পাপিয়া আসি গায় তার আগমনী।
মুছাইয়ে লয় যথা দুঃখান্তে সুখের কথা।
চিরবিরহীর কাছে মিলনের বার্ত্তা আনি॥
তেমনি এ বঙ্গ মাঝে আনন্দময়ীর সাজে।
আবার আসিছ তুমি আসিবে জননী॥
নব পত্র ফুল্ল সাজে সাজায়ে তোরণ দ্বার।
দেয় যথা গৃহস্বামী আনন্দ উৎসবে তার।
তেমনি সে ঋতুরাজ মা তুমি আসিছ বলে।
ধুয়ে গেছে চারিদিক পূত বরষার জলে॥
শ্যামল সুন্দররূপে প্রকৃতি মোহনবেশে।
জননি আসিছ বলে আবার উঠেছে হেসে॥
আবরি সে কুলে কুলে ঢেউগুলি লয়ে তায়।
দুকূল উছলি নদী তেমনি বহিয়া যায়॥

তেমনি হরিৎক্ষেত্র মাঠে মাঠে ভরা ধান।
মাগো তোর আগমনে ফুল্ল সবাকার প্রাণ॥
মা তোরে হেরিয়া বুঝি বঙ্গের সে সামগান।
মনে পড়ে গেছে আজ তাই সব একপ্রাণ॥
ভাই ভাই বলি আজি পরস্পরে দেয় কোল।
মা তোমা হেরিয়া আজি ভুলে গিছি গণ্ডগোল॥
বরষ বরষ ধরি এমনি করিয়া আয়।
ভক্তিপূত পুষ্প মোরা দিব তোর রাঙ্গা পায়॥
বহুদিন গেছে চলি বাঙ্গালীর সব সুখ।
মাগো তোর আগমনে আছে শুধু ঐ টুক॥

মায়ের পূজা

দ্বারে দ্বারে ফিরে দুখিনী জননী
তবুও কি তোরা জাগিবিনা
অশ্রুপূর্ণ মুখে দীর্ঘশ্বাস বুকে
তোদের জননী দেখিবিনা?
শরীর যে শীর্ণ বসন যে জীর্ণ
রাজরাণী আজ ভিখারিণী।
প্লাবন তাড়নে দুঃর্ভিক্ষ পীড়নে
আশ্রয় বিহীনা অনাথিনী॥
কাহার প্রতিমা এনেচ মণ্ডপে
এবা কে দাঁড়ায়ে দুয়ারে।

ইহারে হৃদয়ে ধরিয়া লইলে
পারিবি যাইতে ভিতরে ॥
সর্ব্বশক্তি যাঁর এই দশা তাঁর
মিলন অভাবে হয়েছে।
মিলন মন্ত্রে প্রাণ জাগাইলে
দেখ্‌বি—সর্ব্বশক্তি মায়ে রয়েছে ॥
দুর্গা দুর্গা বলি জীবন্ত পরাণে
সবাই মিলিয়া ডাকিলে।
সকলের তরে সকলে খাটিয়া
মায়ের হইয়া থাকিলে ॥
মনের যা সন্ধ, ভাই ভাই দ্বন্দ্ব
বলি দিয়া মায়ে পূজিলে
আপনি জাগিবি মাও জাগিবে
নতুবা কি হবে ডাকিলে ॥

শ্রীসদাশিবঃ
শরণং
নমোগণেশায়
শ্রী১০৮গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ
শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ

প্রতিভাতত্ত্ব.

মতভেদের কারণানুসন্ধান

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রতিভা তত্ত্বের অভিধেয় ও প্রয়োজন

জিজ্ঞাসু—আপনি অনেক সময়ে 'প্রতিভা' নামক পদার্থের উদ্দেশ করেন, কোন বিষয়ের তত্ত্বাবলোকনে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনাকে বহুবার 'প্রতিভা' শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি, "জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, জ্ঞান-বিজ্ঞান

রাজ্যের ইতিহাস যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান স্ব-স্ব প্রতিভা মূলক," 'প্রতিভাভেদই মতভেদের কারণ,' আপনার মুখ হইতে সহস্রবার এইরূপ কথা শুনিয়াছি। আপনি যে উদ্দেশ্যে এইরূপ কথা বলেন, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও ইহা যে অতিমাত্র গম্ভীরার্থক, অত্যন্ত সারগর্ভ কথা, তাহা বিশ্বাস হয়। যাহা বুঝাইতে যাইয়া, আপনি প্রতিভা পদার্থের নাম গ্রহণ করেন, প্রতিভা পদার্থের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করেন, তাহা বুঝিবার প্রয়োজন পূর্ব্বে না হইলেও, এখন বিশেষতঃ উপলব্ধি হয়, এখন বিশ্বাস হইয়াছে, তাহা না বুঝিতে পারিলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই অনুশীলন করিনা কেন, কখনও শান্তি পাইব না, কখনও তৃপ্তি হইবে না, তাহা সম্যগরূপে বুঝিতে না পারিলে, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের বিশেষত্বের, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের-মহত্ত্বের যথাযথভাবে অনুভব হইবে না। আধুনিক অভ্যুদয়শীল বৈজ্ঞানিকগণ বহু নিগূঢ় প্রাকৃতিক তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিবার চেষ্টা করিতেছেন, মানুষের পার্থিব জীবনকে যথাশক্তি, যথাসম্ভব বাধারহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন, এবং এই মহদুপকার সাধন করাতে হৃদয় ইহাঁদের সমীপে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই হোক্, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ হোক্ যাহা যাহা জানিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়, নবীন বিজ্ঞানাচার্য্যেরা সেই বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলিকে জিজ্ঞাসিতব্য বলেই মনে করেন না।

বক্তা—আমি যে উদ্দেশ্যে প্রায়ই 'প্রতিভা' নামক পদার্থের উদ্দেশ করি তাহা ভাল বুঝিতে না পারিলেও, তোমার যে তাহা বুঝিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, আমি এই নিমিত্ত সুখী হইলাম। "বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই হোক্ অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ হোক্," যাহা যাহা জানিবার নিমিত্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়, নবীন বিজ্ঞানাচার্য্যেরা সেই বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলিকে জিজ্ঞাসিতব্য বলিয়াই মনে করেন না," তোমার এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তোমার মুখ হইতে তাহা শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে।

জিজ্ঞাসু—বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বিবিধ বিদ্যাবান্ হইয়াছেন, কিন্তু যাহা যাহা জানিবার নিমিত্ত আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়, ইহাঁদের মধ্যে বহুব্যক্তির, পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছি, সেই সেই বিষয়ের জিজ্ঞাসাই হয় না, অতএব বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণই আমার বিশিষ্ট জিজ্ঞাসার কারণ নহে, ইহা মনে হয়। আমি তাই বলিয়াছি, "বৈদিক আর্য্যবংশে

জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই হোক্ অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ হোক্"।

বক্তা—বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও, তোমার যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হয়, বহুব্যক্তি যখন সেই সমস্ত বিষয়ের জিজ্ঞাসু হন্ না, তখন বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণকে তুমি তোমার বিশিষ্ট জিজ্ঞাসার কারণ বলিয়া মনে কর কেন?

জিজ্ঞাসু—আমার মনে যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হয়, আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, বৈদিক আর্য্যজাতি ভিন্ন সাধারণতঃ অন্য কোন জাতির মনে সেই সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসার উদয় হয় না। অন্যকোন জাতি সেই সকল বিষয় জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমি জানিতে পারি নাই, আমি এই নিমিত্ত বৈদিক আর্য্য জাতিতে জন্মগ্রহণকে আমার বিশিষ্টজিজ্ঞাসার কারণরূপে অবধারণ করিয়াছি। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ যে কার্য্যের কারণরূপে অবধারণ করি, অনেক সময়ে দেখিতে পাই, তৎকারণ বিদ্যমান থাকিলেও, তৎকার্য্য সংঘটিত হয় না। নৈয়ায়িকগণ এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, যে কারণ বশতঃ যে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, সেই কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যখন সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র তৎকার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে, কার্য্যের উৎপত্তি একাধিক কারণের কার্য্যকারিতাকে অপেক্ষা করে। অধ্যাপক বেন (A, Bain), সুধীশ্রেষ্ঠ মিল (J. S. Mill) প্রভৃতি সুধীগণ বলিয়াছেন, কোন কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কেবল তাহার সাধারণ শক্তি, সামর্থ্য-বা-যোগ্যতাকে ধরিলে, কারণানুসন্ধান পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হইবে না, শক্তি একভাব বা একরূপ অবস্থা ত্যাগ পূর্ব্বক, অন্য ভাব বা অন্যরূপ অবস্থা গ্রহণ করিতে পারে, কেবল এই কথা জানিলেই কারণানুসন্ধানের চেষ্টা ফলবতী হয় না, ইষ্টাপত্তি হয় না, কেবল উপাদান কারণই কার্য্য প্রসবিতা নহে, প্রত্যেক কার্য্যোৎপত্তিতে উপাদান কারণ (কার্য্যশক্তি) ও নিমিত্ত বা সহকারী (Collocation) এই দ্বিবিধ কারণের প্রয়োজন, সহকারি-বা-নিমিত্ত কারণের বিচিত্রতাই বিচিত্র কার্য্যোৎপত্তির হেতু, সহকারি-বা-নিমিত্ত কারণকেও কার্য্যের কারণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। * আমি যে সকল বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি,

* "Seeing that, in Causation, there must be provided not merely a sufficient force, energy or moving power, but also the suitable arrangement for making the transfer

বৈদিক আর্য্য জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতিতে সাধারণতঃ কেহ সেই সকল বিষয়ে জিজ্ঞাসু হন না, আমার তাই নিশ্চয় হইয়াছে, বৈদিক আর্য্যজাতিতে জন্মগ্রহণ আমার বিশিষ্ট জিজ্ঞাসার কারণ। আবার বৈদিক জাতিতে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সকলেই আমি যাহা যাহা বিশেষতঃ জানিতে অভিলাষী, সেই সমস্ত বিষয় জানিতে ইচ্ছুক নহেন, যখন এই কথা মনে পড়ে, তখন আমার বিশিষ্ট জিজ্ঞাসার, বৈদিক আর্য্যজাতিতে জন্মগ্রহণ ব্যতীত কারণান্তর আছে, এইরূপ অনুমান হইয়া থাকে। "বৈদিক আর্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই হোক্, অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ হোক" যে নিমিত্ত আমি এইরূপ কথা বলিয়াছি, তাহা নিবেদিত হইল।

বক্তা—কার্য্যশক্তি (উপাদান কারণ) এবং সহকারী বা নিমিত্ত কারণ (Force and collocation) কার্য্যমাত্রেই যে এই দ্বিবিধ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অপিচ সহকারি-বা-নিমিত্ত কারণ বিশেষই যে কার্য্যবিশেষের হেতু, তাহা শুনিলাম, কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, 'কার্য্যশক্তি' এবং সহকারি-ও-নিমিত্ত কারণ, কার্য্যমাত্রেই এই দ্বিবিধ কারণ হইতে সংঘটিত হয়, শক্তির বস্তুতঃ ধ্বংস হয় না, শক্তি সমূহ পরস্পর পরস্পরের ভাবে ভাবিত হইতে পারে, ইহারা ইতরেতর সম্বন্ধে সম্বন্ধ, কার্য্য-কারণ ভাব সম্বন্ধীয় এতাবৎ জ্ঞানই কি পর্য্যাপ্ত? এতদ্বারাই কি কার্য্যের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পূর্ণভাবে সম্পন্ন হইতে পারে? বৈচিত্র্যময় সংসারের বৈচিত্র্য কারণ সম্যগ্রূপে অবধারিত হইতে পারে? তাপ, (Heat) তড়িৎ, (Electricity), রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical action), স্নায়বীয় ও পৈশিক ক্রিয়া (Nervous and Muscular action), পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কর্ত্তৃক নিখিল কম্প বা পরিবর্ত্তনের হেতুরূপে গৃহীত এই সকল কথা জানিলেই কি 'কেন তুমি সুখী কেন তিনি দুঃখী, কেন আমি মধ্যম ভোগভাক্, কেন আমি

---

as required; this completing arrangement, or collocation, is a part of the Cause and is frequently spoken of and investigated as the Cause"—

Logic part II p. 32.

J. S. Mill বলিয়াছেন—"Now it might always have been said with acknowledged correctness, that a force and a collocation were both of them necessary to produce any phenomenon"—Logic p. 230

জড়মতি, তিনি সূক্ষ্মমনীষী, তুমি মধ্যম বিবেকী, কেন আমি মনুষ্য হইলাম, তিনি দেবতা হইলেন, শৃগাল-কুক্কুর শৃগাল কুক্কুর হইল, যে কার্ব্বন, হাইড্রোজেন্, অক্‌সিজেন্, নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি মানব শরীরের উপাদান, তাহারাই ত অন্যান্য শরীরও উৎপাদন করে, তবে শরীরীদিগের মধ্যে এত অবান্তর জাতিভেদ হইল কেন? পরমাণুপুঞ্জের সংস্থান-বা-অবয়ব সন্নিবেশের তারতম্যকে, উহাদের ভাগবৈষম্যকে যদি সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণরূপে অবধারণ করা যায়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য হইবে, পরমাণুপুঞ্জের সংস্থান বা অবয়ব সন্নিবেশের তারতম্য, ইহাদের ভাগ-বৈষম্য কি আকস্মিক? নির্নিমিত্ত? আমরা এই সমস্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য, জটিল প্রশ্ন সমূহের সমাধান করিতে সমর্থ হই? অধ্যাপক বেন্ বলিয়াছেন, নিখিল প্রাকৃতিক পরিণামই যে মূলতঃ তাপ, তড়িৎ, প্রভৃতি মূল শক্তি হইতে সংঘটিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। সৌর জগতের ক্রমবিকাশ পদ্ধতির স্বরূপ দর্শনের চেষ্টা কর, ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের মুখে পৃথিবীর ইতিহাস শ্রবণ কর, উপলব্ধি হইবে, ক্রিয়াশীল তাপ-তড়িৎ প্রভৃতি শক্তি সমূহই মূলতঃ নিখিল প্রাকৃতিক পরিণামের কারণ। প্রাকৃতিক পরিণামসমূহের মূল কারণ কি, তাহা আর আমাদের সমীপে অজ্ঞেয় নাই, তবে তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিণামের হেতু ক্রিয়াশীল শক্তি সমূহের কিরূপ অবস্থা, সংস্থান-বা-সন্নিবেশের ভেদ বশতঃ জগতে বিবিধ, বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, কিরূপ সহকারি-বা-নিমিত্ত কারণ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, ইহারা ভূস্তর শ্রেণী প্রসব করিয়াছে, করিতেছে, মহাদেশ, দেশ, সাগর, উপসাগর, নদ, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছে, করিতেছে, কিরূপ সহকারি-বা-নিমিত্ত কারণের ভেদ নিবন্ধন সাগর দেশে, দেশ সাগরে পরিণত হয়, দেশের অভ্যুদয় ও পতন হয়, দেশের জল-বায়ু সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূকম্প, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি দৈব ব্যাপদের আবির্ভাব হয়, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, এ রহস্য অদ্যাপি দুর্ভেদ্য আছে। *

---

* "In the same way, all the great cosmical changes, marking the evolution of the solar system, and the Geological history of the earth, are referable to the primal sources of energy; the moving power at work is no longer a secret. Yet the circumstances, arrangements, or collocations whereby the power operated to produce our

জিজ্ঞাসু—আমি যে সকল বিষয় বিশেষতঃ জানিতে ইচ্ছা করি, প্রতীচ্য সুধীগণ সেই সকল বিষয় জানাইতে পারেন না, ইহাঁরা সেই সকল বিষয় কখনও জানাইতে পারিবেন বলিয়া, আমার বিশ্বাস হয় না, কারণ ইহাঁদের অদ্যাপি সেই সকল বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা বা সেই সকল বিষয় জানিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই।

বক্তা—কোন্ কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা তোমার মনে তীব্রভাবে উদিত হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—যে কোন বিষয় হোক, তাহার স্বরূপ জানিতে হইলে, পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ সমাধানের কথা শুনিতে পাই। এক পদার্থ সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ সমাধানের কথা শুনিলে কিরূপে তাহার স্বরূপ অবধারিত হইতে পারে? কিরূপে নিশ্চয়পূর্ব্বক জানিতে পারি, এই মত সত্য, এই মত গ্রাহ্য, ও মত ভ্রান্ত ও মত মিথ্যা, সুতরাং ও মত অগ্রাহ্য? কেবল পাশ্চাত্য সুধীগণের মধ্যে নহে, প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের মধ্যেও মতভেদ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব জানিতে ইচ্ছা হয়, মতভেদের কারণ কি? জানিতে ইচ্ছা হয়, কোন্ উপায়ে সংশয় বিরহিত জ্ঞান অর্জ্জিত হইতে পারে? আপনার মুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, 'মতভেদ স্ব-স্ব প্রতিভামূলক,' যাহার চিত্ত যেরূপ প্রতিভাবিশিষ্ট, তিনি সেইরূপ মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, ইদানীন্তন সংবেদন ও উপদেশাদি মানবকে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী করিবার নিমিত্ত কারণমাত্র। আস্তিক, নাস্তিক, দ্বৈতবাদী, একত্ববাদী ইত্যাদি সকলেইত এক প্রকৃতির গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়েন, যে প্রকৃতি আস্তিকের প্রসবিত্রী, নাস্তিককে ত তিনিই প্রসব করিয়াছেন, দ্বৈতবাদী, একত্ববাদী এই উভয়ইত তাঁহারই গর্ভসম্ভূত, তথাপি যে মতভেদ হয়, প্রতিভাভেদই তাহার কারণ। 'প্রতিভা' কোন পদার্থ তাহা না জানিলে, 'মতভেদ স্ব-স্ব প্রতিভামূলক' এই কথার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইতে পারেনা, আমি এই নিমিত্ত 'প্রতিভা' কোন্ পদার্থ অগ্রে তাহা জানিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

বক্তা—'মতভেদ' প্রাকৃতিক, যে কারণে এক মূলশক্তি বিবিধ আকারে প্রতিভাসমান হয়, যে কারণে একবস্তু ভিন্ন,ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন, ভিন্নরূপ ক্রিয়া করে, যে কারণে একসামগ্রী পৃথক ব্যক্তি কর্ত্তৃক পৃথকভাবে গৃহীত হইয়া থাকে,

---

existing mountain chains, the rise and fall of continents, the fluctuations of climate and all the other phenomena revealed by a geological examination of the earth are as yet in uncertainty"—Logic parti II 33-34

সেই কারণে ভিন্ন, ভিন্ন মতের আবির্ভাব হয়। বাদরায়ণের বেদান্ত বা শারীরক সূত্র পাঠ কর, দেখিতে পাইবে, চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দার্শনিক মতই উহাতে খণ্ডিত হইয়াছে। এক বাদরায়ণের বেদান্ত বা শারীরক সূত্র সমূহের দ্বৈতপক্ষ, অদ্বৈতপক্ষ, বিশিষ্ট অদ্বৈতপক্ষ, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন, ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মহর্ষি কণাদ, গোতম, কপিল, জৈমিনি, পতঞ্জলি ইহাঁরাও যে স্ব-স্ব গ্রন্থে সর্ব্বপ্রকার দার্শনিক মতের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন, উহাঁদের গ্রন্থ পাঠ করিলে, তাহা বুঝিতে পারিবে। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া পাশ্চাত্য দেশে গমন কর, সক্রেটিস্ প্লেটো, আরিস্ততাল্, হেগেল, ফিকৃটে, ক্যাণ্ট, আগস্ত কোমৎ, স্পেন্সার, মিল প্রভৃতি দার্শনিকদিগের গ্রন্থ অধ্যয়ন কর, দেখিতে পাইবে, স্পষ্ট, অস্পষ্ট, যে ভাবেই হোক্, প্রাচ্য দার্শনিকদিগের মত সমূহেরই ইহাঁরা স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে খণ্ডন বা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, করিতেছেন। ভগবান্ বাদরায়ণ যখন অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের প্রচার করিয়াছিলেন, অধিকারী বিচার পূর্ব্বক অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ বুঝাইয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই বহুব্যক্তি তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে ভগবান্ বাদরায়ণের উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ভগবান্ বাদরায়ণকে যখন নাস্তিক মত খণ্ডন করিতে হইয়াছে, দ্বৈতবাদের পারমার্থিক সত্যতার প্রতিষেধার্থ কণাদ, গোতম, কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতি মহর্ষিগণের মত খণ্ডন করিতে হইয়াছে, তখন ভগবান্ বাদরায়ণের সময়ে যে চার্ব্বাক, বৌদ্ধ ছিলেন, দ্বৈতবাদী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাদরায়ণের অদ্বৈতব্রহ্মবাদ কদাচ সার্ব্বভৌম রূপে আদৃত হয় নাই, ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়েই এবাদ সমভাবে স্থান পায় নাই। জগৎ মিথ্যা পরমার্থতঃ অসৎ—অনিত্য, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, বিশ্বপ্রপঞ্চ পরমাত্মার বিবর্ত্ত, সকলেই এই মতকে সমভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ভগবান্ বাদরায়ণ যখন জীবিত ছিলেন তখনও কাপিল সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া আদর করিবার লোক ছিলেন, কণাদ-গোতমেরও বহু পক্ষপাতী ছিলেন, আবার নাস্তিক দলেরও অভাবছিলনা। এখনও তাহাই, এখনও দেখিতে পাই নৈয়ায়িক স্বপক্ষের স্থাপনার্থ বেদান্তের মত খণ্ডন করিতে সদা সচেষ্ট, সাংখ্যমতাবলম্বী নৈয়ায়িক-বৈদান্তিক মতের প্রত্যাখ্যান করিবার নিমিত্ত নিয়ত যত্নশীল, নাস্তিক নাস্তিকতার প্রচারের নিমিত্ত সদা ব্যস্ত। ক্রমশঃ।

অসংভূতি হইতেছে মায়া। যেহেতু মায়ার মধ্যে সমস্ত কাম কর্ম্ম বীজ রহিয়াছে, সেই হেতু ইঁহার কার্য্য হইতেছে হিরণ্যগর্ভ। ইনিই সম্ভূতি। হিরণ্যগর্ভের কার্য্য হইতেছে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য।

ঐশ্বর্য্যাদি কামনা জন্য লোকে সম্ভূতির উপাসনা করে।

অসংভূতি ও সম্ভূতির অন্য এক অর্থ হয়। নাস্তিকেরা আত্মাকে অসংভূতি মানিয়া বলে যে বিজ্ঞানাত্মা বলিয়া কিছুই নাই। অসম্ভব অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আর সম্ভব নাই। ইহারা বলে শরীর নাশ হইলে আত্মার নাশ হয় তবে আত্মা বলিয়া আর কোন কিছুই থাকে না। তবে আর সম্ভব কাহার হইবে? এই জন্য আত্মাই অসংভূতি। এই যাহাদের নিশ্চয় তাহারা অত্যন্ত অন্ধ কুকুর শূকরাদি শরীররূপী নরককে প্রাপ্ত হয় আর সম্ভূতি অর্থাৎ সম্ভব যার হয় এমন যে শরীর সেই শরীরকে যে আত্মা বলে সেই দেহাত্মবাদী অধম অধিকারী অত্যন্ত অন্ধতম জড় পাষাণাদি ভাবকে বারংবার প্রাপ্ত হয়।

এখন দেখ যাহারা শুধু সম্ভূতির উপাসনা করে, যাহারা শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করে না কিন্তু দেবতা দর্শনের জন্য ধ্যানাদি লইয়া থাকে শ্রুতি তাহাদের এই কার্য্যের নিন্দা করিলেন। সম্ভূতি যদি সত্য হইত তাহা হইলে সম্ভূতি উপাসনায় নিন্দা থাকিবে কেন?

যদি বল শুধু কর্ম্ম করিলেও হইবে না, আর শুধু উপাসনাতেও হইবে না কিন্তু কর্ম্ম ও উপাসনা একসঙ্গে হওয়া চাই—কর্ম্ম ও উপাসনার সমুচ্চয় চাই—ইহা যখন না হয় তখন কর্ম্মও নিন্দনীয় এবং দেবতা দর্শন জন্য সম্ভূতি বা উপাসনাও নিন্দনীয় এই জন্য শ্রুতি সম্ভূতির নিন্দা করিয়াছেন—তোমার এই কথা সত্য—অসম্ভূতি ও সম্ভূতির—কর্ম্ম ও উপাসনার—কর্ম্ম ও কর্ম্মাভিমানী দেবতার সমুচ্চয় বিধানার্থই সম্ভূতির নিন্দা করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে বিচার করিয়া দেখ অগ্নিহোত্রাদি বা সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মদ্বারা কোন্ প্রয়োজন সাধিত হয় এবং উপাসনা বা দেবতা চিন্তা দ্বারাই বা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। ইহাত অতি প্রয়োজনীয় কথা। সন্ধ্যা বন্দনাদি কেন করি-

এবং উপাসনাদিই বা কেন করি ইহা জানা না থাকিলে বিশেষ কিছুই ত হইবে না।

আচার্য্য। অসম্ভূতির ও সম্ভূতির সমুচ্চয় করিয়াই সাধনা করিতে হয়। অসম্ভূতি বলে প্রকৃতিকে। প্রকৃতির মধ্যেই সমস্ত কাম কর্ম্ম বীজ রহিয়াছে এই জন্য অসম্ভূতির উপাসনাতে অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্ম, সন্ধ্যা বন্দনাদি বৈদিক কর্ম্ম, প্রাণাগ্নি হোত্রাদি কর্ম্ম— এই সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর সম্ভূতির উপাসনাতে কর্ম্মাভিমানী দেবতার দর্শন জন্য স্তবস্তুতি পূজা জপ ধ্যান ইত্যাদি উপাসনা ব্যাপারকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এখন দেখ কর্ম্ম মাত্রই অবিদ্যা—তা লৌকিক কর্ম্মই হউক বা বৈদিক কর্ম্মই হউক। মানুষ স্বভাবতঃ যথেচ্ছা আচরণ করে, যথেচ্ছা কথা কয়, যথেচ্ছা ভক্ষণ করে। দেখ এই কলিকালে যথেচ্ছাচরণ, যথেচ্ছা ভাষণ, যথেচ্ছা ভক্ষণ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় লোকই এখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কুকুর গর্দ্দভাদির মত প্রস্রাব ত্যাগ করে, যখন যাহা মনে আইসে সেইরূপ কথা কয়, সেইরূপ শব্দ করে; যখন যাহা ইচ্ছা হয় খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া তাহাই খাইয়া ফেলে—তাহা হংস ডিম্বই হউক বা কুক্কুটাণ্ডই হউক বা পলাণ্ডুই হউক বা যে কোন মাংসই হউক বা যে কোন মৎস্যই হউক বা যে কোন পক্ষীই হউক। আবার খাইবার সময়ে কোন কিছুই মানাও নাই। চর্ম্ম পাদুকা পায়ে দিয়া খাওয়া, রন্ধন শালায় চর্ম্ম পাদুকা লইয়া যাওয়া, যার তার হাতে ইচ্ছা খাওয়া—লুঙ্গীপরা, কুকুর লইয়া বুকে পিঠে করা, পান খাইয়া ছিবড়া হাতে করিয়া ফেলা ও দাঁতে সর্ব্বদা কাঠি দেওয়া ও হাত না ধোয়া শ্বেতখানার কাপড়ে থাকা, যুতা মোজা জামা গায়ে শ্বেতখানায় যাওয়া এবং তাহা হইতেই সব ঘট ঘটান ইত্যাদি এই সমস্ত এখন অবাধে চলিতেছে। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হইতেছে মৃত্যু—মারক—অন্তঃকরণ অশুদ্ধি। ইহাদের সংস্কার অত্যন্ত প্রবল। অখাদ্য খাওয়ার সংস্কার এত প্রবল যে অখাদ্য খাইয়া গলা জ্বলে বুক্ জ্বলে তথাপি লোভ প্রবল বলিয়া প্রাণ যায় তথাপি মানুষ

অখাদ্য ছাড়ে না। যাক্ এখন অবিদ্যা হইল শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম আর মৃত্যু হইল স্বাভাবিক কর্ম্ম। শাস্ত্রমত কর্ম্ম করিয়া স্বাভাবিক কর্ম্ম করারূপ মৃত্যু অতিক্রম কর। কিন্তু শাস্ত্রমত কর্ম্ম করারও এক দোষ আছে। এই দোষ হইতেছে কর্ম্মফল লাভ জন্য কর্ম্ম করা।

কর্ম্ম করা যেমন স্বাভাবিক অজ্ঞান প্রবৃত্তিরূপ মৃত্যুর অতিতরণ সেইরূপ কর্ম্ম ও উপাসনা সমুচ্চয়ে সাধনার ফল' হইতেছে কর্ম্ম ফলের অনুরাগ প্রবৃত্তিরূপ মৃত্যুর অতিতরণ। দেখনা কেন অধিকাংশ সাধকই এখন দেবতাদর্শনরূপ সুখভোগ জন্য উপাসনা করে। কোন প্রকার জপ পূজা করিয়াই বলে রসত পাই না। সুখ হউক বা দুঃখ হউক রস পাও বা না পাও লাভ হউক বা না হউক শুধু ঈশ্বরের প্রসন্নতা জন্য আজ্ঞাপালনভিন্ন অন্য কিছুই চাইনা সেই জন্য তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ কর্ম্ম করি ইহাই হইল কর্ম্মসহ উপাসনার প্রয়োজন। ইহা না হইয়া কোন প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা রাখিয়া উপাসনা করাও অন্যবিধ এষণা—ইহাও মৃত্যু। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও যেমন অবিদ্যা উপাসনাদিও সেইরূপ অবিদ্যা। এই দ্বিবিধ অবিদ্যা দ্বারা ঐ দ্বিবিধ এষণারূপ মৃত্যু যিনি অতিতরণ করিলেন তিনি বৈরাগ্য লাভ করিলেন। তিনি বুঝিলেন সংসার ক্ষণধ্বংসী, ভোগ নিতান্ত অসার, মানুষ স্বাভাবিক দেখা শুনারূপ মায়ার মধ্যে ডুবিয়াই আছে কাজেই এ সংসারে আস্থার কিছুই নাই—শরীর ও মন উভয়ই মায়ার বাগুরা ইহাদিগের হাত হইতে মুক্ত হইতে হইবে—এইরূপ বৈরাগ্যবান পুরুষ যখন উপনিষদ্ শাস্ত্রের অর্থ আলোচনায় তৎপর হয়েন তখন তিনি দেখিতে পান আপনি আপনি-রূপ পরমাত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু অপর সমস্তই অনাত্মা— মিথ্যা। তখন তাঁহার এই ব্রহ্ম বিদ্যার উৎপত্তি হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী অবিদ্যার সহিত পরবর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ এক পুরুষের পক্ষেই হয় বলিয়া উভয়ের সমুচ্চয় হয় বলা হইয়া থাকে।

এখন দেখ সমকালে কর্ম্ম ও উপাসনার অনুষ্ঠান, ইহা হইতেছে চিত্তশুদ্ধির উৎপাদক আর ব্রহ্মবিদ্যা হইতেছে অমৃতত্ব প্রাপক—মুক্তিপ্রাপক।

কর্ম্ম ও উপাসনা অশুদ্ধি ক্ষয়ের কারণ হইলেও মুক্তি প্রাপকতা পক্ষে বা অমৃতলাভ পক্ষে অক্ষম বলিয়া সম্ভূতির নিন্দা যুক্তিযুক্ত একতা জ্ঞান জন্য মুক্তি, পবিত্রতা, পূর্ণতা—এই সমস্ত ত সম্ভূতি দিতে পারে না তবে সম্ভূতির নিন্দা করায় দোষ কি হইল ?

সম্ভবঃ প্রতিষিধ্যতে—সম্ভব অর্থ এখানে অমৃতত্বের, মোক্ষের, একতা জ্ঞানের, অদ্বৈতের সম্ভব বা উৎপত্তি। সম্ভূতির সত্তা আপেক্ষিক। চিত্তশুদ্ধিরূপ উপকার থাকিলেও ইহা দ্বারা আত্মার একত্বজ্ঞান সম্ভব বা উৎপত্তি হয় না।

এই একত্ব জ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞান, কে উৎপাদন করিবে, তাই বল। ইনি স্বতঃসিদ্ধ, সর্ব্বদা একরূপ, সর্ব্বদা আছেন। মায়ানির্ম্মিত এবং অবিদ্যাতে স্থিত জীবের অবিদ্যা নষ্ট হইলেই একত্বজ্ঞান স্বরূপে সে স্থিতি লাভ করিল। স্বরূপটিই সত্য—ইহাকে উৎপন্ন কে করিবে ?

রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি একবার যদি নষ্ট হয় তবে আর ভ্রান্তির কি জন্ম হয় ? অবিদ্যার কৌশলে এই যে ভেদদৃষ্টিরূপ ভ্রান্তি উঠিয়াছে, এই দৃশ্যভ্রান্তি সম্যগ্ দর্শন দ্বারা যখন একবার নষ্ট হয় তখন আর ভ্রান্তি জন্মাইতে কে পারে ?

অবিদ্যা সমুদ্ভূত এই দৃশ্য দর্শনরূপ ভ্রান্তি একবার নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার তাহা জন্মাইতে পারে এমন কোন কারণই নাই। এই ভ্রমজ্ঞান সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন "**নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ**" ইহা কোথাও নাই কাহা হইতেও হয় নাই ॥ ২৫

স এষ নেতি নেতীতি ব্যাখাতং নিহ্নুতে যতঃ।
সর্ব্বমগ্রাহ্যভাবেন হেতুনাঽজং প্রকাশতে ॥২৬

সেই আত্মা এইরূপ নহে, এইরূপ নহে শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা, যেহেতু আত্মাকে প্রতিপাদন করিবার জন্য পূর্ব্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত দ্বৈত বস্তুকে মিথ্যা বলিয়া নিষেধ করিতেছেন—সেই জন্য অর্থাৎ অন্য সমস্তই মিথ্যা বলিয়া অজ-স্বরূপ আত্মা প্রকাশিত হয়েন।

সর্ব্ববিশেষ প্রতিষেধেন "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইতি প্রতিপাদিতস্য আত্মনো দুর্ব্বোধত্বং মন্যমানা শ্রুতিঃ পুনঃ পুনঃ উপয়ান্তরত্বেন তস্যৈব প্রতিপাদয়িষয়া যদ্‌যদ্‌ ব্যাখ্যাতং তৎসর্ব্বং নিহ্নুতে মিথ্যাত্বেন বারয়তি. গ্রাহ্যং জনিমদ্‌বুদ্ধি বিষয়ম্‌ অপলপতি—অর্থাৎ "স এষ নেতি নেতি" ইতি আত্মনঃ অদৃশ্যতাং দর্শয়ন্তী শ্রুতিঃ। উপায়স্য উপেয়-নিষ্ঠতামজানত উপায়ত্বেন ব্যাখ্যাতস্য উপেয়বদ্‌গ্রাহ্যতা মাভূৎ ইতি অগ্রাহ্যভাবেন হেতুনা কারণেন নিহ্নুতং ইত্যর্থঃ। ততশ্চৈবম্‌ উপায়স্য উপায়নিষ্ঠতামেব জানত উপেয়স্য চ নিত্যৈকরূপত্বমিতি, তস্য স বাহ্যাভ্যন্তরমজম্‌ আত্মতত্ত্বং প্রকাশতে স্বয়মেব ॥২৬

শিষ্য। বাস্তবিক দ্বৈত বলিয়া কোন কিছুই জন্মাইতেছেনা—এই শ্লোকে ইহাই ত বলা হইতেছে ?

আচার্য্য। আত্মা অতি দুর্জ্ঞেয়। জগতে যত কিছু বস্তু আছে তাহার কেহই আত্মা নহে। ইহা আত্মা নহে ইহা আত্মা নহে এইভাবে সমস্ত বস্তুকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলে—সমস্ত দৃশ্যজ্ঞান মার্জ্জন করিতে পারিলে শেষে যিনি অবশিষ্ট থাকেন তিনিই আত্মা। **"নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিদ্বিৎ"** ইনি কাহা হইতেও হয়েন নাই আর কোন কিছুই হইতেওছেনা—আত্মা সর্ব্বদাই আপনি আপনি ভাবে প্রকাশমান আছেন। একটা অজ্ঞানে এই বস্তুটিকে বহুরূপে দেখাইতেছে এইটি সরাইয়া দিতে পারিলেই আত্মা সদা প্রকাশই আছেন।

শিষ্য। আত্মাকে প্রতিপাদন করিবার জন্য শ্রুতি ত অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন !

আচার্য্য। উদ্দেশ্য ত আত্মা প্রতিপাদন। সেই জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে সেই উপায়গুলিকে ও সত্য বলিয়া যিনি গ্রহণ করেন তিনি ভ্রান্ত।

আত্মা সত্য। কিন্তু আত্মাকে দেখাইবার জন্য যে উপায় শ্রুতি অবলম্বন করিতেছেন তাহা মিথ্যা। বুদ্ধির বিষয়ীভূত যাহা কিছু তাহাই মিথ্যা মায়া। মিথ্যাকে যে অবলম্বন তাহা সত্যটিকে কোনরূপে বুঝাইবার জন্য। যেমন অরুন্ধতী ন্যায়ে সত্যকে দেখাইবার জন্য মিথ্যাকে

প্রথমে অবলম্বন করা হয় পরে সত্য দর্শনে সামর্থ্য জন্মিলে মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিতে বলা হয় এইখানেও সমস্তবস্তুকে সমস্ত দ্বৈতকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেই আত্মা প্রকাশিত হয়েন ইহাই বলা হইতেছে।

সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে নতু তত্ত্বতঃ।
তত্ত্বতো জায়তে যস্য জাতং তস্য হি জায়তে ॥২৭
অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে ॥২৮

সদা আপনি-আপনি স্বরূপে বিদ্যমান যে আত্মা তাঁহার জন্ম মায়া দ্বারাই সম্ভব হয় কিন্তু তত্ত্বতঃ আত্মার জন্ম নাই। যাহার মতে আত্মার জন্মটা বাস্তবিক তাহার মতে সৎ বস্তুকে নিশ্চয়ই পুনঃ পুনঃ জন্মিতে হয় অর্থাৎ যাহার জন্ম নাই তাহার জন্ম হয় ইহা যখন একেবারেই হইতে পারেনা তখন বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যাহা জাত অর্থাৎ যাহা জন্মে তাহারই পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়।

অসতের জন্ম মায়াদ্বারাও হয়না বাস্তবিকও হয়না। মায়িক বা পারমার্থিক কোনভাবেই বন্ধ্যার পুত্র হয়না। [এই জন্য অসৎজগৎ বা অসৎ দেহ আদৌ জন্মে নাই—সেই আত্মাই অজ্ঞানে জগৎরূপে দেখা যায় বা দেহরূপে দেখা যায়।]

এবং হি শ্রুতি বাক্যশতৈঃ "স বাহ্যাভ্যন্তরমজম্" "আত্মতত্ত্বমদ্বয়ং" "ন ততোঽন্যৎ অস্তীতি" নিশ্চিতমেতৎ। যুক্ত্যা চাধুনা এতদেব পুনর্নির্দ্ধার্য্যত ইত্যাহ; তত্রৈতৎ স্যাৎ সদা অগ্রাহ্যমেব চেৎ অসদেবাত্মতত্ত্বমিতি। তৎ ন, কার্য্য গ্রহণাৎ। যথা সতো মায়াবিনো মায়য়া জন্মকার্য্যং, এবং জগতো জন্মকার্য্যং গৃহ্যমাণং মায়াবিনমিব পরমার্থং সন্তমাত্মানং জগজ্জন্ম মায়াস্পন্দমেব গময়তি। যস্মাৎ সতো হি বিদ্যমানাৎ কারণাৎ মায়ানির্ম্মিতস্য হস্ত্যাদিকার্য্যস্যেব জগজ্জন্ম যুজ্যতে, নাসতঃ কারণাৎ। নতু তত্ত্বত এবাত্মনো জন্ম যুজ্যতে। অথবা সতো বিদ্যমানস্য বস্তুনো রজ্জ্বাদেঃ সর্পাদিবৎ মায়য়া জন্ম যুজ্যতে, নতু তত্ত্বতো যথা, তথা অগ্রাহ্যস্য তস্যাপি সত এবাত্মনো রজ্জুসর্পবৎ জগদ্রূপেণ

মায়য়া জন্ম যুজ্যতে, নতু তত্ত্বত এবাজস্য আত্মনো জন্ম। যস্যপুনঃ পরমার্থসৎ অজমাত্মতত্ত্বং জগদ্রূপেণ জায়তে বাদিনঃ, নহি তস্যাজং জায়ত ইতি শক্যং বক্তুং বিরোধাৎ। ততস্তস্যার্থাৎ জাতং জায়ত ইত্যাপন্নম্। ততশ্চ অনবস্থা জাতাৎ জায়মানত্বেন। তস্মাৎ অজমেকমেবাত্মতত্ত্বমিতি সিদ্ধম্ ॥২৭॥

অসংবাদিনাম্ অসতো ভাবস্য মায়য়া তত্ত্বতো বা ন কথঞ্চন জন্ম যুজ্যতে, অদৃষ্টত্বাৎ। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো মায়য়া তত্ত্বতো বা জায়তে তস্মাদত্র অসদ্‌বাদো দূরত এব অনুপপন্ন ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

শিষ্য। আত্মা জন্মেন না, আত্মার সমান অন্য কোন বস্তু নাই—ইনি অদ্বিতীয় পরমার্থরূপ। আর দ্বৈত যাহা তাহা মায়াদ্বারা কল্পিত অসত্য। মায়া, সত্যস্বরূপ অনেজৎ এক অদ্বিতীয় আত্মাকে বহুরূপে দেখাইয়া থাকেন—ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে—এই বিষয়ে আরও যুক্তি এই দুই শ্লোকে দেখান হইতেছে কি?

আচার্য্য। শতশত শ্রুতি প্রমাণে নিশ্চিত হইতেছে, ভিতরে বাহিরে একমাত্র আত্মাই বিরাজ করিতেছেন, আত্মার জন্ম নাই, আত্মতত্ত্ব অদ্বয়, আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। যুক্তিতে ও ঐরূপ নিশ্চয় করা হইয়াছে। পুনরায় অন্য যুক্তিতে এই তত্ত্বই নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

যদি বল যে আত্মতত্ত্ব ত চিরদিনই অগ্রাহ্য—গ্রহণের অযোগ্য কারণ নেতি নেতি করিয়া দৃশ্যদর্শন মুছিয়া না ফেলিতে পারিলে আত্মাকে অনুভব করা যায়না, কাজেই আত্মা, জ্ঞানের বিষয় নহেন—যদি ইহাই হয় তবেত আত্মা অসৎই হইলেন? না—এরূপ বলা যায় না কারণ সৎ আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই বিবাদের বিষয় এই অসৎ জগৎ উঠা রূপ কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন বিদ্যমান মায়াবীর মায়াদ্বারা জন্ম অর্থাৎ কার্য্য হইয়া থাকে সেইরূপ এই জগতের জন্মরূপ যে কার্য্য তাহা মায়ার আশ্রয় স্বরূপ আত্মাকেই দেখাইয়া দেয়। জগৎটা কার্য্য। এই জগতের কারণ হইতেছে অধিষ্ঠান চৈতন্য। এই চৈতন্য সত্যস্বরূপ। মায়াবী হইতেছে সত্য মনুষ্য, কিন্তু মায়াবীর কার্য্য হইতেছে মায়াসৃষ্ট

হস্তী। মায়াবী হইতে মায়া-রচিত হস্তী প্রভৃতি কার্য্যের ন্যায় সৎব্রহ্মচৈতন্য হইতে জগতের জন্ম হইতেছে ইহা বুঝা যায় কিন্তু অসৎ কারণ হইতে জগতের উৎপত্তি কিছুতেই সম্ভব হয়না। সৎ আত্মার তত্ত্বতঃ জন্ম নাই। কিন্তু আত্মা বহুরূপে জন্মান এই যে বলা হয় এই জন্ম মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন বিদ্যমান রজ্জু মায়াদ্বারা সর্পরূপে জন্মে সেইরূপে ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য সৎরূপ আত্মার যে জন্ম তাহা মায়া দ্বারাই ঘটে। কিন্তু পরথার্থতঃ জন্ম রহিত আত্মার জন্ম হইতেই পারেনা।

আর বাদীর মতে যদি স্বাকার করা যায় তত্ত্বতো জায়তে অর্থাৎ পরমার্থসৎরূপ আত্মা, জগৎরূপে জন্মিতেছেন তবে ঐ বাদীর মতেই নিশ্চয় হইবে যে যিনি আজ তাঁহার জন্ম হয়—এই কথা বলা অসম্ভব। কারণ জন্ম নাই ইহার সহিত জন্ম হয় ইহার বিরোধ দৃষ্ট হয়। তাহ হইলেই বাদীর মতে বলিতে হইল জাত পদার্থই জন্মে। যে আত্মা জন্মিয়াছেন অর্থাৎ জাত আত্মাই আবার জন্মিলেন। ইহাতে অনবস্থা দোষ হইতেছে। কারণ এখন যে আত্মা জন্মিলেন তিনি তৎপূর্ব্বেও জন্মিয়াছেন, তৎপূর্ব্বেও আবার জন্মিয়াছেন ইহার শেষ ত তাই—ইহাই ত অনবস্থা দোষ। সেই জন্য সিদ্ধ হইল যে আত্মার জন্ম কখন হয়না।

কেহ কেহ বলেন এক অদ্বিতীয় অসৎই ছিল তাহা হইতেই সৎ জন্মিয়াছে—ইহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইতেছে "অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে" অসতের জন্ম মায়া দ্বারা ও হয় না, তত্ত্বতও অর্থাৎ সত্য ভাবেও হয় না। মিথ্যা দ্বারাই বল বা সত্যসত্যই বল অসতের জন্ম কিছুতেই হয় না। বন্ধ্যার পুত্র সত্য সত্যও জন্মেনা মায়া দ্বারা জন্মে না। এজন্য অসদ্বাদ দূর হইতে পরিত্যাজ্য ॥ ২৮ ॥

যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ ॥ ২৯ ॥

স্বপ্নকালে মায়া দ্বারা মন যেমন এক এবং বহুর প্রকাশে—দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের প্রকাশে স্পন্দিত হয় সেইরূপ জাগ্রত কালেও মন মায়া দ্বারা দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের প্রকাশে স্পন্দিত হয় ॥ ২৯ ॥

ন্যায় চন্দ্রে চন্দ্রিকার ন্যায় পৃথক্ রূপে পরিদৃশ্যমান হয়। এই স্পন্দময়, স্ফুরণশীল, জ্ঞান জলপূর্ণ, চিন্মাত্র রস পূর্ণ পরমাত্ম সমুদ্রে কোন স্থিরা-শক্তি ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ রুদ্র, কেহ পুরুষ, কেহ দেবতা হইয়াছে। এই সমস্ত লহরীর প্রস্ফুরণ স্বভাবতঃ চিত্তভাবনা হইতেই উদ্ভূত। কোন শক্তি যম, কেহ ইন্দ্র, কেহ সূর্য্য, কেহ বহ্নি, কেহ কুবের—ইহারও কেহবা বিনাশ করে, কেহ সৃষ্টি করে, কেহবা স্থিতি দেখাইতে—লহরী মত চপল ইচ্ছা দ্বারা ইহা হইতেছে। এই সমস্ত ব্রহ্ম সমুদ্রের লহরী কেহ কিন্নর, কেহ গন্ধর্ব্ব, কেহ বিদ্যাধর, কেহ দেবতাবৃন্দ। কেহ উঠিতেছে কেহ পড়িতেছে সমস্ত সেই লহরীর লম্ফ ঝম্ফ। ব্রহ্ম সমুদ্রের লহরীর মধ্যে ব্রহ্মাদি কিছু স্থির, দেব মনুষ্যাদি উৎপন্ন হইতেছে আবার ধ্বংসও হইতেছে। কৃমি, কীট, পতঙ্গ, সর্প, গো, মশক, অজগরাদি ইহারাও লহরী; ইহারা সেই ব্রহ্মমহাসাগরে জলবিন্দুবৎ স্ফুরিত হইতেছে। কোন লহরী অতি চপল—ইহারা চঞ্চল নর বা বানর, মৃগ, গৃধ্র, জম্বুক কেহ গিরি কুঞ্জে কেহবা বেলাবনতটে স্ফুরিত হইতেছে। সংসার স্বপ্ন বিকারে কেহ স্বল্পজীবী কেহ অল্পজীবী, কাহারও দেহসংস্থান কল্পনা মহতী, কাহারও শরীর ক্ষুদ্র; কেহ চিরস্থায়িত্ব ভাবনা করে, কেহ দৃঢ়বিকল্পে মোহিত, কেহ জগতের স্থিরত্ব সম্ভাবনা করে, কেহ অল্প ভাবনাশীল, কেহ দৈন্যদোষের বশীভূত, কেহ আমি কৃশ, আমি অতি দুঃখী, আমি মূঢ় ইত্যাদি দুঃখের বশীভূত, কেহ স্থাবর হইয়া গিয়াছে, কেহ দেবতা, কেহ সদেহতাপ্রাপ্ত, কেহবা মোহার্ণবে মগ্ন। কেহ ভূতলে শত শত কল্প অবস্থান করিতেছে, কেহবা চন্দ্রের মত জ্ঞানামৃত পূর্ণ হইয়া শুদ্ধ চিত্তে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মনন নামধারিণী চিৎসম্বিদ্ এইরূপে সেই ব্রহ্মসমুদ্র হইতে বিলোলা লহরীর মত উত্থিত হইয়া স্ফুরিত হইতেছে।

স্থিতি ১২ সর্গঃ

সংসারোৎপত্তি বিস্তার বর্ণনা।

কাল পুরুষ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—মুনে পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহার সার এখন বলিতেছি শ্রবণ করুন। সুর, অসুর, নর ইত্যাদি আকারের যে সম্বিদ্ —যে জ্ঞান, তাহা যে ব্রহ্ম সমুদ্র হইতে অভিন্ন ইহাই সত্য, ইহা ভিন্ন অন্যসিদ্ধান্ত যাহা তাহাই মিথ্যা। অর্থাৎ একমাত্র চৈতন্যই মিথ্যাজ্ঞানে সুরাসুর নরাকারে প্রতিভাত হইতেছেন। যদি অভিন্ন তবে অনুভব হয়না কেন যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহার উত্তরে বলি জীব কল্পনা কলঙ্কিতচিত্তে মিথ্যাভাবনা তুলিয়া মনে ভাবে "আমরা ব্রহ্ম নই," এইটি দৃঢ় নিশ্চয় করে বলিয়াই জীব অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মসমুদ্রে থাকিয়াও ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নতা—আমরা খণ্ডচৈতন্য এইরূপ ভাবনা করিয়া জীব [illegible] মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। এই যে ব্রহ্মসমুদ্রের সমস্ত তরঙ্গ ইহারা দেহাদিভাবনারূপ মলদ্বারা কলঙ্কিত হইয়া পাপ পুণ্যাদি কর্ম্ম সমুদায়ের বীজ স্বরূপ হয়। আপনি ইহাদিগকে অকর্ম্ম—নিষ্ক্রিয়ব্রহ্ম স্বরূপই জানিবেন। হে মুনে! ভিতরে যে সঙ্কল্প উঠে তাহাই কর্ম্মবৃক্ষের বীজ। এই যে জগৎ ভরা উপলপংক্তির মত জড় শরীর সমূহ, ইহারাই কখন একস্থানে পড়িয়া থাকে, কখন লাফাইতেছে, কখন কাঁদিতেছে, কখন হাসিতেছে। পবন যেমন স্পন্দন দ্বারা বস্তু সকলকে কম্পিত করে সেইরূপ সঙ্কল্প আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরকে, কখন উল্লাসযুক্ত করিতেছে, কখন বিলীন করিতেছে, কখন ম্লান করিতেছে কখন হাসাইতেছে।৭। ঐ সমস্ত শরীরা দিগের মধ্যে কেহ অতি বিশুদ্ধচিত্ত যেমন হরিহরাদি; কেহ অল্প মোহগ্রস্থ যেমন নর, নাগ, অমরাদি। কেহবা অত্যন্ত মোহগ্রস্ত যেমন তরু তৃণাদি কেহবা অজ্ঞানদ্বারা বিশেষরূপে মোহপ্রাপ্ত হইয়া কৃমি কীটত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কেহবা তৃণের মত ব্রহ্মমহোদধিতে অতি দূরে

প্রবাহিত হইতেছে, তাঁরা প্রাপ্ত হইতেছেন। যেমন উরগ নগাদি। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া সংসারে ভাসিতে ভাসিতে মনুষ্যাদিভাবপ্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রমুখে ব্রহ্মের অস্তিত্ব মাত্র শ্রবণ করিয়া তদভিমুখীন হইতে না হইতে কৃতান্তরূপী নিষ্ঠুর মূষিক—বিঘ্নকারী দুরাদৃষ্টরূপ মূষিক তাহাদের শুভকার্য্যের অবলম্বন রজ্জু—যোগভূমিকার মূল ছেদন করিয়া দিতেছে। কেহ কেহ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব রূপ সাগরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সশরীরে ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করিতেছেন। কেহ বা অজ্ঞানমোহপ্রযুক্ত ব্রহ্মসমুদ্রে অপ্রাপ্তপারভূমি রূপ সমাধি অবলম্বন করিয়া কতাপকাল সেই অবস্থায় অবস্থিত আছেন। কোন কোন জীব কোটি কোটি বার জন্মগ্রহণ করিয়াও পুনরায় অসংখ্যবার জন্মদুঃখ ভোগের নিমিত্ত বিষয় বাসনায় অন্ধ হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে।

কাশ্চিদূর্দ্ধাদধো যান্তি যথা তস্মাৎ ফলম্।
উর্দ্ধাদূর্দ্ধতরং কাশ্চিদধস্তাৎ কাশ্চিদপ্যধঃ ॥১৫

বৃক্ষচ্যুত বৃহৎফলের ন্যায় কেহ কেহ উর্দ্ধ হইতে অধো—উৎকৃষ্ট জন্ম হইতে নিকৃষ্টপশ্বাদি জন্মে পড়িতেছে কেহ কেহ উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর প্রদেশে, কেহবা অধঃ হইতে অধোতর প্রদেশে গমন করিতেছে।

বহু সুখ দুঃখ করা করাকরেয়ং
পরমপদাস্মরণাৎ সমাগতেহ।
পরমপদাবগমাৎ প্রয়াতি নাশং
বিগহ পতিস্মরণাৎ বিষবাধেব ॥১৬

বহু সুখ দুঃখ সমূহের আকর স্বরূপ এই অক্ষয় জীবভাব কেবল পরম পদের অস্মরণ প্রযুক্তই সমাগত হয়—স্বীয় আত্মতত্ত্বের অপর্য্যালোচনা হইতেই সমুদ্ভূত হয়। কিন্তু সেই পরমপদের পর্য্যালোচনা দ্বারাই গরুড়স্মরণে বিষব্যথার বিনাশের ন্যায় বহু বহু সুখদুঃখের আকর স্বরূপ এই অক্ষয় জীবভাবের নাশ হয়।

স্থিতি ১৩ সর্গঃ

ভৃগু সমাশ্বাসন।

জগতে কত প্রাণি দেখুন। সাগরে যেমন উর্ম্মিমালা—বসন্তে যেমন লতা সমূহ সেইরূপ জীবভরা এই সংসার। মনের মোহ যাঁহারা জয় করিয়াছেন তাঁহারাই জীবন্মুক্ত। অন্যে স্থাবর জঙ্গম মাত্র হইয়া কাষ্ঠ কুড্যাদির মত অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। যাঁহাদের মনোমোহ বা মায়ামোহ ক্ষীণ হইয়াছে তাঁহারা আর কি বিচার করিবেন? ক্ষীণ মোহ যাঁহারা তাঁহারাই অজ্ঞানীর জন্য শাস্ত্র প্রণয়ণ করেন। উদিতাত্মা মহাপুরুষগণ অজ্ঞজনের উদ্ধারের জন্যই দেহধারণ করেন ও সংসারে বিচরণ করেন।

সম্প্রবুদ্ধাশয়া যে তু দুষ্কৃতানাং পরিক্ষয়ে।

তেষাং শাস্ত্র বিচারেষু নির্ম্মলা ধীঃ প্রবর্ত্ততে ॥৫

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসঃ ক্ষয়াৎ পাপস্যকর্ম্মণ ইতি স্মৃতেঃ—পাপ কর্ম্ম ছাড়িতে হইবে—শ্রীহরির নিত্যস্মরণে—তাঁহার নিকট নিত্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া করিয়া পাপের ক্ষয় করা উচিত। সর্ব্বজীবে ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা এইটি জানিয়া—নিত্যকর্ম্মাদির সঙ্গে সর্ব্বদা ইহার স্মরণে—সর্ব্বদা সর্ব্ব জীবের সর্ব্ব কর্ম্মে ভগবানের স্মরণের প্রয়োগ অভ্যাস করিতে করিতে যখন চিত্তশুদ্ধ হয় তখন শাস্ত্রবিচার করিলে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়—নির্ম্মলবুদ্ধিদর্পণে আত্মরূপী শ্রীহরির দর্শন হয়।

বিলীয়তে মনো মোহঃ সচ্ছাস্ত্রপ্রবিচারণাৎ।

নভোবিহরণাদ্ভানোঃ শার্ব্বরং তিমিরং যথা ॥৬

প্রকৃষ্টরূপে সৎশাস্ত্রে বিচরণ করিতে পারিলেই মনের মোহ দূর হয় যেমন সূর্য্যদেবের আকাশ বিহারে নৈশ তিমির দূর হয় সেইরূপ।

মূর্খেরা শাস্ত্রের আবশ্যকতা স্বীকার করেনা। সৎশাস্ত্র আলোচনা ভিন্ন জ্ঞান জ্যোতিতে আলোকিত হইবার অন্য উপায় নাই, জ্ঞান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবারও কাহারও সাধ্য নাই।

অক্ষায়মাণং হি মনো মোহায়ৈব ন সিদ্ধয়ে।
নীহার ইব সঙ্কাস্থ বেতাল ইব বল্‌গতি ॥৭

সংশাস্ত্র আলোচনা করিয়া যাহারা মনের অন্ধকার---অনাত্মাকে সত্য বলিয়া দেখা, অনাত্মার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা—মনের এই অসত্য বস্তুতে উল্লাস দূর করিতে না পারে তাহাদের সিদ্ধিত হইতেই পারেনা কিন্তু মোহই বাড়িয়া যায়। ইহাদের মন কখন নীহারের আবরণ মত কখন বা বেতালের নৃত্যের মত—লয় ও বিক্ষেপে সর্ব্বদা ক্লেশ ভোগ করে।

সর্ব্বেষামেব দেহানাং সুখদুঃখার্থভাজনম্।
শরীরং মন এবেহ নতু মাংসময়ং মুনে ॥৮

এই সংসারে সকল জীবের সুখদুঃখ ভোগী যে শরীর সেটা মনই, এই মাংসময় শরীরটা কিছুই ভোগকরেনা, সমস্তই মন ভোগ করে। এই মাংসাস্থিময় পাঞ্চভৌতিক দেহ, এটাকে মনের কল্পনা বলিয়াই জানিবেন—পরমার্থতঃ এটা কিছুই নয়। হে মুনে তোমার পুত্র মনঃশরীর দ্বারা যাহা করিয়াছে তাহাই পাইয়াছে ইহাতে আমাদের কোন অপরাধ নাই।

স্বয়া বাসনয়া লোকো যৎ যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
স তথৈব তদাপ্নোতি নেতরস্যেহ কর্ত্তৃতা ।১১

নিজের বাসনা দ্বারা যে এখানে যাহা যাহা করে সে এখানে তাহাই প্রাপ্ত হয়—অন্যের তাহাতে কিছুই কর্ত্তৃত্ব নাই। স্বীয় মনোবাসনা দ্বারা অন্তরে যে কার্য্য সাধিত হয় আমাদের এমন ভুবনেশ কে আছে যে তাহা করিবার শক্তি রাখেন? নরকাদি ভোগের সৃষ্টি, জন্মমরণাদি এষণা এই সমস্তই মনের মনন মাত্র। ঐ মননাত্মক নিস্পন্দ—ঈষচ্চলন পর্য্যন্তও দুঃখপ্রদ। আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? ভগবন্ আসুন যেখানে আপনার পুত্র আছেন সেইখানে যাই। আপনার পুত্র শুক্র চিত্তশরীর দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত সুখ ভোগ করিয়া চন্দ্ররশ্মি অবলম্বনে ভূতলে মনুষ্যরূপে আসিয়া এক্ষণে সমঙ্গাতীরে তাপসরূপে অবস্থান করিতেছেন দেখিবেন আসুন। সেই শুক্রের প্রাণবায়ু চেতন

শক্তি হইতে মরণ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া অবশ্যম্ভাবী নীহারভাবে চন্দ্ররশ্মি সম্পর্কে চন্দ্ররশ্মি হইয়া পরে শস্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল পরে তাহার ফল ব্রীহ্যাদি হইয়া পুরুষের মধ্যে বীর্য্য হইয়া স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়। এই বলিয়া ভগবান্ কাল জগদ্গতি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সূর্য্য যেমন নিজ কর দ্বারা চন্দ্রকে গ্রহণ করেন সেইরূপ হস্তদ্বারা ভৃগুদেবের হস্তধারণ করিলেন। "নিয়তির কি বিচিত্র ব্যবস্থা" ভগবান্ ভৃগু মৃদুস্বরে এই বলিতে বলিতে উদয়াচলে রবির ন্যায় উত্থিত হইলেন। রাঘব! তখন সেই তমাল তরুরাজি পরিশোভিত মন্দরাচলে সেই তেজোনিধি ভৃগু ও কাল যুগপৎ সমুত্থিত হওয়ায় মনে হইল যেন অম্বর তলে চন্দ্র ও সূর্য্য সমকালে উদিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

বাল্মীকি বলিলেন হে ভরদ্বাজ! বশিষ্ঠদেব এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে দিনাবসান হইল। ভগবান্ ভাস্কর যেন সায়ংকৃত্য সমাপনার্থ অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন সভাগণ পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করতঃ সায়ন্তন স্নান সন্ধ্যা সমাধানার্থ আপন আপন গৃহে গমন করিলেন। রজনীর অবসানে সূর্য্যদেব আবার কিরণজাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে আবার সকলে সভাগৃহে সমবেত হইলেন।

স্থিতি ১৪ সর্গঃ

সমাধিস্থ শুক্রের প্রবোধন— পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ।

সমঙ্গা নদীতটে গমনেচ্ছা করিয়া ভগবান কাল ও ভৃগুদেব তখন মন্দরাচল কন্দর হইতে—মন্দর শৈলের সানুদেশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছেন আর দেখিতেছেন নব হেমলতাজালে জড়িত কুঞ্জ-মধ্যে নভশ্চরগণ—দেবতাগণ, পক্ষীগণও সুপ্ত। কোথাও গগনাঙ্গনে বল্লী (লতা) বলয় দোলায় সুরললনাগণ দোলক্রীড়া করিতেছেন আর তাঁহাদের হরিণীর মত মুগ্ধ মুগ্ধ কটাক্ষ বিক্ষেপে কত কত নীলোৎপল

বিকীরণ, যেন স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কোথাও উত্তুঙ্গ শিলাখণ্ডাসনে সিদ্ধগণ সমাসীন—তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন শরীরধারী উৎসাহ ত্রিজগৎকে লীলাভাবেই দেখিতেছেন। কোথাও দেখিতেছেন বৃহৎকায় গজযূথপতিগণ বর্ষার বারিধারার ন্যায় অজস্র নিপতিত কুসুম রাশিতে নিমজ্জিত হইয়া তালবৃক্ষের মত উত্তাল-স্থূলদাগ শুণ্ড সকল উত্তোলন করিতেছে; নিদ্রালু হস্তিগণের মদগর্ব্ব ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন মূর্ত্তিমান মদগর্ব্বই অবস্থান করিতেছে। কোথাও বায়ুপ্রবাহিত পুষ্প-কেসর রঞ্জিত অরুণবর্ণ চঞ্চল সুচারু চামর দোলাইয়া চমর মৃগগণ যেন পর্ব্বতরাজ সমূহের বাজন ধারার কার্য্য করিতেছে। কোথাও দেখিলেন কিন্নরগণ বর্ষার বারিধারার ন্যায় অজস্র নিপতিত পুষ্পরাশিতে নিমজ্জিত। কোথাও অসংখ্য খর্জ্জুর বৃক্ষ সকল শাখা সকল বিস্তৃত করিয়া দণ্ডায়মান; উৎকট নৃত্যশীল, গৈরিক ধাতুমত পাটলবর্ণ বিকৃত মুখ, মর্কটগণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি খর্জ্জুর ফল নিক্ষেপ করিয়া ক্রীড়া করিতেছে আর তাহাতে অধঃপ্রকৃত কণ্টক বৃক্ষ সকলও—বংশবৃক্ষ সকলও যেন ফলধারী হইয়াছে। কোথাও সম্প্রস্থিত উপবন মন্দির সকল লতাজালে আচ্ছন্ন—আর অপ্সরাগণ সিদ্ধনামক দেবযোনি বিশেষের প্রতি মন্দার কুসুমাঘাতে রতিসময় আগত জানাইতেছে। কোথাও গৈরিক ধাতুমত পাটলবর্ণ অচ্ছিদ্র পয়োদপটাবৃত তটভূমি সকল—প্রপাতদেশ সকল এরূপ জনসঞ্চার শূন্য যেন মনে হয় ইহারা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কোথাও গিরিনদী সকল কুন্দমন্দারাচ্ছন্ন লহরীমালার বস্ত্র পরিয়া, মধুমাস সমুদ্ভব পুষ্পপল্লবাদি অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্তে আপন আপন কান্ত, সাগরের প্রতি ধাবিত হইতেছে। কোথাও পবন কম্পিত বৃক্ষসকল পুষ্পভারে দেহ আবৃত করিয়া মধুপা-নোন্মত্ত মধুকররূপ নয়ন সমূহ বিঘূর্ণিত করিতেছে।

ইতস্ততঃ শৈলরাজের ঈদৃশী শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহারা গৃহ নগর মণ্ডিতা স্ফীতা বসুমতী প্রাপ্ত হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহারা সেই পুষ্পপাদপ বিভূষিতা চঞ্চল তরঙ্গা সমঙ্গা নদীকে সর্ব্বপুষ্পময়ীর মত দর্শন করিলেন। সমঙ্গাতটে ভগবান্ ভৃগু দেখিলেন

তাঁহার পুত্র যেন অন্য একজন—যেন তিনি দেহান্তর প্রাপ্ত, অন্যভাব বিশিষ্ট, শান্তেন্দ্রিয়, সমাধিস্থ. এবং তাঁহার মনোমৃগ অচঞ্চল অবস্থায় স্থিত। আর তিনি যেন অনাদি সংসার ভ্রমণ স্মরণে পরিশ্রান্ত হইয়া—শ্রমশান্তির উপায় পাইয়া তাহাই অবলম্বন করিয়া চিরবিশ্রান্ত হইয়াছেন।

চিন্তয়ন্তমিবানন্তা শ্চিরভুক্তা চিরোজ্ঝিতাঃ।
সংসারসাগরগতীর্হর্ষ শোকমিরন্তরাঃ॥ ১৭
নূনং নিশ্চলতাং যাত মতিভ্রমিত চক্রবৎ।
অনন্ত জগদাবর্ত্ত বিবর্ত্তাতিশয়াদিব॥ ১৮

অনাদি কাল হইতে সংসার সাগরের প্রবাহ নিরন্তর হর্ষ শোক লইয়াই ছুটিয়াছে। চিরভুক্ত এই হর্ষশোক প্রবাহের বিষয় চিন্তা করিয়া একক্ষণেই তাহা হইতে চির নির্মুক্ত হইয়া আহা! আজ ইনি দৃঢ়ভাবে নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। চক্র যেমন অতিভ্রমণের পর আপনি স্থির হইয়া যায় সেইরূপ ইনি অনন্ত জগদাবর্ত্ত বিবর্ত্তনে চিরদিন পরিভ্রামিত হইয়া সম্প্রতি তাহা হইতে নির্মুক্ত হইয়া একান্তে নির্জ্জন প্রদেশে শান্তভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। আশ্রিত কান্তকে একাকী পাইয়া কান্তি কেমন সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! চিত্তসম্ভ্রমের সংস্পর্শ সম্যক্‌রূপে ভগ্ন হওয়ায় এখানে সব উপশান্ত। শীত উষ্ণ সুখ দুঃখাদি দ্বন্দভাব শূন্য নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থান জন্য ইহার অন্তঃশীতলা বুদ্ধি যেন অখিল লোক গতি দেখিয়া হাসিতেছে।

বিগতাখিল বৃত্তান্তং বিগতাশেষ ভোক্তৃতম্।
নিরস্তকল্পনাজাল মালম্বিত মহাপদম্॥২১
অনন্ত বিশ্রান্তি ততে পদে বিশ্রান্তমাত্মনি।
প্রতিবিম্বমগৃহ্নন্তং সিতং মণিমিবাস্থিতম্॥২২
হেয়োপাদেয় সঙ্কল্প বিকল্পাভ্যাং সমুজ্ঝিতম্।
সম্প্রবুদ্ধমতিং ধীরং দদর্শ তনয়ং ভৃগুঃ॥২৩

অখিল প্রবৃত্তি আর নাই, প্রবৃত্তির শুভাশুভ ফলরাজিও নাই, সমস্ত কল্পনাজাল নিরস্ত হইয়াছে তিনি মহাপদে অপরিচ্ছিন্ন আত্মসুখে

উৎসব।



—ঃ*ঃ—

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৭শ বর্ষ	সন ১৩২৯ সাল, কার্ত্তিক।	৭ম সংখ্যা

শ্রীরামলীলায়—প্রথম দর্শনে।

তুলিবেন মহাধনু শ্রীরঘুনন্দন
করিল শ্রবণ যত পুরনারীগণ,
সাজাইয়া জানকীরে সঙ্গেতে লইয়া
দেখিবারে আসে সবে আনন্দে মাতিয়া।
আচ্ছাদিত দূরস্থানে অলক্ষ্যে থাকিয়া
নিরখে সে শ্যাম-রূপ নয়ন ভরিয়া।
হেরিরূপ ভাবে মনে যত সখীগণে
কনক প্রতিমা সীতা রাম নবঘনে,
মিলিলে বৈকুণ্ঠ-শোভা হইবে ধরায়
অনুপম দুঁহু-রূপ নিত্য সুখময়।
লাবণ্য সুষমাভরা শ্রীরাম আনন
সস্নেহ নয়নে রাণী করি নিরীক্ষণ,
ভাবেন মনেতে আহা! এ দারুণ পণ
করিলেন রাজা হায়! কিসের কারণ?
কমঠের পৃষ্ঠ সম যে ধনু কঠোর
[illegible] কোমল অতি, শ্রীরামের [illegible]

ধরিবে কেমনে তাহে চা[illegible]র।
আনন্দ মধুর-মূর্ত্তি নবীন কিশোর।
নবনী কোমল রাম রূপ মনোহর,
নিরখিয়া স্নেহরসে উথলে অন্তর।
সাধ হয় বক্ষে ধরি ও চাঁদ বদনে,—
মধুমাখা 'মা' 'মা' ডাক শুনি নিশিদিনে।
হেরি রামরূপ ভাতি আবেশে ভরিয়া,
বিমুগ্ধ নয়নে সীতা বিশ্ব বিসরিয়া
যেন কোন মায়ামন্ত্রে মন্ত্রিত মোহিনী
হেরিছে শ্যামলরূপ মুগ্ধা কুরঙ্গিণী।
কৌতুক-ভরিত চোখে সহসা সঙ্গিনী
পরশি জানকী অঙ্গ কহে ওকি ! ধনি ?
কি দেখিস্ মুগ্ধ চিতে বিভোর নয়নে
মোহিত বিহ্বল যেন অলস স্বপনে।
পরিমল সুধা ভরা মধুর হাসিয়া
না ফিরায়ে আঁখি সীতা সখিরে ডাকিয়া—
কহেন দেখলো সখি কি মধুর রূপ;
হেরিলে হারাবি প্রেমে আপন স্বরূপ।
অধোমুখ তুলি রাম আঁখি ফিরাইতে
দেখেন কনক ছবি নয়ন আগেতে
নিখিল লাবণ্যে ভরা সে প্রেম প্রতিমা
বিদ্যুৎ চঞ্চলা-বালা চির অনুপমা।
হেরিতে পরাণমাঝে আনন্দ-ভরিল
হিয়ার অঙ্কিত রূপ নয়নে ফুটিল।
অরুণ আরক্তগণ্ড যেন ক্ষণতরে
মিলিল যুগল দিঠি নিমেষ মাঝারে
প্রেমঘন চির স্নিগ্ধ মুখ তৃপ্তিভরা
প্রস্ফুটিত নব পদ্ম দুটী আঁখিতারা।
মিলন বিহ্বল আঁখি কি যেন কি [illegible]
উঠিল ফুটিয়া নব আনন্দ সোহাগে।

কামশূন্য যোগী সুপ্ত আত্মধ্যানে
লভেছে অনন্ত তৃপ্তি আপন সাধনে।
সৃষ্টি আগে সেই রাগে মিলনের মাঝে
আপনা আপনি থাকি ভাবে দুই সাজে।
ছিল সাধা সে দিঠি কি চির অতীতের
তৃপ্তি সুধাভরা সর্ব্ব সুখ সাধনের॥

প্রার্থনা পূর্ণ কার হয়?

প্রার্থনা সহজেই পূর্ণ হয়—যদি প্রার্থনার মতন করিয়া আমরা মনকে কাতর করিতে পারি। ঠিক্ ঠিক্ কাতর প্রাণের প্রার্থনা পূর্ণ হইবেই। ঠিক ঠিক কাতর হইয়া "চাহিলেই" "পাওয়া" যায়। তবে ত প্রার্থনার ভিত্তি হইতেছে প্রথমতঃ সত্য সত্য কাতরতা—যে কাতরতা বচন মাত্রে শেষ হয় সে কাতরতা নহে কিন্তু যে কাতরতা অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলে সেই কাতরতা আসা চাই। বলিতে পার পুত্র কন্যা মা স্ত্রী পিতা—ইঁহাদের রোগশয্যার প্রবল যাতনা ত হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেয়?—দেয় সত্য কিন্তু কাতর প্রাণ লইয়া কাহার কাছে যাইতে হয়—তাহা যে জানা নাই—কাতর প্রাণে যাঁহার চরণ প্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে হয় তাঁহাকে যে বিশ্বাস করি না—ক্ষীণ বিশ্বাস থাকিলেও সেই যে আমার সব—সেই যে আমার দুঃখ দূর করিতে পারে আর কেহ পারে না—অথবা যাহার দ্বারা দুঃখ দূর হয় তাহাকে যে সেই পাঠাইয়া দেয় অথবা সেই, সেই সাজিয়া আইসে ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না—তাই আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। তবেই হইল প্রার্থনা সফল করিবার দ্বিতীয় ভিত্তি হইতেছে আমার তুমি আছ, তুমি দয়ার সাগর, তুমি ক্ষমাসার, তুমি সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি সর্ব্বশক্তিময়ী—এই জ্বলন্ত বিশ্বাস।

কাতরতা ও বিশ্বাস থাকাই চাই। আবার বিশ্বাস বাড়াইবার জন্য যখন যে প্রকার দুঃখ আসিবে তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহারি কাছে প্রার্থনা করার

অভ্যাস চাই। এই তৃতীয় ব্যাপার হইতেছে সাধনা। যে কখন ডাকার অভ্যাস করে নাই তার নূতন ডাক ত ঠিক ডাকের মত ডাকা হয় না। অভ্যাস না করিলে কোন মানসিক ব্যাপার ঠিক ঠিক সম্পাদিত হয় না। কাতরতা, বিশ্বাস, সাধনা—এই তিনটিই থাকা চাই তবে প্রার্থনা পূর্ণ হয়। যখন প্রার্থনা করিয়াও তাহা পূর্ণ হয় না তখন এই তিনের কোথাও না কোথাও গলদ আছেই।

তবেই দেখা যায় কাতরতা প্রথমেই চাই। রাজা পরীক্ষিত শাপ গ্রস্ত হইয়া যেমন কাতর হইয়াছিলেন, শ্রীঅর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে গিয়া যেমন কাতর হইয়াছিলেন, রাজা সুরথ যেমন কাতর হইয়াছিলেন, সমাধি বৈশ্য যেমন কাতর হইয়া ছিলেন—দেবী শকুন্তলা দুষ্মন্ত পরিত্যক্ত হইয়া যেমন হইয়াছিলেন প্রাণকে তেমনি কাতর করা চাই তবে প্রার্থনা পূর্ণ হয়। বলিতে পার তেমন কাতরতা কি চেষ্টা করিয়া আনা যায়? যায়—যদি কাতরতার সাধনা কেহ করে।

দুঃখ ত এই কালে সকলেরই বড় সুলভ। শরীরটা না হয় ভাল থাকিল, খাওয়া পরার কষ্টও না হয় না থাকিল কিন্তু মন ত সুস্থ এক দণ্ডও থাকেনা—তা সাধকই বা কি আর সংসারীই বা কি?

খুব উচ্চ সাধক যিনি তিনি দেখেন—শরীরের সকল প্রকার দুঃখ এবং মনের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ এই দুঃখের একটা নৈসর্গিক প্রতীকার হয়। স্বামী শোকে, বা পুত্র শোকে, বা পিতা মাতার শোকে যে ছটফট করে সেও কিন্তু ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুমাইয়া পড়িতে পারিলে এক ক্ষণেই সকল দুঃখ দূর হয়। এইটি শোকের প্রকৃতি দত্ত মহৌষধ।

সাধক জানেন প্রকৃতি যেমন একক্ষণেই ঘুম পাড়াইয়া সকল জ্বালা সকল যাতনা দূর করিতে পারেন তেমনি সাধনা দ্বারা মনকে এক ক্ষণেই হিতা নাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করাইতে পারিলে শরীরে আর অহং বোধ থাকেনা—শরীর হইতে অহংটা তুলিয়া লইতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে শরীরের যাতনা আর দুঃখ দিতে পারেনা। তার পরে হিতা নাড়ীর ভিতরে উপাসনার ব্যাপার করা যাঁর অভ্যাস আছে তিনি ভক্তির ব্যাপারে যখন মগ্ন হইতে পারেন তখন মন আর অপ্রাকৃত কোন কিছুই লইয়া থাকেনা। যাহা লইয়া থাকে তাহাতে মনের শোক আর থাকেনা। সেই রস বিগ্রহ শিব শক্তি বা সীতারাম বা রাধাকৃষ্ণ—ইঁহার অতি নিকটে বিমলাদি নৃত্য সঙ্গীত পরায়ণা, নিতান্ত অন্তরঙ্গা সখী—বিমলাদি সখীর পরেই মূর্ত্তি ধরিয়া অনিমা লঘিমাদি—তাহার পরে—মূর্ত্তিধারিণী কর্ম্ম বিদ্যা সহিত মূর্ত্তিধারিণী যোগমায়া সহিত—এগুলো [illegible] প্রবর্ত্তকে উপাসক পরং

জ্যোতিঃস্বরূপিণী সেই গায়ত্রী, তাহার পরে চতুর্থ আবরণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতা বৃন্দ আপনি আপন শক্তির সহিত, তাহার পরে বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, ব্যাস, নারদ, অগস্ত্যাদি ঋষিবৃন্দ—তাহার পরে মূর্ত্তিধারিণী গঙ্গা যমুনা নর্ম্মদাদি নদীবৃন্দ এবং সপ্তম অবরণে হনুমান, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বিভীষণাদি ভক্তবৃন্দ—এই সপ্তাবরণ পরিবেষ্টিতরসবিগ্রহ চিত্রকূট মধ্যবর্ত্তী সন্তানক বনে নিত্য বিরাজিত সেই রাজ্যে যাঁহার গমনাগমন অভ্যাস আছে তাঁহার মন এককালেই শোকশূন্য হয়। এই সুখের স্বপ্নের ভাবনা একটি সুখের রাজ্য হইয়া যায়। ইহার উপরেও আর এক রাজ্য আছে সেখানে গেলে দেহ ভুল হয়, মনও ভুল হয় তখন থাকেন সেই তিনি—যাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিলে কোন কাম কামনা থাকে না কোন স্বপ্ন সংস্কারও থাকে না—যেখানে গেলে অহংটা দেহে ও থাকে না মনেও থাকে না তখন যার অহং তাতে মিশিয়া তার সঙ্গে এক হইয়া থাকা হইয়া যায়—সেখানে গেলে 'আমিই সেই' এই জ্ঞানে এই সত্য উপলব্ধি করিতে করিতে স্বরূপ বিশ্রান্তি হইয়া যায়। জীব ত প্রতিদিন এই হিরণ্য নিধির নিকটে যায়, প্রতি রজনীতে শান্তিময়ের কোড়ে উঠিয়া একবার করিয়া জুড়াইয়া আইসে। যিনি ইহাতে সর্ব্বদা থাকিবার সাধন করেন, যিনি চক্রভেদের সাধনা করেন, তিনিও যখন মনে করিবামাত্র—ভাবনা করিবা মাত্র সেই আনন্দ ধামে মনকে তুলিতে না পারেন তাঁহার দুঃখ ত স্থায়ী দুঃখ। তবে সাধকও যতক্ষণ গন্তব্য দেশে গিয়া স্থির হইতে না পারিতেছেন ততক্ষণ দুঃখী। ভক্ত ও যতক্ষণ না স্মরণ মাত্রে সেই রসবিগ্রহের চরণ স্পর্শ না করিতে পারিতেছেন ততক্ষণ দুঃখী। একদিন হইলে কি হইবে এ যে নিত্য হওয়া চাই। যাঁহারা জ্ঞানী যাঁহারা ভক্ত তাঁহাদের নিত্য না পাওয়া পর্য্যন্ত, চিরস্থির না হওয়া পর্য্যন্ত ত দুঃখ লাগিয়াই থাকিবে। আর যাঁহারা প্রবর্ত্তক—যাঁহারা রাগদ্বেষ দূর করিবার জন্য কর্ম্মার্পণ অভ্যাস করেন তাঁহারাও প্রতি রাগ দ্বেষের ব্যাপারে দুঃখী। ইহাঁদের দুঃখও স্থায়ী দুঃখ। আর যাঁহাদিগকে সংসার করিতে হয় তাঁহাদের মন ক্ষণে ক্ষণে অশান্ত। তবে বল আমাদের কাতরতার অভাব কি? প্রতি দুঃখে তাঁহার স্মরণ অভ্যাস করাইত সাধনা। কাতর হইয়া দুঃখ জানানই ত প্রার্থনা। এই ভাবে প্রার্থনা করায় বড় সুখ। করিবে কি ইহা?

সনাতন ধর্ম্ম কোন্‌টি ?

সনাতন ধর্ম্মের নিত্যকর্ম্মটি সনাতন বস্তুটিকে প্রথমেই দেখাইয়া দিতেছেন। নিত্য কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মটি দেখান হইতেছে। এই জাতির উপাসনার সর্ব্বপ্রথম কর্ম্মটিতেই এই ধর্ম্মের চরম লক্ষ্যটি দেখান হইয়াছে।

সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীকে সকল কর্ম্মেই আচমন করিতে হয়। আচমনে পরম পদকে স্মরণ করিতে হয়। পরম পদ-যাহা তাহাই শিবতত্ত্ব। শিবতত্ত্ব লাভ হয় বিদ্যাতত্ত্বের সাহায্যে। আবার বিদ্যাতত্ত্ব কার্য্য করেন আত্মতত্ত্বের উপরে। আত্মতত্ত্বের হৃদয়ে বিদ্যাতত্ত্ব প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইলেই আত্মতত্ত্বই শিবতত্ত্ব হইয়া যান। জীবের হৃদয় কমলে ৺কালীর চরণ কমল পড়িলেই জীবের অবিদ্যার নাশ হয়, জীবের অজ্ঞান ছুটিয়া যায়। অবিদ্যার নাশ হইলেই অজ্ঞান ছুটিয়া গেলেই জীব শিব হইয়া যান। শিব হওয়াই পরম পদে স্থিতি। জীবের পাওয়া পাইবার কিছুই নাই। জীব শিবই। কেবল একটা কল্পনায় জীব সাজা হইয়াছে। এই কাল্পনিক অজ্ঞানটা সরাইয়া দিলেই আপনি আপনি পরম পদে স্থিতি। জ্ঞানসূর্য্য সর্ব্বদা আছেন। জ্ঞানসূর্য্য লাভ করা বলিয়া কিছু নাই। অজ্ঞান অন্ধকার সরাইলেই স্বপ্রকাশ জ্ঞান আপন স্বরূপেই জাগিতেছেন দেখা যায়। তান্ত্রিক আচমনে এইটি স্মরণ করিতে হয় বৈদিক আচমনেও প্রথমেই বিষ্ণুস্মরণ, বিষ্ণুস্মরণেই পরম পদের স্মরণ। ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের মুখ্য কথা। আর যাহা কিছু তাহা এই পরম পদ নিত্য স্মরণের জন্য, এই পরম পদ বুঝিবার জন্য, এই আপনি আপনি পরম পদ দেখিবার জন্য, দেখিয়া দেখিয়া স্বরূপ বিশ্রান্তি জন্য। আহা! চিত্ত তোমার বিশ্রামের স্থান এই পরম পদ। যেখানে গেলে কোন ভাবনা ওঠে না, যেখানে গেলে কোন বাসনা ফোটে না, যেখানে গেলে কোন কর্ম্ম যোটে না সেই সুখময় আনন্দময় অবস্থা ইহা।

পরম পদ কোনটি ইহা পরে বলিও কিন্তু পরমপদ না মানিলে কি সনাতন ধর্ম্ম মানা হইল না? আচমনে বিষ্ণুস্মরণ বা শিবতত্ত্বায় স্বাহা না বলিলে বা না ভাবিলে কি সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী থাকা গেল না?

যে ব্যক্তি পরমপদে যাইবার জন্য কিছুই করে না—যে পরমপদই মানে না

যে পরম পদ স্মরে না সে সনাতন ধর্ম্মী নয়, কখন ছিলও না কখন হইতেও পারে না।

কেন ? পরম পদের স্মরণ না করিলে কি হয় ? কেন সনাতন ধর্ম্ম পরম পদ বুঝিতে বলেন, দেখিতে বলেন, দেখিবার জন্য সর্ব্ব কর্ম্মে স্মরিতে বলেন ? আবার জিজ্ঞাসা করি না স্মরিলে কি অনিষ্ট হয় ?

না স্মরিলে জীব সকল প্রকার দুঃখ পায়, জীব কেবল নাবিতে থাকে, সকল যোনিতে ভ্রমণ করিয়া করিয়া কেবল হাহাকার করে। সেই পরম পদ হইয়াও মানুষ আপনাকে আপনি ক্ষুদ্র মনে করে, আপনাকে আপনি অপদার্থ মনে করে এই জন্যই ত মানুষের হাহাকার।

তোমার বচন যে মানিব তাহার কিছু প্রমাণ দেখাইতে পার ?

আমার বচনের আবার মূল্য কি ? আমি যাহা বলিতেছি তাহা আমার কথা নহে তাহা ঋষি বাক্য। শ্রবণ কর ভগবান্ বশিষ্ট ঋষি কি বলিতেছেন।

বহু সুখ দুঃখ করা করাক্ষয়েয়ং
পরমপদাস্মরণাৎ সমাগতেহ।
পরমপদাবিগমাৎ প্রয়াতিনাশং
বিহগপতি স্মরণাৎ বিষব্যথেব ॥

বহু সুখ দুঃখ নিকরের আকর এই পরম পদের অস্মরণরূপ অক্ষয়—প্রবাহ-ক্রমে নিত্য জীবভাব। পরম পদের অস্মরণে ইহা এখানে সমাগত। পরম পদ আলোচনা করিয়া ইহা জানিতে পারিলে সংসার বিষ ব্যথার নাশ হয়। যেমন বিহগপতি গরুড়ের স্মরণে বিষের জ্বালা দূর হয় সেইরূপ।

আচ্ছা বুঝিলাম। কিন্তু পরম পদের অস্মরণে যে কেবল জন্ম জন্ম ধরিয়া দুঃখ পাইতে হয় তাহা কিরূপ ?

পরম পদটিই একমাত্র সুখময়, আনন্দময়, সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত, পরম শান্ত, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ইঁহাকেই বিচিত্র সৃষ্টিরূপে কল্পনা করা হয়। সুর, নর, তির্য্যক, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, স্থল, বৃক্ষ লতা সমস্তেই ইঁহাকেই কল্পনা করা হয়। কল্পনা করাটাই অজ্ঞান। এই মিথ্যা ভাবনা দ্বারা তিনিই যেন বহুরূপে ভাসেন। তখন তাঁহাকে ভুলিয়া মানুষ কাল্পনিক বহু বহু লইয়া থাকে, থাকিয়া কেবল দুঃখ পায়। আপনি আপনি পরমপদকে ভুলিয়া মিথ্যা ভাবনা তুলিয়া মনে ভাবে "পরম পদ নাই" "আমরা পরম পদ নই।" এইটি নিশ্চয় করিয়াই জীব অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

পরমপদরূপ ব্রহ্ম সমুদ্রে থাকিয়াও আমি ক্ষুদ্র, আমি পরিচ্ছিন্ন, আমার শক্তি নাই, আমি খণ্ড চৈতন্য এই ভাবিয়া ভাবিয়া জীব ভয়ঙ্কর সংসার ক্ষেত্রে ভীষণ মোহ প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম সমুদ্রের তরঙ্গ হইয়াও ইহারা, তরঙ্গ যে জল ভিন্ন আর কিছুই নয় ইহা না ভাবিয়া দেহাত্ম ভাবনারূপ মনন দ্বারা কলঙ্কিত হইয়া পাপ পুণ্যাদি কর্ম্ম সমুদায়ের বীজ স্বরূপ হয়। ইহাদের নানাপ্রকারের কল্পনাই কর্ম্মবৃক্ষের বীজ। এই যে জগৎ ভরা উপল পঙ্‌ক্তির মত সংসার ভরা শরীর সমূহ—এই সব জড় দেহই কখন লাফায়, কখন কাঁদে, কখন হাসে, কখন একস্থানে পড়িয়া থাকে। বায়ু যেমন বৃক্ষপত্র কম্পিত করে সেইরূপ সূক্ষ্ম বায়ু আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত—ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্য্যন্ত—সকল শরীরকে দোলাইতেছে, নাচাইতেছে, মলিন করিতেছে, প্রফুল্ল করিতেছে, শেষে নাশ করিতেছে, আবার প্রকাশ করিয়া ঐরূপ করিতেছে। ঐ পরম পদকে না জানিয়া, আপনাকে পরমপদ হইতে ভিন্ন ভাবনা করিয়া—ভিন্ন কল্পনা করিয়া জীব কোটি কোটি বার জন্মিয়াও আবার অসংখ্যবার জন্মদুঃখ ভোগের জন্য বিষয় বাসনায় অন্ধ হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে। কেহ ঊর্দ্ধ হইতে অধে—উৎকৃষ্ট জন্ম হইতে নিকৃষ্ট পশ্বাদি জন্মে পড়িতেছে, কেহবা আরও নিম্নে নাবিয়া অশেষ প্রকারে যাতনা পাইতেছে।

শুধু পরম পদের অস্মরণেই জীবের নানা যোনি ভ্রমণ ঘটে, অসংখ্য দুঃখ যোটে।

বুঝিলাম শাস্ত্র ইহাই বলিতেছেন। এখন বল পরমপদ কি আর পরমপদের স্মরণ করিবই বা কিরূপে?

যেখানে কোন কল্পনা পৌঁছায় না, যেখানে কোন সঙ্কল্প উঠে না, যেখানে কোন শব্দ ভাসে না, কোন ভাবনা জাগে না, যেখানে কোন বাক্য স্ফুরে না, কোন কর্ম্মও হয় না সেইটি আপনি আপনি পরম পদ। হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত অনুষ্ঠান এই পরম পদে যাইবার জন্য, সমস্ত কর্ম্ম এই নৈষ্কর্ম্যভাব লাভ করিবার জন্য। এই জন্য আচমনে প্রথমেই বিষ্ণু স্মরণ।

বিষ্ণুই কি পরমপদ যে বিষ্ণু স্মরণে পরম পদের স্মরণ হইল?

হাঁ, পরম পদই প্রথমে বিষ্ণু হয়েন। বিষ্ণু বলে যিনি বেবেষণশীল—যিনি সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু সব ব্যাপিয়া থাকেন কে? সেই সূক্ষ্ম বস্তুটি কি যাহা জগতের সকল বস্তু ব্যাপিয়া আছেন?

যতদূর সূক্ষ্ম আমরা দেখিতে পাই, যতদূর সূক্ষ্ম আমরা ধারণা করিতে পারি, ইনি তাহাকেও ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন। আকাশ যে এত সূক্ষ্ম ইনি

আকাশকেও ব্যাপিয়া আছেন। যখন ইনি সর্ব্বব্যাপী হন তখন ইঁহার নাম বিষ্ণু। কিন্তু সর্ব্ব বলিয়া কিছু হইলে ত ইনি সর্ব্বব্যাপী ? আর সর্ব্ব বলিয়া কিছু যদি না থাকে তবে ইনি কি ? ইনিই তখন পরম পদ। এই পরম পদই নির্গুণ ব্রহ্ম আর এই বিষ্ণুই সগুণ ব্রহ্ম। বস্তু একটিই, প্রভেদ কেবল উপাধি সহিত হওয়ায় আর উপাধি রহিত হওয়ায়।

আচমন কালে স্মরণ করিতে বলা হইতেছে, এই তদ্বিষ্ণুর পরমপদকে। যাঁহারা সুর, যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা অসুর নহেন তাঁহারাই ইঁহাকে সর্ব্বদা দর্শন করেন। ইনিত সীমাশূন্য। যিনি সীমাশূন্য তাঁহার দর্শন কিরূপ ? দর্শনটাত সীমাবিশিষ্টেরই হয়। হাঁ তাই বটে। সীমাশূন্য হইয়া থাকাই সীমাশূন্যের দর্শন। পরমপদ হইয়া যখন বিষ্ণু হওয়া যায় তখনই একদিকে আপনি আপনি থাকা অন্যদিকে আপনি আপনির উপরে যাহা ভাসে তাই দেখা—ইহাই দর্শন। দৃষ্টান্ত যেমন চক্ষুকে সমস্তাৎ প্রসারিত আকাশের মতন করিয়া আকাশ হইয়া আকাশ দেখা এবং আকাশের গায়ে এবং আকাশের নীচে যা হয় যা থাকে সব দেখা।

এই অবস্থা কিরূপে লাভ করা যায় তাহার জ্ঞান জন্য ও তদনুষ্ঠান জন্য সনাতন ধর্ম্মের আচার, ব্যবহার, প্রার্থনা, উপাসনা। এই গুলি শুধু পরমপদ লাভের বিঘ্ন দূর করিবার জন্য। বিঘ্ন দূর হইলে—চিত্তশুদ্ধি হইলে পরম পদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুষ্ঠান জন্য যাহা করিতে হয় সনাতন ধর্ম্ম তাহাই উপদেশ করেন।

সনাতন ধর্ম্ম বলেন পরমপদে স্থিতি—কোন কর্ম্ম থাকিতে হয় না। কিরূপে হইবে ? পরম শান্ত যিনি, অশান্ত হইয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে কিরূপে ? সর্ব্বপ্রকার চলনশূন্য যিনি, চলন লইয়া তাঁহাতে থাকা যাইবে কিরূপে ? ইহারই অন্য নাম জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দেখা যায় জ্ঞান বস্তুটি যাহা তাহা কর্ম্ম দ্বারা লাভ হয় না। কর্ম্ম থাকিতে থাকিতে পরম পদে যাওয়া যায় না। সঙ্কল্প রাখিয়া সঙ্কল্পশূন্য হওয়া যায় না। পরম পদ সর্ব্বসঙ্কল্প শূন্য অবস্থা। কর্ম্ম ত স্থূল। কর্ম্ম থাকিতে থাকিতে ত হইবেই না কিন্তু অতি সূক্ষ্ম সঙ্কল্প থাকিতেও হইবে না।

সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ হইয়া যাইবে তবে জ্ঞান মহারাজ প্রকাশ পাইবেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় কিছুতেই হয় না।

যদি তাহাই হইল তবে সনাতন ধর্ম্ম এত কর্ম্ম করিতে বলেন কেন ?

কত কর্ম্ম করিতে বলেন ?

নিষিদ্ধ কর্ম্ম জান, জানিয়া ত্যাগ কর; বিহিত কর্ম্ম জান, জানিয়া গ্রহণ কর ; প্রায়শ্চিত্ত কর, উপাসনা কর ; একাগ্র হও, বিচার কর, নিরোধ কর—

তত্ত্বমস্যাদি শ্রবণ কর, মনন কর, ইত্যাদি ইত্যাদি কতই সনাতন ধর্ম্ম বলেন।

কেন বলেন জান? তুমি পরম পদ ভুলিয়া, আপনি আপনি পরম শান্ত অবস্থা ছাড়িয়া কোথায় আসিয়াছ দেখ। তুমি অশুদ্ধ হইয়াছ; তুমি যথেচ্ছ আচার কর, যথেচ্ছ ভক্ষণ কর, যথেচ্ছ ভাষণ কর—পরমপদরূপ আপনি আপনিতে যাইতে হইলে যথেচ্ছার কর্ম্ম রাখিলে চলিবে কেন? সেখানে কোন আচার নাই, কোন ভাষণ নাই, কোন ভক্ষণ নাই—সেখানে যথেচ্ছাচার করিলে কি কোন কালে তথায় যাইতে পারিবে? যেখানে অমরত্ব, সেখানে মৃত্যুর কার্য্য করিলে চলিবে কেন? তাই যথেচ্ছাচার, যথেচ্ছ ব্যবহারকে নিয়মিত করিতে হইবে। এই জন্য বেদ কর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। বৈদিক কর্ম্মও অবিদ্যা বটে কিন্তু এই বৈদিক কর্ম্ম দ্বারা স্বাভাবিক কর্ম্মরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিতে হইবে। তাই শ্রুতি বলেন "অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্ত্বা" ইত্যাদি। "আচার হীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" **"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ"** বেদও তাহাকে পবিত্র করিতে পারেন না। আহার শুদ্ধি হইলে তবে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হয়। তবে শ্রীভগবানের সর্ব্বদা স্মরণ হয়।

যথেচ্ছাচারের হাত এড়াইয়া তার পরে বৈদিক কর্ম্মের দোষটুকু কাটাইতে হইবে। এই দোষ হইতেছে কর্ম্মফলে অনুরাগ। কর্ম্মফলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ জন্য আজ্ঞা পালন করিতেছি মনে রাখিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মের দোষ যে সুখ ও দুঃখ তাহা দূর হইবে। দূর হইলে কর্ম্ম দ্বারা তোমার সেবা করিতেছি মনে হইবে। যখন সকল কর্ম্মে, সকল বাক্যে, সকল ভাবনায় তুমি যে পরমপদ ইহা স্মরণ হইবে তখন উপাসনা শেষ হইবে। তখন চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া জ্ঞানানুষ্ঠানের বিচার চলিতে থাকিবে। আর কোন কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ক্লেশ নাই। শুধু তুমি আছ; আর আমি? আপনি আপনি তুমিই। যখন সব তুমি সব তুমি স্মরিয়া স্মরিয়া আমিও তুমি হইয়া যাইবে তখনই স্বরূপ বিশ্রান্তি হইবে। বুঝিতেছ আচমনে কোন বস্তু লক্ষ্য করিতে বলা হইতেছে। আর হিন্দুধর্ম্ম মানুষকে কি শিক্ষা দিতেছেন? শিক্ষা দিতেছেন মানুষ এই পরমপদ। মানুষ স্থির বিশ্বাস করুক, যুক্তি বিচার দিয়া বুঝুক, মানুষ বুঝিবে মানুষ অখণ্ড চৈতন্যরূপী পরমপদ। কিন্তু একটা অজ্ঞানে, একটা অবিদ্যা কল্পনায় আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া মানুষ কষ্ট পায়। এই অবিদ্যা কল্পনা দূর

করিবার জন্যই সাধনা করিতে হয়। পরমপদ হইয়া—শিব হইয়া—গায়ত্রী উপাসনা মানুষকে করিতে হইবে। কেমন করিয়া উপাসনা করিতে হইবে তাহার কথা পর প্রবন্ধে বলা হইবে।

বৈদিকমার্গে সন্ধ্যা-উপাসনা।

মলকোশ-এই কলিযুগে, সত্ত্বহর এই কলিকালে নাম অবলম্বই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। নামের অর্থ জানিয়া কিন্তু নাম করিতে হইবে।

এই যে নাম আমরা করি—তা ব্রাহ্মণের প্রণবই হউক বা স্ত্রীলোকের প্রণবই হউক অথবা কালী, দুর্গা, শিব, সীতা, রাম, রাধা, কৃষ্ণ বা গণেশ বা সূর্য্য—যে নামই আমরা অবলম্বন করি সেই নাম যাঁহার নাম তিনি জগতের সকল বস্তু ব্যাপিয়া থাকেন বলিয়া—তিনি বেষনশীল বলিয়া তিনিই বিষ্ণু। আবার যখন ব্যাপিয়া থাকিবার কোন বস্তু থাকে না, মহাপ্রলয়ে যখন এই পরিদৃশ্যমান জগৎ থাকেনা অথবা সুষুপ্তিকালে যখন স্থূল জগৎ বা সূক্ষ্মজগৎ কিছুই থাকে না - বলা হইতেছে ব্যাপিয়া থাকিবার যখন কিছুই থাকে না তখন ইনি আপনি আপনি পরমপদ। বিষ্ণুই সগুণ ব্রহ্ম আর সগুণ ব্রহ্মই উপাধি রহিত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্ম। উপাধি সহিত হইয়া তিনি চলেন উপাধি রহিত হইয়া তিনি চলেন না। জ্ঞানীর নিকটে হৃদয়স্থ আত্মা বলিয়া তিনি অতি নিকটে আবার মূর্খেরও হৃদয়ে থাকিয়াও মূর্খ তাহাকে শতবর্ষেও খুঁজিয়া পায় না বলিয়া তিনি অতি দূরে। তিনিই ভিতরে। তিনিই বাহিরে।

অন্য প্রকারে এই কথাই বলা হইতেছে। শ্রুতি মন্ত্রেরই অর্থ করা হইতেছে, এখানে জামিতা দোষ হয় না। রহস্য কথা একবারে হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না বলিয়া মাতেব হিতকারিণী শ্রুতি এক্ষেত্রে পুনরুক্তিকে দোষ বলেন না। এই যে নাম আমরা করি এই নামের নামী তুমি।

বেদে তোমাকে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু বলা হইয়াছে। যখন সকল বস্তু থাকে তখন তুমি সর্ব্ব আকারধারী কিন্তু যখন সর্ব্ব বলিয়া কিছু থাকে না তখন তুমিই আপনি আপনি পরম পদ। এই মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত—বিষ্ণু ও পরমপদ সগুণ ও নির্গুণ তুমি, তোমাকে জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা দর্শন করেন—পূর্ণভাবে তোমার

মতন পূর্ণ হইয়াই আপনাকে আপনি দেখেন আবার আপনি আপনাকে বিশ্বরূপেও দেখেন। আকাশে যেমন সমস্তাৎ প্রসারিত চক্ষু অর্থাৎ আকাশ ব্যাপী চক্ষু যেমন আকাশরূপী হইয়া আপনাকে আপনি দেখে আবার সর্ব্ব বস্তুকেও দেখে সেইরূপ।

সম্মুখে পঞ্চ পাত্রে জল। সকল জলই তুমি। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ভর্গই জল আবার জলই সমস্ত দেবতা তুমি জলরূপী। মরুভূমিতে জলকে দেখা যায় না। কিন্তু মরুভূমিতেও জল আছে। আবার জলময় দেশে জল সর্ব্বত্র। সেই জলময় দেশে সর্ব্বত্র জল হইলেও জলের মধ্যে মধ্যে স্থল বৃক্ষ লতা মানুষ পক্ষীও আছে। আবার সমুদ্র নানা জীব জন্তু পরিপূরিত হইলেও শুধু বিস্তৃত জলরাশি। কূপ কিন্তু ক্ষুদ্র আকারধারী জল। জল তুমিই। যখন তুমি নির্গুণ তখন কোথাও তোমায় দেখা যায় না তথাপি তুমি সেই কোথাতেও আছ। যখন তুমি সগুণ তখন কোথাও তোমাকে প্রচুর পরিমাণে থাকিতে দেখা যায়—অন্য বস্তু যাহা তাহা তোমারই মধ্যে; যখন তুমি ঈশ্বর চৈতন্য তখন অন্য কিছুই দেখা যায় না শুধুই তুমি অত্যন্ত বৃহৎ কোথাও বা ক্ষুদ্র আকার ধারী তুমি। তুমি তখন জীব চৈতন্য।

এই অদৃশ্য জলরূপী তুমি এই অন্য বস্তুর সহিত প্রচুর জলরূপী তুমি এই বৃহৎ জলরূপী তুমি—এই ক্ষুদ্র জলরূপী তুমি—তুমি আমাদের কল্যাণ কর।

তুমি কল্যাণময় সত্য, তুমি মঙ্গলময় সত্য; মঙ্গল ভিন্ন তোমাতে অন্য কিছুই নাই সত্য কিন্তু আমরা ত তোমাকে মঙ্গলময়রূপে অনুভব করিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে তাহা অনুভব করাইয়া দাও আমরা যেমন সর্ব্বদাই তাহা অনুভব করি। অনুভব করিতে পারি না কেন? আমাদের পাপ আছে. আমাদের অজ্ঞান আছে তাই মলিন বুদ্ধি দর্পণে তুমি ভাস না তাই প্রার্থনা করি পাপ মুক্ত কর। ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূলে গিয়া বৃক্ষের শীতল ছায়াতে বসিয়া এবং বৃক্ষপত্র সঞ্চালিত শীতল বায়ু স্পর্শে যেমন ঘর্ম্ম হইতে মুক্ত হয় যেমন ঘর্ম্মমুক্ত হইয়া আনন্দ লাভ করে তুমি সেইরূপে আমাদিগকে দুঃখ ঘর্ম্ম হইতে, পাপ ঘর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়া তোমার শীতল ছায়ার ও তোমার শীতল বায়ুর তৃপ্তি প্রদান কর। স্নান করিলে যেমন শরীরের ধূলা কাদা থাকে না সেইরূপ তোমাতে আমাদিগকে স্নান করাইয়া আনন্দ দাও। ঘৃত যেমন সংস্কার বিধি দ্বারা পবিত্র হয় সেইরূপ তুমিও আমাদের স্বাভাবিক সংস্কার বা মৃত্যু সংস্কারগুলি ছাড়াইয়া তোমার পবিত্রতা দিয়া পাপ সংস্কার হইতে মুক্ত কর, অমরত্ব প্রদান কর।

আহা! তুমি বড় সুখদায়ক শুধু পাপ হইতে মুক্তি দিয়া আনন্দ দিলেই আমাদের হইবে না; আমাদিগকে যতদিন আমরা এখানে আছি ততদিন তোমার অন্নভোগী কর আবার তোমার মহৎ, রমণীয়, স্বরূপ দর্শনে অধিকারী কর।

আমরা তোমারই পুত্র কন্যা। তুমি আমাদের পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র, ভাই ভগ্নী সবই। তুমি আমাদের একমাত্র হিতৈষী। মা যেমন স্তন্য দিয়া পুত্রের কল্যাণ বিধান করেন তুমিও ইহকালে আমাদিগকে তোমার কল্যাণময় রস ভোগে—পরম আনন্দ ভোগে অধিকারী কর। ইহা ত তোমার স্বভাব। কারণ তোমার রস দ্বারা, তোমার আনন্দ দ্বারা, তুমি সর্ব্ব স্থানে সর্ব্ব পদার্থকে তৃপ্ত করিতেছ—তবে এই কর যেন সেই রসে আমরা তোমার তৃপ্তি অনুভব করি। তুমি আমাদিগকে ঐ রসের অধিকারী কর। আহা! এই তুমি তোমার কথা আরও জানিতে ইচ্ছা হয়। জিজ্ঞাসা করি তোমার সৃষ্টিতে কবে তুমি আত্ম-প্রকাশ করিলে? তুমি ঋত ও সত্যরূপে উগ্র তপস্যালব্ধ হইয়া এই বিশ্বে জন্মিয়া-ছিলে—তোমার জন্ম ত নাই তথাপি তুমি জন্মিয়াছিলে যে বলা যায় তাহা আকাশ যেমন ঘটে আসিলে ঘটাকাশ রূপে যেন জন্মে বলা যায় তোমার জন্মও সেইরূপে। তুমি জন্মিলে দেখা যায় তোমার সমস্ত সৃষ্টি তোমার এই জীব জন্তু মণি পাষাণ পরিপূরিত বিচিত্র জগৎ অন্ধকার রূপে যেন আছে। ক্রমে তোমার প্রকাশে অন্ধকার জন্মিল দেখা যায়। অর্থাৎ ক্রমে তোমার প্রকাশে অন্ধকারকে অন্ধকার বলিয়া জানা গেল। সৃষ্টির বীজ এই অন্ধকার। তাই বলা হইল তোমার প্রকাশের পরে অন্ধকার জন্মিল। এইটী তোমার অসম্ভূতি রূপে অভিমান করা, মায়াতে অভিমান করা, মায়া রূপ ধরা—মায়া হওয়া। এই তোমার মায়াই হইল সর্ব্ব জীব জন্তু বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মণি, পাষাণ পরিপূরিত সর্ব্ব বস্তুর কর্ম্ম বীজ। মায়া নিহিত কর্ম্ম বীজ যখন ফল দানে উন্মুখ হইল তখন অব্যাকৃত মায়া হইতে সম্ভূতি স্বরূপ জলময় সমুদ্র স্বরূপ, সমস্ত সৃষ্টির কারণ, বারিরূপে, হিরণ্যগর্ভরূপে তুমিই ভাসিলে। এই হিরণ্যগর্ভ রূপধারী নারায়ণ হইতে এই প্রকাশমান জগতের নির্ম্মাণে সমর্থ ব্রহ্মা প্রজাপতিরূপে তুমিই জন্মগ্রহণ করিলে। ব্রহ্মা হইয়া তুমিই যথাক্রমে সূর্য্য চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলে, সূর্য্য চন্দ্র হইয়া নিজেই ভাসিলে, তাহাতেই দিন রাত্রি হইল। দিন ও রাত্রি রূপে তুমিই দেখা দিলে। তাহার পরে সম্বৎসর রূপে তুমিই সৃষ্ট হইলে। তাহার পরে ব্রহ্মারূপী তুমি পৃথিবী আকাশ স্বর্গ ও মহরাদি লোক সৃষ্টি করিলে

তুমিই পৃথ্বীরূপে আকাশ রূপে, স্বর্গরূপে, মহরাদি লোক রূপে ভাসিলে।

এই তোমার ওঁকাররূপ—এই তোমার পরব্রহ্ম থাকিয়াও অপর ব্রহ্মরূপে ভাসা। ব্রহ্মা প্রজাপতি রূপী তুমি তখন এই ওঁকার রূপী আপনাকে দেখিলে তখন গায়ত্রী স্পন্দনে সমস্ত স্পন্দিত দেখিলে। ওঁকাররূপী তুমি গায়ত্রী স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া অগ্নি দেবতা তুমিই হইয়াছ—এই জন্য সকল কর্ম্মের আরম্ভে ওঁকার কে—ওঁকাররূপী তুমি তোমাকেই প্রয়োগ করিতে হয়। প্রজাপতি ঋষি রূপী তুমি আবার দেখিলে ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁতপঃ ওঁ সত্যং এই সপ্ত ব্যাহৃতিকে। ইহারাও তুমি। তুমি দেখিলে ইহারা গায়ত্রী উষ্ণিক অনুষ্টুপ্ বৃহতী পঙ্‌ক্তি ত্রিষ্টুপ্ জগতী এই সপ্ত ছন্দে স্পন্দিত হইতেছে আর সেই স্পন্দনে অগ্নি বায়ু সূর্য্য বরুণ বৃহস্পতি ইন্দ্র বিশ্বদেব এই সপ্ত দেবতা রূপে তুমিই আপনাকে মূর্ত্তি ধরিতে দেখিলে। এখন তুমি এই সমস্তকে প্রাণায়াম কর্ম্মে প্রয়োগ করিতে হয় দেখাইলে।

তোমার গায়ত্রী তোমার শক্তিও তুমি। বিশ্বামিত্র ঋষি হইয়া তুমি গায়ত্রীকে দেখিলে। দেখিলে ইনি গায়ত্রী স্পন্দনে স্পন্দিত, দেখিলে সবিতাই গায়ত্রীর দেবতা প্রাণায়াম কার্য্যে ইহাঁদের প্রয়োগ করিতে হয়।

গায়ত্রীরশির আপোজ্যোতি মন্ত্রের ঋষি বা দ্রষ্টা প্রজাপতি ইহার ছন্দ নাই, ব্রহ্ম বায়ু অগ্নি সূর্য্য এই চারি দেবতা ; প্রাণায়ামে ইহার প্রয়োগ করিতে হয়।

সমস্ত সৃষ্ট হইয়া গেল। এই ভাবে সব সাজান হইল। এখন সন্ধ্যার প্রথম কার্য্য আরম্ভ হইবে। প্রাণায়ামই সন্ধ্যার প্রথম অনুষ্ঠান। পৃথিবীর নাভিদেশে ব্রহ্মা, হৃদয়ে বিষ্ণু, আর ললাটে রুদ্র। তুমি মনে কর পৃথিবীর মত হইয়া গিয়াছ। প্রভাতে পৃথ্বীরূপী তোমার নাভিদেশ হইতে সূর্য্য উঠিলেন, মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্য হৃদয়ে, সায়াহ্নে ললাটে। এখন প্রাণায়াম আরম্ভ হইবে। (ক্রমশঃ)

———

["হিন্দুর ষড়দর্শন," "কর্ম্মানুসারে জীবের গতি,"
"ভোগ ও ত্যাগ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা
কর্ত্তৃক লিখিত।]

উৎকর্ণ সতত তিনি।

ভাবনা অনেক আসে; কিন্তু সুন্দর ভাবনায় প্রাণটা যেন ফুলের মত ফুটে ওঠে ও আনন্দে নৃত্য করে। ভাবনাটা প্রকৃত সুন্দর কখন হয়? না, যখন আমরা সকল সৌন্দর্য্যের আকর যে অন্তরাত্মা তাহার দিকে তন্ময় হইয়া চাহিতে পারি। তিনি যে সতত আমার হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এটা অত্যন্ত সত্য কথা। কি ভাবে আমার বুকের ভিতর বসে আছেন জান? উৎকর্ণ হ'য়ে বসে আছেন; আমি কখন কি বলি তাই শোন্‌বার জন্য; আমি কখন কি কথা শুনি, তাই শোন্‌বার জন্য। আমি তাঁকে দেখি না, সংসারের গোলযোগে তার দিকে লক্ষ্য করি না; তিনি কিন্তু এমনি দয়াময়, আমার সকল অপরাধ নিত্য ক্ষমা ক'রে আমার অন্তরাত্মারূপে আমার দিকে চেয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে আছেন। ভাবনায় সব সিদ্ধ হয়। তন্ময়তা হ'তে তদ্রূপতা আসে, এটাও সহজ সত্য; অনেকেই দেখেছে, কাঁচপোকার ভাবনাতে আরশুলা অন্য দেহ ধারণ করে। তবে এস না একবার ভাবনা করি। আহা! যদি ভাবি, আমার যিনি ইষ্ট তিনি আত্মারূপে আমার অন্তরে সূক্ষ্ম আকার ধ'রে স্থির হ'য়ে বসে আছেন, আমার সকল কার্য্য খুব মনোযোগের সহিত দেখ্‌ছেন, মানুষে ভাল কথা বা গান শুন্‌তে ব'সে যেমন উৎকর্ণ হয়, কানটা খাড়া করে, ভাবের আবেগে শ্বাস প্রশ্বাস আপনিই যেমন রোধ হইয়া মানুষের সহজ কুম্ভক হয়, তেমনি তিনি তাঁর জ্যোতির্ম্ময় দেহের চিন্ময় কানটা খাড়া ক'রে উৎকর্ণ হয়ে, পলক হীন দিব্য নেত্রে মধুর ভাবে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি কি ভাবে দিন কাটাই, কি ভাবে আহার বিহার করি, কি ভাবে ভাল-মন্দ চিন্তা করি, তাই দেখ্‌তে ও শুন্‌তে তিনি উৎকর্ণ হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে বসে আছেন। যদি ভাবি আমার ইষ্ট যিনি, তাঁর আর কোন কার্য্য নাই। "নৈব কুর্ব্বন্, ন কারয়ন্" নিজেও কিছু করেন না, বা অপরকেও কিছু করান না, কেবল আমার দিকে চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকাই তাঁহার স্বভাব, তাঁহার স্বরূপ। বল

দেখি এ ভাবনাটী কত সুন্দর! এই যে তাঁর উৎকর্ণ হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকা, এটা কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে জান? তিনি বলে দিচ্চেন, অনাদিকাল থেকে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এ প্রেমের খেলা আরম্ভ হয়েছে। সৃষ্টি অনাদি, কর্ম্ম অনাদি, জীব অনাদি' কাজেই, এ ভাবে আমার সঙ্গে জন্ম জন্মান্তর ধ'রে প্রতি যোনিতে তাঁর এমনি সাক্ষী ভাবে থাকাটাও অনাদি। তবে একটা কথা আছে, উৎপত্তির দিকে চাইলে অনাদি বোধ হয়। কিন্তু শেষের দিকে এটা অনাদি আর থাকে না—অন্তে জীবাত্মার পরমাত্মার সহিত অভেদে মিলন হ'য়ে যায়, তাকে মুক্তি, ব্রাহ্মী স্থিতি, স্বরূপ-বিশ্রান্তি বা নির্ব্বাণ বলে। তখন কর্ম্মফলে জীবের বার বার জন্মগ্রহণের চক্রটা বন্ধ হয়ে যায়, মায়ার আবরণ ভেদ করে জীব তার স্বরূপে মিশে যায়। তিনি বিশাল; কিন্তু অভিনয় করবার ছলে, লীলার্থ, সাধ ক'রে তাঁর নিজেরই মায়ার পোষাক পরে, অবিদ্যায় অহং অভিমান তুলে, তিনি আমার এই দেহটার মধ্যে যেন ছোট হ'য়ে খণ্ডমত হ'য়ে, তিনি ও আমি, দুটার সৃষ্টি ক'রে দ্বৈতভাবে ইন্দ্রজালের চূড়ান্ত দেখাচ্চেন। তিনি সর্ব্বদা আমাকে উদ্ধার করতে চাইছেন। তিনিও সর্ব্বশক্তিমান্; তবে তাঁর এই উদ্ধার করার ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না কেন? তিনি বলছেন, জীবের উপেক্ষাই মূল কারণ; একবার জীব তাঁর চোখে চোখ রাখতে পারলেই জীবের মায়া ছুটে যায়, তখনই জীবের গতি লাগে তিনি যে সদাই আমার জন্য হাত বাড়িয়ে আছেন। জীব একবার তাঁর মধুর মোহন অরূপের রূপ ইষ্ট মূর্ত্তিতে প্রকট দেখলেই, তিনি যে সদা উৎকর্ণ হয়ে আছেন এটা সত্য সত্য অনুভব করলেই, জীবের সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। এখন বলদেখি, এই তাঁর উৎকীর্ণ হয়ে থাকা এই ভাবনাটী কত মধুর ও ফলপ্রদ। যদি একবার এই ভাবনার, এই নীরব উপাসনার কেউ আস্বাদ পায়, তার কত ভাল হয়? সে যখনই ঐ ভাবনা করে, তখনই সে কি দেখে? মানস-চক্ষে দেখে আমার যে ইষ্ট, তিনি তাঁর অনন্ত শক্তি লয়ে অনাদিকাল হ'তে ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীর, সকল উদ্ভিদের, সকল জড়বস্তুর অধিষ্ঠান চৈতন্য রূপে স্বচ্ছন্দে বিরাজ করছেন। আমার এই দেহটাতে আত্মারূপী হ'য়ে তিনি আহার-নিদ্রা-অলসতা শূন্য হয়ে কেবল উৎকর্ণ হয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমি তাঁকে ভুলে যাই, অভ্যাস দোষে ভাল-মন্দ অনেক কাজ করে ফেলি, ক্রোধে লোককে অনেক কটু কথা বলে ফেলি, আহার পেলেই সব সময় আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁকে নিবেদন ক'রে আহার করতে ভুলে যাই

ভাল আহার পেলে লোভে পড়ে তাঁকে ভুলে গিয়ে মহাতৃপ্তির সহিত রসনা সার্থক করি, কিন্তু অনিবেদিত বস্তু আহার করায় যে বিষ্ঠা খাওয়া হয়, একথা স্মরণ করে না। যখন মন্দ কাজ করতে যাই, তখন যদি এই ভাবনাটী আসে যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ কেবল আমাকে কৃপা করবার জন্য আমার মঙ্গলের জন্য আমার হৃদয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে অবস্থিত আছেন; আমায় অজ্ঞানের কবল থেকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য তিনি স্মরণাতীত কাল হইতে আমার দিকে এমনি ভাবে তাঁর প্রেম মাখা মধুর নয়নে চেয়ে আছেন। পরা পশ্যন্তি, মধ্যমা ও বৈখরী এই চতুর্ব্বিধ ভারতী চার প্রকারের শব্দ যাঁর সেই বিচিত্র অপ্রাকৃত কর্ণের নিকট ধরা পড়ে; আমার সকল চিন্তা তাঁর সেই চিন্ময় কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়; তাঁকে লুকিয়ে আমি কিছুই চিন্তা করতে পারি না; কারণ আমার পূর্ণস্থ যে তিনি; আমি কায়মনোবাক্যে যা কিছু নড়া চড়া করি তিনি সব টের পান; তাঁতে আমি সর্ব্বদা অংশরূপে নাম রূপ উপাধি জড়িত হয়ে আছি, কিন্তু আমাতে তিনি নির্লিপ্তভাবে স্বরূপের রূপে লীলার্থ ঐ উৎকর্ণ ভাবে আছেন। আহা! যখন এই ভাবনা করি তখন কতটা লাভ হয়? ভাবনাময় দেহে চিন্ময় তাঁর সমীপে যাই। এই উৎকর্ণ ভাবনাটী অভ্যাস করিতে পারিলে, আমরা আর পূর্ব্বের মত অসংকোচে ও নির্ভয়ে যা তা কর্‌তে, যা তা বল্‌তে, যা তা ভাব্‌তে, যা তা শুন্‌তে, পারব না। তাঁর সেই উৎকর্ণ অবস্থাটা স্মরণ কর্‌লেই, শরীরটা একবার চম্‌কে উঠ্‌বেই, প্রাণটা একবার কেঁপে উঠ্‌বেই, ইন্দ্রিয়গুলো আর সহজে পাপকার্য্যে অগ্রসর হ'তে পার্‌বে না, আমরা কায়মনবাক্যে পবিত্র হ'তে পার্‌বো। এই হ'ল আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রম।

একটা কথা আছে, "যে ঠিক নাচ্‌তে জানে নাচবার সময় তার কখন বেতালে পা পড়ে না। 'তিনি উৎকর্ণ আছেন' এই ভাবনায় সিদ্ধ হ'লে আর বেতালে পা পড়বার, পূর্ব্ব অভ্যাস মত পাপ অনুষ্ঠান করবার ভয় থাকে না। এত ভাল যে ভাবনাটী, যাতে সিদ্ধ হ'লে কায়মনবাক্যে নিষ্পাপ হওয়া যায় চিত্তশুদ্ধি হয় সেটী কত বড় সাধনা! ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের যোগশাস্ত্রের অনেকগুলি সাধনা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস কর্‌লে শেষে এই চিত্ত শুদ্ধি লাভ হয়। আহা! শুধু তিনি উৎকর্ণ আছেন—এই ভাবনায় সর্ব্বদা ভরিত থাক্‌লে শেষে ঐ যোগলভ্য চিত্তশুদ্ধি অতি সহজে এসে পড়ে; ভাব দেখি, কত সহজ সাধনা! কোন কষ্টকর তপস্যার দরকার নাই, শুধু ভাবনা। ভাবনায় তাঁকে সত্য সত্য হৃদয়ে উৎকর্ণভাবে স্থিত

অনুভব করিলে, তিনিই আপন মায়াপসারিণী শক্তির দ্বারা আমাদের সকল বাধা কাটিয়ে তাঁর আনন্দ স্বরূপের দিকে টেনে লন—এই তাঁর অহৈতুকী কৃপা। ভগবান্ শঙ্করচার্য্য "রত্নৈকল্পিতমাসনম্ "ব'লে শিব-মানস-পূজার একটা আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। তিনি মানস পূজার মন্দ্য কত যেন ইঙ্গিতে জগৎবাসীদের ব'লে যাচ্চেন।

এমন বলদেখি ভাই, তিনি যে সর্ব্বদা উৎকর্ণ হয়ে আছেন, তাঁকে কি কথা শোনান যায়? তাঁর মধুর নাম কীর্ত্তন ক'রে তাঁকে শোনালে তাঁর লীলাগুণ আবেশ প্রভৃতি বহুবিধ অবতারের লীলা, গুণ, কর্ম্ম আলোচনা ক'রে শোনালে তাঁর সাকার রূপের ধ্যান করলে তিনি তদ্দণ্ডেই প্রসন্ন হন এবং আমার দিকে একটু কৃপা দৃষ্টি ক'রে আমার পাপরাশি দূর ক'রে আমায় ধন্য করেন। তিনি প্রসন্ন হলেই বর দান করেন এই তাঁর স্বভাব। তাঁর প্রসন্নতাই আমাদের সকল কল্যাণের মূল। তাঁর প্রসন্নতা আমাদের সাধনার লক্ষ্য। যখন আমি একাকী ব'সে কোন বিষয় কর্ম্ম না করবো, তখন মনে মনে বা অস্পষ্টস্বরে তাঁর অনন্ত রূপের অনন্ত নাম উচ্চারণ করবো আর মনে করবো তিনি আমার হৃদয়ে উৎকর্ণ হয়ে আমার উচ্চারিত তাঁর প্রিয় নামগুলি শুনবেন। যখন কোথাও হরি সংকীর্ত্তন, কালী কীর্ত্তন, প্রভৃতিতে ভগবানের নাম গান শুনবো তখন আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই কীর্ত্তন শুনবো আর ভাবিব তিনি উৎকর্ণ হয়ে তাঁর নিজের নাম কীর্ত্তন শুনছেন অতএব আমি আমার দেহটাকে এই কীর্ত্তন স্থলে আটকাইয়া রাখি যেন কীর্ত্তন ছেড়ে অন্যত্র চলে না যাই, তিনি উৎকর্ণ হ'য়ে যত পারেন তাঁর প্রিয় নাম কীর্ত্তন শুনুন। আহা! যদি এই রকম ভাবনা ল'য়ে সকল কাজ তাঁর প্রীতির জন্য করতে পারি, তবে জীবনটা কত মধুর মুল্যবান্ ও সার্থক হয়। আহা! এই ত সাধনা। গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে এই রকম কর্ম্মযোগের, তাঁতে ফল অর্পণ ক'রে কর্ম্মকরার কৌশলের কত উপদেশই না আছে।

আহা! তুমি আমি এ ভাবনা—সাধনার মূল্য বুঝি না, তাই ফলশ্রুতিতে বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু যদি জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের—ভগবান্ ব্যাস বশিষ্ট বাল্মীকি বিশ্বামিত্র নারদ শুকদেব ইহাদের কাহাকেও এই প্রকার সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁরা কি বলবেন? তাঁরা বলবেন, বহু ভাগ্য হ'লে জীবের এই প্রকার ভাবনা বুদ্ধি উদয় হয়; কারণ এইত সাধনার সারকথা। তিনি যে পরশমণি! তাঁকে ভাবলে জীব জীবত্ব ত্যাগ করে শিবত্ব পায়। যেই ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকবে; যেই শরণাগত ভাবে 'তিনি উৎকর্ণ আছেন,' এই ভাবনা অভ্যাস করবে

সেই তাঁর দিকে দ্রুত চল্‌তে থাকবে, এবং তাঁর কৃপায় তাঁর শক্তি পেয়ে শেষে সত্য সত্য তাঁর দর্শন পাবে ও মানব জীবনের যা প্রয়োজন—পুরুষার্থ তা লাভ হবে। যদি আমি ভাবি তিনি ভাল কথা শুন্‌লে সুখী হন এবং মন্দ কথা শুন্‌লে বিরক্ত হন; তিনি প্রসন্ন হ'লে আমার কল্যাণ হবে, তিনি বিরক্ত হলে আমার ইষ্টনাশ হবে তবে আমার ভাবনা সাধনায় কত স্ফূর্ত্তি হবে। তখন আমার গতি লাগ্‌তে কি আর দেরি হবে? তিনি গুরু ও শাস্ত্রমুখে বল্‌ছেন গতি লাগ্‌লো বলে যখন কিছু ভাল ধর্ম্মগ্রন্থ পড়্‌বো তখন মনে কর্‌বো তিনি উৎকর্ণ হয়ে আছেন, তাঁকে পড়িয়ে শুনাচ্চি, তিনি যে আমার কান দিয়ে সকল কথা শোনেন। আর কি আমি খারাপ কথা নিজে কানে শুন্‌তে পারি? আর কি আমি কু-পরামর্শ কারও সঙ্গে করতে পারি? তিনি যে সতত উৎকর্ণ আছেন!

আমার ইষ্ট! তুমি অনাদিকাল থেকে আমার অধিষ্ঠান চৈতন্য রূপে আমার অন্তরে উৎকর্ণ হয়ে আছ? থাক। আমি আজ হ'তে সাবধান হব। তোমার শরণাগত হয়ে তোমায় প্রিয়কার্য্য কর্‌বো, এই সাধ হয়েছে। শুধু শক্তি দাও! সর্ব্বদা যেন সকল কার্য্যে তোমায় স্মরণ করতে পারি! সর্ব্বদা যেন তোমায় পাদপদ্মে কৃতজ্ঞ হয়ে লুটিয়ে পড়ে থাক্‌তে পারি! সর্ব্বদা যেন ভাবনায় তোমার উৎকর্ণ হয়ে থাকা এই ভুবন ভুলান রূপটী দেখতে পাই! আমি দুর্ব্বল; কিন্তু সাধ অনেক। আমার ইষ্ট! তোমার হয়ে তোমায় পেয়ে আমার মনের নাশ কর্‌বো; আমার আমিত্ব তোমাতে গিয়ে মিশ্‌বে আমার স্বরূপে অবস্থান হবে। সৈষা প্রসন্না বরদা ভবতি নৃণাং মুক্তয়ে (শ্রীশ্রীচণ্ডী) মা শক্তিময়ি "তুমি প্রসন্ন না হ'লে কারও মুক্তি নাই যে মা! তোমার কৃপা না হ'লে আমার মত বদ্ধ জীবের যে আর গতি নাই! আমি অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত সতত ভাবনায় যেন এই চিত্র দেখ্‌তে পাই যে, তুমি আমার হৃদয় উজ্জ্বল ক'রে, আমায় কৃপা করবার জন্য, উৎকর্ণ হয়ে আছ! ওঁ শান্তিঃ ওঁ।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এল।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৈকেয়ী মন্থরার কপট বাক্যে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছেন, একটু বিচলিতও হইয়াছেন। কৈকেয়ী একটু গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন দেখ মন্থরে! তুমি

ভুল বুঝিয়াছ! রাম ত আমাকে বড়ই ভাল বাসে। আমি অনেক প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি রাম আমায় সত্যই ভালবাসে। রাম কাছে আসিলে আমি যেন ভরিত হইয়া যাই। কত দিন আমার সাধ যায়—যদি মরিয়া আবার আমাকে জন্মাইতে হয় তবে যেন রামের মত পুত্র আর সীতার মত বধূ আমি পাই।

প্রাণতে অধিক রাম সিয় মোরে।
তিনকে তিলক ক্ষোভ কস তোরে॥

সত্যই রাম সীতা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। রামের তিলক! আহা! ইহাতে তোর ক্ষোভ কেন হইবে?

হর্ষস্থানে কিমিতি মে কথ্যতে ভয়মাগতং।

* * *

রামাদ্ভয়ং কিমাপন্নং— — —

হর্ষস্থানে তোমার ভয় কেন হইল? রাম হইতে তোমার কোন ভয় নাই।

মন্থরা দেখিল মৃদু অভিমানে আর চলিবেনা তখন সাপিনী আরও বিষ উদ্গীরণ করিল, বলিল দেবি! তুমিই অযুক্ত স্থানে হর্ষ প্রকাশ করিতেছ। আমি দেখিতেছি তুমি একটা শোক সমুদ্রে টানা হইয়া চলিয়াছ। আমি তোমার দুঃখে মর্ম্মাহত হইয়া মনে মনে হাসিতেছি আর দেখিতেছি যাহা শোকের কারণ তাহাতেই তুমি আনন্দ করিতেছ। কাল স্বরূপ স্বপত্নী পুত্রের শ্রীবৃদ্ধিতে কোন্ বুদ্ধিমতি হর্ষ প্রকাশ করে? এই যে তোমার দুর্ব্বুদ্ধি এই ত আমার দুঃখ। রাজ্য, সকল ভ্রাতার সাধারণ সম্পত্তি। এই জন্য ভরত হইতে রামের ভয়ের সম্ভাবনা। রাম সেই ভয়ের কারণ উৎপাটন না করিবেন কেন? লক্ষ্মণ রামের অনুগত আর শত্রুঘ্ন ভরতের অনুগত এই জন্য লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন হইতে রামের ভয় নাই। বিশেষতঃ উৎপত্তি ক্রমে ভরতেরই রাজা হওয়া উচিত; লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নে সে আশঙ্কা নাই। রাম সর্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা এবং ক্ষত্র কার্য্যে পটু সুতরাং তাঁহা হইতে সপত্নীপুত্রের সর্ব্বনাশ ঘটিবে এই চিন্তাই আমার বলবতী। রাম রাজা হইলে তোমার পুত্রকে রামের ভৃত্য হইয়া কাল কাটাইতে হইবে। রামরাণী সীতা সঙ্গিনীদিগের সহিত আনন্দিত হইবেন আর তোমার বধূ ভরতের খর্ব্ব ভাব দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইবে।

রামের নিন্দা যেন কৈকেয়ী শুনিতে পারেন না। পূর্ব্বে রাজার নিন্দায় কৈকেয়ী বড় একটা কর্ণপাত করেন নাই এখন রাম নিন্দা শুনিয়া কৈকেয়ী

বলিতে লাগিলেন মন্থরে! রামের নিন্দা তো কেহই করে না। রাম ত নিন্দার কাজও কখনও করেন নাই। রামচন্দ্র ধার্ম্মিক, গুণবান, সত্যবাদী ও শুচী। বিশেষতঃ তিনি মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। যৌবরাজ্য তাঁহারই ত হওয়া উচিত। রাম, পিতার ন্যায় ভ্রাতা ও ভৃত্যদিগকে পালন করিবেন। কুব্জে! তুমি রাম অভিষেকে দুঃখিত কেন হইতেছ? রাম দীর্ঘায়ু, নিশ্চয়ই শত বর্ষ পরে ভরতের হস্তে রাজ্য আসিবে। মন্থরে! এই উৎসব সময়ে তুমি দগ্ধ হইতেছ কেন? তোমার পরিতাপেরই বা কারণ কি? আমি ভরত অপেক্ষা রামের হিতৈষিণী বেশী। বিশেষ রাম কৌশল্যা অপেক্ষা আমাকে অধিকতর সম্মান করেন। যদি রামের রাজ্যাভিষেক হয় উহাতে ভরতের রাজা হওয়া হইবে। কারণ রাম আমাকে যেমন দেখেন ভ্রাতাদিগকে সেইরূপই দেখেন।

চতুরা মন্থরা রাণীর এই সমস্ত কথার ভিতরেও আর কিছু কার্য্য হইতেছে ইহা যেন দেখিতে পাইল। পাপীয়সী তখনও শেষ অস্ত্র নিঃক্ষেপ করে নাই। এ অস্ত্র সপত্নী বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ তুলিবার পূর্ব্বে কুব্জা কৈকেয়ীর বিচারের ভুল দেখাইয়া বলিল দেখ রাণি! তুমি তোমার নিজের অবস্থা আদৌ বুঝিতেছ না। ভরত রাজা হইবে এ আশা তুমি এখনও রাখ? এখন রাম রাজা হইতেছে তাহার পরেই রামের পুত্র রাজ্য পাইবে। ভরতকে রাজ্যভ্রষ্ট হইতেই হইবে। রামের পুত্র যদি না হয় তাহা হইলেও ভরতের আশা কোথায়? হয় জ্যেষ্ঠ না হয় কনিষ্ঠই রাজ্য পায়। তোমার পুত্র মধ্যম। এই মধ্যম পুত্রকে সকল সুখভোগ ও রাজবংশ হইতে বঞ্চিত হইতেই হইবে। আহা! ভরত অনাথের মত কাল কাটাইবে ইহা অপেক্ষা তোমার দুঃখ আর কি হইতে পারে? আমি তোমার হিতার্থে এত কথা বলিতেছি তুমি বুঝিয়াও বুঝিতেছ না। কি আশ্চর্য্য সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে তুমি আমায় পুরস্কার দিতেছ। নিশ্চয়ই রাম রাজা হইয়া ভরতকে দেশান্তরে বা লোকান্তরে পাঠাইবেই পাঠাইবে। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত বালক ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছ। আহা! আজ যদি সে নিকটে থাকিত তবে অবশ্যই সে মহারাজের স্নেহ-দৃষ্টিতে পড়িত। দেখ দেবি! তৃণ গুল্মাদি স্থাবরের উপরেও এক স্থানে বহুদিন থাকায় একটা মমতা জন্মে। তুমি ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া সে আশায় বঞ্চিত করিয়াছ। আরও দেখ কাষ্ঠজীবিগণ ছেদনীয় বৃক্ষ যদি বহু কণ্টক বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত থাকে তবে তাহা ছেদন করে না। শত্রুঘ্নও ভরতের আনুগত্য জন্য সঙ্গে গিয়াছে সে থাকিলেও বোধ হয় এতটা হইত না। রাম হইতে লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট

হইবে না কিন্তু তা বলিয়া ভরতের যে কোন বিপদ হইবে না একাথ বলে কে ?

মন্থরা চুপ করিল. করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কৈকেয়ীর হৃদয়ে কি যেন কি দেখিতে লাগিল। অল্পে অল্পে মন্থরার গূঢ় কপট বাক্য শুনিয়া রাণীর স্ত্রীবুদ্ধি চঞ্চল হইতেছে। ভিতরে দেবতার মায়াও আছে ; রাণী তাই কারণবৈরিণী কুব্জাকে সুহৃদ বলিয়া বিশ্বাস করিল।

মৃগী যেমন শবরীর বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হয় কৈকেয়ীও ধীরে ধীরে সেই দশা প্রাপ্ত হইতেছে। কৈকেয়ী অবশ হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল সত্যই ত! ভরতকে আনাইবারও অবসর হইল না। আহা! ইহার ভিতরে এত প্রতারণা!

কৈকেয়ী রাজাকে সত্য সত্যই ভালবাসিত কিন্তু সে ভালবাসা প্রবৃত্তি মূলক। ইহাতে আত্মসুখ বিশেষ ভাবে আছে। এই প্রকারের ভালবাসায় যদি প্রতারণার ভাব ধরান যায় তবে ইহা অতিশয় ভীষণ ভাব ধারণ করে। অল্পে অল্পে মন্থরা কৈকেয়ীকে সেই পথে আনিল।

কৈকেয়ী কুব্জাকে রাজার কথা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্থরা দেখিল উচিত মত আঘাত লাগিয়াছে। বকী মরালীকে নিজের হিংসাবৃত্তি দিয়া বকী করিতে এখনও যাহা বাকী ছিল তাহাই করিতে লাগিল। একটু অভিমান মাখাইয়া কুঁজি বলিতে লাগিল রাণি! পুনঃ পুনঃ যে জিজ্ঞাসা কর আমার কিন্তু বলিতে ভয় হয়--ঘর ভাঙ্গানী ত নামই দিয়াছ।

প্রিয় সিয় রাম কহা তুম রাণী।
রামহিঁ তুম প্রিয় সো ফুর্ বাণী॥
রহে প্রথম অব সো দিন বীতে।
সময় পাই রিপু হোহিঁ পিরীতে॥
ভানু কমল কুল পোষণ হারা।
বিনু জল জারি করৈ ত্যহি চ্ছারা॥

রাণি! তুমি বলিতেছ সীতা রাম তোমার প্রিয় আর তুমিও রামের প্রিয়। তাই ছিলে সত্য কিন্তু সে দিন আর নাই। কুদিন আসিলে প্রিয়ও রিপু হয়। দেখনা কেন সূর্য্য কমলিনীর প্রাণ পোষণ করেন কিন্তু জল যখন শুকাইয়া যায় তখন প্রাণপ্রিয় সূর্য্যই কমলিনীকে শুকাইয়া মারেন। তোমার সতিনী তোমার মূল উপাড়িতে চান তুমি এখনও উপায় করিয়া তাহা রোধ

কর। রাজার সোহাগ তোমায় অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তুমি ভাবিয়া বসিয়া আছ রাজা তোমার বশ! কিন্তু রাণি প্রতারণায় আর ভুলিও না। রাজার মুখ মিষ্ট আর মন মলিন। তুমি নিতান্ত সরল স্বভাব তাই রাজার চতুরাই ধরিতে পার না। কৌশল্যা চতুরা গম্ভীরা তোমার মত সরলা ত নয়। কৌশল্যা কাজ উদ্ধার করিতে জানে। ভরত যে আজ দেশান্তরে—তুমি বুঝ না কিন্তু আমি বুঝি সেটা রাম মাতা কৌশল করিয়া রাজাকে দিয়া করাইয়াছে। রাজা যে তোমাকে বিশেষ প্রীতি করেন রামের মা সপত্নী স্বভাবে তাহা কি সহিতে পারে?

রচি প্রপঞ্চ ভূপহিঁ আপনাই।
রামতিলক হিত লগন ধরাই॥

প্রপঞ্চ রচনা করিয়া—মায়া রচনা করিয়া কৌশল্যা রাজাকে বশ করিয়াছে, করিয়া রাম তিলকের শুভ লগ্ন, সেই রাজাকে ধরাইয়াছে। সে রাজ মাতা হইলে সব সপত্নী তার সেবা করিবে। বিশেষ ভরতের মা যে স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী তা কি সপত্নীতে সহিতে পারে? এ মায়ি! তোমার শলা কৌশল্যা তুমি তার চতুরতা আর কপটতা লক্ষ্য করিতে পার না। কি করিয়া পারিবে? তুমি যে অতি সরলা। রাম রাজা হয় এত সকলেই চায় কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ দেখিলেই আমাকে এত কথা কহিতে হয়। এখন না প্রতিকার কর ত দৈব তোমায় বড় প্রতিফল দিবে। এখন কি করিবে বল?

কত রঙ্গে কোটি কোটি কুটিলপনা চলিল, কত ছলা কলা উঠিল। সপত্নীর কথায় কৈকেয়ীর মন ভারি করিয়া মন্থরা প্রতীতি আনিল।

কৈকেয়ী আপনার দিব্য দিয়া তখন কত কথা জিজ্ঞাসা করিল। আর মন্থরা? মন্থরা বলিতে লাগিল।

কা পুঁছহু তুম অজহুঁ ন জানা।
হিত অনহিত নিজ পশু পহিচানা॥

কি আর জিজ্ঞাস বল আজও তুমি বুঝিতে পারিলে না, পশু যে, সেও ত নিজের হিত অহিত বুঝিতে পারে। পনর দিন ধরিয়া ভিতরে ভিতরে অভিষেকের আয়োজন চলিতেছে—রাজা তোমাকে জানিতে দেয় নাই। আমি তোমার বড় আপনার তাই আজ ভাল করিয়া জানিয়া আমি তোমায় বলিলাম। তোমার খাই, সত্যকথা তোমায় বলিব না ত কাকে বলিব? সত্য কথা বলায় আমার দোষ কি? যদি মিথ্যা কিছু সাজাইয়া বলি তাহা হইলে ভগবান আমায়

সাজা দিবেন। কাল—আজকের রাত্রি গেলেই কাল রামের অভিষেক হইবে আর তোমার বিপত্তির বীজ বোনা হইবে। আমি গণনা করিয়া বলিতেছি ঠাকুরুণ তুমি দুগ্ধে মাছি হইবে—"ভামিনি! ভইউ দুধকি মাখী"। পুত্রের সঙ্গে সপত্নী পূজা যদি করিতে পার তবে গৃহে স্থান পাইবে নচেৎ বনবাসী হইতে হইবে। কদ্রু যেমন বিনতাকে করিয়াছিল কৌশল্যাও তাই তোমায় করিবে। আর তোমার ভরত! সেত নিশ্চয় কারাগারে চলিল আমি দেখিতেছি, আর লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে সিংহাসনে বসিবে।

যদাহি রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতি।
ধ্রুবং প্রণষ্টো ভরতো ভবিষ্যতি॥

রাম যখন এই পৃথিবী পাইবে তখন নিশ্চয়ই ভরতের জীবন যাইবে।

কৈকেয়ীর আকার প্রকার দেখিয়া মন্থরা বুঝিল ঔষধ ধরিয়াছে। কুব্জার কথা শুনিতে শুনিতে কৈকেয়ী অন্যরূপ হইয়া গেল আর শোভনা নাই—আর হাস্যময়ী নাই। কৈকেয়ী এখন "ক্রোধেন জ্বলিতাননা" কৈকেয়ীর বদন ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। কৈকেয়ী এখন দীর্ঘ উষ্ণশ্বাস ফেলিতেছে। আর মন্থরা? মন্থরা দশনে জিহ্বা চাপিল—পরে বলিল রাণি ধৈর্য্য ধর।

কীহ্ন্যাসি কঠিন পড়ায় কুপাঠু।
জিমি ন নবৈ ফিরি উকঠা কাঠু॥

পাপদর্শিনী মন্থরা কুপাঠ পড়াইয়া কৈকেয়ীকে কঠিন করিল। দৃঢ় কাষ্ঠের মত কঠিন হইয়াছে দেখিয়া বুঝিল এ আর নরম হইবে না। দেখ কি কর্ম্ম বিপাক! রাণীর এখন কুচালী ভাল লাগিতেছে। রাণী মন্থরার বড় প্রশংসা করিল "বকীহি সরাহত মনহুঁ মরালী" বকীকে যেমন মরালী প্রশংসা করে সেইরূপ। "মন্থরে" কৈকেয়ী বলিতে লাগিল—মন্থরে তোর কথাই সত্য করিয়া মানি। আমার দক্ষিণ চক্ষু আজ কয়দিন ধরিয়া নাচিতেছে। আমি রোজ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখি। সখি! আমি মোহ বশে তোমাকেও এ সব বলি নাই। সই! কি বলিব আমার স্বভাব চিরদিন সরল। আত্মপর সুভাব কুভাব এ সব আমার নাই। আজ পর্য্যন্ত আমি কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই। কি অপরাধে বিধাতা আমার এই সাজা দিলেন? কৈকেয়ী কাঁদিয়া ফেলিল। হারিলেই লোকে কাঁদে। পরক্ষণেই আসিল ক্রোধ। কৈকেয়ী আবার বলিতে লাগিল বরঞ্চ মাতার গৃহে গিয়া মরিব আমার তাও ভাল কিন্তু সপত্নীর দাসী বৃত্তি জীবন

থাকিতে করিব না। সপত্নীর দাস হইয়া দৈব যাহাকে বাঁচায় তাহার বাঁচা অপেক্ষা মরাই ভাল।

মন্থরা এখন সহানুভূতি দেখাইতেছে আর বলিতেছে আহা! তুমি মরিবে কেন—তোমার শত্রু মরুক্। রাণি! তোমার সোহাগ নিত্যই বাড়িবে; তোমার ভরত রাজা হইবে—আর তুমি হইবে রাজ মাতা।

"ভামিনি! করহু তো কহৌঁ উপাউ।
হৈঁ তুম্হরে সেবা বশ রাউ"

ভামিনি! যা বলি সেই উপায়ে কর নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধি হইবে, কেননা তোমার সেবায় রাজা তোমার বশীভূত। মন্থরা কৈকেয়ীর বক্ষে কপট ছুরি বসাইল। আর রাণী?

লখৈ ন রাণী নিকট দুখ কৈসে।
চরৈ হরিত তৃণ বলি পশু জৈসে॥

কৈকেয়ীর অদৃষ্টে কি যে দুঃখ ঝুলিতেছে রাণী তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না। বলির ছাগ হরিৎ তৃণে যেমন চরিয়া বেড়ায়—রাণীও সেইরূপ।

মন্থরা বলিল কৈকেয়ি! তুমি আমার শক্তি দেখ। তুমি দেবাসুর যুদ্ধে অঙ্গীকৃত দুই বর এখন প্রার্থনা কর। এক বরে রামকে চতুর্দ্দশ বর্ষ, জন্য বনে পাঠাও অন্য বরে ভরতকে রাজ্যে অভিষেক কর। চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে থাকিতে থাকিতে রাম মরিয়াও যাইতে পারে, বা বন্য জন্তুতে রামকে মারিয়াও ফেলিতে পারে; যদি নিতান্তই ফিরিয়া আইসে ততদিনে ভরত প্রজাগণকে বশ করিয়া সমস্ত গুছাইয়া লইতে পারিবে।

অশ্বপতিসুতে! এখন আমি যাহা পরামর্শ দিতেছি তাহাই কর। মলিন বসন পরিধান করিয়া তুমি এখন ক্রোধাগারে প্রবেশ কর, আর ভূতলে শয়ন কর। রাজা আসিলে দেখিয়াও দেখিও না, কোন সম্ভাষণও করিও না, কিন্তু রাজাকে দেখিবা মাত্র শোক পরায়ণা হইয়া রোদন করিও। রাণি! নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি রাজার দয়িতা তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, রাজা তোমার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারেন। তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাণ দিতেও পারেন। তোমাকে ক্রোধান্বিতা তিনি কিছুতেই দেখিতে পারিবেন না। রাজা তোমাকে শান্ত করিবার জন্য বিবিধ ধন রত্ন মণি মুক্তা দিতে চাহিবেন, তুমি তাহা লইতে অভিপ্রায় করিও না। সেই দুই বর ভিন্ন তোমার প্রার্থনা নাই বুঝিবে—নিজের প্রয়োজন ভুলিও না। রাজা যখন

তোমাকে উঠাইয়া বর দিতে চাহিবেন "রামের বনবাস" আর "ভরতের রাজ্য প্রাপ্তি" ইহাই প্রার্থনা করিও। এই কিন্তু সময়—দেখিও এই সুযোগ যেন কিছুতেই হারাইও না।

মন্থরা যাহা বুঝাইল কৈকেয়ী এখন তাহাই বুঝিল। "অনর্থমর্থরূপেণ গ্রাহিতা সা ততস্তয়া" কৈকেয়ী অনর্থে অর্থ দেখিল। "সা হি বাক্যেণ কুব্জায়াঃ কিশোরী বোৎপথং গতা"। কুব্জার পরামর্শে কিশোরী নিজের বুদ্ধি ছাড়িল—হইল উৎপথ গামিনী।

হায় আজকালকার দিনে কুব্জার পরামর্শে কত কিশোরী উৎপথগামিনী হইতেছে! হিন্দুর সংসার রামশূন্য অযোধ্যা হইয়া পড়িতেছে। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া দেবরকে তাড়াইয়া দিতেছেন—ইহাতে কি কুব্জার অসৎ সঙ্গ নাই? দেবর ত একদিন বড় আদরের ছিল, প্রথম প্রথম ত দেবরকে বড় ভাল লাগিত। আজ কোন্ কুব্জার পরামর্শে দেবরকে বনবাস দিতেছ? কত বধূ কত অসৎ মাতার কুপরামর্শে স্বামীর সংসার ছারেখারে দিতেছে। কত পুত্র কত শাশুড়ীর কুমন্ত্রণায় পিতা মাতা ভাই ভগ্নী সকলকে জন্মের মত অসুখী করিতেছে। এই সমস্ত ব্যভিচারের মূলে অসৎসঙ্গ আছে—কুব্জার কুপরামর্শ আছে। কৈ সহোদর ভ্রাতা ও ত মনে ভাবে না—আমি সুখে থাকিব আর আমার সহোদর ক্লেশ পাইবে? পরের কথায় নিজের বহিঃপ্রাণকে দূর করিয়া দিয়া কি সুখে থাকা যায়? হায়! যে এইরূপ অস্বাভাবিক কুপরামর্শ দেয় সেইত কুব্জা। আজ হিন্দু একথা যেন ভুলিয়াছে। কৈকেয়ীর মত কুব্জাকে বড়ই ভাল দেখিতেছে কুব্জাকে বড়ই আদর করিতেছে।

তুহি সম হিত ন মোর সংসারা।
বহে জাত কর ভয়সি অধারা॥

রাণী বলিল মন্থরে! তোমার সমান হিতকারিণী আমার এই সংসারে কেহই নাই আমি বহিয়া যাইতেছিলাম তুমি আমায় রক্ষা করিলে।

জো বিধি পুরব মনোরথ কালি।
করৌ তোহি চখ পুতরী আলি॥

যদি বিধাতা কাল আমার মনোরথ পূর্ণ করেন তবে সখি! আমি তোমাকে নয়নের পুতুলি করিয়া রাখিব।

এখন কৈকেয়ী কুব্জার কত সৌন্দর্য্যই দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন "কুতস্তে বুদ্ধিরীদৃশী" "এবং ত্বাং বুদ্ধি সম্পন্নাং ন জানে বক্র—

সুন্দরি” কুব্জে তোমার এত বুদ্ধি কিরূপে হইল? বাঁকাসুন্দরি! তোমার যে এত বুদ্ধি তাহা ত আমি জানিতাম না। তুমি কুব্জা—হউক তোমার স্কন্ধ (কুঁজ) কিন্তু তোমার বুদ্ধির তুলনা নাই। মন্থরে! কুঁজের ভারে তোমার গতি মন্থর তাই তোমাকে মন্থরা বলি; তাহা হউক কিন্তু তুমি আমার যথার্থ হিতৈষিণী। তুমি বলিয়া দিলে বলিয়াই না আজ আমি রাজার প্রতারণা জানিতে পারিলাম।

পৃথিব্যামসি কুব্জানামুত্তমা বুদ্ধি নিশ্চয়ে।
ত্বমেব তু যথার্থেষু নিত্যযুক্তা হিতৈষিণী ॥

পৃথিবীতে বিকলাঙ্গী অশুভদর্শনা অনেক কুব্জা আছে “সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জা বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ” কিন্তু “ত্বং পদ্মমিব বাতেন সন্নতা প্রিয়দর্শনা” তুমি বায়ুভরে অবনতা কমলিনীর ন্যায় অতীব প্রিয়দর্শনা। হায়! বুদ্ধি বিকৃত হইলে এইরূপই হয়—এইরূপে অতি কুরূপকেও সুরূপ দেখায়। কৈকেয়ী কুব্জার প্রতি অঙ্গের প্রশংসা করিল। বলিল কুব্জে আমি তোমার প্রতি অঙ্গ সুন্দর দেখিতেছি। তোমার বদন বিমল চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদ কর; তোমার বক্ষঃস্থল স্কন্ধ সমান উন্নত হইয়া ক্রমশঃ অবনত হইয়াছে; তোমার স্তন দুটি অতি পীন; তোমার উদর লজ্জিতের ন্যায় সম্যক্‌রূপে নত। তোমার কি শোভা মন্থরে? তোমার জঘন একেত বিস্তীর্ণ ও নির্দ্দোষ ইহা আবার রশনাদামে বিভূষিত হইয়া আরও মনোহর হইয়াছে। যখন তুমি ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া আমার অগ্রে অগ্রে গমন কর তখন তোমার কি শোভাই হয় কুব্জে?

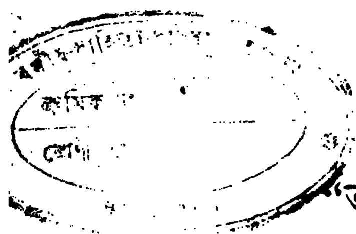
মন্থরে! তোমার ঐ রথচক্রের ন্যায় আয়ত স্কন্ধ—আমি দেখিতেছি উহাতে নানাবিধ বুদ্ধি, ক্ষত্রবিদ্যা ও নানাপ্রকার মায়া রহিয়াছে। রাম বনে গেলে আমি তোমার স্কন্ধ হিরণ্ময়ী মালা দিয়া সাজাইয়া দিব। উত্তম চন্দন দ্বারা উহা ঢাকিয়া দিব! আমি তোমায় অতি উত্তম অলঙ্কার দিব আর মুখের শোভার জন্য স্বর্ণময় তিলক দিব। কৈকেয়ী অতি উৎসাহে বলিতে লাগিলেন “বিমলেন্দুসমং বক্ত্রমহো রাজতি মন্থরে” “চন্দ্রমাহ্বয়মানেন মুখেনাপ্রতিমাননা” অনুপম বদনে! তুমি বদন দ্বারা চন্দ্রকে স্পর্দ্ধা করতঃ মদগর্ব্বিত গতি অবলম্বন পূর্ব্বক শত্রুগণের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিতে করিতে বিচরণ করিবে।

কৈকেয়ী কত শোভাই দেখিতেছেন। হায় কৈকেয়ি! স্বামীর প্রিয় বস্তুকে বনে দিয়া তুমি কোন্ সুখের আকাঙ্ক্ষা কর? রামকে বনে পাঠাইয়া তুমি যে বিধবা হইবে, তুমি যে পতিঘাতিনী হইবে তাহা কেন বুঝিলে না? হায়! যাহাকে সুখ ভাবিতেছ তাহার ভিতরে যে কত দুঃখ আছে তাহা কেন দেখিলে না?

হেমবর্ণা, বিশাল নয়না বরাঙ্গনা রাণী কৈকেয়ী রাম বনবাসে প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। অমূল্য মুক্তাহার মহার্ঘ মনোহর আভরণ সকল চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া স্বর্গ হইতে পতিতা কিন্নরীর ন্যায় ভূতলে শয়ন করিলেন। কুব্জা তখনও নিকটে।

কৈকেয়ী বলিতে লাগিল কুব্জে! আর আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই। কৈকেয়ী কুব্জার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল মহারাজ আমাকে এতই প্রতারণা করিয়াছেন? ইহা ভাবিয়া কৈকেয়ী নিরতিশয় কুপিতা হইল। কৈকেয়ী আবার বলিল "হয় রাম বনে যাইবে নয় ত আমার মৃত্যু হইবে। যদি রাম বনগমন না করে তবে আমি উত্তম বসন, মাল্য, চন্দন, পান, ভোজন কিছুই ইচ্ছা করি না, অধিক কি বাঁচিতেও ইচ্ছা করি না।"

কৈকেয়ীকে তমোবৃতা মগ্নতারকা আকাশ মত দেখিয়া কুব্জা বড় প্রীতি পাইল। মন্থরার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। উপরে দেবতারা হাসিলেন আর কুব্জা গোপনে থাকিয়া দেখিল রাজা আসিতেছেন। (ক্রমশঃ)



"ভদ্রা"—পাঠে।

এই বিচিত্র বিশ্বের এক বিচিত্র রচয়িতা আছেন। চিত্রকর যেমন চিত্রের যে স্থানে যে রঙ শোভা পায় সেই স্থানে সেই রঙ মাখাইয়া দেয় তেমনই এই বিশ্ব-চিত্রকর যে স্থানে যাহা সাজে সেই স্থানে তাহা দিয়া এই বিশ্ব সাজাইয়া রাখিয়াছেন। রঙ আলোক ও ছায়ার পশ্চাতে যেমন চিত্রকরের একটি লক্ষ্য নিহিত থাকে তেমনই এই বিশ্ব-সজ্জার পশ্চাতে বিশ্ব-চিত্রকরের এক লক্ষ্য নিহিত আছে। অন্ধ অণু পরমাণুর অন্ধ আবর্ত্তন - বিবর্ত্তনে এই জগৎ ফুটিয়া উঠে নাই; আবার অন্ধ উল্কা অশনিপাতে এই বিশ্ব অন্ধ অণু পরমাণুতে পরিণত হইবে না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্পদ নর ও নারী। এই নর ও নারী উদ্দেশ্য-শূন্য বুদ্বুদ নহে,—বিনা কারণেই ইহারা নিমিষে বিশ্ববক্ষে ভাসিয়াছে, আবার নিমিষেই বিনাকারণে ইহারা বিশ্ববক্ষে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এইরূপ নহে। নর-নারী রচনায় রচয়িতার নিগূঢ় উদ্দেশ্য অনুস্যূত আছে। ভারতের অতীতের আনন্দদিনে ভারতের ঋষি,

যুগ-যুগান্তর ব্যাপী, কঠোর তপস্যার বলে —প্রপঞ্চাবরণ ভেদ করিয়া সেই নিগূঢ় রহস্যে উপনীত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে সেই রহস্যোদ্ঘাটনের পরিচয় চিরমুদ্রিত রহিয়াছে। ভারত যখন ঋষি-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া সেই ভাগবতী ইচ্ছা পরিপূরণের সহায় হইত তখন ভারতের নর-নারী দেব দেবী ছিল, ভারতের সুখ অব্যাহত ছিল। তদানীন্তন ভারতের সকল পুস্তকেই সেই এক সুরের রেশ ঝঙ্কৃত হইত। ভারতবাসী নরনারী পুস্তকপাঠ করিয়া সেই সুর অবলম্বন করিয়া সুরেশ্বরে উপনীত হইত। কালবশে যখন ভারতের সুখ সূর্য্য অস্তমিত হইল তখন ভারতের গগনে যে সকল গ্রহ সমুদিত হইল তাহারা অন্য প্রকার আলোক বিকীরণ করিতে লাগিল। ভারতবাসী পতঙ্গসম সেই আলোক অনুসরণে ধাবিত হইল। ফলে ভারতের জীবন—ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ভারতের শাস্ত্র অযত্নে একপার্শ্বে পড়িয়া কীটদষ্ট হইতে লাগিল, ভারতবাসী বিদেশী গ্রন্থ আদর করিয়া অঙ্কে লইয়া বসিল। এই নূতন আদরের নূতন গন্ধে কিন্তু বিশ্ব রচয়িতার লক্ষ্যের সম্যক্ সংবাদ ছিল না। ফলতঃ ভারতবাসী সেই লক্ষ্য বিস্মৃত হইল, আপাত-মধুর, রুচিকর বস্তু লইয়াই তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। নারী নরের ভোগের উপাদানে, নর নারীর বিলাসের বস্তুতে পরিণত হইল। ভারতবাসী তাহার জীবনের মন্ত্র বিস্মৃত হইল বটে, বিধাতা কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য বিস্মৃত হইলেন না। যিনি বর্ষা রচনা করেন তিনিই আবার বসন্ত আনয়ন করেন। তাঁহারাই ইচ্ছায় ভারতে আবার নূতন রকম (অর্থাৎ অতি পুরাতন রকম) মানুষের জন্ম হইতে লাগিল। তাঁহারা এই কালে জন্মলাভ করিয়া এই কালের শিক্ষা লাভ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা ঠিক এই কালের মত হইতে পারিলেন না,—তাঁহাদের দৃষ্টি কি জানি কেন অতীতের প্রতি ধাবিত হইল।"

"উৎসব"—সম্পাদক পূজাপাদ শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় অকালের লোকের অন্যতম। তিনি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইলেন, কলেজের কর্ত্তা হইলেন; কিন্তু তাহা তাঁহার সহিল না। তাঁহার দৃষ্টি ভারতের অতীতে নিবদ্ধ হইল। তাঁহার প্রাণ এক বিস্মৃত, পুরাতন রাজ্যের স্বপ্নে পাগল হইল। ভারতের পুরাতন ঋষিদিগের প্রদর্শিত পথে তিনি ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে সেই বিস্মৃত সুরের রেশ তাঁহার হৃদয় মধ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল, আর আপনি যে সুখ তিনি ভোগ করিতে লাগিলেন ভারত-বাসীকে সেই সুখের আস্বাদ দানের জন্য "বিচিত্র বিতান" রচিতে আরম্ভ করিলেন। "ভদ্রা" সেই বিচিত্র বিতানের এক রমণীয় "প্রতান"। নর যে নারীর উপভোগের বস্তু নহে, লালসার সুগম তৃপ্তির

জন্য বিবাহ-অনুষ্ঠান যে পতি-পত্নী সৃজন করে না, ভারতবাসীকে তাহা স্মরণ করাইবার জন্য পূজনীয় মজুমদার মহাশয়ের ভদ্রা রচনা। রোগী তিক্ত বলিয়া ঔষধ সেবন করিতে না চাহিলে বিজ্ঞ কবিরাজ যেমন ঔষধের বটিকা চিনির মুখরোচক আবরণে আবৃত করিয়া রোগীর সম্মুখে উপস্থিত করেন তেমনই ভোগ-বিলাস-রোগ-গ্রস্ত বাঙ্গালীর সম্মুখে গ্রন্থকার মহাভারতের ভদ্রাকে উপন্যাসের মুখ-রোচক আবরণে আবৃত করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। আশা, যদি উপন্যাস পাঠের লোভেও উপন্যাস প্রিয় আধুনিক বাঙ্গালী ভদ্রা পাঠ করেন, এবং পড়িতে যাইয়া যদি বহুদিন যাহা হারাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হয়েন!

পূজ্যপাদ মজুমদার মহাশয়ের লেখনী-প্রসূত সকল রচনাই আমি সাদরে পাঠ করিয়া থাকি। আজ কয়েকমাস ধরিয়া তাঁহার ভদ্রা পড়িতেছি। ১৮০ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র উপন্যাস পড়িতে কয়েকমাস লাগিল ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা, কিন্তু আমি দ্রুতগতিতে কোন পুস্তকই পড়িতে পারিনা, বিশেষতঃ যে পুস্তকে মনুষ্যত্বের সংবাদ থাকে। ভদ্রা পড়িতে পড়িতে মনে হইল বঙ্গ-কবি-কুল-রবি মধুসূদন একদিন আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

"তোমার হরণগীত গাব বঙ্গাসরে
নবতানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরী,
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরি
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে!
.........দুরদৃষ্ট মোর চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষিকুলরত্ন দ্বিজ গাবে লো ভারতে
তোমার হরণ গীত, তুমি বিজ্ঞজনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত ব্রতে।"

মধুসূদনের সে ভবিষ্যৎ বাণী আজিও পূর্ণ হইয়াছে এরূপ মনে হয় না। তবে ভদ্রায় তাহার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যাইতেছে। কি উপাখ্যানে, কি বর্ণনায়, কি নিসর্গ চিত্রণে, কি মধুর কথার বিন্যাসে, কি তত্ত্বোদ্ঘাটনে ভদ্রা এক উপাদেয় বস্তু হইয়াছে। মূল মহাভারত ও কাশীরামের গ্রন্থ অবলম্বনে যে উপাখ্যান রচিত হইয়াছে তাহা উপন্যাসের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। রৈবতকে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে দেখিলেন, মুগ্ধ হইলেন, সখাকে সুধাইলেন "সখে! দেখিতেছি এ

কন্যা অনূঢ়া —"। সুভদ্রা অর্জ্জুনকে দেখিলেন, কিশোরী বিমোহিত হইলেন, সত্যভামাকে বলিলেন "সখি! আমি এ প্রাণ ত্যাগ করিব"। তাহার পর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণমহিষীর মন্ত্রণা "ভদ্রা অপেক্ষা দূতীর জেদ বেশী দেখিতেছি।" "তোমায় সাধ্য নাই, কিন্তু আমার সাধ্য আছে, এই আমি চলিলাম।" কৃষ্ণ যাহা পারিলেন না কৃষ্ণকামিনী তাহা পারিলেন,—গভীর রজনীতে সুপ্ত কৃষ্ণপুরীতে কৃষ্ণ-ভগিনীর সহিত কৃষ্ণ-সখার মিলন হইল। শেষে বিবাহ-বিভ্রাট, সুভদ্রা-হরণ সমর ও নিবৃত্তি। অবশেষে জাগ্রত-স্বপ্ন বা স্বপ্ন-জাগ্রত ঘটনা।

এই উপাখ্যান ফুটাইবার প্রণালীও সুন্দর। প্রথমে ধীরে ধীরে সাগরতীরে লীলাময় তরঙ্গের ন্যায় কিশোরীর লীলাময় ক্রীড়ায় উপাখ্যান আরম্ভ হইতেছে। প্রসূন যেমন দলে দলে প্রস্ফুটিত হয় উপাখ্যান তেমনই অধ্যায়ে অধ্যায়ে ফুটিতে ফুটিতে নবম অধ্যায়ে উপনীত হইতেছে। পাঠকের কৌতূহল এক্ষণে বিশেষ ভাবে জাগ্রত হইয়াছে, লেখকও তাহা বুঝিতে পারিয়া দশম হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত খরগতিতে আখ্যায়িকা প্রবাহিত করিতেছেন। সপ্তদশ অধ্যায়ে সুভদ্রার বিবাহ-ব্যাপার শেষ হইল বটে কিন্তু বিবাহের যাহা উদ্দেশ্য তাহা এখনও বাকি রহিল। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সেই যাহা বাকি ছিল তাহা আরম্ভ হইল। এবং পরিশিষ্ট সমাপ্ত হইল। যে অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন সাগর হইতে নারী, নির্ঝরিণীর ন্যায় ধরায় অবতীর্ণা হয়েন, পতিকে নারায়ণ বোধে পূজা করিয়া নারী কিরূপে পুনরায় তাহার খণ্ড পরিচ্ছিন্ন প্রবাহ সেই অখণ্ড, অপরিচ্ছন্ন সাগরে বিলীন করিতে পারেন, পরিশিষ্টের চারি পরিচ্ছেদে তাহাই উক্ত হইয়াছে। পতি-নারায়ণ ব্রত যেমন রহস্যময় এই চারি পরিচ্ছেদ তেমনই রহস্যময়। সত্য শাস্ত্র, কুহকিনী কল্পনা, নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা, রমনীয় রূপ, সুস্বাদু রস, স্বর্গীয় সৌরভ, সুখ স্পর্শ, শ্রোত্রো-ভিরাম শব্দ, রঙ্গময়ী আশা আকাঙ্ক্ষা, মর্ম্মন্তুদ অশ্রু-রোদন, বর্ত্তমান ও ভবিষ্য জীবন, সাধনা ও সিদ্ধির এক অপূর্ব্ব নিকেতন এই শেষ কয়েক পরিচ্ছেদ। এই কয়েক পরিচ্ছেদ স্বপ্নময়; ইহা সাধনার কথা; স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইলে চল্লিশ পৃষ্ঠায় হয় না, চারিশত পৃষ্ঠা লাগিতে পারে। ভদ্রার যিনি রচয়িতা তাঁহার মুখে এই কয়েক পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলে প্রাণে এক বিশেষ বস্তু উপলব্ধি করা যায়। এই ত গেল উপাখ্যান-অংশের কথা। এই ত গেল সাধনার কথা।

তাহার পর নিসর্গ চিত্রণের কথা। ভদ্রা এক নয়নাভিরাম চিত্রাগার। এই চিত্রশালায় প্রবেশ করিলে মন ভুলিয়া যায়। যিনি সাগর কখন দেখেন নাই তিনি চক্ষের সম্মুখে সাগর দেখিবেন, সাগরের শোভা সন্দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ

হইবেন। যিনি পূর্ব্বে সাগর দেখিয়াছেন তিনি সাগরের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে এক একটি তরঙ্গ লইয়া চিত্ত বিকাশের চেষ্টা করিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণ, সুভদ্রা, অর্জ্জুন গ্রন্থকারের বড়ই ভালবাসার মানুষ। যাঁহারা কখনও বিজনে বসিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাই কেবল সেই ভালবাসার পরিমাণ অনুমান করিতে পারিবেন। কৃষ্ণ বলিতে, অর্জ্জুন বলিতে, ভদ্রা বলিতে কি স্বেদ, কি অশ্রু, কি পুলক, কি রোমাঞ্চ! এমন আদরের কৃষ্ণ-ভদ্রা-অর্জ্জুন-বিজড়িত পুষ্করের যে চিত্র ভক্ত অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবারই বস্তু, ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার নহে। এইরূপ বহু চারু চিত্র এই বিচিত্র ভদ্রায় চিত্রিত হইয়াছে।

এই পুস্তক পাঠ করিতে করিতে এমন এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সরল, মর্ম্মস্পর্শী কথা পাইয়াছি যাহা চিরদিনই প্রাণে মুদ্রিত থাকিবে এবং অবসরকালে ছোট ফুলের ন্যায় প্রাণের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়া সৌরভ বিতরণ করিবে এবং ক্লান্ত জীবনে বিশ্রাম আনয়ন করিবে।

ভদ্রা সমালোচনার জন্য এই আলোচনা নহে। আমার জীবনের যাহা লক্ষ্য ভদ্রায় সেই লক্ষ্যের মধুর আভাষ পাইয়া প্রাণে আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি সেই আনন্দের জন্য আমি যাঁহার নিকট ঋণী তাঁহারই চরণে এই কয়েক ছত্র আমার কৃতজ্ঞ হৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি! তিনি দয়া করিয়া এই অঞ্জলি গ্রহণ করিলে ঋণের কিঞ্চিৎ পরিশোধ হইলেও হইতে পারে। ঋষি-ঋণ শোধের জন্য অধমর্ণের এই প্রয়াস!

শ্রীবিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়।

স্কটিস চার্চ্চ কলেজের ইংরাজী ভাষার পরীক্ষক।

শ্রীবাল্মীকি।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

"কানপুরের অনতিদূরে—যে স্থানের নাম বিঠুর তাহার প্রান্ত দিয়া সুদূর প্রবাহিতা স্বচ্ছ সলিলা তমসা কান্ত পথ অনুগামিনী। প্রকৃতির নিভৃত কক্ষে জনপদের অদূরে তমসা তীরে মুনি বাল্মিকীর, ঘন পল্লবিত ইঙ্গুদী বট অশ্বত্থচ্ছায়া

স্নিগ্ধ পর্ণ কুটীর। পবিত্র দেবতার নিবাস স্থান এই আশ্রম ভূমি। স্নিগ্ধ মধুর, পুষ্পাভরণশোভিত ভ্রমর ঝঙ্কৃত, হিংসাদ্বেষপরিশূন্য, শান্ত এই আশ্রমপদ সর্ব্বদা রাম গুণ গানে, হোম ধূমে, ঋষি কণ্ঠের বেদধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া, বিহগ কুলের কল ঝঙ্কারে মুখরিত নন্দন কাননের শোভাকে পরাজিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই ভারতে একদিন এমন ছিল, যখন ঋষিসঙ্কুল এই সুন্দর শান্তিময় তপোবনে, কত কত বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের সন্তান, উপনয়নান্তে ক্ষৌমাম্বরের উপরে কৃষ্ণসার চর্ম্মের উত্তরীয় ধারণ করিয়া, মূর্ত্তিমান সংযমের ন্যায় গুরুকুলে প্রবেশ করিয়া, জীবন ধন্য করিবার সমস্ত উপাদান লাভ করিতেন। জন্ম মৃত্যু পীড়িত, শোক দুঃখ পূর্ণ সংসার ভয়ে ভীত হইয়া কত শিষ্য তাহাদের প্রাণ সর্ব্বস্ব জীবনের একমাত্র অবলম্বন ইহপরকালের আশ্রয়দাতা, শ্রীগুরুরূপী ইষ্টের নিকট তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া নিবেদন করিতেন—

"স্বামিন্ নমস্তে নত লোক বন্ধো
কারুণ্য সিন্ধো! পতিতং ভবাব্ধৌ
মামুদ্ধরামোঘকটাক্ষদৃষ্ট্যা
ঋজ্বাতি কারুণ্য সুধাভিবৃষ্ট্যা।
দুর্ব্বার সংসার দবাগ্নি তপ্তং
দোধূয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ
শরণ্যমন্যৎ যদহং ন জানে।

হে স্বামিন্! হে প্রণত জনের বন্ধু! আমি প্রণাম করিতেছি। হে করুণা সিন্ধু আমি সংসার সাগরে পড়িয়াছি, তাহার উপর দুরাদৃষ্ট বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইয়া আমাকে মুহুর্মুহু কম্পিত করিতেছে, আমি ভীত হইয়া আপনার চরণে শরণ লইলাম। আপনার অব্যর্থ কটাক্ষ দৃষ্টি দ্বারা, করুণা সুধা বর্ষণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন্। এই ভীম ভবার্ণব পার হইবার কোন উপায় না পাইয়া, হে শরণাগত বৎসল! তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি—

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতৎ
কা বা গতির্ম্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ
"জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াঽব মাং প্রভো
সংসার দুঃখ ক্ষতি মাতনুষ্ব।"

হে প্রভো! এই সংসার কিরূপে পার হইব? কি, বা, আমার গতি হইবে?

আমার উপায়ই বা কি ? কৃপা করিয়া আমার রক্ষা করুন্। কিরূপে জ্ঞান পাই কিরূপে বৈরাগ্য লাভ হয়, কিরূপে সংসার দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাইয়া মুক্তিলাভ করিতে পারি, যদি আমাকে উপদেশ করেন তবেই ধন্য হইয়া যাই। শ্রীগুরুও তখন, সেই সরল শিষ্যদিগের হৃদয়ে যে আদর্শের ছবি অঙ্কিত করিয়া দিতেন, তাহাতেই তাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত করিয়া তুলিতেন, এই দৈবী দুরত্যয়া মায়ার আবরণ ভেদ করিয়া, স্বার্থ সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিয়া, আজন্ম সঞ্চিত কর্ম্মরাশি নিঃশেষ করিয়া, আপনার দেহটাকে পর্য্যন্ত ভুলিতে পারিত। দুগ্ধভারে পীড়িতা মাতা যেমন সন্তানকে স্তন্যামৃত পান করাইয়া তৃপ্তিলাভ করেন, করুণায় হৃদয় ভরিয়া স্নেহময় শ্রীগুরুও সেইরূপ শিষ্যদিগকে উপদেশামৃত পান করাইয়া তৃপ্ত হইতেন। শিক্ষা দিতেন "উত্তিষ্ঠ বৎস ! মুক্তোঽসি সম্যক্ আচারবান্ ভব" বৎস ! উঠ, মুক্ত হও, আচারবান্ হও। এই মহামোহের রাজ্যে আর ঘুমাইও না, এখানে বিষয় চোর সর্ব্বদা আমাদের বিবেকরত্ন চুরি করিয়া, অতল মোহ-গর্ত্তে পাতিত করিতেছে বৎস ! আমাদের ঘরের রাজাকে দেখিবে চল, এই দুদিনের রাজ্য ত আমাদের নহে, আমরাও ক্ষুদ্র নহি, দেহ ঘটে আমাকে আমি বদ্ধ ভাবিয়া ক্ষুদ্র মনে করি। নতুবা আমরা সেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নায়িকা রাজ রাজ্যেশ্বরী জগদম্বার সন্তান।

"মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্"।

বিশ্ব প্রসবিনী জগদ্ধাত্রী আমাদের জননী, পিতা সাক্ষাৎ শঙ্কর। ভক্তগণ আমাদের বন্ধু, ত্রিভুবন আমাদের স্বদেশ, আহা ! আজ আমরা সেই পরমানন্দা নিত্যা, সত্য স্বরূপিণী, জননীকে ভুলিয়াই তো মাতৃহারা সন্তানের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বৎসগণ ! যখন তোমরা মুক্তেচ্ছু হইয়া এই তপোবনে আগমন করিয়াছ, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তোমাদের দৈবী সম্পদ জন্য তোমরাই সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ।

হায় মোহহত জীবের, জলের আবর্ত্তের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর এ সংসারে অর্থ সুখ অন্বেষণে প্রবৃত্তি, আদ্যন্ত বিহীন এ দুদিনের সুখ তো দুঃখেরই কারণ। নিবিড় মোহবশে দেহরূপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রবৃত্তির হস্তে জীব কতই লাঞ্ছিত হইতেছে, যাহা আসিয়া ফুরাইয়া যায় তাহাতে আবার সুখ কোথায় ? বিষয়ের বর্ত্তমান অবস্থাই রমণীয়, পরে সেই বিষয়ই বিষ উদ্গীরণ করিয়া জীবকে দগ্ধ করিয়া থাকে,। অতএব—

"মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত ! বিষয়ান বিষবত্ত্যজ।"
ক্ষমার্জ্জব দয়া তোষং সত্যং পীযূষবদ্ভজ।

হে তাত ! যদি মুক্তি চাও ত বিষের মত বিষয় ভাবনা ত্যাগ কর ! ক্ষমা সরলতা দয়া, সন্তোষ ও সত্য সকলকে অমৃত বৎ ভজনা কর।

"মাংস লুব্ধো যথা মৎস্যো লৌহশঙ্কুং ন পশ্যতি'
সুখলুব্ধা স্তথা দেহী, মায়া পাশং ন পশ্যতি।

মৎস্য খাদ্য লোভে লোহার কাঁটা দেখে না। সুখের লোভেও মানুষ মায়ার বাগুরা দেখে না। কি গভীর কাম সাগরে ডুবিয়া জীব আপনাকে হারাইয়াছে ! তৃষিত পথিকের মত, মায়া মরিচীকা সম এই জগদিন্দ্রজাল সত্যমত ভাবিয়া, অবশেষে তৃষ্ণায় আকুল হইয়া প্রাণ হারাইতেছে। এই একটুখানি হাসি কান্না সুখ দুঃখ, মান, অপমান, সকলই মিথ্যা। আত্মজ্ঞানহীন নর পশুই তো, অরণ্যকে রমণীয় ভাবিয়া, মিথ্যাকে সত্য ভাবিয়া, আপনাকে অধঃপাতিত করিয়া থাকে।

"প্রারব্ধব্যে নিরুদ্যোগো জাগর্ত্তব্যে প্রসুপ্তকঃ"
বিশ্বস্তব্যে ভয়স্থানে হা নরঃ কৈ র্নহন্যতে"।

যাহা প্রথমেই করিয়া রাখিতে হইবে, তাহাতে উদ্যোগহীন যাহাতে জাগিয়া থাকিতে হইবে সেখানে নিদ্রিত, যেখানে বিশ্বাস করা উচিত সেখানে ভীতি, হায় ! মানুষ কিসে হত না হয় ?

এই ভব সমুদ্র লঙ্ঘনের একমাত্র উপায়, আপনাকে জানা, এবং আত্মারামে স্থিতি, "সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ং" সৎসঙ্গ কর আর সর্ব্বদা বিচার রাখ। এই দুইটি মানুষের চক্ষু। গুরুমুখে আপন ইষ্টের নাম জানিয়া নামের সাধনায় প্রাণপণ করিয়া, দৃঢ়ভাবে নামের তরণী আশ্রয় করিলে সেই নামের নামী আপনি সে তরণীর কর্ণধার হইয়া এই অপার মৃত্যু সংসার সাগর পার করিয়া, তোমাকে তাঁহার নিত্যধামে লইয়া নিত্যস্থিতি করাইয়া দিবেন। বৎসগণ। শ্রীভগবানকে লাভ করিবার জন্যই আমাদের মানব দেহ লাভ হইয়াছে, অতএব যতদিন দেহ আছে ততদিন তত্ত্বাভ্যাস কর।

"শ্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্"
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্য ন বা কৃতম্।

যাহা অপরাহ্ণে করিবে ভাবিতেছ, তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই করিয়া ফেল। কল্য যাহা করিবে ভাবিতেছ, তাহা অদ্যই কর, তোমার কার্য্য শেষ হইল বা না হইল, মৃত্যু তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে না।

সাধন তৎপর শিষ্যগণ, তখন শ্রীগুরু সন্নিধানে সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভে পরমার্থ তত্ত্ব অনুভব করিয়া, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব আত্মস্বরূপকে, দর্শন করিয়া, চির নিরাময় পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া চিরদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। এবং বহু অজ্ঞ জনের নয়নের ধাঁধা ঘুচাইয়া, কল্যাণের পথ, নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন।

"যদা সদ্ গুরুণা যুক্তো বোধ্যতে বোধরূপিণা"
নিবৃত্ত দৃষ্টিরাত্মানাং পশ্যত্যেব সদা স্ফুটম্"

আমি জ্ঞান স্বরূপ, এইরূপ বোধবিশিষ্ট জীবন্মুক্ত গুরু দ্বারা যুক্ত হইয়া শ্রীগুরু প্রসাদে শরণাগত শিষ্যের বোধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

আর এখন শুধু অর্থকরী বিদ্যা লাভ করিয়া বিক্ষিপ্ত চিত্ত পিশাচবৎ চঞ্চল পরিভ্রমণে, বিলাস মদিরা পানেই উন্মত্ত।

বিকার গ্রস্থ রোগীর ন্যায় মানুষ সদসৎ বুদ্ধি বিহীন হইয়া নিরন্তর ধ্বংস পথেই ধাবিত হইতেছে। বাসনা কামনার ময়লায় রঞ্জিত হইয়া যাহাতে আনন্দ মুক্তি শান্তি হইবে তাহা না গ্রহণ করিয়া, যাহা দুঃখ ও পরিতাপের মূল তাহাই ভোগ করিতে চায়।

তাই মনে হয়, হায়! ভারতের একাল আর সে কাল।

বলিতেছিলাম, ভগবান বাল্মীকি তপস্যা দ্বারা নির্ম্মল হইয়াছেন, এই সুন্দর তপোবনে মুনি বাল্মীকির সুন্দর আশ্রম। আশ্রম মধ্যে অজিনাসনে ব্রহ্মর্ষির প্রশান্ত গম্ভীর স্নিগ্ধ তেজঃপূর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি, সম্মুখে কুশাসনোপরি ভরদ্বাজ। কিন্তু বাল্মীকি এখন কোন্ রাজ্যে? ধ্যান নিমগ্ন মহর্ষি, আপনার পূর্ব্বাবস্থা ও নামের মহিমা স্মরণ করিতে করিতে আপনাকে হারাইয়াছেন, ইষ্ট ধ্যানে তন্ময় মুনি ভাবিতেছেন, কই দেব? কত দিন তো হৃদয় কমলে স্থাপিত ও রাঙা চরণে কত পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কত পূজা করিয়াছি, আমার মানস মন্দিরে চির সংস্থাপিত, অনিন্দ্যসুন্দর, তোমার ভুবন ভুলান, মধুর রূপ দেখিতে দেখিতে আপনাকে হারাইয়াছি, তোমার প্রেম ভরা নীল নলিনাভ কমনীয় কমল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কতদিন আমার চক্ষু তোমার চক্ষু হইয়া, আমার দেখা, তোমার দেখা হইয়া গিয়াছে, আমার কর্ম্ম তোমার কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে, আমার বাক্য তোমার বাক্য হইয়া গিয়াছে, আমার মন তোমার মন হইয়া গিয়াছে, আমার দেহটাও যেন তোমাতে মাখা হইয়া তোমার দেহ হইয়া গিয়াছে, এই ক্ষুদ্র আমি হারাইয়া আমি তোমার হইয়া গিয়াছি, আশার অতীত

যাহা তাহাও আস্বাদ করাইয়াছ, সে বুঝি ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু অতৃপ্ত প্রাণের সাধ একটুও পূর্ণ হয় নাই, সহস্রযুগ নাম রসে ভরিয়া, নাম সুধা পান করিতে করিতে নামে সমাহিত হইয়াছিলাম, কি আছে এ নাম গুণ গানে? নামের দুটি অক্ষরে, রসনা নাম রসাস্বাদে চির অতৃপ্তই রহিয়া গেল, নামের ক্ষুধা আমার একটুও মিটিল না। প্রভু! তুমি সর্ব্বময় প্রেমময়, সুখ স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, তুমি আপন মহিমায় আপনি পূর্ণ, চলন শূন্য, স্থির, শান্ত চৈতন্য পুরুষ হইয়াও অনন্ত কোটী জীব জগৎ সৃষ্টি করিয়া, সকলের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া খেলা করিতেছ, আমার ইপ্সিত, আমার বাঞ্ছিত, তুমি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর,. কাতর প্রাণের আহ্বানে তুমি যে আর অন্তরালে থাকিতে পার না, আমার জীবনই তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। যে এখানকার সকল সাধ আশা বিসর্জ্জন দিয়া সকল বস্তুর নশ্বরতা দর্শনে, তোমাকে 'সর্ব্বস্ব করিয়াছে, ভক্তের হৃদয় সর্ব্বস্ব তুমি তাহার কোন আশাই অপূর্ণ রাখ না। প্রভু তোমার অনুকম্পার সীমা নাই। কিন্তু দাসের সাধ যে এখনও অপূর্ণ, একবার এস। আমার সকল সাধের সমষ্টি, সাধনার ধন, চির আরাধ্য দেবতা,আমার যে বড় সাধ, আমার আত্মার মূর্ত্তি তুমি, তোমায় স্থূলে সাক্ষাৎকার করি। তুমি কি এস না? তুমি তো নিত্যই এস, কিন্তু সে আসায় আমার হয় না, আমি যে তোমার আশায় আশায় প্রাণে বড় আশা লইয়া বসিয়াছি, এ সাধ না পূর্ণ করিয়া তুমি কি থাকিতে পারিবে? দয়াময়! বাঞ্ছাসিদ্ধিকারী নামে যে কলঙ্ক হইবে? জানি তুমি অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া আছ তথাপি হে জগৎ রঞ্জন কৃপা করিয়া একটু বিশেষ ভাবে এস। প্রভু নিরাকার তুমি তোমায় দেখিতে পাই না, কবে নরাকারে আমার চির আকাঙ্ক্ষিত নয়নাভিরাম মধুর রূপে দর্শন দিয়া আমার হাতে ধরিয়া তোমার শান্তিময় আনন্দ নিকেতনে লইয়া যাইবে? কই প্রভু! কতদিন তো কাটিল, কবে তুমি আসিবে? মুনি বাল্মীকি আরও কি চিন্তা করিতেছিলেন, কিন্তু আর চিন্তা করা হইল না, সহসা শ্রীভগবানের আদেশ বাণী স্মরণ পথে উদিত হওয়ায়, বাল্মীকি ভাবিলেন, একি? আমার করণীয়, আমার করিয়া যাইবার কথা, সে তো যথা সময়ে আসিবেই. শুধু আমার প্রস্তুত হওয়া চাই। তখন ইষ্ট চরণে সমস্ত চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া, বাল্মীকি ধ্যান মগ্ন হইলেন, কিন্তু কি হইল? ধ্যান তো হইল না, কি যেন দেখিয়া চিত্ত আরও উৎকণ্ঠাস্ফুটিত হইল, ধ্যান করিতে গিয়া দেখিলেন, তিনি অযোধ্যায় আসিয়াছেন। হর্ষাশ্রুতে বক্ষ প্লাবিত হইয়া, অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আপনার

অবস্থা স্মরণে এবং তাঁহার করুণা চিন্তা করিয়া মুনি ভাবিলেন, যাঁহার সুধাময় নামের অক্ষর ব্যত্যয় করিয়া, যে 'মরা,' 'মরা' জপিয়া যে 'আমি' 'আমি' হইয়াছি, সেই আসিবে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে, কে বলে নাম জপে কিছু হয় না? অহো সৌভাগ্য! আমার সেই চির আরাধিত প্রাণময়ের মিলন সুখ স্মরণে আমাকে যেন কেমন প্রেম বিহ্বল করিয়া অবশ করিয়া তুলিতেছে, সেই সুখময় শান্তিময় সঙ্গ লাভের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়গণ, উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে আর ২৭ বৎসর, তার পরই তাঁহার সহিত দেখা হইবে। তাঁর সহিত দেখা? ইহা যে মনে করিতে কেমন হইয়া যাই। আমার সহিত দেখা হইবার কি কোন সম্ভাবনা ছিল? জিহ্বা লম্পট, ইন্দ্রিয় লম্পট কাম লম্পট কোন্ দিকে লাম্পট্য ছিল না? ভোগ লম্পট কাম-কামনা লম্পট স্বপ্ন লম্পট কোন লাম্পট্য আমার না ছিল? ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছি মাত্র শুধু সূত্রধারী। সবই করিয়াছি, এমন কোন জঘন্য কর্ম্ম নাই যাহা আমি না করিয়াছি। জীব হত্যা মনুষ্য হত্যা হত্যায় আমার আনন্দ বাড়িত, আমার গ্রাসে যে পড়িত তাহাকেই আমি বধ করিতাম, আমার বধ্য যখন যাতনায় ছটফট করিত, তখন আমার উৎসাহ বাড়িয়া উঠিত, করতালি দিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিতাম। আমি কি না আহার করিয়াছি? জলচর বনচর খেচর সবই তো উদরে দিয়াছি। রাম। রাম! পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতেও ঘৃণা হয়, সে পৈশাচিক আচার ব্যবহার স্মরণ করিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। অহো! কি ভীষণ তাপ? শুধু করুণাময়ের মৃত সঞ্জীবনী নাম আমার জীবন দিয়াছে, নাম রসে সে পাপের জ্বালা নিভিয়াছে। আর এখন আমি, কি ছিলাম? কি হইয়াছি? ধন্য দেব তোমার নাম মহিমা? সেই রত্নাকর সেই নিপুণ দস্যু, নামে পবিত্র হইয়া তার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, সে আসিবেই আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে। শুনি মন নির্ম্মল না হইলে, এই তমসার প্রসন্নাম্বু মত রমণীয় না হইলে সে দেখা দেয় না। এখনও ২৭ বৎসর পরে তাঁহার দর্শন লাভ করিব। ইষ্ট দর্শন আশায় আনন্দে ব্রহ্মর্ষির নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। ভাবনাময় রাজ্যে ভাবময়কে ভাবিতে ভাবিতে মুনি বাল্মীকি ভাব সমুদ্রে ডুবিয়া আছেন।

সম্মুখে প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজ। শ্রীগুরুর প্রসন্নময় মুখ পদ্মে ভরদ্বাজের মানস ভৃঙ্গ স্থির হইয়া বসিয়াছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীভাগবত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মুক্ত। অধিকার না জন্মিলে নিগুর্ণ সগুণ আত্মা এই তিনেও হয় না। এই জন্য সেই পরম পুরুষ নিগুর্ণ সগুণ আত্মা হইয়াও অবতার গ্রহণ করেন। অবতারই সগুণ দেবতা। সগুণ দেবকে আশ্রয় করিবে কিরূপে জান ?

মুমুক্ষু। হৃদ্‌পদ্মকর্ণিকে স্বর্ণপীঠে মণিগণান্বিতে।
মৃদুশ্লক্ষ্ণতরে তত্র জানক্যা সহ সংস্থিতম্॥
বীরাসনং বিশালাক্ষং বিদ্যুৎ পুঞ্জ নিভাম্বরম্।
কিরীটহার কেয়ূর কৌস্তুভাদিভিরন্বিতম্॥
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতং তথৈব বনমালয়া।
লক্ষ্মণেন ধনুর্দ্ধন্দ্বকরেণ পরিসেবিতম্॥
এবং ধ্যাত্বা সদাত্মানং রামং সর্ব্ব হৃদিস্থিতম্।
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

মুক্ত। শ্রীভাগবত এই অবতারের ধ্যানের কথা মঙ্গলাচরণের এই শ্লোকে বলেন নাই। এখানে সগুণ নিগুর্ণের ভাবনা কিরূপে করিতে হইবে তাহাই বলিয়াছেন। বল দেখি যাঁহারা অবতার লইয়া আছেন তাঁহাদের এই ভাবনায় কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ?

মুমুক্ষু। ভগবন্—আমার মনে হয় যাহারা রাম কৃষ্ণ কালী দুর্গা শিবাদির ভজনা করেন তাঁহারা যদি একবারেই স্বরূপের ভাবনা না করেন তবে তাঁহারা পৌত্তলিক হইয়া পড়েন। ধর্ম্মের আড়ম্বর ইঁহারা অনেক করিতে পারেন কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবনও হয় না শুদ্ধ চরিত্রও হয় না।

মুক্ত। সত্যই। শাস্ত্র স্বরূপভাবনা শূন্য পৌত্তলিক সম্বন্ধে বলিতেছেন "লোক প্রতারণার্থায় জপ পূজা পরায়ণম্"। পৌত্তলিকের জপ পূজা—লোক প্রতারণার জন্য। এখন বল দেখি স্বরূপের ভাবনা যাহারা ভাবিয়া উঠিতে পারে না তাহারা অবতার পূজার সহিত স্বরূপের মিলন কিরূপে করিবে ?

মুমুক্ষু। স্বরূপের অনুভব না আসিলেও সগুণ নিগুর্ণের স্মরণ সকলেই করিতে পারে। প্রভু ! আমিও নিজে বিশ্বাসেই এই ভাবনা করি।

মুক্ত। কিরূপ ?

মুমুক্ষু। আপনার নিকট শুনিয়াছি পুরুষার্থের প্রয়োগ কোথায় করিতে হয়। চক্ষু উন্মীলন করিলেই আপনা হইতে যাহা চক্ষের সম্মুখে পড়ে তাহা দেখা হইয়া যায় ইহাতে কোন পুরুষার্থ নাই। সেইরূপ কর্ণ দ্বারা শব্দ শুনা যায়, মন আপনা হইতে বুদ্ধি পূর্ব্বক সঙ্কল্পও করে আবার অসম্বন্ধ প্রলাপও বকে। এই সমস্ত ইহাদের ধর্ম্ম—এই সমস্ত আপনা হইতেই হয় ইহাতে কোন পুরুষার্থ নাই। যাহা যাহা আপনা হইতে যায় আসে তাহাই মায়া। সুখ দুঃখ শীত উষ্ণাদির অনুভব—ইহাও মায়া। এই মায়া দুরতিক্রমণীয়া। এই মায়াতে ডুবিয়া থাকিয়া মানুষ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে মায়া অতিক্রম করা যায়। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে"। এই যে আপনি আপনি যাহা হয় তাহার উপর আর কিছু করা ইহাই পুরুষার্থ। একটি মানুষ দেখিলে বা একটি স্ত্রীলোক দেখিলে হাড় মাস বিশিষ্ট যাহা দেখিলে, হাঁসি চলন বলন ভঙ্গী যাহা দেখ সমস্তই মায়া। এই সব আপনা হইতে দেখা হইয়া যায় ইহাতে কোন পুরুষার্থ নাই। মানুষ দেখিয়া, স্ত্রীলোক দেখিয়া, আকাশ দেখিয়া, পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা, পর্ব্বত সাগর দেখিয়া যখন ভাবনা কর তুমিই—নিরবয়ব চৈতন্যই এই সমস্ত মূর্ত্তি ধরিয়া ধরা দিতেছন—বাহিরের নামরূপের আবরণে তুমিই খেলা করিতেছ—নামরূপের আবরণ মিথ্যা ইন্দ্রজাল, তুমি—চৈতন্যই সত্য বস্তু—এই ভাবে সকল বস্তুর মূলে তোমাকে বিশ্বাসে স্মরণ করা—ইহাই পুরুষার্থ, ইহাই ধ্যান যজ্ঞ। এই যে রাম কৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিতেছি—ইহা পটের ছবিই হউক বা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তিই হউক ইনিই সর্ব্বাধিষ্ঠান চৈতন্য—ইনিই সর্ব্বশক্তিমান্ ইনিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—রাম রাম করিতে করিতে যখন এই সমস্ত ভাবনা করা যায়—ইনিই সমস্ত সাজিয়া—তেষাং পরিরক্ষণায় সুর মানুষ তির্য্যগাদীন্ দেহান্ বিভর্ষি ইনিই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া—সেই ত্রিভুবনের রক্ষার জন্য দেবতা মানুষ, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, জল স্থল অম্বরতল, পর্ব্বত, সমুদ্র সমস্ত দেহ ইনিই ধারণ করিয়াছেন, ইনি কিন্তু দেহ ধারণ করিয়াও দেহগুণে লিপ্ত নহেন, কারণ মায়া ইহাঁর জ্ঞান প্রভাবকে নিরস্ত করিতে পারে না—মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া যখন এই পরমভাবের—এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের এবং সর্ব্বশক্তিমানের ভাবনা করা যায় তখনই পুরুষার্থ প্রয়োগ করা হয়। এই পুরুষার্থের প্রয়োগ যে করে না; যাহা আপনা আপনি হয় তাহা লইয়াই যে থাকে সে ক্রমে পুরুষার্থ হারাইয়া তির্য্যগ

যোনিতে আসিয়া পড়ে—সেখানে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের উন্মত্ত চেষ্টা ভিন্ন অন্য কোন পুরুষার্থ থাকেনা—ক্রমে ইহাও যায় তখন বৃক্ষাদি স্থাবরে আসিয়া সর্ব্ব পুরুষার্থ শূন্য হয় শেষে ইহা হইতেও নীচে নামিয়া প্রস্তরাদি নিতান্ত জড়ে পরিণত হয়—পুরুষার্থ ত্যাগের ফলে এই অধঃপাত হয়। আবার সর্ব্বদা পুরুষার্থ লইয়া থাকিতে অভ্যাস করিলে—সর্ব্ব বস্তুতে তোমাতেই লক্ষ্য করিতে করিতে মানুষ হইতে দেবতা হওয়া যায়, দেবতা হইতে ঈশ্বরত্ব লাভও হয়। আমি গুরুমুখে এবং শাস্ত্রমুখে ঈশ্বরের কথা শুনিয়া—ঈশ্বরকে অনুভব করিতে না পারিলেও বিশ্বাসে তাঁহার স্মরণ লইয়া থাকিতে চেষ্টা করি—করিয়া তাঁহাকেই স্মরিয়া স্মরিয়া তাঁহার আজ্ঞাপালনে প্রয়াস পাই। প্রভু! ইহাতে কি আপনি প্রসন্ন হইবেন?

মুক্ত। তোমার ঠিক হইতেছে। কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, আপনাকে কর্ত্তা না ভাবিয়া—তাঁহাকে স্মরিয়া স্মরিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া যাও অবতারের ভাবনার সহিত তাঁহার স্বরূপ ও তটস্থের ভাবনা লইয়া নিরন্তর থাকিতে পুরুষার্থ কর অন্য সমস্তই তিনিই করিয়া দিবেন।

মুমুক্ষু। এই শ্লোকের মধ্যে জানিবার অনেক আছে। কিন্তু প্রথমেই স্বরূপ ও তটস্থের কথা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

মুক্ত। তুমি এই সম্বন্ধে কি জানিয়াছ বল।

মুমুক্ষু। যাহা জানিতে হইবে তাহার সহিত মিশিয়া তাহা হইয়া যে জানা তাহাই স্বরূপলক্ষণে জানা। ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে জানা ইহাই স্বরূপে জানা। স্বরূপে যাহা জানিবে তাহাই হইয়া যাওয়া হইবে। **ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।** সমুদ্রের তটে—সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া—যে দেখাইয়া দেওয়া হয় এই সমুদ্র—ইহা তটস্থ লক্ষণে ভাবনা। তট নিকটে। বস্তুর সহিত মিশিয়া নয়, বস্তু হইয়া নয়, কিন্তু নিকটে দাঁড়াইয়া বলা এই সেই বস্তু। স্বমেব লক্ষণং ব্যাবর্ত্তকং [অভেদং] স্বরূপ লক্ষণম্। স্বরূপে তাঁহার সহিত অভেদ হইয়া যায় কিন্তু যাবলক্ষ্যকালানবস্থিতং বিশেষণং তটস্থলক্ষণং। তটস্থ লক্ষণে যে সমস্ত বিশেষণ দেওয়া যায় তাহা যখন লক্ষ্য করা যায় তখনই থাকে—সর্ব্ব কালে থাকে না। "পরং সত্যং" ইহা স্বরূপ ইহা সর্ব্বকালে একরূপ—সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ যাহা হইতে হয়—ইহা তটস্থ। কারণ সৃষ্টি ব্যাপারাদি সর্ব্বকালে থাকে না। দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দেওয়া যায় যাহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গাদি হইতেছে তিনিই ব্রহ্ম।

মুক্ত। নির্গুণ সগুণ সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছ বল।

মুমুক্ষু। শুদ্ধ চিন্মাত্র স্বরূপে নির্গুণ ব্রহ্মণি ন কোঽপি ভেদঃ সম্ভবতি স্বগতঃ স্বজাতীয়ো বিজাতীয়ো বা। যদা তু তস্মিন্ গুণসম্বন্ধঃ প্রকটী ভবতি, তদা-অনন্ত-অচিন্ত্য-শক্তি সম্পন্নে পরমেশ্বরে স্বগত ভেদা উপজায়ন্তে তটস্থ লক্ষণাঃ। শুদ্ধ চিৎ মাত্র—শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র—নির্গুণ ব্রহ্মে স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় কোন প্রকার ভেদ নাই। (ভেদের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে) নির্গুণব্রহ্মে যখন সত্বরজস্তম গুণের সম্বন্ধ প্রকাশ পায় তখন অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্বগত ভেদ জন্মে। এই গুলি তটস্থ লক্ষণ।

মায়া বা মন এব জগৎ পদার্থেষু চঞ্চলতমং মুহুর্মুহু বিভিন্ন বৃত্তিরূপধারণাৎ। ব্রহ্ম তু মায়ারূপং স্বীকৃত্য আত্মনি সিসৃক্ষা-ক্ষোভমুৎপাদ্য তৎ ক্ষোভময়ং নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীলং জগৎ সৃজতি। মায়া ও মন একই পদার্থ। জগতে যত কিছু চঞ্চল পদার্থ আছে সর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল পদার্থ হইতেছে মায়া বা মন। মন মুহুর্মুহু বিভিন্ন আকারে আকারিত হয়। ব্রহ্ম যখন মায়ারূপ স্বীকার করেন তখন তিনি আপনাতে সৃজন করিবার ইচ্ছা রূপ ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া সেই ক্ষোভময় নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল এই জগৎ উৎপন্ন করেন। ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতেছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে সৃষ্টি বলিয়া যাহা লোকে ভ্রমজ্ঞানে দেখে তাহা ব্রহ্মদীপ্তা মায়াই সৃজন করেন। ব্রহ্ম আপ্তকাম তিনি কি জন্য কোন্ প্রয়োজনে সৃজন করিবেন ?

মুক্ত। প্রথম শ্লোকের অন্বয় কিরূপ বল।

মুমুক্ষু। শ্রীধর স্বামী যেরূপ অন্বয় করিয়াছেন তাহা অগ্রে বলি। অর্থেষু কার্য্যাকার্য্যেষু অন্বয়াদিতরতশ্চ যোঽস্তি, অতএব অস্য জন্মাদি যতঃ ভবতি, ততঃ যঃ অভিজ্ঞঃ স্বরাট্, যৎসূরয়ঃ মুহ্যন্তি তৎ ব্রহ্ম তং বেদং আদি কবয়ে ব্রহ্মণে হৃদা মনসৈব যঃ তেনে, কিঞ্চ যথা তেজোবারিমৃদাং বিনিময়ঃ তথা যত্র ত্রিসর্গঃ অমৃষা কিঞ্চ স্বেন ধাম্না তেজসা সদা নিরস্তকুহকং সত্যংপরং ধীমহি। অন্য কেহ অর্থেষু অভিজ্ঞঃ এইরূপ অন্বয় করেন। শ্রীবিজয়ধ্বজঃ এইরূপ অন্বয় করেন—অস্য জগতো জন্মাদি যতঃ অন্বয়াদিতরতশ্চ ; যশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ যশ্চ স্বরাট্ যশ্চ ব্রহ্মহৃদা আদি কবয়ে তেনে যং প্রতি সূরয়ো মুহ্যন্তি তেজো বারিমৃদাং বিনিময়ো যথা তথা ত্রিসর্গোঽপি যত্র মৃষা তং স্বেন ধাম্না সদা নিরস্তকুহকং সত্যপরং ধীমহীতি সমস্তান্বয়ঃ।

এই দুই প্রকার অন্বয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই। অর্থেষু কার্য্যেষু অন্বয়ঃ অকার্য্যেষু ইতরশ্চ এই যিনি বলিতেছেন তিনি অর্থেষু অর্থে কার্য্যাকার্য্যেষু বলিতেছেন। দ্বিতীয় বলিতেছেন অর্থেষু—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ব্যাপারেষু অভিজ্ঞঃ। শ্রীধর স্বামী বলিলেন কার্য্যেষু সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারেষু অন্বয়াৎ সংযোগাৎ অকার্য্যেষু আকাশ কুসুমাদিষু ইতরতশ্চ অসংযোগাৎ। কার্য্যকার্য্যেষু অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যোঽস্তি। অর্থেষু অভিজ্ঞঃ—ইহা সহজ অর্থ।

মুক্ত। তুমি এখন জন্মাদ্যস্য যতঃ হইতে ব্যাখ্যা করিয়া চল। কিন্তু প্রথমেই ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকং—এইটি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে সত্যং পরংটি যখন সগুণ হয়েন তখন তিনি মায়াদ্বারা কিরূপে প্রকাশিত হয়েন ইহা ধারণা করিতে পারিবে।

মুমুক্ষু। স্বেন স্বস্বরূপেণ ধাম্না সহসা তেজসা চিদ্রূপেনেতি যাবৎ। কুহকং কপটং। কং ব্রহ্মসুখং পটতে আচ্ছাদয়তীতি কপটম্ অজ্ঞানমিত্যর্থঃ। পরং সত্যং যিনি তিনি কোথায় ইহা লোকে জিজ্ঞাসা যদি করে তাহার উত্তর এই যে 'কোথায়' অর্থ হইতেছে কোন্ দেশে। দেশ কাল যখন নাই তখনও এই সত্যং পরং ত আছেন। কোন দেশে নাই কোন কালেও নাই অথচ আছেন। যখন দেশ কালের সৃষ্টি হয় তখন তিনি সর্ব্বদেশব্যাপী এবং সর্ব্বকালে অবস্থিত অথচ সৃষ্টি যখন নাই তখন তিনি আপনি আপনি। এইজন্য তাঁহাকে জানা যায় না। একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি সত্যপরং বস্তুটি আপনার আপনি ভাবে সর্ব্বদা থাকেন—সর্ব্বদা আপনি আপনি থাকিয়াও তাঁহাতে যেন কিছু ভাসে। সেই জন্য সৃষ্টি হয় নতুবা কোন সৃষ্টি তাঁহাতে হইত না। এই যাহা তাঁহাতে স্বভাবতঃ ভাসে বলিয়া মনে হয়, তাহাই তাঁহার শক্তি, তাহাই তাঁহার সঙ্কল্পাত্মিকা স্পন্দনধর্ম্মিণী মায়া। ধাম শব্দে বুঝায় প্রভাব। ব্রহ্মের এমন একটি প্রভাব আছে, এমন একটি শক্তি আছে, এমন একটি চিৎশক্তি বা জ্ঞানময়ী শক্তি আছে যদ্দ্বারা তাঁহার নিকৃষ্টা মায়া শক্তির সমস্ত কুহক সমস্ত কপটতা সমস্ত অজ্ঞান তাঁহা হইতে দূরে পলায়ন করে। সেই জন্য বলা হয় স্বেন ইত্যনেন চিৎশক্তেরন্তরঙ্গত্বং আর নিরস্তকুহকং ইত্যনেন মায়ায়া বহিরঙ্গত্বং দর্শিতং। যে মায়া, মোহে আবদ্ধ করেন তাঁহা হইতেই জগদাড়ম্বর—প্রতারণার জন্য বৃথা চেষ্টা উঠে আর যে মায়া তাঁহার নিকটে লইয়া যান তিনিই অন্তরঙ্গা। এই অন্তরঙ্গা শক্তির নাম বরণীয়ভর্গ। এই বরণীয়ভর্গের উপাসনা গায়ত্রীমন্ত্রে করা হইয়াছে। আর বহিরঙ্গা মায়াকে অবরণীয় ভর্গ বলা হয়। রাম কৃষ্ণাদি অবতার গুলিকে

অবতীর্ণ করান এই বরণীয় ভর্গ। সেই জন্য সনৎকুমার ভগবান্ বলিতেছেন "ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদগুরুং" ইত্যাদি। অবরণীয় ভর্গ হইতেই এই জগৎ ইন্দ্রজাল রচিত হয়। এই যে জগৎ ইহাই বা কি যদি আলোচনা করা যায় তবে দেখা যায় সূর্য্যকিরণ যেমন মৃগতৃষ্টিকা ভ্রম উৎপাদন করে সেইরূপ মায়া ব্রহ্মকে লইয়া বিচিত্র সৃষ্টিরূপে দেখান। ফলে জগৎ বলিয়া কোন কিছুই নাই, চৈতন্যই মায়া সাহায্যে জগৎরূপে ভাসেন মাত্র। জগতের প্রতিবস্তু হইতে যদি এই নামরূপ রূপ মায়ার আবরণ কেহ সরাইতে পারেন তিনি দেখেন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই পরিপূর্ণ ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন জগদাড়ম্বর কোন কিছুই উঠে নাই। মায়া ভ্রমজ্ঞানে যেন আর কিছু আছে দেখায়। যেমন অজ্ঞানে রজ্জুর উপরে সর্প ভাসে ফলে সর্প বলিয়া কোন কিছুই নাই সেইরূপ মায়ার কুহকে ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতীত হয়েন ফলে জগৎ কোথাও নাই।

মুক্ত। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই দুরূহ সৃষ্টিতত্ত্ব সহজ করিয়া বলিতে পার?

মুমুক্ষু। ভগবন্! সৃষ্টিতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল। আপনার কৃপায় যতটুকু ধারণা করিয়াছি তাহাই বলি। আমি আপনারই চরণাশ্রিত। আমার নিজের উপর আমি কিছুই বিশ্বাস করিনা যতক্ষণ না আপনি ইহাকে আপনার চরণকমলের দিকে চালাইয়া না লয়েন!

মুক্ত। তোমার এই নির্ভরতাই তোমাকে মুক্তি পথে লইয়া যাইবে। তুমি বল কি দৃষ্টান্ত দিতে পার।

মুমুক্ষু। প্রভু! জগতে কম্পনশূন্য কোন বস্তু নাই। একমাত্র সত্যংপরংই কম্পনশূন্য। তথাপি বলা হউক আকাশের সূর্য্য যেন কম্পনশূন্য। এই স্থির চলন রহিত সূর্য্য আপন প্রভায় আপন মহিমায় মণ্ডিত। নীচে সর্ব্বদা চঞ্চল জলরাশি। এই জলরাশির উপরে সূর্য্যের ছায়া ভাসিল। এই ছায়া সর্ব্বদা চঞ্চল। চঞ্চল হইলেও জলরাশির যখন এত অস্থির না হয় যাহাতে সূর্য্যের ছায়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া না যায় তখন এই মায়া প্রতিফলিত ব্রহ্মছায়াই ঈশ্বর নাম ধরেন। আর যখন জল অত্যন্ত চঞ্চল হয় তখন জল পতিত ছায়া এক থাকেনা শতখণ্ডে বিভক্ত মত দেখায়। এই শতখণ্ড বিভক্তমত চৈতন্যই বহু জীব। ঈশ্বর মায়াকে বশীভূত রাখিয়া খেলা করেন আর জীব মায়ার বশে পড়িয়া বহুকষ্ট ভোগ করে। ঈশ্বর মায়াধীশ আর জীব মায়াধীন। এই মায়াশবলিত ব্রহ্মই কোথাও শক্তিরূপে কালী দুর্গা সীতা রূপে পূজিত কোথাও রাম কৃষ্ণাদি রূপে পূজিত। শক্তি ও শক্তিমান অভেদ বলিয়া মায়াশবলিত ব্রহ্মকে কোথাও

শক্তি বলা হয়, কোথাও রাম কৃষ্ণাদি অবতার বলা হয়। তাই লোকে বলে "তুমি পুরুষ কি নারী—বুঝিতে নারি" ইত্যাদি। এই জন্য দেবী ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে গোপাল সুন্দরী বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। এইখানে আর একটি কথাও আলোচ্য। শক্তিকেই মায়া বলা হয়। আবার মায়া সর্ব্বথা মিথ্যা। মিথ্যা মায়ার উপাসনা কোথাও বলা হয় নাই। মায়া উপহিত চৈতন্যই আরাধ্য। ব্রহ্ম চলন রহিত আর শক্তি সদা চঞ্চলা। এই সদা চঞ্চলা যখন অচঞ্চলকে স্পর্শ করেন তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান। তখন শক্তি আছেন ইহাও যেমন বলা যায় না—শক্তি নাই ইহাও সেইরূপ বলা যায় না। যদি থাকে বলা যায় তবে তাহা ধরা যায় না কারণ স্থিতিতে গতি ধরিবে কে? যদি না থাকে বলা যায় তবে ব্রহ্মকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা যায় না। এই অচিন্ত্য ভেদা—ভেদ তত্ত্ব এত কঠিন যে ইহাকে বলিয়া প্রকাশ করিবার ভাষা পাওয়া যায় না। সঙ্খেপে এই বলা যায় ব্রহ্মের দুই স্বভাব। স্পন্দ স্বভাব ও অস্পন্দ স্বভাব। অস্পন্দ স্বভাবটিই সত্যং পরং আর স্পন্দস্বভাব হইতেই চেতত্যা—চেত্যতা হইতেই জগৎ সৃষ্টি।

মুক্ত। এখন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইহাতে বুঝিবার কথা কি পাইতেছ বল।

মুমুক্ষু। অস্য বিশ্বস্য জন্মাদি যতঃ ভবতি—এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গ যাঁহা হইতে হইতেছে—"যতঃ" কেন বলা হইয়াছে ইহাই বুঝিবার কথা।

মুক্ত। বল কি বলিবে?

মুমুক্ষু। যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন ইহা না বলিয়া বলা হইতেছে যাঁহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে। যতঃ কথার অর্থ এই জন্য "যস্মাৎ—পরমার্থ সৎ-অদ্বিতীয়-আত্মবস্তুনঃ প্রকৃতি ভূতাৎ"। যিনি সত্যং পরং তিনি আপ্তকাম তিনি কোন্ প্রয়োজনে সৃষ্টি করিবেন? যিনি মায়া তিনিও মিথ্যা জড় মাত্র তাঁহারও সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব কোথায়? বিশেষতঃ নিরবয়ব ব্রহ্ম বস্তু হইতে এই আকার বিশিষ্ট বিশ্ব জন্মিবে কিরূপে? নিরাকার হইতে যদি কিছু জন্মে তাহা নিরাকারই হইবে তাহা কখন সাকার হইতে পারে না। সেই জন্য যতঃ এই এই কথায় বুঝা যাইতেছে জগৎ জন্মিতেছে না ব্রহ্মই মায়ার কুহকে জগদাকারে দেখা যাইতেছেন।

মুক্তি। শ্রুতি ত বহুস্থানে ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব এবং স্রষ্টব্য রূপত্ব বলিয়াছেন।

"সোঽকামযত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" তৈত্তিরীয় ২।৬ **আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীত্। নান্যত্ কিঞ্চন মিষত্। স ঈক্ষত লোকান্**

সু হূত্বা" ঐতরেয় ১।১। ব্রহ্ম হইতে কিছুই জন্মিতেছে না। ইহা ত শ্রুতি বিরুদ্ধ হইল। **"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"** শ্রুতি এই মন্ত্রে ত স্পষ্ট বলিতেছেন যাঁহা হইতে ভূত সকল জন্মিতেছে। তবে তুমি কিরূপে বল জগৎ জন্মিতেছে না?

মুমুক্ষু। ভগবান্ বাল্মীকি **"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে** এই শ্রুতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা স্বরূপং শ্লোকে বলিতেছেন—যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি প্রতিভান্তি স্থিতানি চ। যত্রৈবোপশমং যান্তি তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ"। বাল্মীকি ভগবান 'জায়ন্তের ব্যাখ্যা করিলেন 'প্রতিভান্তি'। সর্গাদিকালে যৎসত্তয়ৈব সত্তাং প্রতিলভ্যং ভান্তি প্রথমে আবির্ভবন্তীত্যর্থঃ। যাঁহা হইতে ভূত সকল জন্মিতেছে ইহার অর্থ হইতেছে সৃষ্টিকালে যাঁহার সত্তা অবলম্বনে সত্তা লাভ করিয়া আবির্ভূত হইতেছে। যথার্থ তিনিই ভূতরূপে সৃষ্টিরূপে যেন আবির্ভূত হইতেছেন। ইহাই যথার্থ ব্যাখ্যা। কারণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ জন্মিতেছে বলিলে বলিতে হয় নিরাকার ব্রহ্মই এই সাকার বিশ্ব হইতেছেন। কিন্তু নিরাকার হইতে সাকার আসিতেছে কিরূপে? কোন্ উপাদান হইতে বিশ্ব জন্মিল? এই উপাদান কোথা হইতে আসিল? সাকার বিশ্ব নিরাকার ব্রহ্মের বিকার ইহা বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মের বিকার কিরূপ? দুগ্ধের বিকার দধি কিন্তু নিতান্ত সূক্ষ্ম, জ্ঞানস্বরূপ, নিরবয়ব ব্রহ্মের বিকার এই সাকার বিশ্ব ইহা কেহ কি প্রমাণ করিতে পারে? যদি কেহ বলে ব্রহ্মের পরিণাম এই বিশ্ব—তাহাও বলা যায় না। কারণ পরিণাম অর্থে অবস্থান্তর প্রাপ্তি। এই অনেজৎ—পূর্ণভাবে চলন বা কম্পন রহিত বস্তুটি এক ভাবেই অবস্থান করেন। যাহা একভাবে থাকে না তিনি ব্রহ্ম নহেন। ব্রহ্ম অপরিণামী—ব্রহ্মের অবস্থান্তর প্রাপ্তি নাই। কাজেই বলিতে হয় ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইতেছে না। সঙ্কল্পের স্পন্দন, মায়ার চাঞ্চল্য যেন ব্রহ্মকে ঢাকা দিয়া, ঐ ব্রহ্মকেই জগৎরূপে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে দেখাইতেছে। বিশ্বটা দর্পণদৃশ্যমান নগরীতুল্য—ইহা ব্রহ্মেরই ভিতরে তথাপি মায়া দ্বারা ইহা যেন বাহিরে নাচিতেছে বোধ হয়-ভ্রম জ্ঞানেই ইহা মনে হয় যেমন স্বপ্নে মনের ভিতরে ব্যাঘ্র হস্তী ইত্যাদি যাহা দেখা যায় তাহা বাহিরে দেখিতেছি মনে হয় সেইরূপ। এই জন্য ব্রহ্মের বিবর্ত্তই এই বিশ্ব। এই বিশ্ব জন্মিতেছে না নিশ্চয়। আত্মা মায়া শবলিত হইয়া সমস্তই কল্পনা করিতে পারেন, আবার কল্পনা নাও করিতে

পারেন। আত্মা-কল্পিত অজ্ঞান,—আত্মাশ্রিত অবিদ্যা, রজ্জুতে সর্প ভাসানার মত, ব্রহ্মে জগৎ ভাসাইতেছে। ফলে জগৎটাও চিত্তস্পন্দন কল্পনার অনুভব মাত্র। আত্মাশ্রিত অবিদ্যা দূর করিতে পারিলে জগৎ নাই ব্রহ্মই আছেন বুঝা যাইবে। অজ্ঞানের কল্পনাই এই বিশ্ব। আবার অজ্ঞানও আত্মকল্পিত। কল্পনা ভাসান বা না ভাসান উভয়ই আত্মারশক্তিতে আছে। সেই বিচিত্র কল্পনা চিৎপ্রভায় ভাসিয়া উঠিয়া ব্রহ্মকে জগৎরূপে দেখাইতেছে। যেমন রাহু চন্দ্র সূর্য্য গ্রাস করিয়া চন্দ্রসূর্য্যের দীপ্তিতে আপনি প্রকাশিত হয় সেইরূপ মায়া ব্রহ্মকে আবরণ করার মত করিলে ব্রহ্মের প্রকাশে মায়ার ভিতরকার সমস্ত স্পন্দন সমস্তচিত্তস্পন্দনকল্পনা জগৎরূপে ফুটাইয়া তুলে।

মুক্ত। পরমার্থ সৎ অদ্বিতীয় আত্ম বস্তুর প্রকৃত ভূত পদার্থ, জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ দেখাইতেছে। বুঝিতেছ এই আত্মবস্তুর প্রকৃতিভূত পদার্থ কোন্‌টি ?

মুমুক্ষু। এইটিই অজ্ঞান, অবিদ্যা, বা মায়া বা স্পন্দন। অজ্ঞানটাই বাহিরে আসিয়া জগৎরূপে নাচিতেছে। স্বপ্নে যেমন মনের ভিতরে যাহা দেখা যায় তাহাকেই বাহিরে অবস্থিত মনে হয় সেইরূপ অজ্ঞানের ভিতরের কল্পনাই এই বাহিরের বিশ্ব। ব্রহ্ম জগৎকে সৃষ্টি করেন নাই—কারণ তিনি পূর্ণ তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা। এই জন্য বলা হয়—যাহাকে অজ্ঞ লোকে সৃষ্টি বলে তাহা স্বভাবতঃই হয়। যিনি সন্মাত্র, যিনি চিন্মাত্র, তিনি সৃষ্টি করিবেন কি জন্য ? তাঁহার ইচ্ছাই বা কি ? লীলা প্রবৃত্তিই বা কোথা হইতে জন্মিবে ? তিনি মায়া দ্বারা ঈশ্বর ভাবে আসিয়া ইচ্ছাময় হয়েন, লীলাময় হয়েন। ইহা মায়িক মাত্র। তিনি আপন স্বরূপে সর্ব্বদাই আছেন।

ভগবান্ গৌড় পাদাচার্য্য মাণ্ডুক্য কারিকার বৈতথ্যাখ্য প্রকরণের প্রথম শ্লোকেই যুক্তি দিয়া দেখাইতেছেন স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থ সমস্তই মিথ্যা কারণ ঐ সকল পদার্থ অন্তঃকরণেই অনুভূত হয়। অন্তঃকরণ অতি অল্প পরিসর স্থান—ইহাতে সমুদ্র পর্ব্বত হস্তী বৃক্ষ ইত্যাদি আঁটিতেই পারে না। "বৈতথ্যং সর্ব্ব ভাবানাং স্বপ্ন আহুর্ম্মনীষিণঃ অন্তঃ স্থানাত্তু ভাবানাং সংবৃতত্বেন হেতুনা"। ইহাই মূল শ্লোক। ভগবান্ বশিষ্ট দেবও বলিতেছেন "যথা স্বপ্নস্তথা জগৎ" উৎপত্তি ৫৭ সর্গ ৫০ শ্লোক।

জাগ্রৎদৃষ্ট পদার্থ ও অন্তরেই দেখা যায়। এই জন্য ইহাও মিথ্যা—ইহা

নিত্যকাল থাকে না। বাহিরের পৃথ্যাদি এবং অধ্যাত্মিক দেহাদি রজ্জুসর্পমত, স্বপ্ন মায়াবৎ অসৎ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" কিন্তু "চলাচল নিকেতশ্চ যতির্যাদৃচ্ছিকোভবেৎ"—সত্যংপরং এর ধ্যান করিয়া করিয়া যিনি যতি—যিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন তিনি "চলাচল নিকেত"। চল বলে ক্ষণে ক্ষণে অন্যথাভাব হওয়াই যার স্বভাব এমন যে শরীর আর অচল বলে সর্ব্বত্র পূর্ণ, চলন রহিত নিরাকার আত্মাকে। নিকেত বলে আশ্রয়কে। যতি চল দেহ ও অচল দেহ বিশিষ্ট। আকাশবৎ অচল যে আত্মতত্ত্ব সেই আত্মতত্ত্বই যাঁহার আশ্রয় বা দেহ, তিনিই চলাচল নিকেত যতি কদাচিৎ ভোজনাদি ব্যাপারে যেন আত্মস্থিতিকে বিস্মৃত হয়েন লোকদৃষ্টিতে বিস্মৃত মত হয়েন মাত্র কারণ স্মরণ আর বিস্মরণ পার্থিব বিষয়ে হয় বটে কিন্তু আপান—আপনি—আত্মা বিষয়ে হয় না। যতি ভোজনাদি ব্যাপারে শরীর রূপ চল নিকেত বিশিষ্ট যেন হয়েন কিন্তু অন্য সময়ে আত্মস্থিতিরূপ অচল নিকেত বিশিষ্ট।

মুক্ত। এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় অজ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মে ভাসিতেছে ভাঙ্গিতেছে এজন্য এই বিশ্ব জন্মিতেছে না—অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইহা তুমি বুঝিয়াছ এখন এই বিষয়ের উপসংহার কর।

মুমুক্ষু। আচার্য্য গৌড়পাদ অদ্বৈতাখ্য প্রকরণের ২য় শ্লোকে বলিতেছেন "যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমন্ততঃ" একমাত্র সত্যংপরং—অদ্বৈত ব্রহ্মই আছেন—অন্য কিছুই জন্মাইতেছে না—জন্মমত যাহা দেখা যায় তাহা রজ্জুসর্প মত অজ্ঞান কল্পিত মাত্র, সৃষ্টবস্তু যাহা দেখা যায় তাহা যেন অন্য কিছু দ্বারা হয় অর্থাৎ যেমন রজ্জুতে যে সর্পভ্রান্তি—সে ভ্রমটাতেও একটা কিছু জন্মিতে দেখা যায় সেইরূপ অবিদ্যাকৃত ভ্রান্তদৃষ্টিতে কিছু যেন জন্মবান মত দেখা যায়—কিন্তু ভ্রান্তিনাশে জানা যায় কোন কিছুই জন্মিতেছেনা একমাত্র সত্যং পরং রূপ অদ্বৈত ব্রহ্মই পরিপূর্ণ ভাবে সুশোভিত আছেন। জীবাত্মার জন্ম হয় ইহা শ্রুতি বলেন। কেন বলেন? যেমন ঘটাকাশ দ্বারা মহাকাশের উদয় হয় বলা যায় সেইরূপ জীবের দ্বারা আত্মার উদয় হয় বলা যায়। ফলে "আত্মা ন জায়তে"। যেমন অতি সূক্ষ্ম আকাশ বায়ু হয়, বায়ু অগ্নি হয়, অগ্নি জল হয়, জল পৃথ্বী হয়—ইত্যাদি ক্রমে আকাশই ঘটাদি হইতেছে সেইরূপ মহাকাশ স্থানীয় আত্মা হইতেই পৃথিব্যাদি ভূতের ভৌতিক সংঘাত এবং কার্য্য কারণরূপ দেহাদি আধ্যাত্মিক সংঘাত কল্পিত হয় মাত্র।

(ক্রমশঃ)

এই সাগর সঙ্গমে শুভ যাত্রা না করিবে, তাবৎ কাল বুদ্ধির মোহাবেশ কাটিবে না, প্রাণের বিরহোচ্ছ্বাস উপশমিত হইবে না. অণুর চাঞ্চল্য মিটিবে না। অণুর চাঞ্চল্য প্রশমিত হইবে সদাচারে, প্রাণের চাঞ্চল্য কাটিবে যোগে, মনের চাঞ্চল্য মিটিবে উপাসনায়, বুদ্ধির মোহাবেশ তিরোহিত হইবে জ্ঞানে—আত্মবিচারে। কর্ম্ম, যোগ, উপাসনা ও আত্মবিচার যদিও সকলই সদাচারের অন্তর্গত, তথাপি এখানে সদাচার শব্দে কর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। কর্ম্ম দ্বিবিধ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। প্রাণ যখন দেহ অবলম্বনে স্পন্দিত হয় তখন তাহাই স্থূল কর্ম্ম, আর যখন দেহ নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং স্পন্দিত হয়, তাহাই যোগ। তবেই হইল কর্ম্ম, (স্থূল ও সূক্ষ্ম) উপাসনা ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ উপায়ে জীব স্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়া থাকে।

বৎস, এখন বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিতেছ যাহারা মন, প্রাণ ও দৈহিক অণুগুলির দুর্দ্দশার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নিজ নিজ সাধনায় ইহাদিগকে আপ্যায়িত না করিয়া কেবল আত্মবিচার দ্বারা স্বরূপস্থিতি লাভ করিবার অসাময়িক প্রয়াস করেন, তাহারাও যেমন অতৃপ্ত দেহ, প্রাণ ও মনের উচ্ছৃঙ্খলতার নিমিত্ত সাধনা পথে, ভ্রষ্ট হয়েন, তদ্রূপ যাহারা প্রাণ, দেহ ও বুদ্ধির দিকে উদাসীন হইয়া কেবল উপাসনা দ্বারাই শ্রেয়ো লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাদেরও প্রয়াস উপেক্ষিত অঙ্গগুলির বিকৃত স্পন্দনে বাধা প্রাপ্ত হয়।

এইরূপে যাঁহারা দেহ, মন ও বুদ্ধির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবল যোগ-অবলম্বনে প্রাণ-বিশুদ্ধির কামনা ও প্রাণ স্পন্দন নিরোধের জন্য প্রয়াস করেন, অথবা যাঁহারা বুদ্ধি, মন ও প্রাণের সংবাদ অবগত হইয়া গতানুগতিক নিয়মে স্থূল ভাবে সন্ধ্যা বন্দনাদির অনুষ্ঠান মাত্র করিয়া চলেন, তাঁহারাও অবশিষ্ট অঙ্গগুলির অশুদ্ধির জন্য সাধনা-পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। ফলতঃ যিনি যে স্তরের অধিকারী তাঁহাকে মুখ্যভাবে সেই স্তরের সাধনা করিতে হয়, অন্যান্য স্তরগুলি উপেক্ষনীয় বা অনাবশ্যক মনে না করিয়া গৌণ ভাবে তৎসমুদয়েরও সাধনা করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অল্প সংখ্যক সাধকই শাস্ত্রের এই

মর্য্যাদা রক্ষা করেন। কর্ম্মী যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। যোগী সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম উপেক্ষনীয় মনে করেন। ভক্তি-সাধক কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের প্রতি বিদ্বেষ পরবশ। জ্ঞানীও জ্ঞানাভিমানে স্ফীত হইয়া অব্যবহার্য্য আভরণের ন্যায় কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তি বর্জ্জন করেন। শাস্ত্র কিন্তু উত্তম, মধ্যম, অধম—সর্ব্ব বিধ অধিকারীর জন্য সদাচার অবশ্য প্রতিপালনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেবী ভাগবত বলেন—

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ, যদ্যপ্যধীতাঃ সহ ষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি, নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ।

ষড়ঙ্গ-সমন্বিত বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াও যদি কেহ আচার বর্জ্জিত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে বেদও তাঁহাকে পবিত্র করেন না; পরন্তু জাত-পক্ষ বিহগ-শিশু যেমন মাতৃকুলায় পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ অধীত বেদরাশি মৃত্যুকালে এই অনাচারী বেদাধ্যায়ীকে পরিত্যাগ করেন। শেষ মৃত্যু—অপ্রতিবিধেয়—ভীষণ দুঃখময়; সে দুরবস্থার গ্রাসে পতিত হইয়া জীব সমগ্র জীবনের বিচ্যুতি ধরিতে পারে বটে, কিন্তু তখন প্রতীকারের আর সামর্থ্য থাকে না। সুতরাং প্রতি মুহূর্ত্তে যে লয় বিক্ষেপরূপ মৃত্যুর আক্রমণ আচার বর্জ্জিত বেদাধ্যায়ী অনুভব করেন, তাহাতেই শাস্ত্র-বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎপ্রতীকার কল্পে সদাচার প্রতি-পালন করা তাঁহার পক্ষেও অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত সদাচার নাগপাশ নহে, বরং মৃত্যুপাশ হইতে উদ্ধার পাইবার প্রকৃষ্ট উপায়। অসংযত জীবনে ইহা নাগপাশরূপে প্রতীয়মান হইলেও সংযম-ভূষিত জীবনে ইহা যে পাশবদ্ধ জীবের মুক্তির উপায় তাহা প্রতিভাত হয়। আর এই সদাচার বা সংযম শুধু ব্যক্তিবিশেষের পাশ বিমোচনের উপায় নহে, পরন্তু ব্যক্তি, জাতি, দেশ, মহাদেশ, এমন কি সমগ্র পৃথিবী এই সংযমসেবা করিলে স্ব স্ব নাগপাশ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে। সংযম সম্বন্ধে মহাভারত বলেন—

যৎপৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ॥

এই পৃথিবীতে ব্রীহি, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রভৃতি যাহা কিছু উপভোগ্য বস্তু বর্ত্তমান, তাহা একটি মাত্র জীবের পক্ষেই পর্য্যাপ্ত নহে; (সমাহিত চিত্তে জীবের 'অফুরন্ত' অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরম্পরার দিকে লক্ষ্য কর বুঝিতে পারিবে—জীবের—অপূর্ণোদরী আকাঙ্ক্ষা এই বিশাল ভূমণ্ডলের সমগ্র ভোগ্য পদার্থ—সম্মুখে পুঞ্জীভূত হইলেও উহা এক গ্রাসেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারে, প্রতি জীবের হৃদয়ে এই বিশ্ব গ্রাসিনী ভোগ-স্পৃহা লোল রসনা বিস্তারপূর্ব্বক বিদ্যমান রহিয়াছে। অগণিত জীবের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর মুষ্টিমেয় ভোগের দিকে লোলুপ হইয়া ছুটিয়াছে, এই অল্প পরিসর ভোগ ভূমিতে এই আকাঙ্ক্ষা নিচয়ের পরস্পর সংঘর্ষ অনিবার্য্য। তাই আজ কলি যুগের নিম্ন প্রবাহে পরিবারে সমাজে, দেশে মহাদেশে সর্ব্বত্র বিবাদ বিসংবাদের কোলাহল, যুদ্ধে মহাযুদ্ধে পৃথিবী উপদ্রুতা—শোণিত প্লাবিতা) ইহাই মনে করিয়া জীব উপশান্ত হইবে, মনকে ইন্দ্রিয় গ্রামের সহিত অন্তঃ সৌন্দর্য্য দর্শনে লোলুপ করিয়া উপরত হইবে।

বৎস, 'ইতি মত্বা শমং ব্রজেৎ' শুনিয়াই তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ ইহা মনন মূলক উপশম। কিন্তু এই মনন মূলক শান্তিপর্ব্বে মানব ততদিন অনধিকারী থাকিবে, যতদিন তাহার মন সদাচারপূত না হইবে। বায়ু-চালিত দীপ-শিখা যেমন দাহ্য পদার্থের জলীয় অণু সমূহকে ধূমরূপে নিষ্কাশিত করিয়া স্বয়ং সেই ধূমলেখার আবরণে আবৃত হইয়া থাকে, প্রাণচালিত জ্যোতির্ম্ময় মনও সেইরূপ অন্তর্নিহিত কর্ম্মসংস্কারকে বাহিরে দেহরূপে নিষ্কাশিত করিয়া স্বয়ং তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে স্থূল দেহের সংঘাত বদ্ধ অণুগুলি যে পর্য্যন্ত সদাচারের অনুশীলনে, প্রাণের বিলোম আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইয়া সংস্কৃত না হয়, তাবৎকাল চিত্ত বিশোধিত হয় না, অশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মনন মূলক উপশমের অনধিকারী। বৎস, সদাচার সম্বন্ধে ইহাই সাধারণ কথা। কিন্তু বিশুদ্ধ আহার সকলের মূলে। আহার-শুদ্ধি

ভিন্ন লৌকিক অলৌকিক কোন প্রকার কর্ম্মই সাধু ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না। জীবনের চরম লক্ষ্য আত্মদর্শনও আহার-শুদ্ধি সাপেক্ষ। এই জন্যই ভগবতী শ্রুতি বলেন—আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ, সত্ত্ব শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। স্মৃতি প্রতিলম্ভে সর্ব্ব গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।

আহার শুদ্ধিতে চিত্ত সত্ত্ব দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, সত্ত্ব শুদ্ধি হইলে আত্ম-স্মৃতি অটল হয়, স্মৃতিলাভে সর্ব্বগ্রন্থি খুলিয়া যায় এবং মানবাত্মা মুক্তি লাভ করেন।

ব্রহ্মচারী। ভগবন্ ভগবতী শ্রুতি আহার শুদ্ধির এত প্রশংসা করিতেছেন কেন?

আচার্য্য। বৎস, ইহা প্রশংসা নহে—স্বরূপাখ্যান মাত্র। একটু প্রণিহিত হও, তুমিও শ্রুতি বাক্যের যাথার্থ্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

বৎস, তুমি বোধ হয় অনায়াসেই ইহা বুঝিতে পার অন্তঃশক্তি নিচয়ের স্পন্দনেই জীবের দেহ যন্ত্র ও জগৎ যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে। ভগবতী শ্রুতি এই অন্তঃশক্তি নিচয়কে মন প্রাণ ও বাক্ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এই শক্তি নিচয় বহির্জ্জগৎ হইতে (বিরাট শক্তির নিকট) স্বকর্ম্মানুরূপ অন্ন সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা পুষ্টি লাভ করে। বহির্জ্জগতের অন্ন দ্বারা মন উপচিত হয়, জল দ্বারা প্রাণ আপ্যায়িত হয়, তেজ দ্বারা বাক্ পুষ্টিলাভ করে। বহির্জ্জগতের অন্ন জল ও তেজ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। ভোক্তা যেরূপ অন্ন জলাদি দ্বারা মন প্রাণ ও বাক্‌কে পরিপুষ্ট করেন, তদীয় মন প্রাণাদি তদনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক আহার্য্য দ্বারা যাহার মন প্রাণাদি পুষ্টি লাভ করে, তাহার মন সাত্ত্বিক স্পন্দনে, শুভ চিন্তায় শুভ সংকল্পে তদীয় ক্রিয়া শক্তি ও বাক্ শক্তিকে সুপথে পরিচালিত করে, এইরূপ সাত্ত্বিক হৃদয়ে অসাধু চিন্তার অবসর নাই, এইরূপ ব্যক্তির হস্ত পদাদি অকার্য্য করণে সতত বিমুখ, এই সাধু পুরুষের বাক্ যন্ত্র অবাচ্য বচনে কুণ্ঠিত। পক্ষান্তরে রজঃ প্রধান খাদ্যগুলি বিক্ষেপ বা উত্তেজক। এই বিক্ষেপ

বা উত্তেজনা জীব হৃদয়কে বিষয় মরীচিকায় লুব্ধ করিয়া তুলে, পরিশেষে জীবকে দুঃখ, শোক ও রোগ যাতনায় দগ্ধ করিয়া মৃত্যু পথে অগ্রসর করে। আর তামসিক খাদ্যগুলি নিদ্রা তন্দ্রা ও আলস্য দ্বারা জীবকে জীবিতোদ্দেশ্যে মূঢ় করিয়া থাকে।

বৎস, যাঁহারা ব্যক্তি ও জাতির কল্যাণকামী হইয়াও যদৃচ্ছা আহার ও বিহারের জন্য ব্যক্তিকে উৎসাহিত করেন, তাঁহারা সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াও বুদ্ধির মলিনতায় বিপথে প্রস্থিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। বৎস, এ সম্বন্ধে এখানে আর অধিক বলা অনাবশ্যক। ভগবতী শ্রুতি স্বয়ং এ সম্বন্ধে অনেক কথা উপদেশ করিবেন, তাহাতেই আহার-বিশুদ্ধির আবশ্যকতা তুমি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

একাদশ খণ্ডঃ।

অথহৈনং যজমান উবাচ, ভগবন্তং বা অহং বিবিদিষানীতি, উষস্তিরস্মি চাক্রায়ণ ইতি হোবাচ। ১। সহোবাচ ভগবন্তং বা অহমেভিঃ সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ পর্য্যৈষিষম্, ভগবতো বা অহমবিত্ত্যাঽন্যানবৃষি। ২। ভগবাংস্ত্বেব মে সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈরিতি' তথেত্যথ তর্হ্যেত এব সমতিসৃষ্টাঃ স্তুবতাম্। যাবত্ত্বেভ্যো ধনং দদ্যাস্তাবন্মম দদ্যাইতি। তথেতিহ যজমান উবাচ। ৩। অথহৈনং প্রস্তোতোপসসাদ, প্রস্তোতর্যাদেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যসি, মূর্দ্ধাতে বিপতিষ্যতীতি, মা ভগবানবোচত্ কতমা সা দেবতেতি। ৪। প্রাণইতি হোবাচ। সর্ব্বাণিহ বা ইমাণি ভূতানি প্রাণমেবাভি সংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাব মন্বায়ত্তা, তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রস্তোষ্যো মূর্দ্ধাতে ব্যপতিষ্যত্ তথোক্তস্য ময়েতি। ৫। অথহৈন মুদ্গাতোপসসাদোদ গাতর্যাদেবতোদ্গীথ মন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি মূর্দ্ধাতে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচত্ কতমা সা দেবতেতি। ৬। আদিত্য ইতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমাণি ভূতা-

ন্যাদিত্যমুচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি, সৈষা দেবতোদ্গীথমন্বায়ত্তা, তাং চেদ-বিদ্বানুদগাস্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি। ৩। অথ হৈনং প্রতিহর্ত্তোপসসাদ, প্রতিহর্ত্তর্যা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা, তাং চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যতীতি মা ভগবানবোচৎ কতমা সা দেবতেতি অন্নমিতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্য-ন্নমেব প্রতিহরমাণানি জীবন্তি, সৈষা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা, তাং চেদবিদ্বান্ প্রত্যহরিষ্যো মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি তথোক্তস্য ময়েতি ॥ ৮ ॥

ইতি একাদশঃ খণ্ডঃ ॥

পদানুসরণী। অথ অনন্তরং হ এনং উষস্তিং যজমানো রাজা উবাচ, ভগবন্তং বৈ পূজাবন্তম্ অহং বিবিধানি বেদিতুমিচ্ছামি ইত্যুক্ত উষস্তি রশ্মি চাক্রায়ণঃ, তথাপি শ্রোত্র পথ মাগতো যদি ইতি হোবাচ উক্তবান্ । ১। সহ যজমান উবাচ—সত্যমেবমহং ভগবন্তং বহু গুণং অশ্রৌষম্, সর্ব্বৈশ্চ ঋত্বিক্ কর্ম্মভিঃ আর্ত্বিজ্যৈঃ পর্য্যৈষিষম্ পর্য্যেষণং (অন্বেষণম্) কৃতবানস্মি ; অন্বিষ্য ভগবতো বৈ অহমবিত্ত্যা অলাভেন অন্যান্ ইমান অবৃষি—বৃতবানস্মি ॥ ২ ॥

অদ্যাপি ভগবান্ তু এব মে মম সর্ব্বৈরার্ত্বিজ্যৈঃ ঋত্বিক্ কর্ম্মার্থ মন্তু ইত্যুক্তঃ তথেত্যাহ উষস্তিঃ ; কিন্তু অথৈবং তর্হি এত এব ত্বয়া পূর্ব্বং বৃতাঃ ময়া সমতিসৃষ্টাঃ, ময়া সম্যক্ প্রসন্নেন অনুজ্ঞাতাঃ সন্তঃ স্তুবতাম্। ত্বয়া তু এতৎ কার্য্যম্—যাবত্ত্ এভ্যঃ প্রস্তোত্রাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ ধনংদদ্যাঃ প্রযচ্ছসি, তাবৎ মম দদ্যাঃ ; ইত্যুক্তঃ তথেতি হ যজমান উবাচ। ৩। অথহ এনং ঔষস্ত্যং বচঃ শ্রুত্বা প্রস্তোতা উপসসাদি উষস্তিং বিনয়েনোপজগাম ; প্রস্তোতঃ যা দেবতেত্যাদি মা মাং ভগবান্ অবোচৎ পূর্ব্বম্, কতমা সা দেবতা, যা প্রস্তাব ভক্তিম্ অন্বায়ত্তেতি। ৪। পৃষ্টঃ প্রাণইতি হোবাচ ; যুক্তং প্রস্তাবস্য প্রাণো দেবতেতি। কথম্? সর্ব্বাণি স্থাবর জঙ্গমানি ভূতানি প্রাণমেব অভিসংবিশন্তি প্রলয়কালে,

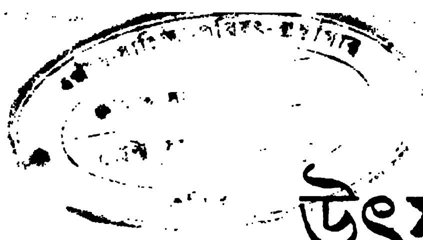
প্রাণমভিলক্ষয়িত্বা প্রাণাত্মনৈব উজ্জিহতে প্রাণাদেব উদ্‌গচ্ছন্তীত্যর্থঃ উৎপত্তিকালে; অতঃ সৈষা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা; তাঞ্চেৎ অবিদ্বান্ ত্বং প্রাস্তোষ্যঃ প্রস্তবনং প্রস্তাবভক্তিং কৃতবানসি যদি, মূর্দ্ধা শিরস্তে-ব্যপতিষ্যৎ বিপতিতোঽভবিষ্যৎ, তথোক্তস্য ময়া তৎকালে মূর্দ্ধাতে বিপতিষ্যতীতি। অতস্ত্বয়া সাধুকৃতম্, ময়া নিষিদ্ধঃ কর্ম্মণো যদুপরম-মকার্ষীরিত্যভিপ্রায়ঃ। ৫। তথা উদ্‌গাতা পপ্রচ্ছ—কতমা সা উদ্‌গীথ-ভক্তিমনুগতা অন্বায়ত্তা দেবতেতি। ৬। পৃষ্টঃ আদিত্য ইতি হোবাচ। সর্ব্বাণি হবৈ ইমানি ভূতানি আদিত্য মুচ্চৈঃ সন্তং গায়ন্তি শব্দয়ন্তি স্তুবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ, 'উ' শব্দ সামান্যাৎ; 'প্র' শব্দ সামান্যাদিব প্রাণঃ। অতঃ সৈষা দেবতেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ৭। এবমেব অথহ এনং প্রতিহর্ত্তা উপসসাদ, কতমা সা দেবতা প্রতিহারমন্বায়ত্তা ইতি। ৮। পৃষ্টোঽন্নমিতি হোবাচ; সর্ব্বাণিহবৈ ইমানি ভূতান অন্নমেব আত্মানং প্রতি সর্ব্বতঃ প্রতিহরমাণানি জীবন্তি। সৈষা দেবতা প্রতিশব্দ-সামান্যাৎ প্রতিহার-ভক্তিম্ অনুগতা। সমানমন্যৎ তথোক্তস্য ময়েতি। প্রস্তাবোদ্‌গীথ প্রতিহার-ভক্তীঃ প্রাণাদিত্যান্ন দৃষ্ট্যা উপাসীতেতি সমুদায়ার্থঃ। প্রাণাদ্যাপত্তিঃ কর্ম্ম সমৃদ্ধির্ব্বা ফলমিতি।

ইতি একাদশ খণ্ড ভাষ্যম্।

বঙ্গানুবাদ। অনন্তর যজমান (রাজা) ইঁহাকে বলিলেন—ভগবান্ আপনার পরিচয় জানিতে অভিলাষ করি। উষস্তি বলিলেন—আমি চক্র-তনয় উষস্তি। (সম্ভবতঃ তোমারও শ্রবণ পথ গত হইয়া থাকিব)। ১। তিনি (রাজা) বলিলেন—ভগবন্ আমি এই সকল ঋত্বিক্ কার্য্যের জন্য আপনাকেই অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। আপনাকে না পাইয়া অন্য ঋত্বিগগণকে বরণ করিয়াছি।

পরন্তু, ভগবান্, অধুনা আপনিই আমার সকল ঋত্বিক্ কর্ম্মে ব্রতী হউন। (উষস্তি বলিলেন—) তাহাই হউক। অপিচ তাহা হইলে ইঁহারাই আমার অনুমতি ক্রমে স্তুতি পাঠ করুন। কিন্তু ইঁহা

দিগকে তুমি যে পরিমাণ ধন দান করিবে, সেই পরিমাণ ধন আমাকে দান করিবে। যজমান (রাজা) বলিলেন--তথাস্তু। ৩। অনন্তর প্রস্তোতা (প্রস্তাব পাঠক ঋত্বিক্) ইঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। (এবং বলিলেন) ভগবন্, আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন "প্রস্তাব পাঠক, যে দেবতা প্রস্তাবের সহিত অনুস্যূত, তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ করিবে, তাহা হইলে তোমার মস্তক নিপতিত হইবে।" "(আমি জানিতে অভিলাষ করি) সেই দেবতা কোন্‌টি ?। ৪। উষস্তি বলিলেন---প্রাণ। কারণ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূত প্রলয় কালে প্রাণেই নিমীলিত হয়, '(পুনরায়) প্রাণ হইতেই উদিত হয়, সেই এই দেবতা প্রস্তাবের সহিত অনুস্যূত। সেই দেবতাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রস্তাব পাঠ করিতে, তাহা হইলে মৎকর্ত্তৃক তথা কথিত তোমার মস্তক স্খলিত হইত। আমার নিষেধ অনুসারে তুমি যে প্রস্তাব পাঠে বিরত হইয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ) : ৫। অনন্তর উদগাতা ইঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, (এবং বলিলেন) ভগবন, আপনি যে আমাকে বলিয়াছিলেন—উদ্‌গাতঃ, যে দেবতা উদ্‌গীথের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাঁহাকে না জানিয়া যদি উদ্‌গীথ গান করিবে, তোমার "মস্তক নিপতিত হইবে। (আমি জানিতে ইচ্ছা করি) সেই দেবতা কোন্‌টি ? উষস্তি বলিলেন—আদিত্য। (এই চরাচর) ভূত নিচয় উর্দ্ধস্থিত আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া গান করিয়া থাকে; সেই এই (আদিত্য) দেবতা উদ্‌গীথের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত। তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি উদ্‌গীথ গান করিতে, আমাকর্ত্তৃক তথা কথিত তোমার মস্তক নিপতিত হইত। ৭। অনন্তর প্রতিহর্ত্তা (প্রতিহার পাঠক) ইঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন (এবং বলিলেন), ভগবন্, আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন—প্রতিহর্ত্তঃ! যে দেবতা প্রতিহার নামক সামভাগের সহিত অনুস্যূত রহিয়াছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি প্রতিহার পাঠ করিবে, তাহা হইলে তোমার মস্তক নিপতিত হইবে, (অধুনা আমার জানিতে অভিলাষ) সেই দেবতা কোন্‌টি ?। ৮। উষস্ত বলিলেন—অন্ন। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত-নিচয় অন্নই আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, সেই এই



উৎসব।

—ঃ✲ঃ—

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৭শ বর্ষ } সন ১৩২৯ সাল, অগ্রহায়ণ। { ৮ম সংখ্যা

সার উপদেশ।

১

উপদেশ ত আর লোকে চায় না।

প্রয়োজন হইলে চায় বৈ কি? চিরদিনই চাহিবে। আর লোকে যদি নাও চায় আমি ত চাই।

শাস্ত্রে ত সব উপদেশই আছে। শাস্ত্রও ত সব বাহির হইয়াছেন। সবাই শাস্ত্র বলিতেছে তবে আর উপদেশের অভাব কি?

শাস্ত্র অনন্ত, জানিবার বিষয়ও সীমাশূন্য। জীবন আর কয় দিন? এমন সার কথা বল, যাহা শুনিয়া, যাহা আচরণ করিয়া ধন্য হইয়া যাইতে পারি— জীবনকে সার্থক করিতে পারি।

সার উপদেশ শুনিতে চাও—আর সেই উপদেশ মত কর্ম্ম করিতে চাও?

বেশ কথা। সার উপদেশটি ধরিতে পারিলে অন্য সবই আপনা হইতে আসিবে।

একটি কথা শুনিলে সবই হইয়া যাইবে কিরূপে?

তুমি কি হইলে তোমার হয় বলিতে পার?

পারি। আমি চাই কোন প্রাণিকে যেন আমি হিংসা না করি; কোন

অবস্থাতেই আমি যেন মিথ্যাকে আশ্রয় না করি—মিথ্যা কথা না কই ; কখন যেন আমি চুরি না করি আর চোরকে প্রশ্রয় না দি—

আর বলিতে হইবে না, বুঝিলাম—তুমি ধর্ম্ম চাও। ধর্ম্ম বলিতে অহিংসা সত্য অস্তেয় ইত্যাদিকে বুঝায়। এইগুলির জন্য যাহা পার চেষ্টা কর ক্ষতি নাই কিন্তু একটি বস্তু ধর—ধরিলে এগুলি আপনি আসিবে। সার উপদেশ শ্রবণ কর।

রূপ রসাদি বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি বিষয় ভোগ করেন ; যিনি ভোগ করেন তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ তিনি, যাহারা ভোগ করে তাহাদিগকে যিনি চালান আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনি, যিনি না থাকিলে ভোগও থাকে না ভোগ করাও থাকে না। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুটি ধরিতে হইবে তবেই সব হইয়া যাইবে।

এই বস্তুটি সকলেরই আছে।

চৈতন্যের কথা বলিতেছ। আত্মাই চৈতন্য ইনি সকলের মধ্যেই আছেন। ইনি না থাকিলে ভোগই বা কি আর ভোগ করিবেই বা কে ?

হাঁ চৈতন্যের কথাই বলিতেছি আত্মার কথাই বলিতেছি "আমির" কথাই বলিতেছি।

যিনি "আমাকে" সর্ব্বত্র দেখেন—সকলকে "আমাতে" দেখেন—এই দেখাটিই সার উপদেশ।

আমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে হইবে আর আমাতে সব দেখিতে হইবে বলিতেছ—বলিতেছ ইহাই সার উপদেশ ? কিন্তু—

কিন্তু ইহা হইবে কিরূপে এই ত জিজ্ঞাসা করিবে ?

হাঁ—ইহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

২

আমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে হইবে—প্রথমে ইহাই বুঝিতে চেষ্টা করি এস। আমাকে বলিতে বুঝিও চৈতন্যকে। এই চৈতন্যকে নিজের দেহের মধ্যে ধর। দেখিবে ইনি না থাকিলে অন্য সমস্তই জড়—অন্য সবই কিছুই নয়। আর ইনি থাকিলে সবগুলি চেতন—সবাই নানা প্রকারের কর্ম্ম করে।

এই চৈতন্যের কিন্তু কোন অবয়ব নাই কোন আকার নাই। কোন প্রকারে ইহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না—অথচ ইনি আছেন। জড় বস্তুকে যেমন করিয়া আমরা ধরি ছুঁই, বলিতেছি তেমন করিয়া চৈতন্যকে ধরিতে ছুঁইতে পারি না। অথচ এই চৈতন্য যে নাই কোন নাস্তিকও ইহা বলে না।

শাস্ত্র এই চেতন্যের বহু নাম দিয়াছেন। ইনিই আপনি আপনি নির্গুণ, ইনিই সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ সগুণ, ইনিই জীবে জীবে আত্মা। ইহারই নাম প্রণব, ইহারই নাম সবার ইষ্ট মন্ত্র, ইঁহারই নাম ইষ্টদেবতা—রাম, শিব, কালী, দুর্গা, কৃষ্ণ, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী—নাম ইঁহার অনন্ত। ইহারই নাম আমি, তুমি, ইত্যাদি।

আমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে হইবে—ইহা বুঝাইতে শাস্ত্র বলিতেছেন—প্রণবকে সর্ব্বত্র দেখ বা রামকে সর্ব্বত্র দেখ বা কৃষ্ণকে সর্ব্বত্র দেখ বা কালীকে সর্ব্বত্র দেখ বা দুর্গাকে সর্ব্বত্র দেখ বা "আমিকে" সর্ব্বত্র দেখ।

এখন দেখ—প্রণব ত চৈতন্যের নাম। "আমি" যাহাকে বল তিনি ত চৈতন্যই। এখন আমাকে সর্ব্বত্র দেখিবে কিরূপে ইহার কথাই বলিতে হইবে।

ওঁ বলিয়াই শ্রুতি সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন ভূর্ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি। "ওঁ" যিনি, "চৈতন্য" যিনি, "আমি" যিনি, তিনি পৃথিবীলোক বা পৃথিবীলোকে, অন্তরীক্ষ লোক বা অন্তরীক্ষ লোকে, স্বর্গলোক বা স্বর্গলোকে—এইরূপ মহ জন তপ সত্য ইত্যাদি। "আমি" ভূলোক, ভুব, স্ব, মহ, জন তপ সত্য লোক স্বরূপ বা এই সমস্ত লোক ব্যাপিয়া আছি। এই "আমাকে" দেখিতে হইবে। আর আমাকে সর্ব্বত্র দেখিলে বুঝিবে সকল বস্তু, সকল প্রাণীই আমি বা আমাকে লইয়া বা আমাতেই অবস্থিত।

৩

এখানে বুঝিবার কথাও অনেক আছে আর করিবার বা সাধনার কথাও অনেক আছে কেমন? এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে সকলের প্রয়োজনীয় একটি কথাও বিচার করিতে হইবে। কথাটা হইতেছে প্রাচীন সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্যের কথা—ঋষিগণের লেখা, ঋষিগণের সত্য প্রচার প্রণালী আর এখনকার লোকের লেখা ও সত্যপ্রচার প্রণালী।

প্রাচীন সাহিত্যে জানিবার কথাটি বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে করিবার কথা বা সাধনার কথাও বলা হয়। যাহা জানা হইল সেই মত যদি চলিতে চেষ্টা না হয় তবে শুধু জানাতে বহু অনিষ্ঠ হয়। যাহা সত্য বলিয়া জানিলাম সেই মত চরিত্র গঠন করিবার জন্য প্রাণপণ কর ইহাই সাধনা। সংস্কৃত সাহিত্যে এই জন্য জ্ঞানের কথার সঙ্গে সঙ্গে সাধনার কথা আমরা পাই। প্রাচীন সভ্যতা ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

বাঙ্গালা সাহিত্য বা ইংরেজী সাহিত্যে জানিবার কথা বলা হয় কিন্তু কি করিয়া সেই মত চলিব ইহা প্রায় থাকে না অর্থাৎ নূতন সাহিত্যে সাধনার কথা প্রায় নাই। কেন নাই জান? করিবার কথা বলিলে মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় মানুষকে শাস্ত্রের গণ্ডীতে আটকাইয়া রাখা হয় ইহাই আধুনিক সুধীগণের মত। সব জান কিন্তু করা বা না করা তোমার ইচ্ছা। জগতের আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর দোষ গুরুতর। আদত কথা হইতেছে এখনকার লোকে প্রকৃত জ্ঞান পায় না, প্রকৃত বিদ্যা জানে না বলিয়া জ্ঞানের কথাই ঠিক নাই তা আবার কর্ম্মের কথা কি বলিবে? আধুনিক সময়ে মানুষ বক্তৃতা করে খুব বড় বড় কথায় কিন্তু কাজ করে অতি নীচ জনের মত; লেখে খুব বড় বড় বিষয় কিন্তু করে অতি জঘন্য কাজ। আজকালকার দিনে আটপৌরে চরিত্র এক, আর পোষাকী চরিত্র অন্য। মুখে পণ্ডিত কাজে নাস্তিক। প্রাচীন কালের সভ্যতার ভিত্তি ছিল সত্য, জ্ঞান; এখনকার দিনে সভ্যতার অর্থ হইতেছে অর্থবল বা শারীরিক বল আর ছল বল কৌশলে কার্য্য উদ্ধার করা।

যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা প্রাচীন সভ্যতা ও নবীন সভ্যতার বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে ইহা দেখিতে পাইবেন; আরও দেখিবেন "তুমি যখন আমার অধীন তখন আমিই সভ্য তুমি অসভ্য"। আমি ধনবান্ আমি পদস্থ, আমি সভ্য, আমি যাহা ভাল বুঝিয়াছি তাহার উপরে তুমি অসভ্য তুমি আর বলিবে কি? যদি কিছু বল তা তোমার বেয়াদবী—সেই জন্য তুমি দণ্ডার্হ। এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বলিবার কথা সার উপদেশ—সার সত্য।

বলিতেছিলাম "আমাকে" ভূর্ভুবস্বঃলোকে দেখিব কিরূপে? "আমাকে" দেহের মধ্যেই দেখিতে পাইলাম না তবে আমাকে সর্ব্ব লোক ব্যাপী দেখিব কেমন করিয়া?

আমাকে সর্ব্বত্র যে দেখিতে হইবে—এই দেখাটা কিরূপ? "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" "যো মাং পশ্যন্তি সর্ব্বত্র" "পশ্যন্তিধীরাঃ সুমনসো বা" এই সব স্থানে যে পশ্যন্তি কথার ব্যবহার দেখা যায়—ঋষিগণ এই দেখাটাতে কি করিতে বলিতেছেন? আমরা দেখা অর্থে যাহা বুঝি এ দেখাও কি সেইরূপ না কোন পার্থক্য আছে? ঋষিগণ দেখার অর্থ যাহা বলিয়াছেন তাহা জড় বস্তুকে দেখার মত দেখা নহে কিন্তু চৈতন্য দর্শন। আবশ্যক হইলে এই দর্শনের কথা পরে

আলোচনা করা যাইবে, অথবা এই দর্শনের কথা আমরা বহুদিন হইতে বহু প্রকারে আলোচনা করিতেছি। দেখাটা কিরূপ জানিয়া লইয়া তাহারই অভ্যাস করিতে হইবে। চৈতন্যকে তাঁহারই কৃপায় জানিয়া লইয়া সাধনা দ্বারা সেই চৈতন্যই সব, সেই চৈতন্যই যে সর্ব্বব্যাপী অথবা সেই চৈতন্যই যে জড়রূপে দেখা যাইতেছেন ইহা সর্ব্বদা মনন করিতে হইবে। ইহাই সাধনা। কাজেই ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ—পুনঃ পুনঃ বলা চাই—জপ করা চাই। জপ করাটা "দুদিনের" কার্য্য নহে জপ না করিলে সত্য ধরিয়াও সত্য মত চলা হইবে না। "আমি"ই ভূলোকে অন্তরীক্ষ লোকে স্বর্গলোকে ইহার অনুভব জন্য ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা চাই, সর্ব্বদা স্মরণ করা চাই তবেত সর্ব্ব প্রাণীতে সর্ব্ব বস্তুতে আমাকে দেখিয়া আর কাহারও উপরে হিংসা থাকিবে না, আর কাহাকেও মিথ্যা কথা বলা যাইবেনা, আর কাহাকেও ঘৃণা করা যাইবে না, আর কোথাও ছুঁত্ মার্গ থাকিবে না—নতুবা ধর্ম্ম ব্যাপারটাই মৌখিক হইয়া যাইবে—ধর্ম্মটা স্বভাববাদীর ধর্ম্ম হইয়া যাইবে—ধর্ম্মটা সুবিধারধর্ম্ম হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি এই প্রবন্ধে "জানার" কথাও অনেক আছে আর "করার" কথাও বিস্তর। কেহ আগ্রহ জানাইলে বা সন্দেহ উত্থাপন করিলে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

কাতরতার—প্রয়োগ।

আজকালকার দিনে মোহ শোক কোথায় নাই? জগতের যে দিকে দেখ মানবের হাহাকার সর্ব্বত্র, মানুষের অসুবিধা সর্ব্বত্র। তবুও আমরা কাতরতা ধরিয়া রাখিতে পারি না। হাহা—হুহু সর্ব্বত্র তবুও হিঁহি করিয়া ফেলি।

প্রধান কাতরভাব যেটি সেটিকে ধরিয়া কার্য্য করিবেন যিনি তিনিই বড় সাধক। প্রধান কাতরভাব কোন্‌টি জান? যেটিতে সর্ব্বদা সকল জীব উৎপীড়িত—যার মোহে পড়িয়া জীব সর্ব্বদা শোক তাপ পাইতেছে সর্ব্বদা অশান্ত হইয়া রহিয়াছে—যেটা নরনারীর মনকে সর্ব্বদা কেমন কেমন করাইতেছে।

খাওয়া পরার অভাবও যাদের নাই তারাও বলিতেছে শান্তি পাই না। পাইবে কিরূপে? মন যার শান্ত বস্তু লইয়া শান্ত না হইল তার শান্তি কি এটা ওটা সেটা ধরিলে বা করিলে হইবে?

দেহে অহং বোধটা ত ইচ্ছা করিয়া একবারও ছাড়া যায় না, মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ – মনের এলো মেলো চিন্তা আমি করিতেছি—আমার দেহে অহং বোধ আর মনে অহং বোধ ইচ্ছা করিয়া ত একবারও ছাড়িতে পারি না। এটা যদি ছাড়া মানুষের পক্ষে একবারে অসম্ভব হইত তবে ত মানুষের দুঃখ করিবার কিছুই থাকিত না, তবে ত মানুষ দুঃখের হাত হইতে কখনও নিস্তার পাইত না। কিন্তু দেহে অহং বোধ আর মনে অহং বোধ ত প্রতিদিন সকল নরনারীই একবার করিয়া ছাড়ে। যখন ছাড়ে তখন আর কোন দুঃখ থাকে না।

পুত্র শোকে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, স্বামী শোকে প্রাণ বাহির করিতে চাহিতেছে, অন্ন বস্ত্রের কষ্টে মৃত প্রায় হইয়া আছে এমন নরনারীও কিন্তু ঘুমায়। ঘুমের সময় ত কোন দুঃখ থাকে না। স্বপ্নে কচিৎ কখন দুঃখের ছবি উঠিয়া যাতনা দেয় সত্য কিন্তু স্বপ্নটা, জাগিলেই মিথ্যা মনে হয়—তাই দুঃখ থাকে না।

ঘুমাইলে দুঃখ থাকে না কেন জান? ঘুমের সময় দেহে আত্মবোধ থাকে না—দেহে অহং বোধ থাকে না—আর গাঢ় নিদ্রা হইলে মনে অহং বোধ থাকে না। কেন থাকে না? কেহ যেন অতি সহজে আমাদিগকে সেই সময়ে দেহ ভুলাইয়া দেয়—মন ভুলাইয়া দেয়। সেই জন্য আমরা যেন স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করি।

ঘুমের সময় কত সহজে ইহা হয়। আহা এইটি যদি যখন ইচ্ছা করিতে পারি তবেই দুঃখকে আর ভয় করি না। সাধুগণ ইহাকেই বলেন "ঝট্‌ সমাধি" লাগান। এরই জন্য সাধনা করিতে হয়। ইহা সকলেরই স্বভাবতঃ হয় তথাপি ইচ্ছা করিয়া ইহা আনিতে পারি না। এইটিই ত মূল কাতরতা। এর জন্য—যিনি একক্ষণে এই অবস্থা আনিয়া দেন তাঁর কাছে যদি নিত্য প্রার্থনা করি, নিত্য কর্ম্ম গুলি এই প্রার্থনার সঙ্গে যদি করি তবেত আমরা বড় ভাল হইয়া যাই। শুধু বই পড়িলে কি হইবে—করিয়া দেখা চাই—তাহা হইলেই বুঝিব শান্তি পথে আমরা চলিতেছি। এই কাতরতা লইয়া প্রার্থনা যিনি করেন—যাঁর কাছে তিনি প্রার্থনা করেন তিনি দেখাইয়া দেন তিনি

আমাদের বড় সহায় তিনি আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে তাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে ঘুম পাড়াইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত—তুমি আমি শান্তি চাই বটে কিন্তু তাঁর আজ্ঞামত কর্ম্ম করিতে ত প্রস্তুত নই কাতরতা লইয়া নিত্য কর্ম্ম ত করি না তবে শান্তি পাইব কিরূপে?

করিতে ত চাই পারিনা যে—এটা কোন কাজের কথা নয়। কাতর প্রাণে যদি নিত্য কর্ম্ম করিবার জন্য প্রার্থনা করি তবে একক্ষণে আলস্য যায়, জড়তা যায়, দুর্ব্বলতা যায় আমরা যেন নূতন বলে বলীয়ান্ হই। কে যেন নিরন্তর আশ্বাস দেয়, নিরন্তর বল দেয়, নিরন্তর বলিয়া দেয়—বাপু মরিয়া যাইবে বলিয়া যে ভয় কর—এই ভয়টা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদি মিথ্যা বলিতে না পার তবে না হয় বলিও—মরিতে ত হইবেই। তবে গাধা কুকুর ডাকিয়া মরিব কেন—হরি হরি করিয়াই মরিব, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে করিতেই মরিব।

করিয়া দেখ—আলস্য, অনিচ্ছা, দুর্ব্বলতার সময় বলিয়া দেখ মরিবেই ত তবে এলোমেলো বকিয়া মরা কেন—সে যা করিতে বলিয়াছে তাই করিয়া মরি এস। আহা! ইহা যে মরণ নয়—সে যে তাহার আজ্ঞাপালনকারীকে মরিতে দেয় না—সে যে নিত্যকর্ম্মকারীকে সর্ব্ব বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখে এ কথা সেই বুঝাইয়া দেয়। কর—জানিবে—ইহা ধ্রুব সত্য।

আহা! তুমি ত আমার আছ। যখন তুমি মনে কর তখন ত একক্ষণেই আমাকে দেহ ছাড়াইয়া মন ছাড়াইয়া তোমার শান্ত ক্রোড়ে টানিয়া লও—তুমি তাহা করিয়া থাক তবে এখন—যখন আমি তোমার আজ্ঞামত চলিতে চেষ্টা করিতেছি এই সময়ে তুমি একবার তোমার চরণতলে আমাকে টানিয়া লইয়া—সংসার কোলাহলে ঘুম পাড়াইয়া দাও না। আমি ডাকিতে ডাকিতে শান্ত হইয়া তোমার চরণতলে একবার করিয়া ঘুমাইয়া পড়ি না। সব ভুলিয়া, দেহ ভুলিয়া—মন ভুলিয়া—মনের অসম্বন্ধ প্রলাপ ভুলিয়া তোমাকে লইয়া একবার শান্ত হইয়া যাই না। কাতরতার প্রয়োগ ইহা। অন্য প্রকারের কাতরতা লইয়াও আমার হৃদয়ের রাজার কাছেই প্রার্থনা করিতে হয়।

আমাদের কাজ কি ?

সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকা আর সকলে যাহাতে তাহা করিতে পারে তাহার শিক্ষা দেওয়া এই আমাদের কাজ। কি করিয়া ইহা হয় জান? আমি যাহা ঠিক করিয়াছি তাহা কিন্তু তোমারই ইঙ্গিত। যাহা জানি তাহাই বলি যদি ভুল হয় তুমি ঠিক করিয়া দিও। তুমি যে আপনার হইতেও আপনার—তাই শত দোষ করিয়াও মানুষ ক্ষমা পায় তুমি যে ক্ষমাসার। তোমার সঙ্গে কথা কহিতে ভয় হয় না। এমনটি আর নাই। বলিতেছি সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকা —ইহাতে করা চাই কি তাহাই বলিতেছি। সর্ব্বদা তোমাকে চিন্তা—সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে কথা কওয়া—সর্ব্বদা তোমার কথা লোকের সঙ্গে কওয়া—যে কাজই করিনা কেন—সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া কাজ করা—অনুরক্তি বা বিরক্তি তুমি ভিন্ন আর কাহারও কাছে বলিতে না যাওয়া—সকল লোক, সকল দৃশ্য, সকল শোভা—ইহা তুমিই সাজিয়াছ, তুমিই ধরিয়াছ, মনে করা, লোকে ভাল বলে বা মন্দ বলে, আদর করে বা প্রহার করে—ইহার মধ্যে তুমি থাকিয়া লোকের কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া দিতেছ মনে করা, আমার থাকার সুবিধা বা অসুবিধা, তোমায় ডাকার সুবিধা বা অসুবিধা, তোমার জন্য কর্ম্ম করার সুবিধা বা অসুবিধা ইহা তুমিই আনিয়া দিতেছ মনে ভাবিয়া আনন্দচিত্তে তোমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে, তোমাকে জানাইতে জানাইতে, কষ্ট হইলে তোমার কাছে নালিশ করিতে করিতে—সব সহিয়া সব মাথা পাতিয়া লইয়া করিয়া যাওয়া—এক কথায়—সমস্ত লোক ব্যবহার—কাল নিয়মে যখন যাহা আমার উপরে আসিয়া পড়িবে তাহাই সানন্দে গ্রহণ করা সুখ দুঃখ শুভ অশুভ—যখন যাহা আসিবে তাহা তোমাকে জানাইয়া জানাইয়া আনন্দে ভোগ করিয়া যাওয়া এই আমাদের কাজ। মনে রাখা চাই আনন্দ আসিলেও তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া জানান চাই দুঃখ আসিলেও জানাইয়া জানাইয়া কথা কওয়া চাই—এই আমাদের সর্ব্বদার কাজ। জগৎ প্রপঞ্চকে, দেহকে, মানুষকে, জীব জন্তুকে কিছু না বলিয়া শুধু যা বলিতে হয় তোমাকে বলিতে হইবে—যদি কাহাকেও কিছু বলিতে হয় তাও তাহাকে তুমি ভাবিয়া বলিতে হইবে—এই আমার তোমার কাজ। বৈখরী বাক্ কোটি কোটি কণ্ঠে নিরন্তর

উঠিতেছে। কথার সওয়াল জবাব—কথার কাটা কাটিতেই ত মানুষ তোমাকে হারায়। তোমার সঙ্গে সে সর্ব্বদা কথা কইবার অভ্যাস করে সে ত তোমাকে ভুলেনা—কাজেই তাকে আর অশান্ত কে করিবে ?

সমুদ্রে কতই না তরঙ্গ উঠে কিন্তু সে সব ত সেই জলময় জলধির রাশি রাশি জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেইরূপ এই সর্ব্বদা উত্থিত বৈখরীবাক্—সর্ব্ব সময়ে উত্থিত জীব-শব্দ, সেই স্থির শান্ত তোমার উপরেই উঠিতেছে, পড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, ভাসিতেছে—ভিতরে তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া কহিয়া যে জীবন কাটাইতে পারে সে আর অশান্ত কিসে হইবে ? তোমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে চিত্ত যখন শান্ত হইয়া যায়---আর কিছুতেই বিচলিত হয় না—সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে কথা কয় বলিয়া---তবে সে আর চঞ্চল কিসে হইবে ? নিবাত নিষ্কম্প সমুদ্র দেখিয়া দেখিয়া যার চিত্তসমুদ্র নিবাত নিষ্কম্প হইয়া যায় তার আর তরঙ্গ কোথায় ? সংসারই ত তরঙ্গ—প্রশান্ত চিত্তে সংসার কোথায়---প্রশান্ত সমুদ্রে তরঙ্গ কোথায় ? আহা---তাহা কেমন সুন্দর !

যে এই ভাবে সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকে---সে কি কিছুই দেখেনা—তাহার কি মনের ক্রিয়া হয় না ? জ্ঞানী কি রূপ দেখেননা ? জ্ঞানীর মন কি ক্রিয়া করেনা ? সবই করে, সবই হয়---তিনি কিন্তু তুমি ভিন্ন আর কোন কিছুকেই উপাদেয় মনে করেন না, আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন না ; জ্ঞানী সর্ব্বদা তোমায় লইয়া থাকেন বলিয়া সকলের ভিতরে তোমাকেই খুঁজেন আর তোমাকেই ভাবেন আর তোমার সঙ্গেই কথা কহেন। তুমি ভিন্ন অন্য সমস্তই অগ্রাহ্যের বিষয়, তুমি ভিন্ন বিশ্রামও হেয়, অগ্রাহ্য।

তুমি তুমি ত করিতেছি, সর্ব্বদা তোমার ভাবনা, তোমার সঙ্গে কথা কওয়া, তোমার জন্য কার্য্য করা—এই ত সর্ব্বদার কার্য্য বলিতেছি। কিন্তু তুমি বস্তুটি কি ? তোমার সম্বন্ধে কি ধারণা করিয়াছি বলিব কি ?

বলি শোন। তুমি ঠিক সূর্য্যের মতন। সূর্য্য যেমন অন্ধকার দূর করেন, তোমার প্রকাশও তেমনি মোহের আবরণ আর শোকের বিক্ষেপ দূর করিয়া দেয়। তুমি সর্ব্বদা প্রকাশ। সর্ব্বদা প্রকাশ তুমি—তবে সর্ব্বদা তোমায় মানুষ দেখে না কেন ? তুমি কত বড়—তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রকাশময় হইয়াই বিরাজ করিতেছ, তবু মানুষ তোমায় দেখে না কেন ?

নাহহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ৭। ২৫

আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না। কেননা আমি আমার যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকি। এই জন্য মূঢ় লোক আমাকে জন্মরহিত ক্ষয়শূন্য—সর্ব্বদা প্রকাশ স্বরূপ বলিয়া জানে না।

জাগ্রত কালেও আমি মানুষের সঙ্গে থাকি, স্বপ্নেও থাকি; আর সুষুপ্তিতেও যে সঙ্গে থাকি তাহাও প্রকাশ রূপেই থাকি কেননা প্রকাশই যে আমার স্বভাব। প্রকাশকে যাহা দিয়াই ঢাকনা কেন প্রকাশ প্রকাশই থাকিবে। আগুণ নিবিয়া যায় বটে কিন্তু অনন্ত প্রকাশ যাহা তাহা তোমার চক্ষে ঢাকা পড়িলেও তাহা কি নিবিয়া যাইতে পারে?

সূর্য্য মেঘে ঢাকা পড়েন কিন্তু অত বড় সূর্য্য তিনি কি জগতের সকল লোকের চক্ষে কখন ঢাকা পড়িতে পারেন? যেখানকার মেঘ, যাহাদের চক্ষের উপরে আড়াল করিয়া উদয় হয় তাহারাই দেখেনা। একদেশে মেঘে ঢাকা সূর্য্য অন্য দেশে অতি উজ্জ্বল হইয়া কিন্তু প্রকাশ পান।

মোহ আর শোক এই দুই-ই কিন্তু জ্ঞান সূর্য্যকে আবরণ করে, সদাপ্রকাশকে ঢাকিয়া রাখিয়া তাহাকে অন্যরূপে—জগৎরূপে দেখায়। মোহটা আবরণ আর শোকটা বিক্ষেপ। একটা তম আর একটা রজ। এই দুইটাকে সরাইতে পারিলেই প্রকাশ স্বরূপ তুমি তুমিই আছ।

কিরূপে মোহ শোক অগ্রাহ্য করিয়া তোমাকে লইয়া থাকিতে হয় তাহার সাধনাই বলা হইল। করা না করা তোমার হাত। ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিবে আর চিরদিন তার হইয়া থাকিবে। না করাও তোমার ইচ্ছা। না কর তবে মরণ, আর কি? মরিয়া আর কাজ কি, কথা কহিয়া কহিয়া অত্যন্ত বাঁচা বাঁচিয়া যাওনা। কথা কওয়ার সাধনা বড় সাধনা।

শ্রীরাম লীলায়—বিবাহ বিদায়ে।

আসি অন্তঃপুরে তবে যত দাসীগণ,
শ্রীরাম বিদায় বাণী করিল জ্ঞাপন।
যতনে সাজায়ে সবে যাত্রার-মঙ্গল
আছে ঋষি নির্ব্বাচিত যেরূপ সকল।

দীপ পুষ্প দধি মধু সিন্দুর চন্দন
শুক্ল ধান্য দূর্ব্বাদল রজত-কাঞ্চন।
করি পূর্ণ হেমকুম্ভ পাবন-সলিলে
রাখিল সাজায়ে দ্বারে সপল্লবদলে।
অশ্ব বৃষ রথ করী যান থরে থরে
সজ্জিত করিয়া রাখে দ্বারের বাহিরে।
মিলন মধুর তান নীরব করিয়া
বিদায়-সঙ্গীত বাজে করুণে কাঁদিয়া।
নগর সাজান ছিল মিলনের সাজে
বিদায় বিষাদে ঘেরে নিমেষের মাঝে।
ফুল্ল প্রকৃতির হাসি ক্ষণেকে মিলায়ে
কাঁদিল সবার সনে অশ্রু মিশাইয়ে।
বিরহ ব্যাকুলচিতে যত সখীগণ
সাজাইল সীতারাম করিয়া যতন।
লাবণ্য পিছল তনু অপরূপ ভাতি
শোভন সুন্দর ফুল্ল মধুর মূরতি।
তড়িত উজ্জ্বল পীত বেশ মনোহর
পরাইল শ্যাম অঙ্গে করিয়া আদর।
চন্দনের বিন্দু দিল ললাট ঘেরিয়া
যেন নীল নভে তারা উঠেছে ফুটিয়া।
শোভন তিলক রেখা করিয়া অঙ্কিত
উন্নত চিকণ নাসা করিল ভূষিত।
সাজায়ে শ্রবণযুগ মকর কুণ্ডলে
মণি মতিহার দিল পরাইয়া গলে।
রতন কিরীট লয়ে বিভোর অন্তরে
যতনে পরায় সখি শ্রীরাম-সুন্দরে।
কর সরসিজে দিল কুসুমের ধনু
মোহিতে অনঙ্গে বুঝি ধরে শ্যামতনু।
অরুণ নয়ন স্নিগ্ধ করুণা কোমল
প্রেমরস হাস্যভরে যেন সচঞ্চল।

অভিরাম অনুপম শ্যামলসুন্দর
আনন্দ মধুর কান্তি চির মনোহর।
পলক বিহীন আঁখি যত সখীগণে
আপনা পাসরি চাহে রাম মুখপানে।
শ্রীরামে সাজায়ে সখী সীতারে সাজায়
অনন্ত সৌন্দর্য্য যাঁর চরণে লুটায়।
প্রণব মূরতি সে যে পরমস্বরূপা,
কভু রূপ ধ'রে খেলে কভু বা অরূপা।
বিশ্বের ভূষণরূপে সাজেন যে জন
তাঁহারে পরাতে সখী চাহে আভরণ
প্রভাতে মধ্যাহ্নে আর প্রতি সন্ধ্যাকালে
প্রকৃতির প্রীতি সাজ যাঁরে দেয় ঢেলে।
তাঁহারে সাজাবে দিয়া রতন কাঞ্চনে
নিখিল-কামনা-সিদ্ধি যাঁহার সাধনে।
ভাবের ভূষণে যোগী সাজায়ে সতত
নিরখে যাঁহার রূপ ধ্যানে অবিরত।
ধরে যে অনন্তরূপ ভকত অন্তরে
সাজাইছে আজি সখী মুগ্ধ চিতে তারে।
ধরিয়া সীতার কর সোহাগের ভরে
অনুরাগে অঙ্গরাগ করিল আদরে।
আপনা বিকায়ে ভক্ত যাঁহার পরশে
ডুবে যায় চিরতরে প্রেমানন্দ রসে।
অনন্ত বিশ্রান্তি-মাঝে সুখ-তৃপ্তি-ভরা,
লভি সে পরম-পদ হয় আত্মহারা।
কে জানে কি ভাবে আজি সে মধু-পরশ,
জাগায়ে ক্ষণেকে করে সখীরে অবশ।
অনুক্ষণ পরশিয়া সুখের আস্বাদ
আনেনি পরাণে কভু এ সব আহ্লাদ।
নিমেষে আপনা ভুলি কি যেন আবেশে
চাহে সখী সীতা পানে থির অনিমেষে।

লভিল আপন মাঝে চিরানন্দ-স্বাদ
প্রীতি-ভরা নিত্য প্রেম সাধনার সাধ।
ভরিত অন্তরে সখী প্রেমের আবেশে
দিল ভরি সীতাঅঙ্গ প্রীতি মধু-বাসে।
কনক কোমল তনু উজ্জ্বল করিয়া
রাগ-রঙ্গ-রক্ত-বাস দিল পরাইয়া।
চাঁচর চিকুর কেশ করিয়া বন্ধন
চিত্র করি দিল ভালে আদর চন্দন।
কবরী সাজায়ে দিল আনন্দ কুসুমে
চির অমলিন ফুল্ল রহিবে মরমে।
ললাটে পরায় সুখ—সিঁথি মনোহর
মোহন সিন্দুর দিল উজ্জ্বল সুন্দর।
শোভন মুকুট শিরে পরায়ে যতনে
ভরিত মধুর রূপ নিরখে নয়নে।
পরাতে মণির দুল শ্রবণ যুগলে
চিন্ময় উজ্জ্বল গণ্ডে জ্যোতি ছটা খেলে।
সাজে তিল ফুল নাসা সরস তিলকে
পরাইল গজমতি নাসায় পুলকে।
রত্ন কণ্ঠী মতিমালা মণি হার দিয়া
সাজাইল কম্বু কণ্ঠ বিবশ হইয়া।
কোমল কনক করে সোহাগ কঙ্কণ
পরাইল সাধ ভরে করিয়া যতন।
মণিময় তাড় বালা পরাইয়া করে
রতন মেখলা দেয় কটীদেশ বেড়ে।
মিলন সম্ভাষ সুর জড়িত নূপুরে
অরুণ কমল পদ সাজায় সাদরে।
সুরঙ্গ যাবকে রাঙ্গা করিল চরণ
সে পদ হেরিতে বাঞ্ছা করে যোগিগণ।
সুখ সাধ ভরা চিতে অবশ পরাণে
হেরে শ্যাম রূপ সীতা কুরঙ্গ নয়নে।

সাজাইয়া শত সাধে কনক লতিকা
পরায় কুসুম ফাঁসে প্রণয় মালিকা।
ফুল্ল মল্লিকার মালা প্রেমের সোহাগে
দিল সখী রাম গলে নব রস রাগে।
সাজায়ে যুগলে, পাতে রতন আসন
রাখে কনকের পীট স্থাপিতে চরণ।
দোঁহারে বসাল আনি রত্ন সিংহাসনে
উজলে কনক পীঠ চরণ কিরণে।
শোভিল যুগলরূপ সারা বিশ্ব ভরি
অনন্ত সুন্দর দুঁহু রূপের মাধুরী।
তড়িত মণ্ডিত কোটি নব জলধরে
স্বপন আবেশ আঁখি হেরে বারে বারে।
অরূপে রূপের লতা জড়ায়ে আদরে
আনন্দে বিলাসে ভক্ত চিত চিদম্বরে।
সুনীল সরসী পরে সোণার কমল
ভুবন সুন্দর শোভা জগৎ উজল।
সে মোহন রূপ ভাতি হেরিতে হেরিতে
মুগধ পরাণে রাজা রাণীর সহিতে।
ভুলি তুচ্ছ অহমিকা দেহ প্রাণ মন
সমাধি আনন্দ রসে হয়েন মগন।
অন্তরে বাহিরে খেলে সীতারাম রূপ
সাধনার চির তৃপ্তি পরম স্বরূপ।
আস্বাদেন রূপ সুধা পরাণ ভরিয়া
বসেছে কমল মাঝে মধুপ মাতিয়া।

অযোধ্যাকাণ্ডে—রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১২ অধ্যায়।

রাজা ও রাণী।

ভূপ প্রীতি, কৈকেয়ী নিঠুরাই।
উভয় অবধি বিধি রচি বনাই।

"রাজার প্রেম ও রাণীর নিষ্ঠুরতা এই দুয়ের অবধি করিয়া—এই দুয়ের চরম করিয়া বুঝি বিধাতা রাজা রাণীর হৃদয় গড়িয়াছেন"

তুলসী দাস।

অভ্যুদয় জন্য মন্ত্রীদিগকে আদেশ করিয়া রাজা অন্তঃপুরে আসিতেছেন। রাজপুরের চারিদিকে আনন্দ কোলাহল। কৈকেয়ীর নির্জ্জন মন্দিরের এই কুচালী ত কেহই জানে না। রাজদরবারে কতই লোকাগম। একজন আসিতেছে অন্যজন বাহির হইতেছে। কে কাহার সংবাদ রাখে? শিশু সখা মনের আনন্দে রামের কাছে যাইতেছে আর প্রভু আদর করিয়া তাঁহাদের কুশল সংবাদ লইতেছেন।

কো রঘুবীর সরিস সংসারা।
শীল সনেহ নিবাহন হারা॥

সংসারে রঘুবীরের মত স্নেহ শীলতা আর কোথায় আছে?

জ্যাহি জ্যাহি যোনি কর্ম্মবশ ভ্রমহিঁ।
তঁহ তঁহ ঈশ দেহিঁ য়হ হমহিঁ॥
সেবক হম স্বামী সিয়নাহু।
দেউ ঈশ য়হ ঔর নিবাহু॥

কর্ম্ম বশে যে যোনিতেই কেননা ভ্রমণ করিতে হয় হে ঈশ্বর! হে সীতানাথ! সেই সেই জন্মে আমার এই মতি দিও যেন আমি হই সেবক আর তুমি হও আমার স্বামী। ভগবান্ এই অভিলাষ আমার পূর্ণ করিও।

রাজপুরে সকলেই এই অভিলাষ করিতেছে যে "করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন মতি রহু তুয়া পর সঙ্গে"। আর কৈকেয়ী? কৈকেয়ীরই কেবল হৃদয়দগ্ধ হইতেছে।

মঙ্গলে মঙ্গলে কার্য্য হইলে হয়—এইরূপ ব্যাপারে সাধারণ লোকের মনেও এইরূপ হয়। রাজার সংশয়াকুল মন কিন্তু নানা আশঙ্কা তুলিতেছে।

কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই রাজার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাজার সম্ভাষণের জন্য আজ কৈকেয়ীত দ্বারে দাঁড়াইয়া নাই। রাজা ভাবিতেছেন একি হইল ?

যা পুরা মন্দিরং তস্যাঃ প্রবিষ্টে ময়ি শোভনে।
হসন্তী মামুপায়তি সা কিং নৈবাত্র দৃশ্যতে॥

একি! যে সর্ব্বদা আমার জন্য সাজিয়া থাকিত, মন্দির দ্বারে আসিবামাত্র যে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিত, হাসিতে হাসিতে আমার হাতে ধরিয়া গৃহে লইয়া যাইত আজ তাহাকে দেখিতেছি না কেন ?

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। "হসন্তী মামুপায়তি" ইহাতেই ভালবাসার জ্বলন্ত ছবি উঠিয়াছে। মন্থরা প্রাণে বিষ ঢালিল—ধারণা করাইয়া দিল রাজা প্রতারণা করিয়াছেন। অমনি প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসা অন্য আকার ধরিল। প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসায় সব সয় প্রতারণা সয় না। নিবৃত্তিমূলক ভালবাসায় কিন্তু কিছুতেই দৃষ্টি থাকে না। তুমি যাহাই কেন করনা আমি তোমারই। তোমার ক্লেশ আমি কিছুতেই সহিতে পারি না। কৈকেয়ীর ভালবাসার ভিত্তি "আমি তোমার" নহে "তুমি আমার"। "আমি তোমার" এ ভালবাসা কৈকেয়ীর ছিল না। কাজেই আমায় প্রতারণা করিয়াছে এই ধারণা হইবামাত্র কৈকেয়ী অন্যরূপ হইয়া গেল—আর শোভনা নাই, আর হাস্যময়ী নাই।

বিষলিপ্ত বাণদ্বারা আহতা কিন্নরীর ন্যায় কৈকেয়ী ক্রোধাগারে পড়িয়া আছে। কৈকেয়ী নাগকন্যার ন্যায় মুহুর্মুহু দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ছাড়িতেছে। মুখ ভ্রুকুটিবদ্ধ।

ততশ্চিত্রাণি মাল্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ।
অপবিদ্ধানি কৈকেয্যা তানি ভূমিং প্রপেদিরে॥

কৈকেয়ীর পরিত্যক্ত বিচিত্র মাল্য ও দিব্য আভরণ সকল ক্রোধাগারের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মলিন বসন পরিধান করিয়া, দৃঢ়বদ্ধা একবেণী ধারণ করিয়া কৈকেয়ী গত প্রাণা কিন্নরীর ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন—আর রাজা কৈকেয়ীকে হাসিতে হাসিতে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিতে না দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। রাজা শশব্যস্তে আসিলেন দেবী কৈকেয়ীর শয়ন

কক্ষে। সেই উৎকৃষ্ট শয্যাতে কৈকেয়ী নাই। মহীপতি দশরথ শূন্যগৃহে প্রবেশিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না; কৈকেয়ী যে নিতান্ত স্বার্থতৎপরা, রাজা তখনও তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

পপ্রচ্ছ দাসীনিকরং কুতো বঃ স্বামিনী শুভা।
নায়াতি মাং যথাপূর্ব্বং মৎপ্রিয়া প্রিয়দর্শনা॥

রাজা দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের স্বামিনী কোথায়? প্রিয় দর্শনা প্রিয়া ত আজ আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিল না।

কৈকেয়ী দেবী পূর্ব্বে প্রায় কখন অন্যস্থানে থাকিয়া সেই সময় অতিক্রম করিতেন না সুতরাং রাজাকে কখন সেই সময়ে কৈকেয়ী শূন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয় নাই আর রাণী কোথায়, দাসীদিগকেও ইহা কখন জিজ্ঞাসা করিতে হয় নাই।

রাজার প্রশ্নে দৌবারিকী ভীতা হইয়াছে—হইয়া ভয়ে ভয়ে বলিল দেব! দেবী অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া দ্রুতবেগে ক্রোধাগারে গিয়াছেন। আমরা কারণ জানিনা আপনি ক্রোধাগারে গিয়া কারণ নিশ্চয় করুন।

রাজা ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়াছেন, চরণ আর চলে না।

সুরপতি বসৈ বাহুবল যাকে।
নরপতি রহহিঁ সকল রুখ তাকে॥
সো শুনি তিয়রিসি গয়ে সুখাই।
দেখহু কামপ্রতাপ বড়াই॥

যাঁর বাহুবলে ইন্দ্র বাস করেন অন্য রাজা সকল যাঁহার মুখ তাকাইয়া থাকেন সেই রাজা স্ত্রীর ক্রোধ শুনিয়া ত্রাসে শুখাইয়া যাইতেছেন কামের প্রতাপ কত তাহাই তোমরা একবার সকলে দেখ।

রাজা ভয়ে ভয়ে ক্রোধাগারে গিয়াছেন। সে দৃশ্য দেখিয়া রাজা বড়ই দুর্ম্মনা হইয়াছেন রাজা "লুলিতব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ" রাজার ইন্দ্রিয় সকল অতি চঞ্চল হইল চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তত্র তাং পতিতাং ভূমৌ শয়ানামতথোচিতাম্।
প্রতপ্ত ইব দুঃখেন সোঽপশ্যজ্জগতীপতিঃ॥
সবৃদ্ধস্তরুণীং ভার্য্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।

রাণীকে ভূমিতে অযথা ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া জাগতীপতি রাজা দশরথ দুঃখে বড়ই তাপযুক্ত হইলেন। বৃদ্ধ রাজার তরুণী ভার্য্যা তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা।

অপাপঃ পাপসঙ্কল্পাং দদর্শ ধরণীতলে।
লতামিব বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং দেবতামিব ॥
কিন্নরীমিব নির্দ্ধূতাং চ্যুতামপ্সরসাং যথা।
মায়ামিব পরিভ্রষ্টাং হরিণীমিব সংযতাম্ ॥
করেণুমিব দিগ্ধেন বিদ্ধাং মৃগয়ুনা বনে।
মহাগজ ইবারণ্যে স্নেহাৎ পরমদুঃখিতঃ ॥

নিষ্পাপ রাজা পাপ-মনোরথা রাণীকে ছিন্নলতার মত, স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিত দেবতার মত, পুণ্যক্ষয়ে স্বীয় লোক হইতে পতিতা কিন্নরীর মত, স্বর্গচ্যুতা অপ্সরার মত, পরমোহনে প্রযুক্তা মায়ারমত, বাগুরা বদ্ধা হরিণীর মত, ধরণীতলে পতিত থাকিতে দেখিলেন। রাজা নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। মহাগজ অরণ্যে ব্যাধ কর্ত্তৃক বিসলিপ্ত বাণ দ্বারা বিদ্ধ করেণুকে যেমন শুণ্ডদ্বারা মার্জ্জনা করে রাজাও সেইরূপে কমলনয়না কৈকেয়ীকে হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। "উপবিশ্য শনৈর্দেহং স্পৃশন্ বৈ পাণিনাঽব্রবীৎ"। রাজা কৈকেয়ীর নিকটে উপবেশন করিয়াছেন, ধীরে ধীরে রাণীকে স্পর্শ করিয়া বলিতে লাগিলেন "প্রাণপ্রিয়া কেহি হেতু রিসাণী" প্রাণপ্রিয়ে কি জন্য তুমি ক্রোধ করিয়াছ? রাণী ক্রোধভরে রাজার হাত ঠেলিয়া ফেলিল। কুমতি রাণীর এই বেশ যেন রাণীর বৈধব্য সূচনা করিতেছে। আর কৈকেয়ীর দৃষ্টি? কত রুক্ষ, কত কর্কশ সেই দৃষ্টি। মনে হয় যেন কোন কুপিতা ভূজঙ্গী নারীবেশ ধরিয়া অতি কঠিনভাবে রাজাকে দেখিতেছে আর কৈকেয়ীর তীব্র মনোরথ দ্বয় যেন সর্পিণীর বিষদন্ত—যেন ভুজঙ্গী রাজার মর্ম্মস্থান অন্বেষণ করিতেছে।

সুমুখি! সুলোচনি! পিকবচনি! আমিত তোমার ক্রোধের কোন কাজ করি নাই! কে তোমার অপমান করিয়াছে? কেন তুমি কথা কহিতেছনা? তুমি আমাকে দুঃখ দিবার জন্যই ধূলিতে শয়ন করিয়াছ!

অনহিত তোর প্রিয়া কেহী কীহ্না।
কেহি দুই শির কেহি যম চহ লীহ্না ॥

বল কে তোমার নিকট অপরাধী হইল? কার দুই মাথা? যম কাহাকে ডাকিয়াছে?

কল্যাণি! আমিত তোমার আছি কেন তবে ভূতাবিষ্টার মত তুমি আমার চিত্ত প্রমথন করিয়া আমাকে ক্লেশ দিতেছ? ভামিনি! কোন ব্যাধি কি তোমার

আক্রমণ করিয়াছে—বল আমার ত রাজবৈভবের অভাব নাই। আমি তোমার বশ আরও আমার অনুগত সকলেই তোমার বশ। আমি আমার জীবনরক্ষার জন্য তোমার কোন অভিপ্রায়ের ব্যাঘাত করিতে ইচ্ছা করিনা। তুমি রোদন করিওনা। বল কে তোমার অপ্রিয় করিয়াছে? বল কোন্ বধ্য ব্যক্তিকে প্রাণদান করিতে হইবে অথবা কোন্ দরিদ্রকে ধনবান করিতে হইবে? বল কোন্ অবধ্যকে বধ করিতে হইবে বা কোন্ ধনবানকে নির্দ্ধন করিতে হইবে? বল আজ কোন্ রাজাকে বনবাসী করিব? দেবতাও যদি তোমার শত্রু হয় তাহাকেও আমি বিনাশ করিব।

জানসি মোর স্বভাব বরোরু।
তুম মুখ মম দৃগ চন্দ্র চকোরু॥

নিতম্বিনি! তুমি আমার স্বভাবত জান। তোমার মুখ চন্দ্র আমার নয়ন চকোর যে কিভাবে দর্শন করে তাহা কি তুমি জাননা?

প্রাণপ্রিয়ে! আমার নিকট তোমার শঙ্কা কি? আমি যে নিতান্তই তোমার প্রণয়াধীন। "ব্রূহি যা মনসি স্থিতং" যাহা তোমার মনের অভিলাষ বল "করিষ্যামি তব প্রীতিং" তোমার প্রিয়কার্য্য আমি করিবই। যদি না করি তবে আমার সমস্ত সুকৃতিই বৃথা।

যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা॥
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধু সৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশি কোশলাঃ॥
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধন ধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষ্ব কৈকেয়ি যদ্ যত্ত্বং মনসেচ্ছসি॥

চক্রং সূর্য্যমণ্ডলং আবর্ত্ততে প্রকাশয়তি। সূর্য্যমণ্ডল যতদূর প্রকাশ করেন সে সমস্ত পৃথিবী আমার অধীন। দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, সমৃদ্ধ কাশী, কোশল—সমস্ত আমার অধীন-এই সব দেশে ধন ধান্য অজাবিক বহুদ্রব্য জন্মে। কৈকেয়ি! কি তুমি মনে ইচ্ছা করিতেছ তাই বল।

কৈকেয়ী—প্রতারকের উপর ক্রোধ কিছু চাপিয়া রাখিল, রাখিয়া সেই মন্মথ-শরবিদ্ধ মহীপালকে একবার দেখিল। মৃগকে দেখিয়া কিরাতিনী যেমন দৃঢ় ফাঁদ পাতে সেইরূপে কৈকেয়ী রাজাকে সুদারুণ বাক্যে বিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইল।

নাস্মি বিপ্রকৃতা দেব কেনচিন্নাবমানিতা।
অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিত্তমিচ্ছামি ত্বয়া কৃতম্॥
প্রতিজ্ঞাং প্রতিজানীষ্ব যদি ত্বং কর্ত্তুমিচ্ছসি।
অথ তে ব্যাহরিষ্যামি যথাভিপ্রার্থিতং ময়া॥

দেব! কেহ আমাকে পরাভব করে নাই, অবমানও কেহ করে নাই। আমার এক অভিপ্রায় আছে যদি আমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন তবে প্রতিজ্ঞা করুন আমি আমার ইচ্ছা জানাইতেছি।

লখেউ ন ভূপ কপট কুটিলাই।
কোটি কুটিলমতি গুরু পড়াই।

রাজা নীতি নিপুণ সন্দেহ নাই কিন্তু "নারীচরিত জলনিধি অবগাহু"—কিন্তু রাজা নারীচরিত্র রূপ জলনিধিতে ডুবিয়াছেন রাজা এই কপট কুটিলাই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না—কৈকেয়ীর গুরুজী তাহাকে কোটি কুটিলতা পড়াইয়া ঠিক করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

কৈকেয়ী নারী সোহাগও বেশ জানিত, বলিতেছে

মাঁগু মাঁগু পৈকহহু পিয়
কবহুঁ ন লেহু-ন দেহু।
দেন কহেউ বরদান দুই
তেউ পাবত সন্দেহু॥

'চাও' 'চাও' প্রিয়তম এই তুমি বল কিন্তু "এই লও" বলিয়া কখনত দাও নাই। দুই বর দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলে কখনতা পাব কিনা তাওত সন্দেহ।

কামাতুর মহারাজ ঈষৎ হাসিলেন। ভূতল শায়িনী কৈকেয়ীর মস্তক হাত দিয়া তুলিয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন "কামী হস্তেন সংগৃহ্য মূৰ্দ্ধজেষু ভুবিস্থিতাম্"। রাজা বলিতে লাগিলেন—ভীরু! এই জন্য তোমার রোষ? "মান করি পিয়া যদি করয়ে ভৎসন। বেদস্তুতি হৈতে তায় হরে মোর মন"। "তুমহিঁকো হাব পরমপ্রিয় অহই।" তোমার রাগটা এখন আমার অতীব প্রিয় লাগিতেছে। বর ত তোমার গচ্ছিত আছে আমি ভুলিয়া গিয়াছি। "বিসরি গয়ো মোহিঁ ভোর স্বভাউ" আমার ভ্রান্ত স্বভাব আমি ভুলিয়া গিয়াছি। "ঝূঠহি হমহিঁ দোষ জনি দেহু" অকারণে আমাকে দোষ দিও না। দুই বর কেন তুমি চারি বর চাহিয়া লও।

রঘুকুল রীতি সদা চলি আই।
প্রাণ জাহিঁ বরু বচন না জাই॥

রঘুকুলের রীতি এই চলিয়া আসিতেছে বরং প্রাণ যাবে তথাপি কথা নড়চড় হইবেনা। বুদ্ধিহীনে! তুমি কি জাননা পুরুষের মধ্যে রাম আর স্ত্রী জনের মধ্যে তুমি—ইহা অপেক্ষা প্রিয় আমার কেহ নাই? আর রাম ব্যতীত তোমা অপেক্ষা অধিক প্রিয়ও আর আমার কেহই নাই। সেই রামের শপথ করিয়া বলিতেছি তুমি যাহা চাও তাহাই দিব।

যং মুহূর্ত্তমপশ্যংস্তু ন জীবেয়মহং ধ্রুবম্।
তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্॥
আত্মনা চাত্মজৈশ্চান্যৈর্বৃণে যং মনুজর্ষভম্।
তেন রামেণ কৈকেয়ি শপেতে বচনক্রিয়াম্॥
ভদ্রে হৃদয়মপ্যেতদনুমৃশ্যোদ্ধরস্ব মে।
এতৎ সমীক্ষ্য কৈকেয়ি ব্রূহি যৎ সাধু মন্যসে॥

কৈকেয়ি! যাকে মুহূর্ত্ত মাত্র না দেখিলে নিশ্চয়ই আমি জীবন ধারণ করিতে পারিনা সেই রামের উপরে শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার কথা রাখিব। আমার নিজের আত্মা এবং অন্য সকল পুত্র অপেক্ষাও যাকে প্রিয় জানি সেই রামের শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার কথা রাখিব। ভদ্রে! আমার হৃদয়ত এই। তুমি দেখিতেছ আমার হৃদয় সর্ব্বতোভাবে তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। তুমি ইহা বিচার করিয়া তোমার অভিপ্রায় ব্যক্ত কর করিয়া আমাকে উদ্ধার কর। কৈকেয়ি! এই সমস্ত দেখিয়া যাহা সাধু মনে করিতেছ তাহাই বল।

কৈকেয়ি উঠিয়া বসিয়াছে। মুখে ক্রোধমাখা কপট হাসি। হায় রাজা! এত বিচক্ষণ আপনি! আপনি স্ত্রীলোকের মায়া বুঝিলেন না?

বাত দৃঢ়ায় কুমতি হঁসি বোলী।
কুমতি বিহঙ্গ কুলহ জনু খোলী॥

কুমতি, রাজার দৃঢ় বাক্যে হাসিল—হাসিয়া আরও বলিতে উদ্যোগ করিল যেমন বাজের চোখের ঠুলী খুলিয়া দিলে হয়, আহা! তাহাই হইতে চলিল।

ভূপের মনোরথে সুন্দর বন—সেই বনে সুখ বিহঙ্গ চরিতেছিল। এক ভিল্লিনী লোভবশতঃ সেখানে ভয়ঙ্কর বচনরূপ বাজপাখী ছাড়িয়া দিল।

রাজার শপথ শুনিয়া ভিল্লিনী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে, হইয়া কৈকেয়ী রাজার উপস্থিত মৃত্যুস্বরূপ সেই মহা ঘোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। কৈকেয়ী বলিতে লাগিল আপনি যে আমার অভিপ্রায় সাধন জন্য শপথ করিলেন তাহা তেত্রিশ

কোটি দেবতারা শ্রবণ করুন ; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, আকাশমণ্ডল, দিবা, রজনী, দিক্‌, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৃথিবী, জগৎ, গৃহদেবতা, রজনী-বিহারী প্রাণী, ও অপরাপর জীব সকল আপনার প্রতিজ্ঞা শুনুন। কৈকেয়ী দেবতাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আবার বলিল "দেবগণ! এই সত্যসন্ধ সত্যবাদী ধর্ম্মজ্ঞ পবিত্র-স্বভাব মহাতেজস্বী মহীপতি দশরথ আমাকে অভিলষিত বরপ্রদানে উদ্যত হইয়াছেন ইহা আপনারা সকলে অবগত হউন"।

["হিন্দুর ষড়দর্শন," "কর্ম্মানুসারে জীবের গতি," "ভোগ ও ত্যাগ," প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কর্ত্তৃক লিখিত]

তর্কের দ্বারা ঈশ্বর-লাভ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় অধ্যায়।

"শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যান যোগাদবেহি।
ন কর্ম্মনা ন প্রজয়া ধনেন,"
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ॥

(কৈবল্যোপনিষৎ)

উত্তর—বেদের কথা কেন মেনে নিতে হয়, তার যুক্তি দিচ্চি। ছেলেবেলায় যখন বর্ণপরিচয় হয়, তখন 'ক' এর পর 'খ' অক্ষর বলতে হয়, গুরুমহাশয় যেমন ভাবে অক্ষর শেখান, তেমনি ভাবে বিনা আপত্তিতে আমরা অক্ষর শিখি। কেন 'ক' এর পর 'খ', 'খ' এর পর 'গ' অক্ষর বল্‌ছি এর যুক্তি চাই না। ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যখন আমরা বড় হয়ে ব্যাকরণ পড়ি তখন অক্ষরের শ্রেণী বিভাগের ও পর্য্যায়ের যুক্তি বুঝ্‌তে পারি। ভাষাশিক্ষার সময় যেমন শিক্ষকের কথা আমরা আগে মেনে নিই, তবে শিক্ষিত হই ; আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষার

সময়ও ঠিক ঐরূপ একজন অভিজ্ঞ গুরুর কথা মেনে নিয়ে ধর্মের 'ক' 'খ' শিখ্‌তে হয়। সকল বিদ্যা শিক্ষারই একজন গুরু চাই। সকল দেশে সকল যুগে গুরুর দ্বারাই শিক্ষার সূত্রপাত হয়ে আস্‌ছে। তুমিত ইংরাজী-পড়া লোক; ইতিহাসটা মনে মনে আলোচনা করে দেখ দেখি আমার কথা সত্য কি না? যদি কোন শিশু বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অক্ষর বিন্যাসের বিজ্ঞান যুক্তি দ্বারা বুঝ্‌তে চায়, তবে তার দশা কি হয়? যুক্তি দিলেও সে তখন ধারণা করতে পারেনা; পরন্তু সে তৃপ্ত না হওয়ায় আর তার যুক্তি সাহায্যে 'ক' 'খ' অক্ষর শেখা হয় না। শিক্ষার স্বাভাবিক ক্রমই হচ্চে, প্রথমে কতকগুলি বিষয় বিনা তর্কে মেনে নিয়ে শিক্ষাটা সম্পূর্ণ কর্ত্তে হবে; পরে উপযুক্ত সময়ে সেই শিক্ষা ব্যাপারের বিজ্ঞানটা যুক্তি সাহায্যে বুঝ্‌তে হবে। তুমি, আমি, রাম, শ্যাম সকলেই এই ভাবে শিক্ষিত হয়েছে।

প্রশ্ন—আজ্ঞে এ বেশ কথা। এসব কথায় তো আর আমার আপত্তি নাই। আসল কাজের কথাটা এইবার বলুন।

উ—ব্যস্ত হয়োনা। বিচার কর্ত্তে এসেছ; যুক্তির কথাই খুব সোজা ক'রে বলছি বলে মনে করছ এগুলো বাজে কথা। এই কথা থেকেই তোমায় আসল কাজের কথা আপনি সহজে আস্‌বে, এখনি দেখ্‌তে পাবে। সুতরাং এইটুকু বেশ বিচারের দ্বারা বোঝা গেল যে, জ্ঞানের পর বিজ্ঞান আসে।

প্র—নূতন কথা বল্‌ছেন কেন? জ্ঞান হলেই তো কাজ হ'ল; বিজ্ঞানে আবার কি করবে?

উ—এই দেখ বাপু, যা বল্‌ছিলাম তাই হোল। তোমরা বিচার কর্ত্তে আস; যুক্তি ছাড়া কিছু মান্‌তে চাওনা; অথচ ব্রহ্মচর্য্য না করার দরুণ মস্তিষ্কের শক্তি সেরূপ নাই; বিষয়গুলি তোমাদের সহজে ধারণা হয় না।

প্র—বিচারের জন্য বুঝি আবার ব্রহ্মচর্য্য করাও দরকার হয়? তাহ'লে সাহেবরা ব্রহ্মচর্য্য না করার দরুণ আজ কোন বিদ্যাই শিখ্‌তো না। কিন্তু ঘটনাটী দেখুন বিপরীত। সাহেবদের নিকট ব্রহ্মচর্য্যশীল অনেক হিন্দুদেরও বিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তে হয়। সুতরাং ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিন।

উ—এখন বড় সমস্যায় পড়্‌লাম। ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্‌লে ধারণাশক্তি বাড়ে এইটাই তোমায় বুঝাবো,—না—জ্ঞানলাভ করবার পর বিজ্ঞানটা যুক্তি দ্বারা বোঝা যায়, যে কথাটাকে তুমি 'নূতন কথা' বল্লে, এইটাই তোমায় বুঝাবো?

প্র—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত লোক কি ভয়ানক! আপনি এমনি ঘুরিয়ে নিলেন যে আর কোন গোল থাক্‌তে পারে না।

উ—(হতবুদ্ধিভাবে) আমার অপরাধটা কোথায় বাবা?

প্র—পাণ্ডিত্যে। আপনার প্রথম কথাগুলি পরিষ্কার ছিল না; শেষে যে দুটী কথা বল্‌লেন তাহা আমার যুক্তির সঙ্গে বেশ মেলে। ব্রহ্মচর্য্য পালন করলে ধারণাশক্তি বাড়ে, এটাও ডাক্তারী শাস্ত্রে আছে; একথাও আমি মানি। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে ধারণাশক্তি মোটেই হয় না, একথাতো কোন গল্পেতেও পড়ি নাই। এমন বিদ্যা পৃথিবীতে কি আছে যা ধারণা কর্ত্তে গেলে দস্তুরমত ব্রহ্মচর্য্য কর্ত্তে হবে? আপনার যেরূপ উদারভাব, এসব কথা আপনার মুখে শোভা পায় না।

উ—সহজে তোমার কথার জবাব দিচ্চি। কথায় কথা বেড়ে থাকে। বিচারের এরূপ রীতি নয়। যে বিষয়টী বিচার্য্য সেটীই আগে বুঝে নিয়ে তারপর আর একটী বিষয় বুঝ্‌তে হয়। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আমি যা বলেছি, সে একই কথা, তুমি সহজে বুঝ্‌বে বলে সরল ভাবে বলেছি। তোমার জানা বিদ্যা শিখ্‌তে ব্রহ্মচর্য্যের তত দরকার নাও হ'তে পারে; কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা বা ঈশ্বর তত্ত্ব জান্‌তে গেলে ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া উপায় নাই; কারণ অতি সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয় বিষয় সাধারণ মস্তিষ্কে ধারণা কর্ত্তে পারে না। পৃথিবীতে এই একটী বিদ্যা আছে যা জান্‌তে ব্রহ্মচর্য্য না করলে সফল হওয়া যায় না। এই তোমার শেষ কথার উত্তর। এখন ভাগ্যক্রমে একটা গল্পও আছে, যা তুমি পড়নি তাতে তোমার উপহাস পূর্ব্বক শেষের কথা গুলির জবাব হবে। তুমি বলেছ, ব্রহ্মচর্য্য না কর্‌লে বিদ্যালাভ হয় না—এমন অদ্ভুদ কথা তুমি কখন কোন গল্পেতেও পড়নি। একটি উপনিষদে এই গল্প আছে যে, ইন্দ্র এক সময়ে একজন তত্ত্বজ্ঞ ঋষির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিখ্‌তে গেছলেন; সেই ঋষি ইন্দ্রকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতে গিয়া দেখেন ইন্দ্র দেবরাজ সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়েও অত্যন্ত ভোগী ব'লে ব্রহ্ম জ্ঞান ধারণা কর্ত্তে পাচ্চেন না, সেইজন্য তিনি ইন্দ্রকে প্রথমে বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্ত্তে বল্লেন, ইন্দ্রের ঐ বিদ্যাটা শেখ্‌বার ঝোঁক পড়েছিল তাই তিনি ঋষির কথামত বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে ঋষির কাছে ব্রহ্মবিদ্যা শিখ্‌তে গেলেন, ঋষি শিক্ষা দিতে লাগ্‌লেন কিন্তু শিক্ষা বেশী দূর হ'তে না হতেই ঋষি দেখ্‌লেন ইন্দ্র বিষয়গুলি ধারণা কর্ত্তে পাচ্চেন না সব গুলিয়ে ফেল্‌ছেন কাজেই তিনি আবার বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্‌বার হুকুম দিলেন, ইন্দ্রও তাই কর্‌লেন; আবার

বিদ্যাদান ; আবার খানিকদূর পর্য্যন্ত বেশ সহজভাবে বোঝা ; তারপর সব গোল মেলে। ঋষির আবার ইন্দ্রকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করান এইভাবে একশত আট বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে ইন্দ্র সেই বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন।

প্র—চমৎকার গল্প ত! ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে অবশ্য ব্রহ্মচর্য্যের কথা চল্‌তে পারে আমি অন্য বিদ্যা শিক্ষার কথা ভেবেছিলুম। শাস্ত্রে ত বড় মজার গল্প সব আছে! আপনাদের কাছে কোন কথা ব'লে পালাবার যো নাই দেখ্‌চি। ব্যবস্থা সব ঠিক আছে।

উ—রোসো। খেই হারিয়ো না। এখন জ্ঞানের পর বিজ্ঞানটা কি ক'রে আসে এইটার বিচার হোক্।

প্র—ও হয়ে গেছে। আপনাকে আর কষ্ট করে বক্‌তে হবে না।

উ—কি রকমে ক'রে বোঝা হয়ে গেল?

প্র—আপনার ব্যাখ্যায়। আপনি যখন প্রথম বল্লেন 'জ্ঞানের পর বিজ্ঞান আসে' তখন খট্‌কা লাগলো, তাই বলেছিলাম 'নূতন কথা'; কিন্তু যখন ঐ কথা ঘুরিয়ে বুঝিয়ে বল্লেন 'জ্ঞান' লাভ করবার পর বিজ্ঞানটা যুক্তি দ্বারা বোঝা যায়, বাস্ অমনি পরিষ্কার হয়ে গেল।

উ—তাহলে এখন পূর্ব্বের আসল কথাটা আরম্ভ করা যাক্?

প্র—আজ্ঞে হাঁ। আপনি বেশ বলছিলেন, আমিই নিজের বুদ্ধির দোষে আপনার কথা কাট্‌তে গিয়ে বৃথা তর্ক ক'রে ফেল্‌লুম।

উ—স্থির বুদ্ধিতে বিচার কর। শিশুকালে যখন প্রথম তুমি কথা কইতে শেখ, তখন কোন্ জিনিষটা 'বাবা', কোন্‌টা 'মা', কোন্‌টা 'ভাই, কোন্‌টা 'বোন', কোন্‌টা 'জল' কোন্‌টা 'আকাশ' কোন্‌টা 'চাঁদ'—এ সব বস্তু সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান কি ক'রে জন্মেছিল? তুমি কি সব বিষয়ের প্রমাণ, যুক্তি নিয়ে বিচার ক'রে 'বাবা' 'মা' বল্‌তে শিখেছিলে? তা হলেই দেখ কি ভাষা শিক্ষা, কি বস্তু-জ্ঞান সব বিষয়েই গুরুর দরকার। শিশুকে যা শেখান যায় সে তাই শেখে। তার পর শিশুকাল গেলে পরিণত বয়সে মানুষ ইচ্ছা কর্‌লে সব বিদ্যার রহস্য, বিজ্ঞান, যুক্তি সাহায্যে বুঝে! তুমি যতই কেন ইংরাজি শিক্ষিত হও না, ঈশ্বর-তত্ত্বের কি ধার ধার? এখন যখনই ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার কিছু জান্‌তে ইচ্ছা হ'বে, তখনই তোমায় একজন গুরুর কাছে যেতে হবে; এবং সেই গুরুর কথা মেনে নিয়ে এই নূতন বিদ্যা শিখ্‌তে হবে। কারণ, আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের বর্ণ পরিচয় এখনও তোমার হয় নাই; তুমি ইংরাজি বিদ্যায় প্রবীণ বটে কিন্তু

তুমি তত্ত্ববিদ্যায় শিশু মাত্র। এখন তোমার মত যারা হিন্দুমতে তত্ত্ববিদ্যা শিখ্‌তে যাবে তাদের একজন গুরুর দরকার। হিন্দুর বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র এই দুর্জ্ঞেয় পথের প্রদর্শক ব'লে গুরুস্থানীয়। সুতরাং বেদবাক্য তর্কের জিনিষ নয় পরন্তু স্বীকার্য্য।

প্র—বেশ কথা; কিন্তু আপত্তি হচ্চে যে, বেদের এমন কি বিশেষত্ব আছে যার জন্য তাকে অপৌরুষেয় বলা হয়? বেদে যা আছে তাকি মানুষের ধারণার অতীত? তাই যদি হবে ত বেদব্যাস মানুষ হ'য়ে লিখে গেল কিরূপে? শাস্ত্রে একটু ভাল গ্রন্থের কথা যেখানে আছে, অমনি সেখানে ভগবানকে হাজির করা হয়েছে। ভগবান কি যে সে লোক, যে, তিনি 'বেদ' বলছেন, 'গীতা' বল্‌ছেন? আমার বড় রাগ হয়, যখন দেখি যে রচয়িতা হচ্চেন আমাদের মত রক্তমাংসের মানুষ, কিন্তু প্রচার করা হ'ল, ভগবান ঐ সব কথা বলেছেন। কেন ঐ সব গ্রন্থের যদি প্রকৃত দাম থাকে ত ভগবানের নাম ঐ সব গ্রন্থের সঙ্গে যোগ করবার দরকার কি? ভগবানের নামে লোকের যাতে 'বেদ' 'গীতা' পড়্‌তে শুন্‌তে শ্রদ্ধা হয়, এই সব মতলব নয় কি?

উ—তোমার নিজের প্রাণের কথা তুমি বলেছ। বেশ। এখন বিচার কর। ধর, তোমার কথাই ঠিক যে, বেদ মানুষের রচনা। তাহ'লে বেদে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সব কথা আছে, সেগুলি মানুষের আশার কল্পনা ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। কারণ, তুমি নিজ মুখেই বলেছ যে ভগবান্ কি যে সে লোক! ভগবান্ যদি মানুষের বুদ্ধির বিষয় না হন তাহলে ভগবান্ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পৃথিবীতে কে আন্‌তে পারে? কাজেই তাঁর সম্বন্ধে খুব সত্য সংবাদ দরকার হ'লে এক মাত্র ভগবানই নিজে দিতে পারেন মানুষে পারেন না। কেমন তোমার যুক্তিতে বিচার ঠিক হ'চ্চে ত?

প্র—আজ্ঞে হাঁ। ঈশ্বরের নিজের কথা তিনি নিজে বল্‌তে পারলেই তবে সঠিক তাঁর বিষয় জানা যায়। এখন কথা হ'চ্চে, ঈশ্বরের নিজের স্বরূপের কথা তাঁর নিজে বলা সম্ভব কি?

উ—খুব সম্ভব। বিচার কর। অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের নায়ক যিনি, তাঁর সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা কোন জীবে কত্তে পারেনা। বেশ, এখন উপায় কি? তাঁকে জানাই জীবের লক্ষ্য, জীবের মুক্তি। শাস্ত্রে অনেক জায়গায় মুক্ত পুরুষের কথা, সাধনা দ্বারা ঈশ্বর দর্শনের কথা, বদ্ধজীবের সংসার ক্ষয়ের কথা, তীব্র বৈরাগ্যের দ্বারা নির্ব্বাণ লাভের কথা, দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া চির

আনন্দ উপভোগ করার কথা, প্রভৃতি শত শত ভক্ত মহাত্মার কথা আছে। তাঁরা সকলেই বেদকে সমর্থন করে গেছেন। যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তিনি বেদ না পড়েও যা বলেছেন, বেদে ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে যা লেখা আছে, তার সঙ্গে মিলে যায়। সাধনার সব রকম অবস্থা, কর্ম্মীরা যা বর্ণনা করেন, বেদের সঙ্গে সব মিলে যায়। এ পর্য্যন্ত এমন কোন সিদ্ধ মহাত্মার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে বেদ ছাড়া নূতন কথা বলে গেছেন বা বেদের বিরোধী কথা বলে গেছেন। এত সঠিক সংবাদ যখন বেদে পাওয়া যায়, তখন যদি বল যে বেদ কোন মানুষের রচনা, তাহলে বিবাদের স্থলে বল্‌তে বাধ্য হব যে সেই বেদরচয়িতা মানুষটাই ভগবান্, কারণ, বেদে অভ্রান্ত সত্য কথা আছে যাহা কোন মানুষের পক্ষে লেখা বা বলা সম্ভব নয়। সুতরাং বিচারে বেশ বুঝ্‌তে পারা গেল সে বেদ মানুষের রচনা হ'তে পারে না। তাঁর নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি নিজে প্রচার না করলে কি মানুষের সাধ্য তাঁর স্বরূপের সঠিক কথা বলা?

প্র—আজ্ঞে, আমারত তাই প্রশ্ন, ঈশ্বরের কি দায় যে তিনি নিজের খবর নিজে দিবেন?

উ—শুধু জীবকে কৃপা করবার জন্য তিনি তাঁর নিজের বিষয় নিজে প্রচার করেছেন। তিনি জানেন, যে মানুষের চির শান্তি, স্বরূপ বিশ্রান্তি, মুক্তিলাভ, তাঁকে না পেলে হবে না; কারণ জগতের সব জিনিষ নশ্বর, কেবল তিনিই অবিনশ্বর; জগতে সুখ দুঃখ মিশে আছে, কেবল তিনিই আনন্দময়, পরম পুরুষ। মানুষের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ভগবান লাভ, একথা আজকাল তোমার সাহেবরাও বল্‌ছে। তুমি Herbert Spencer এর First Principles বইখানা পড়েছ?

প্র—আজ্ঞে না।

উ—ঐ বইখানা পড়ে যদি বিচার কর্ত্তে আস্‌তে তাহলে আমাদের উভয়ের সুবিধা হোত। বাজে কথা বেশী হোত না। তোমার অনেক কথার জবাব ওতে আছে। এখন দেখ তিনি সূর্য্য সৃষ্টি ক'রে আমাদের প্রতি কি কৃপা করেছেন, তা বোধ হয় তোমাকে বোঝাতে হবে না। তোমাদের ইংরাজী গ্রন্থে (Science) এ সূর্য্যকে জগতের প্রাণ বলেছে। সূর্য্য না থাক্‌লে কোন জীবই বাঁচতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর যে কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করুন না কেন, আমরা যতদিন বাঁচবো, সূর্য্যকে দেখ্‌বো, বায়ুর সাহায্যে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেল্‌বো, ততদিন সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি তাঁর জীবের প্রতি কৃপার নিদর্শন জেনে কৃতজ্ঞ হয়ে

থাকবো। বল, তোমার যুক্তিতে কি তখন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে বলে?

প্র—আজ্ঞে, তা ত নয়ই।

উ—তার পর মাতৃগর্ভস্থ শিশুর জন্য স্তন্যে দুগ্ধের সঞ্চার যাঁর নিয়মে বরাবর ঠিকভাবে হয়ে আসছে, তিনি যে জীবের প্রতি কৃপা করবার জন্যই সৃষ্টির বৈচিত্র্য করেছেন, একথা স্বীকার করলে কি নিমকহারাম হবার ভয় আছে?

প্র—আজ্ঞে, তাও নয়ই।

উ—সুতরাং বিচার কর। তিনি যে কৃপা ক'রে তাঁর নিজের স্বরূপের কথা জীবের পরম কল্যাণের জন্য প্রচার করেছেন,—একথা না স্বীকার করবার আর কি আপত্তি হ'তে পারে? প্রাণ ধারণের জন্য যেমন শস্য বায়ু জল প্রভৃতি তিনি সৃষ্টি করেছেন! তেমনি উন্নত চিন্তাশীল সাধু বিবেকী পুরুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপুষ্টির জন্য তিনি তাঁর গূঢ় তত্ত্ব কৃপা পূর্ব্বক উপযুক্ত আধারের দ্বারা জগতে প্রচার করেছেন। তাঁর কথাই বেদ; সেইজন্য বেদের কথায় তর্ক চলে না। বেদ নিজেই নিজের প্রমাণ।

প্র—দাঁড়ান। আমার নাস্তিকতার গৌরব বুঝি চলে যায়। আপনার ভাবে ভাবিত হ'য়ে আমার বড় সাধের নাস্তিকতা হারিয়ে ফেলতে বসেছি। আমি আজ আসি। কাল আবার প্রস্তুত হয়ে বিচার কর্ত্তে আসব। আমার বুকের ভিতরটা কেমন কচ্চে! কে যেন কি বলছে!

উ—আজ তাহ'লে এস বাবা। আমার দ্বার অবারিত। ভগবান্ তোমায় সুবুদ্ধি দিন। বাবা! বিদ্যাও তিনি, অবিদ্যাও তিনি; তাই তাঁকে সর্ব্বদা ডাকতে হয়। তিনি মনে করলে তাঁর মোহিনী মায়ায় বেশ ক'রে বাঁধেন, আর কৃপা করলে বাঁধন খুলে দেন এ কথাই সার কথা জেনো। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅশ্বিনী কুমার চক্রবর্ত্তী, বি,এল।

স্বয়ং-প্রভা।

"যে রামমেব সততং ভুবি শুদ্ধ সত্ত্বা
ধ্যায়ন্তি তস্য চরিতানি পঠন্তি সন্তঃ।
মুক্তাস্ত এব ভব ভোগ মহাহিপাশৈঃ
সীতাপতেঃ পদমনন্তসুখং প্রয়ান্তি ॥ অঃ।৭ম।৭০॥

ভূমণ্ডলে যে সকল বিশুদ্ধ বুদ্ধি সাধু সর্ব্বদা রামচন্দ্রকেই ধ্যান করেন এবং তাঁহার চরিত্রপাঠ করেন, তাঁহারাই সংসারভোগস্বরূপ মহানাগ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত সুখসম্পন্ন সীতাপতির পদ প্রাপ্ত হন।

শাস্ত্র বলিতেছেন যাঁহারা অসৎ হইতে দূরে থাকিয়া সর্ব্বদাই সৎতে শ্রদ্ধাবান, সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের নাম রূপ গুণ কর্ম্ম-স্বরূপের চিন্তায় মগ্ন,তাঁহারাই সংসার মায়া, বিষয়ভোগ তৃষ্ণায় বিতৃষ্ণ হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মজাল ছেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদে বিমুক্ত হইয়াছেন। কামনার বাসা ভাঙ্গিতে না পারিলে সুখস্বরূপের দর্শন কিরূপে মিলিবে? কামকামনার দাসত্ব করিয়া জীব সদাচঞ্চল হইয়া আপনাকে হারাইয়াছে। সংসারের মিথ্যাত্ববোধ যাঁহাদের উপলব্ধি হইয়াছে, এই ক্ষণ ভঙ্গুর জগতের আপাত মনোরম ভোগ সুখ বিষয় তৃষ্ণা আর তাঁহাদের কি তৃপ্তিদান করিবে? ভোগে বিরক্ত চিত্ত সেই সকল আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের চিত্তই সর্ব্বদা মঙ্গলময় আত্মতত্ত্বের ধ্যান ধারণাতেই নিযুক্ত থাকিয়া শিবস্বরূপের দর্শনেই মগ্ন থাকেন। আপনাতে বিশ্রান্তি ভিন্ন "নিজসুখ বিনু মন হোই কি থীরা"। মনের সুস্থিরতা কিরূপে লাভ হইবে? স্থিরজলেই পূর্ণচন্দ্রের ছায়া ভাসে, চিত্ত চঞ্চলতাশূন্য হইলেই আনন্দ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। ভক্ত তুলসীদাস বড় সুন্দর বলিয়াছেন

"বিনু সন্তোষ ন কাম নশাহীঁ।
কাম অছত সুখ স্বপেহুঁ নাহীঁ॥"

কামনার তৃপ্তি হওয়া না পর্য্যন্ত তৃষ্ণার নাশ নাই, কামনার জ্বালা থাকিতে সুখ, স্বপ্নের ও অগোচর। আর—

"রাম ভজন বিনু মিটহিঁ ন কামা।"

রাম ভজন না করিতে পারিলেও কামনার নিবৃত্তি হইবে না।

কামনার কালকূট সেবনে ভোগলম্পট চিত্ত যেখানে সর্ব্বদা বিষয় চিন্তা করিয়া

অতৃপ্তির বিষে দগ্ধ হইতেছে, রাম ভাবনা সেখানে কিরূপে হইবে? রামদর্শন লালসা জাগাইলে তবেত কাম ভাগিবে। রাম অনুরাগে ভরিত চিত্তে কোন কিছুই দাঁড়ায় না, সবই উথলিয়া যায়! সর্ব্বদা রাম রাম যে করিতে পারে, ত্রিতাপের জ্বালা আর তাহাকে কিরূপে স্পর্শ করিবে? অজ্ঞান অন্ধকারে বাসনার বশে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া রাম ভুলিয়াই জীবের হাহাকার। সাধনার ধনকে চিনিয়া এই ভব আশা মৃগতৃষ্ণার পশ্চাতে বৃথা জীবন যাপন না করিয়া যিনি সাধনাকেই জীবনের একমাত্র আনন্দ জানিয়া ইহার অনুষ্ঠানে প্রাণপণ করেন তিনিই এই চিরস্থায়ী পরমসুখকে প্রাপ্ত হয়েন। সাধনাই জীবের প্রাণ। সাধনায় অসাধ্য সাধন হয়, যাঁহারা সাধনা করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা দেখাইয়া গিয়াছেন; যাঁহা লাভ হইতে আর লাভ নাই, যাঁহা হইতে অধিক আর নাই, সাধনার দ্বারাই জীব সেই পরমপদের অধিকারী হন। কলির জীব সাধনা হারাইয়াই এই দুর্গতির পথে, অলসতার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। সাধনার অভাবে আজ দেশ কাল পাত্র তিনেরই অভাব। ভক্ত তুলসীদাস এই কঠিন কলি যুগে কলির মানুষকে ডাকিয়া বলিতেছেন, যে এই আপদ ধর্ম্মকালে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের ভজনা করিতে পারে সেই ব্যক্তিই সকলের অপেক্ষা চতুর।

"কঠিন কাল মল কোষ, ধর্ম্ম ন জ্ঞান যোগরূপ।
পরিহর সকল ভরোস, রাম হি ভজহি রে চতুর নর॥"

কলির জীব ইহা হইতে সহজ সাধনা আর কি পাইবে? "মরেতি জপ সর্ব্বদা" এইত সাধনা, এ ছাড়িয়া আর কি করা যাইবে? আর ত কোন ভরসা নাই। ভক্তের চরিত্র আমাদের সাধনায় নূতন উত্তম জাগাইয়া অমনি নিভৃতে লইয়া গিয়া মধুর রাম রাম করিতে শিখাইয়া দেয়। আজ ত জীব তপস্যা হারাইয়াছে কলির জীব বড় উপদ্রুত, কিন্তু তখনকার দিনেও সাধনার স্থানের জন্য তপস্যা করিয়া স্থান মিলাইতে হইয়াছিল। বালারুণের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় হিরন্ময় কানন, মধ্যে এই প্রস্ফুট পঙ্কজাকার সুচারু কনকধাম। সুন্দর আশ্রম, দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত,পবিত্রতার সৌরভে সকল স্থান আমোদিত করিয়া পুণ্যময় তপঃপ্রভা বিকীরণ করিতেছে। ভগবান্ বাল্মীকি কাননশোভা দেখাইয়াছেন

"পুষ্পিতান্ ফলিনো বৃক্ষান্ প্রবাল মণি সন্নিভান্
কাঞ্চন ভ্রমরাংশ্চৈব মধূনি চ সমন্ততঃ"

স্বর্ণময় ভ্রমরবৃন্দ প্রবাল মণিতুল্য ফলপুষ্প শোভিত বৃক্ষসমূহে বিচরণ করত মধুর নাদ গুঞ্জনে মধু আহরণ করিতেছে। সেখানকার পাদপসকল কাঞ্চনময়,

এবং মণিবেদিকায় পরিবেষ্টিত ও রসাল-ফলভারে আনম্র। পুঞ্জ পুঞ্জ পুষ্প ভারে অবনত শাখা অশোক, কিংশুক, পুন্নাগ, বকুল, চম্পক, নাগকেশর, কর্ণিকার প্রভৃতি পুষ্পিত তরু সকল যেন কাহার পূজার তৃপ্তিদানের জন্য নিত্য প্রস্ফুট হইয়া গন্ধ বিতরণ করিতেছে। এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের রাজভবন। ফলে ফুলে এখানকার অতুল সমৃদ্ধি সর্ব্বত্র আনন্দ ও ভরিত-শোভাদানে উন্মুখ। স্থানে স্থানে অগণিত মণিরত্নাদি, প্রচুর আহার্য্য দ্রব্য, এবং অগুরুচন্দনরাশি, এবং নানাবিধ বসন ভূষণ, মলিনতার সংস্পর্শ শূন্য ভোগের সকল দ্রব্যই সজ্জিত। বৈদূর্য্য মণির ন্যায় স্বচ্ছ নির্ম্মল সুমিষ্ট সলিলে জলাশয় পরিপূর্ণ কনক অলির গুঞ্জনপূর্ণ সুগন্ধ বিশিষ্ট সোণার কমল জলে প্রস্ফুটিত, এবং সুবর্ণের মৎস্য সুবর্ণের কচ্ছপ জলচরগণের সহিত জলক্রীড়া করিয়া মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সকল স্থানই অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যে সুগঠিত, শিল্পীর অপূর্ব্ব কৌশলের সার্থকতা জ্ঞাপন করিতেছে। এই পুরী দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা ময়ের মায়াবলে বিনির্ম্মিত। অপ্সরা হেমার অপূর্ব্ব ভক্তিপূর্ণ নৃত্যে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া এই তপঃকানন তাহার নির্জ্জন তপস্যার স্থান রূপে দান করেন। হেমার সখী স্বয়ংপ্রভা। হেমা তপস্যা সিদ্ধিলাভে আপন পরমরূপ প্রাপ্তে এই শান্তিময় তপোবনে স্বয়ংপ্রভাকে রামদর্শন আকাঙ্ক্ষায় তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। সকল বাসনাকে বিদায় দিয়া সেই অবধি স্বয়ংপ্রভা রামদর্শন লালসা বক্ষে লগ্ন করিয়া আশাবদ্ধ উৎকণ্ঠাগ্রস্ত চিত্তে মানসে অপেক্ষা করিয়া আছেন, কতদিনের কত অনিদ্র যামিনী অতিবাহিত হইয়া যাইত কতদিন ধমনীর দ্রুত রক্ততালে বক্ষের গুরুস্পন্দনে তাঁহার প্রিয়তমের আগমনের ধ্বনিমাখা চরণের হেমনূপুর গুঞ্জিত হইয়া উঠিত। পুলকে দেহ পূর্ণিত, রামধ্যানে তন্ময় হইয়া তাপসী আপনার মাঝে আপনি স্থির হইয়া যাইতেন। নিভৃত হৃদয় মন্দিরের কল্পতরুতলে হৈমপীঠে মণিময় কোমল পুষ্পিত বেদিতে চপলা চমকিত নবজলধরকান্তি সীতারামকে মানসপূজায় নয়নে নয়ন সন্নিবেশিত দেখিতে দেখিতে তাঁহার সব হারাইয়া যাইত। মনে হইত যেন প্রকৃতির নির্জ্জন বাসরে চিত্রপটে অঙ্কিতা একখানি জ্যোতির্ম্ময়ী আনন্দ প্রতিমা। দেহ স্থাণুর ন্যায় স্থির অচঞ্চল। একাকী এই নিভৃতমন্দিরে থাকিয়া স্বয়ংপ্রভা আপন ইষ্টদেবের চরণকমলে মনপ্রাণ নিরুদ্ধ করিয়া যোগাভ্যাস করিতেন। উপরে উন্মুক্ত নীলাকাশ সমাধির শান্ত নিস্তব্ধতা জ্ঞাপন করিয়া ধ্যান নিমগ্ন দৃষ্টিতে নিম্নের শত কোলাহলকে তুচ্ছ করিয়া আনন্দের স্বরূপকে ব্যক্ত করিতে আপনাতে আপনি প্রশান্ত থাকিত। অদূরে ধূর্জ্জটীর জটাজাল ভেদ করিয়ারজতরেখার ন্যায় ক্ষুদ্র নির্ঝর দেহবিস্তার করিয়া

এখানকার সরসতাদান করিতে প্রীতিরসে প্রবাহিত হইত। নিম্নে বিশ্ব শিল্পীর কারুকার্য্যঘটিত শ্যাম শষ্পাবৃত বিচিত্র তৃণাসনখানি তরুপতিত শ্বেতরক্তপীত নীল বিবিধ বর্ণের কুসুম রাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া প্রবাল মণিখচিত বহুমূল্য আস্তরণের ন্যায়ই বিস্তৃত। আর বনের এই নির্ভর পরায়ণা সরলা আয়ত লোচনা হরিণ হরিণীগণ বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহার তপস্যা দেখিত, ময়ূর ময়ূরীগণ আনন্দে নৃত্য করিত, বিহগবিহগিগণ সুললিতকণ্ঠে তাঁহার সহিত বন্দনা গানে যোগ দিত। ত্রিবিধ অনিল রামচিন্তায় আকুলিত সন্তাপিত প্রাণকে জুড়াইতে মর্ম্মরিত সুশীতল আর্দ্রস্পর্শে রাম আশার আশ্বাসে সচকিত করিয়া চামর ঢুলাইত।

অপেক্ষার দ্বারে আশার বাণী কখন্ আসিয়া পৌছিবে, কখন্ তাহার প্রস্তুত হওয়া হইবে, ভক্তের আহার নিদ্রার জড়ের নিশ্চেষ্টতাব নিশ্চিন্তার অবসর কোথায়? এইরূপে সুমতি স্বয়ংপ্রভা সমস্ত হৃদয়খানিতে প্রেমস্বরূপ ভগবানের নিত্য আগমনের প্রতীক্ষায় আসন বিছাইয়া নয়নমনকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া সতত উৎকর্ণপ্রাণে দিবানিশি রামধ্যানে মগ্ন থাকিতেন।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রণেতা শ্রীমৎ শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহাশয় কর্তৃক লিখিত

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

প্রার্থনাতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের জিজ্ঞাসু কর্ত্তৃক কল্পিত স্বরূপই বস্তুতঃ ইহার অবিকল রূপ, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক এই সম্পূর্ণ উপদেশের দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই এখন দুর্ল্লভ।

বক্তা—বৎস! যে সমস্ত বিষয়ের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত হইলে, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম, তোমার এইরূপ মনে হইবে বলিলে, সেই সমস্ত বিষয়ের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত না হইলে, বস্তুতই প্রার্থনার প্রকৃততত্ত্ব জিজ্ঞাসু কোন ব্যক্তির, প্রার্থনা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম, এইরূপ মনে হইতে পারে না। "প্রার্থনা যখন সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আদ্যাবস্থা, প্রার্থনা দ্বারাই যখন সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি হয়, তখন প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক উপদেশ, বলা বাহুল্য, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সাধারণ উপদেশ হইবে, পরমাণুর স্পন্দন হইতে মহত্তত্ব বা হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক উপদেশের অন্তর্ভূত হইবে" তোমার এই সকল কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। "কাঁহার ও কিরূপ প্রার্থনা অব্যক্ত জগৎকে ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করিয়া থাকে, ব্যক্ত জগৎকে আবার অব্যক্তাবস্থাতে লইয়া যায়, কাঁহার ও কীদৃশ প্রার্থনা বশতঃ সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, জল, তাপ, তড়িৎ, আলোক এই সকলের অভিব্যক্তি হইয়াছে, কাঁহার ও কিরূপ প্রার্থনা বশতঃ বিশ্বজগৎ এইরূপ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে, প্রার্থনা

জীবকে ক্রমশঃ উন্নত করে, অতএব জানিতে ইচ্ছা হয়, দেশের যে উন্নতি ও অবনতি হয়, সাগর যে দেশে এবং দেশ যে সাগরে পরিণত হয়, সুখ-দুঃখের চক্র যে পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, কাঁহার ও কিরূপ প্রার্থনা তাহার কারণ? অবনত হইবার জন্য, দুঃখ পাইবার নিমিত্ত কেহ কি প্রার্থনা করিতে পারে?" তোমার এই সকল প্রশ্নের কি উত্তর দিব, কিরূপে তোমার প্রার্থনার কার্য্য-কারিতা বিষয়ক জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত করিব, বহুক্ষণ তাহা চিন্তা করিয়াছি, চিন্তা করিয়া আমার মনে হইয়াছে, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের তুমি যে চিত্র আমার সম্মুখে ধারণ করিলে, তাহাই বস্তুতঃ উহার অবিকলরূপ, প্রার্থনা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আদ্যাবস্থা, কর্ম্মমাত্রের নিষ্পন্নাবস্থা 'ফল' এই নামে এবং উহাদের আদ্যাবস্থা 'প্রার্থনা' এই নামে উক্ত হইয়া থাকে, ইহা যদি সত্য হয়, প্রার্থনা বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মেরই আদ্যপর্ব্ব ইহা যদি স্বীকার করা যায়, 'কর্ম্মই বিশ্বজগতের মূল কারণ' 'কর্ম্মের বিচিত্রতাই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের হেতু', এই বেদ-ও-শাস্ত্রোপদেশের যাথার্থ্যে যদি কোনরূপ সংশয় না হয়, তাহা হইলে, কাঁহার ও কিরূপ প্রার্থনা অব্যক্ত জগৎকে ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করে, ব্যক্ত জগৎকে আবার অব্যক্ত অবস্থায় লইয়া যায়, অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় পরিণামের কারণ কি, জগৎ এইরূপ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে কেন, কাঁহার ও কিরূপ প্রার্থনা বশতঃ দেশের উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে, কাঁহার ও কিরূপ প্রার্থনা নিবন্ধন দেশ সাগরে, সাগর দেশে পরিণত হয়, সুখ-দুঃখের চক্র পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে ইত্যাদি প্রশ্ন সমুহের সমীচীন সমাধান ব্যতিরেকে কোন প্রকৃত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর, আমার প্রার্থনা বিষয়ক জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত হইয়াছে, এবম্প্রকার বিশ্বাস হইতে পারে না। প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের যে চিত্র তুমি কল্পনা তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছ, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের তাহাই যে বস্তুতঃ সম্পূর্ণ চিত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় তোমার কল্পিত প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক অবিকল উপদেশের চিত্র যথাযথভাবে অঙ্কন করিতে পারেন, এতাদৃশ পুরুষ এখন দুর্ল্লভ, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক অবিকল উপদেশের শুশ্রূষুও এখন অত্যল্প। প্রার্থনার কার্য্যকারিতার (Efficacy) আছে, যথার্থ ভাবে ইহা বিশ্বাস করেন, একালে এইরূপ অধিক লোক দেখিয়াছ কি? প্রার্থনা কর্ম্মমাত্রের আদ্যাবস্থা, প্রার্থনাই উন্নতির মূল কারণ, প্রার্থনাই ক্রম বিকাশের (Evolution)

আদি কারণ, বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনাই সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন করে, বিধিপূর্ব্বক প্রার্থনাই সর্ব্বসিদ্ধির হেতু, ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতিবাদ, প্রার্থনাতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, এই সকল কথাকে বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপজ্ঞানে উপেক্ষা করেন না, একালে এইরূপ ব্যক্তি কি তোমার নয়নে পতিত হইয়াছেন ?

জিজ্ঞাসু—অন্যের কথা কি বলিব ? পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, আমারই এইরূপ বিশ্বাস অদ্যাপি দৃঢ়ভূমিক হয় নাই। প্রার্থনা করিয়া যখন ফল পাইয়াছি, তখন প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে এই প্রকার বিশ্বাস হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকার বিশ্বাস যে দৃঢ়ভূমিক হয় নাই, তাহা স্থির, এই প্রকার বিশ্বাস যদি দৃঢ়ভূমিক হইত, তাহা হইলে, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কখন সংশয় হইত না। কর্ম্ম করিলে ফল পাওয়া যায়, জীব অনাদি কাল হইতে এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়া আসিতেছে, কর্ম্ম করিলে ফল পাওয়া যায়, ইহা যদি জীবের সহজ বিশ্বাস না হইত, তাহা হইলে, কোন জীব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না। আপনার কৃপায় প্রার্থনার যে রূপ দেখিয়াছি, প্রার্থনার সে রূপ দেখিয়া প্রার্থনার কার্য্যকারিতা নাই, একথা বলিতে পারি না, কারণ প্রার্থনা যখন কর্ম্মমাত্রের আদ্যাবস্থা, তখন কেমন করিয়া বলিব, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা নাই। প্রার্থনার কার্য্যকারিতা নাই বলা ও কর্ম্মের বা শক্তির ফল প্রসবের সামর্থ্য নাই বলা যে, এককথা তাহা বুঝিতে পারি, তথাপি 'প্রার্থনার' কার্য্যকারিতা আছে, সর্ব্বদা এই বিশ্বাস অচল থাকেনা কেন, তাহাই দুর্ভেদ্য রহস্য। বুঝাইয়া দিলে, অনেক বিষয় বুঝিতে পারিলাম বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পরীক্ষা করিলে উপলব্ধি হয়, যাহা বুঝিয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহা যথার্থভাবে বুঝি নাই। 'প্রার্থনা' বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মেরই অদ্যাবস্থা, প্রার্থনাই উন্নতির মূল কারণ, প্রার্থনাই ক্রমবিকাশের (Evolution) নিদান, ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতিবাদ প্রার্থনাতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করেন, আপনি যখন এই সকল কথা বুঝাইয়াছিলেন, তখন বিশ্বাস হইয়াছিল, আপনি যাহা বুঝাইয়াছিলেন, তাহা যথার্থভাবে আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, কিন্তু পরে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছি তাহা হয় নাই, আমার মনে এখনও সংশয় আছে।

বক্তা—উপদেশ শ্রবণমাত্রেই, সকলে যথার্থভাবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারে না, পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, যাঁহার যাহা বুঝিবার প্রতিভা নাই, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। কল্পনা তুলিকা দ্বারা প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের যে ছবি তুমি আঁকিয়াছ, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক অবিকল উপদেশের তাহা যথার্থ ছবি বটে, কিন্তু আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তুমি প্রার্থনা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের এইরূপ অবিকল ছবি কিরূপে কল্পনা করিলে?

প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের চিত্র জিজ্ঞাসু কিরূপে কল্পনাতুলিকা দ্বারা চিত্রিত করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—প্রার্থনা সম্বন্ধে আপনার মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহারাই আমার মনে মনে প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের চিত্র আঁকিবার প্রধান উপকরণ। রজকেরা যখন কোন বস্ত্রকে রঞ্জিত করে, তখন উহারা বস্ত্রখানিকে প্রথমে ধৌত করে, নির্ম্মল করে, কারণ শুভ্রবসনেই রং সুন্দররূপে ফলিত হয়, মলিন বা কষায়িত বস্ত্রে রঙ্গের ফলন ভাল হয় না। উপদেশ শ্রবণমাত্রেই সকলে যে যথার্থভাবে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তাহার কারণ মলিন বা অন্যরঙ্গে রঞ্জিত চিত্তে কোন উপদেশ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। আলোকালেখ্যকারদিগের (Photographers) রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা প্রস্তুত আলোক স্থাপক ফলকের (Sensitive plate) সহিত চিত্তক্ষেত্রের ক্রিয়াগত কতকটা সাদৃশ্য আছে। আলোক স্থাপক ফলক যদি বিমল না হয়, যদি অন্য পদার্থের প্রতিবিম্ব উহাতে প্রতিবিম্বিত থাকে, তাহা হইলে উহাতে কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতিবিম্ব যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। চিত্তক্ষেত্রও সেইরূপ বিমল না হইলে, কষায়িত বা অন্য পদার্থের প্রতিবিম্ব দ্বারা, বিজাতীয় সংস্কার দ্বারা রঞ্জিত থাকিলে, উহাতে কোন উপদেশ যথার্থভাবে গৃহীত হইতে পারে না। আপনার মুখ হইতে প্রার্থনাতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু কথা শুনিলেও, বেদ-ও-শাস্ত্র হইতে প্রার্থনা বিষয়ক অনেক উপদেশ পাইলেও, আমি যে অদ্যাপি প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সংশয় বিরহিত জ্ঞানলাভে সমর্থ হই নাই, আমার চিত্তের মলিনতাই তাহার কারণ, আমার চিত্ত এখনও বিজাতীয় সংস্কার দ্বারা রঞ্জিত আছে।

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, উপলব্ধিমাত্রেই চিত্রের উপলব্ধি, অতএব চিত্ত বিমল না হইলে, যথার্থ উপলব্ধি হইতে পারে না।

জিজ্ঞাসু—'উপলব্ধি মাত্রেই চিত্রের উপলব্ধি' এই কথার একটু বিশদ ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

উপলব্ধি মাত্রেই চিত্রের উপলব্ধি এই কথার বিশদ ব্যাখ্যা।

বক্তা—যদ্দ্বারা বা যাহাতে চিত হয়, সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মভাব সকল সম্মূর্চ্ছিত হয়, যদ্দ্বারা বা যাহাতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মভাব সকল সংগৃহীত (Collected) হয়, যদ্দ্বারা বা যাহাতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মভাবসকলকে একীভূত করিয়া লিখিত—অঙ্কিত—গ্রথিত করা হয়, যাহা চিত্তরমণ, বিস্ময়জনক, তাহা 'চিত্র,' 'চিত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে এই সকল অর্থ পাওয়া যায়। অমর সিংহ, আলেখ্য (A portrait, a picture, a painted resemblance) ও আশ্চর্য্য, 'চিত্র' শব্দের এই দ্বিবিধ অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থের চিত্রপ্রদীপ নামক প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, পটে যে প্রকার উত্তমাধমভাবে চিত্রিত পুত্তলিকাদি অবস্থান করে, আব্রহ্মস্তম্ব (গুল্ম, তৃণগুচ্ছ) পর্য্যন্ত সপ্রাণ, অপ্রাণ, চেতন, অচেতন সমুদায় পদার্থই সেই প্রকার উত্তমাধমভাবে পরব্রহ্ম চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানে অবস্থিত আছে ("ব্রহ্মাদ্যাঃস্তম্ব পর্য্যন্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি। উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ" ॥—পঞ্চদশী-চিত্রদীপ)। ভগবান যাস্ক বলিয়াছেন—"বিশুদ্ধসত্ত্বোপরি রাগ-দ্বেষাত্মক রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয় দ্বারা রঞ্জিত—আলেখ্যই জগৎ"। অতএব বলা যাইতে পারে, কি অন্তর্জগতের উপলব্ধির—অন্তঃসংজ্ঞার (Subject-consciousness), কি বহির্জগতের উপলব্ধির—বহিঃসংজ্ঞার (Object-consciousness) বিশুদ্ধ সত্ত্বোপরি রাগ-দ্বেষাত্মক রজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বয় দ্বারা রঞ্জিত, এইগুণদ্বয় দ্বারা চিত্রিত চিত্রের বা আলেখ্যেরই উপলব্ধি। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত তদ্‌গ্রাহ্য অর্থ সমূহের সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়ার অনুভূতিই, বাহ্যজগতের অনুভূতি (Object-consciousness)। চিত্ত কোন্ পদার্থ, আত্মার (Self-Ego) যথার্থ রূপ কি, বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের তত্ত্ব কি, এই সকল জিজ্ঞাসার যথাযথ-ভাবে বিনিবৃত্তি হইলে, তোমার বিশদরূপে উপলব্ধি হইবে, উপলব্ধি মাত্রেই চিত্রের উপলব্ধি। কোন বিষয়ের চিত্র যদি যথার্থভাবে চিত্তে প্রতিফলিত না হয়, তাহা হইলে, উহার যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় দোষ ও সংস্কার দোষ, এই দ্বিবিধ দোষ হইতে অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহ রোগ বা বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত দূষিত হইলে, উপলভ্যমান পদার্থ সকলের যথার্থরূপ চিত্তদর্পণে প্রতিফলিত হয় না। ইন্দ্রিয়গ্রামের

সহিত তাহাদের স্ব-স্বগ্রাহ্য বিষয় সমূহের সন্নিকর্ষ হইলে, যে যে রূপ অনুভূতি হয়, চিত্তে যেমন যেমন প্রতিবিম্ব পতিত হয়, চিত্ত যে যে আকারে আকারিত হয়, সেই সেই অনুভূতি বা প্রতিবিম্ব, সেই সেই চিত্র সূক্ষ্মভাবে চিত্তে বিদ্যমান থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের উপলব্ধির, অনুভূতি ও সংস্কার (Sensation and Ideas) এই দ্বিবিধ অবস্থা। * ইন্দ্রিয় বৈকল্য বা ইন্দ্রিয়ের অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন—শক্তিহীনতা বশতঃ দূষিত অনুভব সংস্কার দোষের হেতু। কার্য্যগুণ কারণগুণ পূর্ব্বক হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয় ও তদ্গ্রাহ্যবিষয়ের পরস্পর সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়ার সংবেদন (Sensation) যখন সংস্কারের কারণ, তখন প্রত্যক্ষে দোষ থাকিলে, সংস্কার দূষিত হইবেই, অতএব সিদ্ধান্ত হইল ইন্দ্রিয় দোষ ও সংস্কার দোষ মিথ্যাজ্ঞানের—অযথার্থ বা অসম্পূর্ণ উপলব্ধির কারণ।

জিজ্ঞাসু—প্রতীচ্য মনস্তত্বানুসন্ধানে নিরত পুরুষবৃন্দ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ জ্ঞানের স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া অনেকতঃ এইরূপ কথা বলিয়াছেন। হিস্লপ্ (Hyslop) তাঁহার মানস ক্রিয়াবিজ্ঞান (Mental Physiology) নামক গ্রন্থে পরামর্শ বা বিবেকের বিশুদ্ধির মাত্রার কারণ অবধারণে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, অসম্পূর্ণ সন্দর্শন (Imperfect observation), স্মৃতির বিকলাবস্থা (Defective condition of memory), শব্দের অযথা ব্যবহার এবং অযথা শব্দার্থগ্রহণ (Imperfect use and conception of words), চিত্তের ভাব বা বিকৃতি নিবন্ধন সংক্ষোভ—আবেগ (The presence of emotional disturbance), লৌকিক প্রত্যয় মূলক পারম্পরীয় কথা (Tradition—attending to the notions of others), চিত্তের অস্থিরতা (Instability of mental action), ঝটিতিসিদ্ধান্ত—ত্বরিতপরামর্শ (Rapidity of formation of judgment) ইহারা শুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জন পথের প্রতিবন্ধক।

বক্তা—হিস্লপের এই সকল কথা সারগর্ভ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা প্রস্তাবিত বিষয়ের বিশুদ্ধ ও পূর্ণ উপদেশ নহে। পরম্পরাগত জ্ঞান সর্ব্বত্র

---

* We have two classes of feelings; one, that which exists when the object of sense is present; another, that which exists after the object of sense has ceased to be present. The one class of feelings I call sensations; the other class of feelings I call ideas."—J. Mill's Analysis of Human mind. P. 52.

অবিশুদ্ধ জ্ঞানোৎপত্তির কারণ নহে, পরম্পরাগত বিশুদ্ধ জ্ঞানই বস্তুতঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানোৎপত্তির মূল কারণ। সুধীশ্রেষ্ঠ হার্শেল বলিয়াছেন, দর্শন ও পরীক্ষা (observation and experiment) হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে ও হইতেছে বটে, কিন্তু ইহা এক ব্যক্তির, এক বংশ বা এক জাতির প্রত্যক্ষের ফল নহে; ইহা সকল মানব জাতির, সর্ব্বকালের গ্রন্থলিখিত বা পুরুষ পরম্পরাগত প্রত্যক্ষ সমুদায়ের ফল। * হার্শেলের এই কথা হইতে সপ্রমাণ হয়, বিজ্ঞান (Science) তাঁহার মতে পারম্পর্য্য—উপদেশাত্মক, 'বিজ্ঞান' ইতিহাস (History)। হার্শেলের অন্তর্দর্শন (Introspection) ব্যাপকতর হইলে, তিনি নিশ্চয় স্বীকার করিতেন, নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানই সনাতন সত্য-জ্ঞানময় বেদ হইতে ব্রহ্মাদি ঋষি পরম্পরায় জগতে প্রচারিত হইয়াছে, মানুষের দর্শন ও পরীক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আত্মপ্রসূতি নহে। তর্ককেশরী উদয়নাচার্য্য স্বপ্রণীত আত্ম-তত্ত্ব বিবেক নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই আদি গুরু, (পতঞ্জলিদেবের উপদেশও ঠিক এইরূপ) বেদ তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত হয়েন। বিনা উপদেশে কখন পরীক্ষা (Experiment) হইতে পারে না। স্থূল প্রত্যক্ষ-বাদিগণ প্রকৃত আত্মজ্ঞানবিহীন, এই নিমিত্ত তাঁহারা জ্ঞানের মূল প্রসূতিকে দেখিতে পান না। বিশ্লেষাত্মক ও সংশ্লেষাত্মক (Analytic and Synthetic) এই উভয়বিধ বিবেকজ জ্ঞানেই যে, সহজ বা ঔৎপত্তিক জ্ঞানের কর্তৃত্ব আছে, তাহা তাঁহারা সাধারণতঃ বুঝিতে পারেন না। যাহা হোক্ পারম্পর্য্য উপদেশ মাত্রেই (Traditions-attending to the notions of others) যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক নহে, তাহা নিঃসন্দেহ, বিশুদ্ধ পারম্পর্য্য উপদেশই যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানোৎপত্তির একমাত্র কারণ, তাহা স্থির। যাক্ এ সকল কথা, উপলব্ধি মাত্রেই চিত্রের উপলব্ধি, এই কথার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের তত্ত্বনিরূপণ আবশ্যক হইবে, ভূত, শক্তি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা, ইত্যাদি পদার্থ সমূহের

---

* We have thus pointed out to us, as the great, and indeed only ultimate source of our knowlede of nature and its laws, Experience; by which we mean, not the experience of one man only or of one generation, but the accumulated experience of all mankind in all ages, registered in books or recorded by tradition."—Discourse on the study of Natural Philosophy, P. 76.

স্বরূপ নির্দ্ধারণের প্রয়োজন হইবে, এক কথায় নিখিল পদার্থের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ চিত্র নয়ন সম্মুখে স্থাপন করিতে হইবে, এই কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আমি তোমাকে এই সকল কথা বলিলাম। প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের তুমি যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছ, তাহা যে, ইহার অবিকল ছবি, তৎপ্রতিপাদনার্থ এবং তুমি কিরূপে প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক এই সম্পূর্ণ ছবি অঙ্কিত করিলে, তাহা জানিবার জন্য আমি যে সকল কথা বলিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার কি মনে হইতেছে ? তোমার কি মনে হইতেছে, আমি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতেছি, আমি প্রস্তাবিত বিষয় হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছি ?

জিজ্ঞাসু—আমার তাহা মনে হয় নাই, তবে আপনি কি উদ্দেশ্যে এখন এই সকল কথা বলিতেছেন, আমি তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিনাই, না পারিলেও, আপনি যে অতিমাত্র সারগর্ভ কথা বলিতেছেন, আমার তাহা বোধ হইতেছে।

বক্তা—প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের যে ছবি তুমি অঙ্কিত করিয়াছ, তাহা যে ইহার অবিকল ছবি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চিত্রকরগণ কোন চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া চিত্রখানি যেরূপে চিত্রিত করিবেন, অগ্রে মনে মনে তাহা ভাবিয়া স্থির করেন, পরে উপযুক্ত উপকরণ দ্বারা মানসপটে চিত্রিত চিত্রকে বহির্দ্দেশে অঙ্কিত করিয়া থাকেন। আলোক দ্বারা যখন কোন পদার্থের চিত্র অঙ্কিত করা হয়, তোমার মনে হইতে পারে, তখন এই প্রণালীতে চিত্র অঙ্কিত করা হয় না। আলোকের প্রতিবিম্বগ্রাহি-শক্তি আছে, আলোক যে পদার্থের উপরি পতিত হয়, তৎপদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। আমি জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তুমি প্রার্থনার কার্য্যকারিতার সম্পূর্ণ উপদেশের যে ছবি অঙ্কিত করিলে, তাহা আলোকাখ্যের—আলোক দ্বারা অঙ্কিত ছবির (Photo) সদৃশ, কিম্বা প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ চিত্রের স্বরূপ কিরূপ হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া, তুমি তোমার মানসপটে অঙ্কিত প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের ছবি বাহিরে প্রকটিত করিয়াছ ? এমন চিত্রকর আছেন, যাঁহারা কোন ব্যক্তির আকৃতির বর্ণন শ্রবণ পূর্ব্বক উহাঁর ছবি আঁকিতে পারেন, কোন দেবতার ধ্যান বলিয়া দিলে, ইহাঁরা ঠিক সেই ধ্যানের অনুরূপ চিত্র লিখিতে পারেন। বলিতে পার, তাদৃশ চিত্রকরগণ, কাহার কেবল আকৃতির বর্ণন শুনিয়া কিরূপে তাহার চিত্র আঁকিয়া থাকেন ? কোন দেবতার ধ্যান শ্রবণ পূর্ব্বক কিরূপে সেই দেবতারমূর্ত্তি লিখিতে সমর্থ হন্ ?

জিজ্ঞাসু—আলোকের যেমন বস্তুর প্রতিবিম্বগ্রাহিশক্তি আছে, চিত্তেরও সেই-রূপ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা গৃহীত পদার্থ প্রতিবিম্বের গ্রহণ যোগ্যতা আছে, চিত্তের এতাদৃশ শক্তি আছে বলিয়াই, আমরা ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহার ছবি আমাদের চিত্তে লগ্ন হইয়া থাকে। যে কারণে বাহ্ আলোক প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে, যে কারণে তড়িৎ বা সৌদামিনী শক্তির প্রতিবিম্বোদগ্রাহিতা আছে, আমাদের চিত্ত ও সেই কারণে ইন্দ্রিয়গণের সহিত উহাদের স্ব-স্ব বিষয় সমূহের সন্নিকর্ষজনিত ক্রিয়ার প্রতিবিম্ব (Photo) গ্রহণ করিয়া থাকে। জড়-বিজ্ঞান প্রতিক্রিয়াতত্ত্বের (বিভিন্ন বস্তুজাতের অন্যোন্য—পরস্পরের প্রতি পর-স্পরের) ক্রিয়া (Mutual or reciprocal action of different things upon one another) স্থূল রূপাভিব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহার সূক্ষ্ম বা ব্যাপকরূপকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই, দৃশ্যমান জড়জগৎই প্রতিক্রিয়ার ব্যবহার ভূমি নহে। মনুষ্য কায়, মনঃ ও বাক্য দ্বারা যে সমুদায় কর্ম্মকরে, বিশ্বজগতে তাহাদের প্রতিক্রিয়া হয়। যে শব্দ আমি এখন উচ্চারণ করিলাম, স্থূল দৃষ্টিতে তাহা তৎক্ষণে বিলীন হইয়া গেল বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা বিশ্বজগতে প্রতিক্রিয়া করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, স্থূল সূক্ষ্মভূতে, প্রকৃতিগ্রন্থের পত্রে পত্রে, তাহার সংস্কার (Impression) লগ্ন হইতেছে। এই সংস্কার জলে বিধৌত হয় না, অগ্নিতে ভস্মীভূত হয় না, প্রভঞ্জনের তীব্র আঘাতে ইহা বিচলিত হয়না। * বায়ু একটী প্রকাণ্ড গ্রন্থ সংগ্রহ, মনুষ্য স্পষ্টস্বরে যখন যাহা যাহা কিছু বলিয়াছে, রমণীগণের কোমল কণ্ঠ হইতে নীচস্বরে কর্ণে কর্ণে যখন যাহা কিছু স্ফুরিত হইয়াছে, তৎসমুদায় ইহাতে লিখিত আছে ("The air is one vast library, on whose pages are forever written, all that man has ever said or woman whispered"—The Religion of Geology)। জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য, কোন বস্তুর একেবারে ধ্বংস হয় না, ইহা যদি সত্য হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে, নিখিল বিদ্যা, অখিল শিল্প ও কলা বাগ্‌রূপ বুদ্ধিতে নিবদ্ধ আছে, বাগ্‌-রূপ বুদ্ধিতে সূক্ষ্মভাবে, প্রতিভা বা সংস্কাররূপে অবস্থান করে। প্রার্থনায়

* "Our words, our actions, and our thaught, make an indelible impression on the Universe"—The Religion of Geology. P. 252

কার্য্য কারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের যে ছবি তুমি অঙ্কিত করিয়াছ, তাহা তুমি তোমার জন্মান্তরের ও বর্ত্তমান জন্মের প্রতিভানুসারেই তোমার বাগ্‌রূপ বুদ্ধিতে সূক্ষ্ম ভাবে বিদ্যমান সংস্কার বশতই করিয়াছ, তোমার বাগ্‌রূপ বুদ্ধিতে নিবদ্ধ, মানস পটে চিত্রিত প্রার্থনায় কার্য্য কারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের চিত্রকেই তুমি বৈখরী শব্দ দ্বারা বাহিরে প্রতিফলিত করিয়াছ। তোমার বাগ্‌রূপ বুদ্ধি বা প্রতিভাতে যদি এইরূপ চিত্র নিবদ্ধ না থাকিত তাহা হইলে, তুমি কখন প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের এইরূপ অবিকল চিত্র আঁকিতে পারিতে না। প্রার্থনার কার্য্য কারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের তোমা কর্ত্তৃক কল্পিত ছবির বর্ণন শুনিলে, অনেকেই যে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না, তোমাকে অনেকেই যে উদ্‌ভ্রান্ত জ্ঞানে উপেক্ষা করিবেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাঁহাদের চিত্তমুকুরে সূক্ষ্মভাবে যে ছবি বিদ্যমান থাকে না, তাঁহারা কখন সে ছবি বাহিরে প্রকটিত করিতে সমর্থ হন না, তাঁহারা কখন সে ছবিকে সত্যের প্রতিকৃতি বলিয়া আদর করিতে পারেন না। আমার মুখ হইতে প্রার্থনাতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি যে প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের এইরূপ অবিকল ছবি আঁকিতে পারিয়াছ, কেবল আমার উপদেশ শ্রবণ তাহার কারণ নহে। আমার উপদেশ শ্রবণ যদি তাহার একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে, যাঁহারা আমার প্রার্থনা বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহারাই তোমার ন্যায় প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের এই প্রকার অবিকল ছবি আঁকিতে পারিতেন, বা পারিবেন। আমি যে নিমিত্ত যে সকল কথা বলিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা তোমাকে জানাইলাম, উপলব্ধিমাত্রেই যে চিত্রের উপলব্ধি যথা প্রয়োজন তাহা বুঝান হইল। সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, আশা করি তাহা হইতে তুমি বুঝিতে পারিবে, জীবের জ্ঞান, বিশ্বাস রুচি ইত্যাদি সমস্তই প্রতিভামূলক। এখন প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের তুমি যাদৃশ চিত্রকে বৈখরী শব্দ দ্বারা প্রকটিত করিয়াছ, আমি যে নিমিত্ত তাহাকে প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের অবিকল ছবি বলিতেছি, তাহা বলিতে পার কি ?

জিজ্ঞাসু—আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিতে পারি ?

বক্তা—তুমি এ সম্বন্ধে যাহা বলিতে পার তাহা বল।

প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের
জিজ্ঞাসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রকে যে নিমিত্ত উহার
অবিকল ছবি বলা হইতেছে।

জিজ্ঞাসু—লৌকিক প্রত্যয় মূলক পারম্পরীয় কথা সমূহকে (Traditions-attending to the notions of others) হিস্লপ্ (Hyslop) যে বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জন পথের প্রতিবন্ধক রূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, সার্ব্বভৌম সত্য না হইলেও, তাহা একেবারে মিথ্যা নহে। বিশুদ্ধ পারম্পর্য্যোপদেশ যেমন বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জন পথের উপকারক, ভ্রমাত্মক বা অসম্পূর্ণ পারম্পর্য্যোপদেশ যে তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জন পথের অহিতকর, বাধাপ্রদ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, প্রার্থনার আপনি যে রূপ দেখাইতেছেন, প্রার্থনা বিষয়ক সাধারণ পারম্পর্য্যোপদেশ, প্রার্থনার সে রূপ দেখিবার সাহায্য করা ত দূরের, প্রার্থনার সে রূপ যে বিজ্ঞানবিদ্‌গণের কল্পনাপ্রসূত অসদ্রূপ, ইহা তাহা বুঝাইবারই চেষ্টা করে। এখন প্রায়শঃ সর্ব্বত্র জড়বিজ্ঞানেরই বিজয় ঘোষ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, ঈশ্বরের কথা এখন অল্প লোকের মুখ হইতে শুনিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত আস্তিকতা অবসর বুঝিয়া জন হৃদয় হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতেছে, প্রতীচ্য দর্শন ও বিজ্ঞানরাজ্যে অধুনা নবীন ক্রমবিকাশবাদেরই (Modern Evolution theory) সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা লক্ষিত হইতেছে, অতএব এ দুর্দ্দিনে প্রার্থনা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আস্থাবস্থা, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মই প্রার্থনামূলক, প্রার্থনা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অভাব মোচন হয়, বিধি পূর্ব্বক প্রার্থনা দ্বারা সর্ব্ব দুঃখ নিবারিত হয়, আপনার এই সকল কথা শুনিবার, ইহাদের মধ্যে কোন সার আছে কি না, তাহা ভাবিবার লোক আছেন কিনা, সন্দেহ, যদি থাকেন, তবে তাঁহাদের সংখ্যা যে অত্যল্প তাহা মানিতেই হইবে। তাহার পর যে ক্রমবিকাশবাদের এক্ষণে সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব, আপনি বলিয়াছেন, সেই ক্রমবিকাশবাদ প্রার্থনাতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন। আপনাকেই বর্ত্তমান সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিতে হইয়াছে "আপনারা কি প্রার্থনার কার্য্যকারিতা আছে, ইহা স্বীকার করেন? আপনারা কি প্রার্থনাতত্ত্বেরই ব্যাখ্যা করেন? কোন নবীন ক্রমবিকাশবাদীকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে, আমি অপমানিত হইলাম, তিনি ইহাই মনে করিবেন এইরূপ প্রশ্নকারীর উপরি বিরক্ত হইবেন"। আমি এই নিমিত্ত বলিতেছি ইদানীন্তন পারম্পরীয় কথা সমূহ সাধারণতঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জন পথের অন্তরায়

হয়, এইকথা একেবারে মিথ্যা নহে। প্রার্থনা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের আদ্যাবস্থা, বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মই প্রার্থনামূলক, ভাল বুঝিতে না পারিলেও, আপনার এই কথা আমার ভাল লাগিয়াছে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক-গণ কর্ত্তৃক সমাদৃত নবীন ক্রমবিকাশবাদ জগতের অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমনের এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমনের যে কারণ দেখাইয়া থাকেন, আমার বুদ্ধিতে সে কারণ অবিকল বলিয়া বোধ হয় না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) জীবসঙ্ঘের ক্রমোন্নতির হেতু, আমি এই মতকে সর্ব্বথা নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই। 'প্রার্থনা' শব্দের আপনি যে অর্থ বলিয়াছেন আমার বিশ্বাস হইয়াছে, 'প্রার্থনা' শব্দের সেই অর্থগর্ভে ক্রমোন্নতির রূপ বিদ্যমান আছে, কর্ম্মই উন্নতির কারণ, কর্ম্মই অবনতির হেতু এই শাস্ত্রোপদেশ যে সারবান্, আমার তাহা বিশ্বাস হইয়াছে, কর্ম্মবৈচিত্র্যই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের হেতু, এই কথা আমার কাছে যুক্তি যুক্ত বলিয়াই বোধ হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণাম, জীবের কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে, এই কথার মূল্য নবীন ক্রমবিকাশবাদিগণের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural selection) সিদ্ধান্ত হইতে অনেক অধিক বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে। দেশ যে সাগরে, সাগর যে দেশে পরিণত হয়, জনপদধ্বংসকর, বহুপ্রকার হৃদয় প্রকম্পক প্রমারক রোগের প্রাদুর্ভাব, লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূকম্প, জলপ্লাবন, রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রভঞ্জনের ভীষণ অনর্থকরী বিবিধ লীলা ইত্যাদি দৈবী ব্যাপদ্ যে জীবের কর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে, সুখ-দুঃখ চক্রের যে পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন হয়, কর্ম্মই যে তাহার কারণ, এই সিদ্ধান্তকেই আমি সংসিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিয়াছি। অন্যকে বুঝাইতে না পারিলেও, বেদ ও শাস্ত্রোপদেশ সমূহ যে সত্যভূমিক, অতি-মাত্র সারবান্, আমার তাহাই স্থির বিশ্বাস। প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের স্বরূপ কি, যথাশক্তি স্থির চিত্ত হইয়া, তাহা-ধ্যান করিয়াছি, প্রতীতি হইয়াছে, প্রার্থনা যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক এই দ্বিবিধ কর্ম্মের আদ্যাবস্থা হয়, কর্ম্মই যদি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়ের, বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার পরিণামের কারণ হয়, তাহা হইলে, স্বীকার করিতেই হইবে জগতের অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় গমন জীবসঙ্ঘের প্রার্থনা মূলক, প্রার্থনা বৈচিত্র্যই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ, দেশ যে সাগরে, সাগর যে দেশে পরিণত হয়, সুখ-দুঃখ চক্র যে পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তন করে, উন্নতির পর অবনতি, বৃদ্ধির পর অপায়, যে প্রাকৃতিক নিয়ম হইয়াছে, প্রকৃতি বা সর্ব্বকর্ম্ম-

ফলপ্রদ, সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী ঈশ্বরের সমীপে জীবের প্রার্থনাই তাহার কারণ। প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের স্বরূপ চিন্তা করিয়া যে নিমিত্ত আমার চিত্তে ইহার এইরূপ চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, আমি যথাজ্ঞান তাহা নিবেদন করিলাম। তথাপি বলিতেছি, আমার মনে অদ্যাপি এ সম্বন্ধে আধুনিক ক্রমবিকাশবাদীদিগের স্ব-স্ব উৎপ্রেক্ষামূলক নানাবিধ কথা শ্রবণ করিয়া বহু প্রশ্ন উদিত হয়, জিজ্ঞাসা হয়, কেহ কি নিজ দুঃখ, নিজ বিপদ্ প্রার্থনা করে? আমি তাই বলিয়াছি অবনত হইবার নিমিত্ত, দুঃখ পাইবার জন্য কেহ কি প্রার্থনা করে?

বক্তা।—তোমার সারগর্ভ কথা সকল শ্রবণ করিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশের তুমি যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছ, আমি যে নিমিত্ত সেই চিত্রকে প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক উপদেশের সম্পূর্ণ চিত্র বলিয়া মনে করিয়াছি, যে নিমিত্ত আমি তোমাকে উপলব্ধিমাত্রেই চিত্রের উপলব্ধি, আলোক দ্বারা অঙ্কিত চিত্রের স্বরূপ, মনুষ্য, কায়, মনঃ ও বাক্য দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করে, বিশ্বজগতে তাহাদের প্রতিক্রিয়া হয়, নিখিল বিদ্যা, অখিল শিল্প ও কলা বাগ্‌রূপ বুদ্ধিতে নিবদ্ধ আছে ইত্যাদি কথা শুনাইয়াছি, তাহা বলিতেছি, তুমি আমাব কথা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

[আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রণেতা শ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত]

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

নমো গণেশায়।

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

প্রতিভাতত্ত্ব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

নবীন ক্রমবিকাশবাদের উদয় হইবার পর হইতে পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কোবিদগণের মধ্যে অনেকেই এই বাদের পক্ষপাতী হইয়াছেন, ফলত,

শক্তি, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এক কথায় সর্ব্বপদার্থ বা সকল বিষয়ই অধুনা ক্রমবিকাশবাদের (Evolution theory) দৃষ্টি দ্বারা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যে ক্রমবিকাশবাদ এখন পূর্ব্ববর্ত্তী বাদসমূহকে অভিভূত করিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী বাদসমূহের অসম্পূর্ণত্ব ও ভ্রান্তত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিতেছে, সেই ক্রমবিকাশবাদ সম্বন্ধেও বহু মতভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে, ক্রমবিকাশ-বাদীরাও পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। 'এভোলিউশন্' (Evolution) শব্দের মূল অর্থ অভিব্যক্তি (The act of unfolding or unrolling)। সূক্ষ্ম বা বীজভাবে বিদ্যমান—কারণাত্মাতে অবস্থিত বস্তুর ক্রমবিকাশ ব্যাপার বুঝাইতেই পূর্ব্বে এভোলিউশন্ (Evolution) শব্দের ব্যবহার করা হইত, কিন্তু আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ (পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগ এবং ভৌতিক শক্তির রূপান্তর প্রাপ্তিকেই যে বাদ সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের কারণ রূপে অবধারণ করিতেছেন) সূক্ষ্ম বা বীজভাবে বিদ্যমান বস্তুজাতের বিকাশ, এভোলিউশন্ শব্দের এইরূপ অর্থগ্রহণ আবশ্যক মনে করেন না, যাহা অভিব্যক্ত হয়, তাহাই যে সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান করে, আধুনিক এভোলিউশন্ বাদ এবম্প্রকার মত পোষণের কোন কারণ দেখিতে পান না। এভোলিউশন শব্দটী ইদানীং উন্নতির (Progress) পর্য্যায়রূপেই ব্যবহৃত হইতেছে, অধস্তন অবস্থা হইতে উর্দ্ধে গমনই 'এভোলিউশন্' শব্দের আধুনিক ব্যবহারিক অর্থ। *

* "It is clear by this definition that we can not now press the etymological force of the word. Evolution has no doubt often been conceived as an unfolding of something already contained in the original, and this view is still commonly applied to organic evolution both the individual of the species. It will be found that metaphysical systems of evolution imply this idea of an unfolding of something exsisting in germ or at least potentially in the antecedent. On the other hand, the modern doctrine of evolution with its ideas of elements which combine and of causation as tranformation of energy, does not necessarily imply this notion * * * Evolution is thus almost synonymous with progress" * * *—Encyclopædia Britanica 9th Edition.

ক্রমবিকাশবাদী হেলম্ হোলজ্ বলিয়াছেন, চৈতন্য নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক নিয়মের অন্ধচেষ্টা দ্বারা শারীর যন্ত্র সমূহের কিরূপে যথাযোগ্য সংবিধান হইতে পারে, ডারুবিনের সিদ্ধান্ত তাহা দেখাইয়াছে। ডাক্তার বীল বলিয়াছেন, 'শরীর বিধান সমূহের, আত্মোৎপত্তি পদ্ধতি অপিচ বৈধানিক পরিবর্ত্তন রীতি, ডারুবিনের সিদ্ধান্তের যাহাই প্রধান অভিধেয়, তাহা যে অদ্যাপি অজ্ঞাত আছে, এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত কোন নিয়মানুসারে তাহা যে ব্যাখ্যেয় নহে, হেলম্ হোলজ্ উক্ত বিধ মত প্রকাশকালে, বোধ হয় তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। † হক্‌সলী, ডারুবিন্, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি ধীমান্ ক্রমবিকাশবাদীরা কোন বিষয়ে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়না, ইঁহারা একবার একরূপ, অন্যবার অন্যরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসু—আমার এই নিমিত্ত মতভেদের কারণ কি, তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হয়, আপনি বলিয়াছেন মতভেদ স্ব-স্ব প্রতিভামূলক, অতএব 'প্রতিভা' কোন্ পদার্থ, তাহা প্রথমে জানিতে হইবে।

বক্তা—মতভেদের কারণ জানিতে হইলে, প্রথমে প্রতিভা পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ যে অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য, 'ইহা এইরূপ' সকলেই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, প্রতিভাই জ্ঞান, বিশ্বাস, ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতির নিয়ন্ত্রী, প্রতিভা দ্বারাই জাতি ও ব্যক্তিগত জ্ঞান-বিশ্বাসাদি ব্যবস্থাপিত হয়।

জিজ্ঞাসু—'প্রতিভা' বলিতে আপনি যৎপদার্থকে লক্ষ্য করিতেছেন, যে প্রতিভাকে আপনি জ্ঞান-বিশ্বাস, ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতির নিয়ন্ত্রী বলিতেছেন, সেই প্রতিভাপদার্থের স্বরূপ প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সুধীবর্গের নেত্রে

---

† "Helmholtz declares that Darwin's theory shows how the adaptation of structure in organisms may be effected without any interference of intelligence, by the blind operation of a natural law; but this observer seems to forget that the mode of origin of structures as well as of the variation in structure which forms a cardinal point in Mr. Darwin's theory, is unknown, and is inexplicable according to any law yet disovered"—Protoplasm; or Matter and life—by L. S. Beale M. B. P. 329.

যথাযথভাবে পতিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মত ভেদের কারণ কি, প্রতীচ্য কোবিদকুলকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, কোনরূপ সদুত্তর পাওয়া যায় কি ?

বক্তা—যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বর্ত্তমান জন্মে অনুবর্ত্তন করে, এই সত্যকে যাঁহারা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহারা প্রতিভা পদার্থের স্বরূপ পূর্ণভাবে দেখিতে পাইবেন কিরূপে ? যাহা হোক্ বর্ত্তমান জন্মই যাঁহাদের মতে আদ্য ও অন্ত্য জন্ম, তাঁহাদিগকেও আন্তর-শক্তির অস্তিত্ব সংস্কার বা বাসনার সত্তা অঙ্গীকার করিতে হয়, সংস্কার বা বাসনার সত্তা অঙ্গীকার না করিলে, ব্যক্তিভেদে রুচিভেদের, ব্যক্তিভেদে প্রকৃতিভেদের, ব্যক্তিভেদে মতভেদের কারণ কি, এই সকল প্রশ্নের কোনরূপ সমাধান হয় না। সংস্কার বা বাসনার অস্তিত্ব যে সকলকেই স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রিচ্মণ্ড (Richmond) নামক একজন বিজ্ঞানকুশল সূক্ষ্মদর্শী আমেরিকান্ বলিয়াছেন—'লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, বাসনা বা সংস্কার তত্ত্ব অঙ্গীকার না করিলে, কতিপয় মূলপদার্থের সংযোগ-বিভাগ ও স্পন্দন তারতম্য নিবন্ধন যাবতীয় উচ্চাবচ পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে, এ তথ্য কিরূপে'উপপন্ন হইবে ? * যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, ইদানীন্তন (বর্ত্তমান জন্মের) অভ্যাসই ব্যক্তিগত ভিন্ন, ভিন্ন সংস্কার বা বাসনার হেতু। অতএব পূর্ব্বজন্মের সংস্কার স্বীকার না করিলেও, প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকদিগকে বর্ত্তমান জন্মের সংস্কার স্বীকার করিতে হয়।

জিজ্ঞাসু—প্রতিভা পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান যে কিরূপ প্রয়োজনীয়, আপনার কথা শুনিয়া এখন তাহা আমার স্পষ্টতর ভাবে উপলব্ধি হইতেছে। অতএব কৃপা পূর্ব্বক 'প্রতিভা' সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। প্রতিভার স্বরূপ কি তাহা দেখাইয়া দিন।

বক্তা—প্রতিভার স্বরূপ পূর্ণভাবে দর্শন করিতে পারিলে, তোমার অনুভব হইবে, প্রতিভা ভেদই মতভেদের কারণ, প্রাণিমাত্রেই স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয় করে, স্ব-স্ব প্রতিভাকেই সকলে প্রমাণরূপে দেখিয়া থাকে, ইহা এইরূপ বা এইরূপ নহে, পশু,পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেই

---

* "This shows that just as the soul or astral in man is what makes the man, so the astral is an inorganic compound is what gives character to the compound."—Religion of the stars P. 99.

স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে তাহা অবধারণ করে, অনাদি প্রতিভা বশতই প্রত্যেক প্রাণীর আহারাদি ক্রিয়া নিয়ত হইয়া থাকে, প্রতিভার স্বরূপ যথাযথভাবে পরিদৃষ্ট হইলে, তোমার উপলব্ধি হইবে, আগম, শব্দ বা বেদই প্রতিভার মূল, ভাবনানুগত আগম বা বেদ হইতেই প্রতিভার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বেদই সর্ব্ব-বিদ্যার আকর, বৈজ্ঞানিকেরা বেদের প্রসাদেই বিজ্ঞানের দর্শন পাইয়াছেন, দার্শনিকেরা বেদের কৃপাতেই পদার্থদর্শনের দর্শন লাভ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রাণীর সত্ত্বানুরূপ (বিশিষ্ট সংস্কার যুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ) শ্রদ্ধা হইয়া থাকে। জীব শ্রদ্ধাময়, অর্থাৎ যে জীবের যাদৃশী শ্রদ্ধা, সে তদ্রূপই হইয়া থাকে ("সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥"—গীতা ১৭।৩)। গীতার এই অমূল্যোপদেশের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে হইলে, প্রতিভাতত্ত্বের সম্যগ্‌দর্শন অত্যাবশ্যক। ব্যক্তিভেদে মতভেদের কারণ কি, ভগবান্ এই একটী শ্লোক দ্বারা স্পষ্টভাবে তাহা বুঝাইয়াছেন। 'যাহার যাদৃশ শ্রদ্ধা, সে তাদৃশ হইয়া থাকে', এই বাক্য কত সারবান্, ইহার গর্ভে কত সত্য নিহিত আছে, তাহা জানিবার চেষ্টা কর। এক অর্থকে ইন্দ্রিয়গণ দোষবশতঃ যে প্রকার নানারূপে অবভাসিত করে, ইন্দ্রিয়দোষ নিবন্ধন যে প্রকার অর্থের যথার্থ উপলব্ধি হয় না, সেই প্রকার নিয়ত বিবিধ বাসনাবাসিত চিত্তের কখন অব্যভিচারিণী পদার্থোপলব্ধি হয় না, নিয়ত বিবিধ বাসনা-বাসিত চিত্তের পদার্থ প্রতীতি অনেকধা হওয়াই প্রাকৃতিক। এক পুরুষ যখন বৌদ্ধ দর্শন সংস্কৃত মতি হয়েন, তখন যে পদার্থকে তিনি যেভাবে দেখিয়া থাকেন, কালান্তরে বৈশেষিক দর্শন শ্রবণানন্তর, বৈশেষিক দর্শন সংস্কৃত মতি হইলে, তিনিই আবার তৎপদার্থকে অন্যভাবে দেখিয়া থাকেন। মাধ্যমিকাদি চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গুরু এক বুদ্ধ মুনি, কিন্তু শিষ্যগণ পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াছেন। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ সর্ব্বশূন্যত্ববাদী (Nihilists—Absolute Idealists), যোগাচার বৌদ্ধদিগের (Subjective Idealists) মতে বাহ্যবস্তুমাত্রেই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞান স্কন্ধই (Ideas) একমাত্র তত্ত্ব, গ্রাহ্য ও গ্রাহক, বিষয় ও বিষয়ী, বিজ্ঞেয় ও বিজ্ঞান (Subject and object) স্বরূপতঃ অভিন্নপদার্থ; বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণ বাহ্যার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, ইহাদের মধ্যে বাহ্যার্থও সৎ। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণ বলেন বাহ্যার্থ অনুমেয় (Inferential)। শিষ্যদিগের প্রতিভা-ভেদানুসারে মতভেদ হওয়া বিচিত্র নহে। যে শিষ্যের যেরূপ প্রতিভা যাদৃশী-

শ্রদ্ধা, যে প্রকার উপদেশ গ্রহণের সামর্থ্য, যাদৃশপ্রয়োজন, গুরু মুখ হইতে বিনির্গত উপদেশ তিনি সেইরূপেই ত গ্রহণ করিবেন। অতএব অদৃষ্ট তত্ত্ব পুরুষের (যে পুরুষের তত্ত্বদর্শন হয় নাই, তৎপুরুষের) দর্শন অনবস্থিত হওয়াই প্রাকৃতিক। হক্সলী, ডারুবিন্, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি চিন্তাশীল সুধীগণও যে স্ব-স্ব মতে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হন নাই, পূর্ণভাবে তত্ত্বদর্শন না হওয়াই তাহার কারণ।

জিজ্ঞাসু—ঋষিদিগকে যদি তত্ত্বদর্শী বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, প্রশ্ন হইবে, তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের মধ্যে অদৃষ্টতত্ত্ব পুরুষদিগের ন্যায় মতভেদ আছে কেন?

বক্তা—পরে এ প্রশ্নের উত্তর দিব।

জিজ্ঞাসু—ম্যাক্কশ 'ইন্টুইশন্' (Intuitions) নামক পদার্থের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে মনে হয়, ম্যাক্কশ 'ইন্টুইশন্' বলিতে প্রতিভা পদার্থকেই যেন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাসাদি যে 'ইন্টুইশন' দ্বারা নিয়ামিত হয়, ব্যবস্থাপিত হয়, ম্যাক্কশ তাহা স্বীকার করিয়াছেন।*

বক্তা—'প্রতিভা' ও প্রতীচ্য দার্শনিকদিগের 'ইনটুইশন্' নামক পদার্থ সর্ব্বথা একরূপ নহে, প্রতিভা পদার্থের স্বরূপ দর্শন হইলে, তুমি স্বয়ং বুঝিতে পারিবে 'প্রতিভা' ও 'ইন্টুইশন' সর্ব্বথা একরূপ নহে, আমি কেন এইরূপ কথা বলিলাম। 'প্রতিভা' কোন্ পদার্থ, তাহা শ্রবণ কর। প্রতিভাতত্ত্বের প্রয়োজন কি, যাহা শুনিলে, তাহা হইতে তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—প্রতিভা সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহা শুনিয়া উপলব্ধি হইয়াছে, যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যাঁহারা ঐহিক-পারত্রিক যথার্থ আত্মকল্যাণ প্রার্থী, যাঁহারা মুমুক্ষু, প্রতিভার তত্ত্বজ্ঞান তাঁহাদের একান্ত প্রয়োজনীয়, প্রতিভাতত্ত্বের স্বরূপ দর্শন হইলে, মানুষের কৃতকৃত্য হইবার রাজমার্গ নয়নে পতিত হইবে। মতভেদের কারণ অবগত হইলে, সত্যের রূপ দেখিবার পথ সুপরিষ্কৃত হইবে, ভ্রান্তির উৎপত্তি কেন হয়, তাহা বুদ্ধিগোচর হইবে।

---

* "I am to labour to show, in coming sections, that there are intuitive principles in the mind regulating cognitions, beliefs, and judgments, whether intellectual or moral"—The Intuitions of the mind P. 18

বক্তা—এখন প্রতিভাতত্ত্বের অভিধেয় সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হইয়াছে, পূর্ণভাবে প্রতিভার তত্ত্বান্বেষণ করিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ের তত্ত্বদর্শন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া তোমার মনে হইতেছে তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—'প্রতিভা' সম্বন্ধে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মনে হইতেছে, প্রতিভার স্বরূপ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বাহ্যজগৎ ও আন্তরজগৎ এই দ্বিবিধ জগতেরই স্বরূপ দর্শন আবশ্যক হইবে। জ্ঞানের তত্ত্বদর্শন না হইলে, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ও জ্ঞান করণ এই ত্রিবিধ পদার্থের স্বরূপাবলোকন না হইলে, প্রতিভার পূর্ণরূপ বুদ্ধিদর্পণে প্রতিভাত হইতে পারে না। আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি চৈতন্য-প্রতিসংক্রান্তা, অনাদি বাসনা-বাসিতা বুদ্ধি বা আন্তরশক্তিই প্রতিভা পদার্থ. আগমই (শব্দ বা বেদই) প্রতিভার মূল, শব্দ বা বেদই বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়হেতু, নিখিল অর্থই সূক্ষ্মভাবে শব্দাধিষ্ঠিত। অতএব প্রতিভার পূর্ণরূপ দর্শন করিতে হইলে, বেদের স্বরূপ দেখিতেই হইবে।

বক্তা—তুমি যাহা বলিলে, তাহা যথার্থ, প্রতিভার স্বরূপ পূর্ণভাবে দেখিতে হইলে, বাহ্যজগৎ ও আন্তরজগৎ এই দ্বিবিধ জগতের স্বরূপ দর্শন আবশ্যক হইবে। বেদ বা শব্দই প্রতিভার মূল, অতএব প্রতিভার স্বরূপ দর্শন বেদ বা শব্দের স্বরূপদর্শনাধীন। যাহা হোক্ যথা সম্ভব সংক্ষেপে প্রতিভার তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

জিজ্ঞাসু—আপনি বলিয়াছেন, বেদ হইতেই সর্ব্ববিদ্যার, নিখিল শিল্প ও কলার আবির্ভাব হইয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বেদের প্রসাদেই বিজ্ঞানের রূপ দেখিয়াছেন, দেখিতেছেন, দাশনিকগণ বেদের প্রসাদেই পদার্থদর্শনের দর্শন পাইয়াছেন, আশাকরি প্রতিভাতত্ত্বের স্বরূপ প্রদর্শন কালে এই সকল কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা বুঝাইয়া দিবেন।

বক্তা—প্রতিভার স্বরূপ দেখিতে হইলে, যে সকল পদার্থের স্বরূপ দর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য, যে সকল পদার্থের স্বরূপ দর্শন ব্যতিরেকে প্রতিভার রূপ পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইবে না, সেই সকল পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেই হইবে। 'চৈতন্য-প্রতি সংক্রান্তা, অনাদি বাসনা-বাসিতা বুদ্ধি বা আন্তর শক্তিই প্রতিভাশব্দবাচ্য অর্থ' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ, বর্ত্তমান কালের সাধারণ প্রতিভাতে অসম্ভব বলিলে, মিথ্যা উক্তি হইবে না। বেদ হইতে (যাহা প্রাচীনকালের অসভ্যাবস্থার কবিতা বোধে আদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া থাকে সেই বেদ হইতে) বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে,

বেদ বা শব্দই প্রতিভার মূল, এই সকল কথার কোন অর্থ (Sense) আছে, আজকাল, তাহা স্বীকার করান অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ব্যাপার, সন্দেহ নাই। অতএব এ দুর্দ্দিনে প্রতিভাতত্ত্বের শ্রবণাধিকারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্পই হইবে, প্রতিভাতত্ত্বের শ্রবণ, অল্প ব্যক্তিরই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইবে, অল্প ব্যক্তিই ইহা শুনিতে ইচ্ছুক হইবেন।

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রণেতা শ্রীমৎ শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

নমোগণেশায়ঃ।

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

উপাসনাতত্ত্ব।

উপাসনা বিষয়ক সাধারণ কথা।

বক্তা— শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল

ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ্ (Ex-Munsif)

জিজ্ঞাসু—উপাসনা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করুন, 'উপাসনা' সম্বন্ধে বহু কথা শুনিবার প্রয়োজন হইয়াছে, বহু প্রশ্ন মনে উঠিয়াছে।

বক্তা—'উপাসনা' সম্বন্ধে কি কি জিজ্ঞাসা হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—'উপাসনা' শব্দের মূল অর্থ কি? উপাসনার প্রয়োজন কি? এতদ্বারা কি লাভ হইয়া থাকে? উপাসনা ও উপাস্য সম্বন্ধে আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ মত প্রচলিত আছে, বৈদিক, তান্ত্রিক, পৌরাণিক, মিশ্র প্রভৃতি বিবিধ উপাসনা পদ্ধতির নাম শুনিয়াছি, সোপাধিক, নিরুপাধিক, সগুণ,

নির্গুণ, সাকার, নিরাকার, শ্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক উপাস্য পদার্থ সম্বন্ধেও এইরূপ বিবিধ মতের কথা জ্ঞানগোচর হইয়াছে, জিজ্ঞাসা হইয়াছে, বৈদিকাদি উপাসনা পদ্ধতি সমূহ কি, বস্তুতঃ বিভিন্ন? জানিতে ইচ্ছা হইয়াছে, উপাস্য সম্বন্ধে নিরুপাধিকাদি বিবিধ মতভেদ হইবার কারণ কি? সাধন মার্গ সম্বন্ধে শ্রুতি ও শাস্ত্র হইতে একরূপ উপদেশ পাওয়া যায় না। জ্ঞান, কর্ম্ম, ও ভক্তি এই ত্রিবিধ সাধন মার্গ সম্বন্ধে বিবিধ মত আছে। বেদ, কর্ম্ম ও জ্ঞান পুরুষার্থসাধন এই দ্বিবিধ মার্গেরই উপদেশ করিয়াছেন। ঐতরেয় আরণ্যক পাঠ পূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, যাঁহারা পরম পুরুষার্থকামী—পরমপুরুষার্থ-সাধনেচ্ছু, তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মজ্ঞান সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য, তাঁহারা এই উভয়বিধ বৈদিকমার্গ কদাচ অতিক্রম করিবেন না ("এষ পন্থা, এতৎ কর্ম্মৈতদ্ ব্রহ্মৈতৎ সত্যং তস্মান্ন প্রমাদ্যেত্তন্নাতীয়াৎ।"—ঐতরেয় আরণ্যক)। বেদ ও দর্শন শাস্ত্র হইতে কর্ম্ম ও জ্ঞান এই দ্বিবিধ সাধনমার্গের সন্ধান পাইয়াছি, অনেকে বলেন, বেদ ও দর্শন শাস্ত্র ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ প্রদান করেন নাই, এমনকি বেদে ও দর্শনে 'ভক্তি' শব্দের ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায় না, পুরাণই ভক্তিমার্গের উপদেষ্টা, কিন্তু ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদে ভক্তি যোগের বিশেষতঃ প্রশংসা আছে। ত্রিপাদ্বিভূতি উপনিষৎ বলিয়াছেন, ভক্তিযোগ, অধিকারী, অনধিকারী, উভয়েরই প্রশস্ত, ভক্তিযোগ নিরুপদ্রব, ভক্তিযোগ হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহাদের ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসে অচিরে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তবৃন্দকে স্বয়ং সর্ব্বমোক্ষবিঘ্ন হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সকল অভীষ্ট প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে মোক্ষ দেন। ভক্তিবিনা কদাচ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না; অতএব সকল উপায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভক্তিকে আশ্রয় কর, ভক্তিনিষ্ঠ হও, ভক্তি দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি হয়, ভক্তির কিছুই অসাধ্য নাই। * যোগশিখোপনিষদেও ভক্তির ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হইয়া

* "তস্মাৎ সর্ব্বেষামধিকারিণামনধিকারিণাং ভক্তিযোগএব প্রশস্যতে। ভক্তিযোগ নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ। বুদ্ধিমতামনায়াসেনাচিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তৎকথমিতি। ভক্তবৎসলঃস্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠানৎ সর্ব্বান্ পরিপালয়তি। সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি। মোক্ষং দাপয়তি। * * * ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে। তস্মাত্ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তিনিষ্ঠোভব। ভক্তিনিষ্ঠোভব। ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিদ্ধ্যন্তি। ভক্ত্যসাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তি।"—ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণোপনিষৎ।

থাকে। যোগশিখোপনিষৎ বলিয়াছেন, "পরতত্ত্ব, অন্তর্লীন চিত্তের ভক্তিগম্য," অন্তর্মুখ (—বিষয়পরাঙ্মুখ) চিত্ত, ভক্তি দ্বারা পরতত্ত্বকে জানিয়া থাকেন, ভক্তি দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যে পুরুষ বিষয়ের ধ্যানে নিরত, তাঁহার চিত্ত, বিষয়েই রমণ করে, বিষয়ছাড়া কদাচ পরতত্ত্বের অনুসন্ধান করে না। যাঁহার যেরূপ ভাবনা, তাঁহার তদ্রূপ সিদ্ধি হইয়া থাকে, যাঁহার চিত্ত নিরন্তর আমাকে (মহেশ্বরের, হিরণ্যগর্ভের প্রতি উক্তি) অনুস্মরণ করে, তাঁহার চিত্ত, এইখানেই আমাতে বিলীন হয়, তাদৃশ পুরুষের এই শরীরেই, কেবল আমার অনুস্মরণ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব, পরেশত্ব সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা, অনন্তশক্তিমত্তা হইয়া থাকে ("ভক্তিগম্যং পরং তত্ত্বমন্তর্লীনেন চেতসা। ভাবনামাত্রমেবাত্র কারণং পদ্মসম্ভব! ॥ * * * বিষয়ং ধ্যায়তঃ পুংসো বিষয়ে রমতে মনঃ॥ মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেবাত্র বিলীয়তে। সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং সর্ব্বসম্পূর্ণশক্তিতা। অনন্তশক্তিমত্ত্বং চ মদনুস্মরণাদ্ভবেৎ॥"—যোগশিখোপনিষৎ)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও গীতাতে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—তপস্বী (কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপঃ পরায়ণ) হইতে যোগী অধিক; জ্ঞানী (শাস্ত্রোক্ত—প্রকৃত আত্মজ্ঞান বিহীন) হইতেও, যোগী অধিক, কর্ম্মী (সকাম জ্যোতিষ্টোম—ইষ্ট পূর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠায়ী) হইতেও যোগী অধিক; অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও। যোগীদিগের মধ্যে যে যোগী, মদ্গত চিত্ত হইয়া, আমাতে অন্তঃকরণ সমর্পণ পূর্ব্বক, শ্রদ্ধাসহকারে আমার ভজনা করে, সেই ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা পুরুষই যুক্ততম, যোগিগণের মধ্যে ঈদৃশ যোগীই শ্রেষ্ঠ ("তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগীভবার্জ্জুন॥ যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। ৬।৪৭)। সুতরাং দুরাচার ব্যক্তিও, যদি অনন্যসেবী হইয়া, আমার ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিয়া মানা উচিত, কারণ তাহার অধ্যবসায় সমীচীন, সে সাধু নিশ্চয়বান্, ঈদৃশ ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মপরায়ণ হয়, শাশ্বতী শান্তিলাভ করে। কৌন্তেয়! আমার ভক্তের বিনাশ নাই, ভগবদ্ভক্ত দুরাচার হইলেও, নষ্ট হয় না, ভগবানের চরণভ্রষ্ট হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না ("অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শাশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা৯।৩১)। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধে ভগবান্ ভক্ত শ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, উদ্ধব!

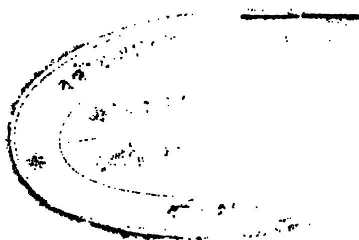
মনুষ্যগণের মুক্তির জন্য আমি অধিকারি ভেদে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের (উপায়ের) উপদেশ করিয়াছি ("যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত)। ভগবান্ শাণ্ডিল্য স্বপ্রণীত ভক্তিমীমাংসা গ্রন্থে, গীতাপ্রমাণেই, কর্ম্মী, জ্ঞানী, ও যোগী হইতে ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন ("তদেব কর্ম্মিজ্ঞানিযোগিভ্য আধিক্য শব্দাৎ"। "প্রশ্ননিরূপণাভ্যামাধিক্য সিদ্ধেঃ"।—শাণ্ডিল্যসূত্র)। ভক্তাবতার নারদও বলিয়াছেন 'ভক্তি,' কর্ম্ম, জ্ঞান এবং 'যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠ ("সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা।" নারদভক্তিসূত্র)।

উপাস্য বা ভজনীয় পদার্থ সম্বন্ধেও, নিবেদন করিয়াছি, বহু মতভেদ আছে। ত্রিপাদ্বিভূতিমহানারায়ণ উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, সকলেরই বিষ্ণুভক্তি বিনা কল্পকোটিতেও মোক্ষ হয় না ("চতুর্ব্বিধানাং সর্ব্বেষামপি বিনা বিষ্ণুভক্ত্যা কল্পকোটিভির্মোক্ষো ন বিদ্যতে।" ত্রিপাদ্বিভূতি উপনিষৎ)। ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ-উপনিষেদের এই কথা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে, বিষ্ণুভক্তিই মোক্ষহেতু। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সত্ত্বমূর্ত্তি বাসুদেবের 'শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, যদিও এক পরমপুরুষ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ে যুক্ত হইয়া, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় নিমিত্ত 'ব্রহ্মা,' 'বিষ্ণু', ও 'হর' এই পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞা ধারণ করেন, তথাপি সত্ত্বশক্তি বাসুদেব হইতেই মনুষ্যাদির অখিল শ্রেয়ঃ—কল্যাণপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তমোগুণ হইতে সত্ত্ব-সন্নিহিত, বিক্ষেপক রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, এবং বিক্ষেপক রজোগুণ হইতে প্রকাশশীল সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক, পূর্ব্বকালে মুনিগণ এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ভগবান্ অধোক্ষজেরই (বিষ্ণুরই) উপাসনা করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদের অনুগামী হইয়া, বাসুদেবের ভজন করেন, তাঁহারাও কল্যাণ প্রাপ্ত হন্। মুমুক্ষুগণ ঘোররূপ—ভয়ঙ্করমূর্ত্তি পিতৃ ও প্রজেশাদি ত্যাগ পূর্ব্বক অসূয়াশূন্য মনে (অন্যদেবতার নিন্দক না হইয়া), শান্ত নারায়ণমূর্ত্তি সমূহেরই উপাসনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা সকাম, যাঁহাদের প্রকৃতিতে রজঃ ও তমোগুণের আধিক্য আছে, তাঁহারা সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য ও পুত্রাদিকামনায়, পিতৃ, ভূত ও প্রজাপতি প্রভৃতির (প্রকৃতিগত সাম্য হেতু), আরাধনা করিয়া থাকেন। যাহা হো'ক্ মোক্ষপ্রদ বলিয়া, মুমুক্ষুগণের বাসুদেবই যে ভজনীয়, সর্ব্বশাস্ত্রের তাহাই তাৎপর্য্য। বেদ সকল বাসুদেবপর,

বাসুদেবই বেদ সকলের মুখ্য অর্থ; যজ্ঞ সকল বাসুদেবপর, কেন না যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর বা বিষ্ণুরই আরাধনা হয়। বেদে 'যজ্ঞ' শব্দ বিষ্ণুর বাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যোগ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও তপস্যা ইহাদের বাসুদেবই তাৎপর্য্য, বাসুদেবই চরম লক্ষ্য, বাসুদেবই পরমগতি। * শাণ্ডিল্য ঋষিও, বিষ্ণু বা বাসুদেবকেই পরব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়াছেন, বাসুদেবকেই মুমুক্ষুগণের ভজনীয়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্রমশঃ

---

* সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুর্ণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষএক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ। শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥ পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ। তমসস্ত রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্॥"—ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজং। সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু-তানিহ॥ মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতিনথ। নারায়ণ কলাঃ শান্তা ভজন্তিহ্যনসূয়বঃ॥ রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ। পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ॥ বাসুদেব পরাবেদা বাসুদেব পরামখাঃ। বাসুদেব পরা যোগা বাসুদেবপরাঃক্রিয়াঃ॥ বাসুদেব পরং জ্ঞানং বাসুদেব পরন্তপঃ। বাসুদেব পরোধর্ম্মো বাসুদেব পরাগতিঃ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত। ১ম স্কন্ধ। ২য় অধ্যায়।





উৎসব।

—:*:—

স্বাত্মরামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৭শ বর্ষ } সন ১৩২৯ সাল, পৌষ। { ৯ম সংখ্যা

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রণেতা শ্রীমৎ শ্রীশিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত

শ্রীসদাশিবঃ

নমোগণেশায়ঃ।

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

উপাসনাতত্ত্ব।

উপাসনা বিষয়ক সাধারণ কথা।

বক্তা—শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল

ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ্ (Ex-Munsif)

শাস্ত্র ও আপনার শ্রীমুখ হইতে বহুবার শুনিয়াছি, বেদই সর্ব্বশাস্ত্রের মূল, বেদই সর্ব্বশাস্ত্রের প্রমাণ, যাহা বেদের অবিরোধী, তাহাই গ্রাহ্য, যাহা বেদ-বিরোধী তাহা ত্যাজ্য। দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহের অধ্যয়ন কালে [illegible]

হয়, বেদকেই সকলে শ্রেষ্ঠ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব 'বাসুদেব'ই একমাত্র মোক্ষপ্রদ, বাসুদেবই একমাত্র ভক্তি পাত্র, রুদ্রাদির মোক্ষ দাতৃত্ব নাই, এই সকল কথা বেদ সম্মত কি না; তাহা জানিবার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে।

বেদের জ্ঞান আমার অত্যন্ত সংকীর্ণ, বেদ হইতে (আমার সংকীর্ণ বৈদিক প্রতিভা হইতে) এই বিষয়ের সংশয় অপনোদিত না হইয়া, বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়াছে। বেদ, রুদ্রকেও জ্ঞানপ্রদ এবং মোক্ষদাতা বলিয়াছেন, মুমুক্ষুকে রুদ্রেরও উপাসনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন। বেদ পাঠ করিয়া, হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, দুঃখময় ভবসাগরের পারে যাইবার জন্য, ভবভীত উপাসকগণ, সংসারার্ণব তারিণীর, মহাভয়বিনাশিনীর, মহাদুর্গ প্রশমনীর, মহাকারুণ্যরূপিণীর, দুরাচার বিঘাতিনীর, ভুক্তি-মুক্তি প্রদায়িনীর সর্ব্বসন্তাপহারিণীর, বিশ্বজননীর, বিশ্বরূপিণীর, ভক্তবাঞ্ছা-কল্পলতার শরণ গ্রহণ করেন, কাতরপ্রাণে মা'র কাছে, মুক্তি প্রার্থনা করেন।

যজুর্ব্বেদ (কৃষ্ণ ও শুক্ল) ভগবান্ রুদ্রের শিবা—শান্তা—মঙ্গলরূপা, অঘোরা এবং ঘোরা—ভয়ঙ্করী—অসৌম্যা, এই দ্বিবিধ রূপের বর্ণন করিয়াছেন। পাপীদিগের জন্য ভগবান্ ঘোরা মূর্ত্তি ধারণ করেন, পুণ্যবান্‌দিগের জন্য অঘোরা—সৌম্য মূর্ত্তিতে—মঙ্গলময়রূপে আবির্ভূত হয়েন, পুণ্যবানেরা ভগবানের সৌম্য মূর্ত্তিই দেখিয়া থাকেন ("যাতে রুদ্র শিবা তনূরঘোরা পাপকাশিনী। তয়া ন স্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তা-ভিচাকশীহি"॥—শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদসংহিতা)। ভগবান্ রুদ্রের যে শিবা—শান্তা বা অঘোরা তনু, তাহা সদাশিবা, তাহা নিত্যকল্যাণকারিণী ভেষজরূপা, তাহা সংসার ব্যাধির (—ভবরোগের) নিবারিণী, তাহা সংসার সাগরের তরণি। মুমুক্ষুগণ (—সংসার ব্যাধির প্রতীকারেচ্ছু পুরুষবৃন্দ), ভগবানের এই অঘোরা মূর্ত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই শান্তরূপের নিকটে দুর্ব্বিষহ ভবরোগের ভেষজ প্রার্থনা করেন, ভগবান্ রুদ্রের এই সৌম্যমূর্ত্তি মূলরোগের—ভবব্যাধির ভেষজ, ইহা শারীর ব্যাধিরও সমীচীন ঔষধ ("যাতে রুদ্র শিবা তনূঃ শিবা বিশ্বাহা ভেষজী। শিবা রুতস্য ভেষজী তয়া নো মৃড় জীবসে॥"—যজুর্ব্বেদসংহিতা)। তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে আপনি দেখাইয়াছেন—উহাতে জ্ঞানের জন্য, ভবসাগর হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত, জ্ঞান পিপাসু, ভবার্ণবতরণেচ্ছু পুরুষগণের প্রতি ভগবান্ পঞ্চবক্ত্রের সদ্যোজাত নামক পশ্চিমবক্ত্রের শরণ গ্রহণ করিবার উপদেশ আছে। "হে সদ্যোজাত! আর আমাদিগকে এই ভবসাগরে প্রেরণ করিওনা, আমাদিগকে সংসার সাগরের তরণিরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক, উদ্ধার কর, সংসার সাগর হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই, তুমি ভবোদ্ভব;

হে শরণাগতপালক! আমরা তাই তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ("সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবে নাতি ভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ॥"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিয়াছেন, "তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব, তিনিই হরি, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অক্ষর,—জগৎ হেতু মায়াবিশিষ্ট অন্তর্যামী ঈশ্বর, এবং তিনিই পরম—মায়া রহিত শুদ্ধ চিদ্রূপ, অতএব তিনিই পারতন্ত্র্যের অভাব বশতঃ, স্বরাট্—স্বয়ং রাজা ("স ব্রহ্মা, স শিবঃ, স হরিঃ সেন্দ্রঃ, সোঽক্ষরঃ পরম স্বরাট্"।—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই সত্য। ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক ভেদে সত্য দ্বিবিধ। হিরণ্যগর্ভাদি ব্যাবহারিক সত্য, পারমার্থিক সত্যই অত্যন্ত সত্য। ব্যাবহারিক সত্যের নিরাকরণ পূর্ব্বক পারমার্থিক সত্যের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ উক্ত শ্রুতি, পরব্রহ্মকে 'ঋত' ও 'সত্য' এই বিশেষণ দ্বয় দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। তাদৃশ ব্রহ্ম স্বভক্তবৃন্দের অনুগ্রহার্থ উমা-মহেশ্বরাত্মক পুরুষ রূপ ধারণ করেন, কৃষ্ণ—পিঙ্গল হয়েন। দক্ষিণ বা মহেশ্বর ভাগে কৃষ্ণবর্ণ এবং বাম বা উমাভাগে পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি ঊর্দ্ধরেতাঃ, তিনি বিরূপাক্ষ, তিনি বিশ্বরূপ। ইনিই উপাস্য। * আপনি বলিয়াছেন, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, আশ্বলায়ন শাখাতে, ভবানী, দুর্গা, ভারতী, রমা, কালী, তারা প্রভৃতির ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান যোগ্যতা বর্ণিত হইয়াছে, ইঁহারা যে মুমুক্ষুর ভক্তি প্রার্থীর উপাস্যা, তাহা উক্ত হইয়াছে। "সেই অগ্নিবর্ণার, সেই স্বীয় সন্তাপে স্বয়ং প্রজ্বলনশীলার, সেই বৈরোচনীর—স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা কর্ত্তৃক নিত্য দৃষ্টার—নিত্য চিন্ময় পরব্রহ্মের হৃদয় নিবাসিনীর, সেই স্বর্গ, পুত্র ও ধনাদির নিমিত্ত, কৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্তির হেতুভূত রূপে উপাসকগণ কর্ত্তৃক নিত্য সেবিতার দুর্গাদেবীর আমি শরণ গ্রহণ করিলাম, মা! তুমিই এই ভীম ভবার্ণব তরণের একমাত্র উপায়, তুমিই সংসার সাগরতারিণী, মাগো! তুমিই জগতে 'তারা' নাম ধারণ কর, আমি তাই তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম, আমি তাই তোমার অভয় চরণে প্রণত হইলাম ("তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে

---

* "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমোনমঃ॥"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক
"যদেতৎ পরংব্রহ্ম, তৎসত্যং অবাধ্যং। সত্যঞ্চ দ্বিবিধং।
ব্যাবহারিকং পারমার্থিকঞ্চ।"—সায়ণভাষ্য।

নমঃ॥"—তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত, দেবীউপনিষৎ)। বহুবার আপনার শ্রীমুখ হইতে উক্ত মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছি।

পুরাণ পাঠ করিলেও, জানিতে পারা যায়, কোন পুরাণে বিষ্ণুকেই জগদীশ্বর বলা হইয়াছে, কোন পুরাণে রুদ্রকে পরমেশ্বর রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, কোন পুরাণে দেবী ভগবতীই জগদীশ্বরী রূপে নিরূপিতা হইয়াছেন। লিঙ্গাদি পুরাণে রুদ্রই জগদীশ্বর, বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুই পরমেশ্বর, দেবী ভাগবতে দেবী ভগবতীই জগদীশ্বরী। বিষ্ণুভাগবত বলিয়াছেন, পূর্ব্বে মুমুক্ষু মুনিগণ বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুরই উপাসনা করিতেন। কিন্তু দেবী ভাগবতের উপদেশ—বিষ্ণুর উপাসনা নিত্যা নহে, বেদের কোথাও বিষ্ণুর উপাসনা উক্ত হয় নাই, বিষ্ণু মন্ত্রের ও শিব মন্ত্রের দীক্ষা নিত্যা নহে, গায়ত্রীর উপাসনাই নিত্যা, গায়ত্রীর উপাসনাই নিখিল বেদে সমীরিত হইয়াছে, গায়ত্রীর উপাসনা বিনা ব্রাহ্মণের সর্ব্বথা অধঃপাত হইয়া থাকে। গায়ত্রী দ্বারাই দ্বিজগণ কৃত কৃত্য হন, কৃতকৃত্য হইবার নিমিত্ত দ্বিজগণের অন্য কোন মন্ত্রের অপেক্ষা নাই, গায়ত্রী মাত্র নিষ্ণাত (কেবল গায়ত্রী কুশল) হইলেই দ্বিজগণ মোক্ষ লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। গায়ত্রীর উপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে দ্বিজ বিষ্ণু বা শিবের উপাসনা পরায়ণ হইবে, তাহার সর্ব্বথা নরকপ্রাপ্তি—নীচগতি হইবে। গায়ত্রী ভিন্ন ব্রাহ্মণের অন্য উপাস্য দেবতা নাই, সর্ব্ববেদ সার ভূতা গায়ত্রীর সম্যগ্‌রূপে অর্চনাই শ্রুতিতে ব্রাহ্মণের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণও নিত্য সন্ধ্যাকালে গায়ত্রীর (গায়ত্রীও সন্ধ্যা একপদার্থ) ধ্যান ও জপ করিয়া থাকেন। বেদ সকল সর্ব্বদা গায়ত্রীর জপ করেন, এই নিমিত্ত গায়ত্রীকে বেদোপাস্যা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ আদিশক্তি, বেদমাতা গায়ত্রীর উপাসক বলিয়া, শাক্ত পদবাচ্য, শৈব বা বৈষ্ণব পদবাচ্য নহে। *

---

* "ন বিষ্ণূপাসনা নিত্যা বেদেনোক্তা তু কুত্রচিৎ। ন বিষ্ণুদীক্ষা নিত্যাস্তি শিবস্যাপি তথৈবচ॥ গায়ত্র্যুপাসনা নিত্যা সর্ব্ববেদৈঃ সমীরিতা। যয়াবিনা ত্বধঃপাতো ব্রাহ্মণস্যাস্তি সর্ব্বথা॥ তাবতা কৃতকৃত্যত্বং নান্যাপেক্ষা দ্বিজস্যহি। গায়ত্রীমাত্রনিষ্ণাতো দ্বিজো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥ বিহায় তাস্তু গায়ত্রীং বিষ্ণূপাস্তি পরায়ণঃ। শিবোপাস্তিরতোবিপ্রো নরকং যাতি সর্ব্বথা॥"—দেবীভাগবত।

সূতসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে— স্থূল-সূক্ষ্মভেদে যজ্ঞ দ্বিবিধ। সর্ব্বার্থবিত্তমগণ কর্ত্তৃক কর্ম্মযজ্ঞ স্থূলযজ্ঞ এবং সাক্ষাৎসংসার বাধক (সংসার মোচক—মোক্ষপ্রদ) জ্ঞানযজ্ঞই সূক্ষ্মযজ্ঞ বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছে। কর্ম্মযজ্ঞ কায়িক, বাচিক, ও মানস, এই ত্রিবিধ। বেদ—শাস্ত্রবোধিত—নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মসমূহ কায়িককর্ম্মযজ্ঞ, মন্ত্রজপ বাচিক কর্ম্মযজ্ঞ, এবং দেবতা ধ্যান, মানস কর্ম্মযজ্ঞ। কায়িক কর্ম্মযজ্ঞ হইতে, বাচিক এবং বাচিক হইতে মানস অধিক ফলপ্রদ। উত্তমাধম ভেদে মানস যজ্ঞও দ্বিবিধ। শিবের ধ্যান উত্তম মানস যজ্ঞ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের ধ্যান অধম মানস যজ্ঞ। অতএব মোক্ষার্থী প্রাজ্ঞব্যক্তি-দিগের অন্য দেবতাগণের পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একমাত্র শিবঙ্কর (কল্যাণজনক) শিবই ধ্যেয়। বিশ্বাধিক রুদ্রকে যাহারা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সমান বলিয়া চিন্তা করে, তাহারা মহাপাপী, যাহাদের দৃষ্টিতে বিষ্ণু সর্ব্বাধিক, তাহারা নিশ্চয় নারকী, ইহাদের কোটি কল্পশতেও সংসার বিচ্ছিত্তি—সংসার হইতে বিমুক্তি হয় না, কোটি কল্পশতেও ইহাদের মোক্ষের আশা নাই। শ্রুতিতেও 'রুদ্র' সর্ব্বাধিক রূপে ঘোষিত হইয়াছেন (বিশ্বাধিকো রুদ্রো মহর্ষি)। *

"এতস্যা অপরং দৈবং ব্রাহ্মণানাং ন বিদ্যতে। ন বিষ্ণূপাসনা নিত্যা ন শিবোপাসনা তথা॥ যথা ভবেন্মহাদেব্যা গায়ত্র্যাঃ শ্রুতিচোদিতা। সর্ব্ববেদসার-ভূতা গায়ত্র্যাস্তু সমর্চনা॥ ব্রহ্মাদয়োঽপি সন্ধ্যায়াং ধ্যায়ন্তি জপন্তি চ। বেদা জপন্তি তাং নিত্যং বেদোপাস্যা ততঃ স্মৃতা। তস্মাৎ সর্বে দ্বিজাঃ শাক্তা ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ। আদিশক্তিমুপাসন্তে গায়ত্রীং বেদমাতরম্॥"—দেবীভাগবত।

* যজ্ঞশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ স্থূলসূক্ষ্মবিভেদতঃ॥
কর্মযজ্ঞঃ সমাখ্যাতঃ স্থূলঃ সবার্থবিত্তমৈঃ॥
জ্ঞানযজ্ঞো ভবেৎসূক্ষ্মঃ সাক্ষাৎ সংসারবাধকঃ॥
কর্মযজ্ঞাস্ত্রিধঃ স্থূলস্ত্রিপ্রকারো ব্যবস্থিতঃ॥
কায়িকো বাচিকশ্চৈব মানসশ্চেতি সুব্রতাঃ॥
নিত্য নৈমিত্তিকাদ্যস্তু কায়িকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মন্ত্রাণাং জপরূপস্তু বাচিকো বেদবিত্তমাঃ॥
দেবতাধ্যানরূপস্তু মানসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
ধ্যেয়ভেদেন সোঽপ্যেবমুত্তমাধমভেদতঃ॥

ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষদের উপদেশ ভক্তি যোগ নিরুপদ্রব, ভক্তি-যোগ দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, ভক্তি দ্বারা অনায়াসে অচিরে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে, ভক্ত বৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তবৃন্দকে স্বয়ং সর্ব্বমোক্ষ বিঘ্ন হইতে রক্ষা করেন, তাঁহার ভক্তদিগকে তাঁহাদের সকল অভীষ্ট প্রদান করেন, তাঁহাদিগকে মোক্ষ দেন, বিষ্ণু ভক্তি বিনা চতুর্মুখাদি সর্ব্বপুরুষেরও কোটিকল্পে মোক্ষ হয়না অতএব সকল উপায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভক্তিকে আশ্রয় কর, ভক্তি নিষ্ঠ হও, ভক্তি দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি হয়, ভক্তির কিছুই অসাধ্য নাই। যোগশিখোপনিষদে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে, শাণ্ডিল্যমুনি ও ভক্তাবতার ভগবান্ নারদকৃত ভক্তি গ্রন্থে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি যাহারা বিষয়াসক্তির প্রাবল্য-হেতু অধ্যাত্মশাস্ত্রালোচনা করে না, যাহারা ইন্দ্রিয় জয়াদি প্রযত্ন ও বিচার পরাঙ্মুখ, সেই সকল মূর্খদিগকে সন্মার্গে (শুভ-পথে) আনিবার নিমিত্ত বৈষ্ণবীভক্তি কল্পিত হইয়াছে ("শাস্ত্র প্রযত্নবিচারেভ্যো মূর্খাণাং প্রপলায়িনাম্। কল্পিতা বৈষ্ণবীভক্তিঃ প্রবৃত্ত্যর্থং শুভস্থিতৌ॥"—যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণ উপশমপ্রকরণ ৪৩ সর্গ)।

বক্তা—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের এইরূপ কথাশ্রবণ পূর্ব্বক তোমার কি মনে হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের এইরূপ কথার প্রকৃত আশয় কি, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে যে বৈষ্ণবীভক্তিকে অধ্যাত্ম

দ্বিবিধস্তত্র দেবস্য শিবস্য ধ্যানমুত্তমম্॥
বিষ্ণ্বাদীনাং তু দেবানাং ধ্যানং চাধমমিষ্যতে॥
অতো মোক্ষার্থিভিঃ প্রাজ্ঞৈঃ শিব একঃ শিবংকরঃ॥
ধ্যেয়ঃ সর্বং পরিত্যজ্য শিবাদন্যং তু দৈবতম্॥
রুদ্রং বিশ্বাধিকং বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং চান্যমেব বা॥
সমং সংচিন্তয়ন্ সাক্ষাৎ সংসারে পরিবর্ততে॥
মহাপাপবতাং পুংসাং পূর্বজন্মসু সুব্রতাঃ॥
বিষ্ণুঃসর্বাধিকোভাতি ন সাক্ষাৎপরমেশ্বরঃ॥
বিষ্ণুঃসর্বাধিকো ভাতি নারকী স ন সংশয়ঃ॥
বিষ্ণুঃসর্বাধিকো নাস্তি ইতি চিন্তয়তাং নৃণাম্॥
নাস্তি সংসারবিচ্ছিত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি॥
তেষাং নৈব চ মোক্ষাশা কল্পকোটিশতৈরপি॥"—সূত-সংহিতা।

শাস্ত্রালোচনাবিরত, ইন্দ্রিয়জয়াদি প্রযত্ন ও বিচার পরাঙ্মুখ মূর্খদিগকে শুভপথে আনিবার নিমিত্ত কল্পিত পদার্থ বলা হইয়াছে, ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষৎ, "বিষ্ণু ভক্তিবিনা ব্রহ্মাদিরও কোটিকল্পে মোক্ষ হয় না," এই স্থলে বিষ্ণুভক্তি বলিতে যে সেই কল্পিত পদার্থকে লক্ষ্য করেন নাই, আমার তাহা বিশ্বাস হয়। ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষৎ, কোন্ সময়ে, কিরূপ সাধনা দ্বারা বৈষ্ণবী ভক্তির উদয় হয়, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, "জন্ম জন্ম নিখিল বেদ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত রহস্যের অভ্যাস দ্বারা যে উৎকৃষ্ট সুকৃতি হয়, তাহার ফলে প্রকৃত সজ্জনের সঙ্গ হইয়া থাকে; প্রকৃত সজ্জনের সঙ্গ হইলে, বিধি-নিষেধ-বিবেক হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক উপদেশের তত্ত্ব বিচারের শক্তি আবির্ভূত হয়, এবং সদাচারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সদাচার দ্বারা অখিল পাপ বিনষ্ট হয়, অন্তঃকরণ বিমল হয়। অন্তঃকরণ বিমল হইলে, উহা সদ্গুরুর কটাক্ষ আকাঙ্ক্ষা করে। সদ্গুরুর কটাক্ষ হইলে, ভগবানের কথা শ্রবণে এবং তাঁহার ধ্যানাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। ভগবানের কথা শ্রবণে ও তাঁহার ধ্যানাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলে, হৃদয়স্থিত অনাদি দুর্বাসনা গ্রন্থি সমূহের বিনাশ হয়, হৃদয়স্থিত সর্ব্বপ্রকার কামনার ক্ষয় হইয়া থাকে। এই সময়ে হৃদয় পুণ্ডরীক কর্ণিকাতে পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। তদনন্তর দৃঢ়তরা বৈষ্ণবীভক্তির উদয় হইয়া থাকে। * ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণ উপনিষৎ এতদ্বারা যে বৈষ্ণবীভক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা যে যোগবাশিষ্ঠ বর্ণিত, অধ্যাত্মশাস্ত্রালোচনা বিরত, ইন্দ্রিয়জয়াদি প্রযত্ন ও বিচার পরাঙ্মুখ মূর্খদিগকে শুভপথে আনিবার নিমিত্ত কল্পিত পদার্থ হইতে ভিন্ন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বৃদ্ধহারীত স্মৃতিতে, পদ্মপুরাণাদিতে বৈষ্ণবের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবীভক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র ও আপনার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহা স্মরণ পূর্ব্বক বলিতেছি, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ অবৈদিক

---

* "সকল বেদশাস্ত্রসিদ্ধান্ত রহস্যজন্মজন্মাভ্যাসাৎ ত্যেস্তোৎকৃষ্টসুকৃতপরিপাকবশাৎসদ্ভিঃসঙ্গো জায়তে। তস্মাদ্বিধিনিষেধবিবেকো ভবতি। ততঃসদাচারপ্রবৃত্তির্জায়তে। সদাচারাদখিল দুরিতক্ষয়োভবতিতস্মাদন্তঃকরণমতিবিমলং ভবতি। ততঃসদ্গুরুকটাক্ষমন্তঃকরণমাকাঙ্ক্ষতি। * * * যদা সদ্গুরুকটাক্ষো ভবতি তদা ভগবত্‌কথাশ্রবণধ্যানাদৌ শ্রদ্ধা জায়তে। তস্মাদ্ধৃদয়স্থিতানাদিদুর্বাসনাগ্রন্থিবিনাশো ভবতি। ততো হৃদয়স্থিতাঃ কামাঃসর্বে বিনশ্যন্তি। তস্মাদ্ধৃদয়পুণ্ডরীক কর্ণিকায়াং পরমাত্মাবির্ভাবো ভবতি। ততো দৃঢ়তরা বৈষ্ণবীভক্তির্জায়তে।"—ত্রিপাদ্বিভূতি মহানারায়ণউপনিষৎ।

বৈষ্ণবীভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া, ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, অথবা উহারা প্রক্ষিপ্ত বচন। বৃদ্ধহারীত সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, 'যাহারা বেদোদিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চনা করে, তাহাদিগকে পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে, তাহাদের নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 'বেদ ভগবান্ বাসুদেবের প্রাণ,' অতএব যাহারা বেদোক্ত কর্ম্ম করেনা, তাহারা হরির প্রাণহর্ত্তা ("যস্তু বেদোদিত ধর্ম্মং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুং সমর্চয়েৎ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ো নরকং চাধিগচ্ছতি। বেদাঃ প্রাণা ভগবতো বাসুদেবস্য সর্ব্বদা। তদুক্তকর্মা কুর্ব্বাণঃ প্রাণহর্ত্তা ভবেদ্ধরেঃ॥"—বৃদ্ধ হারীত স্মৃতি)। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ঐরূপ কথা শুনিয়া আমার যাহা মনে হইয়াছে, তাহা নিবেদন করিলাম।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"বিষ্ণু বিশুদ্ধ সত্ত্বশক্তি এই নিমিত্ত বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ-উপাস্য, সত্ত্বশক্তি বিষ্ণু হইতেই মনুষ্যাদির শুভফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে"। শ্রীমদ্ভাগবতের বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিকা এই যুক্তিকে খণ্ডিত করিবার নিমিত্ত সুত-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে—রুদ্রের অন্তঃ সত্ত্ব—অর্থাৎ সত্ত্ব রুদ্রের শরীরভূত, সংহার কার্য্য সম্পাদনার্থ বহিস্তমঃ—রুদ্রের বাহিরে তমোগুণস্থিত হইয়াছে। বিষ্ণুর তমঃ শরীরভূত, বিষ্ণুর অন্তরে তমঃ, পালনকার্য্য সম্পাদনার্থ বাহিরে সত্ত্ব অবস্থান করে ("অস্তি রুদ্রস্য বিপ্রেন্দ্রা অন্তঃ সত্ত্বং বহিস্তমঃ। বিষ্ণোরন্তস্তমঃ সত্ত্বং বহিরস্তি" * * *-সুতসংহিতা)। শাস্ত্র মুখ হইতে এই প্রকার পরস্পর বিসম্বাদী, বিবিধ-মতের কথা শ্রবণ করিয়া, আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছি।

বক্তা—তন্ত্র ও তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—আপনার মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছি, যথাশক্তি আমি তাহা-দিগকেই হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করি, আপনার উপদেশই আমার নিখিল ধারণা, আপনার উপদেশই, আমার জ্ঞান, আপনার উপদেশই আমার বিশ্বাস, তবে আমি শক্তিহীন, আপনার মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিয়াছি, তৎসমুদায়কে যথার্থভাবে মনে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। তন্ত্র ও তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধেও আমার বহুজিজ্ঞাসা আছে, আদেশ পাইলে জিজ্ঞাসা করিতে উৎসাহী হই।

বক্তা—তোমার যাহা যাহা জানিবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, বিনা সঙ্কোচে সেই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা কর। তন্ত্র ও তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে বহুকথা (অবশ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুর) জানিতে ইচ্ছা না হইয়া থাকিতে পারে না। উপাসনা বিষয়ক জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিতে হইলে, বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপাসনারই তত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য, সর্ব্বপ্রকার উপাসনা বিষয়ক মতভেদের সমন্বয় হওয়া একান্ত আবশ্যক।

জিজ্ঞাসু—'বৈদিক', 'তান্ত্রিক' ও 'মিশ্র' এই ত্রিবিধ উপাসনার কথা শুনিয়াছি, কিন্তু এই ত্রিবিধ উপাসনার স্বরূপ কি, ইহাদের ইতর ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ কি, তাহা জানিতে পারি নাই, কিরূপ উপাসনাকে শুদ্ধ বৈদিক, কিরূপ উপাসনাকে শুদ্ধ তান্ত্রিক এবং কিরূপ উপাসনাকেই বা মিশ্র (বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় মিশ্রিত) বলিয়া নিশ্চয় করিব, তাহা অদ্যাপি যথার্থ ভাবে উপলব্ধি হয় নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, 'বৈদিক' 'তান্ত্রিক' ও 'মিশ্র' আমার 'মখ'—যজ্ঞ, আমার পূজা বা উপাসনা পদ্ধতি, আমাকে পাইবার উপায় এই ত্রিবিধ, আমার এই ত্রিবিধ মখের মধ্যে লোকে স্ব-স্ব অধিকার ও শ্রদ্ধানুসারে —যথাভিলষিত বিধি বা পদ্ধতি দ্বারা আমার পূজা করে (বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ। ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চ্চয়েৎ ॥"—শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ।২৭।৭)। অগ্নি পুরাণেও, "বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র বিষ্ণুর এই ত্রিবিধ মখ," এই কথা আছে ("বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্রো বিষ্ণো বৈ ত্রিবিধো মখঃ।" অগ্নিপুরাণ)।

বক্তা—'মখ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে কি ?

জিজ্ঞাসু—'মখ' শব্দ অমরকোষে যজ্ঞের বাচক রূপে ধৃত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণ এস্থলে 'মখ' শব্দের পূজা এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ "অনন্ত পার কর্ম্মকাণ্ডের অন্ত নাই, অতএব যথাবৎ আনুপূর্ব্বিক—সংক্ষেপে কর্ম্মকাণ্ডের (পূজা বিধানের) বর্ণন করিতেছি" ("নহ্যন্তোঽনন্ত পারস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব। সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ), এই কথা অগ্রে বলিয়া, পরে বলিয়াছেন 'বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র আমার 'মখ' এই তিন প্রকার'। শ্রীধর স্বামী, 'অনন্ত পার কর্ম্মকাণ্ডের অন্ত নাই', এই ভগবদ্বচনের, 'কর্ম্মকাণ্ডের—পূজা বিধানের অন্ত নাই'—("কর্ম্মকাণ্ডস্য পূজা বিধানস্য নাস্ত্যন্তো" * * *) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যজ্ঞ বাচি—মখ শব্দের এখানে 'পূজা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে কেন, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারি নাই। মন্ত্র মহোদধিতে উক্ত হইয়াছে, কর্ম্ম, উপাসনা ও বোধন (জ্ঞান), বেদে এই কাণ্ডত্রয়ের উপদেশ আছে। কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এই তিনের মধ্যে কর্ম্ম ও উপাসনা কাণ্ড সাধন (উপায়—Means) এবং জ্ঞানকাণ্ড সাধ্য—উপেয় (End)। অতএব বেদোদিত কর্ম্ম ও উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য, এতদ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় এবং চিত্ত বিমল হইলে, উত্তম জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। * আমার জিজ্ঞাসা হইতেছে, শ্রীধরস্বামী কর্ম্মকাণ্ডের যে, বেদোদিত—বৈদিক, তন্ত্রপ্রোক্ত—তান্ত্রিক ও মিশ্র (বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়

মিশ্রিত) 'পূজা বিধান' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কারণ কি ? 'কর্ম্ম-কাণ্ড' বলিতে যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'বৈদিক', 'তান্ত্রিক', ও 'মিশ্র' এই ত্রিবিধ 'মখ'কে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা সুখবোধ্য, কারণ ভগবান্ প্রথমে "অনন্তপার কর্ম্মকাণ্ডের অন্ত নাই, অতএব যথাবৎ আনুপূর্ব্বিক—সংক্ষেপে ইহার বর্ণন করিতেছি" এই কথা বলিয়া, পরে বলিয়াছেন "বৈদিক', 'তান্ত্রিক' ও 'মিশ্র' আমার 'মখ' এই ত্রিবিধ।" কর্ম্মকাণ্ডের অন্ত নাই, এই কথা বলিবার পর, বৈদিক তান্ত্রিক ও মিশ্র আমার মখ এই ত্রিবিধ এই কথা বলায়, প্রতিপন্ন হইতেছে, ভগবানের পূজা বা উপাসনার, অধিকার ভেদে বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই ত্রিবিধ প্রকার ভেদ প্রাকৃতিক। বহুকাল হইতে এই ত্রিবিধ পূজা চলিয়া আসিতেছে, বৈদিক কালেও, তান্ত্রিক পূজা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তখনও অধিকারানুসারে লোকে তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিতেন, 'তন্ত্র' আধুনিক সামগ্রী নহে। অতএব জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, বেদ ও তন্ত্র এই উভয়ের ইতর ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ কি ?

বক্তা—নিরুক্ততেও 'মখ' শব্দ 'যজ্ঞ' নাম মালাতে শ্রুত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—'মখ' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ? কিরূপে ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে ?

বক্তা—নিরুক্ত (নিঘণ্টু) টীকাতে ইহার দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। পূজার্থক 'মহ', অথবা গত্যর্থক 'মখ' ধাতু হইতে, 'মখ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। দেবতাগণের ইহাতে পূজা হয়, দেবতার উদ্দেশে ইহাতে হব্য প্রক্ষিপ্ত হয়, দেবতারা ইহাতে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া থাকেন, অথবা এতদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, ঊর্দ্ধগতি হয়, 'মখ' শব্দের নিঘণ্টু টীকাতে এই সকল অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ কি ? যাহাতে দেবতাগণের পূজা হয়, যাহাতে দেবতারা আকাঙ্ক্ষিত হন, যদ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি—ঊর্দ্ধগতি হইয়া থাকে, তাহার যজ্ঞের প্রতিশব্দ হইবার কারণ কি ?

বক্তা—'যজ্ঞ' শব্দ নিরুক্ত ভাষ্যকার ও স্কন্দ স্বামি কর্ত্তৃক বহুধা ব্যুৎপাদিত

---

* "বেদে কাণ্ডত্রয়ং প্রোক্তং কর্ম্মোপাসন বোধনং।
সাধনং কাণ্ড যুগ্মোক্তং তৃতীয়ে সাধ্যমীরিতম্॥
তস্মাদ্বেদোদিতং কুর্য্যাদুপাসীত চ দেবতাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণ স্তেন লভতে জ্ঞানমুত্তমং॥"—মন্ত্রমহোদধি।

হইয়াছে, ইহারা ইহার অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 'যজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'যজ্ঞ' শব্দ 'যজন,' 'পূজন', এই অর্থের বাচক। দেবতারা ইহাতে পূজিত হন, এই নিমিত্ত 'যজ্ঞ' শব্দ পূজন এই অর্থের বাচক হয়। পূজিত হন দেবতারা যাহাতে তাহা 'যজ্ঞ'। যাহাতে দেবতারা যাচিত হন, ইষ্টপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া থাকেন, তাহা 'যজ্ঞ', যজ্ঞ শব্দের নিরুক্তে এইরূপ ব্যুৎপত্তিরও উল্লেখ আছে। 'যজ্ঞ' শব্দের, 'যজন' 'পূজন', দেবতার প্রতি স্বদ্রব্যের উৎসর্জন (ত্যাগ), লৌকিক ও বেদপ্রসিদ্ধ অর্থ। *

জিজ্ঞাসু— 'যজ্ঞ' শব্দের শাস্ত্রে বহু অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, 'যজ্ঞ' শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইল, তাহা হইতে কি ইহার শাস্ত্রে ব্যবহৃত বহুপ্রকার অর্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে? 'দ্রব্যযজ্ঞ', 'তপোযজ্ঞ', 'যোগযজ্ঞ', 'স্বাধ্যায়যজ্ঞ', 'জ্ঞান যজ্ঞ', 'জপ যজ্ঞ' ব্রহ্ম যজ্ঞাদি পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞ, 'যজ্ঞ' শব্দের ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 'পূজন,' দেবতার উদ্দেশে স্বদ্রব্যের উৎসর্জন, এইরূপ ব্যুৎপত্তি হইতে, 'যজ্ঞ' শব্দের এত প্রকার অর্থে প্রয়োগ হইবার কারণ কি, তাহা অবগত হওয়া যায়? পরলোকে লিখিত হইয়াছে, "বেদাদি শাস্ত্রে 'যজ্ঞ' শব্দ সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর বা বিষ্ণুর বাচকরূপে ("যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সংহিতা ৩।৫।২), ইষ্টপ্রাপ্তিরহেতুভূত কর্ম্মের বোধকরূপে, সর্ব্বজগতের কারণভূত পারমেশ্বরী শক্তি বুঝাইতে (অথর্ব্ববেদ-সংহিতা দ্রষ্টব্য), বায়ুর বা শক্তি সাতত্যের ক্রিয়া শক্তি (Actual energy) বুঝাইতে এবং আন্তর ও বাহ্য এই দ্বিবিধ-ছান্দস ব্যাপারের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। * * * অথর্ব্ববেদসংহিতা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে দ্রব্য ও জ্ঞানযজ্ঞ এই উভয়ের মধ্যে জ্ঞান যজ্ঞকেই বিশেষতঃ প্রশংসা করা হইয়াছে। কি রাসায়নিক পরিণাম, কি ভৌতিক পরিণাম, কি প্রাণন ব্যাপার

---

* 'মহ পূজায়াম্'। 'মহেঃ খ চ', খ প্রত্যয়ো হলোপশ্চ। মহন্ত্যত্র দেবতাঃ। যদ্বা মখ গতৌ ঘঃ। বেনবদর্থঃ। গচ্ছন্ত্যনেন স্বর্গম্। প্রক্ষিপ্যতে দেবোদ্দেশেন বাস্মিন্ দ্রব্যম্। তে নাত্র দেবতাঃ কাম্যন্তে বা।"—নিঘণ্টু টীকা।

"যজ্ঞঃ কস্মাৎ প্রখ্যাতং যজতি কর্ম্মেতি নৈরুক্তাঃ। যাচ্ঞ্যো ভবতীতি বা"***—নিরুক্ত। "ভাষ্যকারেণ, স্কন্দ স্বামিনা চ যজ্ঞ শব্দো বহুধা ব্যুৎপাদিতঃ। * * * যজনম্। ইজ্যন্তে হত্র দেবতাঃ।" * * *—নিঘণ্টু টীকা।

"যজ্ঞং ব্যাখ্যাস্যামঃ"—আপস্তম্বমহর্ষিকৃত যজ্ঞ পরিভাষা সূত্র।

"দেবতং প্রতি স্বদ্রব্যস্যোৎসর্জনং যজ্ঞঃ"—আচার্য্য ধূর্ত্ত স্বামিকৃত টীকা।

কি মানস ব্যাপার, সকলেই প্রকৃত প্রস্তাবে 'যজ্ঞ'। যে বেদে এই যজ্ঞতত্ত্ব বিশদ ও ব্যাপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সে বেদ যে, জ্ঞানীর প্রাণ, সে বেদ যে, যোগীর হৃদয়বল্লভ, সে বেদ যে, ভক্তের প্রাণারাম, সে বেদ যে, কর্ম্মীর প্রাণবন্ধন, তাহা নিঃসন্দেহ—(পরলোক-২য় খণ্ড)। আমার এই নিমিত্ত প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছে, যজ্ঞ শব্দের যথোক্ত ব্যুৎপত্তি গর্ভ হইতে ইহার এই প্রকার ব্যাপক অর্থের সন্ধান পাওয়া যায় কি ?

বক্তা—'যজ্ঞ' শব্দের যথোক্ত ব্যুৎপত্তি গর্ভেই যে ইহার ব্যাপক, বা পূর্ণরূপ বিরাজ করিতেছে, আমি পরে তাহা তোমাকে দেখাইবার চেষ্টা করিব। ছান্দস বা সৎকর্ম্ম মাত্রেই, 'যজ্ঞ' শব্দ বাচ্য, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স হেতু কর্ম্ম মাত্রেই শাস্ত্রে 'যজ্ঞ' শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—'যজ্ঞের' পূর্ণরূপ যেদিন চিত্তে প্রতিফলিত হইবে, সেইদিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডকে অনন্তপার বলিয়াছেন, যে নিমিত্ত শ্রীধরস্বামী কর্ম্ম-কাণ্ডের 'পূজাবিধান' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, যে নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডের বা—পূজা বিধানের বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র, (অধিকার ভেদানুসারে) এই ত্রিবিধ প্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, আশা হইতেছে, তাহা বিশদভাবে বুঝিতে পারিব।

বক্তা—বেদ-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের, যজ্ঞের বা পূজার যথার্থ রূপ সাধারণের নয়নে পতিত হয় না, এই নিমিত্ত বেদ-শাস্ত্রোক্ত অনন্তপার কর্ম্মকাণ্ডের, যজ্ঞের বা পূজাবিধানের স্বরূপ সম্বন্ধে লোকের মনে নানা সংশয় উদিত হয়, এই বিষয় লইয়া, লোকে বহু বাদ, বিবাদ, করিয়া থাকে, শাস্ত্র পাঠ করিলে, আপাত দৃষ্টিতে এ সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ সিদ্ধান্তেরই সংবাদ পাওয়া যায়। বেদ-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড, যজ্ঞ বা পূজাবিধানের যথার্থ রূপ বুদ্ধি দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইলে, যথাবৎ বেদ-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলে, তোমার চিত্ত বিমল হইবে, সংশয় রহিত হইবে, তুমি অতিমাত্র সুখী হইবে।

জিজ্ঞাসু—বেদ-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম, যজ্ঞ, পূজা ইহারা কি সমান পদার্থ ?

বক্তা—বিশুদ্ধচিত্তে তাহাই উপলব্ধি হইয়া থাকে, যথার্থভাবে বেদ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। 'কর্ম্মযজ্ঞ' ও 'জ্ঞানযজ্ঞ' যজ্ঞকে যে, এই দুই প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইও না। কর্ম্মযজ্ঞের আবার বেদজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শি—মুনিগণ কর্ত্তৃক কাম্য, নিত্য ও নৈমিত্তিক এই ত্রিবিধ ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, ইহাও স্মরণ করিও। কাম্যকর্ম্ম নিমিত্ত ফলপ্রাপ্তি, কাম্যকর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, চিত্তশুদ্ধি প্রাসঙ্গিক লাভ। নিত্য কর্ম্মের সত্ত্ব বা বুদ্ধিশুদ্ধি প্রধান

ফল, তদ্ব্যতীত ফল আর্থিক, প্রাসঙ্গিক বা গৌণ। প্রায়শ্চিত্তাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহের প্রত্যবায়ের নিবৃত্তি—দুরিত বা পাপক্ষয় প্রধান ফল। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ভেদ নিবন্ধন কর্ম্মের বিবিধ ভেদ হইয়া থাকে।

'যজ্ঞ'কে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। কায়িক, বাচিক ও মানস এই ত্রিবিধ কর্ম্মযজ্ঞ, স্থূলযজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ, যাহা সাক্ষাৎ সংসার বাধক, যদ্দ্বারা সাক্ষাৎভাবে সংসার নিবৃত্ত হয়, ভবরোগের শান্তি হয়, তাহা সূক্ষ্মযজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞ। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, বিশ্বজগৎ যজ্ঞাত্মক পটস্বরূপ, পট বা বস্ত্র যে প্রকার তন্তুসমূহ দ্বারা—নির্ম্মিত—উত (Woven) হয়, যজ্ঞাত্মক বিশ্বজগৎ পট, সেই প্রকার পঞ্চভূতাদি তন্তুসমূহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদ বিশ্বজগৎকে যজ্ঞাত্মক পট বলিয়াছেন কেন, তাহা বুঝিতে হইলে 'যজ্ঞ' কোন্ পদার্থ, এবং জগতের স্বরূপ কি, বিশ্বের কিরূপে অভিব্যক্তি হয়, তাহা জানা আবশ্যক। 'যজ্ঞ' শব্দ উচ্চারিত হইলে, যাঁহারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপরূপ অসভ্যোচিত, অনর্থক কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু বুঝেন না, তাঁহাদের সমীপে বিশ্বজগৎ যজ্ঞাত্মক পটস্বরূপ, এই শ্রুতিবচনের মূল্য যে অত্যল্প তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—আমার একটা কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—যাহা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা বলিতে পার।

জিজ্ঞাসু—'যজ্ঞ হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে', "শুক্র শোণিতরূপে পরিণত ভুক্তান্ন হইতে ভূত (প্রাণি সমূহের) উৎপত্তি হয়, পর্জ্জন্য বা বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হইয়া থাকে; যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্যের উৎপত্তি হয়; যে কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ সমুদ্ভূত হয়, ব্রহ্ম বা বেদ হইতে তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে; বেদ অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হয়েন" "আদিসর্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাবর্গ সৃষ্টি করিয়া, এবম্প্রকার আদেশ করিয়াছিলেন যে, তোমরা বেদোপদিষ্ট এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয়পূর্ব্বক উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও, যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করুক, তোমাদের কামধুক্ হোক; যে ব্যক্তি জগচ্চক্রের প্রবর্ত্তক যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করে, সে পাপজীবন, কেবল ইন্দ্রিয় সেবক হইয়া, সে বৃথা জীবন ধারণ করে" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)। যে সভ্য পুরুষ, যে শিক্ষিতম্মন্য মানুষ, বেদ ও শাস্ত্র মুখ হইতে যজ্ঞ বিষয়ক এই সকল কথা শ্রবণপূর্ব্বক, যজ্ঞকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপরূপ অসভ্যোচিত, অনর্থক কর্ম্ম বলিয়াই বুঝিয়া থকেন, তাঁহা হইতে

অসভ্যতর, তাঁহা হইতে একেবারে—মনন বা বিচার শক্তি বিহীন মূর্খতর আর থাকিতে পারেন না।

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ। 'সপ্ততন্তু' যে যজ্ঞের একটি নাম, তাহা বোধ হয় তুমি অবগত আছ।

জিজ্ঞাসু—অমরকোষ পাঠ করিয়া, 'সপ্ততন্তু' যে যজ্ঞের একটি নাম, তাহা অবগত হইয়াছি, কিন্তু সপ্ততন্তু যজ্ঞের নাম হইল কেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

বক্তা—সপ্ততন্তু অর্থাৎ—গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দঃ বা সপ্তবিধ অগ্নিজিহ্বা দ্বারা যাহা বিতত--বিস্তীর্ণ হয়, তাহার নাম সপ্ততন্তু। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন,"আকাশাদিভূতরূপ তন্তু সমূহ দ্বারা সর্গাত্মক (সর্গ—সৃষ্টি—অব্যক্তভাবে বিদ্যমানের—ব্যক্তভাবে আগমন হইয়াছে, আত্মা বা স্বরূপ যাহার) যজ্ঞপট বিশ্বতঃ বিস্তৃত হয়, ইহা দেবগণের উদ্দেশ্যে ভোক্তৃ বর্গকৃত কর্ম্ম সমূহ দ্বারা আয়ত—দীর্ঘীভূত হয়। দেবগণ উক্ত সর্গাত্মক যজ্ঞপটের বয়ন করিয়া (বুনিয়া) চেতন ভোক্তৃ প্রপঞ্চ ও অচেতন ভোগ্যপ্রপঞ্চের সর্জ্জনপূর্ব্বক, বিস্তৃত সত্যলোকে প্রজাপতির উপাসনা—(উপাস্যের সমীপবর্ত্তী হওয়াই—উপাস্যে সর্ব্বভাব মিলাইয়া দেওয়াই, উপাস্যে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করাই, প্রমাণাদি বৃত্ত্যধীন আত্মবোধকে দূরীভূত করাই, বস্তুত-উপাসনা) করেন, তাঁহার সমীপে, তাঁহাকে আশ্রয় পূর্ব্বক বিদ্যমান থাকেন। প্রজাপতির মুখ হইতে গায়ত্রী ছন্দের সহিত প্রথমতঃ অগ্নি দেবতার আবির্ভাব হয়; গায়ত্রী ছন্দের সহিত অগ্নিদেবতার আবির্ভাবের পর, উষ্ণিক্ ছন্দের সহিত সবিতা দেবতার অভিব্যক্তি হয়, তৎপরে অনুষ্টুপ্ ছন্দের সহিত সোমের এবং বৃহতী ছন্দের সহিত বৃহস্পতি দেবতার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ইতঃপর প্রজাপতির সকাশ হইতে বিরাট্ ছন্দের সহিত মিত্রাবরুণ—দেবতার, তদনন্তর ত্রিষ্টুপ ছন্দের সহিত ইন্দ্র দেবতার, তৎপরে জগতী ছন্দের সহিত বিশ্বে দেবতাগণের বিকাশ হইয়া থাকে। অগ্ন্যাদি সপ্তদেবতার সহিত গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দের উৎপত্তি 'প্রাজাপত্য যজ্ঞ'। অগ্নি, সূর্য্য, সোম, বৃহস্পতি, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্র ও বিশ্বদেবগণ, ইহাঁদের সহিত গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ সমূহের যাগে ঋষি—মনুষ্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। * যজুর্ব্বেদ পাঠ করিলেও

* "যো যজ্ঞোবিশ্বতস্তন্তুভিস্তত একশতং দেবক র্ম্মেভিরায়তঃ"।

*   *   *   *   *   *   *

"অগ্নের্গায়ত্র্যভবত্ সযুগ্বোষ্ণিহয়াসবিতাসং বভুব।

জানিতে পারিবে, বিশ্ব-জগৎ অগ্ন্যাদি দেবতা ও গায়ত্র্যাদি ছন্দ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে।

'বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম,' এই গম্ভীরার্থক, এই সারবান্ বেদোপদেশের মর্ম্ম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা, বর্ত্তমান কালে অসম্ভব বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না। ক্রম বিকাশবাদের প্রতিষ্ঠাপক জ্ঞানে হক্‌সলী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ দ্বারা সমাদৃত হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের, "গতি (Motion) এবং ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সমূহের অবিরাম বিভাগ ও সংপ্রবিভাগ (Distribution and Redistribution) হইতে বিবিধ, বিচিত্র জগতের পরিণাম হইয়াছে, হইতেছে, যাঁহারা এই সকল কথার অর্থ নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়াছেন, গণিত, ভূততন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, শারীর-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণবিদ্যা, অন্তঃকরণ বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বাগ্‌বিজ্ঞান্, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিজ্ঞানের সহিত যাঁহাদের বিশেষ পরিচয় আছে, অপিচ যাঁহাদের হৃদয়ে বৈদিক প্রতিভা আছে, যাঁহারা সত্যের পূর্ণরূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল, যাঁহারা যথাশাস্ত্র যোগাভ্যাস করিয়া থাকেন, আমার বিশ্বাস, 'যজ্ঞ' হইতে বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এই সারতম বেদোপদেশের মূল্য কত, তাহা তাঁহারা কিয়দংশে বুঝিতে পারিবেন। "বিশ্বজগৎ ছন্দের পরিণাম, মননশীল, সত্যসন্ধ, ধীমান্, বিজ্ঞান কুশল, বিনা বাধায় স্বীকার করিবেন, এই বেদোপদেশের গর্ভে গতিমাত্রের তাল আছে (All motion is rhythmical) এই সত্যের ব্যাপকরূপ বিরাজ করিতেছে। যে জন্য 'সপ্ততন্তু' যজ্ঞের একটী নাম হইয়াছে, তাহা বুঝিবার পথ দেখাইবার নিমিত্ত এই সকল কথা বলিলাম। এখন চিন্তা কর কর্ম্মকাণ্ডকে যজ্ঞ বা পূজাবিধান বলিবার হেতু কি ?

পূজা কোন্ পদার্থ ? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

জিজ্ঞাসু—'যজ্ঞ' পদার্থের যে আভাস প্রদান করিলেন, সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ে ধরিতে না পারিলেও, তদ্দ্বারা কোন দিন কৃতকৃত্য হইবার সরল রাজপদ্ধতি নয়নে পতিত হইবে, এইরূপ আশা জন্মিয়াছে, আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি, এখন

অনুষ্টুভা সোমউক্থৈর্মহস্বান্‌বৃহস্পতের্বৃহতী বাচমাবত্॥
বিরাণ্মিত্রাবরুণয়োরভিশ্রীরিন্দ্রস্যত্রিষ্টুবিহভাগো অহ্নঃ।
বিশ্বান্‌দেবাঞ্জগত্যাবিবেশতেন চাক্লৃপ্রঋষয়োমনুষ্যাঃ॥
চাক্লৃপ্রেতেন ঋষয়ো মনুষ্যাযজ্ঞেজাতেপিতরোনঃ পুরাণে।
পশ্যন্মন্যেমনসা চক্ষসাতান্যইমংযজ্ঞমযজন্ত পূর্ব্বে॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা ৮ম অষ্টক। ১০।১৩০।১৩১

কৃপা পূর্ব্বক 'পূজা' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করুন, মখ বা যজ্ঞকে পূজা বলিবার কারণ কি, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইয়াদিন। আমার এখন বিশ্বাস হইতেছে, 'পূজা' বলিতে আমি যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা পূজার প্রকৃত রূপ নহে, আমি যে ভাবে পূজা করি, সেভাবে পূজা করিলে যে, পূজার যথার্থ ফল লাভে কখন সমর্থ হইব, আমার আর তাহা মনে হইতেছেনা, যদ্দ্বারা পরমগতি প্রাপ্তি হয়, যদ্দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, সে পূজার রূপ আমি অদ্যাপি দেখিতে পাইয়াছি বলিয়া, আমার আর বিশ্বাস হইতেছেনা।

বক্তা—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যেরূপ পূজা দ্বারা তুমি কৃতকৃত্য হইবে, সে পূজার স্বরূপ যে, অদ্যাপি তোমার যথাযথভাবে উপলব্ধি হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

পূজা নাম বিভিন্নস্য ভাবৌঘস্যাপি সঙ্গতিঃ।
স্বতন্ত্র বিমলানন্ত ভৈরবীয় চিদাত্মনা॥"—শ্রীতন্ত্রালোক-৪র্থ আহ্নিক।

"রূপ-রসাদি আপাত প্রতীয়মান বিভিন্ন ভাব সমূহের, দেশ-কালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন, নিরুপাধিক, পূর্ণ পরসম্বিদ বা পরব্রহ্মের সহিত যে সঙ্গতি—একীকার (Unity) তাহার নাম প্রকৃত পূজা।" কিছু ধারণা হইল কি ?

জিজ্ঞাসু—বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিলে, পরম উপকৃত হইব, কৃতার্থ হইব, ইহা মনে হইতেছে। সর্ব্বভাবপ্রপূরক, সর্ব্বভাবময় ভগবানে সকল ভাবকে মিশাইয়া দেওয়াই, প্রকৃত পূজা, এইরূপ ক্ষীণ ধারণা হইতেছে।

বক্তা—ক্রমশঃ যথাসম্ভব বিশদভাবে পূজার স্বরূপ ব্যাখ্যানের চেষ্টা করিব।

জিজ্ঞাসু—এখন জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, আসন, আবাহন, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, মাল্যানুলেপন, নমস্কার ইত্যাদি উপচার দ্বারা যে পূজা করা হয়, সে পূজা দ্বারা কি বিভিন্ন ভাব সমূহের পরসম্বিদাত্মা বা পরব্রহ্মের সহিত সঙ্গতি—একীকার হইতে পারে ?

বক্তা—অধিকার বা যোগ্যতার ভেদানুসারে যে, ক্রিয়ার ভেদ হওয়া প্রাকৃতিক, তাহা তোমাকে বুঝাইতে হইবে না। জ্ঞানীর পূজা পদ্ধতি ও অন্যের পূজনরীতি যে, একরূপ হইতে পারে না, তাহা তোমার জানা আছে, সন্দেহ নাই। উপাসনাতত্ত্ব বিচার করিতে হইলে, পূজাতত্ত্ব, সন্ধ্যাতত্ত্ব, জপতত্ত্ব প্রভৃতির বিচার করিতেই হইবে, অতএব আমি ক্রমশঃ পূজা, সন্ধ্যা, জপ, ইত্যাদির স্বরূপ যথাশক্তি বিশদভাবে বর্ণনের চেষ্টা করিব। পূজার সাধারণ অনুষ্ঠান, পূজা করিতে হইলে, সামান্যতঃ যাহা যাহা করা হইয়া থাকে, তাহা তুমি বিদিত আছ,

কিন্তু পূজা করিতে হইলে, কি নিমিত্ত আসনশুদ্ধি করিতে হয়, ভূতশুদ্ধি করিতে হয়, কি নিমিত্ত ঋষ্যাদিকন্যাস করিতে হয়, করশুদ্ধি করিতে হয়, জলশুদ্ধি করিতে হয়, কি নিমিত্ত প্রাণায়াম করিতে হয়, আবাহন, আসন প্রভৃতি উপচার দ্বারা পূজ্যের অর্চ্চনা করিতে হয়, পূজনীয়কে এই সকল নিবেদন করিতে হয়, জপ করিতে হয়, তাহা বোধ হয় তোমার যথা প্রয়োজন জানা নাই, তাহা জানা থাকিলে, আসন, আবাহনাদি উপচার দ্বারা যে পূজা করা হয়, সে পূজা দ্বারা কি বিভিন্ন ভাব সমূহের পরব্রহ্মের সহিত সঙ্গতি (একীকার) হইতে পারে, তুমি এই প্রকার প্রশ্ন করিতে না। পূজা ও যোগ যে এক সামগ্রী, কায়িক, বাচিক ও মানস শুভকর্ম্মমাত্রেই যে পূজা, তাহা বিস্মৃত হইও না। হৃদয়কে রাগ-দ্বেষাদি দোষ বিরহিত করা, বাক্যকে অনৃতাদি (মিথ্যাদি) দোষ বা মল বিমুক্ত করা এবং শরীর দ্বারা হিংসাদি রহিত, আত্ম—পরের হিতসাধক কর্ম্ম করাই, যে প্রকৃত ঈশ্বর পূজন ("রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগদুষ্টানৃতাদিনা হিংসাদি রহিতং কর্ম্মযত্তদীশ্বর পূজনম্)" বহুশঃ শ্রুত জাবালদর্শনোপনিষদের এই কথা ভুলিও না।

মখ বা যজ্ঞের স্বরূপ সম্বন্ধে যে আভাস পাইয়াছ, অপিচ পূজা সম্বন্ধে যাহা শুনিলে, তাহা হইতে যজ্ঞ ও পূজা যে ভিন্ন পদার্থ নহে, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় বোধগম্য হইবে, সন্দেহ নাই।

জিজ্ঞাসু—"অনন্ত পার কর্ম্মকাণ্ডের অন্ত নাই, অতএব আমি সংক্ষেপে কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে যথাবৎ আনুপূর্ব্বিক কিছু বলিতেছি" এই কথা বলিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র যে কারণে, "আমার মখ," আমাকে পাইবার উপায়, বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই ত্রিবিধ, উদ্ধবকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, যে কারণে শ্রীধরস্বামী কর্ম্মকাণ্ডের পূজাবিধান এই অর্থগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই ত্রিবিধ মখ বা পূজার স্বরূপ সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা এখনও বিনিবৃত্ত হয় নাই, এখনও পূজার বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই ত্রিবিধ ভেদ হইবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই, বৈদিক দীক্ষায় দীক্ষিত দ্বিজগণের আবার তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার রীতি প্রচলিত হইবার কারণ কি, এখনও এই প্রশ্নের সমীচীন সমাধান হয় নাই।

পূজার প্রকার ভেদ।

বক্তা—পরে এসম্বন্ধে বহু কথা শুনিতে পাইবে, অধুনা পূজার প্রকার ভেদ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। সূতসংহিতাকে বাহ্যপূজা ও আভ্যন্তর

পূজা, এই দ্বিবিধ পূজার বর্ণন আছে। বাহ্যপূজা আবার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ভেদে দ্বিবিধ। বৈদিক পূজা বলিতে, সূতসংহিতা বেদ ও তন্মূলক স্মৃতি—পুরাণাদি প্রতিপাদিত পূজাকে এবং তান্ত্রিকী পূজা বলিতে বেদ নিরপেক্ষ, শিবপ্রোক্ত আগম প্রতিপাদিত পূজাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। সূতসংহিতা ও ইহার মাধবাচার্য্য প্রণীত তাৎপর্য্যদীপিকা নাম্নী ব্যাখ্যা পাঠ করিলে, জানিতে পারিবে, যাঁহারা তন্ত্রোক্ত দীক্ষা দ্বারা সংস্কৃত, তাঁহারা তান্ত্রিকী পূজার এবং যাঁহারা স্বগৃহোক্ত * সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, তাঁহারা বৈদিকী পূজার অধিকারী। কেবল শক্তি পূজাদির নহে, শিব, বিষ্ণু, বিনায়ক প্রভৃতির পূজাদিরও বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দ্বিবিধ বিভাগানুসারে প্রকার ভেদ আছে। যিনি যে মার্গের অধিকারী, তাঁহার সেই মার্গানুসারে পূজা করা উচিত, স্বমার্গের অতিক্রম শ্রুতিতে নিন্দিত হইয়াছে। †

বেদ ও তন্ত্র বিষয়ক এবং বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসু—আপনার আদেশানুসারে আমি সূতসংহিতা, দেবীভাগবত, বিষ্ণু-ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ পড়িয়াছি, কতিপয় শৈবাগম বা তন্ত্রও অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু এতদ্দ্বারা আমার বিশেষ লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বক্তা—পুরাণ ও তন্ত্র পড়িয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, তোমার কি এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে ?

---

* "যাঁহারা স্বগৃহোক্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত" এই কথার অর্থ হইতেছে, যাঁহারা স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত গর্ভাধানাদি পঞ্চবিংশতি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত। গর্ভাধানাদি সংস্কার সমূহ 'গৃহ্য' এই শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়া থাকে। আশ্বলায়নাচার্য্য স্বপ্রণীত গৃহ্যসূত্রে বলিয়াছেন—"উক্তানি বৈতানিকানি গৃহ্যাণি বক্ষ্যামঃ"—

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র।

'যজ্ঞ' শ্রৌত ও গৃহ্য এই দ্বিবিধ। শ্রৌতসূত্র নামক গ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত যজ্ঞের প্রয়োগ পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইগুলিকে 'শ্রৌত' এবং গৃহ্যসূত্র নামক গ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত যজ্ঞের প্রয়োগ পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে, সেইগুলিকে 'গৃহ্য' বলা হয়। যথাস্থানে এই বিষয়ের বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইবে।

† "স্বমার্গাতিক্রমোহি শ্রুত্যৈব নিন্দিতঃ। "যো বৈ স্বাং দেবতামপি ত্যজতে প্র স্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতি"—সূত-সংহিতা,—শ্রীমাধবাচার্য্য প্রণীততাৎপর্য্যদীপিকা।

জিজ্ঞাসু—পুরাণ ও তন্ত্র পড়িয়া, আমার বেদ ও তন্ত্র বিষয়ক, অপিচ বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধীয় বহু জিজ্ঞাসা হইয়াছে, অনেক বিষয়ে সংশয় বাড়িয়াছে, আমি কোন বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই, অতএব পুরাণাদি পাঠ করিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, মনে কখন, কখন এই প্রকার ভাবের যে উদয় হয়, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

বক্তা—পুরাণাদি পাঠ করিয়া, বেদ ও তন্ত্র বিষয়ক, অপিচ বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধীয় তোমার কি, কি জিজ্ঞাসা হইয়াছে? কোন্, কোন্ বিষয়ে সংশয় জন্মিয়াছে তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—বেদমূলক পুরাণাদি শাস্ত্রে বেদের শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তন্ত্র সমূহের মধ্যে কতিপয় তন্ত্রও বেদকেই পরম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, বেদবিরুদ্ধ আগম বা তন্ত্রের উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্রৌত ও অশ্রৌত (বেদসম্মত ও বেদ নিরপেক্ষ—স্বতন্ত্র) এই দ্বিবিধ তন্ত্রের কথা পুরাণ ও তন্ত্র মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। মেরুতন্ত্রে আগম বা তন্ত্রকে বেদাঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মেরুতন্ত্র বলিয়াছেন, প্রণব ব্যতিরেকে বেদ থাকিতে পারেন না, প্রণবই বেদের বীজ, মন্ত্র সকল বেদ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে, অতএব সকল মন্ত্রই বেদপর—বেদমূলক, আগম বা তন্ত্র বেদেরই অঙ্গ—("ন বেদঃ প্রণবং ত্যক্ত্বা মন্ত্রো বেদসমুত্থিতঃ। তস্মাদ্বৈদপরোমন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃতঃ॥"—মেরুতন্ত্র)। নিরুত্তরতন্ত্র আগমকে পঞ্চমবেদ বলিয়াছেন ("আগমঃ পঞ্চমো বেদঃ" * * *)। মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্র সমূহ, সনাতন বেদকেই ধর্ম্মবিষয়ে মূল প্রমাণ বলিয়াছেন ("ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ")। কুল্লুকভট্টবিরচিত 'মন্বর্থমুক্তাবলীতে শ্রুতি, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ভেদে দ্বিবিধ ("শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্ম্মঃ। শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ"), মহর্ষি হারীতের এই বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। সূতসংহিতা, বৈদিকমার্গকেই বিশেষতঃ প্রশংসা করিয়াছেন। সূতসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, দেব-দেব মহাদেব যেমন সর্ব্বজন কর্ত্তৃক পূজিত হন, সেই প্রকার বৈদিক পুরুষ, সর্ব্বজনের পূজ্য হইয়া থাকেন। আদিত্যবিহীন জগৎ যে প্রকার অন্ধ হয়, সেই প্রকার বৈদিক বিহীন জগৎ যে, অন্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। প্রাণ ও ইন্দ্রিয় বিহীন শরীর যেমন কুণপ (শব)—বৎ, অর্থাৎ অনর্থক, সেইরূপ বৈদিক বিহীন জগৎ ব্যর্থ, শববৎ অনর্থক। আহা! বৈদিকের মাহাত্ম্য বর্ণনের শক্তি আমার নাই (ব্যাস-শিষ্য সূতের উক্তি), বেদই আনন্দের সহিত বৈদিকের মাহাত্ম্য বর্ণন

করিয়াছেন, স্মৃতি ও পুরাণাদি সহর্ষে বৈদিকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, সমস্ত তান্ত্রিকেরা বেদ প্রতিপাদিত মার্গ স্বীকার করেন, আগমিক বা তান্ত্রিকদিগেরও উপজীব্য (আশ্রয়ণীয়) বলিয়া বেদমার্গই শ্রেয়ান্, বেদ সাক্ষাৎ সনাতন। যেমন মহাদেবের সমান দেবতা নাই, সেই প্রকার তন্ত্রাবলম্বি (তান্ত্রিক)গণের মধ্যে বৈদিকের তুল্য কেহ নাই। *

হিমালয়কে দেবী ভগবতী পূজা বিধি সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, দেবীভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে তাহা উক্ত হইয়াছে। দেবীভগবতীর উক্তি—হে পর্ব্বত পুঙ্গব! আমার পূজা প্রথমতঃ বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। বাহ্য পূজার আবার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই দুই প্রকার ভেদ আছে। বৈদিকী পূজাও আমার ব্যাপক এবং অব্যাপক মূর্ত্তি ভেদে দ্বিবিধ জানিবে। বেদোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ, বৈদিকী এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ তান্ত্রিকী পূজা করিবে। যে মূঢ় মানব এবম্প্রকার পূজা রহস্য না জানিয়া, ইহার বিপরীতাচরণ করে, সে সর্ব্বথা অধঃপতিত হইয়া থাকে। ভূধর! তুমি যে ইতঃ পূর্ব্বে আমার সাক্ষাৎ পরমরূপ দর্শন করিয়াছ, যাহা পরাৎপর, যাহা অতিমহৎ, যে মূর্ত্তির মস্তক, নয়ন ও চরণাদির সংখ্যার অন্তনাই, যাহা সর্ব্বশক্তি সমন্বিত ও

---

* দেবদেবো মহাদেবো যথা সর্ব্বৈঃ প্রপূজ্যতে।
তথৈব বৈদিকো মর্ত্ত্যঃ পূজ্যঃ সর্ব্বজনৈরপি॥
আদিত্যেন বিহীনং তু জগদন্ধং যথাভবেৎ।
তথা বৈদিকহীনং তু জগদন্ধং ন সংশয়ঃ॥
প্রাণেন্দ্রিয়াদিহীনং তু শরীরং কুণপং যথা।
তথা বৈদিকহীনং তু জগদ্ব্যর্থং ন সংশয়ঃ॥
অহো বৈদিকমাহাত্ম্যং যথা বক্তুং ন শক্যতে।
বেদএব তু মাহাত্ম্যং বৈদিকস্যাব্রবীম্মুদা॥
স্মৃতয়শ্চ পুরাণানি ভারতাদীনি সুব্রতাঃ।
বৈদিকস্য তু মাহাত্ম্যং প্রবদন্তি সদা মুদা॥
বেদোক্তং তান্ত্রিকাঃ সর্বে স্বীকুর্বন্তি দ্বিজর্ষভাঃ।
নোপজীবন্তি তন্ত্রোক্তং বেদঃ সাক্ষাৎসনাতনঃ॥
* * * * *
মহাদেবসমো দেবো যথা নাস্তি শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
তথা বৈদিকতুল্যস্তু নাস্তি তন্ত্রাবলম্বিষু॥"—সূতসংহিতা

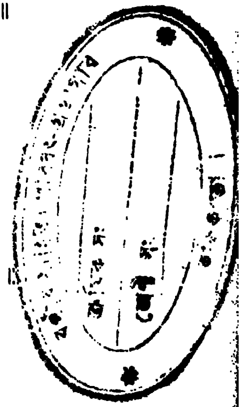
সর্ব্বপ্রেরক, আমার সেই ব্যাপক বিরাট্ মূর্ত্তির নিরন্তর ধ্যান, পূজা, প্রণাম ও স্মরণ কর্ত্তব্য। হে নগবর! এই আমি তোমাকে বৈদিক প্রথম পূজার স্বরূপ বলিলাম, এই পূজাই সর্ব্বপ্রধান পূজা। তুমি শান্ত ও সমাহিত মতি হইয়া দম্ভ ও অহংকারাদি বিহীন হইয়া, তদ্গতচিত্তে এই পরমমূর্ত্তির শরণাপন্ন হও, সর্ব্বদা তাঁহারই প্রীতিকর যাগানুষ্ঠান, তাঁহারই নাম জপ, তাঁহারই ধ্যান, মনে মনে তাঁহাকেই সন্দর্শন করিতে থাক। শৈলরাজ! অচল প্রেম যুক্ত ভক্তিভাবে, আমাকেই সর্ব্বময় ভাবনা পূর্ব্বক দান, যজ্ঞ ও তপস্যাদি দ্বারা বিরাট্‌রূপিণী আমারই সন্তোষসাধনে সচেষ্ট হও। এইরূপ করিলে, আমার অনুগ্রহে তুমি নিশ্চয় ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। যাহারা আমাতেই চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়া, নিরন্তর আমারই ধ্যানাদিতে তৎপর হয়, তাহারাই আমার ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তাহাদিগকে আমি অচির কাল মধ্যে এই ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। রাজন্! কর্ম্মসংমিশ্রিত ধ্যান বা ভক্তিপূর্ণ জ্ঞানবলেই সর্ব্বথা আমাকে আয়ত্ত করা যায়, নতুবা কেবল কর্ম্ম দ্বারা আমাকে কখনই পাওয়া যায় না। গিরিবর! ভক্তি, ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হয় এবং সেই ভক্তি হইতেই পরম জ্ঞান জন্মে, মনীষিগণ বলেন, শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত আচারই ধর্ম্ম এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মাভাস। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি সমন্বিত মৎস্বরূপ হইতে বেদের উৎপত্তি হয়, অতএব আমার যখন কোন বিষয়েই ভ্রমপ্রমাদ নাই, তখন বেদ কখন অপ্রমাণ হইতে পারেনা, তখন বেদেরও কোন বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদ হইতে পারে না। স্মৃতি শাস্ত্র সকল যখন শ্রুতির অর্থানুসারেই প্রণীত হইয়াছে, তখন মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রসমূহেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। যদিও কোন কোন স্মৃতি-পুরাণাদির কোন-কোন স্থলে বেদবিরুদ্ধ আচারও উক্ত হইয়াছে, এবং বহুজন তাহাকে ধর্ম্মাচরণ বলিয়াও, স্বীকার করেন, তথাপি বেদবিরুদ্ধ বলিয়া, সেই সেই অংশ গ্রহণ করা উচিত নহে, কারণ, সেই সকল অংশ অপরাপর শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের ভ্রম-প্রমাদনিবন্ধন, অসুর প্রকৃতিজনগণের মোহজনক তন্ত্রার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং সেই সকল শাস্ত্রবাক্য যখন ভ্রমপ্রমাদ দোষে দূষিত, তখন কোনক্রমেই তাহাদের প্রামাণ্য হইতে পারেনা, এই নিমিত্ত যিনি মোক্ষের অভিলাষ করেন, তাঁহার ধর্ম্মাচরণার্থ বেদেরই আশ্রয়গ্রহণ কর্ত্তব্য। রাজার আজ্ঞা যেমন কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না, সেইরূপ আমিই যখন অখিলজগতের ঈশ্বরী, তখন আমার আজ্ঞাস্বরূপ বেদকে মানবগণ কিরূপে উপেক্ষা করিবে?

মদীয় আজ্ঞা স্বরূপ বেদের রক্ষার নিমিত্তই আমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছি, এবং সেই জন্যই অবশ্য জ্ঞাতব্য শ্রুতিবাক্য রূপ মদীয় রহস্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। হে ভূধর! যে যে সময়ে জগতে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়েই আমি বিবিধ অবতার বেশ (শাকম্ভরী ও রামকৃষ্ণাদি—'বেষান্ শাকম্ভর্য্যাদি, রামকৃষ্ণাদ্যবতারান্,—দেবীভাগবতটীকা) ধারণ করিয়া থাকি। শ্রুতি—স্মৃতি বিরুদ্ধ যে অন্যান্য বিবিধ প্রকার শাস্ত্র আছে, তৎ সমস্তই তামসশাস্ত্র। পাপিগণ বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ দ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত হইলে, সদসৎ কর্ম্মের আর বৈষম্য থাকিবে না, এই বিবেচনাতেই পাপীদিগকে নানাপ্রকার প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কর্ম্মেরপ্রলোভনে মোহিত করিবার অভিপ্রায়েই, মহাদেব বামাচারতন্ত্র, কাপালতন্ত্র, কৌলতন্ত্র ও ভৈরবতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, নতুবা ঐ সকল বেদবিরুদ্ধ তন্ত্রসমূহের প্রণয়ন করিবার শঙ্করের অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। দধীচি মুনি প্রভৃতির অভিসম্পাত জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হওয়ায়, দগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যাহাতে সোপানক্রমে ক্রমশঃ জন্ম-জন্মান্তরে বেদাধিকার হয়, এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য নামক আগম শাস্ত্র শঙ্কর কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ফলকথা তন্ত্রশাস্ত্রে, স্থানে স্থানে যে বেদের অবিরুদ্ধ অংশ আছে, বেদমার্গানুসারী ব্যক্তিগণের সেই, সেই অংশ গ্রহণে কদাচ কোন দোষ হয় না, কিন্তু বেদ বিরুদ্ধাংশে, দ্বিজগণ সর্ব্বথা অনধিকারী। যাহাদের বেদে অধিকার না থাকে, তাহারাই কেবল তন্ত্রে অধিকারী জানিবে। অতএব বেদাধিকারী, বেদজ্ঞব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে বেদকেই আশ্রয় করিবে, তাহা হইলে ধর্ম্মের সহিত পরমজ্ঞান জন্মিবে, এবং সেই জ্ঞানই ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া দিবে। শৈলরাজ! কি সন্ন্যাসী, কি বানপ্রস্থাশ্রমী, কি গৃহস্থ, কি ব্রহ্মচারী, যাহারাই, সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শরণাপন্ন হয়, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হইয়া, অহংকারবিহীন হইয়া মদ্গত চিত্ত, মদ্গতপ্রাণ ও মদীয় স্থান বর্ণনে নিরতহইয়া, পরমভক্তি সহকারে সতত আমার বিরাট্ মূর্ত্তির উপাসনা রূপ ঐশ্বর্য্য যোগ অবলম্বন করে, আমি নিশ্চয়ই সেই নিয়ত মদীয় যোগনিরত ভক্তজনগণের হৃদয়াকাশে জ্ঞান-সূর্য্য সমুদিত করিয়া তত্রত্য অজ্ঞানান্ধকারকে প্রোৎসারিত করিয়া দিই। হে নগাধিপ! এই প্রথমা বৈদিকী পূজার স্বরূপ সংক্ষেপে কথিত হইল। ইতঃপর দ্বিতীয় প্রকার বৈদিকী পূজার বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। মদীয় প্রতিমূর্ত্তি, স্থণ্ডিল, চন্দ্র-সূর্য্যমণ্ডল, জল,

বাণলিঙ্গ, যন্ত্র কিম্বা সুপ্রশস্ত পটে এই পূজা কর্ত্তব্য। প্রথমে হৃৎপদ্ম মধ্যে, যিনি ত্রিগুণাতীত হইয়াও, ভক্তানুগ্রহার্থ সগুণমূর্ত্তি ধারণ করেন, যাঁহার হৃদয় সতত করুণাপূর্ণ, বর্ণ অরুণবৎ লোহিত, মুখমণ্ডল সুপ্রসন্ন, সর্ব্বাঙ্গ অতিমনোহর ও সীমন্ত যেন অখিল সৌন্দর্য্যের সার স্বরূপ, যিনি তরুণীরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন, যাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যে, শৃঙ্গার রসে পরিপূর্ণ রহিয়াছেন, যিনি অখিল জগতের জননী, ভক্তগণের দুঃখে সতত কাতরহৃদয়া, যাঁহার ললাটদেশে শশিকলা, ভুজচতুষ্টয়ে পাশ, অঙ্কুশ ও বরাভয় মুদ্রা শোভা পাইতেছে, সেই পরাৎপরা মদ্রূপিণী দেবীকে ধ্যান করিবে, এবং পরে বিভবানুরূপ উপচার প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইবে। যতদিন না আভ্যন্তর পূজার অধিকার জন্মে, তাবৎ কালই এই প্রকার বাহ্যপূজা করিবে, পরে আভ্যন্তর পূজার অধিকার জন্মিলে, আর বাহ্য পূজার প্রয়োজন থাকে না। সম্বিদ্রূপিণী ব্রহ্মময়ী আমাতে যে চিত্তের বিলয়, তাহাই আভ্যন্তর পূজা। এই যে সম্বিদের (জ্ঞান বা চৈতন্যের) কথা বলিলাম, তাহাই আমার উপাধি রহিত পরমরূপ জানিবে। অতএব সর্ব্ববিষয় হইতে বিরত হইয়া, নিরাশ্রয় নির্বিষয় চিত্তকে, মদীয় সম্বিদ্রূপে সংস্থাপন করাই, সর্ব্বতোভাবে উচিত। *

---

* দ্বিবিধা মমপূজাস্যাদ্বাহ্যাচাহভ্যন্তরাহপিচ।
বাহ্যাহপি দ্বিবিধাপ্রোক্তা বৈদিকীতান্ত্রিকী তথা॥
বৈদিক্যর্চাহপি দ্বিবিধা মূর্ত্তি ভেদেন ভূধর।
বৈদিকী বৈদিকৈঃ কার্য্যা বেদদীক্ষা সমন্বিতৈঃ॥
তন্ত্রোক্তদীক্ষাবদ্ভিস্তু তান্ত্রিকী সংশ্রিতাভবেৎ।
ইত্থং পূজারহস্যং চ ন জ্ঞাত্বা বিপরীতকম্॥
করোতি যো নরো মূঢ়ঃ সপতত্যেব সর্বথা।
তত্র যা বৈদিকী প্রোক্তা প্রথমা তাং বদাম্যহং॥
যন্মে সাক্ষাৎ পরং রূপং দৃষ্টবানসি ভূধর।
অনন্তশীর্ষ নয়নমনন্তচরণং মহৎ॥
সর্ব্বশক্তি সমাযুক্তং প্রেরকং যৎ পরাৎপরম্।
তদেব পূজয়েন্নিত্যং ন মে দ্ধ্যায়েৎস্মরেদপি॥
ইত্যেতৎ প্রথমাচার্য্যাঃস্বরূপং কথিতং নগ।
শান্তঃ সমাহিতমনা দম্ভাহংকারবর্জ্জিতঃ॥



*দেবীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে যে নারায়ণ-ও-নারদের সংবাদ আছে, তাহা পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত সদাচারই মুখ্যধর্ম্ম, শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত সদাচার দ্বারাই আয়ুঃ, সন্ততি ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে, সদাচারই দুরিতনাশক—পাতকাপসারক, সদাচারই মনুষ্যদিগের কল্যাণকারী

তৎপরোভবতস্মাজীতদেবশরণংব্রজ।
তদেবচেতসাপশ্য জপধ্যায়স্ব সর্বদা॥
অনন্যয়া প্রেমযুক্তভক্ত্যামদ্ভাবমাশ্রিতঃ।
যজ্ঞৈর্যজতপোদানৈর্মামেবপরিতোষয়॥
ইত্থমমাহনুগ্রহতোমোক্ষ্যসে ভবন্ধনাৎ।
মৎপরা যে মদাসক্তচিত্তাভক্তবরামতাঃ॥
প্রতিজানেভবাদস্মাদুদ্ধরাম্যচিরেণতু।
ধ্যানেন কর্মযুক্তেন ভক্তিজ্ঞানেন বা পুনঃ॥
প্রাপ্যাহহং সর্বথা রাজন্নতুকেবলকর্মভিঃ।
ধর্মাৎসংজায়তে ভক্তির্ভক্ত্যা সংজায়তে পরং॥
শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতং যৎ স ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যশাস্ত্রেণ য প্রোক্তো ধর্মাভাসঃ স উচ্যতে॥
সর্বজ্ঞাৎসর্বশক্তেশ্চমত্তো বেদঃ সমুত্থিতঃ।
অজ্ঞানস্যমমাহভাবাদপ্রমাণা ন চ শ্রুতিঃ॥
স্মৃতয়শ্চ শ্রুতেবর্থং গৃহীত্বৈব চ নির্গতাঃ।
মন্বাদীনাং শ্রুতীনাং চ ততঃ প্রামাণ্যমিষ্যতে॥
ক্বচিৎ কদাচিত্তমত্রার্থকটাক্ষেণ পরোদিতম্।
ধর্মং বদন্তিসোংশস্তনৈব গ্রাহ্যোহস্তি বৈদিকৈঃ॥
অন্যেষাংশাস্ত্রকর্ত্তৃণামজ্ঞানপ্রভবত্ততঃ।
অজ্ঞান দোষদুষ্টত্বাত্তদুক্তেন প্রমাণতা॥
তস্মান্মুমুক্ষুধর্মার্থং সর্বথা বেদমাশ্রয়েৎ।
রাজাজ্ঞা চ যথালোকে হন্যতে ন কদাচন॥
সর্বেশাস্যামমাজ্ঞা সা শ্রুতিস্ত্যাজ্যা কথং নৃভিঃ।
মদাজ্ঞা রক্ষণার্থংতু ব্রহ্মক্ষত্রিয়জাতয়ঃ॥
ময়াসৃষ্টাস্ততোজ্ঞেয়ং রহস্যংমে শ্রুতের্বচঃ।
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতিভূধর॥

প্রধানধর্ম্ম, সদাচারি-মানব ইহলোকে সুখভোগ করিয়া, পরলোকেও সুখলাভ করিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞানান্ধকারে ভ্রান্ত ও মোহিত, সদাচারই তাহাদের মহাপ্রদীপ স্বরূপ হইয়া, মুক্তি পথের প্রদর্শক হয়। যে সদাচার বিহীন, সে উত্তম ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত হইলেও, শূদ্রবৎ হেয়, শূদ্রে ও তাহাতে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্তদাবেশান্নিভর্ম্যহম্।
দেবদৈত্য বিভাগশ্চাহপ্যতএবাহভবন্নৃপ ॥
যেনকুর্বন্তিতদ্ধর্ম্মং তচ্ছিক্ষার্থং ময়া সদা।
সম্পাদিতাস্তু নরকাস্ত্রাসো যচ্ছ্রবণাদ্ভবেৎ ॥
যো বেদধর্ম্মমুজ্ঝিত্যধর্ম্মমন্যং সমাশ্রয়েৎ।
রাজাপ্রবাস যে দ্দেশান্নিজাদেতান ধর্ম্মিণঃ ॥
ব্রাহ্মণৈর্নচ সম্ভাষ্যাঃ পংক্তিগ্রাহ্যানচদ্বিজৈঃ।
অন্যানি যানি শাস্ত্রাণি লোকেস্মিন্বিবিধানি চ ॥
শ্রুতি স্মৃতিবিরুদ্ধানি তামসান্যেব সর্বশঃ।
বামং কাপালকং চৈব কৌলকং ভৈরবাগমঃ ॥
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতোনান্য হেতুকঃ।
দক্ষশাপাৎভৃগোঃ শাপদ্দধীচস্যচ শাপতঃ ॥
দগ্ধায়েব্রাহ্মণবরা বেদমার্গ বহিস্কৃতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় সোপানক্রমতঃ সদা ॥
শৈবাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চৈব সৌরাঃ শাক্তাস্তথৈবচ।
গাণপত্যা আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেণতু ॥
তত্র বেদাবিরুদ্ধোংশোপ্যুক্ত এব ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
বৈদিকৈ স্তদ্গ্রহেদোষো ন ভবত্যেব কর্হিচিৎ ॥
সর্বথাবেদভিন্নর্থে নাধিকারীদ্বিজোভবেৎ।
বেদাধিকারহীনস্তুভবেত্তত্রাধিকারবান্ ॥
তস্মাৎ সর্ব প্রযত্নেনবৈদিকোবেদমাশ্রয়েৎ।
ধর্ম্মেণ সহিতং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়েৎ ॥
সর্বৈষণাঃ পরিত্যজ্য মামেব শরণংগতাঃ।
সর্বভূতদয়াবন্তোমানাহংকার বর্জ্জিতাঃ ॥
মচ্চিত্তামদ্গতপ্রাণা মৎস্থান কথনেরতাঃ।
সংন্যাসিনো বনস্থাশ্চ গৃহস্থা ব্রহ্মচারিণঃ ॥

সদাচার, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ভেদে দ্বিবিধ ; এই দ্বিবিধ সদাচারই পালনীয়, ইহাদের একটীও ত্যাজ্য নহে। নারদ ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে সদাচার বিষয়ক এইরূপ প্রশংসা শ্রবণপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, শাস্ত্র একরূপ নহে, পরস্পর বিরুদ্ধ বিবিধ শাস্ত্র আছে, অতএব কিরূপে শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম বিনির্ণয় করা যাইবে? ধর্ম্ম নিরূপণ বিষয়ে কোন্ শাস্ত্র প্রমাণ ?

নারায়ণ, নারদের এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটী ঈশ্বরের নেত্র এবং পুরাণ তাঁহার হৃদয়। এই শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে যাহা নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম, শ্রুত্যাদি ভিন্ন অন্যত্র যাহা নির্ণীত হইয়াছে,

---

উপাসংতে সদা ভক্ত্যাযোগমৈশ্বর সংজ্ঞিতম্।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানামহমজ্ঞানজংতমঃ ॥
জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশেন নাশয়ামি ন সংশয়ঃ।
ইত্থং বৈদিকপূজায়াঃ প্রথমায়া নগাধিপ ॥
স্বরূপমুক্তংসংক্ষেপদ্দ্বিতীয়াযা অথো ব্রুবে।
মূর্ত্তৌ বা স্থণ্ডিলেবাপিতথা সূর্য্যেন্দুমণ্ডলে ॥
জলেঽথবা বাণলিঙ্গে যন্ত্রেবাঽপি মহাপটে।
তথা শ্রীহৃদয়াম্ভোজে ধ্যাত্বা দেবীং পরাৎ পরম্॥
সগুণাং করুণাপূর্ণাংতরুণীমরুণারুণাম্।
সৌন্দর্য্যসারসীমাংতাংসর্বাবয়বসুন্দরাম্ ॥
শৃঙ্গাররসসম্পূর্ণাং সদাভক্তার্তিকাতরাম্।
প্রসাদ সুমুখীমম্বাংচন্দ্রখণ্ড শিখণ্ডিনীম্ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরামানন্দরূপিণীম্।
পূজয়েদুপচারৈশ্চ যথাবিত্তানুসারতঃ ॥
যাবদান্তরপূজা যামধিকারোভবেন্নহি।
তাবদ্বাহ্যামিমাং পূজাংশ্রয়েজ্জাতেতুতাংত্যজেৎ ॥
আভ্যন্তরাতু যা পূজা সা তু সং বিল্লয়ঃ স্মৃতঃ।
সংবিদেব পরং রূপমুপাধিরহিতং মম ॥
অতঃ সম্বিদি মদ্রূপে চেতঃ স্থাপ্যং নিরাশ্রয়ম্।
সংবিদ্রূপাতিরিক্তং তু মিথ্যামায়াময়ং জগৎ ॥
অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
ভাবয়েন্নির্মনস্কেন যোগ যুক্তেন চেতসা ॥"—দেবীভাগবত সপ্তম স্কন্ধ

তাহা ধর্ম্ম নহে। যে স্থলে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ ঘটিবে, সে স্থলে শ্রুতিকেই প্রমাণ বলিতে হইবে। পুরাণ ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতিই বলবৎ হইবে। যে স্থলে শ্রুতি দ্বৈধ (শ্রুতি সমূহের মধ্যে পরস্পর বিরোধ—শ্রুতি সমূহের মধ্যে মত ভেদ) ঘটিবে, সে স্থলে ধর্ম্মও দুই প্রকার হইবে, অর্থাৎ সে স্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ দ্বিবিধ শ্রুতিরই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, দ্বিবিধ শ্রুত্যনুসারেই (যথাভিলষিত—যথা অধিকার) ধর্ম্মাচরণ করিতে হইবে। যেখানে স্মৃতি দ্বৈধ হইবে, সেখানে বিষয় ভেদ কল্পনা করিতে হইবে। কোন, কোন, পুরাণে তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম যথাযথ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ মাত্রেই বেদ মূলক নহে, তন্ত্রমূলক পুরাণও আছে। তন্মধ্যে যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য নহে, বেদের অবিরোধী তন্ত্রই প্রমাণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ শ্রুতির বিরুদ্ধ, তাহা কোন রূপে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। একমাত্র বেদই ধর্ম্ম বিষয়ে মুখ্য প্রমাণ, অতএব বেদের সহিত যাহার বিরোধ নাই, তাহাই প্রমাণ, নতুবা প্রমাণ নহে। যে ব্যক্তি বেদ বিহিত ধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক অন্য প্রমাণানুসারে ধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য যমালয়ে নরক কুণ্ড সজ্জিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বপ্রকারে—বেদোক্ত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, বেদের অবিরোধী স্মৃতি পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রকেও প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিতে পার, অন্যান্য শাস্ত্র সমূহ বেদমূলক হইলেই, প্রমাণ হইবে, অন্যথা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। *

---

* "আচারঃ পরমোধর্ম্মোনৃণাং কল্যাণকারকঃ। ইহলোকে সুখীভূত্বা-পরত্রলভতে সুখম্॥ অজ্ঞানান্ধ জনানাংতু মোহিতৈ ভ্রামিতাত্মনাম্। ধর্ম্মরূপো-মহাদীপোমুক্তিমার্গপ্রদর্শকঃ॥ আচারাৎ প্রাপ্যতে শ্রৈষ্ঠ্যমাচারাৎকর্ম্মলভ্যতে॥ কর্ম্মণোজায়তে জ্ঞানমিতিবাক্যং মনোঃ স্মৃতিম্॥ সর্ব্বধর্ম্ম বরিষ্ঠোঽয়মাচার পরমন্তপঃ। তদেবজ্ঞানমুদ্দিষ্টং তেন সর্ব্বং প্রসাধ্যতে॥ যস্ত্বাচার বিহীনোঽত্র বর্ত্ততে দ্বিজসত্তমঃ॥ স শূদ্র বদ্বহিষ্কার্য্যো যথা শূদ্রস্তথৈব.সঃ। আচারোদ্বিবিধোঃ প্রোক্তঃ শাস্ত্রীয়ো লৌকিকস্তথা। উভাবপিপ্রকর্ত্তব্যৌ ন ত্যাজ্যৌশুভমিচ্ছতা॥ * * * * * * * * *

শ্রুতি স্মৃতি উভে নেত্রে পুরাণং হৃদয়ং স্মৃতম্। এতত্রয়োক্তএবস্যাদ্ধর্ম্মোনান্যত্রকুত্রচিৎ॥ বিরোধো যত্র তু ভবেৎত্রয়াণাং চ পরস্পরম্। শ্রুতিস্তত্রপ্রমাণংস্যাদ্দ্বয়োর্দ্বৈধেস্মৃতির্ব্বরা॥ শ্রুতিদ্বৈধংভবেদ্যত্রতত্রধর্ম্মাবুভৌস্মৃতৌ। স্মৃতি দ্বৈধং তু যত্রস্যাদ্বিষয়ঃ কল্প্যতাং পৃথক্॥ পুরাণেষু কচিচ্চৈব তন্ত্রদৃষ্টং যথাতথম্।

ধর্ম্ম বেদমূলক, শ্রুতিই ধর্ম্ম বিষয়ে মুখ্য প্রমাণ, বেদ ভিন্ন অন্য কোথা হইতে ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়না, যাহা বেদ বিরুদ্ধ, তাহা গ্রাহ্য নহে, বহু শাস্ত্র মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিয়াছি, কতিপয় তন্ত্রও যে, ধর্ম্ম বিষয়ে বেদের মুখ্য প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা অবগত হইয়াছি। আবার বেদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না, শিবপ্রোক্ত অশ্রৌত (শ্রুতি বিরুদ্ধ—স্বতন্ত্র) আগমকেই ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রূপে গ্রহণ করেন, এইরূপ তন্ত্রও নয়নেম্ পতিত হইয়াছে। বৈদিক উপদেশ সমান্যাত্মক, শৈব উপদেশ বিশেষাত্মক ; সামান্যের, বিশেষ দ্বারা বাধিত হওয়া ন্যায্য, বিশেষ দ্বারা সামান্য ন্যায়তঃ বাধনীয়, বিশেষ কথন সামান্য দ্বারা বাধনীয় হয়না। অতএব বৈষ্ণব বাক্য (বেদবাক্য হইতে বিশেষ বলিয়া), বেদ বাক্য দ্বারা বাধিত হইতে পারে না। অপিচ শৈববাক্য (বৈষ্ণব বাক্য হইতে বিশেষ এই নিমিত্ত) বৈষ্ণব বাক্য দ্বারা বাধনীয় নহে। বেদের সহিত বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিরোধ হইলে, বৈষ্ণব শাস্ত্রের কথাই গ্রাহ্য হইবে, বৈষ্ণব শাস্ত্রের সহিত শৈব শাস্ত্রের বিরোধ হইলে, বৈষ্ণব শাস্ত্রের কথা গ্রাহ্য হইবে না, তখন শৈব শাস্ত্রকেই প্রমাণ করিতে হইবে। নর, ঋষি, দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ইহাঁদের উক্তি সমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর উক্তি (বৈশিষ্ট্য নিবন্ধন) পূর্ব্ব-পূর্ব্ব উক্তির বাধক, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব উক্তি উত্তরোত্তর উক্তি দ্বারা বাধিত হয়। শ্রীমৎ অভিনব গুপ্তাচার্য্য বিরচিত তন্ত্রালোক নামক গ্রন্থে, বেদ হইতে শিব প্রোক্ত আগমের (অশ্রৌত বা বেদ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র তন্ত্রের) শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ এবম্বিধ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। †

ধর্মং বদন্তি তং ধর্মং গৃহ্নীয়ান্নকথঞ্চন॥ বেদাবিরোধি চেত্তন্ত্রং তৎপ্রমাণং ন সংশয়ঃ। প্রত্যক্ষশ্রুতিরুদ্ধং যত্তৎ প্রমাণং ভবেন্ন চ॥ সর্বথা বেদ এবাসৌ ধর্মমার্গপ্রমাণকঃ। তেনাবিরুদ্ধং যৎকিঞ্চিৎ তৎপ্রমাণং ন চান্যথা॥ "যো বেদধর্মমুজ্ঝিত্যবর্তেতহন্য-প্রমাণতঃ। কুণ্ডানি তস্য শিক্ষার্থং যমলোকে বসন্তিহি। তস্মাৎসর্বপ্রযত্নেন বেদোক্তং ধর্মমাশ্রয়েৎ"। দেবী ভাগবত ১১শ স্কন্ধ।

† ননু যথা শৈব্যা বিশেষচোদনয়া সামান্যাত্মিকা বৈদিকী চোদনা বাধ্যতে, তথা বৈদিক্যাপি শৈবী চোদনা কিং ন বা ? ইত্যাশঙ্কাংগর্ভীকৃত্য আগমার্থমেব দর্শয়িতুমুপক্রমতে

সর্বজ্ঞানোত্তরাদৌ চ ভাষতে স্ম মহেশ্বরঃ।
তদেবার্থদ্বারেণ পঠতি
নরর্ষিদেব দ্রুহিণ বিষ্ণুরুদ্রাদ্য দীরিতম্॥
উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যাৎ পূর্ব পূর্ব প্রবাধক।

যে বেদকে বহু শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, যে বেদকে ভগবতী উমা তাঁহার সনাতনী শক্তি বলিয়াছেন (কূর্ম্ম পুরাণ দ্রষ্টব্য), যে বেদকে বৃদ্ধ হারীত স্মৃতিতে বিষ্ণুর প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বেদান্তদর্শন (শারীরক সূত্র) যে বেদকে বিশ্বের, দেবতাদিরও প্রসবিতা বলিয়াছেন, যে বেদ বিশ্বজগতের উৎপত্তি স্থান বলিয়া বহু শাস্ত্রে স্তুত হইয়াছেন, সেই বেদ হইতে যথোক্ত তন্ত্রের অধিকতর প্রামাণ্য স্বীকার করা হইয়াছে কেন, সেই বেদ হইতে যথোক্ত শৈবাগমকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিবার হেতু কি, তাহা আমার বোধগম্য হয় নাই। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে, কৌল ও মিশ্রমার্গ দ্বিজাতিদিগের হেয় ("কৌল মিশ্রমার্গৌ হি হেয়ৌ গৌরি দ্বিজাতিভিঃ")। বৈদিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকারী দিগের ঐহিক ও পারত্রিক ক্ষুদ্র বাসনানুসারি-ফল সিদ্ধির উপায় প্রদর্শনার্থ ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক কৌল ও মিশ্রক তন্ত্র সমূহ প্রণীত হইয়াছে। শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র নিষিদ্ধ আচারের উপদেশ আছে বলিয়া, কৌল ও মিশ্রক তন্ত্র সমূহে ত্রৈবর্ণিকের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) অধিকার নাই। দেবীভাগবতে ও সূতসংহিতাতে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা শ্রুতি পথ গলিত—বৈদিকমার্গভ্রষ্ট, যাঁহাদের বৈদিক মার্গে অধিকার নাই, তাঁহারাই তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিবেন, তন্ত্রোক্ত পূজাদি করিবেন, শ্রুতিপথনিরতদিগের বেদোদিত পূজাদিই কর্ত্তব্য, শ্রুতিই তাঁহাদের সংসেবনীয়। †

নরোক্তস্য ঋষ্যুক্তং বাধকং, যাবদ্বিষ্ণূক্তস্য রুদ্রোক্তম্, তদাহ পূর্ব পূর্ব প্রবাধকম্' ইতি। অত্র উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যং হেতুঃ। সামান্যস্য হি বিশেষেণ বাধো ন্যায্যঃ,—ইতি ভাবঃ।

অতএব বিপর্য্যেণ বাধো ন ভবেদিত্যাহ

ন শৈবং বৈষ্ণবৈর্বাক্যৈর্বাধনীয়ং কদাচন।

বৈষ্ণবং ব্রহ্মসংভূতৈ' নে'ত্যাদি পরিচ্চিযেত্॥"—শ্রীতন্ত্রালোক, চতুর্থাহ্নিক।

† "শ্রুতিপথগলিতানাং মানুষাণাং তু তন্ত্রং গুরুগুরুরখিলেশঃ সর্ববিৎ প্রাহ শম্ভুঃ॥

শ্রুতিপথনিরতানাং তত্র নৈবাস্তি কিঞ্চিদ্ধিতকরমিহ সর্বং পুষ্কলং সত্যমুক্তম্॥

* * * * * * *

শ্রুতিপথনিরতানাং তে ন সংসেবনীয়াঃ শ্রুতিপথসমমার্গো নৈব সত্যং ময়োক্তম্॥"—সূতসংহিতা

সার উপদেশ—বিগত জ্বর।

(২য় প্রবন্ধ)

কখন কি বিগত জ্বর হইতে দেখিয়াছ? জ্বর একবারে ছাড়িয়া গিয়াছে এমন অবস্থা কি কখন হইয়াছে? ডাক্তার বাবুরা যে জ্বর উপশম করান তাহা কিন্তু বায়ু-পিত্ত-কফ বিকার ঘটিত জ্বর। এই জ্বর ছাড়ে বটে কিন্তু আবার হয়। যে জ্বর আর কখন হয় না—যে জ্বরের চিরতরে উপশম হয়—সেই ভাবে বিগত জ্বর কখন কি হইয়াছ?

এই দেহটা কিন্তু মনই। মনই দেহরূপ ধরে। স্বপ্ন কালে যেমন মনটাই থাকে আর কিছুই থাকে না, আর এই মনটাই স্বপ্নে আপনি সাপ বাঘ হয়, আপনিই আপনাকে সাপ বাঘরূপে দেখিয়া ভয় পায় কত কষ্ট করে সেইরূপ এই মনটাই দেহ রূপ ধারণ করিয়া আপনি আপনি শুধু শুধু বহু কষ্ট ভোগ করে।

এই মন-দেহটাকে কখন বিগত জ্বর হইতে কি দেখিয়াছ? ভগবান্ শুক্রাচার্য্য মন্দর কন্দরে আপনার কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ দেখিয়া পিতা ভৃগুদেবকে বলিয়াছিলেন পিতঃ—

সর্ব্বদুঃখদশামুক্তাং সংস্থিতাং বিগতজ্বরাম্।
দিষ্ট্যা পশ্যাম্যমননাং বনে তনুমিমামহম্॥ স্থিতি॥ ২৬॥

মনের জ্বর সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। যখন মানুষের এই জ্বর ছাড়ে তখন মানুষ সমস্ত দুঃখদশা হইতে মুক্ত হয়। মন অমন হইলে—সমস্ত মনন ক্রিয়া শূন্য হইলে তবে মনের জ্বর ছাড়ে। পরম ভাগ্যোদয়ই হইতেছে মনন ক্রিয়া শূন্য হওয়া। মনন ক্রিয়া শূন্য যখন মানুষ হয় তখনই মানুষ পরমপদে স্থিতি লাভ করে। বহু সাধনায় ইহা হয়।

কাঁহাদের ইহা হয়? কখন হয়? হইলে কি হয়?

ত এব সুখ সম্ভোগ সীমান্তং সমুপাগতাঃ।
মহাধিয়া শান্তধিয়ো যে যাতা বিমনস্কতাম্॥

কাঁহাদের ইহা হয়? না যাঁহারা বুদ্ধিকে শান্ত করিতে পারিয়াছেন—যাঁহাদের বুদ্ধি, রাগ দ্বেষাদি মনোমলকে উপশম করিয়া শান্ত হইয়াছে সেই সকল শান্তবুদ্ধি সম্পন্ন—সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধি বিশিষ্ট মহাপুরুষই মনকে মনন ক্রিয়া শূন্য

করিয়া বিমনস্কতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে ইঁহাদের কি লাভ হয়? ইঁহারাই সুখ সম্ভোগের সীমান্তে উপনীত হইতে পারেন। কিরূপে মনকে মনন ক্রিয়া শূন্য করিতে হয়?—ইহাইত সাধনা। সাধনার কথা পরে আলোচনা করা হইতেছে। এক কথায় বল এই সর্ব্ব-সুখভোগ সীমান্তে উপনীত হইতে হইলে কি হওয়া চাই?

শ্রবণ কর।

সর্ব্বশা জ্বর সংমোহ মিহিকা শরদা গমম্।
অচিত্তত্বং বিনা নান্যৎ শ্রেয়ঃ পশ্যামি জন্তুষু॥

চিত্ত বা মনই সর্ব্বদা জ্বর ভোগ করিতেছে। চিত্তই হইতেছে ব্যাপারী বণিক—ইহা যা কিছু পায় তাই পুটুলি বাঁধিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখে। বেণিয়ার পুটুলি এই চিত্তবণিক কিছুতেই ছাড়ে না। কত হিসাব নিকাশ করে, কত লাভ অলাভ নিরন্তর খতাইয়া দেখে আর সর্ব্বদাই আশাজ্বর ভোগ করে। যা দেখে, যা শুনে, যা ভাবে এই সকলের সংস্কার—অনুভূত সব বিষয়ের ছবি এই পটুয়া সুন্দর করিয়া চিত্তক্ষেত্রে আঁকিয়া রাখে—কৃপণ যেমন নির্জ্জনে কোম্পানির কাগজ গুণে—আর শুষ্ক কাগজ নাড়িয়া চাড়িয়া সুখ বোধ করে চিত্ত ও সেইরূপ করে। কত কতবার সংস্কারের দাগ—দৃষ্টশ্রুত বিষয়ের প্রতিবিম্ব দেখে—এত দেখে যে শেষে কত কত চিন্তা ইচ্ছা না করিলেও আপনা হইতে ইহাতে উদয় হয়। আহা! বিষয়ের ধ্যান ত ইহাই। প্রবল আসক্তি যে সংসারের জন্য তাহার অনুকূল কিছু যুটিলেই খুব অনুরাগ আর প্রতিকূল কিছু আসিলেই দ্বেষ। এই লইয়াই বেচারা জ্বর ভোগ করে।

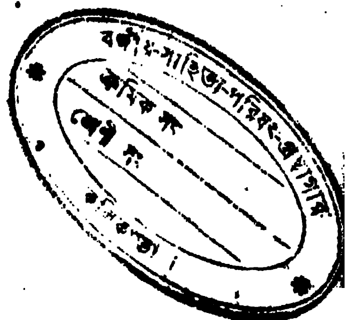
ভগবান্ শুক্রাচার্য্যের মুখ দিয়া ভগবান বশিষ্ঠ দেব উপদেশ করিতেছেন অচিত্ততা—চিত্তশূন্যতা—মনোনাশ রূপ শরদাগম ভিন্ন মানুষের পরম শ্রেয়ঃ—মানুষের পরম কল্যাণ হইতে পারে এমন কিছুই আমি দেখি নাই। শরদাগম ভিন্ন মিহিকার—সর্ব্বদিক আচ্ছন্নকারী কু-য়াশার কিছুতেই যেমন উপশম হয় না সেইরূপ জীবের আশাজ্বর এবং তজ্জনিত মোহ—প্রকাশ স্বরূপের আবরক অজ্ঞান—কিছুতেই যায় না যতক্ষণ না মানুষ নিশ্চয় করিতে পারে—নিশ্চয় করিয়া সাধনা করিতে পারে যে আমি চিত্ত নই—আমি মন নই—আমি এমনই একটি পদার্থ যেখানে কোন প্রকার অভাব নাই, কোন কিছুর আকাজ্ক্ষা নাই, কোন কিছুর জন্য ছট্‌ফটানি নাই; আমি এমনই একটি পদার্থ বিনি আপ্তকাম, আত্মতৃপ্ত, আত্মরতি। আহা! এই আমাকে লাভ করিতে

পারিলেই আমার সর্ব্বাশা জর ছাড়ে—চিরতরে ছাড়ে। এই আমাকে আমার লাভ—ইহাই "যংলব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাহধিকং ততঃ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাহপি বিচাল্যতে॥" ৬।২২

যে অবস্থা লাভ করিয়া সাধক অপর কোন লাভকে অধিক লাভ বলিয়া মনে করেন না—যে অবস্থায় যাইয়া, অপরের পক্ষে দুঃসহ দুঃখ দ্বারাও আর বিচলিত হয়েন না।

সাধনার কথা অধিক আর কি বলা যাইবে—শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই কর্ম্ম মার্গ, যোগমার্গ, ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গের কথা বলা হইয়াছে। আমরাও বহুদিন ধরিয়া এই সবই আলোচনা করিতেছি। তথাপি বলিতে হইলে বলিতে হয় যিনি সদাচারের আবশ্যকতা বুঝেন না, যিনি আহারের বিশুদ্ধতার উপকার ধারণা করিতে পারেন না, যিনি প্রতি কর্ম্ম, প্রতিবাক্য, প্রতি ভাবনায় ঈশ্বরের স্মরণের আবশ্যকতা বুঝেন না যিনি মুখ্য প্রাণরূপী ঈশ্বর এবং অপানরূপিণী ঈশ্বরীর মিলন জন্য, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধির প্রয়োজন বুঝেন না, যিনি ঈশ্বরের নাম, ঈশ্বরের রূপ, ঈশ্বরের গুণ, ঈশ্বরের কর্ম্ম বা লীলা এবং ঈশ্বরের স্বরূপ—এই সকলের ভাবনা দ্বারা সংসার ভাবনা ও তজ্জনিত রাগদ্বেষ রূপ চিত্তমল প্রক্ষালনের চেষ্টা করেন না, শেষে যিনি অহংকে দেহ হইতে, অহংকে মন হইতে উঠাইয়া—দেহে ও মনে অহং অভিমান ত্যাগ করিয়া, অহংএর মালিককে সব দিয়া আত্মতৃপ্তি লাভের প্রয়োজন বুঝেন না—সর্ব্ব শেষে "তোমার ধন তোমায় দিয়া," দাস হইয়া থাকা বা দাসী হইয়া থাকা—অথবা আমিকে সর্ব্ব নর নারী বিজড়িত—বিশ্বমূর্ত্তিতে শুধু তাই কেন সৃষ্টির সকল বস্তুতে এই অহংকে প্রসারিত করা অথবা "আর কোন কিছুই নাই" একমাত্র তুমিই আছ বা আমিই আছি আর যাহা কিছু আছে বলিয়া লোকে বলে তাহা তুমি ভিন্ন,—তাহা আমি ভিন্ন—তাহা চৈতন্য ভিন্ন—আর কিছুই নহে—এই বিচিত্র সৃষ্টি তোমার মায়াতে তোমাতে ভাসিয়া তোমাকেই বহুরূপে দেখাইতেছে, ফলে তুমিই সত্য—পরম সত্য তোমা ভিন্ন আর যাহা কিছু তাহা তুমি বাদ দিয়া দেখিলে কিছুই নহে—এই সকল সাধনার আবশ্যকতা যিনি না বুঝেন তাঁহার পক্ষে বিগত জ্বর হওয়া কখন হইবে না—হইতেও পারে না। ইতি



প্রতিমাটী "মা"টী।

গান

মল্লার

দেখিছ প্রতিমা যাঁর স্মরি নম তাঁহারে।
প্রতিমাটী "মা"টী ভেবে এঁকে নেরে হৃদমাঝারে॥
ক্ষুদ্র দেখে প্রতিমাটী ক্ষুদ্র ভেব না মায়,
এ বিশ্ব ব্যাপিয়া যিনি কোথা তাঁরে গড়া যায়,
তাই যত ক্ষুদ্র নরে,
পূজে মাকে ক্ষুদ্রাকারে,
দেখ্‌তে সিন্ধু বিন্দু মাঝে বিন্দু সাধন বলে পারে॥
নিরাকারে ধর্ত্তে মারে সন্তানের বড় ক্লেশ,
তাই অরূপা মা ধরেছেন মোহন বেশ,
মূলে তে মা চিৎস্বরূপা,
সতত জপে অজপা,
বাক্ বা মানস শক্তি, কভু সেথা যেতে নারে॥
পালিনে মা চতুর্ভুজ কৃষ্ণ শ্যাম সুন্দর,
লয়কালে শূলধারী পঞ্চবক্ত্র দিগম্বর,
পুন কমণ্ডলু করে
ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করে
যে রূপ যে ধ্যান করে সে রূপে দেন দেখা তারে॥
স্থাবর জঙ্গম বিশ্ব সাগর তরঙ্গ প্রায়
উঠি মায়ে করি খেলা পুন মায়ে মিশে যায়
নানা রূপ নানা কায়া—
যাহা দেখ মায়ের মায়া—
দেখ্‌লে "কান্তি" জ্ঞান নেত্রে সর্ব্বত্রে দেখিবি মারে॥

শ্রীকান্তিচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ।

শ্রীগীতার বিনিযোগ।

(১)

মন যখন দুর্ব্বল হয়, আলস্য ও অনিচ্ছায় জড়ের মত থাকিতে চায়, কোন কিছুর স্ফুরণ থাকেনা, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার সময় বহিয়া যায় তথাপি জড় প্রায় বসিয়া থাকে, কর্ম্ম করিবার উৎসাহ পায় না, তখন গীতা ধরিয়া, কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ শ্রীঅর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করিবার জন্য শ্রীভগবানের উপদেশগুলি স্মরণ করিতে হয়। স্মরণ না থাকিলে পুস্তক পড়িয়া সেই উপদেশ সমূহ মনন করিতে হয়। করিয়া দেখ প্রত্যক্ষ ফল পাও কি না পাও। পাইবেই।

(২)

অর্জ্জুনের ভাগ্যের মত ভাগ্য! কলির জীব আমরা, আমাদের সে ভাগ্য ত নাই। আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের মুখ হইতে সেই মৃত সঞ্জীবনী উপদেশ শুনিতে ত পাই না। আমাদের জন্য শ্রীব্যাসদেব যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন সেই পুস্তকই অবলম্বন। তবে পুস্তকের উপদেশ পড়িবার সময় ভাবনায় কাতর শ্রীঅর্জ্জুনের সম্মুখে শ্রীভগবানের মূর্ত্তির একখানি পটের ছবি রাখা উচিত। শ্রীঅর্জ্জুন শর সহিত গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া শোক সংবিগ্ন মানসে ভূমিতলে বসিয়া আছেন—আর শ্রীভগবান অর্জ্জুনের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীহস্ত তুলিয়া অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিতেছেন, অর্জ্জুন কাতর চক্ষে শ্রীভগবানের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিষাদ জানাইতেছেন এই ছবি সম্মুখে রাখিলে ভাল হয়—নিশ্চয়ই হয়।

(৩)

শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া আশ্বাস দিতেছেন আর বলিতেছেন—

"ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর-উঠ-কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। সময় অতিবাহিত হয়—একি করিতেছ—"ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ" ক্লীবভাব প্রাপ্ত হইওনা—"নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে" তোমার ইহা সাজেনা। উঠ উঠ কর্ত্তব্য বিমুখ হইওনা—কর্ত্তব্য পরায়ণ হও।

(৪)

গীতায় এই উপদেশ শুধু অর্জ্জুনের প্রতি নহে, নারায়ণ স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণ নরস্থানীয় সকলকেই এই উপদেশ করিতেছেন—তিনি তোমার জন্যও আছেন,

ছিলেন, চিরদিন থাকিবেন। চিরদিন সকলকেই তিনি উপদেশ করেন—তিনি জগন্নাথ আর যদি তুমি মনে কর আমি ত অতি ছার তথাপি তিনি তোমার জন্যও আছেন। তাই সাধক বলেন।

তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহাওসি
জগবাহির নই মুই ছার।"

সত্যইত তুমি জগতের সকলের নাথ আর আমাকে জগৎ হইতে ত বাহির করিয়া দাও নাই। তবে ত আমারও নাথ তুমি। আমি শত ব্যভিচার করিয়া ফেলিয়াছি তথাপি তুমি আমার নাথ। আর আমি ব্যভিচার করিতে প্রস্তুত নই আমি তোমার আজ্ঞা পালন জন্যই আসিয়াছি কিন্তু দেখ আমি কিছুই করিতে পারিতেছিনা দেখ আমার কি দুর্দ্দশা—আলস্যে অনিচ্ছায় আমি জড় প্রায় হইয়াছি—আত্মা! তুমি আমার আছ আর "তোমার আমি" হইব বলিয়া তোমার কাছে "তবাস্মীতিচ যাচতে"—"তোমার আমি" হইব বলিয়া যাচ্ঞা করিতেছি আর তুমি হস্ত প্রসারণ করিয়া আশ্বাস দিতেছ বলিতেছ "ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ"। ছবির দিকে—চাহিয়া চাহিয়া নিজের দুঃখের কথা দুঃখহারীকে, ব্যথাহারীকে বল—করিয়া দেখ, জড়তা কাটিবেই। অত্যন্ত জড়তা কালেও যদি এই বিষয় লিখিয়া লিখিয়া মনন করিতে পার তবে জড়তা নিশ্চয়ই থাকিবেনা।

(৫)

তার পরে ভগবানের উপদেশ শ্রবণ করিবার পূর্ব্বে আরও কিছু করিতে বলি। অর্জ্জুন ভূমিতে বসিয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান শ্রীভগবানকে দেখিতেছেন—কাজেই চক্ষু উর্দ্ধে তুলিতে হইয়াছে—তুমি ছবি সম্মুখে দেখিয়া উর্দ্ধে চক্ষু তোল—কপালে চক্ষু তুলিয়া ভাবনা কর যেন তোমার পৃষ্ঠদেশে ভিতরে মেরুদণ্ড যেখানে মস্তিষ্ক পিণ্ডকে স্পর্শ করিয়াছে সেই স্থানের ত্রিকোণ মণ্ডল হইতে যে জ্যোতি রাশি বাহির হইতেছে, যে জ্যোতিরাশি সম্মুখে কপালের ভিতরে দেখা যায় বলিয়া মনে হয়—বাস্তবিক কিন্তু ঐ জ্যোতি পশ্চাতেই ভাসে—সেই জ্যোতি রাশির ভিতরে যেন শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান হইয়াছেন আর তুমি চক্ষু উর্দ্ধে তুলিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে যেন জ্যোতির ভিতরে সুন্দর নীল আকাশ সেই আকাশের মধ্যবিন্দুর ভিতরে শ্রীভগবানকে দেখিতেছ এই ভাবে একটু একটু করিয়া ত্রাটক যোগ ও অভ্যাস কর যতক্ষণ না চক্ষে জল আইসে ততক্ষণ পলকশূন্য দৃষ্টি থাকিবে পরে চক্ষু বুঝিয়া জপ করিতে হইবে। যদি কোথায় দেখিব বুঝিতে না

পার---যদি শ্রীগুরুর কৃপা লাভ এখনও নাও করিয়া থাক, তবে আর এক কর্ম্ম কর—প্রভাতে যখন সূর্য্যদেব নীল আকাশে উত্থিত হয়েন সেই জ্যোতিঃভরা সূর্য্যদেবকে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত কর, ভিতরে দেখা কোন্ বস্তু কতক বুঝিবে। তার পরে "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং অচিন্ত্য শ্যামসুন্দরং" কে ত্রাটকে দেখিতে থাক আর তাঁহার উপদেশ মনন জন্য শুনিতে থাক তিনি কি বলিতেছেন। এখন শ্রবণ কর। ক্রমশঃ।

কল্যাণ পথে।

পাপ ও পুণ্যের হিসাব।

পাপ কি পুণ্য কি---ইহা লইয়া বহু দেশের বহু লোকে বহু কথা বলেন কিন্তু আমাদের দেশে পাপ পুণ্যের হিসাব অতি সহজ। শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া যাহা ভাব, যাহা বল, যাহা কর, যাহা দেখ, যাহা শুন তাহাই পাপ; আর শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া যাহা কর তাহাই পুণ্য। এই হিসাবে পাপে মৃত্যু হয় আর পুণ্যে অমরত্ব লাভ করা যায়। করিবে এই পাপ বর্জ্জন আর পুণ্য উপার্জ্জন?

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র" "সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি"—যে আমাকে সর্ব্বস্থানে দেখে আর আমাতেই সব দেখে—তার কাছে আমি অদৃশ্য হইনা সেও আমার কাছে অদৃশ্য নয়। সে ও আমি সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরকে দেখি কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিনা। চিরদিন—অনন্ত অনন্তকাল আমরা পরস্পর পরস্পরের নয়নে নয়নাবদ্ধ হইয়া থাকি—এক হইয়াই থাকি। অমরের কাছে না থাকিলে, অমরকে না দেখিলে অমরত্ব হইবে কিরূপে? জগতে যত বস্তু আছে সবই মরে, সবই ধ্বংস হয় একমাত্র মৃত্যুশূন্য বস্তু ঈশ্বর, আত্মা, ভগবান্।

তবেই হইল যাহা মৃত্যুর দিকে টানে তাহাই পাপ আর যাহা ভগবানের দিকে লইয়া যায় তাহাই পুণ্য। কেমন?

আর পাপ করিব না—এই মুহূর্ত্ত হইতে পুণ্য সঞ্চয় করিব ইহা যিনি নিশ্চয় করিলেন তাঁহার প্রথম দরকার হইতেছে ভগবানকে জানা, শ্রীভগবানকে বিশ্বাস করা।

এই বিশ্বাস করাও কঠিন কি? যাহা সত্য তাহা বিশ্বাস করা অতি সহজ। ভগবান্ ভিন্ন সত্য বস্তু ত কিছুই নাই। ভগবান্ মানুষের সঙ্গে আছেন বলিয়া মানুষ জীবিত থাকে, কথা কয়, চলে ফিরে—জগতে যাহা কিছু কার্য্য হইতেছে তাহা ভগবান আছেন বলিয়া; তিনি না থাকিলে অণু পরমাণুও আকৃষ্ট হইয়া থাকিতনা, কাহারও গতি শক্তি থাকিতনা, এক কথায় কোন কিছুরই অস্তিত্ব ও থাকিতনা। ভাবিতে পার—ভগবান নাই তুমি আছ? বৃক্ষ আছে? পশু আছে? আকাশ আছে? বায়ু আছে? অগ্নি আছে? কোন কিছু আছে? ইহা কেহ ভাবিতেও পারেনা। রহস্যের কথা এই ভগবান না থাকিলে ভাবনাও থাকিবেনা, স্থির হইয়া থাকাও থাকেনা--কি থাকে কি না থাকে তাহাও কেহ বলিতে পারেনা। স্থির সমুদ্র না থাকিলে চঞ্চল তরঙ্গ কাহার উপর ভাঙ্গিবে ভাসিবে; স্থির চৈতন্য শিব বুক পাতিয়া না দিলে চঞ্চলাশক্তি কালী কাহার বক্ষে নাচিবেন? স্থিতি না থাকিলে গতি কোথায় হইবে? সমস্ত জগৎটা চৈতন্য ভগবানের উপরেই ভাসিয়াছে—তাঁহার উপরেই ফুটিয়া উঠিয়াছে—যেমন সাদা ক্যানভ্যাসের উপরে অন্ধকারের সাহায্যে বায়স্কোপের ছবি ফুটে সেইরূপ। ক্যানভ্যাস না থাকিলে ছবি ফুটিবে কোথায়? যাঁহার আকার নাই তিনি আকার বিশিষ্ট কিছু ভেল্কি করিয়া সেই স্থূলের আকারে আকারিত হইয়াই ত ভাসিবেন? সৃষ্টি না থাকিলে সৃষ্টিকর্ত্তা কোথায় প্রকাশ হইবেন? আপনাকে আপনি প্রকাশ করিবার জন্যই তাঁহার এই সৃষ্টি তাও কৃপা করিয়া। লোকে বলে এত দুঃখের সৃষ্টি প্রকাশ করিবার তাঁহার আবশ্যক কি ছিল? মূর্খের কথা। সৃষ্টি আবশ্যক কি আবশ্যক নয় সে বিচার তাঁর সঙ্গে কর যাইয়া। কিন্তু সৃষ্টিটাই দোষের নহে। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আত্মপ্রকাশের জন্য তুমি তাঁহার সৃষ্ট বস্তুকে যে আমার আমার কর এই ত তোমার মূর্খতা। রাজা, রাণীর কাছে প্রকাশ হইলেন—তুমি রাণীকে "আমার" বলিতে ছুটিলে কি হিসাবে? রাজা রাণী খেলা করেন তুমি রাজা রাণীর ব্যাপারে আপনাকে একটা মস্ত দলাধিপতি কর কেন? আদ্র বণিকের জাহাজের খবর লওয়া রূপ বেআদবীর ফলেই তোমার দুঃখ শোক জ্বালা যন্ত্রণা আছাড় কাছাড় খাওয়া—হাহা হি হি হু হু করা। কাঁকড়ার বাচ্ছা সমুদ্র থামাতে গেলেই তার যাতনাত হইবেই—সেত পারিবেই না শুধু দুঃখ ভোগই সার আর শুধু ফন্দি আঁটিয়া আপনা আপনি ঝকড়াই সার হইবে। হইবেনা কি? হইতেছেনা কি?

তুমি ত আপনি আপনি ভগবানে স্থিতি লাভ করিতেই পারিবেনা—সেত

জানা কথা। কেননা সে সাধনা তোমার কোথায়? তুমি আচারের আবশ্যকতা বুঝনা, শুদ্ধ আহারের আবশ্যকতা বুঝনা তুমি স্থিতির সংযম বুঝিবে কিরূপে? নাই বুঝ কিন্তু জগতের সকল ব্যাপারেই ভগবানকে দেখ—তাঁহার জন্য—সব কর। তাঁহাকে ভুলিয়া কিছুই করিওনা। দশবার ভুলিবে একবারও যদি মনে রাখিয়া কিছু করিতে পার তবে ক্রমে ক্রমে তোমার পাপ ক্ষয় হইবে তিনিই করিয়া দিবেন—তখন তুমি পুণ্যের পথে চলিবে। তখন আর ফন্দি আঁটিতে ইচ্ছা হইবেনা—এই করিলে এই হয় এই হয়না—এরূপ আর হইবেনা। তোমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করাই আছে। নূতন কর্ত্তব্য স্থির করিতে গিয়া আর সময় নষ্ট না করিয়া তুমি কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখ হইয়া কষ্ট পাইবেনা তুমি একবারে কর্ত্তব্য পরায়ণ হইয়া পাপ ছাড়িয়া পুণ্য করিবে। সেকাল আর নাই বলিয়া বাতুলতা করিতে ইচ্ছাই হইবেনা। পাপ ছাড় পুণ্য কর সবই হইবে।

সত্যের অভ্যাস।

জগতের পর পারে আপনি আপনি যে ব্রহ্ম তাঁহার কথায় তোমার কাজ কি? যাঁহারা তাঁহার কথা বলেন তাঁহারা যে প্রকারের জীব তোমার সেরকম শিক্ষাও নাই আর সে রকম দীক্ষাও নাই। তুমি জগতের ভিতরে বাহিরে যে ঈশ্বর তাঁহাকেই সত্য বলিয়া ধর আর সেই সত্যের অভ্যাস কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—তুমি স্বরাজও পাইবে আর সম্রাটও হইতে পারিবে। স্বয়ং রাজা যিনি তিনি সম্রাট্ আবার স্বয়ং রাজ্য ও যিনি তিনিই স্বরাজ।

সত্যের অভ্যাস যদি না কর তবে সব ভুলিয়া যাইবে, মায়া তোমাকে গিলিয়া ফেলিবে। যিনি জলে স্থলে অনিলে অনলে নভোনীলে, যিনি ভাবনায়, বাক্যে, কার্য্যে, যিনি সুরূপে কুরূপে, যিনি বৃহতে ক্ষুদ্রে, যিনি কাম ক্রোধ লোভে আবার যিনি ইন্দ্রিয়ে মনে, তাঁহাকে লইয়া থাকিতে যিনি পারেন তাঁহারই জীবন সফল হয়। যখন তাঁহাকে লইয়া থাকিতে পারিবে তখন তাঁহাকে লইয়া যে জগৎটা ভাসিয়াছে সেটা কি তাই বুঝিবে। তাঁহাকে লইয়া যেটা ভাসিয়াছে—সেটি কি, যিনি ভাসিয়াছেন তাই? না তা নয়। সেটা মায়া আর মায়াটা তাঁর উপরে ভাসিয়া তাঁর চৈতন্যে দীপ্তা হইয়া তাঁকে লইয়াই জগৎ ব্যাপার তুলিতেছে। এই হইল প্রথম অবস্থার কথা। শেষ অবস্থায় সেই চৈতন্যই জগৎরূপে দেখা যাইতেছেন—যেমন অন্ধকারে রজ্জু সাপ রূপে দেখা যায়। কিন্তু অন্ধকার সরাইয়া ফেলিলে রজ্জুই আছে সর্প আদৌ নাই। শুধু মায়াবাদ মায়াবাদ বলিয়া চেঁচাইলে

কি হইবে? তাঁকে ধরিলে তিনি ভিন্ন যাহা তাহাইত মায়া হইয়া যায়। মায়াবাদ শঙ্কর সৃষ্টি করেন নাই—তাঁর পূর্ব্বে গৌড়পাদাচার্য্য সমস্ত মায়াবাদকে দেখাইয়াছেন, তারও পূর্ব্বে ব্যাসদেব এমন কি ভাগবতেও ইহা দেখাইয়াছেন তার ও পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব ইহা দেখাইয়াছেন। ফলে বেদই মায়াবাদ প্রথমে দেখাইয়াছেন। শুধু শঙ্করের দোষ দিলে কি হইবে? তাঁকে ধর আর সব মায়া বলিয়া অগ্রাহ্য কর তবেই তুমি ঋষিগণের বংশধর হইতে পারিবে। ইহাতে তোমার সংসারের কোন কার্য্যের বিঘ্ন হইবে না—জগৎ উদ্ধারের কোন ক্ষতি হইবে না—ভারত উদ্ধারের কোন প্রতিবন্ধক হইবে না। আর ঋষিগণ উন্নতির বিরোধী—এই যাহা বল তাহাও নিতান্ত অসার হইয়া যাইবে। তোমরা যাহাকে উন্নতি বল সেটা কি তখন ধরা পড়িবে। আর জগতের প্রকৃত উপকার কোন বস্তু ঠিক ঠিক বুঝিবে—উপ-সমীপে; কার—করিয়া দেওয়া জগৎটাকে ভগবানের সমীপবর্ত্তী করিয়া দাও তাহা হইলেই জগতের উপকার হইল। ভগবানের সমীপে করিলেই তাঁহার জ্যোতিতে সব পূর্ণ হইয়া গেল তিনিই থাকিলেন তিনি ভিন্ন সবই যে মায়া তাহা ধরা পড়িল। এইটিই স্থির সত্য তদ্ভিন্ন আর যাহা আপেক্ষিক সত্য মত মনে হয় তাহাও তাঁহার দিকে চাহিয়া—নতুবা তিনি ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। প্রকৃতি কি ভাবে কোন নিয়মে কার্য্য করেন তাহা জানিয়া প্রকৃতির অনুকরণে জল বায়ু অগ্নিকে নিজের ব্যবহারে আনা.ইহাই জড় বিজ্ঞানের উন্নতি আর মনোরাজ্যকে বশে আনিয়া চলাই—আধ্যাত্মিক উন্নতি। দুইই এক সঙ্গে চাই।

ঋষিগণ যে কৌশলে ব্যবহারিক উন্নতি করিয়াছিলেন সে কৌশল এখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। ব্যবহারিক উন্নতি এখন বিজ্ঞানের কৌশলে শিখিতে হইবে। ইয়ুরোপ আমেরিকা, এই বিষয়ে বহু চেষ্টা করিতেছেন—সেই চেষ্টা ভারতেও আনিতে হইবে। অল্প অল্প করিয়া তাহাও চলিতেছে। কিন্তু শুধু ব্যবহারিক উন্নতি লইয়া থাকিলে সব "একঘেয়ে" হইয়া যাইবে। ইয়ুরোপ আমেরিকার যাহা হইতেছে অর্থাৎ অন্তর্জগতের উন্নিতিটা গৌণ হইয়া পড়িবে। এই জন্য সত্যটি জানিয়া সত্যের সাধনও করিতে হইবে। গীতাতে এই উভয় প্রকার উন্নতির কথাই আছে—এক প্রকার উন্নতি হইতেছে জগচ্চক্র পরিচালনের নিয়ম জানিয়া সেইমত চলা আর অন্য প্রকারটি হইতেছে সত্যের অভ্যাস করা। সত্যের অভ্যাস জন্য নিত্যকর্ম্মগুলি সর্ব্বপ্রথমেই চাই। তারপরে ব্যবহারিক কার্য্যে দশের জন্য দেশের জন্য জগতের জন্য পরোপকার চাই,

মানুষ গড়া চাই, অন্নবস্ত্রের সংস্থান চাই। এই দুয়ের সামঞ্জস্য যে জাতি করিতে পারে না, সে জাতি ঠিক পথে চলিতে পারিবেন না, কালে সেই জাতির পতন হইবেই। কালপ্রভাবে জগতে ইহা হইতেছে দেখা যায়। সত্যের অভ্যাসকে আমরা মুখ্য বলিতেছি আর ঐ অভ্যাসের প্রয়োগকে গৌণ বলিতেছি। মুখ্য কার্য্য দ্বারা গৌণ কার্য্য সহজে হয় এবং গৌণ কার্য্যদ্বারা মুখ্য বিষয়টি সুন্দররূপে হইতে থাকে। ভিতরটি ফুটাইয়া বাহিরে আসিয়া তাহার পুষ্টিলাভ করা চাই আবার বাহিরটি দেখিয়া ভিতরে উহাই যে সূক্ষ্ম ভাবে চলিতেছে জানা চাই। ভিতরে বাহিরের সামঞ্জস্য এইরূপে করা চাই।

সত্যের অভ্যাসের কথা এখন আলোচনা করিয়া উপসংহার করিতেছি। চৈতন্যই একমাত্র সত্য। তাঁহার আকার নাই। মন্ত্রই তাঁহার প্রথম মূর্ত্তি। দ্বিতীয় মূর্ত্তি আরও পরিপুষ্ট—সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন। মন্ত্র যে ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক মহজ্জনতপসত্যসর্ব্ব লোক ব্যাপী ইহা নিত্য অভ্যাস করা চাই।

শ্রীশ্রীগুরু পদ

ভরসা

শ্রীশ্রীরাম লীলায় নাবিক।

ভবের কাণ্ডারী সাথে পারের মানসে,
আসিলেন গঙ্গা-তটে ঋষি সুখ-হর্ষে।
আনন্দ উদ্বেল ভরা ভকত হৃদয়,
কোন সুখ ছবি যেন সে মানসে ভায়।
পারের আশায় তবে নাবিকে ডাকিয়া,
কহিলেন ঋষিবর, ঈষৎ হাসিয়া।
যাবেন মিথিলা ধামে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
ত্বরিতে তরীতে তার নাবিক সুজন।
সুনীল-কোমল কান্তি রাম নব ঘন,
পাশে শোভে চামুর্ত্তি সুগৌর লক্ষ্মণ।

ভুবন ভুলাল মরি সে যুগল রূপ,
ভরিত আনন্দ মাখা অনন্ত স্বরূপ।
সরোজ বিশাল নেত্রে অরুণের ভাতি,
ভকত হৃদয়ে চির প্রেমের মুরতি।
সে রূপে পড়িলে আঁখি মত্ত ভৃঙ্গপ্রায়,
রূপ-মধু পানে মজি আপনা হারায়।
থুইয়া রূপেতে দিঠি ধেয়ান নয়নে,
নিরখে নাবিক যেন তন্ময় স্বপনে।
শ্রবণে গিয়াছে মাত্র ঋষির বচন,
কিন্তু-মন্ত্র সুপ্ত মত নাহিক স্মরণ।
পুনঃ ঋষি ডাকি-কন কতক্ষণ পরে,
নাবিক! মোদের সবে লয়ে চল পারে।
মহাযজ্ঞে জনকের করিব গমন,
সাথে মোর রাজ পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ক্ষণেকে চঞ্চল-শূন্য ভূমানন্দ ধ্যানে,
ভাষা হীন সুপ্তি-ময় করেছে সেখানে।
পেয়েছে কি যেন নিধি মরম মাঝারে,
অনন্ত সুখের স্মৃতি ভাবেতে ঝঙ্কারে।
ফুটিল ঋষির ভাষা শ্রবণ মাঝারে,
পাইল চেতন ক্ষণে স্বপন অন্তরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে লয়ে তবে ঋষিবর,
তরী-পরে উঠিবারে হয়েন সত্বর।
করিয়া প্রণাম নেয়ে ঋষির চরণে,
উঠিতে তরীতে মানা করে হাস্যাননে।
ঠাকুর! শ্রীরামে পারে আমি না লইব,
রামেরে করিলে পার ফাঁপরে পড়িব।
তোমরা সকলে এস আসি পারে থুয়ে,
কেবল থাকুন রাম ওখানে দাড়ায়ে।
কি জানি চরণে আছে কি-গুণ উঁহার,
শুনেছি শিলায় প্রাণ দিয়াছে কাহার।

ঋষির রমণী সেই পরমা রূপসী,
ছিল কত কল্প-কাল হয়ে শিলা বাসী।
আছে ভয় সে কারণে মনেতে আমার,
কাঠের তরণী মম শিলা-রি প্রকার।
ও চরণ রেণু-গুণে হয় যদি নারী,
অন্ন বিনা মম জনে হইবে ভিখারী।
সে কারণে বিচারিয়া আপন মনেতে,
করেছি নিশ্চয় রামে লবনা পারেতে।
আর এক কথা আমি শুনেছি পুরাণে,
বহু সাধু মহাজন ভক্তগণ স্থানে।
রাজীব লোচন রাম হয় নারায়ণ,
ভবের তরণী পরে নাবিক এ জন।
পারের কারণে জীব ব্যাকুল হৃদয়ে,
আসে চির-দিন শুনি ইঁহারি আশ্রয়ে।
কেহ আসে লয়ে পুণ্য ধন অগণন,
কেহ আসে-রিক্ত হস্তে বিহীন সাধন।
শুনেছি নাকি-হে ওই শ্যামল বালক,
পণ ভিন্ন পার নাহি করে কোন লোক।
আছে মনে সে কারণে বাসনা আমার,
আমি-ও কখন রামে না করিব পার।
পারের যাতনা তীরে বুঝিয়া এবার,
লইবে সকলে পারে হয়ে দয়াধার।
তখন হাসিয়া ঋষি চাহিয়া শ্রীরামে,
কহেন পতিত জীব লইয়া যে নামে
অনাসে তরিয়া যায় ভবের তুফানে,
সে পারে ঠেকেছে আজি নাবিকের স্থানে।
না দেখি যাইতে পারে উপায় শ্রীরাম,
যা পার করহে, আছে সম্বল ও নাম।
এত শুনি মৃদু হাসি মধুর বচনে,
কহেন কমল আঁখি অমিয় সুতানে।

করিবেনা মোরে পার হে নাবিক ভাই!
আছে মম বহু দোষ শুনি তব ঠাঁই।
মানবী হইল শিলা চরণের গুণে,
লবেনা পারেতে মোরে তুমি সে কারণে।
পারেতে ঠেকয়ে জীব আমার নিকটে,
ভাবিয়া ফেলেছ পারে আমারে শঙ্কটে
তোমার বিচারে আমি বুঝেছি নিশ্চয়,
দেখালে যতেক দোষ সবি মোর হয়।
আমি অতি গুণ হীন না দেখি উপায়,
করহে আমারে পার হইয়া সদয়।
নিলাম শরণ আজি আমি তব ঠাঁই,
যে কর্ম্ম বলিবে ভাই! করিব তাহাই।
তখন নাবিক কহে ভাবিয়া মনেতে,
সরেনা তোমারে মন লইতে পারেতে।
কিন্তু মধু ময় তব অমিয় বচন,
না পারে ঠেলিতে রাম! আমার এ মন,
নিরখি ও-রূপ-সুধা নয়ন ভ্রমর,
মধু মুগ্ধ প্রায় ওথা ভ্রমে নিরন্তর।
প্রেমের ঠাকুর তুই রাম প্রাণ ধন,
কঠিন কাষ্ঠের তরী পারেতে কখন।
সাজেনা তোমার রাম মনে বাসি আমি,
হৃদয় নন্দন নিধি সর্ব্ব অন্তর্যামী।
ভকতি সজল জলে হৃদয় কমলে,
ভাবের তরণী পরে তোরে লয়ে তুলে।
আনন্দে করিব পার সরস পরাণে,
শুষ্ক হৃদি হবে স্নিগ্ধ প্রেমের তুফানে।
এত বলি ভক্তি পূত করুণ নয়নে,
চাহিয়া শ্রীরামে কহে সুমিষ্ট বচনে।
কমল লোচন তোরে কি বলিব আর,
করোনা পারের কালে নিঠুর আচার।

লইয়া দয়াল-নাম কঠিন হৃদয়,
হইলে নামেতে হবে কলঙ্ক উদয়।
রাতুল কমল দুটী যুগল চরণ,
আগে লব ধুয়াইয়া করিয়া যতন।
পরে তোরে পরপারে যাইব লইয়া,
কি জানি মানুষী চূর্ণ থাকে বা লাগিয়া।
আর এক কথা আছে রাম মুখ শশী,
দিওনা চরণ তব তরী পরে বসি।
বাঞ্ছিত বিরিঞ্চি শিব সরোজ চরণ,
লয় মাঝি এত বলি করেতে আপন
চরণ পরশ মাত্রে শরীর অবশ,
ধ্যান চিত্তে সুখালসে আনন্দ বিবশ।
রবি শত কোটি আভা রতনে উজল,
রন্ধ্র মাঝে অধে ঊর্দ্ধে যুগল কমল।
কুণ্ডলী বিবর নালে শোভে মনোহর,
দশ শত-দল দল অরুণ সুন্দর
ফুটিয়াছে নিম্ন মুখে, অমৃত নির্ঝরে,
দ্বাদশ—দল কমলে ছত্রাকারে ঘেরে,
বৃত্তাকারে সাজিয়াছে প্রাকার প্রকারে,
রাজিছে কনক গৃহ তাহার মাঝারে।
ত্রি-রেখা ভাস্কর বহ্নি শশীর কিরণে,
উজলি ভাতিছে গৃহ অরুণ বরণে।
মণি-ময় সিংহাসন আদি হংসদ্বয়,
করিছে বহন সুখে স্বভাব শোভায়।
প্রণব শোভিত সাজে নাদ বিন্দু মাঝে,
করুণা বিমল কান্তি শান্তি সর-রাজে।
মানস মোহন রূপ যুগল সুঠাম,
জানকী কানকী লতা শ্যামল শ্রীরাম।
মধু হাস্তে উজলিত সুস্মিত আনন,
বিমল কমল আঁখি কৃপা সুখ ঘন।

শরদিন্দু সুধামুখী চম্পক মধুরা,
নয়ন নলিন নীলে রাম রাগ ভরা।
শ্রীরাম মানস-সর সরস মরালী,
শোভিছে শ্যামল অঙ্কে সে শ্যামে উজলি।
অপূর্ব্ব সুন্দর পথে স্বপ্ন স্মৃতি মনে,
তৃপতি বিহ্বল রাগ পরশ পরাণে।
আনন্দ কল্পনা শান্ত প্রেম সর মাঝে,
নয়নে নয়ন রাখা সে যুগল রাজে।
মিলন স্মৃতির পরে ভরিত হৃদয়ে,
অনন্ত প্রেমের তৃপ্তি প্রিয় মুখ চেয়ে।
অনিমিখে থির চোখে ভাবের আবেশে,
বাসনা রহিত চিতে শুদ্ধ জ্ঞানে ভাসে।
স্বপন আবেশে ডুবি সুপ্তির অলসে,
সমাধি মিলন মাঝে আনন্দ পরশে।
রূপ রস আশা শূন্য চির সুখ সাধে,
লয়েছে মিশায়ে ক্ষণে অনন্ত আস্বাদে।
পলকে চপলা ভাতি চকিত নয়নে,
সুপ্তি ঘেরা সুখ মাঝে পুনঃ সে স্বপনে।
অমৃত সরস মাখা নবীন প্রভাতে,
জাগাল ভকত প্রাণ নব রূপ ভাতে।
আবেশে ভরিত হেরে যুগল সে রূপ,
কানকী জানকী প্রিয় শ্রীরাম স্বরূপ।
মুছিয়া স্বপন রাজ্য অতি ধীরে ধীরে,
ফুটায় জাগ্রতে ক্রমে এ বিশ্ব মাঝারে।
আছে ছেয়ে রূপে ভরি মদন মোহন,
দুর্ব্বাদল শ্যাম কান্তি গৌরাঙ্গ লক্ষ্মণ,
করে থুয়ে মনোহর কমল চরণ,
ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশাদি চিহ্ন অগণন।
নিরখি বিচারে মনে নাবিক আপন,
দেখালে অধমে প্রভু! দুর্ল্লভ রতন।
বুঝিনু তুমিই সেই জগত কারণ,
পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর নিত্য সনাতন।
মিলন আস্বাদ সুখ পরশে বুঝালে,
জাগ্রত স্বপন রাজ্য ক্রমে সুপ্তি কোলে।

স্থূল সূক্ষ্ম বীজ দেহে আনন্দ কারণ,
রস ভাব পূর্ণানন্দে হইল মিলন।
সজল নয়নে চাহি চরণের পানে,
প্রেমেতে বিহ্বল চিত, কহে রাম সনে।
হাল বাহি সারা জন্ম এ কর আমার,
হয়েছে কঠিন দৃঢ় প্রস্তর প্রকার।
তাই হায়! পরশিতে কোমল চরণ,
মনে হয় ব্যথা পাবে রাম প্রাণধন!
কমলা হৃদয় দলে কতনা যতনে,
স্থাপিয়া চন্দন দানে ব্যথা বাসে মনে।
সে চারু কোমল পদ এ কঠিন করে,
রেখেছ দয়াল! নিজে কত না আদরে।
কে বুঝিবে তোর খেলা তোরে সাজে ভাল,
চরণ ভিখারী আমি অজ্ঞান কাঙ্গাল।
কৃপা করি অধিকার যারে দাও তুমি,
সে বুঝে আস্বাদে তোমা হে জগত স্বামি।
এত বলি সযতনে শ্রীপদ ধরিয়া,
নির্ম্মল জাহ্নবী বারি অঞ্জলি করিয়া।
ধুয়ায় নাবিক সুর বন্দিত চরণ,
শ্রীপদ পরশে বারি পুলক মগণ।
যে পদে জনমি গঙ্গা সর্ব্ব তীর্থ সাজে,
অনন্ত মহিমা ভরা ব্রহ্ম পদে রাজে।
প্রক্ষালিল সেই পদ নাবিক আনন্দে,
হইল অন্তরে মগ্ন ব্রহ্ম সুখানন্দে।
বক্ষে ধরি ধীরে লয়ে সে রাম সুন্দরে,
বসায় নাবিক তবে তরীর কিনারে।
বলে রাম ঠেকাওনা তরীতে চরণ,
আছে মনে ভয় মম তরীর কারণ।
তরণী হইলে নারী হইবে বিপাক,
এক স্ত্রী পালিতে কত পাই পরিতাপ।
মনে ভাবে ও চরণ দরশের আশে,
রয়েছে আকুলে চাহি হর গৌরী মিশে।
সে কারণে তরী পরে-ওপদ রাখিতে,
পারিনা আমি যে নাথ বুঝেছ কি চিতে!
শ্রীলক্ষ্মণ ঋষিগণ গাধির নন্দন,
একে একে উঠিলেন তরীতে তখন।

কেরুয়াল হাল মাঝি ধরিয়া করেতে,
রাম রূপে রাখি দিঠি লাগিল বাহিতে।
জনম জনম ধরি ও-রূপ নিরখি,
রহিল অতৃপ্ত চির আঁখি অনুরাগী।
লাখ লাখ লাখ যুগ হিয়ার মাঝারে,
রাখিয়া ভকত তৃপ্ত নহে পল তরে।
চাহি চাহি বাহে মাঝি কেমন কেমন,
অনুরাগ ভরা চোখে করে দরশন।
বাহে মাঝি কেরুয়াল যতই সঘনে,
পড়ে বারি উছলিয়া শ্রীরাম চরণে।
করি ছলা এই ভাবে বুঝি হর রাণী,
চুম্বি পদ রেণু পদে লুটান আপনি।
চন্দ্র কোটি উজলিত সুশীতল জ্যোতি,
সু-রূপা চারু-নয়না শুভ্র শ্বেত মূর্তি।
প্রসন্ন বদন আর্দ্র করুণা পীযূষে,
সাজিয়া মকর পরে বারি মাঝে ভাসে।
সলিলে চরণ দুটী যেন কোকনদ,
নিরখি ভাবেন গঙ্গা এই ত সে পদ।
আছি বহু দিন হতে বঞ্চিত হইয়া,
ধরিয়া মস্তক মাঝে যাই জুড়াইয়া।
শ্রীকর বাড়ায়ে হর্ষে করেন পরশ,
আবেশ কণ্টক কায়ে আনন্দ সরস,
নাবিকের গুণে আজি পুনঃ দরশন,
হইল শীতল সুখ রাজিব-চরণ,
পেয়েছে শীতল স্পর্শ ও পদের ঠাঁই,
এত শান্ত সুশীতল চির দিন তাই।
সকল কলুষ তাপ নিবারয় ক্ষণে,
স্পর্শে পায় মুক্তি জীব জাহ্নবী জীবনে।
আসিল নাবিক ক্রমে তরী বাহি তীরে,
ভবাব্ধি নেয়েয় লয়ে তরঙ্গিণী পারে।
উঠিলেন তবে সবে একে একে তীরে,
করিয়া কোলেতে মাঝি রামে নিল পারে।
চাহিয়া নাবিক প্রতি কৌশিক তখন,
কহিলেন কহ মাঝি লবে কিবা পন।
বনচারী ঋষি মোরা নাহি কড়ি ধন,
বুঝে লহ আছে সাথে রাজ পুত্র গণ।

তখন নাবিক চাহি রাম মুখ পানে,
গদ্ গদ্ ভাষে কহে সজল নয়নে।
ত্রি-লোকের দাতা তুই রাম প্রাণ ধন!
সে কারণে তোর পাশে মাগি কিছু পন।
যাচিনা সামান্য ধন তোর কাছে রাম!
নয়নে ভাসে হে সদা যেন রূপ শ্যাম।
কোমল শীতল বড় ও চারু চরণ,
শিরে দাও একবার জুড়াক জীবন।
আর এক কথা রাম আছে তোর ঠাঁই,
সাধন সম্বল হীন কিছু মোর নাই।
ভবের কাণ্ডারী তুই ভবের পারেতে,
আসিব যখন হরি আমি রিক্ত হাতে।
তখন করিও পার হইয়া সদয়,
দীনের আশ্রয় তুই দীন দয়াময়।
বাঞ্ছা কল্প তরু নাম সর্ব্ব কাম সার,
জ্ঞান ময় পূর্ণানন্দ প্রেমের আধার।
ভকত শিরেতে স্থাপি কমল চরণ,
পুরাল ভকত সাধ জগত জীবন।
আনন্দ আবেশে মাঝি যুগল চরণে,
প্রণময় বার বার লুণ্ঠিত পরাণে।
ঋষি সনে রাম শশী হইলে বিদায়,
হেরে মাঝি রাকা শশী ঘনেতে মিলায়।
ধ্যানে ভাসে রাম রূপ নয়নে নয়নে,
ডুবিয়া ভাবেতে মাঝি আছে রাম ধ্যানে।
যথা তথা চায় আঁখি হেরে রাম ময়,
রাম রাগ ভরা হৃদে আপনা হারায়।
তরণী লইয়া তীরে নাবিক ফিরিল,
সে তরী সুবর্ণ ময় সকলে দেখিল।
যারে দিল হেন প্রেম জগতের সার,
আছে কিবা প্রয়োজন এ ধনে তাঁহার।
রাতুল চরণ যুগ তার নিত্য ধন,
জানে তো ভকত হৃদি ভকত জীবন।
নাবিকের কথা বুঝি! লাগিয়াছে মনে,
রমণী হইলে তরী চরণের গুণে,
ভিখারী হইবে মম যত পোষ্য গণ,
খেলে তাই এই খেলা আনন্দ কারণ।

(অন্ন) দেবতা প্রতিহারের সহিত সংবদ্ধ রহিয়াছেন, তাঁহাকে না জানিয়া যদি তুমি প্রতিহার পাঠ করিতে, তাহা হইলে মৎকর্ত্তৃক তথা-কথিত তুমি, তোমার মস্তক নিপতিত হইত।

একাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, মহর্ষি উষস্তি রাজ-পুরোহিতগণকে বলিলেন-প্রস্তাব, উদ্‌গীথ ও প্রতিহার নামক সামাংশে যে যে দেবতা অনুস্যূত রহিয়াছেন; সেই সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সম্বন্ধে যাঁহাদের বিজ্ঞান নাই, তাঁহারা প্রস্তাব উদ্‌গীথ প্রভৃতি পাঠ করিতে অনধিকারী। এইরূপ অনধিকারী ব্যক্তি প্রস্তাব উদ্‌গীথাদি পাঠ করিলে সুফলের সম্ভাবনা নাই, বরং মস্তকপতন-রূপ কুফলই অবশ্যম্ভাবী। বিজ্ঞান অতিদূরের বস্তু, আপনি পূর্ব্বে বিজ্ঞানের স্বরূপ-পরিচয়ে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি—তদ্‌ভাবভাবিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিজ্ঞানবান্ হওয়া যায় না। এরূপ হইলে নিম্নাধিকারী কি প্রস্তাব উদ্‌গীথাদি পাঠ করিবে না?

আচার্য্য] বৎস, যজ্ঞ-কালে প্রস্তাব, উদ্‌গীথ ও প্রতিহার পাঠ করিতে হয়। প্রস্তাবাদি-পাঠ কর্ম্ম-বিশেষ। বিজ্ঞানবান্ অধিকারী এই কর্ম্মবিশেষ অনুষ্ঠান করিলে সমধিক ফল প্রাপ্ত হয়েন, আর বিজ্ঞান-বর্জ্জিত ব্যক্তি পাঠ করিলে কর্ম্মের যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই জন্যই প্রথম খণ্ডে ভগবতী শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন—**যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি**। বিদ্যা বা বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা ও ঔপনিষদ তত্ত্বানুভূতি সাহায্যে কর্ম্ম বীর্য্যবত্তর হইয়া থাকে। ভগবান্ ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—'এতেনাবিদুষোঽপি কর্ম্ম বীর্য্যবদেব ভবতীতি' বিদ্যা শ্রদ্ধাদি গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ম্ম অপেক্ষাকৃত বীর্য্যবত্তর হয় বলায় প্রতীতি হয়—অবিদ্বান্ ব্যক্তির অনুষ্ঠিতকর্ম্মও বীর্য্যবৎ হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা হইলে ভগবান্ উষস্তি কেন রাজ-পুরোহিতগণকে মস্তকপাতের ভয় প্রদর্শন

করিলেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই—বিদ্বজ্জনের সমক্ষে যদি অবিদ্বান্ ব্যক্তি প্রস্তাবাদি পাঠ করেন, তাহা হইলেই মস্তক স্খলিত হয়; নচেৎ নহে।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তির সমক্ষে অবিদ্বান্ ব্যক্তি কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে বিদ্বজ্জন-সান্নিধ্য বশতঃ ফল-সৌষ্ঠব হওয়াই ত সমীচীন, মস্তক-পাত হওয়ার কারণ কি?

আচার্য্য] বৎস, যে স্থলে বিদ্বজ্জনের অনুমতি ক্রমে কর্ম্মের আরম্ভ হয়, অবিদ্বান্ ঋত্বিক্ বিদ্বন্মণ্ডলীর অধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্মসম্পাদন করেন, সে স্থলে ফল-সৌষ্ঠব অবশ্যই হইয়া থাকে, উপস্থিত-ক্ষেত্রেও রাজা যখন এইরূপ ফল-সৌষ্ঠবকামী হইয়া ভগবান্ উষস্তিকে সমগ্র ঋত্বিক্ কার্য্যের জন্য বরণ করিতে অভিলাষ করিলেন, তখন ভগবান্ উষস্তির অনুমতি ক্রমে পূর্ব্ব বৃত অবিদ্বান্ ঋত্বিগ্‌গণই কর্ম্ম সম্পাদন করেন, ফলে যজ্ঞ সমধিক-ফলপ্রদ-রূপেই সম্পন্ন হয়। কিন্তু যে স্থলে বিদ্বজ্জন উপস্থিত থাকিলেও বিজ্ঞান-বর্জ্জিত ঋত্বিক্ স্বায় প্রগল্‌ভতায় বিদ্বজ্জনের অনাদর করিয়া কর্ম্ম-সম্পাদন করেন, সেই স্থলেই জ্ঞানি-জনাবমাননার অপরাধে অবিদ্বান্ ঋত্বিকের মস্তক স্খলিত হইয়া থাকে। উৎকৃষ্টের অবমাননায় নিকৃষ্টের মস্তকপতন অসমীচীন নহে, বরং সমীচীন।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, আপনার পূর্ব্বোক্ত উপদেশে আমি যাহা বুঝিতে পারিলাম—তাহা বলিব?

আচার্য্য] বল।

ব্রহ্মচারী] ভগবতী শ্রুতির আদেশ—যাঁহারা কর্ম্মমাত্রবিৎ, কি প্রণালীতে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যাঁহারা কেবল তাহাই অবগত আছেন; তাঁহারা যথাযথ ভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে সেই কর্ম্মের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ফল পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রদ্ধা ও বিজ্ঞান, সম্পন্ন, তাঁহারা তদাপেক্ষা অধিকতর ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা রহস্যবিৎ বা ঔপনিষদ তত্ত্বানুভূতি সম্পন্ন, তাঁহারা সেই কর্ম্মেই তদপেক্ষাও সমধিক ফল প্রাপ্ত হয়েন।

द्वादशः खण्डः।

अथातः शौव उद्गीथस्तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः स्वाध्यायमुद्वव्राज, १। तस्मै श्वा श्वेतः प्रादुर्बभूव, तमन्ये श्वान उपसमेत्योचुरन्नं नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति।२। तान्होवाचेहैव मा प्रातरुपसमीयातेति तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लावो वा मैत्रेयः प्रतिपालयाञ्चकार।३। ते ह यथैवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः संरब्धाः

१ २ , १ २ १र
सर्पन्तीत्येवमाससृपुस्ते ह समुपविश्य हिं चक्रुः ५रो मदामोम्
२र १ र र र १२र १ २र १ २ २र
पिबामोम् देवो वरुणः प्रजापतिः सविताऽन्नमिहा हरदन्नपते
१ २र २र
तऽन्नमिहाहराहरो मिति। ५।

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

পদানুসরণী] অতীতে খণ্ডে অন্নাপ্রাপ্তি-নিমিত্তা কষ্টাবস্থোক্তা। উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্ট-পর্য্যুষিতভক্ষণলক্ষণা, সা মাভূদিত্যন্নলাভায় অথ অনন্তরং শৌবঃ শ্বভির্দ্দৃষ্ট উদ্গীথ উদ্গানং সাম অতঃ প্রস্তূয়তে। তৎ তত্র হ কিল বকোনাম দল্ভস্যাপত্যং দাল্ভ্যঃ, গ্লাবো বা নামতঃ মিত্রায়াশ্চাপত্যং মৈত্রেয়ঃ। বা শব্দশ্চার্থে, দ্ব্যামুষ্যায়ণো হ্যসৌ বস্তুবিষয়ে ক্রিয়াস্বিব বিকল্পানুপপত্তেঃ। দ্বিনামা দ্বিগোত্র ইত্যাদি হি স্মৃতিঃ, দৃশ্যতে হি-উভয়তঃ পিণ্ডভাক্ত্বম্। উদ্গীথে বদ্ধচিত্তত্বাদ্ ঋষাবনাদরাদ্ বা। বা শব্দঃ স্বাধ্যায়ার্থঃ। স্বাধ্যায়ং কর্ত্তুং গ্রামাদ্ বহিঃ উদ্বব্রাজ—উদ্গতবান্, বিবিক্ত-দেশস্থোদকাভ্যাসম্। উদ্বব্রাজ, প্রতিপালয়াঞ্চকার ইতি চ একবচনাল্লিঙ্গাৎ একোহসৌ ঋষিঃ। শ্বোদ্গীথকালপ্রতিপালনাদৃষেঃ স্বাধ্যায়করণমন্নকামনয়েতি লক্ষ্যত ইত্যভিপ্রায়তঃ। ১। স্বাধ্যায়েন তোষিতা দেবতা ঋষির্ব্বা শ্বরূপং গৃহীত্বা শ্বা শ্বেতঃ সন্ তস্মৈ ঋষয়ে তদনুগ্রহার্থং প্রাদুর্ব্বভূব-প্রাদুশ্চকার। তমন্যে শুক্লং শ্বানং ক্ষুল্লকাঃ শ্বানঃ উপসমেত্য উচুরুক্তবন্তঃ—অন্নং নোহস্মভ্যং ভগবান্ আগায়তু আগানেন নিষ্পাদয়তু ইত্যর্থঃ। মুখ্য-প্রাণ-বাগাদয়ো বা প্রাণমনু অন্নভুজঃ স্বাধ্যায়-পরিতোষিতাঃ সন্তো হনুগৃহ্নীয়ুরেনং

শ্বরূপমাস্থায়েতি যুক্তমেবং প্রতিপত্তুম্। অশনায়াম বৈ বুভুক্ষিতাঃ স্মোরে ইত্যেবমুক্তবন্তঃ। ২।

এবমুক্তে শ্বা শ্বেতস্তান্ ক্ষুল্লকান্ শুন ইহৈবাস্মিন্নেব দেশে মা মাম্ প্রাতঃকাল উপসমীয়াতেতি-দৈর্ঘ্যং ছান্দসম্ প্রমাদপঠো বা। প্রাতঃকাল করণং তৎকাল এব কর্ত্তবত্বার্থম্, অন্নদস্য বা সবিতুরপরাহ্ণে হ্নাভিমুখ্যাৎ। তৎ তত্রৈব হ বকো দাল্‌ভ্যো গ্লাবো বা মৈত্রেয় ঋষিঃ প্রতিপালয়াঞ্চকার, প্রতীক্ষণং কৃতবান্ ইত্যর্থঃ। ৩

তে শ্বানং তত্রৈবাগত্য ঋষেঃ সমক্ষং যথৈবেহ কর্ম্মণি বহিষ্পবমানেন স্তোত্রেণ স্তোষ্যমাণাঃ উদ্‌গাতৃপুরুষাঃ সংরব্ধাঃ সংলগ্না অন্যোন্যমেব সর্পন্তি এবং মুখেনান্যোন্যস্য পুচ্ছং গৃহীত্বা আসস্পুঃ আস্পৃপ্তবন্তঃ পরিভ্রমণং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তে এবং সংস্পৃপ্য সমুপবিশ্য উপবিষ্টাঃ সন্তঃ হিংচক্রুঃ—হিঙ্কারং কৃতবন্তঃ। ৪

ওম্ অদাম ওম্ পিবাম, ওম্ দেবঃ দ্যোতনাৎ। বরুণো বর্ষণা-জ্জগতঃ, প্রজাপতিঃ পালনাম্। সবিতা-প্রসবিতৃত্বাৎ সর্ব্বস্যাদিত্য উচ্যতে। এতৈঃ পর্য্যায়ৈঃ স এবম্ভূত আদিত্যোঽন্নমস্মভ্যম্ ইহ আহরৎ আহরত্বিতি। তে এবং হিংকৃত্য পুনরপ্যাচুঃ—স ত্বং হে অন্নপতে সহি সর্ব্বস্যান্নস্য প্রসবিতৃত্বাৎ পতিঃ, নহি তৎপাকেন বিনা প্রসৃতমন্নমণুমাত্র মপি জায়তে প্রাণিনাম্ অতোঽন্নপতিঃ।

হে অন্নপতে অন্নমস্মভ্যম্ ইহ আহর আহরেতি অভ্যাস্ আদরার্থঃ। ওমিতি ॥ ৫

ইতি দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

বঙ্গানুবাদ] (অতীত কণ্ডিকায় অন্নের অলাভে যে কষ্টকর অবস্থা উপস্থিত হয়, উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট ভোজন, পর্য্যুষিত ভোজন প্রভৃতি অকার্য্য ভগবান্ উষস্তির মত ঋষিকেও করিতে হয়, তাহা বলা হইয়াছে। সেরূপ অবস্থা না হয়, এই জন্য দ্বাদশ কণ্ডিকায় অন্ন লাভের উপায় বর্ণনা প্রসঙ্গে 'শৌব উদ্‌গীথের' অবতারণা করা হইতেছে) অতঃপর এই অন্নলাভের নিমিত্ত শৌব (শ্বন্ বা কুকুর পরিদৃষ্ট) উদ্‌গীথের অবতারণা করা যাইতেছে—কথিত আছে,—এই অন্নলাভ বিষয়ে দল্‌ভ-পুত্র বক বা মিত্রানাম্নী

জননীর তনয় গ্লাব, স্বাধ্যায় করিবার অভিপ্রায়ে গ্রামের বহির্ভাগে (নিভৃত-প্রদেশে জল সমীপে) গমন করিয়াছিলেন। ১।

পরদিন প্রাতঃকালে (তাঁহার স্বাধ্যায়ে সন্তুষ্ট হইয়া দেবতা বা ঋষি) একটি শ্বেতবর্ণ কুক্কুর (মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক) তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইলেন। অন্য কতিপয় (ক্ষুদ্র) কুক্কুর তাঁহার নিকট সমাগত হইয়া বলিতে লাগিল—ভগবন্, আপনি আমাদের নিমিত্ত গান করুন, অর্থাৎ গানদ্বারা আমাদের নিমিত্ত অন্ন নিষ্পাদন করুন, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। ২।

শ্বেত কুক্কুর-(মূর্ত্তি দেবতা বা ঋষি) তাঁহাদিগকে বলিলেন—তোমরা এই স্থানেই প্রাতঃকালে আমার নিকট সমবেত হইও। দল্‌ভ-পুত্র বক বা মিত্রা-তনয় গ্লাব সেই স্থানে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। ৩।

সেই ক্ষুদ্র কুক্কুরগণ (সেই স্থানে আসিয়া) বহিষ্পবমান স্তোত্র করিতে যাইয়া ঋত্বিগ্‌গণ যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকেন, সেইরূপ মুখ দ্বারা পরস্পরের পুচ্ছ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিক্রমণ করিয়াছিল। (অতঃপর) তাহারা উপবিষ্ট হইয়া (পরবর্ত্তী) হিঙ্কার উচ্চারণ করিয়াছিল। ৪।

(হিঙ্কারের স্বরূপ বলা হইতেছে)

হে ওঙ্কার-স্বরূপ ! আমরা ভোজন করিব, হে ওঙ্কারমূর্ত্তি, আমরা পান করিব, হে ওঙ্কার তুমি দ্যোতনাত্মক দেব, তুমি জল বর্ষণ কারী বরুণ, তুমি প্রজাপালক প্রজাপতি, তুমি বিশ্বপ্রসবিতা সবিতা, (আমাদের জন্য) এই স্থানে অন্ন আহরণ কর। হে অন্নপতে, এই স্থানে অন্ন আহরণ কর, হে ওঙ্কার, এই স্থানে অন্ন আহরণ কর। ৫।

গূঢ়ার্থ-সন্দীপনী।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, আপনি ব্যাখ্যায় উপদেশ করিয়াছেন—শ্বন্ বা কুক্কুর কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট বলিয়া এই শ্রুতি-ভাগ 'শৌব উদ্গীথ' নামে প্রখ্যাত; এই কুক্কুরগণ কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন-এই শ্বেত কুক্কুরটি মুখ্য প্রাণ, বাক্ প্রাণ চক্ষু প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণগণ—যাঁহারা

মুখ্য প্রাণের মধ্যবর্ত্তিতায় স্ব স্ব আহার্য্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা ক্ষুদ্র কুকুর রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বকের স্বাধ্যায়ে সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় অন্ন কামনা সিদ্ধির জন্য ইঁহাদের আবির্ভাব। এখানে আমার জিজ্ঞাসা—ইঁহারা এই নিন্দিত মূর্ত্তিতে প্রকট হইলেন কেন?

আচার্য্য] বৎস, ক্ষুধা ও পিপাসা প্রাণের ধর্ম্ম। এই প্রাণ বিভিন্ন জীবের বিচিত্র কর্ম্ম অনুসারে বিচিত্র দেহ রচনা করেন, আবার সেই সেই দেহের ভোগ্য নানাবিধ অন্নের জন্য স্বয়ং স্পন্দিত হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা রূপে প্রকটিত হয়েন। দেবদেহে প্রাণের এই ক্ষুধা পিপাসা দর্শ পূর্ণমাস প্রদত্ত-হবি বা অমৃত দ্বারা চরিতার্থ হয়। যজমানের উপহৃত অমৃত দর্শন মাত্রেই ইহাদের অশনায়া (ক্ষুধা) ও পিপাসা উপশমিত হয়। শ্রুতি বলেন—**ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি**। দেবগণ ভোজন বা পান করেন না, কেবল এই অমৃত দর্শনমাত্রে ইঁহারা তৃপ্তি লাভ করেন।

কিন্তু জীবের কর্ম্মফলে এই প্রাণ যখন পশুদেহে অধিষ্ঠিত, তখন আর সেই সত্ত্ব-গুণ-সুলভ দৃষ্টিভোগে ইনি সন্তুস্ট নহেন, অন্ন উদরস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত ইঁহার তৃপ্তি হয় না। পশুদেহ দ্বিবিধ—দ্বিপদ ও চতুষ্পদ। **পশবোহি দ্বিবিধা: দ্বিপাদাশ্চতুষ্পাদাশ্চ** প্রজাপতি এই দ্বিবিধ পশুদেহের জন্য ব্রীহি শালি প্রভৃতি স্থূল সাধারণ অন্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং সাধারণ স্থূল অন্ন ভোজন পশুধর্ম্ম। এই পাশব অন্ন সাধনের জন্য পশুদেহই উপযোগী; অতএব প্রাণগণ পশুদেহে আবির্ভূত হইয়াই স্থূল অন্ন কামনা করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মচারী] ভগবন্, কুকুর মূর্ত্তিধারী প্রাণগণ অন্নের জন্য কেন ভগবান্ শ্রীসূর্য্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন? কেনই বা শ্রীসূর্য্যদেবকে 'বরুণ' 'প্রজাপতি' ও 'অন্নপতি' বলিয়াছেন? বরুণ প্রজাপতি ও অন্নপতি কি একই শ্রীসূর্য্যদেব?

আচার্য্য] বৎস, ভগবান্ ভাষ্যকারের উপদেশ—বরুণ প্রজাপতি অন্নপতি শব্দ একই শ্রীআদিত্য দেবের পর্য্যায় শব্দ বা নামান্তর মাত্র। 'এতৈঃ পর্য্যায়ৈঃ স এবমুক্ত আদিত্যঃ'—ভাষ্য। এই সকল শব্দ

স্বাভাবিক শক্তিতে অন্য দেবতার বাচক হইলেও এখানে সেই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ; এই সকল শব্দ স্বাভাবিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণ শক্তিতে আদিত্য-বাচক হইয়াছে। যেমন জলবর্ষণের কারণ বলিয়া 'বরুণ' শব্দের অর্থ আদিত্য। উৎপাদিত অন্ন দ্বারা প্রজাপুঞ্জ প্রতিপালন করেন বলিয়া 'প্রজাপতি' শব্দের অর্থও আদিত্য ; এইরূপ জাগতিক অন্নপুঞ্জ, স্বীয় সৃষ্টি ও পরিপক্কতার জন্য আদিত্যের অধীন, সুতরাং আদিত্যই অন্নপতি।

যাঁহার যে বিষয় দানে যোগ্যতা অধিকার ও আছে তাঁহার নিকটেই সেই বিষয়ের প্রার্থনা সফল হয় ; যেমন অর্থপতির নিকট অর্থপ্রার্থনা চরিতার্থ হয়, বিদ্বান্জনের নিকট বিদ্যাপ্রার্থনা পূর্ণ হয়। কিন্তু এখানে প্রার্থনীয় শ্রীআদিত্যদেব বিশ্বপতি, জাগতিক সকল বস্তু-দানেই তাঁহার যোগ্যতা ও অধিকার আছে। এইজন্য এখানে আদিত্যের যে বিশেষণগুলি অন্ন প্রার্থনা পূরণে উপযোগী—'বরুণ' 'প্রজাপতি' ও 'অন্নপতি' তৎসমুদয়ই উল্লেখ করিয়া প্রার্থনীয় দেবতাকে অন্নদানের জন্য প্রবণ করা হইয়াছে। প্রার্থনার মর্ম্ম এই—হে প্রণব-রূপি শ্রীআদিত্যদেব, তুমি বরুণ—মেঘজলবর্ষণের নিমিত্ত বলিয়া তুমি অন্নের উৎপাদক, এইরূপে উৎপাদিত শস্যরূপ অন্ন তোমারই তাপে পরিপক্ক হয়, সুতরাং তুমি অন্নপতি, উৎপাদিত ও সুপরিণত অন্নদ্বারা তুমিই জাগতিক প্রজাপুঞ্জের পালক, অতএব তুমি প্রজাপতি, আমরা পান ভোজনের নিমিত্ত পিপাসিত ও বুভুক্ষিত, তুমি আমাদের নিমিত্ত ক্ষুৎপিপাসা শান্তির জন্য অন্ন আহরণ কর।

বৎস, ভগবতী শ্রুতির মুখে এইরূপে অন্নপতি আদিত্য দেবের পরিচয় পাইবার ফলেই উত্তরকালে মহামুনি কুরু-পুরোহিত ধৌম্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অন্নসিদ্ধির নিমিত্ত এই অন্নপতি শ্রীআদিত্য-দেবকেই স্তব করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠিরও গুরূপদেশ-ক্রমে এই আদিত্যেরই স্তব করেন, এবং সূর্য্যদত্ত অক্ষয় অন্ন-স্থালী লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে মহাভারত ভগবান্ আদিত্যের এই অন্নপতি বিশেষণের অন্য প্রকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এই বিশ্লেষণটি হৃদয়গ্রাহীও

উপযোগী, সুতরাং তোমার বোধবৃদ্ধির জন্য উহা এখানে উল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ কর—মহাভারতে ধৌম্য উবাচ— (বন পর্ব্ব-তৃতীয়া ধ্যায়ে)

পুরা সৃষ্টানি ভূতানি পীড্যন্তে ক্ষুধয়া ভৃশম্।
ততো ঽনুকম্পয়া তেষাং সবিতা স্বপিতা যথা॥ ৫
গত্বোত্তরায়ণন্তেজো রসানুদ্ধৃত্য রশ্মিভিঃ।
দক্ষিণায়নমাবৃত্তো মহীং নিবিশতে রবিঃ॥ ৬
ক্ষেত্রভূতে ততস্তস্মিন্ ওষধীরোষধীপতিঃ।
দিবস্তেজঃ সমুদ্ধৃত্য জনয়ামাস বারিণা॥ ৭
নিষিক্ত শ্চন্দ্রতেজোভিঃ স্বযোনৌ নিগতো রবিঃ।
ওষধ্যঃ ষড্ রসা মেধ্যা স্তদন্নং প্রাণিনাং ভুবি॥ ৮
এবং ভানুময়ং হ্যন্নং ভূতানাং প্রাণধারণম্।
পিতৈষ সর্ব্বভূতানাং তস্মাৎ তং শরণং ব্রজ॥ ৯

পুরা কালে জীবগণ সৃষ্ট হইয়া ক্ষুধায় অতিমাত্র নিপীড়িত হইয়া পড়িল, অতএব ভগবান্ সবিতা পিতার ন্যায় তাহাদের প্রতি অনুকম্পা-পরবশ হইলেন। এবং উত্তরায়ণ-গমনে স্বীয় কিরণ জাল-দ্বারা পৃথিবীর তেজোরস আকর্ষণ পূর্ব্বক দক্ষিণায়ন-পথে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মহীর অন্তনির্ব্বিষ্ট হয়েন, অর্থাৎ স্বীয় রশ্মি দ্বারা পৃথিবীকে অভিতপ্ত করেন। অনন্তর ওষধীপতি চন্দ্র স্বর্গ লোক হইতে তেজ সংগ্রহ করিয়া সেই আদিত্য-তাপ-তপ্তা পৃথিবীতে স্বীয় জলরাশি দ্বারা ওষধী উৎপাদন করনে। এইরূপে স্বীয় যোনি স্থানীয় বসুধার গর্ভে নিপতিত রবি, চন্দ্রতেজে নিষিক্ত হইয়া ওষধীরূপে পরিণত হয়েন। এই ওষধিরূপী ভানুই জীবের বিচিত্র কর্ম্ম বশতঃ মধুর লবণ কটু তিক্ত অম্ল প্রভৃতি ষড্ রস বিশিষ্ট পবিত্র অন্ন রূপে পর্য্যবসিত, উহাই প্রাণি-গণের পার্থিব অন্ন। অতএব ভানুই অন্ন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বভূতের প্রাণ-যাত্রা নির্ব্বাহের কারণ হইয়া থাকেন। এই সবিতাই সর্ব্বভূতের পিতা, অতএব মহারাজ আপনি অন্ন-সিদ্ধির জন্য এই সবিতার শরণাগত হউন।

বৎস, মহাভারতের উদ্ধৃত শ্লোক-সমূহ গম্ভীরার্থক নিম্নলিখিত

উৎসব।



—:*:—

স্বাত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৭শ বর্ষ } সন ১৩২৯ সাল, মাঘ। { ১০ম সংখ্যা

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ প্রণেতা শ্রীমৎ শ্রীশিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত

শ্রীসদাশিবঃ
নমোগণেশায়ঃ।
শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ।
শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ।

উপাসনাতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

উপাসনা বিষয়ক সাধারণ কথা।

বক্তা—শিবরামকিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি, এল
ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ্ (Ex-Munsif)

সূতসংহিতা, দেবীভাগবত, মেরুতন্ত্র, শ্রীতন্ত্রালোক প্রভৃতি
গ্রন্থ পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসুর যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা
হইয়াছে, যে সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার
প্রয়োজন বোধ হইয়াছে।

বক্তা—সূতসংহিতা, দেবীভাগবত, মেরুতন্ত্র, শ্রীতন্ত্রালোক প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া, তোমার কোন্ কোন্ বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে? কোন্ কোন্ প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে?

জিজ্ঞাসু—সূতসংহিতা ও দেবীভাগবত একরূপ কথাই বলিয়াছেন, সূতসংহিতা ও দেবীভাগবতে বেদের মাহাত্ম্যই শতমুখে বর্ণিত হইয়াছে, বেদ প্রতিপাদিত উপাসনা পদ্ধতির উপাদেয়ত্ব, ইহার সর্ব্বাভীষ্ট ফলজনকত্ব, ইহার বিশুদ্ধত্ব, উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে গীত হইয়াছে, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের উপদেশ বেদের অবিরোধী হইলে, গ্রাহ্য, নতুবা অগ্রাহ্য, সূতসংহিতা ও দেবীভাগবত বারম্বার এই কথাই বলিয়াছেন। মেরুতন্ত্রও বেদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আগম বা তন্ত্র যে বেদেরই অঙ্গ, মেরুতন্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে। শ্রীতন্ত্রালোক বেদ হইতে তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, তন্ত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, শ্রীতন্ত্রালোকের মতে বেদের সহিত তন্ত্রের বিরোধ হইলে, তন্ত্রের উপদেশই গ্রহণ করিতে হইবে, তন্ত্রের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে হইবে। সূতসংহিতা ও দেবীভাগবতের উপদেশ, যাঁহাদের বেদে অধিকার নাই, তাঁহারাই তন্ত্রোক্ত মার্গানুসারে উপসনা করিবেন। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, আমার বহুবিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, অনেক প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে।

বক্তা—সূতসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া, তোমার যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, যে সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবার প্রয়োজন বোধ হইয়াছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—বেদ সম্বন্ধে, শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষের কথা শুনিয়াছি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র সম্বন্ধেও এই তিন পক্ষের কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে।

বক্তা—মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সংসারে সকল বিষয়ের ও সকল ব্যক্তিরই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এখানে এমন বিষয় নাই, যাহা ব্যক্তি মাত্রের প্রিয় বা দ্বেষ্য, এমন ব্যক্তি নাই, থাকিতে পারেন না, যাঁহাকে সকলেই সমভাবে আদর বা অনাদর করেন। অতএব বেদের শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ থাকা বিস্ময়জনক নহে। *

---

* "মুনেরপি বনস্থস্য স্বানি কর্মাণি কুর্বতঃ।
উৎপদ্যন্তে ত্রয়ঃ পক্ষা মিত্রোদাসীনশত্রবঃ॥"— মহাভারত শান্তি পর্ব্ব।
[illegible] মুনি, যিনি স্বকর্ম্ম সাধনেই সদা নিরত, যিনি [illegible] বাধা দেন না, তাঁহারও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন [illegible]

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, সংসারে কি সত্যের রূপ দেখিবার উপায় নাই ?

বক্তা—নিশ্চয় আছে, তবে সে উপায় সাধারণ সংসারীর অধিগম্য নহে, সে উপায়ের আশ্রয় লইতে হইলে, সংসারে থাকিয়া, সাংসারিক ভাব ত্যাগ করিতে হইবে, হৃদয়কে রাগ-দ্বেষ বিনির্ম্মুক্ত করিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত আবাল দর্শনোপনিষদের ঈশ্বর পূজা বিষয়ক উপদেশ স্মরণ পূর্ব্বক বলিতেছি, নিরভিমান হইয়া, ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া, যথার্থভাবে ঈশ্বর পূজন করিতে হইবে, জ্ঞানদাতা ও ঈশ্বরকে একভাবে দেখিতে হইবে। প্রকৃত গুরুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি (প্রকৃত গুরুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি বস্তুতঃ ভিন্ন সামগ্রী নহে) বিনা কদাচ কাহার সত্য জ্ঞান লাভে সমর্থ হওয়া, সম্ভব নহে। আমার এই সকল কথা শুনিয়া, তোমার কি মনে হইতেছে ?

জিজ্ঞাসু—সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ব্যক্তির যে, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে, রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী যে, কখন প্রকৃত সত্যের রূপ দেখিতে পান না, আমি তাহা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি ; আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, সংসারে কি সর্ব্বথা রাগ-দ্বেষ মুক্ত পুরুষ থাকিতে পারেন ?

বক্তা—শাস্ত্রের উপদেশ, যাঁহারা রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, অন্যথাবাদী হন না, যাঁহারা কৃৎস্নবস্তুতত্ত্ববিৎ, যাঁহারা নিখিল বস্তু ধর্ম্ম সম্যগ্ রূপে সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাঁহারা আপ্ত। চরক সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে,—যাঁহাদের সর্ব্ব বিষয়ে তর্ক রহিত, নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আছে, যাঁহারা ত্রিকালদর্শী, যাঁহাদের স্মরণ শক্তি কখন নষ্ট হয় না, যাঁহারা রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী নহেন, যাঁহারা পক্ষপাত শূন্য, তাঁহারা আপ্ত। যথোক্ত লক্ষণ আপ্তের উপদেশ বিতর্ক রহিত প্রমাণ, ইঁহারা যাহা বলেন, তাহা ভ্রম-প্রমাদ-বিরহিত। যাঁহারা আপ্ত নহেন, যে সকল মনুষ্য মত্ত, উন্মত্ত, মূর্খ, পক্ষপাতী (রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী), যাঁহাদের অন্তঃকরণ দুষ্ট, তাঁহাদের বাক্য প্রামাণিক নহে। * যাঁহারা শাস্ত্র বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, শাস্ত্রবর্ণিত আপ্ত পুরুষবৃন্দ সংসারে ছিলেন।

জিজ্ঞাসু—ঋষিদিগকে যদি আপ্ত পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, ঋষিদিগের মধ্যে এত মতভেদ হইবার কারণ কি, স্বতই এইরূপ প্রশ্ন

---

* "তত্রাপ্তোপদেশো নাম আপ্তবচনম্। আপ্তা হ্যবিতর্কস্মৃতিবিভাগবিদো [illegible] তাপদর্শিনশ্চ। তেষামেবংগুণযোগাদ্যদ্বচনং তৎ প্রমাণম্। [illegible] [illegible] ইতি।"—চরকসংহিতা, [illegible]

উদিত হইয়া থাকে। এখন অন্যান্য বিষয়ের কথা না তুলিয়া, এই উপাসনা বিষয়ক মতভেদের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিতেছি, বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই ত্রিবিধ উপাসনা সম্বন্ধে এতপ্রকার মতভেদ থাকিবার কারণ কি ?

বক্তা—সূতসংহিতাতেই উক্ত হইয়াছে, সমগ্র বেদ, নিখিলধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, ভারত, বেদাঙ্গ, উপবেদ, বিবিধ আগম, বহু বিস্তার সংযুত তর্কশাস্ত্র, লোকাংয়ত, বৌদ্ধ, আর্হত, অতি গম্ভীর মীমাংসা শাস্ত্র, সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র এবং অনেক ভেদ ভিন্ন, বহু অন্যান্য শাস্ত্র, সাক্ষাৎ সর্ব্বজ্ঞ শঙ্করই, এই সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ শঙ্করই বেদ ও নিখিল শাস্ত্রের আদ্যুপদেষ্টা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং কপিল, কণাদ, জৈমিনি প্রভৃতি মুনিগণ ও মনুষ্যবৃন্দ শঙ্করের প্রসাদে, শঙ্করোপদিষ্ট শাস্ত্রসমূহেরই অধিকার ভেদানুসারে, সংগ্রহ (সংক্ষেপ) বা বিস্তারপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল শাস্ত্রই, ঈশ্বর নির্ম্মিত বলিয়া, সকলেরই প্রামাণ্য স্বীকার্য্য, আবার পরস্পর বিরুদ্ধার্থের প্রতিপাদক বলিয়া, সকলেরই অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে, অতএব শাস্ত্র সমূহের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে কিরূপে ? সূতসংহিতা এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক শাস্ত্রবাক্য সমূহের অধিকার ভেদ নিবন্ধন বিরোধের অভাব হেতু সর্ব্বশাস্ত্রেরই প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে, অতএব কোন মার্গই শুষ্ক তর্ক বল দ্বারা মনীষিগণ কর্ত্তৃক হন্তব্য (বাধ্য) নহে। †

---

† বেদাংশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি পুরাণং ভারতং তথা।
বেদাঙ্গান্যুপবেদাংশ্চ কামিকাদ্যাগমানপি ॥
কাপালং লাকুলং চৈব তয়োর্ভেদান্দ্বিজর্ষভাঃ।
তথা পাশুপতং সোমং ভৈরবপ্রমুখাগমান্ ॥
তেষামেবোপভেদাংশ্চ শত শোহথ সহস্রশঃ।
বিষ্ণ্বাগমাংস্তথা ব্রাহ্মান্ বৌদ্ধাহর্ত্যাগমানপি ॥
লোকায়তং তর্কশাস্ত্রং বহুবিস্তরসংযুতম্।
মীমাংসামতিগম্ভীরাং সাংখ্যযোগৌ তথৈব চ ॥
অনেক ভেদভিন্নানি তথা শাস্ত্রান্তরাণি চ।
নির্ম্মমে শঙ্করঃ সাক্ষাৎসর্ব্বজ্ঞঃ সংগ্রহেণতু ॥

সূতসংহিতায় এই সকল মহদুপকারক উপদেশের তাৎপর্য্য যথাযথভাবে পরিগৃহীত হইলে, পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক শাস্ত্র সমূহের বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদনের কারণ উপলব্ধি হইবে। আপ্ত পুরুষদিগের মধ্যে যে কারণে মতভেদ হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিলে, কিন্তু আমার বিশ্বাস এতদ্বারা তোমার সংশয় সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত হইবে না, এ সম্বন্ধে এখনও অনেক বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইবে। আমি ক্রমশঃ তোমাকে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিব, অধুনা তোমার উপাসনা বিষয়ক প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। ইতঃপর তোমার উপাসনা বিষয়ক যে সকল জিজ্ঞাসা হইতেছে, তাহা জানাও।

জিজ্ঞাসু—সূতসংহিতা ও দেবীভাগবত পাঠ পূর্ব্বক অবগত হইয়াছি, যাঁহাদের বৈদিক পূজা করিবার অধিকার নাই, তাঁহারাই তন্ত্রোক্ত মার্গানুসারে পূজা করিবেন। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে বৈদিক দীক্ষার পরে, পুনর্ব্বার তান্ত্রিক দীক্ষাগ্রহণের বিধি, বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা তন্ত্রোক্ত মার্গানুসারে পুনর্ব্বার দীক্ষিত হয়েন, তাঁহারা বৈদিক সন্ধ্যা করিবার পর, তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। পুরশ্চরণ রসোল্লাস, বৃহন্নীলতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, 'পরমদুর্ল্লভা বৈদিক সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া, আগমসম্মতা (তান্ত্রিক) সন্ধ্যার উপাসনা করিবে ("প্রাতঃ স্নানং সমাসাদ্য সন্ধ্যাং পরমদুর্ল্লভাং। উপাস্য চঞ্চলাপাঙ্গি! গায়ত্রীং প্রজপেত্ততঃ। ততশ্চ তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং গায়ত্রীং তান্ত্রিকীং তথা।"—পুরশ্চরণ রসোল্লাস, "আদৌ চ বৈদিকীং সন্ধ্যাং কৃত্বা চাগমসম্মতাম্। সন্ধ্যাং কৃত্বা ততো বীরঃ কুলকোটীঃ সমুদ্ধরেৎ॥"—বৃহন্নীলতন্ত্র)। অতএব আমার জিজ্ঞাসা হইয়াছে, বৈদিক

প্রসাদাদেব রুদ্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাঃ।
সিদ্ধবিদ্যাধরা যক্ষা রাক্ষসাদ্যাস্তথৈব চ॥
মুনয়শ্চ মনুষ্যাশ্চ যথাভাগ্যং দ্বিজোত্তমাঃ।
তান্যেব বিস্তরেণৈব সংগ্রহেণৈব বা পুনঃ॥
কুর্ব্বন্তি তানি নামানি কথিতানি মনীষিভিঃ।
অধিকারিবিভেদেন নৈকস্থৈব সদা দ্বিজাঃ॥
তর্কৈরেতে হি মার্গাস্তু ন হন্তব্যা মনীষিভিঃ।"—সূতসংহিতা

উপাসনার অধিকারীরাও যে, পুনর্ব্বার তান্ত্রিক মার্গানুসারে দীক্ষিত হ'ন, বৈদিক সন্ধ্যা পূজা করিবার পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা পূজা করিয়া থাকেন, বৈদিক গায়ত্রী জপ করিবার পরে তান্ত্রিক গায়ত্রীর জপ করেন, তাহার কারণ কি কি কারণে, কতদিন হইতে বৈদিক উপাসনার অধিকারীরা, তন্ত্রোক্ত মার্গানুসারে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন? সূতসংহিতা, দেবীভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের উপদেশকে না মানিয়া, ব্রাহ্মণগণ তন্ত্রোক্ত মার্গানুসারে দীক্ষিত ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা, পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বৈদিক উপাসনা দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে, আবার তান্ত্রিক উপাসনার প্রয়োজন বোধ হইবে কেন? বৈদিক পূজা ও তান্ত্রিক পূজার মধ্যে কি পার্থক্য আছে? তন্ত্র বা আগম যদি বেদের অঙ্গ হয়, তবে বেদও তন্ত্রের মধ্যে এইরূপ ভেদবুদ্ধির উদয় হইবার কারণ কি? তবে তন্ত্র শাস্ত্রকে বেদ হইতে অপকৃষ্টতর বলিয়া বুঝাইবার হেতু কি; বেদ ও তন্ত্রের ইতর ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ কি, আমার এই সকল বিষয় জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। আর একটী বিষয়ের জিজ্ঞাসা হয়, পৃথিবীতে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী আছেন, তাঁহারাও যথাশক্তি, যথাপ্রয়োজন উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে উপাস্য ও উপাসনা সম্বন্ধে এত মতভেদ নাই কেন? লোকশঙ্কর, সর্ব্বজ্ঞ শঙ্কর লোকের বুদ্ধিভ্রম উৎপাদন করিবার নিমিত্ত শৈবাগমের প্রণয়ণ করিয়াছেন, এই শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত আশয় কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। মহর্ষি হারীত যে 'বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ভেদে শ্রুতি দ্বিবিধ' এই কথা বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় কি? কোন্ শ্রুতিকে বৈদিকী এবং কোন্ শ্রুতিকেই বা তান্ত্রিকী বলিয়া স্থির করা যাইবে?

বক্তা—তোমার যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রের সেই সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হওয়া প্রাকৃতিক। আমি যথা জ্ঞান ক্রমশঃ তোমার এই সমস্ত বিষয়ের জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিব। তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতি যে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ব্রাহ্মণের শৌক্র সাবিত্র ও দৈক্ষ এই ত্রিবিধ জন্মের কথা উক্ত হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—'শৌক্র,' 'সাবিত্র' ও 'দৈক্ষ' এই ত্রিবিধ জন্মের একটু ব্যাখ্যা করুন।

বক্তা—ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে জন্ম, তাহাকে 'শৌক্র জন্ম,' উপনয়ন সংস্কার হইলে, যে জন্ম হয় তাহাকে 'সাবিত্র' জন্ম, এবং তান্ত্রিক দীক্ষা হইলে যে জন্ম হয়, তাহাকে 'দৈক্ষ জন্ম' এই নামে উক্ত করা হইয়াছে। স্ত্রী ও

শূদ্র দিগের সাবিত্র জন্ম হয় না, শৌক্র ও দৈক্ষ এই দ্বিবিধ জন্ম হইয়া থাকে। * অতএব বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই কথা অনুসারে, তান্ত্রিক দীক্ষা যে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সপ্রমাণ হইবে। অগ্নিপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে যে, বিষ্ণুর 'বৈদিক,' 'তান্ত্রিক' ও 'মিশ্র' এই ত্রিবিধ পূজার কথা আছে, তাহা স্মরণ কর।

জিজ্ঞাসু—"যাঁহারা শ্রুতি পথ বিগলিত—বৈদিক মার্গভ্রষ্ট, অথবা যাঁহাদের বৈদিক মার্গে অধিকার নাই, তাঁহারাই তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিবেন, তন্ত্রোক্ত পূজা করিবেন, শ্রুতি পথ নিরতদিগের বেদোদিত পূজাই কর্ত্তব্য, শ্রুতিই তাঁহাদের সংসেবনীয়" দেবীভাগবতে ও সূতসংহিতাতে যে, স্পষ্টভাবে এই কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ কি, আমাকে তাহা বুঝাইয়াদিন।

বক্তা—বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ পাঠ করিলে, জানিতে পারিবে, আগম ও নিগম (তন্ত্র ও বেদ), ইহারা ভগবতীর দুইটী বাহু স্বরূপ, ত্রিভুবনজননী, বিশ্বজ্ঞান-বিজ্ঞান স্বরূপিণী, বিশ্ববিধাত্রী ভগবতীর আগম ও নিগম এই বাহুদ্বয় দ্বারা ত্রৈলোক্য বিধৃত হইয়া আছে। হে ধূর্জ্জটে! (সতীকর্ত্তৃক শিব সম্বোধন) যে ব্যক্তি আগম বা বেদকে লঙ্ঘন করে, সে সুচিরকাল আমার হস্তদ্বয় হইতে গলিত হইয়া, অধঃ পতিত হয়। আগম বা নিগম বিশ্বসংধারক আমার এই দুইটী বাহুর মধ্যে কোন একটীকে উলঙ্ঘন করিলে, বিকলাঙ্গা হইয়া, আমি আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থা হইনা। আগমোক্ত ও বেদ বোধিত এই দ্বিবিধ মার্গ দুরূহ, দুর্ঘট, দুর্জ্জ্ঞেয় ও সুদুষ্পার হইলেও, ইহারাই বস্তুতঃ মঙ্গলময় মার্গ, শিবপন্থা, ইহাদের বিভেদ করা কদাচ উচিত নহে। শক্তি ও বিষ্ণুতে যাঁহার ভক্তি আছে, তিনিই যথার্থ শাক্ত, যিনি শক্তি ও বিষ্ণু এই উভয়েই ভক্তি যুক্ত নহেন, তিনি প্রকৃত শাক্ত হইতে পারেন না। বিষ্ণু ভক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে কিরূপে যথাযথভাবে শাক্ত বিধির আচরণ হইতে পারে? বৈষ্ণবদিগের অখিল মন্ত্রের আমিই দৈবত—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অতএব যাঁহারা আমার উপাসক,

---

* "শৌক্রং তথাচ সাবিত্রং দৈক্ষঞ্চ জন্ম সম্মতম্।
জন্মত্রয়ং ব্রাহ্মণানাং স্ত্রীশূদ্রাণাং দ্বিজন্মতা॥"—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

তাঁহারাই বিষ্ণুদীক্ষা বিধির যথার্থ গুরু হইবার যোগ্য। * বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের এই সকল বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হইবে, আগম ও নিগম (তন্ত্র ও বেদ) ইহাঁদের কেহই ত্যাজ্য নহেন, উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে, বৈদিক দীক্ষা ও তান্ত্রিক দীক্ষা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

জিজ্ঞাসু—অতএব দেবী ভাগবত ও সূতসংহিতার কথা শ্রবণ পূর্ব্বক উপাসকের যে সকল সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহারা অপনোদিত না হইলে, উহাঁর মহতী ক্ষতি হইবে। আগম ও নিগম সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ বহু মতের কথা শ্রবণ করিয়াছি, বেদ ও তন্ত্রের স্বরূপ কি, পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, তাহা আমার অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, ইহাঁদের স্বরূপ দর্শনের প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে।

বক্তা—দেবীভাগবত ও সূতসংহিতার কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তোমার যে সকল সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই সকল সংশয়ের নিরসনার্থ আমি চেষ্টা করিব। বেদও তন্ত্রের স্বরূপ যথার্থভাবে পরিদৃষ্ট না হইলে, বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা বিষয়ক সংশয় সমূহের যে নিরসন হইতে পারেনা, তাহা বলা বাহুল্য। তন্ত্র যে বেদের উপাঙ্গ, মেরুতন্ত্র, শুক্রনীতিসার প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে, তাহা অবগত

---

* "আগমশ্চৈব বেদশ্চ দ্বৌবাহূ মম পুষ্কলৌ।
দ্বাভ্যামেব ধৃতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং ভূর্ভুবাদিকম্॥
যশ্চাগমঞ্চ বেদঞ্চ বিলঙ্ঘয়তি ধূর্জ্জটে।
সোঽধঃ পততি হস্তাভ্যাং গলিতো মে চিরং চিরম্॥
যশ্চাগমস্থা বেদস্থা বিলঙ্ঘ্যান্যতমং ভজেৎ।
তস্যাহং বিকলাঙ্গাভ্যাং সমুদ্ধর্ত্তুমশক্তিকা॥
দ্বাবেব শিবপন্থানৌ দুরূহৌ দুর্ঘটাবপি।
দুর্জ্জেয়ৌ চ সুদুষ্পারৌ ভেদ যেন্ন কদাচন॥
* * * * * * * * *
তস্মাদ্দীক্ষকাঃ শম্ভোঃ ভবেয়ুঃ শাক্ত বৈষ্ণবাঃ।
শক্তৌ বিষ্ণৌ যস্তভক্তিঃ সশাক্তঃ স্যান্নচাপরঃ॥
বিষ্ণুভক্তি মনাশ্রিত্য কথং শাক্তীং বিধিং চরেৎ।
বৈষ্ণবানাংতু মন্ত্রাণামহং দৈবত মেবহি॥
তস্মাদুভয়োপাসকঃ স্যাদ্বিষ্ণুদীক্ষা বিধৌ গুরুঃ।"—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

হওয়া যায়। শ্রীতন্ত্রালোক প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থ সমূহে বেদ হইতে তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, তন্ত্রের উৎকৃষ্টত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীমৎ অভিনব গুপ্তাচার্য্য বলিয়াছেন, যদিও বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের এক পরমেশ্বরই উপদেষ্টা, যদ্যপি বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রই মহাদেব কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, তথাপি সংকোচের তারতম্য বশতঃ, শাস্ত্র সমূহের প্রামাণ্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। সংকোচের ভাবাভাব নিবন্ধন কতিপয় শাস্ত্র ভেদ প্রধান এবং কতিপয় শাস্ত্র অভেদ প্রধান হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্র ভেদ প্রধান, তন্ত্রাদি অভেদ প্রধান। ভেদ প্রধান শাস্ত্র সকল, অভেদ প্রধান শাস্ত্র সমূহ দ্বারা বাধিত হয়, এই নিমিত্ত বেদাদি ভেদ প্রধান শাস্ত্র সমূহ হইতে অভেদ প্রধান তন্ত্র শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য—উৎকৃষ্টত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত (এক পরমেশ্বর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেও) শাস্ত্র সকলের মধ্যে বাধ্য-বাধকত্ব ভাব পরিদৃষ্ট হয়। † মহাদেবই যে সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেষ্টা, সূতসংহিতাতেও তাহা উক্ত হইয়াছে, তবে সূতসংহিতা বেদকেই সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর বলিয়াছেন, প্রলয়কালে সনাতন বেদ সকল আমাতে সংস্কাররূপে অবস্থিত ছিল, কল্পাদিতে আমা হইতে পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বকল্পবৎ) বিমল বেদরাশি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ("ময়ি সংস্কাররূপেণ স্থিতা বেদাঃ সনাতনাঃ। কল্পাদৌ পূর্ব্ববন্মত্তঃ প্রবৃত্তা বিমলা পুনঃ॥"—সূতসংহিতা)।

জিজ্ঞাসু—বেদরাশি প্রলয় কালে কোথায়, কি ভাবে অবস্থান করেন, বহুবার আপনার মুখ হইতে তাহা শ্রবণ করিয়াছি, অতএব বেদ সকল প্রলয় কালে পরমেশ্বরে সংস্কার রূপে অবস্থান করে, সূতসংহিতাতে উদ্ধৃত এই ঈশ্বর বাণী, আমার নূতন বা বিস্ময়জনক রূপে প্রতিভাত হইতেছে না। তবে এই কথা যে বর্ত্তমান সময়ে অনেকের সমীপে অর্থশূন্য কথারূপেই প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে "শিব, আগম বা তন্ত্রের এবং

---

† "যতো যদ্যপি দেবেন বেদাদ্যপি নিরূপিতম্। তথাপি কিল সংকোচ ভাবাভাব বিকল্পতঃ"—শ্রীতন্ত্রালোক। "বেদাদীনাং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পরমেশ্বর এবোপদেষ্টা,—ইতি নাস্তি বিবাদঃ, কিন্তু তেন সংকোচভাবাভাবভেদেন দ্বিধা শাস্ত্রাণ্যুপদিষ্টানি—কানিচিদ্ ভেদ প্রধানানি, কানিচিদভেদপ্রধানানি—ইতি। তত্র ভেদপ্রধানানি বেদাদীনি শাস্ত্রাণি, অভেদ প্রধানানি চ শৈবাদীনি।"—শ্রীতন্ত্রালোকটীকা।

হরি, বেদের উপদেষ্টা।" মহাভারত পাঠ পূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, বিষ্ণু হইতেই সর্ব্ব বিদ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। আশা করি, যথাসময়ে এ সম্বন্ধে শ্রীমুখ হইতে কিছু শুনিতে পাইব।

বক্তা—বেদের স্বরূপ দর্শনের অভাব বশতঃ বেদ কোন্ পদার্থ, তাহা সম্যগ্-রূপে জানা না থাকাতে, বেদ বিষয়ক বিবিধ সংশয় উদিত হইবার অবসর হইয়াছে। 'বেদ' শব্দ শাস্ত্রে নানা কারণে বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যে বেদ হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, যে বেদ হইতে মর্ত্ত্য ও অমৃত এই দ্বিবিধ ভাবই আবির্ভূত হইয়াছে, বেদ মুখ হইতে এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সে বেদের স্বরূপ দর্শন হইলে, বেদ ও তন্ত্র বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার সংশয় যে নিরস্ত হইয়া থাকে, তাহা কি আর বলিতে হইবে? উপাসনাতত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, বেদ ও তন্ত্রের স্বরূপ বর্ণনের চেষ্টা করিতেই হইবে, উপাসনা সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত তোমার আর কোন্ কোন্ প্রশ্নের সমাধানের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে?

উপাসনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর অন্যান্য বিষয়ক জিজ্ঞাসা।

জিজ্ঞাসু—পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি, উপাস্য পদার্থ সম্বন্ধে শাস্ত্র পাঠ করিয়া অনেক বিষয় জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, অনেক প্রশ্ন উদিত হইয়াছে। উপাস্যের স্বরূপ যথার্থভাবে অবধারিত না হইলে, উপাসনা বিশুদ্ধভাবে হইতে পারে না, অতএব উপাস্য বিষয়ক সংশয় বিরহিত জ্ঞান লাভের প্রয়োজন বোধ হইয়াছে। বেদ সম্বন্ধে, আমার জ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ, সুতরাং বৈদিক উপাসনার প্রকৃত রূপ কি, তাহা আমি স্থির করিতে পারি নাই। পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রে যে উপাস্য দেবতাগণের বর্ণন আছে, সেই দেবতাগণ কি, বেদেও উপাস্য রূপে নিরূপিত হইয়াছেন? ইদানীন্তন শিক্ষিত পুরুষদিগের মধ্যে অনেকে বুঝাইয়া থাকেন, বেদের দেবতাগণ পুরাণাদি শাস্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছেন, বেদে যাঁহারা উপাস্য দেবতা-রূপে নিরূপিত হইয়াছেন, পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহে তদ্ব্যতীত বহু নূতন দেবতাও উপাস্য রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। বেদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, পৌরাণিক দিগ দ্বারা অনেকতঃ নূতন আকারে আকারিত হইয়াছেন। আমার এই সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে ক্রমবিকাশবাদীদিগের প্রবল প্রতাপ, অধুনা, নবোদিত ক্রমবিকাশবাদ যেন সকলের হৃদয়েই অল্প-

ধিস্তর অধিকার লাভ করিতেছে, নবোদিত ক্রমবিকাশ বাদের কল্পনা যেন সর্ব্বজনের অন্তঃকরণে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, বিবিধ সংশয় উৎপাদন করিতেছে। নবোদিত ক্রমবিকাশবাদের উপদেশ—"মানুষের ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক বিশ্বাস অসভ্যাবস্থাতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানবিহীন হৃদয়ে প্রথমে জন্ম লাভ করে। ঈশ্বর বলিতে লোক সাধারণতঃ পুরুষ শ্রেষ্ঠকে-(Supreme Being) কল্পনা করে, কিন্তু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে, প্রতিপন্ন হয়, লোকের পুরুষ শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মানুষাকারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন, লোকে ঈশ্বর বলিতে আদর্শমানুষকেই গ্রহণ করিয়া থাকে। মোসেয়িক সংবাদ (Mosaic-narratiye) হইতে অবগত হওয়া যায়, "ঈশ্বর মানুষকে তাঁহার প্রতিকৃতি রূপে, তাঁহার সদৃশ করিয়া, সৃষ্টি করিয়াছেন," কিন্তু বস্তুতঃ ইহার বিপরীত, ঈশ্বর মানুষকে তাঁহার প্রতিকৃতি রূপে, তাঁহার সদৃশ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, মানুষই ঈশ্বরকে তাহার প্রতিকৃতি রূপে, তাহার সদৃশ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। আদর্শমানুষই মানুষ বুদ্ধিতে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হন, বিশ্বকর্ম্মা হন, এই আদর্শ মানুষই, মূর্ত্তিসংকল্পক বা আকৃতি বিধায়ক শিল্পীর ন্যায় (Like a modeller) বিবিধ উদ্ভিদ ও প্রাণী বিশিষ্ট বিশ্বজগতের সৃষ্টি করেন, ইনিই সুবিজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ রাজার ন্যায় জগৎকে শাসন করেন, শেষ বিচারদিনে (At the-last judgment), কঠোর হৃদয়, ন্যায়বান্ বিচারকের ন্যায় সজ্জনদিগকে পুরস্কার প্রদান করেন, দুষ্টদিগের প্রতি দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। বিজ্ঞানের উন্নতাবস্থাতে জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্ববিষয়ের শাসনকর্ত্তা, স্বাধীন, শরীরী ঈশ্বরের, অস্তিত্বে লোকের বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে, বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হৃদয়ে এতাদৃশ ঈশ্বর পদার্থে আস্থা স্থাপন যে অন্তোচিত, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন জড় পদার্থ ধর্ম্ম সমূহ, ও অদ্বৈতত্ত্বের ক্রমবিকাশ নিয়ম (The Law of Substance and the law of monistic evolution) ইহাদেরই জয় হইয়াছে, অন্তোচিত ঈশ্বরবাদ এখন এতদ্বারা অভিভূত হইয়াছে। ক্রমবিকাশবাদের প্রধান নেতা হেকেল্ বলিয়াছেন, সুচিন্তাশীল ক্যাণ্ট্‌কেও, প্রথমে মানিতে হইয়াছে, পারমার্থিক বিজ্ঞানদৃষ্টি, অধ্যাত্ম শাস্ত্রের শরীরী ঈশ্বরবাদ, আত্মার অনশ্বরত্ববাদ ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধিনতাবাদ, কেন্দ্র স্থানীয় এই তিনটী বাদের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কোন সহায়তা করেনা। * গ্রাণ্ট আলেন্ (Grant Allen) ঐশজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

* God is conceived as the 'Supreme Being,' but turns

(The Evolution of the idea of God) কিরূপে, কোনক্রমে হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত যে সকল কথা বলিয়াছেন, বলা বাহুল্য তাহারা হেকেলের পূর্ব্বোক্ত কথা সমূহেরই ব্যাখ্যা মাত্র।

বক্তা—ক্রমবিকাশবাদীরা ঐশজ্ঞানের বিকাশ কিরূপে হইয়াছে, তাহা বুঝাইতে যাইয়া, যে সমস্ত বালকোচিত অনুমান করিয়াছেন, তাহা আমি জানি, তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে এ স্থলে সেই সমস্ত কথা স্মরণ করিতেছ, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—উপাসনাতত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে হইলে, উপাস্য পদার্থের তত্ত্ব নিরূপণ যে আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উপাস্য পদার্থের স্বরূপ যথার্থভাবে নির্ণীত না হইলে, উপাসনা যথার্থভাবে হইতে পারে না। কোন পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তৎপদার্থ

---

out, on closer examination, to be an idealised man. According to the Mosaic narrative, God made man to his own image and likeness' but it is usually the reverse. 'Man made God according to his own image and likeness.' This idealised man becomes creator and architect and produces the world, forming the various species of plants and animals like a modeller, Governing the world like a wise and all powerful monarch, and, at the last judgment, rewarding the good and punishing the wicked like a rigorous judge. The childish conceptions of this extramundane God, who is set over against the world as an independent being, the personal creator, maintainer, and ruler of all things, are quite incompatible with the advanced science of the nineteenth century, especially with its two greatest triumphs, the law of substance and the law of monistic evolution. Critical philosophy, moreover, long ago pronounced its doom. In the first place, the most famous critical thinker, Immanuel Kant, proved in his Critique of Pure Reason that absolute seience affords no support to the three central dogmas of metaphysics, the personal God, the immortality of the soul, and the freedom of the will."

Last words on Evolution by E. Haeckel. P. 59

সম্বন্ধে যতপ্রকার মত আছে, তাহা জানিতেই হয়, কোন পক্ষের স্থাপন করিতে হইলে, তদ্বিরুদ্ধ পক্ষের মতের যুক্তিহীনতা বা সিদ্ধান্ত বিষয়ক-দোষ, প্রদর্শন করিতেই হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে নবোদিত ক্রমবিকাশবাদ যে যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, করিতেছেন, আমার বিশ্বাস, সেই সেইরূপ অনুমান প্রামাণিক কি না, সত্যানুসন্ধিৎসুর তাহা অবশ্য পরীক্ষণীয়। নবোদিত ক্রম-বিকাশবাদের ঈশ্বরবিষয়ক অনুমান সারহীন, উহাতে কর্ণপাত করিবার কোন প্রয়োজন নাই, আমার মনে হয়, এইরূপ মত সর্ব্বথা কল্যাণাবহ নহে। নাস্তিক ও আস্তিক চিরদিন আছে, চিরদিন থাকিবে, মানুষ প্রতিভানুসারে নাস্তিক হন, প্রতিভানুসারে আস্তিক হইয়া থাকেন, আপনার মুখ হইতে এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া, বিশেষতঃ লাভবান্ হইয়াছি, আমার বহু সংশয় নিরস্ত হইয়াছে। যাঁহারা নাস্তিক হইবার প্রতিভা লইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আস্তিক করা যে, অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ব্যাপার, যাহারা অর্দ্ধসভ্য, যাহারা আধুনিক বিজ্ঞানের আলোক পায় নাই, তাহারাই ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়া থাকে, যে সকল উন্নতমনা ব্যক্তিদিগের বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় এইরূপ বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে, তাঁহা-দিগকে, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা, এই সকল বিষয় যে, কোনপ্রকারে বুঝান সম্ভব নহে, তাহা আমি জানি। আপনি তর্ক দ্বারা নাস্তিকদিগকে আস্তিক করিবার চেষ্টা করুন, আমি আপনাকে কখনও এইরূপ মূর্খোচিত অনুরোধ করিব না। নাস্তিক, আস্তিক, দ্বৈতবাদী, জড়ৈকত্ববাদী, বিজ্ঞানৈকত্ববাদী, অদ্বৈতব্রহ্মবাদী পৃথিবীতে চিরদিনই আছেন, চিরদিন থাকিবেন, এই কথা যে সত্য, তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছে। 'ঈশ্বর আছেন', মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে নাই, ঈশ্বরের যথার্থভাবে উপাসনা না করিলে, মানুষ কদাচ কৃতকৃত্য হইতে পারিবে না, ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি রূপ অত্যন্ত পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হইবে না, যে বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করে, সে বিজ্ঞান, বস্তুতঃ অজ্ঞান, সে বিজ্ঞান বিজ্ঞানপদবাচ্য হইতে পারেনা, যাঁহারা এই প্রকার প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্থূল দৃষ্টি, কুতার্কিক নাস্তিকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, 'ঈশ্বর নাই', 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের অসভ্যা-বস্থাতেই জন্ম লাভ করে,' নাস্তিকদিগের এইরূপ অসার, যুক্তিহীন মত সমূহের খণ্ডনের প্রয়োজন আছে। যাঁহারা সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নহেন, তাঁহাদিগকে তর্কের

শরণ গ্রহণ করিতেই হইবে, সত্যের রূপ দেখিবার নিমিত্ত যথাশাস্ত্র বিচার করিতেই হইবে। এদেশে চার্ব্বাক ছিলেন, চার্ব্বাক আছেন, বৌদ্ধ, জৈন ছিলেন, এখনও ইঁহারা আছেন, এ দেশে কপিল দর্শনের [যে দর্শনকে আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক দিগের মধ্যে কেহ কেহ নবীন জড়ৈকত্বের ক্রমবিকাশবাদের (Monistic Evolution theory) অনেকতঃ সমান বলিয়া গ্রহণ করেন] * প্রচার হইয়াছিল, কাপিল মতাবলম্বী বহু ব্যক্তি এখানে বিদ্যমান ছিলেন, এ দেশে কুমারিলভট্ট, প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণের (যাঁহারা জগৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন) আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু নবোদিত ক্রমবিকাশবাদ (বর্ত্তমানযুগের অনুকূলতা পাইয়া), যাদৃশী ক্ষতি করিয়াছে, করিতেছে, চার্ব্বাকাদি দ্বারা মনুষ্য জগতের, বোধ হয় তাদৃশী ক্ষতি হয় নাই।

বক্তা—তুমি কি বিশ্বাস কর, জ্ঞাননিধি, বেদস্তুত ভগবান্ কপিল দেব হইতে জগতের কোনরূপ ক্ষতি হইয়াছে ?

জিজ্ঞাসু—এইরূপ সর্ব্বনাশকর বিশ্বাস, কখনও যেন আমার হৃদয়ে স্থান না পায়, যে পুণ্যবলে আপনার সঙ্গলাভ হইয়াছে, সে পুণ্যপ্রভাবে কদাচ আমার এই প্রকার বিশ্বাস হইতে পারিবে না। আপনি বারম্বার বলিয়াছেন, বলিয়া থাকেন, "ভগবান্ কপিল—পতঞ্জলির সদ্যঃ পাতক বিনাশী পবিত্র নাম যিনি কখন শ্রবণ করেন নাই, সাংখ্য-পাতঞ্জলের কোন ধারই যিনি ধারেন না, দেখিতে পাই এইরূপ ব্যক্তিও, ত্রিগুণের কথা বলেন, ঠিক বুঝুন না বুঝুন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই শব্দত্রয়ের ব্যবহার করেন, 'প্রকৃতি' এই নাম উচ্চারণ করেন। ভারতবর্ষের নিরক্ষর, সাক্ষর সকল ব্যক্তির হৃদয়েই ভগবান্ কপিল-পতঞ্জলির জ্ঞানময়, অক্ষয় উপদেশ সমূহ, প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন" বা উদার, যে ভাবেই হোক্ বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষের নিরক্ষর, সাক্ষর সকল ব্যক্তির হৃদয়েই ভগবান্ কপিল-পতঞ্জলির উপদেশ সমূহ প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন বা উদার, যে ভাবেই

---

* " In the later system of emanation of Sankhya there is a more marked approach to a materialistic doctrine of evolution "——————

Encyclopœdia Britanica.

হোক্ বিদ্যমান আছে, ইহাই কেবল আমাদিগকে বিস্মিত করিবার, হর্ষোৎফুল্ল করিবার কারণ নহে, ভগবান্ কপিল-পতঞ্জলিদেব আমাদিগকে (অথবা কেবল আমাদিগকে কেন, অবাধে বলিতে পারি, মানব মাত্রকে) বিস্মিত ও হর্ষোৎফুল্ল করিবার আরো অনেক কারণ রাখিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীতে মুমুক্ষুমানব যতদিন বিদ্যমান থাকিবেন, প্রকৃত জ্ঞান পিপাসু মহাত্মগণের সংখ্যা যাবৎ পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন ভগবান্ কপিল-পতঞ্জলিদেবের নাম (বিকৃতভাবেই হোক্ অবিকৃতভাবেই হোক) উচ্চারিত হইবে, তাবৎ পৃথিবীতে, মানস, বাহ্য যে উপাচারেই হোক, জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ যে ভাবেই হোক্, ইহাঁদের পূজা চলিবে। কপিল ও পতঞ্জলিদেব লোকহিতার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই সনাতন বেদ-শাস্ত্রোদিত প্রকৃত উপাসনার স্বরূপ মানুষের উপলব্ধি হইয়াছে, অদ্যাপিও মানুষ যে উপাসনা করে, তাহা কেবল কপিল-পতঞ্জলিদেবের কৃপাকণার ফল। হেকেল্, ডারুবিন্ স্পেন্সার, হক্সলী প্রভৃতি সুধীবর্গ (স্বয়ং অনুভব করিতে না পারিলেও), বেদপ্রাণ, বেদময় কপিল-পতঞ্জলিদেবের সমীপে চিরদিন ঋণী থাকিবেন।" আমি আপনার মুখ হইতে এইরূপ কথা বহুবার শুনিয়াছি, অতএব কপিলদেব দ্বারা জগতের কোনরূপ ক্ষতি হইয়াছে, আমি কি তাহা কখনও বিশ্বাস্ করিতে পারি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, নবোদিত ক্রমবিকাশবাদ, কপিল—পতঞ্জলিদেবের অমূল্য উপদেশ রাজি হইতেই, মূলতঃ জন্মলাভ করিয়াছে, আমার দৃঢ় প্রত্যয়, নবোদিত ক্রমবিকাশবাদের বিকলাঙ্গ, যদি কখনও পূর্ণাঙ্গ হয়, তবে ভগবান্ কপিল—পতঞ্জলিদেবের অমৃতময় উপদেশ হইতেই হইবে, আমার অচল ধারণা, ক্রমবিকাশবাদ যেদিন পূর্ণাঙ্গ হইবে, সে দিনই মনুষ্য জগতের আবার প্রকৃত কল্যাণের দিন ফিরিয়া আসিবে, এই বিকলাঙ্গ ক্রমবিকাশবাদ হইতে যে ক্ষতি হইয়াছে, হইতেছে, তাহার সংশোধন হইবে।

আমি যে উদ্দেশ্যে নবীন ক্রমবিকাশবাদের কথা তুলিয়াছি, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই? বৈদিক আর্য্যজাতির বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, মনে হয়, যে বৈদিক আর্য্যজাতির প্রত্যেক নর, নারীর কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্মই প্রকৃত প্রস্তাবে উপাসনা ছিল, আজ সেই বৈদিক আর্য্যজাতির মধ্যে বহু ব্যক্তি উপাসনা কি, তাহা ভাল জানেন না, নবোদিত ক্রমবিকাশবাদ দ্বারা মানুষের কিরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে তাহা একবার ভাবেন না। নবীন ক্রমবিকাশবাদের প্রত্যেক সিদ্ধান্তই আমার বিশ্বাস

বেদও শাস্ত্র সিদ্ধান্তের প্রতিকূল, বৈদিক আর্য্যপ্রতিভার প্রতিযোগী। পরলোকে বিশ্বাস বৈদিক আর্য্যজাতির ইতর ব্যাবর্ত্তক লক্ষণ, আত্মার নিত্যত্বে বিশ্বাস, বৈদিক আর্য্যজাতির সহজ, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, বৈদিক আর্য্যজাতির নৈসর্গিক, বৈদিক আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত, নবীন ক্রমবিকাশবাদী, বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টিতে যাহা অতি প্রাকৃতিক (Super natural), তাহাই বস্তুতঃ অতি প্রাকৃতিক নহে, বৈদিক আর্য্যজাতির সহজজ্ঞানে তাহাই অতি প্রাকৃতিক রূপে প্রতিভাত হয় না। হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার, ডারুবিন্, হেকেল্ প্রভৃতি স্থূলদর্শী ক্রমবিকাশবাদীরা, শরীর ব্যতিরিক্ত আত্ম নামক পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে, অসভ্যোচিত বলিয়াছেন, দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসকে, ভূত, পিশাচাদির অস্তিত্বে বিশ্বাসকে, স্থূল শরীরের পতন হইলেও, জীবের নাশ হয় না, জীবাত্মা বস্তুতঃ মরণধর্ম্মা নহে, এই বিশ্বাসকে, বর্ব্বরোচিত বলিয়াছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার প্রভৃতি ক্রমবিকাশবাদী বৈজ্ঞানিকেরা যে বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হৃদয় হইয়া, দেবতাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনকে, বর্ব্বরোচিত বলিয়াছেন, দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপনকে, আত্মার নিত্যত্বে শ্রদ্ধাবান্ হওয়াকে, অসভ্যোচিত বলিয়াছেন, সে বিজ্ঞানালোক যেন বৈদিক আর্য্যজাতির হৃদয়ে প্রবেশ না করে, কোন প্রকৃত আত্মকল্যাণার্থী যেন সে বিজ্ঞানালোক পাইতে ইচ্ছুক না হয়েন। বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে, পাতঞ্জল-দর্শনে, শরীর হইতে সূক্ষ্ম দেহের বহির্গমনের, পরশরীরে প্রবেশের কথা আছে, কিরূপে তাহা করিতে হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে, যথাবিধি সাধনা দ্বারা বহু ব্যক্তি ইহা যে সত্য, বহুশঃ তাহা অনুভব করিয়াছেন, এ দুর্দ্দিনেও শরীর হইতে বহির্গমন করিতে পারেন, এমন পুরুষ এই ভারতবর্ষে বিদ্যমান আছেন। হিন্দু সাধু যে শরীর হইতে বহির্গমন করিতে পারেন, প্রেন্‌টিস্ মূলফোর্ড তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, বাইবেলে যে রজতসূত্রের (Silver thread) কথা আছে, মূলফোর্ড তাহার সহিত এই তথ্যের সম্বন্ধ আছে, এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। * তাই বলিতেছি, যে বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হইলে, বহুজন

---

* "The Hindoo "adept" becomes able, through a certain training of mind, to send his spirit, or heimself, from his body. It is still connected with it by the fine unseen current of life known in the Bible as the silver-thread"—The Gift of the spirit by P. Mullford P. 223.

কর্ত্তৃক বহুশঃ প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়সমূহকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, সে বিজ্ঞানালোক যেন বৈদিক আর্য্যজাতির হৃদয়কে আলোকিত না করে। স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত পদার্থের অস্তিত্বে অবিশ্বাসই যেন আধুনিক উন্নতম্মন্য সভ্যতাভিমানে স্ফীত পুরুষদিগের লক্ষণ হইয়াছে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, হেকেল প্রভৃতি সুধীগণ বিনা পরীক্ষায়, নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, ঈশ্বর নাই, দেবতা নাই, প্রাথমিক মানুষগণ ঈশ্বরকে, দেবতা প্রভৃতি পদার্থকে বস্তুতঃ সৎ বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল। বেদের উপদেশ 'এই মন্ত্র এতদিন শ্রদ্ধান্বিত হইয়া জপ করিলে, দেবতার দর্শন লাভ হয়, পিশাচাদি বশীভূত হয়, তাঁহারা জাপকের কার্য্য সাধন করেন'। যোগিশ্রেষ্ঠ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, স্বাধ্যায় দ্বারা ইষ্টদেবের, ঋষি ও সিদ্ধপুরুষদিগের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ক্রমবিকাশবাদীরা পিতৃপুরুষের উপাসনাকে (Ancestor-worship), শ্রাদ্ধকরাকে অসভ্যোচিত বলিয়াছেন। যে মন্ত্র যে নিয়মে জপ করিলে, পিতৃগণের দর্শন লাভ হয়, বেদ তাহা বলিয়াদিয়াছেন; শ্রাদ্ধকালে পিতৃপুরুষগণ আগমন করেন, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করেন, ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য ভূয়োভূয়ঃ বেদ ও শাস্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে, শ্রদ্ধাবান্ সাত্ত্বিকপুরুষদিগের ইহা অনুভূত বিষয়। বহুশঃ পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ বৈদিক † আর্য্যজাতি বেদ ও শাস্ত্র মুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, বেদ ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া তাঁহারা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। অতএব আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণের 'ঈশ্বরের অস্তিত্বে-বিশ্বাস অসভ্যাবস্থায় অজ্ঞ মানুষের মনেই স্থান পাইয়া থাকে, শরীর ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন বর্ব্বরোচিত,

---

† "অথ যঃ কাময়েত পিশাচান্ গুণীভূতান্ পশ্যেয়মিতি সংবৎসরং চতুর্থে কালে ভুঞ্জানঃ কপালেন ভৈক্ষঞ্চরন্ প্রাণাঃ শিশুরিত্যস্ত্যং সদা সহস্রকৃত্ব আবর্ত্তয়ন্ পশ্যত্যযাচিত মেতেন কল্পেন। দ্বিতীয়ং প্রযুঞ্জানঃ পিতৄন্ পশ্যতি সংবৎসরমষ্টমে কালে ভুঞ্জানঃ পাণিভ্যাং পাত্রার্থং কুর্বাণো বৃত্রস্য ত্বা শ্বসথাদীষমাণা ইত্যেতয়োঃ পূর্বং সদা সহস্র কৃত্ব আবর্ত্তয়ন্ গন্ধর্বাপ্সরসঃ পশ্যত্যযাচিত মেতেন কল্পেন দ্বিতীয়ং প্রযুঞ্জানো দেবান্ পশ্যতি।"—সামবিধানব্রাহ্মণ

"স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতা সংপ্রয়োগঃ"।—পাং দং,

"দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধাশ্চ স্বাধ্যায়শীলস্য দর্শনং গচ্ছন্তি, কার্য্যে চাস্য বর্ত্তন্ত ইতি"।

"অক্ষন্নমীমদন্ত হ্যব প্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রা নবিষ্ঠয়া মতী যোজান্বিন্দ্র তে হরী॥"—শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা

এই সকল কথা যথার্থ বিজ্ঞান পিপাসুর, প্রকৃত আত্মকল্যাণার্থীর শ্রদ্ধের হইতে পারেনা।

বক্তা—বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যে ইদানীং বহুব্যক্তিরই যে ক্রমবিকাশ-বাদীদিগের কথা অত্যন্ত সারগর্ভবলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ কি, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন্ প্রভৃতির আবির্ভাব? তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর অধ্যয়ন?

জিজ্ঞাসু—আগে তাহাই মনে হইত, কিন্তু এখন আর তাহা মনে হয়না।

বক্তা—ক্রমবিকাশবাদ কি কাহাকেও, (যদি তাঁহার এই বাদকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব সংস্কার না থাকে,) ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন, প্রাথমিক মানুষের কার্য্য, দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে প্রত্যয় অসভ্য-লোকেরই হইয়া থাকে, এইরূপ মতে আস্থাবান্ করিতে পারে? ক্রমবিকাশ-বাদের এই বিজয়েরদিনেও, এইরূপ বৈজ্ঞানিক কি নাই, এইরূপ বৈজ্ঞানিক কি ছিলেন না, যাঁহারা এই বাদের-অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করেন, করিয়াছেন, যাঁহারা এই বাদকে সম্পূর্ণ সত্যভূমিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই? "ক্রমবিকাশ-বাদ নিঃ সন্দিগ্ধরূপে কোন প্রশ্নের সমাধান করা দূরে থাকুক, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ সংশয়ই উত্থাপিত করিয়াছে, এতদ্বারা কোন সজীব পদার্থের তত্ত্ব পূর্ণভাবে অবধারিত হয় না, ঈশ্বরসংকল্প নিরপেক্ষ জড়শক্তি হইতে জগতের সৃষ্টি হওয়া কোনরূপেই সম্ভব নহে," সুধীশ্রেষ্ঠ জেবন্সের এই সকল কথা স্মরণ কর। ডাক্তার বীল্ (L. S. Beale M. B. F. R. S.) বলিয়াছেন, 'হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের ক্রমবিকাশবাদে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এ বাদ বস্তুতঃ সত্যভূমিক, অল্প-সংখ্যক প্রামাণিক পুরুষও, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন নাই'। * ডাক্তার

---

* Theologians have dreaded the establishment of the theories of Darwin and Huxley and Spencer, as if they thought that those theories could explain everything upon the purest mechanical and material principles, and exclude all notions of design. They do not see that those theories have opened up more questions than they have closed. The doctrine of evolution gives a complete explanation of no single living form."—The Principles of Science by Javons P. 764.

"For example, not a few authorities express themselves as satisfied with Mr. Herbert Spencer's doctrine of evolution, and consider that it is really true"—

Protoplasm or Matter and Life by L. S. Beale M. B F. R. S. P. 120.

বীল্ দেখাইয়াছেন, ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে হক্স্‌লী যে মত সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, ষোড়শবৎসর পরে, তাহা যে সত্য মত নহে, তাহা তিনি বলিয়াছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রাথমিক মানুষদিগের জ্ঞান-বিশ্বাসাদির স্বরূপ বর্ণন করিতে যাইয়া, যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ে যে, বহুভ্রান্তি আছে, তন্মধ্যে অনেক কথাই যে, ঝটিতি সিদ্ধান্তের (Hasty conclusion) ফল, অত্যল্প চেষ্টাতেই তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি ডারুবিন্, স্পেন্সার, হক্স্‌লী, হেকেল্ প্রভৃতি ক্রমবিকাশবাদী সুধীগণের কথা 'অথ' হইতে 'ইতি' পর্য্যন্ত শ্রবণ পূর্ব্বক নিবিষ্ট চিত্তে শ্রুত কথা সমূহের চিন্তা করেন, তাহা হইলে, (অবশ্য যদি তাঁহার চিত্ত রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী না হয় সত্যসন্ধ হয়, সত্য পরিগ্রহের উপযুক্ত প্রতিভা বিশিষ্ট হয়), তাঁহার স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ইহাঁরা সূচিভেদ্য অন্ধকারে পতিত হইয়া, দিঙ্‌মূঢ় পথিকের ন্যায় গন্তব্য দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার হেকেল প্রভৃতি স্থূলদর্শী ক্রমবিকাশবাদিগণ প্রাথমিক মনুষ্যগণের মধ্যে বর্ব্বরদিগকেই দেখিয়াছিলেন, যাঁহারা পৃথিবীকে সর্ব্বাগ্রে প্রকৃত সভ্যতার আলোকে আলোকিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানময়ছিলেন, যাঁহাদের দর্শনই পৃথিবীর দর্শন, "প্রাচীন ভারতের উন্নতি সাগরের তলস্পর্শ করিতে হইলে, বালকের বর্ণ শিক্ষারম্ভের ন্যায় নূতন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে" ("To fathom ancient India all knowledge acquired in Europe avail naught, the study must recommence as the child learns to read"—The Bible of India P. 21.), লুয়িস্ জ্যাকোলিয়ট্ যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া, যাঁহাদিগের সভ্যতা ও উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, বিস্ময়াপন্ন হৃদয়ে এইরূপ কথা বলিয়াছেন, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি উন্নতম্মন্য ক্রমবিকাশবাদীদিগের নয়নে তাঁহারা পতিত হন নাই। ডাক্তার বুক্‌নার ও লুয়িস্ জ্যাকোলিয়ট্ বলিয়াছেন, "ভ্রান্তবুদ্ধি, উন্মত্ত খ্রীষ্টানেরা যদি প্রসিদ্ধ আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া পুস্তকালয়কে (যে পুস্তকালয় প্রাচীনদিগের জ্ঞানোৎকর্ষের কোষগৃহ ছিল) ধ্বংস করিয়া, মহাপাপপঙ্কে লিপ্ত না হইত, তাহা হইলে, প্রাচীনেরা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন, আমরা যথার্থভাবে তাহা জানিতে পারিতাম। আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া পুস্তকালয় ভস্মীভূত হওয়াতে, বিজ্ঞানজগতের যে ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতির ইয়ত্তাবধারণ হয়না, সে ক্ষতির আর পূরণ হইবেনা ("When it (christianity) had-

gradually attained the superiority, one of its first sins against intellectual progress consisted in the destruction by Christian fanaticism of the celebrated Library of Alexandria which contained all the intellectual treasures of antiquity,—an incalculable loss to science, which can never be replaced".—Man in the Past, Present and Future by Dr. L. Buchner, P 221. "Ah! if the Alexandrian Library had not been burnt, perhaps we might there have found the lost secret of the past"—The Bible of India P. 23.)।

জিজ্ঞাসু—বৈদিক আর্য্য সন্তানগণের মধ্যে ইদানীং যে বহুব্যক্তির নবীন ক্রমবিকাশবাদের কথাতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে, হইতেছে, কোন কোন প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক কোবিদের দৃষ্টিতে যথোক্ত ক্রমবিকাশবাদের অপূর্ণতা, দোষ বিশিষ্টতা পতিত হইলেও, ইদানীন্তন শিক্ষিত বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে বহু ব্যক্তি যে তাহা জানিতে পারেন না, ক্রমবিকাশবাদের প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক কোবিদদিগের নয়নে পতিত অপূর্ণতাকে, দোষ বিশিষ্টতাকে যে, তাঁহারা দেখিয়াও, দেখিতে পারেন না, ক্রমবিকাশবাদীদিগের উপদেশানুসারে তাঁহারা যে কীট, মৎস্য, সরীসৃপ, বানর প্রভৃতিকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বুঝিয়া থাকেন, অবনত অবস্থা হইতে আমরা ক্রমশঃ উন্নতির অভিমুখে গমন করিতেছি, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহার কারণ কি? য়ুরোপে জন্মগ্রহণ করিয়া, তদ্দেশেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, জন্মতঃ তদ্দেশেরই আচারাদি পালন করিয়া, বৈদিক আর্য্যজাতির উন্নতির এত প্রশংসা করেন, আর ভারতবর্ষে, বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মিয়া, বেদশাস্ত্রের নিন্দা করিতে শতমুখ হন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারদর্শী ঋষিদিগকে অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য বলিয়া উপেক্ষা করেন, ইহা বিস্ময়াবহ সন্দেহ নাই, ইহার কারণ কি, তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হয়। শাস্ত্রোক্ত আচারবান্ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ, কি কারণে ঈশ্বরের অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবিহীন হন, উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ মতাবলম্বী হন?

বক্তা—তোমার কি মনে হয়?

জিজ্ঞাসু—আমি অদ্যাপি এ সম্বন্ধে নিরস্ত সংশয় হইতে পারি নাই। নাস্তিকের আস্তিক শিরোমণি পুত্র দেখিয়াছি, আবার আস্তিক চূড়ামণির আচার

ভ্রষ্ট, নাস্তিক শ্রেষ্ঠ সন্তান দেখিয়াছি। নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের গ্রন্থ সঙ্গাদিকে ইহার কারণ রূপে পূর্ব্বে অবধারণ করিতাম, কিন্তু এখন আর ইহাকেই কারণ জানিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিনা।

বক্তা—আমি তোমাকে বহুবার বলিয়াছি, বর্ত্তমান ও পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসই প্রতিভা ভেদের কারণ। লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, বাসনা বা সংস্কারতত্ত্ব অঙ্গীকার না করিলে এই বিষয়ের মীমাংসা হইবে না।

জিজ্ঞাসু—ফল পাইলেই বিশ্বাস হয়, উপাসনা করিয়া যদি ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলে, উপাসনা করিবার প্রবৃত্তি না হইতে পারে কি?

বক্তা—কর্ম্ম করিলে ফলপ্রাপ্তি হয়, কর্ম্ম না করিলে ফল পাওয়া যাইবে কিরূপে? এই কর্ম্ম করিলে নিশ্চয় এই ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এবম্প্রকার শ্রদ্ধা না থাকিলে, কেহ কি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়? বিধি পূর্ব্বক উপাসনা করিলে, নিশ্চয়ই ফল লাভ হয়।

জিজ্ঞাসু—যাঁহারা অনাবিষ্কৃত তথ্যের আবিষ্কার করেন, তাঁহারা কি এই-রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা এই তথ্যের আবিষ্কার হইবে, পূর্ব্বে ইহা জানিয়া এবম্প্রকার শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন?

বক্তা—'শ্রদ্ধা' কোন্ পদার্থ, তাহা তুমি অদ্যাপি পূর্ণভাবে জানিতে পার নাই, এই নিমিত্ত তোমার মনে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হইতেছে। শ্রদ্ধা সম্বন্ধে আমি তোমাকে পরে কিছু বলিব, আপাততঃ শুনিয়া রাখ, "ইহা এই রূপই", 'ইহা সত্য', 'ইহা অন্যরূপ হইতে পারেনা', এবম্প্রকার জ্ঞান না হইলে, শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়না। অতএব নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা শ্রদ্ধা এক পদার্থ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, শ্রদ্ধা ঋত বা সত্যের—পরমার্থ ব্রহ্মের প্রথমজা—ব্রহ্মের সকাশ হইতে প্রথম উৎপন্না, অতএব ইনি বিশ্বের—নিখিল প্রাণিজাতের পোষয়িত্রী, ইনি জগতের প্রতিষ্ঠা—আশ্রয় ("শ্রদ্ধা দেবী প্রথমজা ঋতস্য। বিশ্বস্য ভর্ত্রী জগতঃ প্রতিষ্ঠা।"—তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ)। সত্য আছে, সত্যজ্ঞান আছে, মানুষ সত্যকে জানে, সত্যকে সৃষ্টি করেনা। যাহা যাহা, তাহাকে ঠিক তদ্ভাবে জানা সত্যজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞানের কারণ দূরীভূত হইলে, সত্যজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাধনা দ্বারা মানুষের যখন মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়, তখন যাহা যাহা, মানুষ তাহাকে ঠিক তদ্ভাবে জানিতে পারে। যাহা যাহা, মানুষ যখন তাহাকে ঠিক তদ্ভাবে জানিতে পারে, তখন তাহার 'ইহা এই রূপই', 'ইহা অন্যরূপই হইতে পারেনা', এবম্প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা শ্রদ্ধার আবির্ভাব

হয়। অতএব কর্ম্মবিশেষ দ্বারা চিত্তের অজ্ঞান প্রোৎসারিত হইলে, শ্রদ্ধাদেবীর আবির্ভাব হয়, 'ইহা এই রূপই', 'এতদ্বারা এই ফল প্রাপ্তি হইবে,' ইত্যাকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বিকাশ হয়। আমি যাহা বলিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়া, তোমার যাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—আপনার এই সকল কথা শুনিয়া, আমার যাহা মনে হইতেছে, আপনাকে পূর্ণভাবে তাহা জানাইবার শক্তি আমার নাই। আপনার সকল কথার আশয় উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, আমি বিস্মিত হইতেছি, আমার হৃদয় অননুভূত আনন্দে, কৃতাকৃত্য হইবার, নিরস্ত সংশয় হইবার আশাতে পূর্ণ হইতেছে। আমরা অসভ্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ সভ্যাবস্থাতে আসিতেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক ইতঃপূর্ব্বে আর কখন এই ভাবে পৃথিবীকে আলোকিত করে নাই, কীট, মৎস্য, সরীসৃপ, বানর আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ, ঈশ্বর বিশ্বাস, দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে প্রত্যয় প্রাথমিক মানুষেরই হইয়া থাকে, বিজ্ঞানালোকে আলোকিত, সভ্যতার উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় ব্যক্তির ঈশ্বর বিশ্বাস, আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে, আত্মার নিত্যত্বে প্রত্যয় হইতে পারেনা, ক্রমবিকাশবাদীদিগের এই সকল কথা যে বালকোচিত, আমার এখন তাহাই মনে হইতেছে। বর্ত্তমান সৃষ্টি যে পূর্ব্বসৃষ্টির সদৃশী এবং সৃষ্টিও প্রলয় যে প্রবাহ রূপে নিত্য, সম্পূর্ণভাবে না হইলেও, হার্ব্বার্ট স্পেনসার যে কিয়দংশে তাহা বুঝিয়া ছিলেন, তাহা তাঁহার বচন হইতে সপ্রমাণ হয়। * যিনি জড় শক্তি ও ভূত (Matter) কে বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার উচ্চাবচ পরিণামের কারণ রূপে অবধারণ করিয়াছিলেন, অন্যোন্য মিথুন বৃত্তিক (Universally Co-existent) আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই দ্বিবিধ শক্তি বশতঃ ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার পরিণামই নির্দ্দিষ্ট তালে, তালে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তিদ্বয়ের অভিভব—প্রাদুর্ভাব হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় পরিণাম সংঘটিত হয়, আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ এই শক্তি দ্বয় নিত্য বলিয়া, ইহাদের পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরো-

---

* "And thus there is suggested the conception of a past during which there have been successive Evolutions analogous to that which is now going on and a future during which successive other such Evolutions may go on—ever the same in principle but never the same in concrete result."—First Principles P.537

ভাব হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত সৃষ্টি এবং প্রলয়ও পর্য্যায়ক্রমে আবর্ত্তিত হয়, যিনি এবম্প্রকার অনুমান করিয়াছিলেন, প্রাথমিক মানুষগণের স্বরূপ দর্শন করিতে যাইয়া, তিনি কেবল অসভ্য বর্ব্বর দিগকেই নয়নের বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন কেন, আমি পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারিতাম না, আপনার কথা শুনিয়া, এখন আশা হইতেছে, নবীন ক্রমবিকাশবাদীরা কি নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঋষিদিগকে দেখিতে পান নাই, তাদৃশ পুরুষবৃন্দের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, পরে তাহা বুঝিতে পারিব। শ্রদ্ধাবান্ না হইলে, জ্ঞান লাভ হয় না, শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মের ফল প্রাপ্তি হয় না, শ্রদ্ধার উদয় না হইলে, কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয় না, যাঁহার যাদৃশী শ্রদ্ধা, তিনি তদ্রূপ হইয়া থাকেন, শ্রদ্ধাই সিদ্ধি প্রার্থীর একমাত্র সিদ্ধি হেতু, শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের আদিতে, শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের মধ্যে এবং শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের অন্তে সংস্থিত, শ্রদ্ধা বিনা ধর্ম্ম হয় না, শাস্ত্র ও আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রদ্ধার এইরূপ বহু প্রশংসা শুনিয়াছি, কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ হইতে শ্রদ্ধার যে রূপ এখন দেখাইলেন, ইতঃপূর্ব্বে শ্রদ্ধার সে রূপ দেখিতে পাই নাই, বেদে ও শাস্ত্রে, শ্রদ্ধার এত প্রশংসা করা হইয়াছে কেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহা যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। যাদৃশ চিত্তে 'ইহা এইরূপই' 'ইহা অন্যরূপ হইতে পারেনা,' এবম্প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয়, তাদৃশ চিত্ত যে প্রকৃতি হইতেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অসৎ বা অবিদ্যমানের যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার কখন উৎপত্তি হয় না। অতএব চিত্তের যদবস্থাতে সংশয় বিরহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয়, চিত্তের তাদৃশ অবস্থা সাধন বিশেষ দ্বারা প্রকৃতি হইতেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে। চিত্তের অবিকৃত বা অবিদ্যাদি দ্বারা অদূষিত অবস্থাতেই 'ইহা এইরূপই' 'ইহা অন্যরূপ হইতে পারে না' এবম্প্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, ঋত বা সত্য হইতে প্রথমে শ্রদ্ধার—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। যিনি জগতে কোন অসাধারণ কার্য্য করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, তিনি, (একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলে অনুভব হয়) স্থির চিত্ত, সত্ত্ব প্রধান চিত্ত, তিনি রাগ-দ্বেষ বিমুক্ত, তিনি শ্রদ্ধাবান্। অতএব যাঁহারা কোন অনাবিষ্কৃত তথ্যের আবিষ্কার করেন, তাঁহাদের চিত্ত, 'আমি ইহা নিশ্চয় করিতে পারিব,' 'ইহা করা অসম্ভব (Impossible) নহে', এইরূপ শ্রদ্ধা বিশিষ্ট। শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইলেই, সত্যের দর্শন হয়, সত্যকে পাওয়া যায়, এই শ্রৌত উপদেশের মূল্য কত, তাহা বুঝিবার দিন যে, আসিবে এখন তাহা বিশ্বাস

হইতেছে। পরমাত্মা সত্যে শ্রদ্ধার এবং অনৃত বা মিথ্যাতে অশ্রদ্ধার আসন দিয়াছেন, এই কথা যে কিরূপ সারগর্ভ, এখন তাহা কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইতেছে, এতদ্ব্যতীত আরো যে কত নূতন ভাবের উন্মেষ হইতেছে, তাহা যথাযথ ভাবে জানাইতে পারিতেছি না।

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া সুখী হইলাম। বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির অঙ্কে লালিত, পালিত হইলেও, যে নিমিত্ত নবীন ক্রমবিকাশবাদের উপাদেয়ত্ব অনুভূত হইয়া থাকে, যে নিমিত্ত বেদ ও শাস্ত্রের উপদেশে অশ্রদ্ধার উৎপত্তি হয়, যাঁহারা হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, ডারুবিন, হেকেল্ প্রভৃতির গ্রন্থ পড়েন নাই, ইহাঁদের মত কি, যাঁহারা তাহা অবগত নহেন, তাঁহাদের মধ্যে ও যে, অনেকে ক্রমবিকাশবাদের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, প্রতিভাই তাহার কারণ। যে প্রকৃতি বশতঃ নবীন ক্রমবিকাশবাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, প্রাথমিক মানুষের হইয়া থাকে, অসভ্য মানুষেরাই আত্মার দেহ ব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্বে শ্রদ্ধাবান্ হয়, এবম্প্রকার মতাবলম্বী হন্, যাঁহারা তাদৃশ প্রকৃতি বিশিষ্ট, তাঁহারাই সেইরূপ মতাবলম্বী হইবেন। আমি এস্থলে ইহা বলিয়া রাখিতেছি, যাঁহারা ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের অস্তিত্বে, স্ব-স্ব প্রকৃতির প্রেরণায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, পার্থিব জীবনকে যথাসম্ভব বাধা রহিত করাকেই, যাঁহারা অত্যন্ত পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, 'প্রাকৃতিক' (Natural) শব্দের যাঁহারা অতিমাত্র সংকীর্ণ অর্থই অবগত আছেন, নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের কথা তাঁহাদেরই ভাল লাগিবে, তাঁহাদেরই ঈশ্বরকে তাড়াইবার প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহারাই উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই, এই প্রকার মতাবলম্বী হইবেন, বৈদিক আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, তাঁহারাই আপনাদিগকে বানরাদি হইতে সমুৎপন্ন ভাবিয়া, গ্রহাবিষ্টের ন্যায় আনন্দে নৃত্য করিবেন, মরীচি, ভৃগু প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রজাপতির প্রাণভূত ঋষিরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, এই কথা বলিলে, তাঁহারা হাস্য-করিবেন, বর্ব্বরোচিত কথা বলিয়া, ইহাকে উপেক্ষা করিবেন। আমি এই শরীরে বহু ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়াছি, বহুদিন বহুব্যক্তির সঙ্গ করিয়া, আমার ধারণা হইয়াছে, বৈদিক আর্য্যবংশধরদিগের মধ্যে শাস্ত্রিত পৌরুষ বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা প্রতি বৎসর কমিয়া আসিতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ দেখিয়াছিলাম, যাদৃশ জ্ঞান পিপাসু দেখিয়াছিলাম, যাদৃশ ভক্তিমান্ দেখিয়াছিলাম, যাদৃশ সজ্জনে প্রীতিমান্ দেখিয়াছিলাম, এখন

তাদৃশ পুরুষও আর দেখিতে পাইনা। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে যেমন দেখিয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অদ্যাপি জীবিত আছেন, তাঁহাদিগকেও এখন আর ঠিক তেমন দেখিতে পাইনা, তাঁহাদেরও যে,ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। ইতিহাস-পুরাণের ভবিষ্যদ্বাণী যে, অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এখন তাহা উপলব্ধি হইতেছে, বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যে অনেকেই এখন পরিবর্ত্তিত প্রকৃতির প্রেরণায় শাস্ত্রিত পৌরুষ বিহীন হইতেছেন, বৈদিক আর্য্যোচিত প্রতিভা বর্জ্জিত হইতেছেন, বাহিরে যে ভাবই দেখান, অন্তরে অনেকেই যে নবীন ক্রমবিকাশবাদের পক্ষপাতী হইয়াছেন, আমার তাহাই বিশ্বাস হইয়াছে,। 'উপাসনা' কাহাকে বলে, উপাসনার প্রয়োজন কি, এতদ্দ্বারা কি উপকার হইতে পারে, বৈদিক উপাসনা হইতে তান্ত্রিক উপাসনার কোন্ কোন্ বিষয়ে পার্থক্য আছে, বৈদিক ও তান্ত্রিক এই দ্বিবিধ উপাসনার প্রবৃত্তির কারণ কি, উপাসনা বিষয়ক ইত্যাদি প্রশ্ন যে, অধুনা অত্যল্প ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সন্ধ্যা করেন, পূজা করেন, জপ করেন, কিন্তু কি করেন, কেন করেন, যাহা করিলে, যে ফল প্রাপ্তি হইবার কথা শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়, তাহা করিয়া, সে ফল লাভ হইতেছে কিনা, যদি না হয়, তবে না হইবার কারণ কি, এখন কয়জনের তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়? অন্যের কথা কি বলিব, যাহারা আমার নিত্য সঙ্গ করে, যাঁহারা পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে আমার সহিত কোন না কোন সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ, তাহাদের মধ্যেই আমি এ পর্য্যন্ত একজনকেও, স্বয়ং উপাসনার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতে দেখি নাই, একজনকেও প্রকৃত মননশীল বলিয়া, বুঝিতে পারি নাই, তাহাদের মধ্যেও আমি যেন নবীন ক্রমবিকাশবাদীদিগের প্রতিভার ছায়াই দেখিতে পাই, তাহাদিগের ব্যবহারেও, অনেক সময়ে ঠিক শাস্ত্রিত পৌরুষ লক্ষিত হয় না। অহো যুগ মাহাত্ম্য!!! অহো প্রারব্ধ দুর্দ্দমনীয়তা!!!

জিজ্ঞাসু—ছান্দোগ্যোপনিষৎ পাঠ পূর্ব্বক বিদিত হইয়াছি, মনুষ্যদিগের মধ্যে যে কেহ ধনে, বিদ্যায় অন্যান্য গুণে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিদ্যাচার্য্য হইয়াছেন, রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, অন্যের প্রভু হইয়াছেন, তিনি ধ্যান বা একাগ্রতা দ্বারাই তাহা লাভ করিয়াছেন, ধ্যান বা একাগ্রতা দ্বারাই তাহা হইয়াছেন। ছান্দোগ্যো-পনিষদের ভাষ্যে ভাষ্যকার উপাসনার যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, ধ্যান ও উপাসনা ভিন্ন পদার্থ নহে। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, যথা শাস্ত্র সমর্পিত কিঞ্চিৎ আলম্বন গ্রহণ পূর্ব্বক, সেই আলম্বনে যে সমান চিত্তবৃত্তি সন্তান,—যে চিত্তের

একতান প্রবাহ তাহার নাম উপাসনা ("উপাসনং তু যথা শাস্ত্র সমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বন মুপাদায় তস্মিন্ সমান চিত্তবৃত্তি সন্তান লক্ষণম্।"—ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্য)। একাগ্রতা বা ধ্যান দ্বারা চিত্ত বিমল হয়, বিমল চিত্ত বস্তুতত্ত্বের অবভাসক হইয়া থাকে। আমার জিজ্ঞাসা হইতেছে, য়ুরোপ, আমেরিকাদি দেশ সমুহের, জাগতিক দৃষ্টিতে যে উন্নতি হইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, প্রতীচ্য দেশ বাসীদিগের মধ্যে অনেকেই যে ইদানীং যথোক্ত ক্রমবিকাশবাদের পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। যে ক্রমবিকাশবাদ ঈশ্বরকে অসভ্যাবস্থার মানুষদিগের কল্পনা সৃষ্ট বলিয়া, নিশ্চয় করিয়াছে, যে ক্রমবিকাশবাদ অদুরদর্শিতা বশতঃ উপাসনাকে বর্ব্বরোচিত কর্ম্ম বলিয়া উপেক্ষা করে, সে ক্রমবিকাশবাদের সমর্থক, সে ক্রমবিকাশবাদের পক্ষপাতী প্রতীচ্য দেশবাসীদিগের মহত্ব প্রাপ্তির কারণ কি? ইহাঁরা যে এখন ধনে, বিদ্যায়, অন্যান্যগুণে পৃথিবী পূজিত হইতেছেন, বিজ্ঞানাচার্য্য হইতেছেন, শিল্প গুরু হইতেছেন, রাজ্যেশ্বর হইতেছেন, তাহার হেতু কি?

বক্তা—এতদ্দ্বারা ছান্দোগ্যোপনিষদের উক্ত উপদেশের আনর্থক্য প্রতিপন্ন হইবে না। অভ্যুদয়শীল আধুনিক ক্রমবিকাশবাদীরা যে উন্নতি করিতেছেন, মহত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, চিত্তের একাগ্রতাই তাহার কারণ, একাগ্রতাবিহীন, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত বা মূঢ় চিত্ত কি কখন মহত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে? পূর্ণভাবে ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে, পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে, যাদৃশ ফল প্রাপ্তি হয়, ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান বিহীন, যথোক্ত ক্রমবিকাশবাদীরা তাদৃশ ফল প্রাপ্ত হন নাই, কখনও হইবেন না। বৈদিক আর্য্য বংশধরগণ যদি বৈদিক প্রতিভা একেবারে না হারাইতেন, যদি বৈদিক উপসনা মার্গ হইতে বিগলিত না হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, ঈশ্বরের স্বরূপদর্শী, ঈশ্বর গতপ্রাণ, ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক, ইদানীং শতশঃ সহস্রশঃ অবগণিত তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ বৃন্দ, যাদৃশ মহত্ব লাভ করিয়াছিলেন, যাদৃশ উন্নতি পদবীতে পদধারণ করিয়াছিলেন, তাদৃশ মহত্বের ছবি যথোক্ত উন্নতিশীল প্রতীচ্য দেশবাসীদিগের কল্পনাতীত, তাদৃশ উন্নতি পদবীতে পদধারণ ইহাঁদের পক্ষে অসম্ভব।

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকিলেও, উপাসনা হয়?

বক্তা—পাগলের মত, বালকোচিত অর্থ শূন্য কথা বলিলে। উপাস্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস না থাকিলে, উপাসনা হইতে পারে কি? উপাস্যের সমীপে গমনের, উপাস্যের সমীপে আসন পরিগ্রহের, উপাস্যের সহিত অভিন্ন ভাবে মিলিত হওয়ার

নাম উপাসনা, পরিণাম ক্রমের পরিসমাপ্তিই, সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তিই, পূর্ণত্বপ্রাপ্তিই, উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। উপাস্যের অস্তিত্বে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনি কি কখন উপাস্যের সমীপে যাইতে সচেষ্ট হইতে পারেন? ক্রমবিকাশবাদীরা ক্রমবিকাশের বিশুদ্ধরূপ অদ্যাপি দেখেন নাই। ক্রমবিকাশবাদীরাও ঈশ্বরকে মানেন, তাঁহার অস্তিত্বে তাঁহারা শ্রদ্ধাবান্, তবে তাঁহারা 'ঈশ্বর' বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকেন, 'ঈশ্বর' বলিয়া, সর্ব্ব সম্পূর্ণ বলিয়া, যাঁহার উপাসনা করিতে চেষ্টা করেন, তিনি বিশুদ্ধ বা পূর্ণ ঈশ্বর নহেন। ক্রমবিকাশবাদ রাজাকে দেখিতে না পাইয়া, অধস্তন রাজ কর্ম্মচারীদিগকে রাজা বা চরম উপাস্য মনে করিয়া, তাঁহাদেরই উপাসনা করিয়া থাকেন, এতদ্দ্বারা কৃতকৃত্য হইব, এইরূপ আশাকে হৃদয়ে পোষণ করেন।

জিজ্ঞাসু—উপাসনা সম্বন্ধে আমার যে সকল সংশয় উদিত হইত, আমি যাহাদের নিরসন করিতে ইচ্ছুক হইতাম, আমার এখন বিশ্বাস হইতেছে, আপনার কৃপায় আমার সেই সকল সংশয় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইবে, এবং যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা পূর্ব্বে হইত না, অথচ যে সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা হওয়া উচিত, এখন মনে হইতেছে, আমি সেই সকল বিষয়ও জানিতে পারিব। বহুদিন আপনার সঙ্গ করিয়াও, আমাদের যে, প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হয় নাই, আমরা যে উপাসনার স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত এতদিন বিশেষ ব্যগ্র হই নাই, তাহার কারণ কি, তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—তাহার কারণ দুর্ব্বিজ্ঞেয় নহে। প্রয়োজন বোধ না হইলে, কেহ কোন কর্ম্মে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয় না। যাবৎ কোন বিষয়ের তত্ত্ব জানিবার প্রয়োজন বোধ না হয়, তাবৎ কেহ তদ্বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয় না। যাঁহার হৃদয়ে যথার্থ আস্তিকতার উদয় হইয়াছে, ঐহিক সুখ লাভ ও ঐহিক দুঃখ পরিহারকেই, যিনি একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া অবধারণ করেন নাই, পরলোকের অস্তিত্বে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, মুক্তি বা ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই, যাঁহার বুদ্ধিতে অত্যন্ত পুরুষার্থ, আমি কে, কিরূপে, কি নিমিত্ত আমি উৎপন্ন হইয়াছি, কেন এই উত্তুঙ্গ দুঃখ তরঙ্গ মালাময় সংসার সাগরে নিপতিত হইয়াছি, ইহা হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি, যাঁহার মনে প্রতিক্ষণ এইরূপ ভাবনার উদয় হয়, যিনি যথার্থ বিচার পরায়ণ, যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে জীবিত, যিনি দূরদর্শী, যিনি বিবেকী, যিনি ধীমান্, যিনি আসন্ন চেতন নহেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হন, তিনিই পূর্ণজ্ঞান-বিজ্ঞানভিক্ষু হ'ন, তিনিই প্রেয় হইতে—সাধারণের প্রিয়তর ধনাদি হইতে,

শ্রেয়কে—নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষহেতু জ্ঞানকে অধিক আদর করেন ("শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌বৃণীতে ॥"—কঠোপনিষৎ)। যাহারা অল্পবুদ্ধি, অবিবেকী, যাহারা প্রমাদ বিশিষ্ট, যাহারা বিত্তাদি নিমিত্ত অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাহারা স্থূল দৃষ্টিতে যে লোক দেখিতে পায়, তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে, তদ্ভিন্ন লোকান্তরের অস্তিত্বে তাহাদের বিশ্বাস হয় না, তাহারা ইহলোক ব্যতীত লোকান্তরের নিমিত্ত কোন প্রকার সাধন করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেনা ("ন সাংপরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥"—কঠোপনিষৎ)। অতএব প্রকৃত আস্তিকতার উদয় না হইলে, যথার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয় হয় না, সুশীতল, সুবাসিত জল নিকটে থাকিলেও, তৃষাবিহীন তাহার দিকে তাকায় না। নাস্তিক নহেন, পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্, এতাদৃশ পুরুষবৃন্দের মধ্যেও যে, প্রমাদবিশিষ্ট, আলস্যাদি দোষ নিবন্ধন তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনে, পরমপুরুষার্থ সাধনে উৎসাহবিহীন ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, প্রারব্ধের প্রতিকূলতাই তাহার কারণ। প্রকৃত আস্তিকতা অবিকৃত বৈদিক আর্য্যজাতির ইতরব্যাবর্ত্তক লক্ষণ। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান যুগপ্রভাবে, স্বভাবতঃ আস্তিক—নিসর্গতঃ পরলোকে শ্রদ্ধাবান্ বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে অধুনা অনেকের প্রকৃত আস্তিকতার হ্রাস হইয়াছে, এই নিমিত্ত নবীনক্রমবিকাশবাদের কথা অনেকের ভাল লাগিতেছে। এই নিমিত্ত পরলোকৈষণার প্রয়োজন বোধ মন্দীভূত হইয়াছে, উপাসনার ও অন্যান্য বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ক্ষীণ হইয়াছে।

জিজ্ঞাসু—আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থ, প্রারব্ধের প্রতিকূলতাই, আমাদিগকে সদসৎবিবেকবিহীন বা জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে। কি করিতেছি, কেন করিতেছি, কোথায় যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়াছি, কোথায় যাইতেছি, মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কি, সকল সময়ে আমাদের এইরূপ ভাবনা যে হয়না, তাহা স্থির, জীবন যে নিতান্ত অস্থির, যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা ছিলেন না, তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আমাকেও (প্রবল পরাক্রমশালী রাজ্যেশ্বরই হই, বহুজন সমাদৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আচার্য্যই হই, অথবা দীনাতিদীন, সর্ব্বজনের উপেক্ষণীয় মূর্খই হই, আমি যাহাই হইনা কেন) যাইতে হইবে, কোন্ ক্ষণে এই শরীর ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা অনিশ্চিত, তথাপি সাবধান

হইতে, কর্ত্তব্য সাধনে সদাউৎসাহী হইতে পারি কৈ ?. একটা কথা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, সাধুসঙ্গের বীর্য্য কি অমোঘ নহে ?

বক্তা—যথার্থ সাধুসঙ্গের বীর্য্য যে, অমোঘ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, তবে শিষ্যভাবে সাধুসঙ্গ না করিলে, সাধুসঙ্গের পূর্ণ ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয়।

জিজ্ঞাসু--শিষ্যভাবে সাধুসঙ্গ করা কাহাকে বলে ?

বক্তা—তোমার চিত্তমুকুর যদি নানা রঙ্গে রঞ্জিত থাকে, তাহা হইলে, ইহাতে কোনবস্তুর ঠিক প্রতিবিম্ব পতিত হয়না। কোন বস্ত্রকে রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে, রজকেরা উহাকে তাই প্রথমে শুভ্রকরে। অতএব বিগলিত অভিমান না হইয়া, সাধু সঙ্গ করিলে সাধুসঙ্গের প্রকৃত ফল লাভ হয় না। বিগলিত-পাণ্ডিত্যাদি-অভিমান হইয়া, সাধুসঙ্গ করার নাম শিষ্যভাবে সাধুসঙ্গ করা। বিগলিত অভিমান হইয়া, জ্ঞানবৃদ্ধজনের উপাসনা না করিলে, নির্ম্মল প্রতিভালক্ষণা ভগবতী বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, প্রসন্ন হন না, ("বৃদ্ধোপসেবাশালিনামাগমজুষাং বিগলিতাভিমানানামেবৈষা বিদ্যা—বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা প্রতিভা লক্ষণা প্রসীদতি")। চিত্তে যথার্থ শিষ্যভাবের উদয় না হইলে, সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানদাতার উপসন্ন বা প্রপন্ন না হইলে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়না। জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে তুমি বিবিধ সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়াছ, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তোমাকে বলিতেছি, "গুরুকৃপা ব্যতিরেকে, জ্ঞানের বিকাশ হয় না, গুরুরবি ভিন্ন শিষ্যের অজ্ঞান তিমির নাশের শক্তি, অন্য কাহার নাই," জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ক ইহাই সৎ সিদ্ধান্ত। নিত্য সর্ব্বজ্ঞ করুণাসাগর ঈশ্বরই আদিগুরু, ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তিই 'গুরু' পদার্থ। ঈশ্বরের যথাযথভাবে উপাসনা না করিলে যে, বিশুদ্ধ-জ্ঞানের আবির্ভাব হয় না তাহা পরমসত্য। যাবৎ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুগ্রহ না হয়, তাবৎ কাহার সদগুরু লাভ হয় না, তাবৎ কেহ সৎশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হয় না (যাবান্নানুগ্রহঃ সাক্ষাজ্জায়তে পরমেশ্বরাৎ। তাবন্ন সদ্গুরুং কশ্চিৎ সৎছাস্ত্রমপি নোলভেৎ॥")। 'গুরুশিষ্য-বিবেক' সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। শিষ্যভাবে সাধুসঙ্গ করা কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি ?

জিজ্ঞাসু– কৃতার্থ হইয়াছি, এতদ্ব্যতীত আর কিছু বলিবার শক্তি নাই। সম্পূর্ণভাবে বিগলিতাভিমান হইয়া, আমরা যে, আপনার সঙ্গ করিতে পারি নাই, তাহা এখন আপনার কৃপায় অনুভব হইতেছে।

বক্তা—বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যভাবের অভাব হইলে, চিত্ত ঠিক বিগলিতা-

ভিমান হইতে পারে না। যথার্থগুরুভক্তির, বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্য হৃদয়ই উপযুক্ত আবাস স্থান। "বিত্তপূর্ণ সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য সম্প্রদান, ব্রহ্মজ্ঞান দাতা গুরুদেবের পর্য্যাপ্ত নিষ্ক্রয় নহে", ব্রহ্ম জ্ঞানের মূল্য ইহা হইতেও অনেক অধিক, অনেক অধিক। ("ইমামস্তিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাদেতদেব ততোভূয় ইত্যেতদেব ততোভূয় ইতি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। এই শ্রুত্যুপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য, বিশুদ্ধ বৈদিক আর্য্যহৃদয়ভিন্ন অন্য কাহার হৃদয়ে শুদ্ধভাবে প্রতিভাত হইতে পারেনা, কখন পারে নাই। অন্যের উপহাসাস্পদ হইব জানিয়াও, বলিতেছি, চিত্ত অভিমান শূন্য হইলে, সরল হইলে, চিত্তে যথার্থ গুরুভক্তির উদয় হইলে, অন্য কোনরূপ যত্ন না করিলেও, তমোহন্ত্রী গুরু-রবি-প্রভা, শিষ্যস্থা হইয়া, নিখিল অন্ধকারকে প্রোৎসারণ পূর্ব্বক, শিষ্যকে সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী করিয়া থাকে। উপাসনা কাহাকে বলে, উপাসনার প্রয়োজন কি, উপাসনা দ্বারা কি লাভ হয়, তাহা বুঝাইবার সময়ে, এই সকল বিষয়ের বিশদভাবে বর্ণন করিবার ইচ্ছা আছে। তোমার উত্থাপিত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম, এখন পূর্ণভাবে উপাসনার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, যে যে বিষয়ের স্বরূপ দর্শন আবশ্যক, চিন্তা পূর্ব্বক তাহা বল।

শ্রীশ্রীরামলীলায় রাজর্ষি জনক

১। নির্গুণ

শান্তির প্রতিমা সীতা শ্রীরাম করেতে,
করিয়া অর্পণ রাজা কি যেন ভাবেতে।
আস্বাদেন আপনারে আপনার মাঝে,
এ ভোগে ভকত প্রাণে শত সুর বাজে।
অরূপে রূপের খেলা খেলে ভক্ত লাগি,
অনন্তেরে শান্ত ভাবে করে অনুরাগী।
আকুল অন্তরে ভক্ত তাই অনুক্ষণ,
নিরাকারে নররূপ করে আকিঞ্চন।

অচিন্ত্য পরম শান্ত চিদানন্দরূপ,
বোধময় নির্ব্বিকার চৈতন্য স্বরূপ।
অস্পন্দ এ স্বভাবেতে না হয় বিলাস,
স্বরূপ জড়িত রূপে তাই অভিলাষ।
সাধিতে মধুর নাম রূপের আভাসে,
প্রিয় মূর্ত্তি লীলা গুণ স্বভাবেতে ভাসে।
ভাবঘন পরিপূর্ণ মূরতি মোহন,
হৃদয় পঙ্কজে ভক্ত করে দরশন।
হারাইয়া তনুমন চির আকাঙ্ক্ষিতে,
করে আস্বাদন ভুলি অনন্ত ভাবেতে।
নির্গুণ সগুণ আর আত্মা অবতার,
সাধে ভক্ত সমকালে চারিভাব তাঁর।
স্থির শান্ত অচঞ্চল পরিপূর্ণ ভাব,
সচ্চিৎ আনন্দময় স্বরূপ স্বভাব।
প্রপঞ্চ রহিত দ্বৈত কল্পনা বিহীন,
আপনি আপনা লয়ে সতত স্বাধীন।
মনোবাক্ অগোচর অনাদি অধর,
পরম পুরুষ শুদ্ধ চিদ্ঘন সুন্দর।
অনন্ত স্বচ্ছতা মাঝে ভূমা আলিঙ্গনে,
আত্মধ্যানে লভে শান্তি অদ্বৈত সাধনে॥

২।—সগুণ

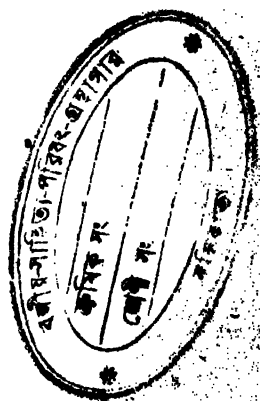
আপন উল্লাসে মায়া করিয়া বিকাশ,
ধরে সিশ্বরূপ নিজে নিত্য স্বপ্রকাশ।
ফুটায়ে আভাস সত্তা প্রতি বস্তু মাঝে,
একা এক তবু যেন ভিন্ন মত সাজে।
আবরি স্বরূপ লয়ে গুণের আশ্রয়,
নির্গুণ সগুণ মত প্রকাশিত হয়।

মায়ার সহায়ে করে লীলা সর্ব্বক্ষণ,
মায়াধীশ নাহি লয় মায়ার বন্ধন।
মায়াবী যে জন জানে খেলিতে কৌশলে,
সে কেন ভুলিবে মিথ্যা মায়া ইন্দ্রজালে।
সত্য পর সনাতন বিশ্বের আশ্রয়,
অনাদি পরম শান্ত সর্ব্বগুণময়।
আপন প্রভাব তেজে সেই স্বপ্রকাশ,
করেন নিরন্ত মায়া কুহক বিলাস।
মধুর সগুণ ভাব সাধক অন্তরে,
দেখায় আনন্দ মূর্ত্তি সবার মাঝারে।
জল স্থল অন্তরীক্ষে অনন্ত সুন্দর,
আকাঙ্ক্ষিত ইষ্টরূপ ভাসে নিরন্তর।
প্রীতি ভরা স্মৃতি মাঝে সাধের স্বপনে,
দৃশ্যপট যায় মুছে তাহার নয়নে।
প্রেমের সাধনে ভক্ত লভে তন্ময়তা,
সুখময় নিত্যতৃপ্তি চির প্রসন্নতা॥

৩।—আত্মা

মায়ারে করিয়া খণ্ড সাজি জীবভাবে,
জড়েতে চৈতন্য খেলে আনন্দ স্বভাবে।
থাকে মিশি কায়া সনে যেন ছায়া প্রায়,
আচ্ছাদি স্বরূপ ভ্রমে বিভিন্ন দেখায়।
পঞ্চভূত সম্মিলনে ঘটের প্রকাশ,
মায়াগুণে অহংভাব লয়ে চিদাভাস।
সচ্চিৎ আনন্দময় পরিপূর্ণ ভাবে,
সতত থাকেন তৃপ্ত আপন স্বভাবে।
মায়ার স্পন্দন ভ্রম সেথায় ভাসেনা,
জড়পরে ক্রিয়াশক্তি কখন জাগেনা।

কৌশল করিয়া তাই পরম মায়াবী,
অবিদ্যা অধীন যেন আপনারে ভাবি।
আত্মা রূপে জীবদেহে করিয়া আশ্রয়,
বিলাস কারণে করে নানা ভাবোদয়।
সান্নিধ্য লভিয়া তবে জড় চৈতন্যেতে,
শক্তির স্ফুরণে বিশ্বে খেলে বহুমতে।
সুখ দুঃখ অভিমান আনন্দ বিলাস,
প্রেম স্বপ্ন আশা তৃপ্তি সাধনা উল্লাস।
খেলিতে আপনা লয়ে ভুলি আপনারে
কর্ম্মগুণে লিপ্ত হয় নিজ অহঙ্কারে।
আমিত্ব আসক্তি বশে আশাবদ্ধ জীব,
অজ্ঞানে বন্ধন গ্রস্ত জ্ঞানে মুক্ত শিব।
শোভন অধ্যাস মত পূর্ণে অংশ ভাব,
আকাশেরে খণ্ডজ্ঞান করে যে স্বভাব।
স্বরূপ স্মরণ ধ্যানে মুছিয়া অজ্ঞান,
ঘটাকাশ মহাকাশে হয় অবসান।



৪।—অবতার

অনাদি নির্গুণ শান্ত নিখিল আশ্রয়,
অরূপ পরম চিৎ সর্ব্বরূপময়।
নাশিতে পাপের ভার ভক্তে কৃপাতরে,
অজ হয়ে জন্ম লয় জননী জঠরে।
ধরে রূপ প্রেমঘন প্রিয় অনুরাগে,
সাধন নন্দন মাঝে ভরিত সোহাগে।
চি[illegible] সুখভরা আনন্দ তরল,
মধুর সুন্দরে রূপ শান্ত নিরমল।
অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় পরম কারণ,
লীলা তরে ক্ষুদ্র সাজি যাচে প্রেমধন।

সুতা সুত প্রিয়বন্ধু সখী স্বামী পিতা,
ঈশ্বর গোবিন্দগুরু স্নেহময়ী মাতা।
আপনা বিলাতে ভালবাসে চিরদিন,
তাই সে মাধুর্য্য রসে হইয়া অধীন।
ঢাকিয়া ঐশ্বর্য্য ভাব মধুর সম্বন্ধে,
বাঁধে আসি ভক্ত প্রাণে শত সুখ সাধে।
ধরে রূপ অনুপম শ্যামা শিব রাম,
সীতা লক্ষ্মী জগদ্ধাত্রী উমা রাধা শ্যাম।
নাম রূপ গুণ কর্ম্ম স্বরূপ লইয়া,
ভকত মানস বনে মধুর সাজিয়া।
দাঁড়ায় মোহন বেশে নিত্য সুখময়,
নিরখি ভকত প্রাণ আপনা হারায়।
ভক্ত হৃদে আস্বাদন করে আপনারে,
নিত্য তৃপ্তে তৃপ্তি ভোগ প্রেম অভিসারে।
এ মধু আস্বাদে ভক্ত হৃদি কোকনদ,
বিকাশি ভরিয়া লভে সুখ ব্রহ্মপদ॥

অসুবিধা—তাঁহার করুণা।

অনুরাগ লাগিলে কর্ম্ম হয়, না কর্ম্ম করিতে করিতে অনুরাগ লাগে? পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা আছে। তবে অনুরাগ লাগে যাঁহাদের তাঁহারা ভাগ্যবান। অনুরাগ লাগে নাই তবুও মানুষ কর্ম্ম করে। এই কর্ম্ম হয় বিশ্বাসে। সকল রকম ভোগ হইয়া গিয়াছে; সকল রকম কর্ম্ম করিয়াও যখন মানুষ তৃপ্ত হয় না, যখন প্রাণের শান্তি আসে না, সর্ব্বদা অসচ্ছন্দ থাকে তখন মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনরূপ কর্ম্মে আগ্রহ করে। সকল রকম কর্ম্ম করিয়া ঠকিয়াছে, ধর্ম্ম কর্ম্ম কখন করে নাই—তাই এই কর্ম্ম করিয়া যদি শান্তি পায় তাই শত ক্লেশ হইলেও এই কর্ম্ম করিতে থাকে। প্রথমেতে হয় পায় না।

ব্যভিচারের কর্ম করিয়া, প্রবৃত্তির কর্ম করিয়া করিয়া, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে চলিয়া চলিয়া, সমস্তই কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছে; বহু পাপ হইয়া গিয়াছে, মন, রাগ ও দ্বেষে ভরিয়া আছে, কাজেই ঈশ্বরের জন্য কর্ম করিতে গেলে রস পায় না। তথাপি সকলের মুখে শুনে এই কর্ম্মেই লোকে শান্তি পায়—শাস্ত্র মুখে ইহা শুনে, গুরুমুখে ইহা শুনে; সৎসঙ্গে ইহা অনুভব করে। ভাল লাগে না তবুও করিতে থাকে। ক্রমে অভ্যাসটি পাকা হইয়া যায় তখন আর কর্ম না করিয়া থাকিবার যো নাই। ঈশ্বরকে না ডাকিয়া, রাম রাম না করিয়া, সংসার করিতে গেলে বড়ই বিরক্ত হয়—শত বার বলে, আহা তোমায় ডাকিবার একটু সময়ও ত পাইলাম না। হায়! কত কর্ম্ম আমার ছিল—কত দুষ্কৃতি আমার আছে, যে তোমাকে ডাকিতে বসিলেই ভিতরে বাহিরে শত শত অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন মনে করি—ছাই সংসার হইতে পলাইয়া যাই—গিয়া নির্জ্জনে তোমায় ডাকি। কিন্তু সেখানেও ত অসুবিধা আছে। এই অবস্থায় পড়িয়া মানুষ বড় কষ্ট পায়।

আমরা বলি অসুবিধা ত থাকিবেই। তবে এক অসুবিধা দূর করিতে গিয়া শত শত অসুবিধায় পড়িতে যাওয়া কেন? তুমি উপযুক্ত হইয়াছ কিনা দেখ—যে মুহূর্ত্তে উপযুক্ত হইবে সেই মুহূর্ত্তে সে হাতে ধরিয়া তোমাকে নির্জ্জন স্থানে বসাইয়া দিবে।

শ্রীমতীর অসুবিধা কি তোমার অসুবিধা হইতে কম ছিল? ননদিনী ত সর্ব্বদাই জম্বুকী বলিত। শাশুড়ী ত সর্ব্বদাই কত কি করিতে দেখিত। তার উপর জ্বালা দেখ। গুরুজনের মধ্যে বসিয়া আছেন এমন সময়ে কুলনাশা বাঁশি নাম ধরিয়া ডাকিল—বল থাকা কি যায়? এত অসুবিধা সত্ত্বেও কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন হইত। সমস্ত অসুবিধা পায়ে ঠেলিয়া যখন মিলন হইত আর, শ্রীমতী বঁধুর হাতে হাত রাখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন "মাধব কি কহব দৈব বিপাক। পথ আগমন কথা কেমনে জানাব হে যদি হয় মুখ লাখে লাখ।" তুমিও ত অন্ততঃ ভাবনায় এইরূপ বলিতে পার। বিশ্বাসেও ইহা হয়। বলিতে ছিলাম অনুরাগ তোমার লাগে নাই। যদি অনুরাগ লাগিত তবে দেখিতে অসুবিধা বড় উপকার করে—অসুবিধা বড় অনুরাগ বাড়ায়। তুমি অনুরাগ লাগিতেই চাও। অনুরাগ লাগিলে অসুবিধায় অনুরাগ বাড়ে কিন্তু [illegible] অনুরাগ যদি না লাগে অথবা শুধু কর্ম্মে মাত্র অনুরাগ লাগিয়াছে [illegible]

[illegible]

অবস্থার কর্ম্ম করিবার অবসর পাওয়া চাই। কর্ম্ম করিতেই হইবে। সংসারে একটু অসুবিধা হয় হউক। সংসারের লোকে টিটকারী করে করুক, একটু বিরক্ত হয় হউক, একটু কষ্ট দেয় তা দিক, সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া অভ্যাসের কর্ম্ম রাখা চাই। একটু অগ্রাহ্য করিয়া কর্ম্মে লাগিলে সে সুবিধা করিয়া দিবেই নিশ্চয়। তবে আমার জন্য অন্য পাঁচ জনের কষ্ট হইতেছে এই ভাবনা অসার। কোন কিছু ভাবনা উঠিলে সেই সর্ব্বভাবনাহারীকেই বলা উচিত ঠাকুর তুমি সবার ভাল করিয়া দাও, আমি তোমায় ডাকি। অনুরাগ লাগিবার বস্তু ত সকলেরই আছে। লোকে জিজ্ঞাসা করে ঈশ্বর দেখিয়াছ কি? দেখিয়াছ কি না দেখিয়াছ ইহা লইয়া ব্যস্ত হইবে কেন? ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন ত প্রত্যহই হয় তা মানুষ যেমনই হউক না কেন?

মিলন কি প্রত্যহই হয়? হয় বৈকি। মিলন হইবার চিহ্ন দেখিলেই ত হয়। যখন তার সঙ্গে মিলন হয় তখন কোন শোক থাকেনা, কোন দুঃখ থাকেনা, কোন ভাবনা থাকেনা, কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকেনা, সংসার থাকেনা, জটিলা কুটিলা থাকে না, কেউ জ্বালা দিবার থাকে না। সে থাকে আর আমি থাকি। সে আমাকে তার কোলে ঘুম পাড়াইয়া রাখে। প্রতি জীবকে একবার করিয়া কোলে লয়। প্রত্যহ লয়। এমন দয়া আর কার আছে? এমন করুণা করিতে আর জানে কে? পাপী তাপী সে ত গণনা করেনা, সকলকেই তার আনন্দ ভরা ক্রোড়ে তুলিয়া লয়। আর জীব তখন সব ভুলিয়া—সব হাহাকার ছাড়িয়া, বড় সুখে, বড় আনন্দে, তাতে বিশ্রাম লাভ করে। বলনা—কে মানুষকে প্রত্যহ সুষুপ্তিতে লইয়া যায়? এই সুষুপ্তির অবস্থা সকল মানুষই জানে। এই অবস্থাটি ধরিয়া সাধনা করিলে মানুষের অনুরাগ লাগিবেই। যেমন করিয়া এই অবস্থাতে সাধনা করিতে হয়, তাহাই একটু বিচার করা যাউক।

স্বপ্ন শূন্য নিদ্রাতে আমার জ্বালা থাকেনা, ভাবনা থাকেনা, সংসারের অভাব থাকেনা, সংসারের মূল এই দেহটাও থাকেনা, সকল ভাবনার মূল, এই মনটাও থাকেনা। তোমার ও থাকেনা—কাহারও থাকেনা। সকল নরনারীর, সকল হাহাকারের নিবৃত্তি, এই সুষুপ্তি। কিন্তু এই সুষুপ্তিতে লইয়া যায় কে, কেমন করিয়া লইয়া যায়, কোন পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা আমাকে কিছুতেই জানিতে দেয় না। না দিক, কিন্তু সেই যে আমার যথার্থ বন্ধু, সেই যে আমার সবার সুহৃৎ, সেই যে আমার জুড়াইবার একমাত্র মানুষ, তাহা আমাকে জানাইয়া দেয়।

আমার সাধনা হইতেছে, আর তুমি যদি সাধনা করিতে চাও তবে তোমার ও

হইতেছে—এই ভোগ-করা অবস্থা লইয়া ভাবনা করা, আর—রাম রাম করা। যখন এই অবস্থা মনে কর, করিয়া বল—এই ত সব ভাবনা ছাড়িয়া ছিলাম—এই ত জ্বালা যন্ত্রণা, রোগ শোক, সংসার জগৎ, দেহ মন কিছুই ছিলনা। বেশ ত শান্ত ছিলাম। হে আমার দেবতা—হে আমার একমাত্র আপনার তুমি—তুমি একবার আমাকে তোমার সেই সুখময় আনন্দময় ক্রোড়ে তুলিয়া লও, একবার সব জাগাইয়া রাখিয়া, আমাকে তোমাতে ঘুম পাড়াইয়া দাও—সব জাগাইয়া রাখিয়া একবার আমাকে জুড়াইয়া দাও।

পরমপদই জুড়াইবার স্থান। সন্ধ্যা পূজা কর বা জপ আহ্নিক কর, পরম পদ ভুলিয়া—সুষুপ্তি যিনি প্রত্যহ আনিয়া দেন তাঁহাকে ভুলিয়া, আর কোন কিছুই করিও না। পরমপদের মূর্ত্তিই তোমার ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি। প্রত্যহ যে হিরণ্য-নিধির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাও—তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রতিদিন প্রতিক্ষণ রাম রাম কর—প্রতিদিন প্রাণায়ামাদি কর, প্রতিদিন সন্ধ্যা পূজা কর, প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া কর্ম্ম কর, কথা বার্ত্তা, ভাবনা ও কর। তাহার সঙ্গে ত মিলন হয় ইহা অনুভব কর তবে তাহাকে ভাবনা করিতে পারিবেনা কেন? তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা কথা কহিতে পারিবেনা কেন—তাহাতে সকল ভাবনা, সকল বাক্য, সকল কর্ম্ম, সমর্পণ করিতে পারিবেনা কেন? অনুভূত বিষয় স্মরণ করা আবার কি কঠিন?

যে যা কর, কর, কিন্তু এই অনুভবের বিষয়টি, এই সকল নিবৃত্তির অবস্থাটি, এই স্বরূপ বিশ্রান্তিটি—এই বাসনানন্দটি মনে রাখিয়া কর—সর্ব্বাপেক্ষা এইটি মনে রাখিয়া সর্ব্বদা রাম রাম করাটি অভ্যাস করিয়া ফেল—সকলই সহজ হইয়া যাইবে।

চরিত্র গঠন।

যদি সব থাকে আর চরিত্র না থাকে তবে মানুষের সবই যায়। [illegible] ভিন্ন চরিত্র গঠনের অন্য উপায় নাই, তা ব্যক্তিরই বা কি আর জাতিরই বা কি। [illegible] চরিত্র গঠনের কথা বলা হইতেছে না—বলা হইতেছে যাঁহারা কিছু [illegible] করিয়াছেন—যাঁহারা ভাল হইতে ইচ্ছা করেন এবং সেই [illegible]

চলিতে প্রাণপণ করেন তাঁহাদের কথা। চরিত্র গঠনের ভিত্তি হইতেছে একান্তে ঈশ্বর ভজন এবং লোক সঙ্গে ঈশ্বর স্মরণে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরী না করা) ইত্যাদি ধর্ম্মাচরণ।

একান্তের কার্য্য ও লোক সঙ্গের ব্যবহার করিতে শিখিতে হইবে। একান্তের সাধনাটি কি তাহা বুঝা চাই, তাহার অভ্যাস চাই, প্রতিদিন চাই; আবার লোক সঙ্গের অভ্যাস জন্য প্রাণপণ করাও চাই।

একান্তে "বৈদিক আমি" কে ধরিতে হইবে—তাঁহাকে লইয়াই থাকিতে হইবে আর লোক সঙ্গে "লৌকিক আমি" কে বৈদিক আমির দিকে চালাইতে হইবে।

কখন একা ভগবানের সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছ কি? শুধু শ্রীভগবান আছেন আর আমি আছি আর কেহ নাই—এমনটি কখন কি হইয়াছে? ঠিক ঠিক হইয়াছে?

শ্রীভগবান্ কি কখন একা থাকেন? তাঁর সঙ্গে ত তাঁর শক্তি সর্ব্বদাই আছেন আর ঋষিগণ ও আছেন আবার তাঁর ভক্তগণ ত তাঁর সঙ্গে, তবে আমি ও তিনি কিরূপে থাকিবেন?

শ্রীভগবান্ একাও থাকেন আবার বহু হইয়া বহু সঙ্গেও থাকেন। যখন আপনি আপনি তিনি থাকেন তিনি সম্পূর্ণ একা। আবার যখন তাঁহার শক্তিকে দেখিয়া বহু ভাবে বিলাস করেন তখন ভিতরে একা থাকিয়াও, নামরূপে সেই একাই বহু হয়েন। শ্রীভগবানের আপনি আপনি ভাবে, স্থিতি লাভ করা যায় কিন্তু তাঁহার বিশ্বব্যাপী সাকারে অথবা তাঁহার নামরূপ ধরার অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা তাঁহারাই গণ—ইহাদের সকলকে লইয়া তিনি একাই। সকলের যখন একভাব তখন বাহিরের আকার ভিন্ন হইলেও ভিতরে একই। এই শ্রীভগবানের সঙ্গে থাকিতে হইবে। বৈদিক আমি হইয়া তবে শ্রীভগবানের সঙ্গে থাকা যায়। আর লৌকিক আমি যিনি তিনি শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক যাহারা মনে মনে হইয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গেই থাকে। লৌকিক আমি কাম ক্রোধ লোভ মন, ইন্দ্রিয় রূপ রসাদি বিষয়, ইহাদেরই সঙ্গ করে। এতদ্ভিন্ন যাহাদের সঙ্গে প্রাণের মিলন হয় না এমন বাহিরের লোকও আছে। এই গুলির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তবে ভগবানের সঙ্গ করিতে হয়। একান্তে এই সঙ্গ ত্যাগের সাধনা প্রথমেই করিতে হয়। পরে লৌকিক ব্যবহারে ভিতরের এককে দেখিবার অভ্যাসও করিতে হয়। প্রথমে একান্তে একের কথা বলা যাউক।

সন্ধ্যা পূজার জন্য যখন বসিয়াছ তখন প্রথমেই "আর কেহই নাই" এই ভাবনা করিয়া লইতে হয়।

ইহা কিরূপে হইবে? "আর কেহর" মধ্যে ত ভিতরের কাম ক্রোধাদি, ইন্দ্রিয় মন ইত্যাদি, আবার স্ত্রী পুত্র পরিজন, রূপ রসাদি ইহারা বাহিরের। এত বড় একটা জগৎ—এত লোকজন—এ সব কিছুই নাই কিরূপে বলিব?

প্রতিদিন ত "আর কেহ নাই" সকল লোকেরই হয়। হয় না কি? মানুষ কত কি লইয়া আছে, ভিতরে মোহ, শোক, ভাবনা, যাতনা আর বাহিরে হাহাকার। এমন লোককেও ঘুম পাড়াইয়া দাও—বল তখন আর কেহ থাকে কি? বলিতে পার নিদ্রা কালে স্বপ্নেও ত নানা প্রকারের হাহা হুহু থাকে। স্বপ্ন কালে থাকে বটে কিন্তু গাঢ় নিদ্রায় তাহাও থাকেনা—গাঢ় নিদ্রায় আর কিছুই ত থাকেনা। নিদ্রা কালে যাহা অবশ ভাবে হয় জাগ্রত কালে তাহা চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়, ইহাই সাধনা। সব লইয়া আছি, যখন মনে করিব "আর কিছুই নাই" শুধু তুমি আছ আর "আমি আছি" যদি করিতে পার—অথবা "আমি তুমি" ভেদ ও নাই শুধু একই আছে এই যদি করিতে পার, তবেই জীবনটাকে ধন্য করা যাইতে পারে। কিরূপে করা যায় তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

দুইটি পথ ইহার আছে। একটি ভক্তি পথে আর একটি জ্ঞান পথে। কর্ম্ম পথটিকে ভক্তি পথের অঙ্গ করিয়া লইতে হয়। যোগের পথ যাহা তাহা কৌশল করিয়া কর্ম্ম করা, অথবা সকল পথের সাধারণ ভিত্তি। যোগের সাধনা কতক কতক করিয়া লইলে অন্য পথের কার্য্য গুলির বিঘ্ন দূর হয় আর কর্ম্ম গুলি সহজেও করা যায়।

কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি পরে আলোচনা করা হইতেছে।



সার উপদেশ।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

আমি তোমার—কর্ম্মে, যোগে, ভক্তিতে ও জ্ঞানে।

পুরুষ হও বা স্ত্রীলোক হও—আমাদের সকলকে ঈশ্বরের হইতে হইবে—আমাদের সকলের মনকে ঈশ্বরের করিতে হইবে, হইয়া দুর্ব্বল চিত্ত যাহারা

তাহাদের চিত্তকেও ঈশ্বরের দিকে চালাইতে হইবে। যদি বল কি করিয়া হইব—কি করিয়া করিব, ইহার একমাত্র উত্তর ঈশ্বর কোথায় থাকেন—ঈশ্বর কে, ইহা শ্রবণ কর, মনকে শ্রবণ করাও; ঈশ্বর ভিন্ন অন্য যাহা কিছু তাহাই মনকে অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা দাও, দিয়া ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা কর, করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য্য কর, করাও, ইহাই সার উপদেশ।

ঈশ্বরের সম্বন্ধে—সৎসঙ্গে ও সৎশাস্ত্রে যতটুকু পার শ্রবণ কর—অনেক শুনিয়াও যতটুকু ধারণা করিতে পার, যতটুকু তোমার উপযোগী মনেকর ততটুকুকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। করিয়া প্রথমেই দৃঢ় সঙ্কল্প জাগাও "আমি তোমারই হইব"। প্রতিদিন একান্তে একবার করিয়া, সেই ক্ষমাসার, সেই করুণা সাগর, সেই ভিতরে বাহিরে সবার রাজা, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানকে মনে করিয়া প্রার্থনা কর ঠাকুর! "আমি তোমার," "আমি তোমার"। হে করুণা সাগর! আমি আপন সামর্থ্যে তোমার হইতে পারিলাম না—আমি চেষ্টা করিয়াও পারিনা—আমি চেষ্টা করি, করিতেছি তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার করিয়া লও। "আমি তোমার" "আমি তোমার" জপ করি এস—করিয়া যাচ্ঞা করি এস—আমাকে, আমাদের মনকে তোমার কর—আর কাহারও হইতে দিওনা।

সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে প্রতিদিন কতক্ষণ ইহাই অভ্যাস করি এস। শেষে যখন প্রতিক্ষণ ইহার অভ্যাস চলিবে, যখন একক্ষণও ভুল হইবেনা "আমি তোমার" তখন আমাদের আর কোন ভয় থাকিবেনা, আমাদের গতি লাগিবে, যাহা করিলে আমাদের জীবন সফল হয়—আমরা আপ্যায়িত হইয়া যাই তাহাই তিনি করিয়া দিবেন। আমাদের সকল চেষ্টা সফল করিবেন তিনিই। তাঁহার পথে চলিতে চেষ্টা করিলেই তিনি সহায় হয়েন। নিশ্চেষ্টের সাহায্য কেহই করেনা—সে সাহায্য চায়না বলিয়া পায়না।

এখন বুঝি এস "আমি তোমার" একথায় "তুমি কে" আর "আমিই" বা কোনটি। "তুমি" ঈশ্বর, আর "আমি"? আমি স্বরূপে যাহাই হইনা কেন এখন কিন্তু স্বরূপ ছাড়িয়া "মন" হইয়া গিয়াছি। মন হইয়া মনের সঙ্গে হাহা হিহি করিতেছি, মনের নির্ম্মিত বস্তুকে "আমার" আমার করিতেছি আর অশেষ কষ্ট ভোগ করিতেছি। তুমি ঈশ্বর তোমার কথা প্রথমে মন শুনুক; তুমি ঈশ্বর, তোমাকে জানিতে মন চেষ্টা করুক; তুমি ঈশ্বর,

তোমার ইচ্ছা কি কি মন ধরিতে প্রয়াস করুক, তোমার ইচ্ছামত মন চলিতে চেষ্টা করুক তবেই আমাদের সব হইয়া যাইবে।

ঈশ্বরের খোঁজ খবর না রাখিয়া মনকে নিরঙ্কুশভাবে সংসার পথে ছাড়িয়া দাও, মনকে কোন গণ্ডীর মধ্যে না রাখিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে দাও, মায়া সাগরের অগাধজলে বিচরণশীল এই মহামৎস সর্ব্বদাই জলকে তোলপাড় করিবে, অতিদুর্দ্দান্ত এই মন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া তোমাকে বড় বিপদে ফেলিবে; ইহাকে লইয়া তুমি নিরন্তর জ্বলিবে পুড়িবে, শত দাগা খাইবে,—শত শত জীবন তোমার দুঃখে দুঃখেই কাটিয়া যাইতে থাকিবে, তোমার দুঃখের নিবৃত্তি হইবেই না।

মনকে যাহা তাহা ভাবিওনা। ঈশ্বরের যেমন মায়া, মানুষের মনও তাহাই। মায়াকে বশ কর, মনকে বশ কর, ঈশ্বরের মত হইয়া যাইবে, আর মায়াকে অস্বীকার কর, মনকে অস্বীকার কর, একবারে পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিবে। তবেই হইল মনকে ঈশ্বরে লাগাও, জীবন ধন্য হইল; আর মনকে বিষয় তরঙ্গে ছাড়িয়া দাও, জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে হইবে ইহা অতি আবশ্যকীয় কথা। এই বিশ্বাসের মূলে সুষুপ্তির মিলনের স্মরণটি রাখ—আর আর সাধনা রসের সহিত হইবে।

এখন এস দেখি মনকে ঈশ্বরে লাগান যায় কিরূপে তাহাই একটু আলোচনা করা যাউক।

ঋষিগণ সমস্ত নরনারীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চারিটি মাত্র পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।

<u>প্রথম কর্ম্মপথ</u>। যাহা কর, যাহা খাও—সমস্ত লৌকিক কর্ম্ম ঈশ্বরকে মনে রাখিয়া করি এস—ঈশ্বর স্মরণ করিতে করিতে, তাঁহার প্রসন্নতার জন্য করি এস। যজ্ঞ, দান, তপস্যা—সমস্ত বৈদিক কর্ম্মও তাঁহার জন্য করি এস। সমস্ত ভাবনা, সমস্ত বাক্য, সমস্ত কর্ম্ম "তবাস্মি" বলিয়া বলিয়া করিতে অভ্যাস করাই কর্ম্মপথ। কর্ম্মপথে চলিতে চলিতে মনের রাগদ্বেষকে দূর করিবার পথে চলিতে পারিবে, কর্ম্মের ফলে আকাঙ্ক্ষা রাখ, মন রাগ ও দ্বেষে কলঙ্কিত হইবেই। লাভ অলাভ, জয় পরাজয় এই সবে আসক্তি রাখিয়া যদি কর্ম্ম কর তবে লাভ হইলে হর্ষ, ক্ষতি হইলে বিষাদ—জয়ে আনন্দ, পরাজয়ে নিরানন্দ হইবেই। কিন্তু লাভ অলাভ, জয় পরাজয় ইত্যাদিতে লক্ষ্য না রাখিয়া যদি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন জন্য কর্ম্ম করিতেছি, ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে-

করিতে কর্ম্ম করিতেছি, কর্ম্মের ফল সুখ বা দুঃখ যাহাই আসুক তাহাতে দৃষ্টি না রাখিয়া যদি "আমি তোমার" বলিতে বলিতে, তোমার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে করিতে, কর্ম্ম করি, তবে কর্ম্ম করাটা গৌণ হইয়া যাইবে, আর ঈশ্বরের প্রসন্নতাই মুখ্য হইয়া যাইবে। এ ক্ষেত্রে তুমি সুখে বা দুঃখে, লাভে বা অলাভে, জয়ে বা পরাজয়ে বিচলিত হইবেনা। তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা ধরিয়া কর্ম্ম করিতেছ বলিয়া তুমি সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে--কোথাও অনুরাগ, কোথাও বিদ্বেষ, ইহাতে তোমার চিত্ত আর অশুদ্ধ হইবে না। কর্ম্মপথে এই ভাবে চিত্তশুদ্ধির প্রথম কার্য্য চলিতে থাকিবে। বাহিরে কর্ম্ম পথে এই ভাবে চল আর ভিতরে মনকে স্থির রাখিবার জন্য দ্বিতীয় পথ অবলম্বন কর।

দ্বিতীয় যোগ পথ। প্রাণায়ামই হইতেছে যোগপথের প্রধান কার্য্য। মনের পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মফল প্রক্ষালন জন্য প্রাণায়াম করিতে হয়। মুখ্য প্রাণকে ঋষিগণ ঈশ্বর বলিয়াছেন। "প্রাণো হি ভগবান্ ঈশঃ" শ্রুতি ইহা বলিতেছেন। এই প্রাণ হৃদয়ে থাকেন আর সর্ব্বদাই ইনি বাহিরে যান। নাসিকা হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত ইহার গতি। প্রাণকে যিনি যতখানি ভিতরে রাখিতে পারেন তাঁর আয়ুও তত বাড়িয়া যায়। যোগিগণ প্রাণকেই আয়ু বলেন— বল ও বলেন। প্রাণ সর্ব্বদা দেহ হইতে বাহির হইতে চাহিলেও অপান ইহাকে ভিতরে টানিয়া রাখেন। অপান বায়ু বাহিরেও আছেন আবার দেহের ভিতরে নিম্নমুখে প্রবাহিতও হয়েন। অপানকে ঈশ্বরী বলা হয়। এই ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর মিলন ব্যাপারের নাম কুম্ভক। ঈশ্বর ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে আর ঈশ্বরী মনের অভিমানে সর্ব্ব নিম্ন প্রকোষ্ঠে। সন্তান বলিতেছে "বাপমায়ে মোর ঘোর অনৈক্য নাইক তিলেক মিলন দুজনে।" দুজনকে মিলাইতে আনন্দগ্রন্থী স্বরূপ সন্তানের প্রয়াস। প্রাণায়াম এইজন্য ; প্রাণায়ামে বাহিরের অপানকে টানিয়া যখন হৃদয়ে আনা যায় তখন প্রাণ বায়ু অপান বায়ু দ্বারা অস্তমিত হয়েন। সেই সময়ে হৃদয়ে মিলন রূপ "গ্রহণ" হয়। এই গ্রহণে পূর্ণচন্দ্র সূর্য্যকে অন্তর্ভূত করিয়া রাখেন। ঈশ্বরী ঈশ্বরকে অন্তর্ভূত করিয়া প্রকাশিত হয়েন। এই কুম্ভকে যিনি ঈশ্বরকে ডাকেন তাঁর ডাক রসপূর্ণ হয়। যাঁহারা অন্তঃপ্রাণায়াম করেন তাঁহারা মূলাধার হইতে অপানকে টানিয়া লইয়া হৃদয়স্থিত প্রাণবায়ুকে অন্তর্ভূত করিয়া কূটস্থে ঐরূপ পূর্ণ চন্দ্র গ্রহণে স্থির হয়েন আবার কূটস্থ হইতে অপানকে প্রাণ দ্বারা নিম্নমুখে নাবাইয়া আনিয়া মূলাধারে সূর্য্যগ্রহণে কুম্ভক করেন। এখানে সূর্য্যদ্বারা চন্দ্র অস্তমিত হন। প্রাণকে সূর্য্য বলা হয় আর অপানকে

চন্দ্র বলা হয়। জগৎটা অগ্নি-সোমাত্মক। ঋষিগণ প্রাণায়ামকে পাপ ধৌত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় জানিয়া সকল প্রকার সাধনার সঙ্গে প্রাণায়ামকে স্থান দিয়া গিয়াছেন। কর্ম্ম পথে ও যোগ পথে মনকে অন্তরে বাহিরে নির্ম্মল করিয়া তৃতীয় পথের কার্য্য করিতে হয়।

তৃতীয় ভক্তিপথ। কর্ম্মপথে ভিতরে বাহিরে তুমি আছ বিশ্বাস রাখিয়া, তোমার প্রসন্নতা লাভ জন্য তোমার আজ্ঞা পালন করিতাম। তুমি সর্ব্বত্র আছ বিশ্বাস করিয়া, তোমাকে স্মরণ করিয়া করিয়া ভাবনা করা, বাক্য ব্যবহার করা, কর্ম্ম করা অভ্যাস করিতাম—কোন কর্ম্ম-ফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া শুধু তোমাকে স্মরণ করিয়া, তোমার জন্য কর্ম্ম করা অভ্যাস করিতাম; স্নান করা—সে কেবল তুমি পবিত্রতা ভাল বাস সেই জন্য দেহ মন ধৌত করা, আহার প্রস্তুত করা—সেও তোমার প্রসাদ পাইবার জন্য; গৃহাদি পরিষ্কার করা—সেও তুমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাল বাস সেই জন্য, আচার পালন করা—সে কেবল তুমি আচারে পবিত্র হওয়া যায় বলিয়াছ বলিয়া; শয্যা প্রস্তুত করা—সে তুমি বহুমূর্ত্তি ধরিয়া শয়ন করিবে বলিয়া; এই ভাবে কর্ম্ম যোগে সকল কর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করিয়া পরে যোগপথে তোমাকে ভিতরে জ্যোতিস্ময় রূপে, প্রাণরূপে একটু অনুভব করিবার জন্য চলিতে হয়, যোগপথে ঈশ্বর ঈশ্বরীর মিলনে একটা স্থিরত্ব অনুভব জন্য চেষ্টা করা হয়। এই দুই প্রকারের কর্ম্মের পরে ভক্তি পথের কর্ম্ম করিতে হয়।

ভক্তিপথের প্রথম কর্ম্ম "আমি তোমার" ইহার অনুভব। মোটামুটি এই অনুভবের কথা একটু আলোচনা করা যাউক। যিনি উপদেশ পাইয়াছেন, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য বস্তু, অন্য যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, তাহা মিথ্যা হইলেও সত্য ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া ভাসে বলিয়া, সত্য মত মনে হয়, যিনি উপদেশ পাইয়াছেন ঈশ্বরই বিশ্বরূপে, সর্ব্ব নরনারী বিজড়িত মূর্ত্তিতে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তিতে, জগতের সমস্ত কার্য্য যেন নির্ব্বাহ করিতেছেন, যিনি একবারও ধারণা করিতে পারিয়াছেন

"তব নিশ্বসিতং বেদাস্তব স্বেদোখিলং জগৎ।
বিশ্বভূতানি তে পাদঃ শীর্ষ দ্যৌ সমবর্ত্তত
নাভ্যা আসীদ্ অন্তরীক্ষং লোমানি চ বনস্পতি
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষু সূর্য্যস্তব প্রভো
ত্বমেব সর্ব্বং ত্বয়ি দেব সর্ব্বং স্তোতা স্তুতি স্তব্য

ইহ ত্বমেব। ঈশ্বত্বয়া বাস্থ মিদং হি সর্ব্বং নমোস্তু
ভূয়োহপি নমো নমস্তে"

যিনি বায়ু প্রবাহিত দেখিয়া তোমার শ্বাস প্রশ্বাস মনে করেন, অন্তরীক্ষ দেখিয়া তোমার নাভিদেশ ভাবনা করেন, আকাশে মেঘ চলিতেছে দেখিয়া তোমার ভ্রূমধ্য মনে করেন, তুমি জগৎ রূপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছ, কৈলাস মলয় তোমার উরুদেশ, মুখ তোমার স্বর্গদেশে, এইরূপে চন্দ্র দেখিয়া, সূর্য্য দেখিয়া, বনস্পতি দেখিয়া, নর নারী দেখিয়া, সাগর পর্ব্বত দেখিয়া, আকাশ দেখিয়া, শব্দ শুনিয়া, শাস্ত্র দেখিয়া—সমস্তই তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাবনা করিতে পারেন—এক কথায় যিনি উপদেশ পাইয়াছেন একদিকে জড়প্রকৃতি অন্যদিকে জীবপ্রকৃতি লইয়া তুমিই যেন কি করিতেছ—শুনিয়া শুধু বিশ্বাস করিতে যিনি চান তাঁর পক্ষে "আমি তোমার" কতকটা অনুভবে আনা কঠিন নহে।

এই যে বিশ্বরূপে তুমিই দাঁড়াইয়া আছ কেমন করিয়া এই বিশ্বরূপে উঠিতে হয়, কি ধরিয়া বিশ্বরূপে ভরিত হওয়া যায় তাহার কথা, পরে আলোচনা করা যাইতেছে, কিন্তু এই বিশ্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানকে কেমন করিয়া একটু অনুভব সীমায় আনা যায় তাহাই একটু দেখা যাক্।

স্থান ও কাল এই বিষয়ে বড় সহায়তা করে—স্থান কাল অনুকূল না হইলে অনুভবও বুঝি ধরা যায়না। পাত্র ত পূর্ব্বেই চাই।

দুই চারিটি স্থানের কথা বলা যাউক।

(১) ৺পুরীর সমুদ্রতীরে চক্রতীর্থ। "আমি তোমার" ইহা অনুভব করিবে কিরূপে এই একমাত্র সঙ্কল্প লইয়া বালুকাস্তূপের উপরে উপবেশন কর। অমাবস্যার রাত্রি। দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। উপরে আকাশে দুই একটি নক্ষত্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে আর নীচে সমুদ্র বক্ষে তরঙ্গভঙ্গে কত কত উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা নীলাম্বুর উপরে ভাসিতেছে আবার এককক্ষণেই মিলাইয়া যাইতেছে। তোমার পশ্চাতে চক্রতীর্থের নদী—সমুদ্রের মনোহর গর্জ্জন শুনিতেছে—উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ লীলাও দেখিতেছে কিন্তু বালুকাস্তূপ সরাইয়া সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেছেনা। এমন সময়ে জোয়ার আসিল। সমুদ্র অবহেলে বালুকাস্তূপ ভাঙ্গিয়া নদীকে কোলে তুলিয়া লইল। নদী জুড়াইয়া গেল—সমুদ্রও কত আদর করিল। তুমি মিলনের মধুর তান শুনিলে। উপরে আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া, নীচে নীলাম্বু রাশির লীলা দেখিয়া দেখিয়া বলিতে থাক, "আমি তোমার" "আমি তোমার"—নিশ্চয়ই কিছু অনুভব করিবে—দেখিবে

কিছু যেন হৃদয় ছুঁইয়া গেল। বুঝিবে যে প্রতিদিন তোমার দেহ ইন্দ্রিয় মন—তোমার প্রতিবেশী সকলকে ঘুম পাড়াইয়া তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লয় সেই—সেই তোমার অপর সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তোমার হৃদয় ছুঁইয়া গেল। তুমি বলিয়া উঠ আমি তোমার আমি তোমার। অথবা প্রভাতে হরিদ্বারের চণ্ডীর পাহাড়ে উঠিয়া গৌরীশঙ্করের চূড়া দেখিতে থাক—সূর্য্যোদয়ে কেমন করিয়া সব আবরণ সরিয়া যাইতেছে আর কি অপূর্ব্ব প্রাসাদ বাহির হইতেছে—চারিদিক দেখিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠ আমি তোমার। অথবা মধ্যাহ্নে রাঁচির চিরন্দীতে একা গিয়া শিলাতলে ছায়ায় উপবেশন কর—প্রাণের অন্তরের অন্তস্থলে এক অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা স্পর্শ করিবেই—সব স্থির হইয়া যাইবে—এই অবস্থা হইতে উঠিয়া বলিয়া উঠ আমি তোমার। অথবা দেরাদুনে সহস্রধারায় গিয়া পর্ব্বতের গাত্রে বৃক্ষরাজি দেখ নদীর কলধ্বনি শ্রবণ কর, বন্যপক্ষীর পরিষ্কার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ কর আর বলিয়া উঠ আমি তোমার। অথবা কামাখ্যা পর্ব্বতে ধর্ম্মশালার ঝরণার শিলায় দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে বল আমি তোমার। অথবা ধনুস্কোটীতে দুই সমুদ্রের মিলনস্থানে দাঁড়াইয়া বল আমি তোমার অথবা পক্ষীতীর্থে পাহাড়ের উপরে রাত্রিকালে পক্ষীদ্বয়ের আগমন স্থানে বসিয়া বসিয়া জ্যোৎস্নালোকে নীচের দৃশ্য দেখ আর বল আমি তোমার অথবা কৈলাস পর্ব্বত আলোক মণ্ডিত হইয়া রাত্রিকালে সময়ে সময়ে যে রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং কে দেখাইয়া দেয় তাহা দেখ দেখিয়া বলিয়া উঠ আমি তোমার। এইরূপ কত আছে কতই আর বলা যাইবে? যদি এ সব কিছুই না দেখিয়া থাক তবে যে সহরেই থাকনা কেন বা যে পল্লীতেই থাকনা কেন সেইখানে একাকী ছাতের উপরে যাও—বা নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে দাঁড়াও—দাঁড়াইয়া নীল আকাশ পানে লক্ষ্য কর—বায়ু প্রবাহ লক্ষ্য কর—দূর দুরান্তরে বৃক্ষরাজি লক্ষ্য কর—আর বল আমি তোমার। এই বায়ু প্রবাহ তোমার নিশ্বাস পবন। এই শব্দ রাশি তোমার নিশ্বাস ধরিয়া বাহির হইয়া বেদরাশিরূপে ভাসিয়াছে. ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম—আর আর সমস্তভূত তোমার পাদ দেশে, সূর্য্য তোমার চক্ষু, চন্দ্র তোমার মন হইতে উঠিয়া সুধাবর্ষণ করিতেছেন, অন্তরীক্ষ লোক তোমার নাভি আর তোমার সুষমামণ্ডিত শ্রীমুখমণ্ডল, তোমার মস্তক—স্বর্গলোক ছাইয়া আছে—আহা আমি তোমার আমি তোমার। এই বনস্পতি সমূহ তোমার লোমরাজি—এই মেঘ সমূহ তোমার ভ্রূ মধ্যে বিচরণ করিতেছে, কৈলাস মলয় তোমার উরু দেশ, বায়ু দেবতা তোমার নাসিকায়,—ভাবনা কর করিয়া করিয়া বল আমি তোমার।

বিশ্বরূপেও তুমি, আবার আমার ইষ্টরূপে, গুরুরূপে মন্ত্ররূপেও তুমি—আহা আমি তোমার। এইভাবে তোমায় দেখিতে যে অভ্যাস করে—যে তোমাকে সর্ব্বত্র বিশ্বাসেও দেখে আর তোমাকে ইষ্টরূপে দেখিয়া দেখিয়া তুমি যে বিশ্বরূপ তাহা যে মিলাইয়া লইতে অভ্যাস করে তাহাকে তুমি কি দর্শন দাওনা? সে সুষুপ্তিতে যাহার কোলে বিশ্রাম লাভ করে জাগ্রতেও কি তুমি তাহাকে কোলে তুলিয়া লওনা? তোমাকে ছাড়িয়া যে কোন কিছুই দেখেনা—যে হৃদয়ে তোমাকে নিরন্তর ভাবনা করে আর বাহিরে যাহা দেখে তাহা তোমার অঙ্গরূপেই দেখে তাহাকে কি তুমি দেখনা?

পরম পদ তুমি, বিশ্বরূপ তুমি—তোমার চিন্তা এইভাবে বিশ্বাসে করিতে থাক ইহাতেও কিন্তু যাহা চাও তাহা যেন হয়না—বিন্দু ধরিয়া সিন্ধুতে না মিলিলে বুঝি প্রাণের তৃপ্তি হয়না—তাই তোমার নরাকার রূপ একান্ত আবশ্যক—নিরাকারের নরাকার রূপ দেখিলে তবে মানুষের সব জুড়াইয়া যায়।

নিরাকারের নরাকার রূপের কথা বলিয়া প্রবাহ শেষ করা যাইতেছে।

যিনি "সত্যংপরং," যিনি পূর্ণ সত্য, যিনি "অনেজদেকং," যিনি "একেবারে চলনরহিত আর সেই জন্য যিনি মাত্র একটি, যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেই একভাবে, সেই জ্ঞান স্বরূপে, সেই আনন্দ স্বরূপে নিত্য অবস্থিত, যিনি আপনি আপনি সেই নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ চৈতন্য—যিনি আপনি আপনি থাকিয়াও একটা আবরণ সৃজিয়া আপনাকে বিশ্বরূপে যেন প্রকাশ করেন, যিনি প্রতি মিথ্যার কোলে কোলে অবস্থান করায় মিথ্যাও সত্যমত লোকের কাছে ভাসে, এক কথায় যিনি নির্গুণ সগুণ আত্মা সমকালে তিনিই জীবের উপর কৃপা করিয়া জীবকে মিথ্যা হইতে সত্যে লইয়া যাইবার জন্য, অন্ধকার হইতে জ্যোতি সাগরে পরিপূর্ণ করিয়া দিবার জন্য, আপনি আপনি সর্ব্বদা থাকিয়াও, নিরাকার সর্ব্বদা থাকিয়াও মিথ্যা মায়ার আবরণ পরিয়া নরাকারে অবতীর্ণ হয়েন, হইয়া মিথ্যাকে বশীভূত করিয়া সত্য দেখাইয়া দেন, ধীরে ধীরে মিথ্যার ক্রোড় হইতে আপনার স্বরূপে এই জীব চৈতন্যকে স্বরূপ বিশ্রান্তি লাভ করাইয়া দেন; ধর্ম্মের গ্লানি দূর করেন, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান প্রতিহত করেন, সাধুগণ রক্ষা চান বলিয়া সাধুগণকে মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ করেন আর অসাধু—অসুর বিনাশ চায় বলিয়া আপনার সামর্থ্যে মিথ্যা অসুর দেহ, মিথ্যা কাম কামনা, মিথ্যা স্বপ্ন সংস্কার ছাড়িতে পারেনা বলিয়া, মিথ্যা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারেনা বলিয়া, তাহাদের সূক্ষ্ম স্থূল কারণ দেহ বিনাশ করিয়া রক্ষা করেন, সেই

পরমপদই, সেই ঋতং সত্যং অক্ষরই, সর্ব্ব দেবতাময় সেই পরম ব্যোমই, অবতার হইয়া মানুষের জন্য মানুষী লীলা করিয়া মানুষকে আপনার মত অমর করিবার জন্য মর্ত্তে আগমন করেন।

বল মিথ্যা হইতে পরিত্রাণ করিতে আর কে পারে? মিথ্যাতে জন্ম যার, মিথ্যা কর্ম্ম যার, যার মিথ্যা ক্ষুধা, মিথ্যা পিপাসা, মিথ্যা শোক, মিথ্যা মোহ, মিথ্যা মৃত্যু, মিথ্যা ভাবনা যার, নিরন্তর মিথ্যার সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া যে মিথ্যাকেই সত্য জানিয়া কত কি সঙ্কল্প নিরন্তর করে, আবার বড় দাগা খাইয়া, বহু আছাড় কাছাড় খাইয়া, বহুবার বহু যাতনা পাইয়া, বহু হাহাকার করিয়া, মিথ্যাকে জানিয়াও যে মিথ্যার হাত হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারেনা—বল এই জীবকে পরিত্রাণ করিবে কে, বল এমন জগতকে রক্ষা করিবে কে? সেই জন্য সেই করুণা সাগর, সেই ক্ষমাসার, সেই সর্ব্বশক্তিমান, আপনি মিথ্যা আবরণে আবৃত হইয়া, মিথ্যার হাতে যাহারা লুট পুট খাইতেছে, তাহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া যান— মিথ্যা হইতে রক্ষা করা কিরূপে সম্ভব—আপনি আচরণ করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া যান, আপনি আচরণ করিয়া সাধন ভজন ধরাইয়া দিয়া যান।

অবতারের প্রয়োজন বুঝিলে কি? বল বল সত্য মিথ্যার বিচার কয়দিন করিয়াছ? আহার বিহার, শয়ন ভোজন, জন্ম মৃত্যু, ক্ষুধা পিপাসা, শোক মোহ, শীত গ্রীষ্ম, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সবই যে মিথ্যা তাহা কয়দিন চিন্তা করিয়াছ? মন যাহা করে তাহাই যে মিথ্যা তাহা কি ধারণা করিয়াছ? করা ধরা সবই মিথ্যা পূর্ণ সত্যে করা ধরা নাই। এই যে সঙ্কল্প—যাহা মিথ্যার জনক—তা শুভ সঙ্কল্পই হউক আর অশুভ সঙ্কল্পই হউক এই আদি মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া কয়দিন ভাবনা করিয়াছ তাই বল? মন কেমন কেমন করা, দেখিতে শুনিতে ইচ্ছা করা, সবই যে মিথ্যা তাহা কি দেখিয়াছ? স্বপ্ন শূন্য নিদ্রাতে দেখা শুনা করা ধরা থাকে কি? শোক মোহ, ক্ষুধা পিপাসা কিছু কি থাকে? তাকে পাইয়া, তার কোলে যখন ঘুমাইয়া পড়, তখন পুত্র শোকও ত থাকেনা। তাহাকে পাইলে মানুষের কোন অভাব থাকেনা। সুষুপ্তিতে সে প্রতিদিন জীবকে তাহাই দেখাইয়া দেয়। তুমি যদি প্রথম জাগরণের পরেই সুষুপ্তির ভাবনা করিতে পার, যদি বলিতে পার এই ত বেশ ছিলে, কোন সঙ্কল্প ছিলনা, কোন শোক ছিলনা, কোন দুঃখ ছিলনা, কোন কর্ম্ম ছিলনা, কোন বাক্য ছিলনা কোন ভাবনা ছিলনা, বঁড়ই জুড়াইয়া ছিলে এখন এসব মিথ্যা তরঙ্গ তুলিয়া ছটফট্ কর কেন? সঙ্কল্প শূন্য অবস্থাই ত স্বরূপ বিশ্রান্তি, ইহাই ত ব্রহ্ম পদ, ইহাই ত পরম ব্যোম, ইহাই ত সত্যং পরং।

আহা পূর্ণ সত্য ধরিয়াও স্থিতি লাভ করিতে পারনা সেই জন্য মিথ্যা মাখা সত্য ধরিতে বলা হয়; একবারে সঙ্কল্প শূন্য হইতে পারনা শুভ সঙ্কল্প করিয়া করিয়া তাহাও ছাড়; একবারে কর্ম্মশূন্য অবস্থা লাভ করিতে পারনা তাই শুভ কর্ম্ম করিয়া করিয়া কর্ম্ম শূন্য অবস্থা লাভ কর, একবারে সন্ন্যাস করিতে পারনা তাই ফল সন্ন্যাস অভ্যাস কর, একবারে পিতা মাতা ভাই বন্ধু ছাড়িতে পারনা, তাই পিতাকে পরম পিতা দেখিতে অভ্যাস কর, মাতাকে জগন্মাতা দেখিতে অভ্যাস কর, স্ত্রীকে জগদম্বা ভাবিতে অভ্যাস কর—বল "লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং জানকী শুভা পুন্নাম বাচকং যাবৎ তৎ সর্ব্বং ত্বংহি রাঘব"। রাম কৃষ্ণাদি অবতার আপনি আচরণ করিয়া অল্পে অল্পে অসত্যের হাত হইতে জীবকে আত্মরক্ষা করিতে শিখাইয়া দিয়া যান। তাই লীলা চিন্তাকে লঘূপায় বলা হয় তাই প্রার্থনা করাকে অবলম্বন করিতে হয়। ধ্যান করিতে ত পারনা, জ্ঞানকে ত জানিয়াও জ্ঞানী হইতে পারিলেনা—তাই বলিতে হয় বিদ্মহেও হইলনা ধীমহিও হইলনা এখন তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ—মা তোমার ধ্যানে, তোমার জ্ঞানে, তুমিই, আমাদিগকে লইয়া চল।

আহা কত সুন্দর এই অবতারের শিক্ষা, অবতারের লীলা। বিশ্বরূপে উঠিবার ক্রমই হইতেছে অবতারের রূপ গুণ লীলা চিন্তা। বল যে অবতার তোমার প্রাণের প্রাণ, তোমার চক্ষুর চক্ষু, মনের মন, তাহার তুমি হইবেনা তবে আর কাহার হইবে—বল প্রাণের প্রাণ মনের মন ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় সেই আপনার হইতে আপনারকে 'আমি তোমার' বলিবেনা ত আর কাহাকে "আমি তোমার" বলিতে ছুটিয়া যাইবে? পরম পদ স্বরূপ, বিশ্বরূপ, আত্মরূপ, সেই ইষ্টকে, সেই গুরুকে, সেই মন্ত্র মূর্ত্তিকে "আমি তোমার" বলিয়া বলিয়া তার জন্য যখন সব সহ্য করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারিবে—শুষ্ক কণ্ঠ চাতকের মত জলধরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া যখন জল ভিক্ষা করিতে পারিবে, জলধর জল না দিয়া বজ্র হানিলেও যখন বলিতে পারিবে আমি তোমারই তখন সে কি আর বজ্র হানিতে পারিবে, সে তখন দেখাইয়া দিতে আসিবে তুমি আমারই—আর তুমি তাহাকে পুনঃ পুনঃ পাইয়া বলিতে পারিবে "তুমি আমারই"। আগে "আমি তোমার" হওয়ার সাধনা কর পরে "তুমি আমার" বলিও।

আহা এই শিক্ষাও তিনি শিখাইয়াছেন। শ্রীমতি অন্তরে কৃষ্ণ চিন্তা করিয়া করিয়া কি হইতেন? সর্ব্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া তিনি কৃষ্ণ ছাড়িয়া আর থাকিতেই পারিতেন না। ভিতরে কৃষ্ণ বাহিরে কৃষ্ণ—আর কেহ নাই সবই কৃষ্ণ। বল এ অবস্থায় কে কি করিবে? "যদি চলি পথে পথে, শ্যাম যায় আমার সাথে সাথে চরণে চরণ ঠেকাইয়ে।" বল এখন কি চলা যায়—এক পা ফেলিয়া আর এক পা তুলিয়াই যে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় সে যে যাবার পথে বুক পাতিয়া দিয়াছে—তার বুকের উপরে চরণ দি কেমনে? বল সত্যই কি শ্যাম যায় আমার সাথে সাথে নয়? হরি চাকর লণ্ঠন ধরিয়া সঙ্গে গেলে ভয় থাকেনা আর সে যে সঙ্গে তাতে ও ভয় যায় না? বল ইহা কি পূর্ণ সত্য নহে? ক্রমশঃ

মুমুক্ষু। তিষ্ঠৎ ন গচ্ছৎ সৎ তৎ আত্মতত্ত্বং ধাবত অন্যান্ মনোবাক্ ইন্দ্রিয় প্রভৃতীন্ অত্যেতি উল্লঙ্ঘ্যাগ্রে গচ্ছতি। পূর্ব্বের ভাব বিশদরূপে বলিতেছেন। আত্মা কোথাও যান না তথাপি দ্রুতগামী মন ইন্দ্রিয় বাক্য প্রভৃতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্রেই গমন করেন। এখানে সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করা হইয়াছে। “অত্যেতি” এই বাক্যে ব্রহ্মের সগুণ ভাব বলা হইয়াছে আবার তিষ্ঠৎ ইহাতে নিষ্ক্রিয়ত্ব দেখান হইতেছে। অদ্বয় ব্রহ্ম চিন্মাত্র স্বরূপ, তিনি কখন অন্যবস্তুর আকারে আকারিত হন না। পরন্তু তিনি সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা তিনি মায়ারূপ ধারণ করেন। সৃষ্টিকালে সগুণরূপ হয়েন। এই জন্য তাঁহার অবতার সমূহকে মায়া মানুষ, কপট মানুষ, মায়া মানুষী বলা হয়। চিদ্রূপিণী ব্রহ্মময়ী, সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী হইতে অনাদিকর্ম্ম সংস্কার সমূহকে আত্মাতে যেন প্রকাশ করেন। চিন্ময়ী হইয়াও তখন তিনি গুণময়ী। পরিপূর্ণ চিন্ময় সগুণ ব্রহ্মই মায়ারূপ ধরিয়া জগৎ স্রষ্টা। জগল্লীলা সিদ্ধি জন্য তিনিই জীবভাব ধারণ করেন। **इदं सर्व्वमसृजत यदिदं किञ्च। तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्।** এই সমস্ত জগৎ তিনি সৃষ্টি করিলেন আরও যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহাও সৃজন করিলেন; করিয়া সৃষ্ট জগৎ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এই সমস্ত মায়িক ব্যাপার দ্বারা একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

তত্ত্বতঃ এই তৎ স্থানে সৎ একটিকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। তচ্চ ধাবতোঽন্যান্ পবনাদীন্ অত্যেতি অতিক্রম্য গচ্ছতি তথা তিষ্ঠৎ সর্ব্বত্র স্থিতং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বশক্তিত্বং অনেন ব্যাখ্যাতং। অর্থাৎ গতিশীল হইয়া তত্ত্ব সমস্তকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন তিনি আবার সর্ব্বত্র স্থিত, সর্ব্বগত, সর্ব্বশক্তিমান্।

শ্রুতি। **तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति**—এখন ইহা আলোচনা কর।

মুমুক্ষু। তস্মিন্ মাতরিশ্বা অপঃ দধাতি—সেই নিত্য চৈতন্য স্বভাব—সদা একরূপ—সৎ আত্মতত্ত্বে মাতরিশ্বা—সর্ব্বপ্রাণভৃৎ ক্রিয়াত্মক বায়ু প্রাণিগণের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত চেষ্টা, অগ্নির জ্বলন, দহন, আদিত্যের বিশ্ব প্রকাশন, মেঘের বর্ষণাদি—সমস্ত কর্ম্ম স্থাপন করেন। বায়ু সর্ব্বচেষ্টক, বায়ুরও চেতয়িতা হইতেছেন ব্রহ্ম। শ্রুতিও বলেন ইহার ভয়ে বায়ু বয়। বলা হইল সর্ব্ব বিধ কর্ম্মের পরম নিধান হইতেছেন ব্রহ্ম। মাতরিশ্বা বলে বায়ুকে। মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতি ইতি। আকাশে ইনি বিচরণ করেন। মাতরিশ্বাই বিশ্ব বিধাতা সূত্রাত্মা—ইনিই হিরণ্যগর্ভ। অপ হইতেছে কর্ম্ম। মাতরিশ্বা চৈতন্যের আশ্রয়ে

জগতের সকল পদার্থের ক্রিয়া সমূহ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্পাদন করিতেছেন। আত্মা না থাকিলে জগতের কোন কর্ম্মই থাকেনা। সেই জন্য বলা হইল ক্রিয়াত্মক প্রাণ, সমস্ত কর্ম্ম ব্রহ্মেই স্থাপন করেন॥ এই মন্ত্রে বলা হইল আত্মা চলেন না কিন্তু মন অপেক্ষা অধিক বেগবান্। কোন দেবতা আত্মার অনুগমনে সমর্থ নহেন কারণ ইনি সকলের অগ্রে বিদ্যমান আছেন। ইনি একস্থানে স্থিত তথাপি দ্রুতগামী অন্য সমস্তকে অতিক্রম করেন। বিশ্বপ্রাণরূপ-বায়ু এই আত্মার আশ্রয়ে থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কর্ম্ম পৃথক পৃথক্ ভাবে বিভাগ করিয়া দিতেছেন॥ ৪॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫

সরলার্থঃ। তৎ—প্রকৃত আত্মতত্ত্বং আত্মস্বরূপম্ ঈশস্বরূপম্ পরংব্রহ্ম এজতি চলতি মূর্ত্তরূপেণ কম্পতে সর্ব্বরূপেণাবস্থিতং সৎ কম্পবদ্বর্ত্তি ক্রিয়াবদ্বর্তি সক্রিয়ং ভবতি গুণ সম্বন্ধাৎ মায়ারূপেণ। তৎ পরংব্রহ্ম মায়য়া সাকারং ব্রহ্ম বিষ্ণুশিবাত্মকং ভাতি বাস্তবন্তু নিরাকারং; উপাধি চলনেনৈব তস্য চলনং। তৎ ন এজতি ন চলতি নিষ্ক্রিয়ং তিষ্ঠতি গুণসম্বন্ধাভাবাৎ পূর্ণচিৎস্বরূপেণ। স্বতোঽচলমেব সচ্চলতীবেত্যর্থঃ। তৎ দূরে বর্ষ কোটিশতৈরপি অবিদুষাম-প্রাপ্যত্বাৎ দূর ইব। যদ্বা নিগুর্ণ স্বরূপেণেন্দ্রিয়ৈর্মনসা বা অপ্রাপ্যত্বাৎ। **"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"** ইতিশ্রুতেঃ তৈত্তিরীয় ২।৯।১। তৎ+উ+অন্তিকে ইতি ছেদঃ। উ এবার্থে। তদ্বন্তিকে তদেব ব্রহ্ম অন্তিকে সমীপে অত্যন্তমেব বিদুষাম্ আত্মত্বাৎ, সগুণ ভাবেন জগন্ময়ত্বাৎ বা ন কেবলং দূরে—অন্তিকে চ। যদ্বা তৎ এজতি কম্পবদ্বর্ত্তি ক্রিয়াবদ্বর্ত্তি নৈজতি ন চলতি স্থাবররূপাবস্থিতং তদ্দূরে তদেব দূর আদিত্যনক্ষত্রাদিরূপেণ। তদেব চান্তিকে পৃথিব্যাদি রূপেণ—**সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম** ত্যেতদ্দর্শনার্থো গ্রন্থঃ। তৎ ব্রহ্ম অস্য পরিদৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগৎপদার্থস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য বা অন্তঃ অভ্যন্তরে চিন্ময়াত্মরূপেণ বিজ্ঞানঘনরূপেণান্তর্ম্ধ্যত আস্তে। **"য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ"** বৃহদারণ্যক ৩।৪।১ **"আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং"** কঠ ১।২।২০

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং কঠ ১।২।১২ **একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা** কঠ ২।২।১২ ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ। "ঈশ্বরঃ

সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" গীতা ১৮।৬১ ইতি স্মৃতেশ্চ। তৎ ব্রহ্ম উ অপি অস্য সর্ব্বস্য জগৎপদার্থস্য নামরূপক্রিয়াত্মকস্য জগতঃ বাহ্যতঃ বহির্দ্দেশে ব্যাপিত্বাদিতি ব্যাপিত্বাৎ বাহ্যতোঽস্তি, নিরতিশয় সূক্ষ্মত্বাৎ অন্তশ্চেদাস্তি ইতি ভাবঃ। বাহ্যতঃ ভোগ্যরূপেণ ইতি বা। তদেব সর্ব্বস্যাস্য প্রাণিজাতস্য বাহ্যো জড়রূপেণ বাবস্থিতমাস্তে চেতনাচেতনরূপমনন্তং সর্ব্বগতং ব্রহ্মেত্যর্থঃ।

অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ইতিশ্রুতেঃ।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।

সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ইতিগীতাবাক্যাচ্চ

মুণ্ডক শ্রুতাবপি ব্রহ্মণো বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বং দর্শয়তি।

"বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং

সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।

দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ

পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্। ৩।১।৭

ব্রহ্মানন্দকৃত বহস্যে নির্ব্বিজ্ঞেয়ং পরংব্রহ্ম সত্যজ্ঞানমনন্তকম।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম॥

অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্।

ইতি বাক্যং যতঃ শান্তি ব্রহ্ম সত্যং পুণাতু মাম॥

তদেজতি পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।

সাকারং মায়য়া ভাতি নিরাকারং তু বাস্তবম্॥

উপাধি চলনেনৈব চলনং তু বিভাব্যতে।

তন্নৈজতি পরংব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম॥

তচ্চ দূরে পরংব্রহ্ম সর্ব্বদৈবাবিবেকিনাম।

অপ্রাপ্যত্বাৎ পরংব্রহ্ম বর্ষকোটি শতৈরপি॥

তদেব হ্যন্তিকে ব্রহ্ম স্বাত্মরূপং বিবেকিনাম্।

তৎ বাহ্যাভ্যন্তরে ব্রহ্ম কার্য্যকারণবস্তুনঃ॥



চূর্ণিকা।

ন মন্ত্রাণাং জামিতাঽস্তি ইতি পূর্ব্বমন্ত্রোক্তমপ্যর্থং পুনরাহ—তদেজতীতি।

[আচার্য্যঃ]

জামিতা-আলস্যম্। রহস্যং সকৃদুক্তং চিত্তে নায়াতি ইতি অনলসা শ্রুতিঃ সকরুণা মাতেব পুনঃ পুনঃ উপদিশতি।

এবং মূর্ত্তামূর্ত্ত বিলক্ষণমীশ শব্দার্থমুক্ত্বা প্রথম পাদার্থং ঈশস্বরূপমাহ। [শঙ্করানন্দঃ]

আত্মতত্ত্বস্য অতীতমন্ত্রোক্ত ৬প্রাপত্ব—অন্তর্যামিত্ব—ব্যাপকত্ব অনুবাদেন তস্যৈব সর্ব্বাত্মকত্বং সুখপ্রাপ্যত্বং চ শ্রুতিরুপপাদয়তি। নাত্র পুনরুক্তির্ন মন্ত্রাণাং জামিতা দোষ ইতি [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

রহস্যং সকৃদুক্তং ন চিত্তমারোহতীতি পূর্ব্ব মন্ত্রোক্তমপি পুনর্বদতি তদিতি [অনন্তাচার্য্যঃ]

ব্রহ্মণো নিগুণ সগুণ ভেদেন বিরুদ্ধধর্ম্মবত্বং বিস্পষ্টয়তি পূর্ব্বমন্ত্রার্থং পুনরুক্ত্বা-তদেজতীতি [সত্যানন্দঃ]

তদেজতি তন্নৈজতি—তৎ এজতি তৎ ন এজতি।

তৎ আত্মতত্বং স্বপ্রকৃতং, তদেজতি চলতি, তদেব চ নৈজতি স্বতো নৈব চলতি স্বতোঽচলমেব সচ্চলতীবেত্যর্থঃ। [আচার্য্যঃ]

এজতি চলতি সক্রিয়ং ভবতি গুণসম্বন্ধাৎ মায়ারূপেণ।

তৎ ন এজতি নিষ্ক্রিয়ং তিষ্ঠতি গুণসম্বন্ধাভাবাৎ পূর্ণ চিৎস্বরূপেণ [সত্যানন্দঃ]

তদেব সর্ব্বরূপেণাবস্থিতং সৎ এজতি কম্পবদ্ভবতি ক্রিয়াবদ্ভবতি। তদেব নৈজতি ন চলতি স্থাবররূপাবস্থিতং [উবটাচার্য্যঃ]

তৎ ঈশস্বরূপম্ এজতি মূর্ত্তিরূপেণ কম্পতে তৎ ঈশ্বরস্বরূপং নৈজতি নৈজত্যাকাশাদিরূপেণ। [শঙ্করানন্দঃ]

এজতি চলতি জঙ্গমং নৈজতি ন চলতি স্থাবরম্ [রামচন্দ্র পণ্ডিতঃ]

এজতি উপাধিত এজতি চলতি [আনন্দঃ ভট্টঃ]

নৈজতি নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরংব্রহ্ম ন চলতি।

তদ্দূরে তদ্বন্তিকে তৎ দূরে তৎ উ অন্তিকে।

দূরে অবিদুষাং অপ্রাপ্যত্বাৎ। অন্তিকে বিদুষাং আত্মত্বাৎ [আচার্য্যঃ]

দূরে নির্গুণ স্বরূপেণ ইন্দ্রিয়ৈর্মনসা বা অপ্রাপ্যত্বাৎ **যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ** তৈত্তিরীয় ২।৯।১ অন্তিকে সগুণ ভাবেন জগন্ময়ত্বাৎ [সত্যানন্দঃ]

তদেব দূর আদিত্যনক্ষত্রাদিরূপেণ। অন্তিকে পৃথিব্যাদিরূপেণ [উবটাচার্য্যঃ]

দূরে সর্ব্বদা অবিবেকিনাম্ দূরে বর্ষকোটিশতৈরপি অপ্রাপ্যত্বাৎ। অন্তিকে বিবেকিনাম স্বাত্মরূপং ব্রহ্ম অত্যন্ত সমীপে [ব্রহ্মানন্দঃ]

তদীশস্বরূপং দূর একস্য মূর্ত্তস্যাপেক্ষয়া মূর্ত্তান্তরেণ রূপেণ। অন্তিকে সর্ব্বস্যাপি সমীপে [শঙ্করানন্দঃ]

যৎ দূরস্থং তদেব অন্তিকে সমীপে সমীপস্থমপি তদেব দূরস্থং অন্তিকস্থং ব্রহ্মৈব সর্ব্বগত্বাৎ [রামচন্দ্রঃ]

দূরে দূরদেশেঽস্তি তদেব অন্তিকে সমীপেঽপ্যস্তি সর্ব্বগত্বাৎ [অনন্তাচার্য্যঃ]

तदन्तरस्य सर्व्वस्य तदु सर्व्वस्यास्य बाह्यतः। তৎ অস্য সর্ব্বস্য অন্তঃ। তৎ উ এব সর্ব্বস্যাস্য জগৎপদার্থস্য বাহ্যতঃ তৎ অস্য সর্ব্বস্য নামরূপক্রিয়াত্মকস্য জগতঃ অন্তঃ অভ্যন্তরে। তৎ উ অপি বাহ্যতঃ ব্যাপকত্বাৎ [আচার্য্যঃ]

অস্য পরিদৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগৎপদার্থস্য তৎ অন্তঃ অভ্যন্তরে চিন্ময়—আত্মরূপেণ তৎ উ এব বাহ্যতো ভোগ্যরূপেণ [সত্যানন্দঃ]

অস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য বিজ্ঞানঘনরূপেণ অন্তঃ মধ্যে তিষ্ঠতি। বাহ্যতো জড়রূপেণ ব্যবস্থিতমাস্তে [উবটাচার্য্যঃ]

তদীশ্বরস্বরূপম্ অন্তর্মধ্যে অস্য জগতঃ। তৎ উ এব বাহ্যতো বহিরপি [শঙ্করানন্দঃ]

তৎ ব্রহ্ম অস্য প্রত্যক্ষস্য সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য অন্তঃ অভ্যন্তরে অন্তর্যামিত্বেন অস্তি। তচ্চ তদেব সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতো বাহ্যপ্রদেশে উত্তমপুরুষত্বেন সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ। [রামচন্দ্রঃ]

অস্য সর্ব্বস্য নামরূপক্রিয়াত্মকস্য জগতোঽন্তরভ্যন্তরে তদেবাস্তি। অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতো বহিরপি তচ্চ তদেবাস্ত্যাকাশবৎ ব্যাপকত্বাৎ।

अन्तर्बहिश्च तत्सर्व्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ইতি শ্রুতেঃ। [অনন্তাচার্য্যঃ]

অস্য মন্ত্রস্য উবটাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বং কারণরূপমুক্তমিদানীং কার্য্যরূপমুদ্দিশতি—তদিতি।

তৎ আত্মতত্ত্বং এজতি সর্ব্বজন্তুরূপেণস্থিতং সৎ চলতি। তদেব নৈজতি স্থাবররূপাবস্থং ন চলতি। তৎ দূর আদিত্যনক্ষত্ররূপেণ স্থিতত্বাৎ। তদ্বৈ অন্তিকে ধরাদিরূপেণ স্থিতত্বাৎ। অস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য অন্তঃ মধ্যে অন্তর্যামিরূপেণ স্থিতং তদেব। **यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयतीति श्रुतिः।**

অস্য সর্ব্বস্য জগতো বাহ্যত স্তদ্ তদেব কালরূপেণ বিদ্যমানত্বাৎ। অন্তর্বহিঃ পুরুষঃ কালরূপ ইতি স্মৃতেঃ। চেতনাচেতনরূপমনন্তং বৃক্ষোবেত্যর্থঃ। এবমুপাসিতুরর্চিরাদি মার্গেণ গমনং নাস্তি। ইহৈব ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ। **ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমব লীয়ন্তে। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি** ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

সেই আত্মা চলেন—স্থূলজঙ্গমশরীররূপী উপাধির সহিত মিলিত হইয়া গমনাগমন ক্রিয়াবান হইয়া ভাসেন বলিয়া, মনে হয় যেন ইনি চলেন অথবা ইনি সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীররূপী উপাধির সহিত মিলিত হইয়া পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাওয়া আসা করিতেছেন লোকে দেখে; মানুষ অজ্ঞানে উপাধির ধর্ম্ম আত্মাতে কল্পনা করিয়াই এইরূপ বলে যেমন বালক মেঘকে চলিতে দেখিয়া অজ্ঞানে দেখে চাঁদ চলিতেছে সেইরূপ।

সেই আত্মা চলেন না—অর্থাৎ যে আত্মা দেহাদি উপাধির সহিত মিলিয়া চলিতেছেন মনে হয়, তিনিই আবার উপাধি রহিত আপনি আপনি থাকিয়া চলেন না। বিদ্বান্ ব্যক্তি আত্মাকে আকাশের মত অচল অক্রিয় সর্ব্বত্র অনুভব করেন।

সেই আত্মা দূরে—মূর্খের হৃদয়ে থাকিয়াও তিনি মূর্খ হইতে বহু দূরে যেন থাকেন কারণ দেহাত্মাভিমানী অবিদ্বান শত কোটি বর্ষেও তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না লোকালোক পর্ব্বত পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও পায় না আবার তাঁহার নির্গুণ স্বরূপকে মনও খুঁজিয়া পায় না ইন্দ্রিয়গণের ত কথাই নাই। শ্রুতি তাই বলেন **"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ"।**

সেই আত্মা আবার অতি নিকটে—জ্ঞানবানের অতি নিকটে তিনি—কারণ **"নিহিতং গুহায়াং"** বুদ্ধিরূপী—গুহায় বা হৃদয়গুহায় তিনি শয়ান, জ্ঞানী ইহা সর্ব্বদা অনুভব করেন কাজেই অতি নিকটে। আর এই আত্মা নামরূপ ক্রিয়াত্মক এই সকলের—জগতের সমস্ত বস্তুর অভ্যন্তরে অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি দেখেন, যে আত্মাকে তিনি আমি আমি বলেন সেই আত্মা চেতন—আর চৈতন্য চিরদিনই অখণ্ড। যেমন ঘটের মধ্যে আকাশ ঢুকিলেও এবং ঘটাকাশকে মানুষ খণ্ড মত দেখিলেও আকাশ কখন খণ্ডিত হয়না সেইরূপ আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম যে চৈতন্য তিনি দেহ ঘটে ঢুকিয়াও কখন খণ্ডিত হন না—বিদ্বান্ ব্যক্তি দেখেন যে তাঁহার আত্মাই চরাচরের ভিতরে অনুভব

কর্ত্তা আমি রূপে বিরাজ করেন আবার এই আত্মা এই সমস্ত জগতের বস্তুর বাহিরেও অবস্থিত অর্থাৎ যিনি সকলের ভিতরে তিনিই আকাশ বৎ সকলের বাহিরে।

শ্রুতি। এই বেদমন্ত্রের ভূমিকা কিরূপ হইবে?

মুমুক্ষু। এই মন্ত্রে পূর্ব্ব মন্ত্রেরই অর্থ পুনরায় বলা হইয়াছে।

শ্রুতি। ইহাত পুনরুক্তি। পুনরুক্তি ত দোষ?

মুমুক্ষু। মা! মহাপুরুষগণের উপদেশে জানিয়াছি "ন মন্ত্রাণাং জামিতাঽস্তি"। এক মন্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিলেও জামিতা দোষ হয় না। জামিতা বলে আলস্যকে। যাহা নিতান্ত গুহ্য কথা সেই রহস্য একবার মাত্র বলিলে তাহা চিত্তে প্রতিভাত হয় না। এই জন্য মাতের হিতকারিণী তুমি—শ্রুতি দেবী অনলস হইয়া সেই রহস্যকে চিত্তে আনিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ কর—গূঢ় তত্ত্ব বিশদ করাই তোমার করুণা প্রকাশ। আত্মতত্ত্বের মত কঠিন তত্ত্ব আর নাই। সেই জন্য পুনঃ পুনঃ এক কথা বহুরূপে বলায় দোষ হয় না। মা! এই ত ঠিক?

শ্রুতি। হাঁ। আত্মা চলেন না আবার চলেন আত্মার সগুণনির্গুণ ভেদে এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ভাল করিয়া ধারণা করিয়াছ ত?

মুমুক্ষু। আপনি আপনি আত্মা আপন স্বরূপে সদা পূর্ণ। এই জন্য শ্রুতি বলেন—

কুত্রচিৎ গমনং নাস্তি তস্য পূর্ণ স্বরূপিণঃ।
আকাশমেকং সম্পূর্ণং কুত্রচিন্নৈব গচ্ছতি॥

স্বরূপে পূর্ণ আত্মার কোথাও গমনাগমন নাই। আকাশ এক এবং সম্যক্‌-রূপে পূর্ণ। ইহা কোথাও গমন করে না। সদা অচল আত্মা মায়ার গুণ সম্বন্ধে যেন চলেন বোধ হয়; আত্মার জন্ম সম্বন্ধে যে কথা বলা হয় চলন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা হয়। শ্রুতি আত্মার জন্ম সম্বন্ধে বলেন "**অজায়মানো বহুধা বিজায়তে**" যাঁহার জন্ম নাই তিনি বহুপ্রকার জন্ম গ্রহণ করেন। এই বহু-প্রকারে তাঁহার জন্ম—এটা কি? কিরূপেই বা হয়? শ্রুতি বলেন "**ইন্দ্রো মায়াভি পুরুরূপ ঈয়তে**" পরমাত্মা মায়াদ্বারা বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম নাই আবার বহুজন্ম গ্রহণ করেন—এই দুইটি অগ্নির উষ্ণতা ও শীতলতার একত্রাবস্থানের মত বিরুদ্ধধর্ম্মের একত্রাবস্থান। জন্ম নাই এবং বহু জন্ম হয়—এই দুইটিই সত্য হইতে পারেনা। একটি সত্য অপরটি মিথ্যা। আত্মা অজ ইহাই সত্য আর বহুজন্ম গ্রহণ করাটি মিথ্যা—মায়িক, অজ্ঞানে মনে হয় আত্মা

বহুরূপে জন্মান। যেমন, ভ্রমজ্ঞানে রজ্জুকে সর্প মনে হয় কিন্তু সর্প রজ্জুতে ত আদৌ নাই। গৌড়পাদ আচার্য্যও বলেন

"সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে নতু তত্ত্বতঃ।

সৎ এর যে জন্ম তাহা মায়াদ্বারা সম্ভব হয় কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার জন্মের সম্ভাবনা নাই। আবার

"অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে।
বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে।

অসৎ যাহা বাস্তবিক তাহা জন্মায় না। বাস্তবিক বল বা মায়াদ্বারাই বল বন্ধ্যার পুত্র কখন হয়না। সেই জন্য অসৎ যাহা তাহার জন্মই হয় নাই। তবে যাহা দেখা যায় তাহা ভ্রম জ্ঞানে। যেমন ভ্রমজ্ঞানে রজ্জুকে সর্পমত দেখা যায় সেইরূপ। আত্মার জন্ম সম্বন্ধে যে কথা আত্মার চলন সম্বন্ধেও সেই কথা। উপাধিটাই মায়া। উপাধি দ্বারা আত্মাকে যে চলনশীল মনে হয় সেইটা ভ্রম-জ্ঞানেই মনে হয়। আত্মা সদা নিষ্ক্রিয় হইলেও ভ্রমজ্ঞানে ইঁহাকে সক্রিয় মনে হয়। সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন ঈশ স্বরূপটি মূর্ত্তরূপেই যেন চলেন কম্পিত হন কিন্তু স্বরূপে তিনি আকাশের মত আদৌ তাঁহার চলন নাই।

শ্রুতি। তিনি দূরে ও তিনি নিকটে—এসম্বন্ধে কিরূপ বুঝিয়াছ?

মুমুক্ষু। মূর্খেরা আত্মাকে চিনেনা কখন পায়ওনা।' এই জন্য আত্মা মূর্খের কাছে অতি দূরে। তিনি কিন্তু আত্মারূপে হৃদয়েই আছেন। বিদ্বানগণ আত্মাকে আত্মারূপেই জানেন কাজেই তিনি অতি নিকটে।

আত্মা যখন আপনি-আপনি স্বরূপে থাকেন তখন বিদ্বানগণ তাঁহার সহিত এক হইয়াই থাকেন কিন্তু অবিবেকী ইন্দ্রিয়দ্বারা বা মন দ্বারা কিছুতেই সেই আপনি-আপনি আত্মার কাছে যাইতে পারেনা। তাই শ্রুতি বলেন

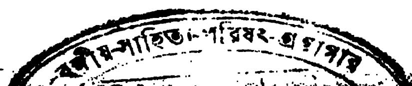
"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"

শ্রুতি। সকলের ভিতরে বাহিরে তিনি—এসম্বন্ধে কি জানিয়াছ?

মুমুক্ষু। আত্মাকেই ভ্রমজ্ঞানে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে দেখা যায়। কাজেই ভিতরে তিনি আছেনই। আর বাহিরে নামরূপক্রিয়ারূপে মায়া সাজিয়া তিনিই। তিনিই মায়ারূপও ধরেন।

শ্রুতি। মায়াও তিনি এইভাবে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে পারে কি?

মুমুক্ষু। উবটাচার্য্য এইভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মতত্ত্ব সর্ব্বজন্তুরূপে





উৎসব।

—ঃ*ঃ—

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছে,য়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৭শ বর্ষ } সন ১৩২৯ সাল, ফাল্গুন। { ১১ শ সংখ্যা

নিরাকারে—নরাকার।

তুমি না পাওয়ালে প্রভো কে তোমারে পায়।
দিবস গুণিতে হবে তোমারি আশায়॥
চেয়েছিনু কতদিন সাগর বেলায়।
খুঁজিয়াছি কতদিন মেঘ নীলিমায়॥
তোমারে বসাব হিয়া—শ্যামতরুছায়।
তোমারে সাজাব গাঁথি শেফালি মালায়॥
লিখেছি তোমারি নাম হৃদয়েরি গায়।
সঁপিতে পরাণখানি রাঙ্গা ওই পায়॥
নিরাকার নরাকারে না আসিলে তুমি।
পাগল পাগল প্রাণে নাহি পাই আমি॥
নিরাকারে পাওয়া—সে যে ক্ষণিকে মিলায়।
চপলা চমকে ঘোর আঁধার বাড়ায়॥
তোমায় দেখিয়া যবে অনন্তে মিশাই।
রূপ ধরি অরূপের রূপে ছোঁয়া পাই॥

এই চাঁদ এই তারা সাজি ওই সাজে।
দেখা দেয় দেখি তোমা স্বপনের মাঝে ॥
সুপ্ত মত আমি "আর কেহ" নাই ভবে।
সচ্চিদ্ আনন্দে তুমি, আমি থাকি ডুবে ॥
যবে ইচ্ছা জাগি খেলি চিদানন্দ খেলা।
আনন্দ বাজারে সবই আনন্দের মেলা ॥
জগৎ জগৎ নয় আনন্দ জলধি।
শুধু তুমি সর্ব্ব লোকে নিত্য নিরবধি ॥
দাঁড়াও দাঁড়াও তবে নরাকারে প্রভু।
এই নাও "আমি" মালা—না ফেলিও কভু।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮ গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীশ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

অগস্ত্য সংহিতোক্ত শিব—নারদ সংবাদ

সহজ আনন্দদায়ক, শ্রীভগবানে অচলা

পরা প্রীতিজনক উপায় বা পরম হিতকর, সর্ব্ব বেদান্তগুহ্য, অত্যন্ত দুর্লভ

অমৃতময় ভগবৎসম্বন্ধ তত্ত্ব।

বক্তা—শিবরাম কিঙ্কর।

জিজ্ঞাসু—বিভূতিভূষণ সান্যাল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাবনা।

নিভৃত নীরব ক্রন্দনে কি কেহ বস্তুতঃ কর্ণপাত করেন ?

জিজ্ঞাসু—"ভগ্নহৃদয়! তুমি যে নিভৃত, নীরবক্রন্দন কর, শোকসন্তপ্ত গভীর রজনীতে, সকলেই যখন আরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর অঙ্কে শয়ন করিয়া

বিশ্রাম সুখ অনুভব করে, সকলেই যখন প্রকৃতির প্রেরণায় ধ্যানমগ্ন হয়, অন্য কেহ জানিতে পারিবেনা, এই বিশ্বাসে তুমি যে তখন একাকী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কর, দুর্ব্বহ শোকভার কাহারও উপরি বিন্যস্ত করিয়া, শান্তিলাভের চেষ্টা কর, ব্যাকুল প্রাণে, হতাশ মনে, ভগ্নস্বরে তুমি যে কাহাকেও আহ্বান কর, তাহা বৃথা হয় না, ভগ্নহৃদয়ের নিভৃত নীরবক্রন্দনে যে কেহই কর্ণপাত করেন না, তাহা নহে, স্বসুখব্যস্ত, সংকীর্ণ স্বার্থপর মানুষ, ভগ্নহৃদয়ের ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিলেও, ভৌতিকজগৎ তাহাতে কর্ণপাত করে, অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ, বিদ্যুৎ, তাহা শ্রবণ করেন, ভগ্নহৃদয়সন্ধায়ক ভেষজ সংগ্রহ করিবার জন্যই যেন তাঁহারা সে সূক্ষ্মক্রন্দন স্পন্দনকে বিশ্বজগতের সর্ব্বস্থলে স্পন্দিত করেন, শোক সন্তপ্তের দীর্ঘনিশ্বাস সূক্ষ্মজগৎকে কম্পান্বিত করে, বায়ু, বিদ্যুৎ, তাহার শোকভার গ্রহণ ও বহন করেন, সর্ব্বজনের উপেক্ষিত, অনন্য সহায় দীনের কাতর ক্ষীণকণ্ঠোত্থিত দীননাথ! দীননাথ! অনাথনাথ! বিপদভঞ্জন! ইত্যাদি ধ্বনি যে কেহ শ্রবণ করেন না, তাহার যে প্রতিক্রিয়া হয় না, তাহা নহে, অগ্নি বায়্বাদি দেবগণ তাহা শ্রবণ করেন, বিশ্বজগতে তাহার প্রতিক্রিয়া হয়, প্রকৃতির স্তরে স্তরে সে ধ্বনির প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয়, দীননাথ, সে কাতর ক্ষীণ কণ্ঠোত্থিত ধ্বনি শ্রবণ করেন, তাহার উত্তর প্রদান করেন। দীননাথ যদি তাহা না শুনিতেন, যদি তাহার উত্তর না-দিতেন, তাহা হইলে, হতাশ হৃদয় আশ্বস্ত হইত না. অনন্য সহায় দীনের ব্যাকুল প্রাণে তাহা হইলে শান্তি আসিত না"।

বহুবার আপনার মুখ হইতে হতাশ হৃদয়ে আশা সঞ্চারিণী, শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ের শোকসন্তাপনাশিনী, শান্তিহীন হৃদয়ের শান্তিদায়িনী, অমৃতস্বরূপিণী এইরূপ বাণী শুনিয়াছি, আপনার মুখ হইতে যখনই এইরূপ কথা শুনিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, যিনি দীনের কথাতেও কর্ণপাত করেন, অকিঞ্চনকেও যিনি দয়া করেন, অপাত্রের নিভৃত নীরব রোদনও যাঁহার শ্রবণে উপনীত হয়, তিনি ভিন্ন আর কাহার শরণাপন্ন হইব? আর কাহাকেই বা আমার মনোবেদনা জানাইব? আর কেই বা আমার শোকভার গ্রহণ করিবেন? আমার ভগ্নহৃদয়ের সন্ধাতা হইবেন? তখনই বিশ্বাস হইয়াছে, দীনেরও বন্ধু আছেন, অকিঞ্চনেরও সখা আছেন, অপাত্রের নিভৃত নীরব ক্রন্দনও কেহ শুনিয়া থাকেন। কিন্তু বাবা! এইরূপ বিশ্বাস অচলভাবে হৃদয়ে বিদ্যমান থাকেনা, অপাত্রের নিভৃত নীরব ক্রন্দনে কি বস্তুতঃ কেহ কর্ণপাত করেন? অকিঞ্চনেরও কি বস্তুতঃ কেহ সখা আছেন? এবম্প্রকার সংশয় মেঘ আমার হৃদয় গগনকে কখন কখন

আত্মপ্রকাশিত হবে। নির্জ্জনে নীরব রোদন না করিয়া, থাকিতে পারিলাম, আমার এই নিভৃত নীরব ক্রন্দনে কেহ কর্ণপাত করিবেন কি? এইরূপ সংশয় হইলেও, নীরবে রোদন করি, আমার মনোবেদনা অবগত হইয়া, কেহ কি আমার সমদুঃখী হইবেন? কেহ কি এই অকিঞ্চনের বেদনা দূর করিবেন? এইরূপ সংশয় থাকিলেও, কাহার প্রেরণায় অবশভাবে কাহাকেও মনের বেদনা জানাই, না জানাইয়া থাকিতে পারিনা বলিয়াই জানাই। আপনার মুখ হইতেই শুনিয়াছি কাছে থাকিলেও লোকে পরস্পর দূরে থাকে, দূরে থাকিলেও নিকটে থাকে। আমি ভাগ্যহীন, আমি আপনার কাছে থাকিয়াও, বহুদূরে থাকি, আপনার সমীপবর্ত্তী হইবার যোগ্যতা আমার নাই। বাবা! বড় ইচ্ছা ছিল, আমি সুপুত্র হইব, হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, আপনি যাহা ভাল বাসেন, আমি তাহাই করিব, আপনার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া, আপনার প্রাণে কখন বাধা দিবনা, কিন্তু আমি তাহা করিতে পারিনাই, মন্দভাগ্য বশতঃ আমি সুপুত্র হইতে পারিলাম না, আমি আপনার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি, আমি আপনার কাছে অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি, বোধ হয় সে অপরাধ মার্জ্জনীয় নহে। 'আপনি বিদ্যাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, জ্ঞানসম প্রিয় সামগ্রী আপনার আর কিছু আছে বলিয়া কখন বুঝিতে পারি নাই, জ্ঞানোদয় হইতে প্রতিদিন, আপনার মুখ হইতে বেদের কথা শুনিয়াছি, অনেক শাস্ত্রের কথা শুনিয়াছি, সংসারের অনিত্যত্বের কথা শুনিয়াছি, প্রকৃত বৈরাগ্যের কথা শুনিয়াছি, ভগবানের কথা শুনিয়াছি, ত্রিতাপজ্বালানাশিনী, অমৃতস্বরূপিণী ভক্তির কথা শুনিয়াছি, আহা কত ভাল কথা আমার কর্ণ যুগলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, আমার হৃদয়ে শান্তি দিয়াছে। মূঢ় আমি, অল্পবুদ্ধি আমি, অমেধাবী আমি, আপনার অমূল্য উপদেশ সমূহকে যথাযথভাবে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারি নাই, আপনার উপদেশানুরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হই নাই। তথাপি যাহা শুনিয়াছি, তাহা অপূর্ব্ব, তাহা মধুরতম, যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে যে সকল কথা হৃদয়ে ধৃত হইয়া আছে, যদি তাহাদের যথার্থ আশয় আপনার অসীম করুণায় কোনদিন (যতকালেই হোক্) উপলব্ধি করিতে পারগ হই, আমার দৃঢ় ও পূর্ণ বিশ্বাস, তাহা হইলে, কৃতকৃত্য হইব, আমার আর কিছু শুনিবার প্রয়োজন হইবে না। বাবা! বৈরাগ্যের প্রকৃত লক্ষণ কি, বহুবার তাহা বলিয়াছেন, নিজ সহজ, বিশুদ্ধ বৈরাগ্যময় জীবন দেখাইয়া, প্রকৃত বৈরাগ্যের ছবি আমার হৃদয়ে (ইহা পাষাণ সমকঠিন হইলেও) সমুজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। বৈরাগ্যবান্ হইতে না পারিলেও, বৈরাগ্যের যে ছবি দেখিয়াছি,

সে ছবি কোন দিন আমার হৃদয় হইতে স্থানান্তরিত হইবে না, আমি বৈরাগ্যের সেই বিমল ছবির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এই জীবন-অতিবাহিত করিব, সেই ছবির ধ্যান করিতে করিতে, একান্ত ইচ্ছা এই দেহ ত্যাগ করিব। আপনার উপদেশ ও আপনার জীবনই আমার সচেতন সপ্রাণ, প্রসন্নমুখ শরীরিসমগ্রবেদ, আপনার উপদেশ ও আপনার জীবনই আমার সচেতন, সপ্রাণ, সহাস্যবদন শরীরি নিখিল শাস্ত্র। 'জিজ্ঞাসামুখ্য' ও 'জিহাসামুখ্য' বৈরাগ্যের এই দ্বিবিধ রূপের কথা আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, আপনার জীবনে জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যের প্রস্ফুট ছবি দেখিয়াছি। আধি, ব্যাধি, ভয়, উদ্বেগ, পরাধীনতা প্রভৃতি দ্বারা নিয়ত প্রপীড়িত হওয়ায়, যে বৈরাগ্য হয়, তাহা জিহাসা প্রধান বৈরাগ্য। যাঁহাদের কোন দুঃখের কারণ নাই, দুঃখে মগ্ন হইলেও, যাঁহাদের চিত্ত উদ্বেগ যুক্ত হয় না, ক্লেশানুভব করেনা, শক্তিসত্ত্বেও ব্রহ্মজ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার পথের অবরোধ হইবে বলিয়া, ব্রহ্মচিন্তা ত্যাগপূর্ব্বক, যাঁহারা অর্থার্জ্জনাদি ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতে পারেন না, যাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা জিজ্ঞাসাপ্রধান বৈরাগ্যবান্। সর্ব্বভোগ প্রাপ্তিকারণ কামধেনু যাঁহাদের গৃহে বিদ্যমান, সর্ব্বকামপূরক কল্পতরুরাজি যে নন্দন কাননে বিদ্যমান, সেই নন্দন কাননে যাঁহাদের নিবাস, সেই কশ্যপাদি মহর্ষিগণ যে কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যই তাহার কারণ। জ্ঞান হইবার পর হইতে আপনার জীবনে এই জিজ্ঞাসাপ্রধান বৈরাগ্যের স্পষ্ট রূপ দেখিয়াছি, দেখিতেছি। তথাপি আমার হৃদয়ে অদ্যাপি বৈরাগ্যের উদয় হইল না, আজিও আমি (আপনার পুত্র হইয়া) অচল ঈশ্বর বিশ্বাস লাভ করিতে পারিলাম না। গভীর রজনীতে নীরবে কত কাঁদি, কিন্তু কেহইত আমার নীরবক্রন্দনে কর্ণপাত করেন না, কেহইত আমার হৃদয়ের অসহ্য বেদনা দূর করেন না। আমি অনীয় অপরাধ করিয়াছি, আপনার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি, বুদ্ধিহীনতা বশতঃ আমি ব্যাপার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইয়া, ঋণজালে জড়িত হইয়াছি, যাহা হইতে আপনার অধিকতর কষ্ট আর কিছু হইতে পারেনা, আমি আপনার সেই কষ্টের কারণ হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমি যে পাপ করিয়াছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, ভগবান্ ক্ষমার আধার, বাৎসল্যের পারাবার, যে তাঁহার চরণে 'আমি তোমার' ব'লে আত্মনিবেদন করিতে পারে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। কিন্তু আমি কি তাহা করিতে পারিব? আমার কি তাহা করিবার সামর্থ্য হইবে? আমি যে আমার

প্রত্যক্ষ ভগবানের অনভিমত কার্য্য করিয়াছি, তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছি।

আমার কি কোন উপায় নাই? প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে, যদি আমি নিষ্পাপ হইতে পারি, যদি আমি মরণের পরও আপনার চরণপ্রান্তে বাস করিবার অধিকারী হই, আপনার সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করি, তাহা হইলে, আমি নির্ভয়ে, আনন্দের সহিত প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিব। বাবা! আপনি বিদ্যাকে এত ভালবাসেন, আমি বিদ্যাবান্ হইয়া আপনাকে সুখী করিতে পারিনাই, আমি এই নিমিত্ত যে দুঃখে জীবন যাপন করি, হৃদয়জ্ঞ আপনি তাহা জানেন। বাবা! আমি যে কত কাঁদি, তাহা কি আপনি জানিতে পারেন না? আমি যে কাতর প্রাণে আপনাকে কত ডাকি, আপনি কি তাহা শুনিতে পান না? বাবা! আমার নীরব ক্রন্দন কি, আপনার কর্ণে উপনীত হয়না? আমি মহাপাপী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাবা! আপনার হৃদয় যে অতিমাত্র কোমল, আপনি যে পরদুঃখে বড় কাতর হ'ন। আপনিই'ত বহুবার বলিয়াছেন, নীরব ক্রন্দনে কেহ যে কর্ণপাত করেন না, তাহা নহে; তবে বাবা! আপনি আমার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিতেছেন না কেন? আমার দৃঢ় প্রত্যয়, আমার হৃদয় যে অনলে সদা দগ্ধ হইতেছে, যদি আপনি তাহা জানিতেন, তাহা হইলে আমাকে এতদিন এইভাবে দগ্ধ হইতে হইত না। এইবার ক্ষমা কর ক্ষমাধার! আর সহ্য করিবার শক্তি নাই। একবার তাকাইয়া দেখ, তোমার অধম সন্তানের শরীর অনুতাপানলে দগ্ধকাষ্ঠবৎ হইয়াছে কিনা? আমি আর কিছুই চাই না, আমার আর কিছু প্রার্থনীয় নাই, আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে নিষ্পাপ কর, যাহাতে আমার হৃদয়ে আবার সেই বাল্যবস্থার পবিত্রভাব ফিরিয়া আসে, তাহা কর, আমি আবার যেন তোমাকেই স্বর্গ, তোমাকেই ধর্ম্ম, তোমার সেবাকেই পরমতপঃ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, তুমি প্রীত হইলেই, নিখিল দেবতা প্রীত হইবেন, আবার যেন আমার হৃদয়ে এই বিশ্বাস জাগিয়া উঠে। বাবা! তুমি প্রসন্ন না হইলে, আমার শ্রীভগবানে অচলা পরা প্রীতি উৎপন্ন হইবে না।

নিভৃতের নীরবক্রন্দনও তিনি শ্রবণ করেন, প্রত্যেক হৃদয়ের প্রত্যেক
স্পন্দন তাঁহার সমীপে প্রবাহিত হয়, তিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি
সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী, তিনি প্রেমময়, দয়াময়, জ্ঞানময়, তিনি
সর্ব্বভাবময়, তিনি সকলের সব, তিনি শরণাগত
পালক, তিনি সর্ব্বকলুষনাশন, তিনি প্রায়শ্চিত্ত-
স্বরূপ, অতএব ভয় নাই, নির্ভয় হও, নিশ্চিন্ত
হও, কেন কাঁদ ? কে কাঁদান ?
কেন কাঁদান ? তাহা চিন্তা কর।

বক্তা—নিভৃতের নীরবক্রন্দনও তিনি শ্রবণ করেন, প্রত্যেক হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দন তাঁহার সমীপে উপনীত হয়, আমার একথা মিথ্যা নহে, ইহা বেদ-শাস্ত্রের কথা সুতরাং ইহা ধ্রুব সত্য কথা, সকলে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে না পারিলেও, সকলের সর্ব্বদা পূর্ণভাবে অনুভব না হইলেও, ইহা সকলেরই সহস্রশঃ অনুভূত সত্য। মানুষ কায়, মনঃ ও বাক্য দ্বারা যে সমুদায় কর্ম্ম করে, বিশ্বজগতে তাহার প্রতিক্রিয়া হয়, যে শব্দ আমি এখন উচ্চারণ করিলাম, স্থূলজ্ঞানে তাহা তৎক্ষণে বিলান হইয়া গেল বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা বিশ্বজগতে প্রতিক্রিয়া করিতেছে। কেবল তাহাই নহে, স্থূল-সূক্ষ্মভূতে, প্রকৃতির পত্রে পত্রে, তাহার সংস্কার (Impression) লগ্ন হইতেছে। এই সংস্কার জলে বিধৌত হয় না, অগ্নিতে ভস্মীভূত হয় না, প্রভঞ্জনের তীব্র করাঘাতে এই সংস্কার বিচলিত হয় না। "ভগ্নহৃদয়ের নিভৃত নীরবক্রন্দনে যে কেহই কর্ণপাত করেন না, তাহা নহে, স্বসুখ ব্যস্ত, স্বার্থপর মানুষ, ভগ্নহৃদয়ের নীরব ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিলেও, অগ্নি, বায়ু, তড়িৎ, বিয়ৎ, তাহা শ্রবণ করেন।" আমার এই সকল কথা, উপেক্ষণীয় কাব্য নহে, ইহা আদরণীয়, সাধারণ বৈজ্ঞানিকের অলক্ষ্য বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান। * আমরা কায়, মনঃ ও বাক্য দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করি, তাহার প্রতি-কৃতি যে বাহ্যজগতে অঙ্কিত হয়, তাহা যে স্থূল সূক্ষ্ম ভূতে ক্রিয়া করে, আলোক দ্বারা অঙ্কিত চিত্রের (Photograph) তত্ত্ব চিন্তা করিলে, তাহা প্রতিপন্ন হইবে,

* Our words, our actions, and even our thought, make an indelible impression on the universe. ——
The Religion of Geology P. 252

তাড়িত প্রতিক্রিয়ার (Electric Reaction), তাড়িৎ বা সৌদামিনী শক্তির প্রাভবিক প্রাহিত্যার কথা স্মরণ করিলেও, তাহা সপ্রমাণ হইবে। প্রার্থনাতত্ত্বে—প্রার্থনার কার্য্য কারিতা শীর্ষক প্রস্তাবে আমি এই সকল কথার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। মনের সূক্ষ্মস্পন্দনের সংস্কারও, ভৌতিক জগতে লয় হইয়া থাকে, এতথা বিশ্বাস করা, প্রত্যক্ষ করা, দুরূহ সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অস্বীকার করা, ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অনাদর করা, সমান কথা ("To believe and realise this is difficult ; to deny it is to go in the face of physical science"—Religion of geology P. 259) বায়ু একটী প্রকাণ্ড গ্রন্থ সংগ্রহ, মনুষ্যগণ স্পষ্ট বা অস্ফুটস্বরে যখন যাহা কিছু বলিয়াছে, বলিতেছে, তৎসমুদায় বায়ুরূপ গ্রন্থের পত্রে পত্রে লিখিত আছে। ভগবান্ সর্ব্ব-ব্যাপক, তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, তিনি সব জানিতেছেন। সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ কেবল সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী নহেন, তিনি ক্ষমার আধার, তিনি প্রেমময়, তিনি দয়াময়, তিনি জ্ঞানময়, তিনি সর্ব্বভাবময়, তিনি সকলের সখ, তিনি শরণাগত পালক, তিনি দীনবন্ধু, তিনি সর্ব্ব কলুষনাশন, তিনি প্রায়-শ্চিত্ত স্বরূপ, তাঁহাকে স্মরণ করিলেই, তাঁহার শরণ গ্রহণমাত্রে নিখিল পাপ ভস্মী-ভূত হয়, অতএব কোন ভয় নাই, নির্ভয় হও, নিশ্চিন্ত হও। কষ্ট পাইলেই, জীব যে ক্রন্দন করে, তাহার কারণ হইতেছে, কষ্ট পাইলেই, অন্তর্যামী, সর্ব্ব-হৃদয়বিহারী শ্রীভগবানের প্রেরণায় জীব "আমার কষ্ট নিবারণ করিয়া দেও" বলিয়া, ভগবানের সমীপে প্রার্থনা করে, রোদন, প্রার্থনার অভাব জানাইবার ভাষা, দুঃখ পাইলেই, এই নিমিত্ত জীব রোদন করে, রুদ্রদেবই বস্তুতঃ জীবকে রোদন করান। † "আমি যে পাপ করিয়াছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, যদি প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও, নিষ্পাপ হইতে পারি, তাহা হইলে, আমি আনন্দের সহিত তাহা করিব" তোমার এই সকল কথা ভগবদ্ভক্তের কথা নহে, ভগবান্ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তিনি সর্ব্বকলুষনাশন, শ্রীভগবানের নাম স্মরণ, তাঁহার গুণ ও কর্ম্মের সংকীর্ত্তন, মানুষের সর্ব্বপ্রকার পাপের বিনাশে সমর্থ, ভগবানের নামের

† যিনি দুঃখকে বিদ্রাবিত করেন, যিনি জ্ঞান প্রদান করেন, যিনি পাপীদিগকে নিষ্পাপ করিবার নিমিত্ত রোদন করান, তিনি রুদ্র ("রুৎ দুঃখং দ্রাবয়তি রুদ্রঃ। যদ্বারবনং রুৎ জ্ঞানং রাতি—দদাতি রুদ্রঃ * * * রুৎ জ্ঞানপ্রদঃ। যদ্বা পাপিনো নরান্ দুঃখ-ভোগেন রোদয়তি রুদ্রঃ" ।— শুক্ল যজুর্ব্বেদের, মহীধর কৃতভাষ্য)।

পাপ বিনাশ বিষয়ে যে পরিমাণে সামর্থ্য আছে, পাপী তাবৎ পরিমাণ পাপ করিতে পারে না ("নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ। তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্তঃস্যাৎ পাতকং পাতকীজনঃ॥"—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।) তোমার এই সকল সত্য প্রকাশক শাস্ত্রবচনে শ্রদ্ধার উৎপত্তি হয় নাই, এই নিমিত্ত তুমি ঐরূপ কথা বলিতে পারিয়াছ। কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি তোমাকে বহুদিন বহুকথা শুনাইয়াছি, কিন্তু তুমি আমার কর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ সমূহের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে পার নাই। কেহ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না, স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারেই লোকে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। আমি ইহা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, এই নিমিত্ত কেহ ক্লেশের নিমিত্ত কারণ হইলে, আমি তাহার প্রতি অন্তরে কখনও বিরক্ত হইনা, তবে বাহিরে কখন কখন বিরক্তের ভাব, অসন্তুষ্টের ভাব, ক্রুদ্ধের ভাব দেখাইবার প্রয়োজন হয়, এতদ্দ্বারা উপকারই হইয়া থাকে। তুমি যে কার্য্য করাতে, আমি ক্লেশ পাইয়াছি, আমার নিশ্চয় সেইরূপ ক্লেশ ভোগ করিবার প্রারব্ধ ছিল। আমি দুঃখ ভোগ করিলাম, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল, কিন্তু ইহা আমার অত্যন্ত অনীপ্সিত, যে তুমি আবার দুঃখ ভোগ-কারণ সংস্কারের সঞ্চয় কর, তুমি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নির্ম্মল হইয়া, ভগবানে বিশুদ্ধ পরাভক্তি লাভ পূর্ব্বক, সানন্দে এই মর্ত্তাধাম ত্যাগ কর, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা, ভগবানের কাছে ইহাই আমার প্রার্থনা।

তোমার হৃদয় যে বিষয়ানন্দ ভোগের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা বস্তুতঃ মলিনীভূত নহে, আমি তাহা বিশ্বাস করি, আমার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গৃহীত কৃচ্ছ্রজীবন তোমার হৃদয়কে ব্যথিত, করিয়াছিল, তাই তুমি ব্যবসা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জাগতিক দৃষ্টিতে সুখী করিতে গিয়াছিলে, আমি যে ইচ্ছা পূর্ব্বক দুঃখ ভোগ করি, তাহা তুমি সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারনা, আমি ভগবানের প্রেরণায় চাতকীবৃত্তির আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক, তাহা তুমি সম্যগ্‌রূপে সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে পারনা, অর্থার্জ্জনের শক্তি ভগবান্ যে আমাকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন, তাহা তুমি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে পার নাই, তাই তুমি ব্যবসা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক, পিতাকে সুখী করিতে গিয়াছিলে, ভুল করিয়াছ। আমি তোমাদিগকে জাগতিক দৃষ্টিতে কখন কোন রূপে সুখী করিতে পারি নাই, আমার [illegible] পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে সম্বন্ধ হইয়া, তোমরা জাগতিক দৃষ্টিতে বহু কষ্টই পাইয়াছ, [illegible] তোমরা বাল্যাবস্থাতে কোন দিনের জন্য আমার [illegible] [illegible] কি এই সকল ভুলিতে পারি। [illegible]

তোমার প্রকৃত কল্যাণ হোক্, তোমার হৃদয় শান্তি পূর্ণ হোক্। যে সকল রোগীকে আত্মীয়জনেরাও স্পর্শ করিতে ভীত হ'ন, তাহাদের সমীপে যাইতে সাহসী হন না, আমার আদেশে, বিনা সংকোচে, নির্ভয়ে, আনন্দের সহিত তুমি বহুদিন তাদৃশ রোগীদিগের শুশ্রূষা করিয়াছ, ঔষধ দিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার শরীরের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। বিদ্যাকে আমি বড় ভালবাসি, আমার একান্ত ইচ্ছা তোমাদিগকে আমি আমার ইচ্ছামত বিদ্বান্ করি, কিন্তু নানা কারণে, আমি তাহা করিতে পারি নাই। ঔষধ প্রস্তুত, রোগীদিগের শুশ্রূষা ইত্যাদি কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইত, পড়িবার সময় পাইতে না। তবে আমার বিশ্বাস, তুমি তজ্জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবেনা, ভগবানের কৃপায় আমি তোমাকে অল্প সময়ের মধ্যে আমার ইচ্ছামত করিতে পারিব। যে বিদ্যা লোকদ্বয়ের হিতকারিণী, যে বিদ্যা দ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায়, ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, সংসার ভ্রমণ নিরুদ্ধ হয়, আমি সেই বিদ্যাকেই ভালবাসি, আমার একান্ত ইচ্ছা, তোমরাও সেই বিদ্যাকে ভাল বাসিতে সমর্থ হও, তোমরা সেই বিদ্যাকুশল হইয়া কৃত কৃত্য হও। মানুষ তখনই সিদ্ধমনোরথ হয়, তখনই মানুষের জ্ঞান, ভক্তি, বিজ্ঞান, ও কর্ম্ম সফল হয়, যখন শ্রীভগবানের চরণে উঁহার অচলা পরাপ্রীতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। "তুমি আমার জনক, জননী আমি তোমার সন্তান," "তুমি আমার প্রভু, আমি, তোমার দাস," শ্রীভগবানের সহিত যাবৎ এই প্রকার সম্বন্ধ বোধ সুদৃঢ় না হয়, সুস্থিত না হয়, তাবৎ জীব কৃত কৃত্য হইতে পারে না। সহজ আনন্দ দায়ক এই ভগবৎ সম্বন্ধ নামক পরতত্ত্ব সর্ব্ব বেদান্তগুহ্য, অতি দুর্ল্লভ সামগ্রী, ইহার প্রাপ্তি মাত্রে জীবের শ্রীভগবানে অচলা প্রীতির আবির্ভাব হয়, জীব কৃত কৃত্য হয়, তখন আর ইহার কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না, আর ইহার কিছু প্রাপ্তব্য থাকে না, জীব তখন সর্ব্ব সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

একদা মুনিগণ, সন্দেহ সম্পন্ন হইয়া, সন্দেহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে, পর্ব্বতোত্তম কৈলাসপর্ব্বতে শ্রীমহাদেবের সমীপে গমন করিয়াছিলেন। ধনুর্ব্বাণাদি চিহ্নধারী, তিলকান্বিত পার্ব্বতীদেবীর সহিত সংযুক্ত, মঙ্গলময় শ্রীমহাদেবকে দর্শন পূর্ব্বক, পরম লোকোপকারক, রামভক্তি প্রদাতা, লোক শঙ্কর শঙ্করকে প্রণিপাত করিয়া, মুনিগণ বলিয়াছিলেন, হে দেব দেব! হে জগন্নাথ! হে ভক্তানুগ্রহকারক! হে স্বামিন্! আমাদের মনে এক মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে, আপনি আমাদের সম্পূর্ণ রূপে সেই সংশয় ছেদন করিয়া দিন। শ্রীমহাদেব মহর্ষিদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া, বলিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় যিনি মহান্, তিনি প্রশ্ন

করুন। শ্রীমহাদেবের এই কথা শুনিয়া মহর্ষি নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— জ্ঞান, ভক্তি, বিজ্ঞান ও কর্ম্ম এই চতুর্ব্বিধ যোগেরই সাধন করিয়াছি, পরন্তু অদ্যাপি আমার জানকীপতি শ্রীরামচন্দ্রে অচলা প্রীতি হয় নাই, ভগবন্! এই নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, রঘুসত্তমে অচলা প্রীতির শ্রেষ্ঠ কারণ কি? কোন্ উপায়ের আশ্রয় করিলে, রঘুনাথ চরণে অচলা প্রীতির উৎপত্তি হইবে? অন্য সাধনা ব্যতিরেকে ক্ষণকাল মধ্যে সিদ্ধি হইবে? স্বামিন্! এবম্প্রকার সার হইতে সারতর অপূর্ব্ব উপায় বলিয়া দিন। মহর্ষি নারদের এই কথা শুনিয়া লোকশঙ্কর শঙ্কর বলিয়াছিলেন—হে মুনিশার্দ্দূল! হে রঘুনন্দনপরায়ণ! ধন্য তুমি, যে হেতু তুমি গুহ্য হইতে গুহ্য, উত্তম মহত্তত্ত্বের জিজ্ঞাসা করিয়াছ। ঋষিরা, দেবগণ, ভক্ত ও জ্ঞানিবৃন্দ এই সকলের মধ্যে কেহই এই পরম রহস্য সুবিদিত নহেন। পূর্ব্বে একদা সাক্ষাৎ শ্রীজানকীপ্রিয়, নির্জ্জন দেশে অবস্থিত আমার প্রভু রঘুনাথ, কৃপা পাত্র জ্ঞানে আমাকে সর্ব্ববেদান্ত গুহ্য, অত্যন্ত দুর্লভ, অমৃতময়, সহজ আনন্দ দায়ক (যাহার প্রাপ্তিমাত্রে জীবের শ্রীভগবানে অচলা প্রীতি হইয়া থাকে) যে সম্বন্ধাখ্য, পরতত্ত্ব বলিয়াছিলেন, তোমাকে ভাবভাজন (ভাবে,- ভক্তির প্রকৃত পাত্র) জানিয়া, আমি সেই সম্বন্ধাখ্য পরতত্ত্ব বলিব। *

---

* "একদামুনয়ঃ সর্বে কৈলাসে পর্বতোত্তমে। গতাসন্দেহ সম্পন্নাঃ শ্রীমহা- দেবসন্নিধৌ॥ দৃষ্ট্বাতত্রহরংভদ্রং পার্ব্বত্যাসংযুতং শিবং। ধনুর্বাণাদি চিহ্নানাং ধারিণং তিলকান্বিতং॥ প্রণিপত্যাব্রুবন্ সর্বে শঙ্করং লোক শঙ্করং। রামভক্তি প্রদাতারং লোকোপকারকং বরং॥ দেব দেব জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহকারক। সন্দেহোস্তিমহান্ স্বামিন্ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ॥ শ্রীশিব উবাচ। সর্ব্বেষাং বো মহান্ বোস্তি স বৈপ্রশ্নংপ্রকল্পয়েৎ। নারদ উবাচ। জ্ঞানং ভক্তিং চ বিজ্ঞানং কর্মাণ্যপিকৃতং-ময়া। পরন্তুহ্যচলা প্রীতির্নাভবজ্জানকীপতৌ॥ অতোহন্তভগবন্- ত্বাংবৈ পৃচ্ছামিকারণং পরং। যেনাচলাপরাপ্রীতির্জায়তে রঘুসত্তমে। বিনৈবসাধনংসিদ্ধিঃ ক্ষণাদ্যৈনৈবজায়তে। তদপূর্ব্বংবদস্বামিন্ সারাৎসারতরং মহৎ॥ মহাদেব উবাচ। ধন্যোসিমুনিশার্দূল রঘুনন্দপরায়ণ। যৎপৃষ্টবান্মহত্তত্ত্বং গুহ্যানাংগুহ্যমুত্তমম্॥ ঋষয়োনির্জরাংসর্বেতথাভক্তাশ্চজ্ঞানিনঃ। ইদং রহস্যং পরমং নৈবজানন্তিকেপিহি॥ পূর্বংতুএকদামাংবৈ সাক্ষাৎ শ্রীজানকীপ্রিয়ঃ। প্রোক্তবান্করুণাপাত্রং রহসিসংস্থিতঃ প্রভুঃ॥ যদ্বিতংসর্ববেদান্তে গুহ্যমত্যন্ত- দুর্লভং। বক্ষ্যেহমৃতময়ং বিপ্র জ্ঞাত্বা ত্বাং ভাবভাজনং॥"—ভগবৎসংহিতা।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং।

নমো গণেশায়

শ্রী১০৮গুরুদেবপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্রচরণকমলেভ্যো নমঃ

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যতুলনাত্মক ন্যায়সার।

Essentials of Comparative Logic.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপোদ্ঘাত প্রকরণ।

বক্তা—শিবরামকিঙ্কর

জিজ্ঞাসু—শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ,

বর্দ্ধমান কলেজের লজিকের অধ্যাপক।

জিজ্ঞাসুর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ন্যায় বিষয়ক উপদেশ শ্রবণের প্রয়োজন।

জিজ্ঞাসু—প্রায় সাত বৎসর হইল ৺কাশীধামে প্রথমে আপনার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। আপনারদর্শন লাভের পূর্ব্ব হইতে, আমাকে আপনি না জানিলেও, আমি আপনাকে জানিতাম, আমার এক সহপাঠীর মুখে আপনার নাম শুনিয়াছিলাম, আপনার রচিত আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপ, মানবতত্ত্ব, প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। আপনার নাম শ্রবণ ও আপনার রচিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমার আপনাকে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হয় এবং এক গ্রীষ্মাবকাশে, আমি (আপনাকে পূর্ব্বে কিছু না জানাইয়া, আপনার অনুমতি না লইয়া,) আপনার ৺কাশীধামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলাম। প্রায় একমাস আপনার আশ্রমে বাস করিলেও, আমার ভাগ্যে আপনার দর্শন লাভ ঘটে নাই। এই একমাসের মধ্যে আমি যে আপনার দর্শন প্রার্থী হইয়া, একমাস আপনার আশ্রমে বাস করিতেছি, একদিনও আমি তাহা আপনাকে জানাই নাই। গ্রীষ্মাবকাশ [illegible] শেষ হইয়া আসিল, কলেজ খুলিবার যখন অল্পদিন অবশিষ্ট আছে, তখন

আপনার দর্শন লাভ না করিয়াই, ফিরিতে হইল ভাবিয়া, অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, আর ধৈর্য্যরক্ষা করিতে না পারিয়া, আমি কোন লোক দ্বারা আপনাকে জানাইয়াছিলাম, একমাস অতীত হইল, আপনার দর্শনপ্রার্থী হইয়া, আমি আপনার আশ্রমে বাস করিতেছি, কিন্তু আমার ভাগ্যে এক মাসের মধ্যে আপনার দর্শন ঘটে নাই। আমি বর্দ্ধমান কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করি, গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হইয়া আসিয়াছে, কলেজ খুলিবার আর অল্পদিন অবশিষ্ট আছে, যদি আমাকে আপনার দর্শন লাভ না করিয়াই, ফিরিতে হয়, তাহা হইলে, আমার বড় কষ্ট হইবে। আমার এই কথা শুনিয়া, আপনি আগামি-দিন বেলা দশটার সময়ে আমাকে আপনার সমীপবর্ত্তী হইতে অনুমতি প্রদান করেন। আমি আপনার আদেশানুসারে যথাসময়ে আপনার সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলাম এবং আপনার দর্শন লাভ পূর্ব্বক পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং আমার বন্ধুর মুখে আপনার অনেক কথা শ্রবণ করিয়া, আমার পূর্ব্বেই আপনার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, আপনার দর্শন লাভের পর, আমার মনে যে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমি বর্ণন করিতে অক্ষম, তৎকালে আমি এক প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, কি পাইতে চাহিতাম, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতাম না, আপনাকে দেখিবামাত্র, মনে যেন এক নূতন সামগ্রী পাইবার আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল; বোধ হইয়াছিল, এতদিন যাঁহাকে পাইতে চাহিতাম, আজ যেন তাঁহাকে অস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারিলাম। প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে, আপনি স্নেহমাখা মধুর বচনে আমাকে উপবেশন করিতে আদেশ করেন এবং উপবেশন করিলে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বাবা! কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছ? উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, বাবা! শান্তির প্রার্থী হইয়া, আপনার সমীপে আসিয়াছি। তুমি কি কর? আপনি এইরূপ প্রশ্ন করিলে, আমি বলিয়াছিলাম, আমি ফিলোজফীতে এম, এ, বর্দ্ধমান কলেজে লজিকের অধ্যাপনা করিয়া থাকি।

প্রশ্ন—তোমার অশান্তির কারণ কি? কৃতবিদ্য হইয়াছ, বিদ্যাদান করিতেছ, ব্রাহ্মণের যথার্থ কার্য্যই করিতেছ, তবে শান্তির অভাব হইবে কেন?

উত্তর—এম, এ, হইয়াছি বটে, কিন্তু কৃতবিদ্য হইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না; বৃত্তির জন্য অধ্যাপনা করি সত্য, কিন্তু অধ্যাপনা করিয়া সুখী হই না, [illegible] হয় অধ্যাপনা করিবার ঠিক যোগ্যতা আজিও হয় নাই। [illegible]

আর্য্যশাস্ত্র প্রদীপের ভূমিকা পাঠে অবগত হইয়াছি, 'আগমকাল' (গুরু সকাশ হইতে বিদ্যাগ্রহণকাল), 'স্বাধ্যায়কাল' (অভ্যাসকাল), 'প্রবচনকাল' (অধ্যাপনকাল) এবং 'ব্যবহার' (Practice) কাল, এই চারি প্রকারে বিদ্যা উপযুক্তা—অভীষ্ট ফলদানে সমর্থা হইয়া থাকে। যাঁহার বিদ্যা প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ প্রকারে উপযুক্তা হয় নাই, তিনি বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।" আমি এই নিমিত্ত বলিতেছি,—"এম্, এ, হইয়াছি বটে, কিন্তু কৃতবিদ্য হইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না, বৃত্তির জন্য অধ্যাপনা করি সত্য, কিন্তু অধ্যাপনা করিবার ঠিক যোগ্যতা আজিও হয় নাই।" আপনি বলিলেন, 'ব্রাহ্মণের যথার্থ কার্য্যই করিতেছ', কিন্তু আমার বিশ্বাস, যেরূপ উপযুক্ত হইয়া, যে ভাবে অধ্যাপনা করিলে, ব্রাহ্মণের যথার্থ কার্য্য করা হয়, আমি সেরূপ উপযুক্ত হইয়া, তদ্ভাবে অধ্যাপনা করিনা, আমার চিত্ত এই নিমিত্ত শান্তিবিহীন। আপনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে প্রকৃত জ্ঞান পিপাসুর সংখ্যা বিরল হইয়া আসিয়াছে, যাহাকে বিদ্যার্থী বলে, এ দেশে তাহা যে, আর অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে এখন যে, অর্থার্থীর সংখ্যাই অধিক, তাহা অবিসম্বাদিত কথা। বিদ্যাচর্চ্চা না করিলে, অর্থার্জ্জনের সুবিধা হইবে না, ভারতবর্ষীয়েরা কেবল এই নিমিত্ত কিছু, কিছু বিদ্যানুশীলন করিয়া থাকেন, নতুবা বিদ্যার জন্য বিদ্যানুশীলন করেন, এইরূপ মহানুভবের সংখ্যা, দুর্ভাগ্য আমাদের অধিক দেখি নাই, (আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের ভূমিকা)। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার এই কথা যথার্থ, আমি বিদ্যার জন্য বিদ্যানুশীলন করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শুনিয়াছি, ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়ন ও ষড়ঙ্গ বেদার্থ পরিগ্রহ, ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম; আমার বিদ্যানুশীলন যে নিষ্কারণ ধর্ম্ম নহে, তাহা নিঃসন্দেহ। বেদাধ্যয়ন ত দূরের কথা, 'বেদ' কোন্ পদার্থ, আমি তাহাই জানি না।' আমি ফিলোজফী পড়িয়াছি, লজিক পড়িয়াছি, লজিকের অধ্যাপনা করিতেছি, কিন্তু আমি আমাদের দর্শন শাস্ত্র, যে দর্শন শাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা প্রতীচ্য কোবিদগণের মুখ হইতেও শুনিতে পাই, ফ্রান্স দেশীয় প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ বিক্টর কসিন (Victor Cousin), তাঁহার নবীন দর্শনেতিহাস (History of Modern Philosophy) নামক গ্রন্থে, যে দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন 'যখন আমরা ভারতবর্ষের কাব্য ও দর্শন শাস্ত্র নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করি, তখন উহাদের মধ্যে এত অধিক, অপিচ এতাদৃশ গম্ভীর তথ্য সত্যের উপলব্ধি হয় যে, পাশ্চাত্য ধীশক্তি তত্তুলনায় আমাদের সমীপে তুচ্ছ

বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে, প্রাচ্যদিগের সম্মুখে আমরা তখন নতজানু হইতে বাধ্য হই, আর তখনি মানবজাতির আত্মস্থান এই ভারতবর্ষই যে, উচ্চৈস্তম তত্বজ্ঞানের জন্মভূমি, তাহা আমরা অনুভব করি। * দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি বিদেশীয় উদার হৃদয়, সত্যসন্ধ কোবিদগণ কর্তৃক এইভাবে প্রশংসিত, সেই দর্শন শাস্ত্র অদ্যাপি পড়িতে পারি নাই। অন্যান্য শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমি যে ইংরাজী ন্যায় বা তর্ক বিদ্যার (Logic) অধ্যাপনা করিতেছি, সেই ন্যায় বা তর্ক বিদ্যার ভারতবর্ষে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, আমাদের জগৎ পূজনীয় চরণ, পূর্ব্ব পুরুষেরা সেই ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে কি, কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাও যে আমি জানি না, অতএব আমার মনে, এম্, এ, হইয়াছি বলিয়া শান্তি থাকিবে কিরূপে? আমি কেমন করে আপনাকে কৃতবিদ্য ভাবিয়া সুখী হইতে পারি? ডাক্তার য়ুবার্‌ওয়েগ্ (Dr. F. Ueberweg) স্বপ্রণীত লজিকে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ গ্রীকদিগের প্রভাববশতঃ প্রথমে ন্যায়ের উদয় হইয়াছে। গ্রীক্‌দিগ হইতে প্রাপ্ত তিনটী ন্যায়াবয়ব (Syllogism) হইতেই ভারতবর্ষে, মাইনর প্রেমিশেস্ (Minor premises) ও কন্‌ক্লুসনের (Conclusion—উপনয় ও নিগমনের) পুনরুক্তি নিবন্ধন ন্যায়ের পঞ্চ অবয়বের উদ্ভব হইয়াছে। ন্যায় শাস্ত্র ইজিপ্‌শিয়ান্ (Egyptians)—দিগ দ্বারা প্রথমে প্রকল্পিত হইয়াছে, অথবা গ্রীকেরা ইহার আদ্যবিধাতা, ডাক্তার য়ুবার্‌ওয়েগ্ এতদ্বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন নাই, কারণ প্লেটো ইজিপশিয়ান্‌দিগের জ্ঞানের প্রাচীনতার প্রশংসা করিয়াছেন। গ্রীকের যে তাঁহাদের জ্ঞানের বহু উপাদান ইজিপ্‌শিয়ান্ এবং সাধারণতঃ প্রাচ্য দিগের নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, য়ুবার্‌ওয়েগ্ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। য়ুবারওয়েগের বিশ্বাস আরিস্ততলই (Aristotle) ন্যায় সিদ্ধান্তের (Theory of Syllogism) সৃষ্টিকর্ত্তা,

---

* When we read with attention the poetical and philosophical monuments * * * of India—we discover there so many truths, and truths so profound, and which make such a contrast with the meanness of the results at which the Europian genius has sometimes stopped, that we are constrained to bend the knee before that of the East, and see in the cradle of the human race the native land of the highest philosophy.

তাহার পূর্ব্বে প্রমাণঃ অন্ত কাহার দ্বারা ইহা কৃত হয় নাই, আরিস্ততল্‌ই তাহার বৈজ্ঞানিক রূপে নির্ম্মাতা, আরিস্ততল্‌কে যে, লজিকের বিজ্ঞান ময় রূপের জনয়িতা বলা হয়, তাহা অযথার্থ নহে। * লজিকের ইজিপ্‌শিয়ানেরা বা গ্রীকেরা আস্তবিধাতা, কিংবা ইহা ভারতবর্ষের সম্পত্তি, ঋষিরাই ইহার প্রথম স্রষ্টা, আমি এই বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারি নাই। যে ব্যক্তি নিজ গৌরবান্বিত, বিদেশীয় সুধীগণ দ্বারা সমাদৃত, পৃথিবীর অজ্ঞান ধ্বান্তারি পূর্ব্বপুরুষদিগের কোন সংবাদ জানে না, সে ব্যক্তিকে আপনি কৃতবিস্থ বলিয়া, উপহাস করিবেন না।

বক্তা—বাবা! তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, তুমি বিনীত স্বভাব, বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ এম্, এ, বি, এ, প্রভৃতি উপাধিধারী, শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের স্থায় তুমি গর্ব্বিত নও, তোমার প্রকৃতি উদ্ধত নহে, বিস্থাদৃপ্ত নহে। প্রকৃত বিস্থা মানুষকে বিনয়াদি গুণ সম্পন্ন করে; তোমার প্রকৃত বিস্থা হইয়াছে, কিনা, তাহা আমি এখন বলিতে পারিনা, তবে তোমার যেরূপ স্বভাব দেখিতেছি, তোমার মনোভাবের যতটুকু পরিচয় পাইলাম, তাহাতে বিশ্বাস হইতেছে, ইংরাজী বিস্থা শিক্ষা করিলেও, এম্, এ, হইলেও, তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগকে, বিনা বিচারে অসভ্য বলিবার, মূর্খ বলিবার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিবার শক্তি হয় নাই,

---

* "The Nyaya, which perhaps first arose under Greek influence, recognises the syllogism Nyaya (from which the system takes its name) in the form of five propositions, which arise out of the three propositions by the repetition of the minor premise and conclusion. * * * It is very doubtful whether the Egyptians constructed a logical theory. Plato praises the antiquity of their knowledge. * * * The Greeks have undoubtedly learned much of the material of their knowledge from the Egyptians and from the Orientals generally. * * * Aristotle created the theory of Syllogism, which before him had scarcely been worked at. * * * Aristotle dedicated special treatises to the whole of the chief parts of Logic as the doctrine of thinking, and has given a strict scientific from to each one of them. For this service he has been rightly called the Father of Logic as a science." ——

System of Logic and History of Logical Doctrines by Dr. F. Ueberweg. P. 20-31.

তুমি ইংরাজী ফিলোজফীতে এম্, এ, তুমি লজিকের অধ্যাপক, তথাপি তোমার "ভারতবর্ষীয় প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের ব্যাপ্তি জ্ঞান ছিল, না," "নব্য নৈয়ায়িকদিগের লক্ষণের জ্ঞান নাই," এইরূপ মত প্রকাশ করিবার সামর্থ্য হয় নাই, "যে ন্যায়দর্শন খানি এখন গোতম প্রণীত ন্যায় দর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে, সে ন্যায় দর্শন প্রণেতার, গণিত তন্ত্রে (Mathematics) কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলেও, ন্যায়ের সমীচীন জ্ঞান ছিল না" নির্ভয়ে এইরূপ কথা বলিবার শক্তি তোমার হয় নাই। তুমি স্বদেশীয় দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পার নাই বলে দুঃখিত হইতেছ, তুমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের উন্নতির ইয়ত্তাবধারণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছ, ইহা এই অধঃপতিত, বর্ত্তমান বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যে নিশ্চয় বিরল্ দৃষ্টান্ত। "আমি প্রখ্যাত জাতিসম্ভূত, আমাকে আমার মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদিগের শ্রেষ্ঠত্বের উত্তরাধিকারী হইতেই হইবে, তাঁহাদের মহিমার চিরস্থাপক হইতেই হইবে, যে ব্যক্তির এবম্প্রকার সম্বেদন হয়, এইরূপ দৃঢ় সংকল্প হয়, সেই ব্যক্তির, এতদ্দ্বারা প্রভূত বল ও স্থির আলম্বন প্রাপ্তি হইয়া থাকে, অতীত গৌরবের স্মৃতি, বর্ত্তমান জীবনকে সুস্থির করে, উন্নমিত করে, পুনরুন্নতির স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া থাকে।"* তোমার এভাব প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক, যথা সম্ভব সংস্কৃত দর্শন ও ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যয়ন, তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, এতদ্দ্বারা তুমি লাভবান্ হইবে, তোমার চিত্তে শান্তির উদয় হইবে। তবে ইহা মনে রাখিও, রাগ-দ্বেষ শূন্য, সত্যনিষ্ঠ, বৈদিক আর্য্যোচিত প্রতিভা বিশিষ্ঠ, আগম কালাদি চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা উপাত্তবিদ্য পুরুষের উপসন্ন না হইলে, ইষ্ট সিদ্ধি হইবেনা। আরিস্ততল্ (Aristotle) ন্যায় শাস্ত্রের আদ্যবিধাতা নহেন, প্লেটো আরিস্ততল্ প্রভৃতি গ্রীস্ দেশীয় সুধীগণ ভারতবর্ষ হইতেই সাক্ষাৎ পরম্পরাভাবে, প্রথমে জ্ঞানের উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ইজ্রপ শিষ্যদিগেরও বিদ্যাগুরু।

জিজ্ঞাসু—আমার এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই, যুবারওয়েগের লজিক্ পড়িয়া, আমি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, আপনাকে তাহাই জানাইয়াছি।

---

* "Nations like individuals, deserve support and strength from the feeling that they belong to an illustrious race, that they are the heirs of their greatness, and ought to be perpetuate of their glory."—S. Smiles character.

ভারতবর্ষ, গ্রীক্ দিগ হইতে ন্যায়শাস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই, ভারতবর্ষীয় ন্যায়শস্ত্রই আরিস্ততলের ন্যায়ের ভিত্তিমূল।

বক্তা—আরিস্ততল্‌ই যে, ন্যায়ের (Syllogism) আদ্যবিধাতা, পূর্ব্বে য়ুরোপীয়ানদিগের মধ্যে অনেকেই এইরূপ বিশ্বাসবান্ ছিলেন, ডুগাল্ট ষ্টুয়ার্টের বিশ্বাস, ফাদার পন্‌স (Father Pons) নামক একজন জেশুট্ মিশিনারী (Jesuit missionary) সর্ব্বাগ্রে য়ুরোপীয় বিদ্বজ্জনকে এই হৃদয় গ্রাহি তথ্যের সংবাদ প্রদান করেন যে, ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মণেরা এই কালেও ন্যায়ের ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ইহা সুপরিচিত আছে। কিন্তু ফাদার পন্‌স্ এই সত্য জানাইলেও, যাবৎ স্যার উইলিয়ম জোন্সের বিতর্ক রহিত (অবিসম্বাদিত—Indisputable) সাক্ষ্য দ্বারা ইহা প্রমাণীকৃত না হইয়াছিল, তাবৎ ইংল্যাণ্ডে এতৎ প্রতি কাহারও চিত্ত বিশেষতঃ আকৃষ্ট হয় নাই। স্যার উইলিয়ম জোন্স তাঁহার এসিয়াটিক গবেষণার একাদশ সম্ভাষণে, নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিয়াছেন, গ্রীকেরা ভারতবর্ষ হইতে ন্যায় শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, মুসলমান গ্রন্থ লেখকেরা অনুমান করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় ন্যায় শাস্ত্রই, আরিস্ততলীয় ন্যায়ের ভিত্তিমূল।* যাহা হোক্ ভারতবর্ষ যে গ্রীক্ দিগ হইতে ন্যায় শাস্ত্র প্রাপ্ত হন নাই, তাহা বিশ্বাস করিবার, এতদ্ব্যতীত অনেক কারণ আছে, আবশ্যক হইলে, আমি তোমাকে এসম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলিতে পারিব।

---

* "It is proper, however, before dismissing the subject, to take some notice of the doubts which have been suggested upon this head, in consequence of the lights recently thrown on the remains of ancient science still existing in the East. Father Pons, a Jesuit missionary, was, I believe, the first person who communicated to the learned of Europe the very interesting fact, that the use of the syllogism is, at this day, familiarly known to the Brahmins of India; but this information does not seem to have attracted much attention in England, till it was corroborated by the indisputable testimony of Sir William Jones, in his third discourse to the Asiatic Society, delivered in 1786."—Elements of the Phelosophy of the Human mind by Dugald Stewart P. 442.

জিজ্ঞাসু—যদিও আমি এই বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান করি নাই, তথাপি আমার সহজ বিশ্বাস, ভারতবর্ষই সর্ব্ববিদ্যার আদ্যপ্রসূতি, ভারতবর্ষই সভ্যতার আদ্য জন্মভূমি।

বক্তা—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, প্রতীচ্য উদার হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ বিদ্বজ্জন সমূহের মধ্যে বহু ব্যক্তিই, এই কথা বিশ্বাস করিয়াছেন, করিয়া থাকেন। আমার জানিবার ইচ্ছা হইতেছে, ভারতবর্ষীয় দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, কি বিশেষ লাভ হইবে বলিয়া, তোমার বিশ্বাস হইয়াছে? ভারতবর্ষীয় দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত তোমার যে, এইরূপ প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে, তাহার কারণ কি? ইংরাজী দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করিয়া, তোমার কোন্ অভাব এখনও অপূর্ণ আছে বলিয়া মনে হইয়া থাকে?

জিজ্ঞাসুর সংস্কৃত দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছে কেন? ইংরাজী দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করিয়া, জিজ্ঞাসুর কোন্ অভাব এখনও অপূর্ণ আছে বলিয়া মনে হয়।

জিজ্ঞাসু—ইংরাজী দর্শন ও ন্যায় পড়িয়াছি বটে; ফিলোজফীতে এম্, এ, পাস করিয়াছি এবং লজিক পড়াইতেছি সত্য, কিন্তু ইংরাজী দর্শন ও ন্যায় যে যথা প্রয়োজন পড়া হইয়াছে, আমার তাহা বিশ্বাস হয় না, যাহা পড়িয়াছি তৎসমুদায়ের তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি হইয়াছে, আমি তাহা মনে করিতে পারিনা, প্রধানতঃ এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যেই পড়িয়াছি, যথার্থ জ্ঞান পিপাসু হইয়া পড়ি নাই। অতএব ইংরাজী দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি যে, সন্তুষ্ট হই নাই, শান্তি পাই নাই, আমার অভাব এখনও পূর্ণ হয় নাই, আমি যে এইরূপ মনে করি, ইংরাজী দর্শন ও ন্যায়ের অপূর্ণতাইকে, আমি তাহার কারণ বলিয়া অবধারণ করিনা, আমার বুদ্ধিমান্দ্যকেই, আমি তাহার কারণ বলিয়া বুঝিয়া থাকি। আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, যেরূপে বিদ্যার্জ্জন করিলে, বিদ্যা উপযুক্ত হয়, আমি সেইরূপে বিদ্যার্জ্জন করিতে পারি নাই।

বক্তা—যেরূপে বিদ্যার্জ্জন করিলে, বিদ্যা উপযুক্তা হয়, এখন সেইরূপে বিদ্যার্জ্জন করিবার চেষ্টা কর। যে ইংরাজী দর্শন-শাস্ত্র পাঠ করিয়াছ, সেই ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যাহাতে পূর্ণভাবে পরিগৃহীত হয়, তন্নিমিত্ত যত্নশীল

হও, এতদ্দ্বারা ইষ্টসিদ্ধি হইবে, শান্তি পাইবে। সংস্কৃত দর্শনও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বিশেষতঃ লাভবান্ হইবে, তোমার কি এইরূপ বিশ্বাস হয়? যদি হয়, তবে বল শুনি, তাহা কেন হয়? যাঁহারা সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, ন্যায়াচার্য্য হইয়াছেন, তুমি কি মনে কর, তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই দর্শন অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে? সকলেরই অভাব মিটিয়াছে? সকলেরই হৃদয়ে শান্তি বিরাজ করিতেছে?

জিজ্ঞাসু—যেরূপে বিদ্যার্জ্জন করিলে, বিদ্যা উপযুক্তা হয়, সেইরূপে বিদ্যার্জ্জন করিয়া, যাঁহাদের বিদ্যা উপযুক্তা হইয়াছে, তাঁহারাই বলিতে পারেন, বিদ্যা উপযুক্তা হইলে, হৃদয়ে প্রকৃত শান্তির উদয় হয় কিনা। "বিপুল বিদ্যাই কি মানবের ঈপ্সিততম? নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইলেই কি, মানব যথার্থ সুখী হইতে পারে?" জার্ম্মান দেশীয় সুধীশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্ট্ এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া, স্বয়ং ইহার সমাধান করিয়াছেন—"বিপুল বিদ্যাজনিত উৎকর্ষ সর্ব্বথা হিতবহ নহে, জ্ঞানবৃদ্ধির পূর্ব্বে যাহাদের অহিতকারিতা অজ্ঞাত থাকে, যাহাদিগকে হিতবহরূপে নিশ্চয় করা যায়, জ্ঞানবৃদ্ধির পরে তাহাদের অহিতকারিতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, বিবিধ সংশয় উপস্থিত হয়, বহু অজ্ঞাত পূর্ব্ব অভাবের বোধ জন্মিয়া থাকে, সুতরাং জ্ঞানের বৃদ্ধিতে সুখ না হইয়া দুঃখেরই বৃদ্ধি হয়"।

বক্তা—ক্যাণ্ট্ ইতঃপর কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—ক্যাণ্ট্ পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কি হইলে, কি পাইলে, মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী হইতে পারে, যথাযথভাবে তদবধারণ, পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান, মানবের সাধ্যাতীত। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, মানবের প্রাপ্তব্য কি, কি পাইলে, মানব কৃতকৃত্য হইতে পারে, প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী হইতে পারে, একমাত্র তিনিই তন্নিরূপণে ক্ষমবান্। *

---

* "In short, it is quite beyond man's power to determine with certainty what would make him happy. Omniscience alone could solve this question for him."
The Metaphysic of Ethics, by Immanuel Kant. Translated by J. W. Semple, Advocate P. 20—21.

বক্তা—সুধীশ্রেষ্ঠ ক্যাণ্টের এই কথা শুনিয়া, তোমার কি মনে হইয়াছে? বিদ্যা বিবর্দ্ধনকে কি তাহা হইলে তুমি দুঃখ বিবৃদ্ধির কারণ বলিয়াই নিশ্চয় করিয়াছ? যদি তাহা করিয়া থাক, তবে আর সংস্কৃত দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইতেছ কেন?

জিজ্ঞাসু—বিদ্যা বিবর্দ্ধনকে আমি সর্ব্বদা দুঃখবিবৃদ্ধির হেতুরূপে পরিগণিত করিনা। ক্যাণ্টের ঐরূপ বাক্যের, আমি যে অভিপ্রায় বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, যে বিদ্যা মানুষকে সর্ব্বজ্ঞ করিতে পারে না, সংশয় বিরহিত করিতে পারে না, যে বিদ্যা সমধিগত হইলেও, 'আমার আর কিছু জানিবার অবশিষ্ট নাই', 'যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা আমার নিঃশেষরূপে জানা হইয়াছে', মানুষের এইরূপ বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পায় না, ক্যাণ্ট্ তাদৃশ বিদ্যা বিবর্দ্ধনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যে বিদ্যা মানুষকে পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানী করে, সর্ব্বজ্ঞ করে, আমার যাহা জ্ঞাতব্য, আমি তাহা জানিয়াছি, আমার আর কিছু জানিতে অবশিষ্ট নাই, এই প্রকার অচল বিশ্বাসবান্ করে, ক্যাণ্ট্ বোধ হয় তাদৃশ বিদ্যালাভার্থ (যদি অপ্রাপ্য না হয়) যত্ন করিতে নিষেধ করেন নাই। ক্যাণ্ট্ বলিয়াছেন, "কি হইলে, মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী হইতে পারে, যথাযথভাবে তন্নিরূপণ, পরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান-মানবের সাধ্যাতীত, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, মানুষের প্রাপ্তব্য কি, কি পাইলে মানব কৃতকৃত্য হইতে হইতে পারে, যথার্থ সুখী হইতে পারে; একমাত্র তিনিই তন্নিরূপণে ক্ষমবান্"। যাঁহারা সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, ন্যায়াচার্য্য হইয়াছেন, তুমি কি মনে কর, তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই দর্শন অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে? সকলেরই অভাব মিটিয়াছে? সকলেরই হৃদয়ে শান্তি বিরাজ করিতেছে? আপনার এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া, ক্যাণ্টের কথা আমার স্মৃতিপথে জাগিয়াছিল, আমি তাই ক্যাণ্ট্ যাহা বলিয়াছেন, আপনাকে তাহা শুনাইয়াছি। যাঁহারা সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, ন্যায়াচার্য্য হইয়াছেন, যদি তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ না হইয়া থাকেন, আমাদের আর কিছু জানিতে অবশিষ্ট নাই, যদি তাঁহাদের এইরূপ অচল বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পাইয়া না থাকে, যদি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকৃত শান্তি স্থির আসন গ্রহণ না করিয়া থাকেন, যদি তাঁহাদের অভাব বোধ, একেবারে বিনষ্ট হইয়া না থাকে, তবে তাঁহাদের সহিত ইংরাজী দর্শন-বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য পুরুষদিগের পার্থক্য থাকিবে কেন? সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র ও ন্যায় শাস্ত্র আমি পড়ি নাই, অতএব সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র ও সংস্কৃত ন্যায় শাস্ত্র যে আমাকে

সাধারণতঃ পড়া হয়, তদ্দ্বারা কি বিশেষ লাভ হইয়া থাকে, আমি তাহা বলিতে পারি না। যাঁহারা সংস্কৃত দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, দার্শনিক ও নৈয়ায়িক বলিয়া লোকে যাঁহারা আদৃত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই চারিজনকে আমি দেখিয়াছি, দুই চারিজনের সহিত আলাপ করিয়াছি, কিন্তু বুঝিতে পারি নাই, ইহাঁরা সংস্কৃত দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, আমাদিগ হইতে বিশেষতঃ সুখী হইয়াছেন, আমাদিগ হইতে ইহাঁদের অনেকতঃ সংশয় মিটিয়াছে, ইহাঁদের দ্রষ্টব্যের দর্শন লাভ হইয়াছে, জাগতিক সুখে ইহাঁরা বিগত স্পৃহ হইয়াছেন, দুঃখের সময়ে, ইহাঁরা চিত্তকে অবিচলিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহাঁদের চিত্ত কাম-ক্রোধাদি দোষ রহিত হইয়াছে, প্রেমপূর্ণ হইয়াছে।

বক্তা—তাহা হইলে তোমার সংস্কৃত দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার যে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে, তাহার কারণ কি?

জিজ্ঞাসু—মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা আমি জানিয়াছি, আর আমার কিছু জানিতে অবশিষ্ট নাই, যাহা প্রাপ্তব্য তাহা আমি পাইয়াছি, আর আমার কিছু পাইবার বাকী নাই, এইরূপ কথা বলিতে পারে, অবগত হইয়াছি, বেদও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ ভিন্ন, অন্য কেহ এইরূপ আশ্বাসবাণী দ্বারা ভবসন্তাপ-সন্তপ্ত হৃদয়কে আশ্বাসিত করেন না। অবগত হইয়াছি, জীবের নাশ হয় না, জীব বস্তুতঃ নশ্বর নহে, মৃতকেও দেখিবার উপায় আছে, মৃতকেও জীবিত করা সম্ভব, মৃত্যুকে অতিক্রম করা অসাধ্য নহে, পৃথিবীতে এই কথা মুক্তকণ্ঠে, বিনা সংকোচে বেদও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ ভিন্ন আর কেহ বলেন নাই, আর কেহ বলেন না। অবগত হইয়াছি, কেবল মুখের কথা নহে, যেরূপে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, যে উপায়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, যে প্রকার সাধনা দ্বারা প্রকৃতিবৎ সর্ব্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হওয়া যায়, বেদ ও বেদমূলক দর্শনাদি শাস্ত্র সমূহ তাহা বলিয়া দিয়াছেন, বেদ-ও-শাস্ত্র—নিষ্ঠ বহু ভাগ্যবান্, বেদ-ও-শাস্ত্রের উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া, ঈপ্সিত ফললাভ করিয়াছেন, কৃতকৃত্য হইয়াছেন। আমি এই নিমিত্ত সংস্কৃত দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমুৎসুক হইয়াছি, বলা বাহুল্য প্রাগুক্ত চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা সংস্কৃত দর্শন ও ন্যায় শাস্ত্রীয় বিদ্যাকে উপযুক্ত করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছি। সর্ব্ব দেশ প্রশংসিত, নিজ দেশের সামগ্রীকে উপেক্ষা করিয়া, না দেখিয়া, মরিয়া যাইতে, অন্য দেশের বিদ্বজ্জনগণ দ্বারা সহর্ষে অবলোকিত,

বিস্মিত হৃদয়ে সম্পূজিত গগনস্পর্শী, পূর্ব্ব পুরুষদিগের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভকে স্বয়ং অবলোকন না করিয়া, এই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না, তাই সংস্কৃত দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে।

বক্তা—তুমি সংস্কৃত দর্শনাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন কর নাই, যাঁহারা সংস্কৃত দর্শনাদি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, দশের কাছে আদর পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া, তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া, তোমার বিশ্বাস হয় নাই, ইহারা সংশয় বিরহিত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ইহাঁদের হৃদয় বিশুদ্ধ হইয়াছে, অকামহত হইয়াছে, গুরু দুঃখে পতিত হইলেও, ইহাঁরা অবিচলিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন, তবে তোমার, মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে, মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, প্রকৃতিবৎ কার্য্য কবিতে সমর্থ হয়, ইত্যাদি শাস্ত্রবাণীতে বিশ্বাস উৎপন্ন হইবার কারণ কি? যাঁহারা তোমার মত ফিলোজফীতে এম্, এ, অপিচ যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রধুরন্ধর, যাঁহারা সংস্কৃতে এম্, এ, পাশ করিয়া যোগ্যতানুসারে শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ, সরস্বতী প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজা যাঁহাদিগকে পাত্র বোধে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বেদ-ও-শাস্ত্র নিন্দক ব্যক্তির সংখ্যা যে কম নহে, তাহা বোধ হয় তোমার অবিদিত নহে। তাই জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তুমি এই বয়সে, কোন্ সাহসে সংস্কৃত দর্শনাদি শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে উৎসুক হইতেছ? তোমার কি বিদ্যা ও আশানুরূপ চাকরী হয় নাই? তুমি কি আকাঙ্ক্ষিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পার নাই? এই নিমিত্ত কি, তোমার বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে? শাস্ত্র পড়িবার প্রবৃত্তি হইয়াছে? শাস্ত্র পড়িয়া যদি তুমি শাস্ত্রকে অসার বলিয়া, ভ্রমপূর্ণ বলিয়া, অসভ্য লোকদিগের রচিত সামগ্রী বলিয়া, উপেক্ষা করিতে না পার, শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া, বৃহদায়তন প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে, একালে জাগতিক দৃষ্টিতে, তুমি লাভবান্ হইতে পারিবে কি?

জিজ্ঞাসু—আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আপনি এইরূপ কথা বলিতেছেন কেন? আমি বেশী বেতন পাইনা বটে, কিন্তু তজ্জন্য আমার কোন রূপ কষ্ট নাই, যাহা পাই তাহাতেই আমার সন্তোষ আছে। ইহা হইতে অধিক বেতনের চাকরী পাইবার নিমিত্ত আমি কখন চেষ্টা করি নাই। শিক্ষকের কার্য্য করিতেই, আমার ভাল লাগে। যাঁহারা ইংরাজী জানেন না, যাঁহারা শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াই, জীবন যাপন করিয়া থাকেন, আমি এইরূপ ব্যক্তিদিগকেও,

শাস্ত্রের নিন্দা করিতে দেখিয়াছি, এইরূপ ব্যক্তিরাও শাস্ত্র শ্রদ্ধা বিহীন হইয়া থাকেন; আবার ইংরাজী বিদ্যাকুশল পুরুষদিগের মধ্যেও, শাস্ত্র শ্রদ্ধাবান্, শাস্ত্রোপদেশ পালনে সদা তৎপর, শাস্ত্রিত পৌরুষ বিশিষ্ট পুরুষও দেখিয়াছি। অধিক কি বলিব, সুবিদ্বান্ য়ুরোপীয় ও আমেরিকান্ দিগের মধ্যেও, শাস্ত্র বিশ্বাসবান শতমুখে বেদ ও শাস্ত্র সমূহের প্রশংসা করিয়াছেন, করেন, এতাদৃশ পুরুষ (সংখ্যায় অধিক না হইলে ও) ছিলেন, এখনও আছেন। দেশভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিভেদে প্রকৃতিভেদ হইয়া থাকে, তাহা জানি, কিন্তু, এইরূপ হইবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে পারিনা। যাহা হোক্ লোকে নিজ, নিজ প্রকৃতি অনুসারে শাস্ত্রের প্রশংসা বা নিন্দা করিয়া থাকেন, করুন, আমার তাহাতে ক্ষতি, বৃদ্ধি নাই, আমি যাহা চাই, যাহা পাইলে, আমি পরম সুখী হইব, পরম শান্তি পাইব বলিয়া আমার বিশ্বাস হয়, বেদ ও শাস্ত্র ভিন্ন, তাহা পাইবার আশা আর কেহ দেন না, তাহা পাইবার উপায় আর কেহ বলেন না, আমি এই নমিত্ত শাস্ত্রের শরণ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, যথা সম্ভব শাস্ত্রের উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিতে উৎসাহী হইয়াছি। আমেরিকা বাসী প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বিশ্রুত কবি ইমার্শন বলিয়াছেন—প্রাচ্যেরা যখন জীবাত্মাকে পরম সৌন্দর্য্যময় পরমাত্মাতে নিমগ্ন করেন,—যখন তাঁহাদের ওষ্ঠ হইতে সর্ব্বদা মধুর দেববাণী উচ্চারিত হয়, তখন কি সুখময়ী অবস্থারই উদয় হইয়া থাকে, আহা! কবে প্রতীচ্যেরা, প্রাচ্যদিগের ন্যায় জীবাত্মাকে পরমানন্দময় পরমাত্মাতে নিমগ্ন করিবেন, কবে সেইরূপ সর্ব্বদা মধুর দেববাণী উচ্চারণ করিবেন, আমি সেই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতেছি। ইমার্শন্ আমেরিকাবাসী হইয়া এই কথা বলিয়াছেন, আর আমি ভারতবর্ষে, ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, যদি সেই অবস্থা পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে, আমার জন্মগ্রহণ নিরর্থক হইবে।

বক্তা—তোমাকে দেখিয়া, তোমার সহিত আলাপ করিয়া, আমার চিত্তপটে লিখিত এক মধুর চরিত্র, বিশিষ্ট পুরুষের ছবি স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল। তিনিও তোমার মত ফিলোজফীতে এম, এ, তিনিও (যে সময়ে আমার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়) কোন কলেজের ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, ও ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি কেবল ইংরাজী বিদ্যা কুশল নহেন, শাস্ত্র বিদ্যাতেও ইনি সুনিপুণ। ইংরাজী বিদ্যাকুশল হইলেও, ইংরাজী সাহিত্য দর্শন ও ন্যায়ের অধ্যাপনা করিলেও, ইনি শাস্ত্র শ্রদ্ধাবান্,—শাস্ত্রোপদেশ পালনে সদা তৎপর। আমি ইঁহার

ন্যায় বিনীত স্বভাব, নিরভিমান ভগবদনুরাগী, সরল পুরুষ আর দেখি নাই। তুমি বোধ হয়, ইহাঁকে জান, ইনি 'উৎসব' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক।

জিজ্ঞাসু—আমি ইহাঁকে জানি।

বক্তা—ইহাঁর সঙ্গ করিয়া, আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম, ইহাঁর সঙ্গ করিয়া আমি যে সুখ পাইয়াছিলাম, সে সুখের স্মৃতিও অদ্যাপি আমাকে সুখী করে। আমার মুখ হইতে শাস্ত্রের কথা শুনিতে ইনি বড় ভাল বাসিতেন, শাস্ত্রালাপেই আমাদের অধিক সময় অতিবাহিত হইত। ইংরাজী বিদ্যায় সুনিপুণ হইলেও, শাস্ত্রকুশল হইলেও, আমার কাছে ইনি ঠিক বালকের ন্যায় অবস্থান করিতেন, বালকের ন্যায় বিবিধ প্রশ্ন করিতেন। একদিন শাস্ত্রালাপ করিতে করিতে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, তুমি লজিক্ জান না, আজিও তোমার লজিকে সমীচীন জ্ঞান হয় নাই। অতর্কিত ভাবে আমার মুখ হইতে এই কথা বাহির হওয়ায়, আমার অত্যন্ত অনুতাপ হইয়াছিল, কিন্তু ইহা শুনিয়া শ্রীমান্ রামদয়ালের চিত্তের বিন্দুমাত্র বিকার হয় নাই, তাঁহার সদা স্মিতবদনের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। হাসিতে হাসিতে শ্রীমান্ রামদয়াল উত্তর করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, আপনি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। ইংরাজী বিদ্যা—কুশল পুরুষদিগের মধ্যেও শাস্ত্র শ্রদ্ধাবান্, শাস্ত্রোপদেশ পালনে সদা তৎপর, শাস্ত্রিত পৌরুষ বিশিষ্ট পুরুষ দেখিয়াছি, তোমার এই কথা শুনিয়া, অপিচ তোমাকে আমি যাহা বলিলাম, তাহা শুনিয়া তোমার যে একটুও চিত্ত বিকার হইল না, তাহা অনুভব করিয়া, আমার শ্রীমান্ রামদয়ালকে মনে পড়িল। সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ভগবানের কৃপায় তোমার মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হোক্। আমি তোমাকে যে সকল কথা বলিলাম, তুমি তাহা শুনিয়া দুঃখিত হইও না। বহুদিন বহুলোকের সঙ্গ করিয়া, আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তদনুসারে তোমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছি। তুমি কি ভাবে সংস্কৃত দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ?

জিজ্ঞাসু—কি ভাবে অধ্যয়ন করিলে, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্যই আপনার সমীপে আসিয়াছি।

বক্তা—তুমি কি কোন পণ্ডিতের কাছে ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ?

জিজ্ঞাসু—ভাষা পরিচ্ছেদ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর পড়ি না।

বক্তা—পড়া ছাড়িয়াছ কেন?

জিজ্ঞাসু—আমার বুদ্ধি নির্ম্মল নহে, পণ্ডিত মহাশয় যাহা বলিতেন, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারিতাম না। আমার বিশ্বাস হইয়াছে, যিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ন্যায়বিৎ, যিনি প্রতীচ্য ন্যায়ের সহিত প্রাচ্য ন্যায়ের তুলনা করিয়া পড়াইতে পারেন, তাঁহার কাছে ভাষা পরিচ্ছেদ, তর্ক সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িলে, আমার বিশেষ উপকার হইবে।

বক্তা—যাঁহারা ইংরাজী ন্যায় জানেন না, তাঁহাদের কাছে ভাষা পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, কতলোক সংস্কৃত ন্যায় শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, হইতেছেন, আর তুমি বলিতেছ পণ্ডিত মহাশয় যাহা বলিতেন, আমি তাহা ভাল বুঝিতে পারিতাম না, যিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ন্যায়বিৎ, যিনি প্রতীচ্য ন্যায়ের (Logic) সহিত ও প্রাচ্য ন্যায়ের তুলনা করিয়া পড়াইতে পারেন, তাঁহার কাছে ভাষা পরিচ্ছেদ, তর্কসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িলে, আমার বিশেষ উপকার হইবে, ইহার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু—আমরা প্রথম হইতে ইংরাজী পড়িয়াছি, ইংরাজী গণিত, ন্যায়, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি যে রীতিতে পড়িয়াছি, সেই রীতি আমাদের ভাল বোধ হয়, ইহা অভ্যাসের দোষ হইতে পারে, তবে সেই রীতিতে পড়াইলে, আমাদের অধিক হৃদয়গ্রাহী হয়, সুগম হয়। পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে যখন ভাষা পরিচ্ছেদ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন আমার বুদ্ধিমালিন্য বা সংস্কার দোষ নিবন্ধন পণ্ডিত মহাশয় যাহা বলিতেন আমার তাহা নীরস বলিয়া মনে হইত।

বক্তা—ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কিছু দিন অধ্যয়ন করিলে, পণ্ডিত মহাশয়ের অধ্যয়নরীতি আর নীরস বা দুর্ব্বোধ্য মনে হইত না। তবে যাঁহারা প্রতীচ্য ন্যায়ের সহিত মিলাইয়া পড়াইতে পারেন, তাহাদের কাছে পড়িলে, তোমাদের যে, বিশেষ উপকার হইবে, তোমরা যে অল্পদিনের মধ্যে সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবে, আমি তাহা স্বীকার করি।

জিজ্ঞাসু—পূর্ব্বে যাঁহারা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদিগকে ইংরাজী লজিক্ এবং সংস্কৃত ভাষা পরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী পড়িতে হইত (এখন সে নিয়ম আছে কিনা, আমি তাহা জানি না), কিন্তু তাহাতে যে, তাঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইত, আমার তাহা মনে হয় না। লজিক পড়িতেন বলিয়া যে, সকলেরই সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে এবং সংস্কৃত ন্যায় পড়িতেন বলিয়া যে, সকলেরই লজিকে বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইত, সংস্কৃত কলেজের বি, এ, ক্লাসের ছাত্রদিগের সহিত আলাপ করিয়া (সংস্কৃত কলেজের বি, এ, ক্লাসের ছাত্রেরা

প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংলিস, লজিক, সাইকোলজী প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন, এই নিমিত্ত আলাপ করিবার সুবিধা হইত), তাহা বুঝিতে পারি নাই। ইহার কারণ কি?

বক্তা—যে কারণ বশতঃ তুমি ভাষা পরিচ্ছেদ পড়িতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ লাভবান্ হও নাই, নীরস বোধ হওয়াতে পাঠ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছ, সেই কারণ স্মরণ করিলেই, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের সাধারণতঃ লজিক ও সংস্কৃত ন্যায় শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইবার কারণ, সুখ বোধ্য হইবে। ভাষা পরিচ্ছেদ পড়িতে আরম্ভ করিয়া, কি কারণে তোমার উহা নীরস বা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইয়াছে? লজিক্ পড়িয়া, লজিক পড়াইয়া যে আনন্দ পাও, তাদৃশ অথবা ততোঽধিক আনন্দ পাইবার আশা করিয়া ভাষা পরিচ্ছেদ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলে, কিন্তু বল, শুনি, (ততোঽধিক আনন্দ পাওয়া দূরে থাকুক), তাদৃশ আনন্দও যে পাও নাই, তাহার কারণ কি? তুমি বলিয়াছ "যিনি প্রতীচ্য ন্যায়ের সহিত প্রাচ্য ন্যায়ের তুলনা করিয়া পড়াইতে পারেন, তাঁহার কাছে, ভাষা পরিচ্ছেদ, তর্কসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িলে আমার বিশেষ উপকার হইবে"। তোমার এইকথা যে সত্য, আমি তাহা স্বীকার করি, কিন্তু আমি জানিতে চাহিতেছি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় ন্যায়ের তুলনা করিয়া পড়ান বলিতে, তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ? যাঁহারা লজিক্ ও সংস্কৃত ন্যায় এক সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে সাধারণতঃ কি, উভয়ের তুলনা করিয়া পড়া হয়? লজিকের কোন গ্রন্থ পাঠ করিলে 'টারম্' (Term,) প্রোপোজিশন্ (Proposition), 'ইন্‌ফারেন্স' (Inference), শিলোজিজম্‌স্ (Syllogisms) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। লজিকের টারম্ (Term) প্রভৃতি শব্দের সহিত সংস্কৃত ন্যায়গ্রন্থে ব্যবহৃত কোন্, কোন্ শব্দের অর্থগত সাদৃশ্য আছে, কেবল ইহা বলিলেই কি, উভয়ের (লজিক্ ও ন্যায়ের) তুলনা করিয়া পড়ান হয়? তুমি কি এইরূপ তুলনাত্মক অধ্যাপন দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবার আশা কর?

জিজ্ঞাসু—আজ্ঞে না, কেবল এইরূপ অধ্যাপনকে আমি তুলনাত্মক মনে করিনা, এতদ্বারা কি বিশেষ লাভ হইতে পারে?

বক্তা—তবে তুমি কিরূপ অধ্যাপন কে, তুলনাত্মক অধ্যাপন বলিয়া মনে কর? কিরূপ অধ্যাপন দ্বারা বিশেষতঃ উপকৃত হইবার আশা কর?

জিজ্ঞাসু—লজিকের কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যায়,

লজিকের গ্রন্থকারেরা প্রথমে লজিকের স্বরূপ কি, লজিকের প্রয়োজন কি, লজিকের অধ্যয়ন দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়, লজিকের প্রতিপাদ্য বিষয় বা অভিধেয় কি, লজিকের সহিত অন্যান্য বিদ্যার সম্বন্ধ কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন। ভাষা পরিচ্ছেদাদি ন্যায় শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ কর্ত্তারা যদি এই রীত্যনুসারে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন, আমার মনে হয়, তাহা হইলে, সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্র সাধারণ বিদ্যার্থীর অপেক্ষাকৃত সুগম হইত। যাঁহারা সংস্কৃত ন্যায় শাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন তাঁহারা যদি বিদ্যার্থীকে প্রথমে ন্যায় শাস্ত্রের স্বরূপ, ন্যায় শাস্ত্রের প্রয়োজন, ন্যায়শাস্ত্রের অভিধেয়, ন্যায়শাস্ত্রের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহার ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশ এত দুরূহ হয় না। প্রতীচ্য গ্রন্থকারেরা যে রীতিতে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, প্রতীচ্য বিদ্যার অধ্যাপকেরা যে রীতিতে বিদ্যা শিক্ষা দেন, আমার বোধ হয়, আমাদের বর্ত্তমান মনের অবস্থাতে আমাদের বর্ত্তমান অধিকারানুসারে, সেই রীতি অধিক উপযোগিনী। লজিকে যে সকল পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হয়, সেই সকল পারিভাষিক শব্দের সহিত সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে ব্যবহৃত যে, যে পারিভাষিক শব্দের অর্থগত সাদৃশ্য আছে, লজিক্ ও ন্যায়ের তুলনাত্মক অধ্যাপন কার্য্যে তৎপ্রদর্শন যে, অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল টারম্‌স্ (Terms) সংস্কৃত 'নাম' এই পদবোধ্য অর্থের, প্রোপোজিশন্ (Proposition) সংস্কৃত 'প্রতিজ্ঞা' এই পদার্থের, ইন্‌ফারেন্স (Inference) সংস্কৃত অনুমিতি পদার্থের, সমানার্থক, এই কথা বলিলে, বিশেষ লাভ হইতে পারেনা, ইহাদের তুলনাত্মক ব্যাখ্যান ব্যতিরেকে বিশেষ ফল প্রাপ্তির আশা করা যায় না।

বক্তা—'তুলনাত্মক ব্যাখ্যান' কাহাকে বলে? তুলনাত্মক ব্যাখ্যানের প্রয়োজন কি? যাঁহারা ইংরাজী লজিক্ পড়েন নাই, যাঁহারা কেবল সংস্কৃত ভাষাই জানেন, সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন, লজিকের সহিত তুলনা করিয়া সংস্কৃত ন্যায় পড়াইলে, তাঁহাদের কি লাভ হইবে? লজিকের সহিত তুলনা করিয়া, সংস্কৃত ন্যায় না পড়াইলে, কি ন্যায়শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ হয় না? ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়া যায় না? যখন য়ুরোপে লজিকের উদয় হয় নাই, তখন ভারতবর্ষবাসীরা কিরূপে ন্যায়শাস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন? অসাধারণ নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন? প্লেটো, আরিস্ততল্ প্রভৃতি সুধীগণের মস্তিষ্কে কিরূপে দর্শনাদি বিবিধ বিদ্যা প্রতিভাত হইয়াছিল? গঙ্গেশোপাধ্যায় স্বপ্রণীত তত্ত্বচিন্তামণিতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ চতুষ্টয়ের বিস্তার পূর্ব্বক তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ খণ্ড, অনুমান খণ্ড,

উপমান খণ্ড, ও শব্দ খণ্ড, তত্ত্বচিন্তামণি এই চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ন্যায়শাস্ত্রকে প্রাচীন ও নব্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। গোতমসূত্র, কণাদসূত্র, বাৎস্যায়ণ মুনি বিরচিত ন্যায়সূত্র ভাষ্য, প্রশস্তপাদাচার্য্যকৃত কণাদ সূত্র ভাষ্য, উদ্যোতকরাচার্য্য কৃত ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা, উদয়নাচার্য্য কৃত ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি ন্যায় কুসুমাঞ্জলি, আত্মতত্ত্ব বিবেক, কিরণাবলী (প্রশস্তপাদকৃত ভাষ্যের ব্যাখ্যান), প্রভৃতি গ্রন্থ প্রাচীন ন্যায় শ্রেণীতে এবং গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রণীত তত্ত্বচিন্তামণি ও উহার টীকা, টিপ্পনী ইত্যাদি (মথুরানাথ তর্ক বাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর প্রভৃতি বিরচিত) ইহারা নব্য ন্যায় নামে লক্ষিত হইয়া থাকে। গঙ্গেশোপাধ্যায় পূর্ব্ববর্ত্তি ন্যায় গ্রন্থ সমূহ হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া, 'তত্ত্বচিন্তামণি নামক' নব্য পরিষ্কার পরিষ্কৃত উত্তম ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। প্রাচীন ও নবীন তত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি ন্যায় গ্রন্থকার দিগের মধ্যে কেহ ভারতবর্ষের বহির্দেশ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন, বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। তুলনাত্মক উপদেশ প্রাপ্তি, ইহাঁদের মধ্যে বোধ হয়, কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। এখন বল, শুনি, ইহাঁরা কিরূপে ন্যায়শাস্ত্র কুশল হইয়াছিলেন, কিরূপে গম্ভীরার্থক, গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক ন্যায়গ্রন্থ সমূহের রচনা করিয়াছিলেন।

জিজ্ঞাসু—আপনার এই সকল কথা আমার বড় ভাল লাগিতেছে। আপনি যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন, সেই সকল প্রশ্নের সমীচীন উত্তর দিবার শক্তি আমার নাই, ইহাদের সমীচীন সমাধান কি, তাহা জানিবার কৌতূহল হইতেছে। জ্ঞানের বিকাশ কিরূপে হয়, তৎসম্বন্ধে বহু জিজ্ঞাসা হয়, কিন্তু কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। তুলনাত্মক ব্যাখ্যান কাহাকে বলে, তুলনাত্মক ব্যাখ্যানের প্রয়োজন কি, এই প্রশ্নদ্বয়ের আমি যে উত্তর দিতে পারি, তাহা দিতেছি, কৃপাপূর্ব্বক ইহাদের সদুত্তর কি, আপনি তাহা বলিয়াদিবেন।

বক্তা—তুলনাত্মক ব্যাখ্যান দ্বারা যে পদার্থ প্রতীতি হয়, তুলনাত্মক ব্যাখ্যানের যে প্রয়োজন আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে ইহাও সত্য যে, বিশুদ্ধ প্রতিভাশালী পুরুষ, কেবল স্বীয় বিশুদ্ধ প্রতিভা বলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন, সমাধিবিশেষদ্বারা সর্ব্ববিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন "প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্" (পাং দং ৩।৩৩) অর্থাৎ বিনা উপদেশে, কাহার অপেক্ষা না করিয়া, কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করিয়া, সন্দর্শন ও পরীক্ষা (Observation & experiment) ব্যতিরেকে

স্বয়ং নবনবোন্মেষশালিনী—ক্ষণে, ক্ষণে বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় নব নব ভাব ব্যঞ্জিকা প্রতিভাশক্তি হইতে উৎপন্ন জ্ঞান দ্বারা যোগী সব জানিতে পারেন। যথাস্থানে এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে। এখন তুলনাত্মক ব্যাখ্যান ও তুলনাত্মক ব্যাখ্যানের প্রয়োজন সম্বন্ধে তুমি যাহা বলিতে পার, তাহা বল।

সার উপদেশ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বল যার চৈতন্যে দৃষ্টি পড়িল সে কোথায় তাহাকে না দেখিবে, কোথায় সে ভিন্ন অন্য কিছু আছে দেখিবে? তা ত হয় না। নিরন্তর হৃদয়ে তাহাকে লইয়া যে আছে, সে ত যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে দেখিবেই।

তাই বলা হয় ভিতরে অবতারের লীলা চিন্তা কর, নিরন্তর কর, করিয়া বিশ্বরূপে তাহারে দেখ—বড় সুন্দর, বড় সুন্দর হইয়া যাইবে।

আর কি লেখা যাইবে, এ লেখার অন্ত নাই। বুঝিয়া দেখ বুঝিবে—না বুঝ যাহা বুঝ তাহাই কর—আর কি করিবে বল? আমাদের ভাল হউক।

শেষে বলি পূর্ণ ভাবে "আমি তোমার" সাধিতে হইলে প্রথম প্রকারের "সমকালে" ভাল করিয়া আয়ত্ব কর। দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রকারের "সমকালে" যাহা তাহা আংশিক "সমকালে"—একবারে এক সঙ্গে নহে—অতিশীঘ্র শীঘ্র—একটির পরে একটি। প্রথম সমকালে হইতেছে—নির্গুণ সগুণ আত্মা অবতার সমকালে। দ্বিতীয় সমকালে বা অতি শীঘ্র শীঘ্র কালে হইতেছে নাম রূপ গুণ লীলা ও স্বরূপ চিন্তায়, আর তৃতীয় সমকালে বা অতি শীঘ্র শীঘ্র কালে হইতেছে কর্ম্মপথ, যোগপথ, ভক্তিপথ ও জ্ঞান পথের আলোচনা। ঋষিগণ এই মিশ্র পথের সাধনা বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন।

তাই সন্ধ্যা আহ্নিকে প্রার্থনা আছে, যোগ আছে, ভক্তি আছে, জ্ঞান ও আছে, তাই কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সৎসঙ্গ আছে, সৎশাস্ত্র ও আছে, তাই বৈদিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক পূজাদিও আছে। এই ভাবে চল, চালাও—তবেই ঈশ্বরের হওয়া যাইবে ঈশ্বরের করা যাইবে. তখন তোমার ইচ্ছায় চলিতে

চালাইতে পারিবে না—ঈশ্বরের ইচ্ছা কোথায় প্রকাশিত তাহাই দেখিতে ইচ্ছা হইবে আর ঈশ্বরের ইচ্ছা ধরিয়া নিজের ইচ্ছাকে দৃঢ় করিয়া "আমি তোমার" সাধনা হইতে থাকিবে। ইহা না করিয়া "শাস্ত্রের গণ্ডী" বলিয়া সভা মাতাইলে কি হইবে? শাস্ত্র তোমার শত্রু নহেন, শাস্ত্রই তোমার আমার মত ব্যভিচারী কলির নর নারীর বন্ধুই। অকৃতজ্ঞ হওয়া কি ভাল? ভাল ভাবনা যাহা করিতে শিখিয়াছ তাহাত শাস্ত্রই শিখাইয়াছেন তবে শাস্ত্রের প্রতি কৃতঘ্ন হইবে কিরূপে? কৃতঘ্ন যে "সর্ব্ব জীবানাং বধ্যঃ" ইহা স্মরণ রাখ—রাখিয়া শাস্ত্রপথে ঈশ্বর লইয়া থাকি এস, লোককে থাকিবার কথা বলি এস আমাদের ভাল হইবে। তোমার নিজের মত আর চালাইওনা। ঋষিদিগের পথ ধরি এস। তুমি বলিবে ঋষিদিগের কাল এখন নাই। এই ভ্রান্ত কথা ছাড়। ঋষিগণ দেখান নাই কি কলিকালে জীবের দশা কি হইবে? তাঁহারা সব জানিতেন সেই জন্য আপদ্‌-ধর্ম্মের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়াছেন আর লঘুপায়ের বন্দোবস্তও তাঁহারা করিয়াছেন। এখন আর নূতন করিয়া কর্ত্তব্য উদ্ভাবন করিয়া কাজ নাই। কর্ত্তব্য আমাদের নিশ্চয় করাই আছে এখন কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করাই কল্যাণের কার্য্য। ইতি

অযোধ্যা কাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাণী কৈকেয়ী রাজাকে পুনঃ পুনঃ শপথ করাইয়া লইলেন। রাজা কাম-মোহিত। তথাপি মনে সন্দেহ হইতেছে এত শপথ কি জন্য? হায় রাজন্! রামের জনক হইয়াও আপনি বুঝিলেনা স্ত্রী চাতুরী কোন্ বস্তু? ক্রোধাগার কেন? এই ক্রোধ মূর্ত্তি কেন? এই বচন আড়ম্বর—এত শপথ কোন্ গুরু উদ্দেশ্য সাধন জন্য? কৈকেয়ী যে আপনার জীবন বধে সঙ্কল্প করিয়াছে—সর্ব্ব নীতিজ্ঞ আপনি—ইহা কেন আপনি বুঝিলেন না? কৈকেয়ী তখন সেই দেবাসুর যুদ্ধে সম্বর অসুরের কথা পাড়িল—বরদানের অঙ্গীকার স্মরণ করাইল শেষে আবার বলিল—

তৎ প্রতিশ্রুত্য ধর্ম্মেণ ন চেদ্দাস্যসি মে বরম্।
অদ্যৈব হি প্রহাস্যামি জীবিতং ত্বদবমানিতা॥

ধর্ম্মানুসারে যে বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা যদি না প্রদান করেন তবে আমি আপনার দ্বারা অবমানিতা হইয়া অদ্যই জীবন ত্যাগ করিব।

হরিণ ব্যাধের বংশীধ্বনিতে বশীভূত হইয়া আত্ম বিনাশার্থ ব্যাধের জালের দিকে যেমন অগ্রসর হয় রাজারও সেইরূপ হইল। রাজাও আত্ম বিনাশার্থ কৈকেয়ীর প্রিয় কার্য্য সাধনে উদ্যোগ করিলেন। কৈকেয়ী তখন বলিল—

রামের অভিষেকের যে আয়োজন করা হইয়াছে তাহাতে ভরতকে অভিষেক করুন আর—

নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
চীরাজিনধরো ধীরো রামো ভবতু তাপসঃ॥
ভরতো ভজতামদ্য যৌবরাজ্যমকণ্টকম্।
অদ্য চৈব হি পশ্যেয়ং প্রায়ান্তং রাঘবং বনে॥

আর চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য ধীর রাম চীর ও অজিনধারী হইয়া দণ্ডকারণ্যে তপস্বী হউন। ভরত নিষ্কণ্টকে যৌবরাজ্য লাভ করুক আর আমি অদ্যই রাঘবকে বনগমন তৎপর দেখি। মহারাজা! আপনি সত্য প্রতিজ্ঞ হউন এবং তদ্দ্বারা কুল শীল জন্ম রক্ষা করুন; সত্য কথা মানবগণের পরকালে অতীব হিতকর হয়।

শশিকর স্পর্শে চক্রবাক যেমন বিকল হয়, শচান পক্ষী তিত্তিরের উপর ছো মারিয়া পড়িলে তিত্তিরের যে দশা হয়, তালতরুর উপরে অকস্মাৎ বজ্র পড়িলে যেমন হয় রাজার তাহাই হইল।

ততঃ শ্রুত্বা মহারাজঃ কৈকেয্যা দারুণং বচঃ—কৈকেয়ীর দারুণ বজ্রপাত তুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা—

মাথে হাথ মুঁদি দোউ লোচন।

রাজা মথায় হাত দিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, দেখিতে দেখিতে নিষ্ঠুর চিন্তা রাজার দেহকে উত্তপ্ত করিল। রাজীবলোচন রামকে জটাবল্কল পরাইয়া মুনিবেশ ধরাইয়া কন্দমূল ভক্ষণ করিতে আজ্ঞা দিয়া আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসী করিব, আমার প্রিয়া ভার্য্যা আমাকে ইহাই করিতে আজ্ঞা করিতেছে।

কিং নু মেঽয়ং দিবাস্বপ্নঃ চিত্তমোহোঽপি বা মম।
অনুভূতোপসর্গো বা মনসো বাপ্যুপদ্রবঃ॥

আমি কি জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতেছি না ইহা আমার চিত্ত বিভ্রম? অথবা আমি ভূতাবিষ্ট হইলাম? অথবা ইহা আমার মনের উপদ্রব? মানস ভ্রমের কারণ নিশ্চয় হইল না—অতীব দুঃখ হেতু রাজা মূর্চ্ছিত হইলেন। কৈকেয়ী-বাক্য-তাপিত রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। রাজা-"ব্যথিতো বিক্লবশ্চৈব ব্যাঘ্রীং দৃষ্টা যথা মৃগঃ"। ব্যথিত বিকলমৃগ যে ভাবে ব্যাঘ্রীকে দেখে রাজা সেই ভাবে কৈকেয়ীকে দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে রাজার ক্রোধ আসিল কিন্তু রাজার কিছু করিবার উপায় নাই, রাজা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন।

"মণ্ডলে পন্নগো রুদ্ধো মন্ত্রৈরিব মহাবিষঃ" মন্ত্র বীর্য্যে মণ্ডলে আবদ্ধ বিষধর সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া যাহা করে রাজার তাহাই হইতে লাগিল। অহো! ধিক্ আমাকে! রাজা এই মাত্র উচ্চারণ করিয়া আবার মোহ প্রাপ্ত হইলেন। সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভাবিতেছেন আমার মনোরথ রূপ সুরতরু ফলোন্মুখী হইয়াছে এই সময়ে করেণু তাহাকে সমূলে উৎপাটন করিতেছে। কৈকেয়ী অযোধ্যা উজাড় করিয়া তাহার উপরে বিপত্তি পাহাড় চাপাইয়া দিল।

দারুণ ব্যথায় রাজার মুখে কথা সরিতেছে না দেখিয়া কুমতি আবার বলিতে লাগিল—

ভরত কি রাউর পুত ন হোহীঁ।
আনেহুঁ মোল বেসাকী কি মোহী" ॥

রাজন্ ভরত কি তোমার পুত্র নয়? তুমি কি একটা বেশ্যাকে টাকা দিয়া কিনিয়া আনিয়াছ? আমার বাক্য কি শরের মত তোমাকে বিদ্ধ করিতেছে? বিচার করিয়া তবে অঙ্গীকার কর নাই কেন? তুমি না রঘুকুলে সত্য সন্ধ?

"দেহু উত্তর অব করহু কি নাহিঁ" এখন উত্তর দাও করবে কি না? সত্য করিয়াছিলে বর দিবে—মনে কি করিয়াছিলে যা হোক তা হোক বর কৈকেয়ী মাগিবে? শিবি, দধীচির কথা রাজা এখন মনে কর। কৈকেয়ীর কঠিন বাক্য-"মানহুঁ লোন জরে পর দেঈ"—রাজার কাটা ঘায়ে যেন লবণ ছিটাইয়া দিতেছে—তীক্ষ্ণ দাত্রে যেন শরীর কর্ত্তন করিতেছে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—

নৃশংসে দুষ্টচরিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি!
কিংকৃতং তব রামেণ পাপে! পাপং ময়াপি বা ॥

রে নিষ্ঠুরে! রে দুষ্ট চারিত্রে! রে রঘুকুল বিনাশিনি! রাম তোর কি,

অপরাধ করিয়াছে? পাপে! আমিই বা তোর প্রতি কি পাপাচরণ করিয়াছি? রাজা আবার কি ভাবিলেন আবার মৃদু ভাবে বলিতে লাগিলেন প্রিয়ে! আমি বুঝিতে পারিতেছিনা তুমি কি আমায় পরীক্ষা করিতেছ? কিন্তু রাণি! এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা তোমার উচিত নয়। রাম বনবাস? অভিষেকের দিনে? হরি! হরি! একি রহস্য? ভরতের অভিষেক? দেখ কৈকেয়ি! শিব সাক্ষী করিয়া যথার্থ বলিতেছি রাম ও ভরত আমার দুই চক্ষু। ভরতকে রাজা করা? ইহা আর আশ্চর্য্য কি। "দেহুঁ ভরত কহুঁ রাজ বড়াই"—ভরতকে আমি রাজ্য দিব—রাজ সম্মান দিব। রাজ্য পাইবার লোভ রামের নাই। বহুঁত ভরত পর প্রীত" ভরতের উপরে রামের বিশেষ প্রীতি। রাম জ্যেষ্ঠ আর ভরত কনিষ্ঠ। আমি রাজনীতি মত চলিতে ছিলাম। পুনরায় রামের দিব্য দিয়া তোমায় বলিতেছি "রাম মাতু মোহিঁ কহা না কাউ" রাম মাতা আমায় কোন কিছুই বলে নাই। আমি তোমাকে অগ্রে শুভ সংবাদ দিতে আসিতেছি—রাম মাতার সহিত আমার দেখাও এখনও হয় নাই। দেবি! তুমি রোষ পরিহার করিয়া এখন শুভ সাজ পরিধান কর। ভরতকে আমি যুবরাজ করিব। কিন্তু দেখ তোমার একটা কথায় আমার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে। রামের বনবাস একথা তুমি মুখে আনিলে কিরূপে? ঐ কথার উত্তাপে এখনও আমার প্রাণ পুড়িয়া যাইতেছে। তুমি কি সত্যই আমার উপর রাগ করিয়াছ না পরিহাস করিতেছ—আমি বৃদ্ধ আমি বুঝিতে পারিতেছিনা। যদি পরিহাস না হয়—তবে একবার রাগটা ছাড়িয়া বল দেখি রামের দোষ কি? কেহই ত রামকে দোষ দেয় না। তুমিও নিত্য রামের প্রশংসা কর। তবে কোন্ অপরাধে রামকে বনে দিবে তাই বল্। যার স্বভাব এমন, যে শত্রুও শত্রুতা করিতে আসিয়া মিত্রতা করে সে কি মায়ের প্রতিকূলতা করিতে পারে না, মা তার প্রতি প্রতিকূল হইতে পারে?

প্রিয়ে রোষ হরিহাস পরিহার কর করিয়া বিচার করিয়া বর প্রার্থনা কর। জগত লোকে নয়ন ভরিয়া ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে দেখুক। কিন্তু

জিয়ৈ মীন বরু বারি বিহীনা।
মণি বিনা ফণিক জিয়ৈ দুঃখদীনা॥
কহৌ স্বভাব ন ছল মনমাহাঁ।
জীবন মোর রাম বিনু নাহাঁ॥

মীন বরং জল ছাড়া হইয়া বাঁচিতে পারে, মনি হারাইয়া ফণি দুঃখে দীন ভাবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে—কিন্তু সত্য করিয়া বলিতেছি—কোন কপটতা আমি

কহিতেছিলা—দেখ প্রিয়ে আমি সত্যই বলিতেছি "জীবন মোর রাম বিনু নাহীঁ।"—রাম বিনা আমার জীবন কিছুতেই থাকিবে না। কৈকেয়ি! তুমিও ত প্রবীণা হইয়াছ—বুঝিয়া দেখ আমার জীবন রাম দর্শনের অধীন।

হায়রে স্ত্রীলোক! প্রবৃত্তি মার্গের ভালবাসা লইয়া যাহারা থাকে তাহারা ক্রোধকালে কোন আদরের কথাই গ্রাহ্য করে না বরং হিতে বিপরীত হয়। এক্ষেত্রে তাহাই হইল। প্রণয় কথা শুনিয়া কুমতি জ্বলিয়া উঠিল। মনের অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রোধে বলিতে লাগিল—

রাজন্ কোটি উপায় কেন না কর আজ কৈকেয়ী সব বুঝিয়াছে এখানে আর ছলা কলা খাটিবে না।

দেহু কি লেহু অযশ করি নাহী।
মোহঁী ন বহু পরপঞ্চ সোহাহঁী॥

রাম সাধু তুম সাধু সয়ানে।
রাম মাতু ভলি সব পাইঁচানে॥

যশ কৌশল্যা মোর ভল তাকা।
তস ফল দেউঁ উন্হেঁ করি শাকা॥

বর দাও কিম্বা অপযশ লও। আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ আর শোভা পায় না। রাম সাধু তুমিও সাধু আর শিয়ান রাম মাতৃ ও ভাল সবাই জানে। কৌশল্যা যেমন আমার ভালর দিকে তাকায় তার ফল ওনাকে আমি দিবই।

প্রভাত হইলে মুনিবেশ ধরিয়া রাম যদি বনে না যায় তবে নিশ্চয় আমার মরণ আর তোমার ঘোর অপযশ হইবেই রাজা ইহা বুঝিয়া দেখ।

ক্রূরমতি কৈকেয়ী উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল একটি রোষ-তরঙ্গিনী যেন বাড়িয়া উঠিল। পাপাচল সমুদ্ভূতা এই বিশাল নদী—ইহা রোষ বারি পরিপূর্ণ। ইহার তরঙ্গের দিকে চাওয়া যায় না। দুই বর ইহার দুই কুল, ইহার খর জল স্রোত। কুব্জার বাক্য ইহার জলের ঘূর্ণি। এই নদী, ভূপরূপ তরুমূল উৎপাটন করিয়া বিপত্তি সমুদ্রে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে।

রাজা বুঝিতেছেন ইহার আর প্রতীকার হইবেনা। রাজা দেখিতেছেন পত্নীচ্ছলে মৃত্যু যেন শিয়রে নাচিতেছে। রাজা কৈকেয়ীর হাতে ধরিয়া বসাইলেন শেষে চরণ ছুঁইলেন বলিলেন জনি দিনকর কুল্ হোসি কুঠারী"—রাণি! রবি কুলে কুঠার হইওনা। রাণি!

মাঁগু মাথ অবহীঁ দেউ তোহী।
রাম বিরহ জনি মারসি মোহীঁ ॥
রাখু রাম কহঁ জাহিঁত্যহি ভাঁতি।
নাহিঁ তো জরিহি জন্মভরি ছাতি ॥

মাথা চাও এখুনি তোমাকে দিতেছি কিন্তু রাম বিরহে আমাকে বধ করিওনা-যাতে তাতে পার রামকে অযোধ্যায় রাখ না—হইলে জনম ভরিয়া ছাতি জ্বলিবে।

কিন্তু হায়! অসাধ্য ব্যাধি! কিছুতেই কিছু হইল না। রাজা আবার মূর্চ্ছা গিয়াছেন। সংজ্ঞা পাইয় রাজা আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। বৃদ্ধ রাজার এ আর্ত্ত ক্রন্দন! আহা! হৃদয় যেন ফাটিতে যায়। রাজা কাঁদিতেছেন আর উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "রাম" "রাম" "রঘুনাথ"।

রাজার সর্ব্ব গাত্র শিথিল—রাজা বড় ব্যাকুল। হায় কুরিণি! কল্পতরু নিপাত করিলে? রাজার কণ্ঠ শুষ্ক, মুখে আর কথা ফুটেনা—জলশূন্য হইলে মীন যেমন ছটফট্ করে রাজা সেইরূপ ছটফট্ করিতেছেন। কিন্তু কৈকেয়ীর দয়া কৈ? কৈকেয়ী কি? কৈকেয়ী আবার কঠিন কথা বলিল। রাজা! যদি মনে এতই করিয়া রাখিয়াছিলে তবে কোন্ ভরসায় "প্রিয়ে বর নাও" "বর নাও" বলিতেছিলে?

দুই কি হোঁই ইক সঙ্গ ভূয়াল।
হঁসব ঠঠাই ফুলাউব গাল ॥

দুই কি এক সঙ্গে হয় রাজা? হিহি হাসবে আর গালও ফুলাবে? প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর তবে ফলাফল ধৈর্য্য ধরিয়া সহিয়া যাও কিন্তু অবলা জনের মত রোদন কর কিরূপে? সত্যসন্ধ জন ত দেহ, রাজ্য, পুত্র, বিত্ত তৃণের মত গণনা করেন তুমি রাজা—লোক লজ্জা, শাস্ত্রলঙ্ঘন—এই সব করিয়া দান করিয়া তাহা ফিরিয়া লইতে চাও?

আশা নিরাশার সংগ্রাম চলিতেছে। নিরাশা মূর্চ্ছায় পৌছায়। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে আবার আশা জন্মে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। নিজ তেজে কৈকেয়ীকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে রাজা আবার বলিতে লাগিলেন—দুষ্ট চারিত্রে! পুত্র তোমাকে জননী তুল্য দেখে। তাহার অনর্থ ঘটাইতে কি নিমিত্ত তুমি উদ্যম করিতেছ? দেখিতেছি তুমি তীক্ষ্ণবিষা ব্যালী—সর্পিণী। আমি ইহা না জানিয়া নৃপদুহিতা বোধে আত্ম বিনাশের জন্য তোমায় গৃহে প্রবেশ করাইয়াছি। জীবলোকে রামের প্রশংসাই ত সর্বত্র শুনি—কি অপরাধে আমি আমার প্রিয়

পুত্রকে পরিত্যাগ করিব? কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং রাজলক্ষ্মীকেও আমি ত্যাগ করিতে পারি—এমন কি আমার জীবনও আমি বিনাশ করিতে পারি কিন্তু এই পিতৃবৎসল রামকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিনা—যেহেতু রাম দেখাই আমার পরম প্রীতি আর না দেখিলে আমার চৈতন্য লোপ হয়।

তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা।
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্॥

সূর্য্য বিনা ব্রহ্মাণ্ড থাকিলেও থাকিতে পারে, জল বিনা শস্য বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে কিন্তু রাম বিনা আমার দেহে জীবন কিছুতেই থাকিবেনা।

তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে।
অপি তে চরণৌ মূর্দ্ধ্না স্পৃশাম্যেষ প্রসীদ মে॥

পাপনিশ্চয়ে! তোমার এই পাপ নিশ্চয় ত্যাগ কর। আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি তুমি প্রসন্ন হও। রে পাপে! কেন তুমি এই পাপ অধ্যবসায় করিয়াছ? ভরতকে আমি ভালবাসি কিনা ইহা পরীক্ষার জন্য ভরতের রাজ্যাভিষেক ইচ্ছা কর তাহাই হউক কিন্তু রামের বনবাস ইহা তোমার কি বুদ্ধি হইল? তুমি যে পূর্ব্বে কতবার বলিয়াছ "রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র" এখন বুঝিতেছি আমার সেবা লইবার অভিপ্রায়েই ঐরূপ বলিয়াছিলে। রামাভিষেক শ্রবণে শোক-সন্তপ্তা হইয়া তুমি যে আমাকে তাপিত করিতেছ তাহাতে বুঝিতেছি শূন্যগৃহে থাকিতে থাকিতে তোমাকে ভূতে ধরিয়াছে তুমি আর স্ববশে নাই। কারণ মহৎ বংশে জন্মিয়া, ইক্ষ্বাকুকুলে পড়িয়া, আর নীতিতে অভিজ্ঞা হইয়া তুমি যখন এই অনীতি ঘটাইতেছ তখন তোমার বুদ্ধির বিকার জন্মিয়াছে নিশ্চয়। বিশালাক্ষি! এই কথাই ঠিক তুমি ভূতাবিষ্টা হইয়াছ কারণ পূর্ব্বে তুমি আমাকে কখন কোন অযুক্ত কথাও কহ নাই এবং আমার কোন অপ্রিয়ও কর নাই। বরং কতবার আমায় বলিয়াছ রাম আমার ভরতের তুল্য। তবে সেই রামকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে দিবার দারুণ অভিলাষ তুমি কিরূপে করিতেছ? শুভলোচনে! নয়নাভিরাম রাম ত অতি সুকুমার। তুমি কতবার ত বলিয়াছ "ভরত অপেক্ষা রাম আমার অধিক সেবা করে" যে রাম কোন প্রাণিকে কষ্ট দিতে পারেনা, যে রাম ভরতকেও প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসে সেই রামের উপরে পাপাচরণ তুমি কর কিরূপে? আমারত স্মরণ হয় না রাম কখনও কাহারও কোনও অপ্রিয় করিয়াছে—তুমি সেই রামের অপ্রিয় করিবে কিরূপে? আমিই বা সেই রামকে বনে পাঠাইব কিরূপে? আর সর্ব্বগুণাকর রামকে বনবাস দিয়া আমার গতি কি

হইবে ? কৈকেয়ি ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার শেষ দশা, অতি শোচনীয় অবস্থা আমার ! দীন আমি—আমি লালনের যোগ্য। "কারুণ্যং কর্ত্তু মর্হসি" তোমার উচিত আমার উপরে করুণা করা।

পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যৎ কিঞ্চিদধিগম্যতে ।
তৎসর্ব্বং তব দাস্যামি মা চ ত্বং মৃত্যুমাবিশ ॥
অঞ্জলিং কুর্ম্মি কৈকেয়ি পাদৌ চাপি স্পৃশামি তে।
শরণং ভব রামস্য মাধর্ম্মো মামিহ স্পৃশেৎ ॥

এই সাগরান্তা পৃথিবী—এখানে যা পাওয়া যায় আমি তোমাকে তাহাই দিব তুমি আমার জন্য এই ভাবে মরণ আনিওনা। কৈকেয়ি ! এই আমি অঞ্জলি করিতেছি, তোমার চরণও স্পর্শ করিতেছি তুমি রামকে অভয় দাও—আর অধর্ম্ম যেন আমাকে স্পর্শ না করে তাই কর।

দুঃখ সন্তপ্ত রাজা বিলাপ করিতে করিতে অচেতন হইলেন। তাঁহার শরীর ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। রাজা শোক সাগরে পুনঃ পুনঃ উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। আর কৈকেয়ী ? রুদ্র হইতে রুদ্রতর বাক্য বলিতেও আজ কৈকেয়ীর চক্ষুলজ্জা নাই। স্ত্রীলোক প্রবৃত্তি পথ অবলম্বন করিয়া পিশাচী হইলে যাহা হয় কৈকেয়ী আজ তাহাই। নিবৃত্তিমার্গের ভালবাসার দেবীমূর্ত্তি আর নাই। কৈকেয়ী বলিতে লাগিল—

যদি বর দিয়া—রাজা ! আবার অনুতপ্তই হইলে তবে "ধার্ম্মিকত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি" হে বীর তুমি পৃথিবীতে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবে কিরূপে ?

যখন বহু রাজর্ষি মিলিত হইয়া আমার বর দানের কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিবে তখন হে ধর্ম্মজ্ঞ তুমি কি উত্তর দিবে ?

যে কৈকেয়ীর প্রসাদে শাম্বর মায়া হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আমি জীবিত আছি সেই কৈকেয়ী আমার জন্য কিছুই করে নাই তুমি কি এই মিথ্যা কথা সকলকে বলিবে ? শৈব্য রাজা কপোতকে আশ্রয় দিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য শ্যেন পক্ষীকে স্বীয় মাংস প্রদান করিয়াছিলেন। রাজা অলর্ক প্রতিজ্ঞা রক্ষায় অন্ধ ব্রাহ্মণকে নিজ চক্ষু দুটি উপড়াইয়া দিয়াছিলেন। সমুদ্র প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য কখন বেলাভূমি অতিক্রম করেন না। রাজা ! এই সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ কর। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিওনা। রাজা তুমি প্রতারক।

স ত্বং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য রামং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ।
সহ কৌশল্যয়া নিত্যং রন্তুমিচ্ছসে দুর্ম্মতে॥

তুমি ধর্ম্মত্যাগ করিয়া রামকে রাজা করিতেছ করিয়া কৌশল্যার সঙ্গে তুমি দুর্ম্মতি সর্ব্বদা রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ।

অহো! কামুকী নির্লজ্জা কৈকেয়ী এ কথা বলিল কিরূপে? এ যে ঘোর কলিযুগের কথা। এই কথা আমরা যে এখন ঘরে ঘরে শুনিতেছি। হায়! নিজের সুখের জন্য ভালবাসা—আহা এটা যে নিকৃষ্ট কাম। কৈকেয়ীর হৃদয়ে কি বিন্দুমাত্র প্রেমও ছিল না? কৈকেয়ী কি রাজাকে সুখী করিবার জন্য কিছুই করিতনা? কৈকেয়ী কি নিজের স্বার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিতনা? রাজার কাতরোক্তিতে কৈকেয়ীর ক্রোধই বাড়িয়া চলিয়াছে। কৈকেয়ীর লজ্জা সরম কিছুই নাই। কৈকেয়ী রাজাকে সর্ব্বদা একটা কামুক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতনা। দেখিলে বুঝি রাজার গুণগ্রাম স্মরণে করুণা করিতে পারিত। কাম দিয়া কামিনী বশ করিতে যাহারা যায় তাহাদেরই এই দশা, কৈকেয়ী আবার বলিতে লাগিল—

ভবত্বধর্ম্মো ধর্ম্মো বা সত্যং বা যদি বানৃতম্।
যত্ত্বয়া সংশ্রুতং মহ্যং তস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ॥

ধর্ম্ম হউক বা অধর্ম্ম হউক সত্য হউক বা মিথ্যা হউক তুমি আমাকে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ তাহার ব্যতিক্রম কিছুতেই করিতে পারিবেনা। রামকে রাজা করনা দেখিবে অদ্যই আমি বহু বিষ খাইয়া তোমাব সম্মুখে মরিব। একটি দিনের জন্যও যদি আমি দেখি রামের মা লোকের প্রণাম লইতেছে তবে কিছুতেই ভাল হইবেনা। রাজা আমার প্রাণ-স্বরূপ ভরতের দিব্য দিয়া বলিতেছি রামের বনবাস ভিন্ন আমি আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইব না।

রাজা কৈকেয়ীর পানে চাহিয়াই আছেন—কোন বাক্য স্ফুরণ হইতেছেনা। ব্যাকুলেন্দ্রিয় রাজা কৈকেয়ীর অধ্যবসায় দেখিয়া আর কৈকেয়ীকে ঘোর শপথ করিতে দেখিয়া রামকে চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ছিন্নতরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

নষ্টচিত্তো যথোন্মত্তো বিপরীতো যথাতুরঃ।
হৃত তেজা যথা সর্পো বভূব জগতী পতিঃ॥

উন্মাদগ্রস্ত যেমন নষ্টচিত্ত হয়, ব্যাধিগ্রস্ত যেমন সন্নিপাতে বিপরীত প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, সর্প যেমন মন্ত্রশক্তিতে হতবীর্য্য হয় জগতীপতি সেইরূপ হইলেন। পৃথিবীপতি দশরথ দীনের মত—আতুরের মত বলিতে লাগিলেন—কৈকেয়ি! [illegible]

সমস্ত কথা আমার নিকটে বলিতেও কি তোমার লজ্জা হইতেছেনা? বল কে তোমাকে এই অনর্থ বিষয়ের উপদেশ দিয়াছে? তোমার যৌবনেও ত এরূপ দেখি নাই—এই প্রৌঢ়াবস্থায় তোমার স্বভাবের এই বৈপরীত্য কোথা হইতে আসিল?

পাপ মনোরথে! যদি তুমি তোমার স্বামীর, তোমার ভরতের, আর সমস্ত অযোধ্যাবাসীর, প্রিয় কার্য্য করিতে চাও তবে এই মন্দ অভিপ্রায় ত্যাগ কর। নৃশংসে! পাপ সঙ্কল্পে! ক্ষুদ্রে! দুষ্কৃতকারিণি! তোমায় আমি কোন্ দুঃখ দিয়াছি? তোমার নিকটে আমি কি অপরাধ করিলাম? রামই বা তোমার কি অপরাধ করিল যে রামের বনবাস ভিন্ন তুমি আর কিছুই চাও না? পাপিষ্ঠে! ভরতের জন্য তুমি রাজ্য চাহিতেছ কিন্তু জানিও "চহ ত ন ভরত ভূপপদ ভোরে" ভ্রমেও ভরত রাজপদ চায়না কারণ "রামাদপি হিতং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্" রাম অপেক্ষাও ভরতকে আমি অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করি। আর যখন আমি বলিব "রাম, তুমি বনে যাও" তখন যখন রামের মুখ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মত বিবর্ণ হইবে—বল তখন আমি কিরূপে তাহা অবলোকন করিব? রাম বনবাসী হইলে লোকে আমায় কি বলিবে? প্রিয়বাদিনী পুত্রপ্রণয়িণী কৌশল্যা—যিনি সর্ব্বদাই আমার প্রিয় কামনা করেন—সেই কৌশল্যা দেবী আমায় কি বলিবেন?

যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীবচ্চ সখীব চ।
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে॥

কৌশল্যা গৃহ কার্য্য করণে দাসীর মত, রহস্যে সখীর মত, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার মত, হিত সাধনে ভগিনীর মত, ভোজন দানে মাতার মত। আহা! এই কৌশল্যাকে আমি তোমার জন্য কখন সৎকার করি নাই। "ন ময়া সৎকৃতা দেবী"। তোমাকে আমি ভাল বাসিয়া যাহা যাহা করিয়াছি তাহা রোগীর বিবিধ ব্যঞ্জন যুক্ত অপথ্য অন্ন ভোগের ন্যায় আমায় ক্লেশ দিতেছে। রামকে বনবাস দেওয়া রূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া সুমিত্রা দেবী কতই ভীতা হইবেন! আর সীতা? আমার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি আর রামের বনবাস এই দুই সংবাদ শুনিয়া "হীনাম হিমবতঃ পার্শ্বে কিন্নরেণেব কিন্নরী" হিমালয়ের পার্শ্বে কিন্নর শূন্য কিন্নরীর মত সীতার অবস্থা হইবে। এসব দেখিয়া আমি বাঁচিবনা নিশ্চয়। তুমি বিধবা হইয়া পুত্রকে রাজা হইতে দেখিবে। বিষযুক্ত প্রিয় দর্শন মদ্য, পান করার মত, অসতী তুমি—আমি তোমাকে সতীর মত বোধ করিয়া ক্লেশ পাইতেছি। অহো! কি দুঃখ! আমি সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন হইয়াও এখন ও তোমার শিরশ্ছেদ করিতে পারিতেছি না। আমার এই কার্য্যে আর্য্যগণ আমাকে "সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা"

সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মত অনার্য্য বলিয়া পথে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিবেন। পাপে! আমি অজ্ঞানে উদ্বন্ধনী রজ্জুর মত তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম।

রমমাণ স্বয়া সার্দ্ধং মৃত্যুত্বাং নাভিলক্ষয়ে।
বালো রহসি হস্তেন কৃষ্ণসর্প-মিবাস্পৃশন্॥

শিশু যেমন নির্জ্জন প্রদেশে হস্ত দ্বারা মৃত্যু স্বরূপ কৃষ্ণ সর্পকে স্পর্শ করে আমিও সেইরূপ আমার মৃত্যুরূপিণী তুমি—তোমাকে মৃত্যুরূপে লক্ষ্য না করিয়া তোমার সহিত রমণ করিয়াছি। ধিক্ আমাকে—আমি নিতান্ত কামুক—আমি রমণীর কাছে ঠকিয়া প্রিয় পুত্রকে বনে দিতেছি। কৈকেয়ি! রাম বনে গমন করিলে এবং আমার মৃত্যু হইলে তুমি আমার অন্যোন্য প্রিয় জনের উপর কতই পাপাচরণ করিবে! সমস্ত ইক্ষ্বাকু কুল তোমার দ্বারা নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবে।

রামকে বনে দেওয়া যদি ভরতের অভিপ্রায় হয় তবে আমি মরিলে সে যেন আমার শ্রাদ্ধাদি না করে। কৈকেয়ি! তুমি আমার অহিতাভিলাষিণী—মরণাকাঙ্ক্ষিনী মৃত্যুরূপিণী—ইহা আমি এত দিনে বুঝিলাম। তথাপি তোমার এই দারুণ বাক্য শুনিয়া মনে হইতেছে এ কাহার বাক্য—একি সেই কৈকেয়ীর কথা।

ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ।
ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ং সর্ব্বা ভরতস্যৈব মাতরম্॥

হা ধিক্। স্ত্রীলোকেরা অতি স্বার্থ পরায়ণা অতি শঠ। সকল স্ত্রীলোককে ইহা বলিতেছিনা—ভরতের মাতাকেই বলিতেছি। আশ্চর্য্য! আমি মোহবশে মহাবিষ সম্পন্না একটা কাল সাপিনীকে এতদিন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম? এ যে আমার বন্ধু বান্ধব সকলকে বিনাশ করিয়া আমার শত্রু বর্গের সহিত মিলিত হইবে।

নৃশংসবৃত্তে ব্যসন প্রহারিণি
প্রসহ্য বাক্যং যদিহাস্য ভাষসে।
ন নাম তে কেন মুখাৎ পতন্ত্যধো
বিশীর্য্যমানা দশনাঃ সহস্রধা॥

নৃশংস চরিতে! আমার এই বার্দ্ধক্য আপদে পুত্র বিয়োগরূপ প্রহার কারিণী তুমি। তুমি পতি পত্নী ভাব তিরস্কার করিয়া এই যে আজ অতি ক্রূর বাক্য বলিলে ইহাতে তোমার দন্ত সকল তোমার মুখ হইতে শত খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া কেন এক্ষণে ভূতলে পড়িতেছেনা জানি না।

প্রতাম্য বা প্রস্থল বা প্রণশ্য বা
সহস্রশো বা স্ফুটিতং মহীং ব্রজ।
ন তে করিষ্যামি বচঃ সুদারুণং
মমাহিতং কেকয় রাজ পাংসনে ॥

কেকয় কুল কলঙ্কিনি! তুমি দুঃখই কর, আগুনেই পড়, বা বিষ খাইয়াই মর, অথবা কুদ্দাল প্রহারে পৃথিবীতে সহস্র গর্ত্ত করিয়া তাহাতে প্রবেশ কর—হতভাগিনি জানিও আমার অত্যন্ত অনিষ্টকর তোমার এই সুদারুণ বাক্য মত কার্য্য আমি কখনই করিব না। মিথ্যাবাদিনি! তুমি প্রাণ মন এমন কি বংশ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে উদ্যতা হইয়াছ। দেবি! আমার এই অহিত তুমি করিওনা। "স্পৃশামি পাদাবপি তে প্রসীদমে" তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি প্রসন্ন হও। রাজা কৈকেয়ীর চরণ স্পর্শ করিতে পারিলেননা। চরণ মূলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। রাজা কখন অনুনয় বিনয় কখন তিরস্কার ক্রোধ কখন ফলাফল দর্শন—কত কি করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গুরুজীর অদ্ভুত শিক্ষা—কৈকেয়ী কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিল না।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন আর ত্রিযামা চন্দ্র মণ্ডল মণ্ডিতা হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া বিলাপ করিতে করিতে রজনীর নিকট প্রার্থনা করিলেন হে নক্ষত্র ভূষিতে নিশে! তোমার প্রভাত আমি ইচ্ছা করিনা।

"ক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে ময়ায়ং রচিতোঽঞ্জলিঃ।" ভদ্রে! আমাকে দয়া কর আমি এই তোমার নিকট অঞ্জলি রচনা করিতেছি। অথবা তুমি শীঘ্র অবসানা হও আমি এই নিঘৃণাকে আর দেখিতে পারি না।

রাজা আবার কৈকেয়ীকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন—দেবি! আমার পরমায়ু অতি অল্পই আছে। আমি মহীপতি আমার প্রতিজ্ঞা হানী হওয়া উচিত নয়। ভদ্রে এই অভিলাষ তুমি ত্যাগ কর। আমি যে রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা ত নির্জ্জনে করি নাই রাজ সভায় সকলের সমক্ষে করিয়াছি। অন্যথা হইলে সকলে আমায় উপহাস করিবে। তুমিই না হয় রাজ্য প্রদান কর তোমার ইহাতে অক্ষয় যশোভাল হইবে। চারুনয়নে! চারু—বদনে—রাম রাজ্য লাভ করেন ইহা বশিষ্ঠাদি গুরুগণের, আমার, রামের, ভরতের সকলের প্রিয়, তুমি ইহা কর।

কিন্তু কৈকেয়ীর হৃদয় আর্দ্র হইল না। কৈকেয়ী সত্যের কথা প্রাড়িল, বেদের কথা আনিল, স্বামীকে মিথ্যাবাদী বলিল। রাজা অতীব দুঃখিত হইয়া আবার মূর্চ্ছা গিয়াছেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে কৈকেয়ী পুনরায় বলিল রামের উপর শপথ করিয়াও তুমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছ—নিশ্চয়ই তোমার নরক হইবে—আর

বনং ন গচ্ছেদ্ যদি রামচন্দ্রঃ
প্রভাত কালেঽজিন চীর যুক্তঃ
উদ্বন্ধনং বা বিষ ভক্ষণং বা
কৃত্বা মরিষ্যে পুরত স্তবাহম্।

প্রভাত কালে অজিন ও চীর বস্ত্র পরিয়া রাম যদি বনে না গমন করে তবে হয় উদ্বন্ধনে বা বিষ ভক্ষণে আমি তোমার সমক্ষেই প্রাণ ত্যাগ করিব।

রাজা সত্য পাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেন না। উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে, বিবর্ণ বদনে, রাজা কি যেন কি হইয়া যাইতেছেন। অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া রাজা কৈকেয়ীকে বলিলেন—

যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিরগ্নৌ পাপে ময়াধৃতঃ।
সংত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া॥

পাপে! আমি মন্ত্র গড়িয়া অগ্নি সমক্ষে যে তোর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা পরিত্যাগ করিলাম। তোতে যে পুত্র জন্মিয়াছে তোর সহিত তাহাকেও ত্যাগ করিলাম।

কৈকেয়ী কাঁপিয়া উঠিল না। বরং বিদ্রুপ হাসি হাসিল, রাজা আবার বলিলেন—পাপাচারে! আমার মৃত্যু হইলে বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনেরা—রামাভিষেকের উপকরণ দ্বারাই আমার উদক-কার্য্য সম্পাদন করাইবেন। তুই আমার উদক-কার্য্য করিস্ না, আর তোর ভরতও যেন না করে।

——

শ্রীশ্রীসরস্বতী।

সংশয় থাকিলে পূজা হয় না। পূজা হয় ভালবাসা থাকিলে। ভালবাসা নাই তবু যে পূজা সেটা কোথাও হয় কর্ত্তব্যজ্ঞানে, কোথাও হয় আশায়—এক কথায়, অনুরাগ নাই, তবুও যে পূজা, সেটি হয় বিশ্বাসে। এই বিশ্বাসও [illegible]

যত্ন। এখানেও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না—ঈশ্বরের আজ্ঞা-পালন জন্য চেষ্টা করিতেছি—যা হয় হউক, এইটি যথার্থ বিশ্বাস। বিশ্বাসের নিম্নভূমিকা হইতেছে—না করা অপেক্ষা করা ভাল—যদি কিছু ফললাভ হয় ত হইবে—না হয়, তবে আর কি করিব।

আমরা ভালবাসিয়া পূজা করার কথাই বলিব। যাহাতে ভালবাসা হয়, তাহার কথাই আলোচনা করিব। ভালবাসার প্রবল শত্রু হইতেছে সংশয়। সংশয় দুই প্রকার, কর্ম্মে সংশয় ও জ্ঞানে সংশয়।

কর্ম্মসংশয়ে মানুষের দুরবস্থার শেষ থাকে না—মানুষ সর্ব্বদা অশান্ত হইয়া নানা কর্ম্ম করে, কিন্তু কোন কর্ম্মেই দৃঢ়ভাবে লাগিতে পারে না। কর্ম্ম-সংশয় হইতেছে—এই কর্ম্ম করিলে কি হইবে? এই কর্ম্মে বড়ই ক্লেশ। কোথায় কোন্ মানুষ আমার প্রাণরোচক কর্ম্ম বলিয়া দিবে, ইহাতে এই দিকেই লক্ষ্য থাকে। সংশয়যুক্ত মানুষের কিছুই হয় না। কর্ম্ম-সংশয় দূর করিবার উপায় হইতেছে শাস্ত্র-আজ্ঞামত কর্ম্মে লাগিয়া থাকা। কুলগুরুর নিকটে দীক্ষা লইয়াছি—আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা এই মন্ত্র, এই কুলদেবতা লইয়া উপাসনা করিয়াছেন—ইহাই আমাদের একমাত্র পন্থা। এই পথে থাকিয়া মৃত্যু হয় তাহাও ভাল তথাপি শাস্ত্রবিগর্হিত কোন পথে আমি চলিব না। এই মন্ত্রেই আমার নিশ্চয়ই হইবে, এই দেবতার উপাসনা করিলেই তিনি প্রসন্ন হইয়া দেখা দিবেন। তিনিই সকল মূর্ত্তি ধরিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনিই ক্ষমাসার। আমার উপাস্য দেবতাই আমার আত্মচৈতন্য, ইনিই বিশ্বরূপ ধরিয়া সর্ব্ব স্থাবর জঙ্গমের কোলে কোলে বিরাজ করিতেছেন আবার ইনিই আপনি আপনি পরমপদ, ইনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। এক কথায় আমার এই দেবতা সমকালে নির্গুণ, সগুণ, আত্মা এবং আমাকে কৃপা করিবার জন্য মূর্ত্তি ধরিয়া অবতার। মন্ত্রজপে যে রস পাই না, উপাসনায় যে প্রাণ ভরিয়া যায় না—ইহাতে মন্ত্রেরও দোষ নাই, দেবতারও দোষ নাই—দোষ আমারই। আমারই ব্যভিচার, আমারই পাপ, আমার মন, আমার ইন্দ্রিয়, আমার দেহ—সমস্তকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এই কর্ম্ম দ্বারাই আমার পাপ কাটিবেই—আজ্ঞাপালন চেষ্টাই আমাকে পবিত্র করিবে—আমি ইহার দ্বারা আমার দেবতার প্রসন্নতা অনুভব করিয়া ধন্য হইয়া যাইব। কর্ম্ম-সংশয় এইভাবে দূর হয়। জ্ঞানসংশয় আরও ভয়ানক। কর্ম্মের প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি না হইলে কিছুতেই জ্ঞান লাভ হয় না। কর্ম্মে যাহার [illegible], জ্ঞানে যাহার সংশয় আসিয়াছে, সেই সংশয়াত্মার অধোগতি

অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞানে সংশয় হইতেছে, আমার মনই ত আমার আত্মা, মন ভিন্ন আত্মা আবার কি? যে চৈতন্যকে লোকে আত্মা আত্মা করে—এই আত্মাই কি আমার হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা? ইনি ত সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকেন, তবে ইনি আমাকে রক্ষা করিতে পারেন না কেন? আমি কত কষ্ট পাই, ইনি ত আমার ক্লেশ দূর করিতে পারেন না। আমার আত্মাই আমার ইষ্ট দেবতা কিরূপে হইবেন? ইনিই বা বিশ্বরূপ কিরূপে, ইনিই পরম পদ কিরূপে হইবেন? চৈতন্য ত নিরবয়ব—চৈতন্যত নিরাকার। নিরাকার যিনি, তিনি আপনার স্বরূপ ধ্বংস করিয়া সাকার হইবেন কিরূপে? ঈশ্বরের মূর্ত্তি ধরা কি সম্ভব? ঈশ্বরকে মানুষই গড়ে। ঈশ্বরের মূর্ত্তি মানুষের কল্পিত। ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞানসংশয়। এই জ্ঞান সংশয়ে মানুষ দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ, কত বাদেরই না সৃষ্টি করে, পরমাণু-বাদ, পরিণামবাদ, বিবর্ত্তবাদ প্রভৃতি বহুবাদের সৃষ্টি করে। জ্ঞানের সংশয় দূর করিতে হইলে সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়া সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র সাহায্যে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করা আবশ্যক। আপনাকে অনুষ্ঠান করিয়া করুণাময় শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়া করিয়া শ্রীভগবানের আজ্ঞাপালনে চেষ্টা করিলে তাঁহারই কৃপায় সকল সংশয় দূর হইয়া যায়।

সংশয় দূর হইলে ভালবাসা হয়, ভালবাসা হইলে পূজা হয় এবং পূজা যে স্বাভাবিক তাহা অনুভব করা যায়। আমরা এখন শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার কথা বলিব।

মহাসরস্বতীকে একটু ভালবাসিতে হইবে। তুমি যাহাকেই কেনমা ভজনা কর, এই কিন্তু সেই। যদি বল তাও কি হয়? সে যে "নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা"— সে যে সজল জলদমধ্যস্থা বিদ্যুৎ লেখার মত দীপ্তিমতী আর এ যে "নীহার-হার-ঘনসার-সুধা-করাভাং কল্যাণদাং কনকচম্পকদামভূষাম্"—এ যে নীহার, মুক্তাহার, কর্পূর, চন্দ্রের ন্যায় ধবলকান্তি, এ যে কল্যাণদায়িনী স্বর্ণ-চম্পকমাল্যে অলঙ্কৃতা—রূপে ত মিলিল না। তার পরে নামেও মিল্লে না। না—নামরূপে মিলিল না। লীলাতেই বা মিলে কৈ? তাও মিলে না। গুণে কতক কতক মিলে সত্য—কিন্তু স্বরূপে? বেদান্ত প্রতিপাদ্য তত্ত্বই ইঁহার স্বরূপ। স্বরূপে সব রূপই ত সচ্চিদানন্দ। স্বরূপে সকল অবতারই ত ক্ষমাসার, দয়ার আধার, সৃষ্টিস্থিতি পালনকারিণী বা সৃষ্টিস্থিতি-লয় কর্ত্তা। সকলেই ত অঙ্গ উপাঙ্গ সহিত চারিবেদে গীতা, সকলেই ব্রহ্মের সেই অদ্বৈত শক্তি। সবার কর্ত্তা এই দেবী সরস্বতী দ্যোতমান দ্যুলোক হইতে যথার্থ ভক্তের যজ্ঞে, পূজায় আসুন।

করিয়া থাকেন। এই সরস্বতী বর্ণ, পদ, বাক্য ও তদর্থরূপে বর্ত্তমান, ইনি অনাদিনিধনা, ইনি উৎপত্তি নাশশূন্যা। ইনি অনন্তা। এই সরস্বতী "অধ্যাত্মমধিদৈবং চ দেবানাং সম্যগীশ্বরী। প্রত্যগান্তে বদন্তী যা সা মাং পাতু সরস্বতী"—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক যত দেবতা আছেন সকল দেবতাগণের ইনি সম্যক্ ঈশ্বরী। প্রতিদেহে যে আত্মা আছেন, ইনিই তাহা বলিয়া দেন—এই সরস্বতী আমাকে রক্ষা করুন। ইনি অন্তর্যামিনীরূপে ত্রৈলোক্য নিয়মিত করেন, আদিত্যরূপে অবস্থিত দেবগণ ইহাঁতেই আবিষ্ট, ইনিই ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ দ্বারা বন্দিতা এখন বল, এই সেই কিনা ?

একটু ভাল বাসিতে কি পারা যাইবে ? আমার দেবতাই, আমার ইষ্টই—ইনি নিগুর্ণ হউন বা সগুণ হউন বা আত্মাই হউন বা অন্য নামরূপের অবতারই হউন, আমার আত্মাই এই মূর্ত্তি ধরিয়াছেন, ইহা বুঝিলেও কি ভালবাসা হইবে না ? পূজার মত পূজা করিতে পারিলেই ত প্রসন্নতা অনুভবে আসিবেই।

শুনা যায়, শ্রুতিসিদ্ধ নির্ম্মল পদ বিশিষ্ট স্তোত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে পারিলে ইনি সদ্যসদ্যই দেখা দিয়া থাকেন। শুনা যায়, বেদের দশটি মন্ত্র দ্বারা ভক্তিভাবে ইহাঁকে ডাকিয়া, ইহাঁর দর্শন লাভ করিয়া, কোন ঋষি ধন্য হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সেদিকেও সম্ভাবনা প্রায় নাই। কারণ মন্ত্রগুলি ত বর্ণত ও স্বরতঃ শুদ্ধ হওয়া চাই। স্বরতঃ উচ্চারণ হইলেই ত আনন্দ অনুভূত হয়। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ইহারা কতকাল না জানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গানে কতকটা স্বর জাগে, তাহাতে কার না আনন্দ ? তার পরে মন্ত্রগুলির বর্ণেও ত কত গোলযোগ হইয়াছে ; "যজ্ঞে সূত্রং দদ্যাৎ" ইহার "স" "ম"য়ের আকার ধরিয়া কিম্ভুতকিমাকার কর্ম্ম গড়িয়াছে। সন্ধ্যার মন্ত্রেই কত পাঠ চলিতেছে, শমুনঃ না শমনঃ—কত গোলযোগই হইতেছে। সরস্বতী দেবী—ছয়মাস সাধনাতেই দেখা দিয়াছিলেন কিন্তু সাধনা করিবে কে ? "ভক্তিশ্রদ্ধাভিযুক্তস্য ষণ্মাসাৎ প্রত্যয়ো ভবেৎ"—পূজা করিয়া পরে ভক্তিশ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া যিনি সরস্বতীর স্তব করেন, ছয় মাসে তাঁহার প্রত্যয় হয়—জ্ঞানলাভ ঘটে। আবার সরস্বতীর উপাসক যিনি তিনি গুরুমুখে না শুনিয়াও কঠিন শাস্ত্রেরও অর্থবোধ করেন।

জ্ঞানের দিক্ দিয়া সুবিধা নাই, কর্ম্মের দিক্ দিয়াও সুবিধা নাই, তবে মানুষ করিবে কি ? জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই লাভ হইবে, একটু ভাল বাসিতে পারিলে, একটু ভক্তি করিতে পারিলে।

আহা! বড় যে দুঃখের অবস্থায় পড়িয়াছি। দুঃখ আসিলে সবাই দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু নিজের সামর্থ্যে ত দুঃখ দূর করিতে পারিলাম না। হায়! আমার কি তবে কেহ নাই? না—না আমার যে তুমি আছ। তুমি আছ। তুমি সকলের জন্য আছ। আমি নিজের বুদ্ধিতে চলিয়া কত কি করিয়া ফেলিয়াছি—কত পাপ হইয়া গিয়াছে, কত অন্যায় হইয়া গিয়াছে—এখন আর পাপ করিতেও ইচ্ছা নাই, অন্যায় করিতেও ইচ্ছা নাই। আমি সব রকম করিয়াছি, সব রকম খাইয়াছি,—আর তার জন্য শত শত দাগা খাইয়াছি, শত শত জ্বালায় জ্বলিতেছি; শরীরে শত রোগ দেখা দিয়াছে, মন কোটি কোটি অসম্বন্ধ প্রলাপে সর্ব্বদা ব্যাকুল। হায়! আমার সব থাকিয়াও আজ আমি পথের কাঙ্গাল হইয়া, আজ দীনহীন ভিখারী হইয়া তোমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। শুনি তুমি করুণা সাগর। শুনি তুমি কাহাকেও ফেলিয়া দাওনা—শুনি তুমি দীনবন্ধু—আমি ত নিজের দোষে দীন হইয়াছি—তুমি কি আমার বন্ধু হইবে? তুমি ত মা আছই—আজ কি এই শত দাগা প্রাপ্ত সন্তানকে একবার কোলে লইবে? আমি যে কিছুই জানি না, কিছুই পারি না—সকলেই যে আমাকে ঘৃণা করে। তুমি ত কাহাকেও ঘৃণা কর না। তুমি আমায় আশ্রয় দাও। তুমি আমায় রক্ষা কর। আমি যতটুকু পারি, তাই দিয়া তোমার নাম করি, তুমি আমায় দয়া কর।

এই ভাবে শরণাপন্ন হইলে তিনিই সব করিয়া দেন। মন্ত্র শুদ্ধ করিয়া দেন, স্বরতঃ বর্ণতঃ—সবই করিয়া দেন।

সকল পূজার শেষ, সকল ভক্তির শেষ—জ্ঞান লাভে। জ্ঞান লাভের জন্যই কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি—যা বল সব।

মা তুমি না জ্ঞান দিলে আমার আত্মজ্ঞানও হইবে না। আহা! সে দিন কেমন হইবে যেদিন তুমি আপনি আসিয়া বুঝাইবে, শাস্ত্রমূর্ত্তিতে বা গুরুমূর্ত্তিতে তুমি দেখাইয়া দিবে এই ভিতরে যিনি চৈতন্য হইয়া আছেন,—এই আত্মা—ইনিই সচ্চিদানন্দ। এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপিণী প্রকৃতি সৃষ্টা হইলেন। পূর্ণ ত আছেনই—পূর্ণই অপূর্ণ কল্পনা করিলেন। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপিণী প্রকৃতিতে চিৎএর প্রতিবিম্ব ভাসিল—দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে সেইরূপ। চিৎপ্রতিবিম্ব প্রকৃতিতে ভাসিয়া সাম্যাবস্থারূপিণী প্রকৃতির গুণবৈষম্য ঘটাইল। প্রকৃতি চিৎপ্রতিবিম্ব যুক্ত হইয়া সত্ত্বরজস্তম গুণ দ্বারা চঞ্চলা হইলেন। সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি চৈতন্য দীপ্তা হইয়া হইলেন মায়া, আর

তাঁহাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য হইলেন পুরুষ বা ঈশ্বর। মায়াই ঈশ্বরের উপাধি। এই সাত্বিক উপাধি মায়াই জগৎ রচনা করেন। মায়া জগৎ গড়িতেও পারেন, না গড়িতেও পারেন, বা অন্যরূপেও গড়িতে পারেন।

এই মায়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সব সৃষ্টি করিলেন—করিয়া সকলকে আবরণ করিলেন সকলকে ভুলাইলেন—এককে আর দেখাইলেন।

এই এককে আর দেখান—এও অতি বিস্ময়কর। ভিতরে যিনি দ্রষ্টা তাঁহাকে দৃশ্যরূপে দেখান বা দৃশ্যকে দ্রষ্টারূপে ভাসান ভিতরে মায়া এই করিলেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যে ভেদ, সেই ভেদটা ইনি মুছিয়া ফেলিলেন। ইহাতে সব গোলমাল হইয়া গেল; আত্মাই দ্রষ্টা—এই আত্মাকে মন সাজাইলেন। মনই আত্মা হইয়া গেলে সব বিপর্য্যয় হইয়া গেল। আর বাহিরের দৃশ্য যে জগৎ এটা হইয়া গেল সত্য, এটা হইয়া গেল ব্রহ্ম।

মায়ার এই ভেদ ভুলান ব্যাপারটা মা সরস্বতী দেখাইয়া দিলেন—তখন জগৎটাকে আর সত্য বলা গেল না—ব্রহ্মই জগৎ সাজিয়াছিলেন যে মায়ার সাহায্যে, সেই মায়া কাটিয়া গেল—সবই ব্রহ্ম হইয়া গেল। ভিতরেও চিৎ যিনি তিনি মনোমায়া হইতে বিভিন্ন হইয়া আপন স্বরূপে ভাসিলেন—মন মরিয়া গেল—মনোমায়ার ইন্দ্রজাল কাটিয়া গেল—দেখা গেল সচ্চিদানন্দ আত্মাই আছেন।

দেবী বাগ্‌বাদিনী এই বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু শুধু বুঝিলেই ত হয় না—সাধনা করা চাই; তবে যাহা বুঝা গেল তাহার অনুভব হইবে। নতুবা সব ভুল হইয়া যাইবে।

আমরা একটু সাধনার কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

নাম রূপ এই দুইটি মিথ্যা। অস্তি ভাতি প্রিয়—সৎ চিৎ আনন্দ এই তিনটি সত্য। কিন্তু মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়া সত্যে যাইতে হইবে। এই হইল সাধনা।

ভিতরে নাম লওয়া হউক—বাহিরে মূর্ত্তি লওয়ার কথা পরে বলা যাইবে। ঐঁ ঐঁ ঐঁ ইষ্টমন্ত্র বা নাম জড়িত ইষ্টমন্ত্র, মনে কর কেহ জপ করিতেছেন। নাম চলিতেছে, ভিতরে শব্দ অনুভূত হইতেছে, আর সাধক, সেই নাম ভিতরে যে চলিতেছে, তাহা শুনিতেছেন। কর্ম্ম করেন প্রকৃতি—আর যিনি শুনিতেছেন তিনি দ্রষ্টা পুরুষ। নামের ধ্বনিকে দৃশ্যরূপে রাখ, চেতন পুরুষকে দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিতে অনুভব কর। নামের শব্দে যদি মনকে ডুবাইতে পার তাহা হইলেও হয় অথবা দ্রষ্টা পুরুষে যদি মনকে ডুবাইতে পার তাহা হইলেও

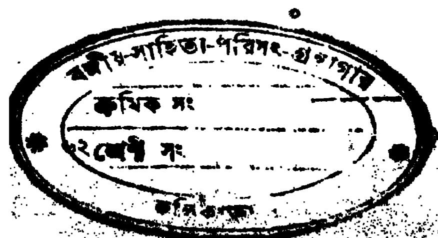
হয়। এই দুয়েই চিত্ত একাগ্র হইতে পারে—স্থিরত্বও আসিতে পারে—কিন্তু এই স্থিরত্ব থাকে না—ইহা ভাঙ্গিয়া যায়। সেই জন্য যিনি দ্রষ্টা—তাহাতে ডুবিয়া তাঁহার স্বরূপটি যাহা পূর্ব্বে জানা হইয়াছিল তাহাই ভাবনা করিতে হয়। আমি অসঙ্গ, আমি সচ্চিদানন্দ, আমি স্বয়ংপ্রভ আমি দ্বৈতবর্জ্জিত এই ভাবনা নিরন্তর যখন চলে তখনই সব হইয়া যায়। বলিতেছি মন নাম করিতেছে ইহা শুনিতে শুনিতে চেতন পুরুষের অনুভব চলুক। "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।" হইয়া যাউক—নাম জপিতে জপিতে অবশ হওয়া চাই—যতদিনে না হয় ততদিন সর্ব্বদা এই সাধনা চলুক—তার পরে আনন্দে স্থির হইয়া যাওয়া চাই। ভিতরে দৃশ্য দ্রষ্টা ও আনন্দ এই তিন লইয়া দিন কাটান যাউক্।

বাহিরেও এই ভাবে তিন লইয়া দিন কাটাইতে হইবে। বাহিরে সুন্দর সরস্বতী মূর্ত্তি দেখিতেছি, নাম, রূপ, গুণ, লীলা, স্বরূপ সব ধরিয়া ভাবিতে ভাবিতে মূর্ত্তি জীবন্ত হইয়া গিয়াছে—আর যেন নামরূপ ভাসিতেছে না—রূপে ডুবিয়া গিয়া রূপ ছাড়িয়া যেন আরও কোথায় চলিয়া গিয়াছে। যেখানে গিয়াছে সেখানে দ্রষ্টাই যেন রূপ ধরিয়া দৃশ্য হইয়াছিলেন—রূপের বিলয়ে তাই বোধ হইতেছে। রূপ উড়িয়া গেলেই দ্রষ্টাই থাকিল তার পরে আসিল স্বরূপ অনুভবে আনন্দ। নির্ব্বাত স্থানে দীপশিখার ন্যায় চিত্ত স্থির হইয়া গিয়াছে—সচ্চিদানন্দ রসাস্বাদনে চিত্তের যে স্তব্ধীভাব—তাহাই চিত্ত লয়ে স্বরূপে বিশ্রান্তি।

বাহিরে তিন আর ভিতরে তিন ইহার কোন কিছু লইয়া দিন কাটাইতে যিনি পারিলেন তিনিই ধন্য হইলেন।

মা! কি আর বলিব! দেশের জড়তা—চিত্তের জড়তা কাটাইতে তুমিই পার। আমরা তোমার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করি—আর তুমি আমাদিগকে চালাইয়া লও; আর নিজের বুদ্ধিতে কাজ নাই—এই বুদ্ধি তোমার দিকেই চাহিতে শিক্ষা করুক।

নমামি যামিনীনাথলেখালঙ্কৃতকুণ্ডলাম্।
ভবানীং ভবসন্তাপনির্ব্বাপণ-সুধানদীম্॥ ইতি



শ্রীবাল্মীকি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৩২৮ সালের মাঘ মাসের অংশের পর)

প্রকৃতির অসচ্ছন্দ স্পন্দনে কামনা সাগরে ডুবিয়া যে চিন্মণি হারাইয়া গিয়াছিল আজ অন্তরে বাহিরে রত্নাকর হারান মণির ছটা দর্শন করিলেন চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ার সত্ব গুণোদয়ের পবিত্র আনন্দে রত্নাকরের চিত্ত, প্রাণ, তালে তালে নৃত্য করিতেছে, বহু ব্যাভিচারে বহু অপব্যবহারে যে শক্তির ক্ষয় হইয়াছিল, আজ রাম নামের গুণে সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত সকল শক্তি সমবেত হইয়া উর্দ্ধগামী হইয়া নৃত্য করিতে করিতে আপন আত্মদেবে মিশ্রিত হইতে ছুটিয়াছে। ব্যাভিচার রত স্বেচ্ছাবশে নিয়ত কাম ক্রোধাদির কার্য্য করিতে করিতে দস্যু হৃদয় এতই কলঙ্কিত হইয়াছিল যে হতভাগ্য, পাপনাশক পবিত্র রাম নাম উচ্চারণেও সমর্থ হয় নাই, কিন্তু আজ আর রত্নাকরের কোন অভাব নাই, অমূল্য রত্নের অধিকারী হইয়া দস্যুর সকল অভাব মিটিয়া গিয়াছে। বৈরাগ্যই ধর্ম্ম জীবনের ভিত্তি! রত্নাকরের মত তীব্র বৈরাগ্য এবং গুরুবাক্যের দৃঢ় বিশ্বাসে নামে অনুরাগ জন্মিলে অভাবময় জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষাই মিটিয়া যায়। নাম নামী অভেদ জানিয়া নাম জপ করিতে করিতে নামে একাগ্র হইয়া যখন নামে চিত্ত লয় হয় তখনই বাসনা ক্ষয়ে নামের স্বরূপ অনুভূত হয়। সার্থক রত্নাকরের মহাপুরুষ দর্শন—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ,
কয়লাকি ময়লা ছুটে যব আগ্ কর পরবেশ।"

কত জন্মের কত বাসনা কামনার ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া আপন স্বরূপ হারাইয়া অজ্ঞানী জীব নিয়ত হাহাকার করিতেছে শ্রীগুরুরূপী শ্রীভগবানই তো জ্ঞানাগ্নিতে জীবের অনাদি সঞ্চিত অজ্ঞান দগ্ধ করিয়া আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করাইয়া থাকেন! গুরু ভিন্ন এমন পবিত্র মধুর নামের নামীকে কে চিনাইত? গুরু কৃপা ব্যতীত এই মরুভূমিতে মরিচীকার মত মায়া রচিত দুর্ভেদ্য ইন্দ্রজাল কে ভেদ করিতে পারিত? সঙ্কট সঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ 'ক্ষুর ধারের' ন্যায় সংসার পথে 'চুলের সেতু দিয়া' পার করাইতে শ্রীগুরু ভিন্ন আর কেহ নাই।। ভক্ত গাহিয়াছেন—

"মাতা পিতা জনম কি দাতা আউর সহোদর ভাই
মরণ কালে সাথমে যানা গুরু বিনা কোই নাই।"

গুরু ভিন্ন এই সদা চঞ্চল মনের গতি ফিরাইয়া আদিত্যপথগামিনী আপন বরণীয় ভর্গের সহিত কে মিশিতে পারিত? নিজ শক্তি, রূপজ্ঞান শলাকা দ্বারা, অজ্ঞান তম নিমেষে নাশ করিয়া, চিরতরে শোক তাপ জ্বালা যন্ত্রণার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আপন সৎচিদানন্দ পদে লইয়া চির বিশ্রান্তি প্রদান করিতে শ্রীগুরু ভিন্ন আর কে আছে? তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তি পূজামূলং গুরোপদম্ মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরুকৃপা।"

গুরুকৃপা লাভ করিয়া রত্নাকরের সকল বিপর্য্যয় নাশ হইয়া অজ্ঞান মেঘ উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে—

"মরা 'মরা' জপিতে আইল রাম নাম'
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ।"

রসনা আহ্ রসের সহিত 'রাম রাম' জপিতেছে, প্রাণ মহানন্দে মাতিয়া মধুময় নাম গাহিতেছে, নামের মধুর ধ্বনি শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় ডুবিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার লয় বিক্ষেপ শূন্য রত্নাকরের চিত্ত নামে লয় হইয়া গিয়াছে, ধ্যান পরায়ণ রত্নাকরের স্থূল দেহ শান্ত বাতক্রমের ন্যায় নিশ্চল ভাব ধারণ করিয়াছে, অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে নয়নতারা ভ্রূমধ্যে স্থির হইয়া পূর্ণকামতার প্রসন্নভরা মুখে নামের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাম রাম জপ করিতে করিতে একাসনে রত্নাকর সহস্রযুগ নাম সাধনা করিলেন—

"এক নাম জপে একস্থানে একাসনে,
সর্ব্বাঙ্গ খাইল বল্মীকের কীট গণে,।
মাংস খাইয়া তার পিণ্ড করিল সোসর
হইল কণ্টক কুশ তাহার উপর।
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে,
বল্মীকের মধ্যে মুনি রাম রাম ডাকে"।

সহস্র যুগান্তে ঋষিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রত্নাকরকে দেখিতে পাইলেন না, শুধুই রাম রাম ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, তখন ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইয়া—

আজ্ঞা করিলেন তবে ডাকি পুরন্দরে
সাতদিন বৃষ্টি কর পিণ্ডের উপরে।
বৃষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া সকল
কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল"।

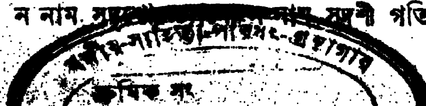
পূর্ণ কাম ঋষিদিগের কোন অভাব আকাঙ্ক্ষা নাই, সুখ দুখ লাভালাভ নিন্দা স্তুতিতে যাঁহাদের সমতা আসিয়াছে, সৎচিদানন্দ স্বরূপের প্রেমময় মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া যাঁহারা পরিপূর্ণ তাঁহাদের আবার হর্ষ বিষাদ কি? অজ্ঞ জীবের মঙ্গল সাধনই তাঁহাদের আনন্দ, অজ্ঞজনের বিষাদ তমঃ মুছাইয়া তাহাকে ভগবৎ চরণে নিবেদন করিয়া, তখন তাহার হাসি ভরা মুখের পবিত্র প্রসন্নতা দেখিয়াই তাঁহারা ভগবৎ প্রসাদ অনুভব করেন। রত্নাকরের নামে অনুরাগ ও নাম মহিমা দর্শন করিয়া, তাঁহাদের নয়নে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, মনে মনে রত্নাকরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, স্নেহ সূচক সুমিষ্ট স্বরে রত্নাকরকে ডাকিলেন, বৎস রত্নাকর! সে মধুর ডাক রত্নাকরের প্রাণ স্পর্শ করিল—ধীরে ধীরে রত্নাকর নেত্র উন্মীলন করিলেন-মেঘমুক্ত মিহিরের ন্যায় রত্নাকরের প্রকাশ হইল, তাঁহাদের কৃপায় রত্নাকর সুন্দর দেহ লাভ করিলেন; কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভাসিয়া তাঁহাদের চরণতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া রত্নাকর প্রণাম করিলেন—

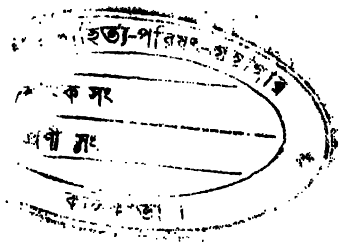
"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া,
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ
নিত্য শুদ্ধং নিরাকারং নিরাভাসং নিরঞ্জনং
নিত্য বোধ চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্,
"আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজ বোধ যুক্তং।
যোগীন্দ্র মীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং নমামি"।

আনন্দ মধুরশব্দে ঋষিগণ কহিলেন—হে মহর্ষে! তোমাকে ধারণ করিয়া মাতা ধরিত্রীর ক্রোড় আজ উজ্জ্বল হইয়াছে, তোমাকে নাম দিয়া আমরাও ধন্য হইয়াছি এক্ষণে তোমার পূর্ব্ব নাম লুপ্ত হইয়া 'বাল্মীকি' নাম হইল "বাল্মীকাৎ সম্ভবো যস্মাৎ দ্বিতীয়ং জন্মতোহভবৎ" যে হেতু বল্মীক হইতে উৎপত্তি তোমার দ্বিতীয় জন্ম স্বরূপ হইল।

রত্নাকর—জীবনে যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, মহর্ষি বাল্মীকিতে তাহা প্রত্যক্ষ হইল, রত্নাকর আজ-রত্নের-আকর, রত্ন জলধির অমূল্য রত্ন। নামের বলে না হয় কি? আদি পুরাণে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

নামৈব জগতাং বীজং নামৈব পাবনং পরম্,
নামৈব শরণং জন্তো নামৈব জগতাং গুরুঃ।
ন নাম সদৃশো ধ্যানং ন নাম সদৃশো জপঃ,
ন নাম সদৃশো [illegible] সদৃশী গতিঃ। ক্রমশঃ।





উৎসব।

—ঃ*ঃ—

আত্মারামায় নমঃ।

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্য্যয়ে॥

১৭শ বর্ষ } সন ১৩২৯ সাল, চৈত্র। { ১২শ সংখ্যা

প্রেমের পূজা।

শুধু ব্যাকুলতা ভরে চলেছি তোমার তরে
ভেসে ভেসে সাগরেতে কুসুমের মত।
যেন মোর ভালবাসা আকুল পরাণ তৃষা
বিফল ক'রোনা প্রভু করি আশাহত॥
ভয়েতে পূজিনা আমি শুন হৃদয়ের স্বামি
এ আমারি প্রেম পূজা দিয়া আঁখি জল।
এ শুধু মরম ব্যথা অসীম গোপন কথা
ফুটাইতে পরাণেতে প্রেমের কমল॥
আমি যদি থাকি ভুলে কৃপা করি নিও তুলে
সরায়ে সকল বাধা আলোকের রথে।
আমি যদি ধূলা মাখি তোমারে কভু না ডাকি
ছাড়িয়া যেও না সখা এই মরু পথে॥
আমি যদি নদী তীরে বালুকায়ে খেলি ধীরে
দূরেতে ফেলিয়া থাকি রতনের রাজি।

তবু প্রিয় কাণে কাণে ব'লো বাণী মধু তানে
সাজাইও ফুলে ফুলে পরাণের সাজি ॥
সুদূর এ পরবাসে বাঁধা আছি মায়াপাশে
জানি তবু এই পূজা ল'বে হাসি মুখে।
তুমি যদি নাহি শুন কেন ডাকি পুন পুন
কেন এ আবেগ ভরা আশা জাগে বুকে ॥
এত ব্যাকুলতা প্রভু, বৃথা নাহি হবে কভু
এ প্রেমের পূজা প্রিয় কভু মিছা নয়।
পুলকে আমার প্রাণ করে যদি সুধাপান
জীবনেতে সে সুধার নাহি হবে ক্ষয় ॥

(বি)

ভয় করিবে কেন ?

কেন ভয় করিবে ? তোমার কি ভগবানও নাই ? শ্রীভগবান যে সর্ব্বদা আছেন, সর্ব্বস্থানে আছেন, সকলের জন্য আছেন। তিনি যে কাহাকেও ফেলিয়া দেন না—তিনি যে আপনাকে প্রকাশের জন্য বিশ্বরূপ ধরিয়াছেন—তিনি যে অরূপ হইয়াও "রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ" একই অগ্নি যেমন ত্রিভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর বিভিন্নতা হেতু বহুরূপ ধারণ করেন—তাহাদের প্রত্যেকের আকারে রূপ ধারণ করেন, সেইরূপ সকল প্রাণীর ভিতরে যে একটিই আত্মা, তিনি সর্ব্ব দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, সবরূপে রূপ মিশাইয়া, সব আকার ধারণ করেন, আবার বাহিরও হয়েন—অর্থাৎ আপনার অবিকৃতরূপে আকাশের মতনও হয়েন। সবরূপে রূপ মিশাইয়া—সব সাজিয়া যিনি আছেন তিনিও কি তোমার নাই যে তোমার এত ভয় হইবে ? তিনিই সব সাজিয়াছেন, তিনিই তুমি সাজিয়াছেন—তুমি আপনাকে তাই বলিয়া জানন।—কেহ বলিয়া দিলেও ধারণা করিতে পার না—তিনি কিন্তু জানেন যে তিনিই তুমি। শুধু বিশ্বাস রাখ, তিনিই নামরূপ ধরিয়া বিশ্বরূপে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনিই নরনারী রূপে, বালক বৃদ্ধ রূপে, খেলা করিতেছেন। শুন নাই কি শ্রুতি বলিতেছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

যে দেব—দ্যুতিশীল, ক্রীড়াশীল পুরুষ অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বরূপে ভুবনে প্রবেশ করিয়া আছেন, যিনি ওষধীতে, যিনি বনস্পতিতে আছেন, সেই দেবতাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। আহা! শুধু অগ্নিতে তুমি আছ বলিয়াই শ্রুতি নিরস্ত হইলেন না—বলিতেছেন--

তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥

বলিতেছেন তুমিই অগ্নি, তুমিই আদিত্য, তুমিই বায়ু, তুমিই চন্দ্রমা। তুমিই শুক্র, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই জল, তুমিই প্রজাপতি। আবার বলিতেছেন—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, বিশ্বতোমুখ তুমি, তুমি মায়া অবলম্বনে যেন জাত হইয়া কখনও জরাজীর্ণ মত হও, হইয়া বৃদ্ধের মত দণ্ড গ্রহণ করিয়া চল—ইহাই বঞ্চনা। আবার তুমিই—

অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ॥

তুমিই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, তুমিই অন্তরাত্মা, তুমিই সকল মানুষের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস করিতেছ।

তিনি ত তোমার আপনার হইয়া আছেন, তুমি কি তাঁহাকে তোমার আপনার বলিয়া বিশ্বাস করিবে না? আর কাহাকে বিশ্বাস করিবে বল? এই পুরুষকে সর্ব্বদা স্মরণ কর—আর বিশ্বাস কর, তবেই তোমার আর কোন ভয় থাকিবে না।

(২)

স্মরণের অভ্যাস করিতে হইবে। ইহাই সাধনা। সাধনা না করিলে স্মরণ ভুল হইবে—স্মরণ ভুলই কিন্তু মরণ। এই সাধনা কিরূপ জান? সাধনার কথাই একটু আলোচনা করিতেছি।

সকল বস্তুতে যে ভগবান্ দেখিবে, সকল নরনারীতে যে ভগবান্ স্মরিবে ইহার সাধনা কি? কি করিলে—কি লইয়া নিরন্তর থাকিতে

পারিলে ইহার বিস্মরণ আর হইবে না ইহাইত একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহার আলোচনাই করিতে যাইতেছি।

বিশ্বরূপে উঠিতে হইলে কোন কিছু রমণীয়, কোন কিছু শাস্ত্র সম্মত, কোন কিছু নিত্য পরিচিত অবলম্বন চাই। সর্ব্বজনের পরিচিত যাহা তাহা হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। "আমি আছি" ইহা অপেক্ষা সর্ব্ব নরনারীর পরিচিত আর কি আছে? যে "আমি" সকলের কাছে সমান ভাবে আছেন, তিনি কিন্তু চৈতন্য। এই চৈতন্যকেও ত ধরা যায় না। ইনি আকার ধারণ করিলে তবে ইনিই অবলম্বনের বস্তু। যে বিশ্ব পুরুষ—যে বিশ্ব চৈতন্য বিশ্বরূপে ধরা দিয়াছেন—সেই অখণ্ড চৈতন্যই সকল নরনারী—সকল স্থাবর জঙ্গমের আকারে আপনাকে ধরা দিয়াছেন। চৈতন্যই বিম্ব—ইনিই ঈশ্বর। ইঁহার প্রতিবিম্বই কিন্তু জীব। ফটোগ্রাফকে সুন্দর করিতে হইলে যেমন যাহার ফটোগ্রাফ তাহাকে সুন্দর সাজিতে হয় তেমনি প্রতিবিম্বকে সুন্দর করিতে সেই পারে যে বিম্বকে নিরন্তর ভাবনা করিতে পারে। বিম্ব এই জন্যই রমণীয় হইয়া অবতরণ করেন। ইনিই অবতার। এইজন্য এই অবতারই জীবের অবলম্বনের বস্তু। এই অবতার অবলম্বন করিয়াই বিশ্বরূপে উঠিতে পারা যায়—বিশ্বরূপে ভরিত হওয়া যায়, সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বর স্মরণে ধন্য হওয়া যায়—সর্ব্ব কর্ম্ম—সর্ব্ব ভাবনা—সর্ব্ব বাক্য দিয়া এই সর্ব্বেশ্বরের পূজা করিয়া—তাঁহাকেই দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাতেই মিশিতে পারা যায়—তাঁহাতে মিশিয়া, তাঁহাতে মিলিয়া, সেই হইয়া অবস্থান করাই পরাভক্তি, পরম জ্ঞান। এই জ্ঞান লাভই সনাতন ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

অবতার অবলম্বনে কি করিতে হয় তাহার কথা একটু আলোচনা করি।

চক্ষে চক্ষে চাওয়া একখানি পটের ছবি লওয়া হউক বা একটি ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি অবলম্বন করা হউক। তা সে মূর্ত্তি হরগৌরীরই হউক—বা সীতারামই হউক—বা রাধা কৃষ্ণেরই হউক যাহার যাহা গুরুদত্ত অবলম্বন তাহাই হউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ধর যেন রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতেছি—দেখিতেছি যেন শ্রীরাধিকা পাগলিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া, যেন কেমন হইয়া কি দেখিতেছেন, কে যেন কি ভাবনায় ডুবিয়া গিয়া ভাবের স্বরূপে স্থিতি লাভ করিয়াছেন—আর শ্রীকৃষ্ণও রাধার স্কন্ধে একটি হস্ত রাখিয়া সেই রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কি ভুলিয়া কি হইয়া যেন দাঁড়াইয়া আছেন। তুমি সাধক—তুমি এই পটের ছবি দেখিতেছ। কখন রাধার চক্ষে চক্ষু রাখিয়া

রাধার চক্ষু লইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেখিতেছ আর বলিয়া উঠিতেছ আহা কি সুন্দর! কি সুন্দর! আবার শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া—শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু লইয়া শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিতেছ—আহা এ কি রূপ! আহা একি মাধুরী!

শুধু আহা! আহা! করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হইলে না—তুমি ভাবিতেছ রাধার ভাবনা—আর কৃষ্ণের ভাবনা। ললনা কি ভাবিবে? শ্রীমতী এই "চেয়ে চেয়ে ডাকা" রমণীয় দর্শনকে দেখিয়া—এই পরম পুরুষের চক্ষে চক্ষু রাখিয়া ভাবিতেছেন "আমি যে তোমরাই"; 'ছিলাম ত তোমাতেই—ছিলাম ত তোমারই শক্তি হইয়া—ছিলাম ত তোমাতেই মিশিয়া—ছিলাম ত শক্তি-শক্তিমান এক হইয়া; তুমি কি খেলা খেলিতে আমাকে ডাকিলে—আমি তোমায় দেখিতে রূপ ধরিলাম আর তুমি আমায় দেখিতে—আমায় দেখা দিতে মদন মোহন রূপ ধরিয়া আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় রসনায় এই আমার কাছে দাঁড়াইলে। আমি যে দেখিয়া দেখিয়াও দেখা শেষ করিতে পারিলাম না—আমি যে আর আঁখি ফিরাইতে পারি না কতবার যে বলি "গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারো—ভানু কোটি চন্দ্র কোটি কোটি মদন হারো"—আহা ইহার উপমার বস্তু কোথায়? সাগরের উপমা যে সাগরই—আকাশের উপমা যে আকাশই, আহা! ইহার উপমা যে এইই। যা দিয়াই বলিতে চাই কিছুতেই যে হয়না—যদি বলি

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছেরে
সো শ্যামের চিকণিয়া দেহা।
খঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা আঁখি নিরমিল রে
চাঁদ নিঙাড়ি কৈল থেহা॥
সে থেহা নিঙাড়ি কেবা আঁখি নিরমিল রে
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফলে জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ায়ল রে
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড॥
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বাণাওল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরত্র মথিয়া কেবা সারত্র বনাওল রে
ঐছন হেরি পীতাম্বর॥
বিস্তারি পাষাণে কেবা রতন বনাওল
এ হেন লাগয়ে বুক শোভা।

দাম কুসুমে কেবা সুষমা ক'রেছে রে
এমতি দেখি তনু আভা ॥
আদলি উপরে কেবা কদলী রোপল রে
ঐছন দেখি উরু যুগ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা দরপণ বসাওলে রে
হেরে চণ্ডীদাস যুগ যুগ ॥

কিছুই ত বলা গেল না—রূপ ভাবিতে ভাবিতে রূপ ফুরাইল না, যে ভাবিতেছিল সেই যে ফুরাইয়া যায়—সেই যে ডুবিয়া যায়। আহা! আমি তোমার—আমি তোমার বলিতে বলিতে—আমি তোমাতে হারাইয়া গেল—রহিলে শুধু তুমি, শুধু তুমি। এ যে কি ঘুম, যে ঘুমাইয়াছে সেই জানে—আর কেহ জানে না। আহা! এই ঘুমও যে ভাঙ্গে—রূপের ঘুমও ভাঙ্গে—ঘুম ভাঙ্গিলে কিন্তু যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে। এই ত সাধনা। ভিতরে ভাবিয়া ভাবিয়া, ভাবনা ফুরাইয়া, সব ভুলিয়া, ঘুমাইয়া পড়িতে অভ্যাস কর, ভিতরে "জপিতে জপিতে নাম—অবশ করিল গো" হইয়া যাও—তার পরে কেমন কেমন চক্ষে যা দেখ-সব সে হইয়া গিয়াছে দেখিবেই। ইহারই নাম ভিতরে মজিয়া বাহিরে ভজা। নতুবা শুধু লোকের মুখে শুনিয়া কয় দিন মনে রাখিবে তাই বল। শাস্ত্র মুখে শুনিয়া, সাধু মুখে আস্বাদন করিয়া, ভিতরে ডুবিবার জন্য সাধন কর—বাহিরে আর কিছু দেখিবেনা, দেখিবে সেই সব সাজিয়া তোমার জন্য দাঁড়াইয়া আছে—দেখিবে কি যেন কি করিয়া, তোমাকে কি বলিতেছে—কি যেন ইঙ্গিত করিতেছে—যেন তোমায় নিরন্তর ডাকিতেছে, শত বস্তুর মধ্য দিয়া নেত্রান্তসংজ্ঞা করিতেছে, সে যে তোমায় সৃষ্টি করিয়াছে, তুমি তার সঙ্গে খেলিবে বলিয়া—বল বল তুমি তার সঙ্গ ছাড়িয়া কার সঙ্গে খেলিতে ছুটিয়াছ? পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র-স্বামী—আকাশ তারা, চাঁদ সূর্য্য সাগর লহরী-বায়ু পর্ব্বত পশু পাখী বৃক্ষ লতা অগ্নি বিদ্যুৎ নর নারী সবই যে সেই। তাকে ভুলিয়া যা দেখ সে দেখা দেখাই নয়—সেটা মায়ার বিড়ম্বনা। বল এ আর কত বলা যাইবে? রাধা-চক্ষে চক্ষু রাখিয়া শ্যাম দেখিতে দেখিতে, এই ভাবে বিশ্বরূপে কখন কি গিয়াছ? সাধনা কর যাইবে—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—এ কথা সত্য সত্য সত্য।

আবার শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে চক্ষু রাখিয়া একবার শ্রীমতীকে দেখিয়া দেখিয়া তাব দেখি, আহা তেজোময়ি! জ্যোতির্ম্ময়ি—তেজ, জ্যোতি, ভর্গ হইয়া যখন তুমি

তোমার শক্তিমানে এক হইয়াছিলে, তখন ত তোমার আস্বাদন হয় নাই—এখন এই রূপ! কিরূপে বলিব কত মধু, কত সুধা—তোমার দিকে চাহিলে! আহা! শতবার বলি "ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং" বলা কি হইল? কিছুতেই যে বলিতে পারিনা তুমি কি করিয়া আমার দিকে চাও?

আহা! "ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃত্বং ত্বমঙ্গে"। আহা! তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, আমার নয়নের কৌমুদী তুমি, তুমিই আমার অঙ্গে অমৃত, বলা ত হইল না তুমি আমার কিসের মূর্ত্তি। ছিলেত আমারই সঙ্গে, আমারই মধ্যে, আমার সঙ্গে মিশিয়া—তোমাকে ডাকিলাম আমিই। আহা! এ কিরূপে আসিয়া দাঁড়াইলে? তোমার প্রণয় মহিমাই বা কি, আমার মাধুর্য্যই বা কি, তুমি আমায় দেখিয়া দেখিয়া কি আস্বাদন কর—কোন কিছুই বলিয়া শেষ করা গেল না। ভাবনা করলা, এই সব তোমার ইষ্ট অবলম্বনে। আরও ভাবনা কর—তোমার এই ধ্যানের মূর্ত্তি সাক্ষাতে দেখিবার ভাগ্য ত আমার নাই। কিন্তু তুমি ত অনেক ভাবে দেখা দিয়াছ। কখন পিতা হইয়া দেখা দিয়াছ—আমি চিনিতে পারি নাই—শত অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি। কখন মাতা হইয়া, কখন স্ত্রী হইয়া, কখন কন্যা হইয়া, কখন পুত্র হইয়া, কখন শত্রু হইয়া, কখন মিত্র হইয়া একমাত্র তুমিই দেখা দিয়াছ, এখনও দেখা দিতেছ—স্বরূপে দেখিবার সাধনা পারি না তাই দেখা পাই না। তোমার দোষ কি? বল স্বরূপে তোমাকে বিশ্বাসে পাইয়াও কি ভয় থাকিবে?

১৩২৯ বর্ষ শেষে অপরাধ স্মরণ—ক্ষমা প্রার্থনা।

এই যে লোকটি আজ এত লোকের কাছে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে আর উপদেশ করিতেছে—ভগবানকে যদি ভক্তি করিবে ভাই, তবে আগে পিতা মাতাকে এবং গুরুকে ও গুরুজনকে একটু ভক্তি করিয়া আইস। পিতা মাতাকে এবং গুরুকে ভক্তি করিতে যদি না পার তবে ভগবান্ ভগবান্ তোমার বৃথা।

আজ আমি দীনের দীন হইয়াছি কিন্তু চিরদিন আমি এমন ছিলাম না। আমি ছিলাম দুর্দ্দান্ত অসুর। আমি প্রতিদিন আমার মাকে ধরিয়া প্রহার

করিয়াছি। কতদিন ধরিয়া এই কার্য্য করিতাম। মা আমার অত্যাচারে কতই কাঁদিতেন—আমাকে কিছুই বলিতে সাহস করিতেন না। শুধু কাঁদিতেন আর যদি কিছু বলিতেন তবে বলিতেন বাবা! আমি মা—আমায় এত কষ্ট দিওনা বাবা! আমি তোমার প্রহার আর সহ্য করিতে পারি না। আর আমি? এই রোদন পরায়ণা জননীকে কত কটু ভাষায় গালি দিয়া আবার তার উপরেই প্রহার করিয়াছি—আহা! আমার মুখ দেখিলেও তোমাদের পাপ হইবে—তোমরা আমার কাছে কোন্ ধর্ম্ম শুনিবে ভাই? তবু যদি শুনিতে চাও বলি শোন। শোন বলি কিরূপে আমার পরিবর্ত্তন আসিল।

আমি ছিলাম মাতৃদ্রোহী আর ছিলাম স্ত্রীর গোলাম।—"স্ত্রীদেবাঃ কাম কিঙ্করাঃ" শাস্ত্রের এই কথার জ্বলন্ত মূর্ত্তি ছিলাম আমি। কিছু দিন পরে আমার এক কন্যা জন্মিল। স্ত্রী আমাকে চিনিত। আমাদের মধ্যে কখন শিশুকে শোয়াইত না। যে মাকে প্রহার করিতে পারে সে কন্যাকে যে মারিয়া ফেলিতে পারে তাঁর প্রমাণও কিছু কিছু সে পাইয়া ছিল। কামান্ধ পশু সবই পারে ইহা সে বুঝিত।

তখন শীতকাল। কন্যাটিকে আমার স্ত্রীর বাম দিকে শোয়াইয়াছে আর আমি স্ত্রীর ডান দিকে শুইয়াছি। কন্যা শয্যায় প্রস্রাব করিল আর স্ত্রী কন্যাকে আমাদের মধ্যে বিছানা করিয়া শোয়াইল। আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া স্ত্রীকে কত কি বলিলাম আর কন্যাকে গালি দিলাম। স্ত্রী ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিল আহা! এ শিশু—প্রস্রাবের মধ্যে পড়িয়া থাকিলে মরিয়া যাইবে। আহা! এ যে আমার আশ্রয়ে আসিয়াছে। আরও বিপদ হইল। কন্যা এখানেও প্রস্রাব করিয়া ফেলিল; তখন আমার স্ত্রী কন্যাকে বুকে তুলিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল। আমার কি যেন কি হইয়া গেল—যেন চক্ষের পরদা সরিয়া গেল। আমি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি যে মেয়েটার জন্য এত করিতেছ—তোমার বিরক্তি আসিতেছে না—তোমার কষ্ট হইতেছে না? স্ত্রী উত্তর করিল—এ যে আমার সন্তান। এর জন্য কষ্ট কি আবার কষ্ট? একে যে আমি বুকের পাঁজর কাটিয়া তাহার ভিতরে রাখিতে পারি। এ আর কি কষ্ট? এর জন্য মরিতেও আমার কষ্ট নাই।

আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আহা! আমার মাও ত আমার জন্য এইরূপ করিয়া ছিলেন। আমি কি অসুর! আমি কি পাষণ্ড! আমি আমার মাকে কত কষ্ট দিতেছি, কত যাতনা দিয়াছি। আমার মত

পাপী কে আছে? আমার মুখ দেখিলেও পাপ হয়। হায়! আমি কি করিয়াছি! আমার উদ্ধার কিসে হইবে?

এখন আমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম আমায় পোড়াইতে লাগিল। আমি ধর্ম্ম সভা সমিতিতে যাহা শুনিতাম তাহাই উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতাম। এখন শাস্ত্র কথিত উপদেশ সকল আমার অনুতাপ অগ্নি আরও জ্বালাইয়া দিল। মা আমার জন্য যাহা যাহা করিয়াছেন এবং আমি মার উপর যাহা যাহা করিয়াছি—এই উভয় দিক স্মৃতি পথে আসিয়া আমাকে পাগলের মত করিয়া তুলিল। আমি তখন মাতৃ সেবা করিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব—দৃঢ় ভাবে ইহা সঙ্কল্প করিলাম।

শীতকাল—মা আমার শীতে কতই ক্লেশ পান। আমি জল গরম করিয়া মায়ের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া লুকাইয়া থাকিলাম—বাসনা—দেখি মা কি করেন। দেখিলাম—মা প্রভাতে উঠিয়া দেখিতেছেন—কে কাহার জন্য গরম জল রাখিয়াছে। মা এতদিন্ পর্য্যন্ত আমার কাছে কটু কাটব্য ও নির্দ্দয় প্রহার ভিন্ন কিছুই পান নাই। মা জল লইতে পারিতেছেন না, ভাবিতেছেন—কার জন্য বা জল গরম করা হইয়াছে—মা দাঁড়াইয়া আছেন। আমি থাকিতে পারিলাম না। দৌড়িয়া আসিয়া মায়ের পায়ে পড়িলাম, বলিলাম মা—আমি তোমার জন্য এই গরম জল আনিয়াছি। বড় শীত—বড় কষ্ট হয় তোমার। আর মা! তুমি আমার এই গায়ের কাপড় ব্যবহার কর—আমার শরীরে বল আছে। তুমি এই শীতে বস্ত্রশূন্য হইয়া থাকিবে—আহা তোমার প্রাচীন দেহ, তোমার নিতান্ত ক্লেশ হয়। মা আমি অসুর—তোমায় বড় ক্লেশ দিয়াছি। মা তুমি আমায় ক্ষমা কর—আমি আর কখন তোমায় উপরে কোন অত্যাচার করিব না। বল আমায় ক্ষমা করিলে?

মা, অবাক হইয়া পুত্রের দিকে তাকাইয়া আছেন। ইহা যে হইতে পারে তাহা ত তিনি কখন মনে করেন নাই। তাঁহার সর্ব্ব শরীর কি জানি কেন কম্পিত হইতে লাগিল। "বাবা—আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি" এই বলিয়াই মা আমার মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। মার আর চেতনা ফিরিয়া আসিল না। আমি পাপী—বড় পাপী—মা আর আমার মুখ দেখিলেন না। আমি যে মাতৃ সেবা করিয়া আমার গুরু পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিব মনে করিয়াছিলাম—মহাপাপী আমি শ্রীভগবান্ আমাকে তাহা হইতেও বঞ্চিত করিলেন। আমার অনুতাপ শত গুণে বাড়িয়া উঠিল। বুঝি ইহাই হওয়া

উচিত। আমার কাছে তোমরা কোন্ ধর্ম্ম কথা শুনিবে ভাই ? তবু বলিতে যদি বল তবে বলি দিন থাকিতে সাবধান হও। গুরুকে ঈশ্বর বোধে সেবা কর, পিতাকে ঈশ্বর বোধে সেবা কর, মাতাকে জগদম্বা বোধে সেবা কর। পিতা মাতা গুরু ! ইহারাত মূর্খ—শাস্ত্র জানেন না, এই ভাবিয়া ঘোর পাপ কখনও করিও না। অবিচারে—সবসহ্য করিয়া সেবা কর, তবে একদিন ঈশ্বর সেবার অধিকার পাইবে।

উপরের গল্পটি সত্য ঘটনা। আমরা ও বলি ভাই ! ভাল করিয়া দেখ তুমি কখন পিতা মাতা বা গুরুকে ঈশ্বর বোধ করিয়াছ কি না ? তুমি পণ্ডিত হইতে পার—কিন্তু তোমার পাণ্ডিত্য অভিমানে যদি একদিন ও তুমি মাতার চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু আনিয়া থাক—তবে অপরাধ স্মরণ করিয়া নিত্য ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত তোমার সব তপস্যা বিফল জানিও। তুমি উদ্ধত হইয়া যদি পিতাকে কোন প্রকার ক্লেশ দিয়া থাক—পিতাকে উপার্জ্জনে অক্ষম দেখিয়া যদি উপার্জ্জনক্ষম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার সমক্ষেই অধিক সম্মানের বাক্য বলিয়া থাক—যদি বলিয়া থাক আমার অগ্রজই ত সংসার চালাইতেছেন—এই ভাবে কথা যদি কখন বলিয়া থাক তবে তুমি ঘোরতর পাপ করিয়াছ। বল তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠান সরস হইবে কিরূপে ? তোমার সন্ধ্যাবন্দনা ঠিক হইবে কিরূপে ? তুমি যে পাপী। তোমার পাপের জন্য তুমি অনুতপ্ত হও। যদি পিতা এখনও জীবিত থাকেন তবে তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা চাও—যদি মাতা জীবিতা থাকেন তবে লুটাইয়া লুটাইয়া চরণে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর যদি ইঁহারা দেহ ত্যাগ করিয়া থাকেন তবে শ্রীভগবানের যে মূর্ত্তি তোমার উপাসনায় অবলম্বনের বস্তু, তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর, করিয়া নিত্য আপনার অপরাধ স্মরণে ঐ মূর্ত্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিত্য ক্রিয়ার সঙ্গে অপরাধ স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনাকে নিত্য ক্রিয়ার অঙ্গ করিয়া ফেল। এই ভাবে কাতর হইয়া ভিতরে উপাসনা কর আর বাহিরে—যে যা করে করুক, তুমি ভাবনা করিতে অভ্যাস কর—আহা আমার ভগবানই সকল মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। সব তুমি, সব তুমি, বলিয়া বলিয়া—সব সহ্য করিয়া, বাহিরে জীব সেবাতে ও তোমার উপাসনা হইতেছে ইহার অভ্যাস করিয়া চল, তুমি ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে পারিবে। আর তখন বুঝিবে তুমি ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতেছ, যখন দেখিবে ঈশ্বর জগৎজীবের দুর্ব্ব্যবহারে যেরূপ আচরণ করেন, তুমি সেইরূপ দুর্ব্ব্যবহার পাইয়াও শত্রুকেও ভাল বাসিতে পারিতেছ। বাহিরের ব্যবহারে ঈশ্বরকে অনুসরণ কর আর ভিতরের উপাসনাতে পটের ছবির প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর।

কিরূপে ছবির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় ইহা, বলিয়া বর্ষশেষ শেষ করা যাউক। সম্মুখে নূতন বৎসর। নূতন বৎসরে নূতন হইয়া চলিতে অভ্যাস করি এস—নিশ্চয়ই আমাদের ভাল হইবে।

উপাস্য দেবতাকে ত কখন দেখি নাই। কখন যে দেখিতে পাইব সে আশাও আমরা অনেকেই করিতে পারি নাই। গুরুকে উপাস্য ভাবনা করিতে যাঁহারা পারেন—আর গুরু মূর্ত্তির উপরে যাঁহাদের উপাস্য মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে তাঁহারা এই কালে বড় ভাগ্যবান, বড় ভাগ্যবতী তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে ইহা হয় কৈ? সেই জন্যই ত পটের ছবি বা ধাতু পাষাণের মূর্ত্তি মানুষে অবলম্বন করে।

পটের ছবি, ত কাগজ মাত্র। কিন্তু পটের ছবি যাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় তিনিই না উপাস্য? কাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়? আহা! যিনি স্বরূপে পরম পদ, যিনি অধিষ্ঠান চৈতন্য আর যিনি আপনাকে ধরা দিবার জন্য সৃষ্টিরূপে ভাসেন, যিনি বুদ্ধিতে জীবাত্মা রূপে প্রতিফলিত হয়েন, যিনি আরও নিকটে আসিবার জন্য, আরও সহজে ধরা দিবার জন্য, অবতার হয়েন, যাঁহার রূপ—ঋষিগণ ধ্যানে রাখিয়া গিয়াছেন, আর যে ধ্যান দেখিয়া পটুয়া পটের ছবি আঁকে—সেই ত আমাদের স্মরণের বস্তু।

এই যে "বামাঙ্গে দধৎতং" শ্রীহরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি, এই যে "রাঘবং পশ্যন্তীং"। ইত্যাদি শ্রীসীতারামের মূর্ত্তি অথবা এই যে নয়নে নয়নাবদ্ধ রাধা কৃষ্ণ মুর্ত্তি, যে সাধকের যেটি গুরুদত্ত অবলম্বন—তিনি সেই ধরিয়াই বলিতে থাকুন—আহা! এই তুমিই ত মা হইয়া আসিয়াছিলে—আমি যে তোমায় আদৌ ভাল বাসিতে পারি নাই—আদৌ তোমায় চিনিতেই পারি নাই—আহা এই যে তুমি পিতা সাজিয়া আসিয়াছ—আমি কৈ তোমার সেবা করিতে পারিয়াছিলাম—আহা! এই তুমিই স্ত্রী পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন সব সাজিয়া খেলা কর—কৈ আমি তোমার সম্মান করিতে পারি—কৈ আমি সব সহ্য করিয়া, তোমাকে স্মরণ করিয়া, তোমার সেবা করিতে পারিলাম, কৈ আমি ভিতরে বাহিরে তোমার উপাসনাকে, তোমার সেবাকে—আমার জীবনের ব্রত করিতে পারিলাম—হায়! আমি কত পাপ করিয়াছি—হে ক্ষমাসার! হে পতিত পাবন! হে দয়াময়—আমায় ক্ষমা কর, এই পতিতের উদ্ধার কর, হে গোবিন্দ আমায় কৃপা কর—সত্যই প্রভু আমার যে আর কেহই নাই—কেহই যে আমার অপরাধের দাগ, আমার পাপের কালিমা মুছিয়া দিতে পারে না—হে প্রভু! আমায় রক্ষা কর—এই ভাবে কাতরতা

জাগাইয়া প্রার্থনা করিয়া করিয়া, নিত্য কর্ম্ম কর, নিত্য কর্ম্ম করিয়া সর্ব্বদা নাম অভ্যাস কর—আর সকল প্রাণীতে, সকল বস্তুতে, সকল নর নারীতে, সকল স্থাবরে জঙ্গমে, আমার প্রাণের ঠাকুরকে, আমার প্রেমের ঠাকুরকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া করিয়া প্রণাম অভ্যাস করি এস, যথা সাধ্য সেবা করি এস—তবেই আমরা জীবন সফল করিতে পারিব। সর্ব্বদা নাম জপ ত এই জন্য।

বল দেখি নাম জপ যখন কর তখন প্রাণে কি ভাসে? বল দেখি এইরূপ কার রূপ? আহা! যার কোন রূপ নাই, যার কোন অবয়ব নাই, যিনি দেশ কালেও অবচ্ছিন্ন নহেন—কিন্তু আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য, আপনি আপনি ধরা দিবার জন্য, যিনি আপনার মহিমা তেজে প্রথম মণ্ডিত হন, হইয়া বিশ্বরূপে ভাসেন, আবার আরও নিকটে আসিবার জন্য, যিনি জ্যোতিরাশি মণ্ডিত হইয়াও জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং অচিন্ত্য-শ্যামসুন্দরং হইয়া আইসেন, যিনি আপনি আপনি থাকিয়াও আপনি পুরুষ সাজেন, আপনি প্রকৃতি সাজেন—সূর্য্য যাঁর উগ্র তেজ, চন্দ্র যাঁর শীতল কিরণ—আহা! জপ কর আর তাঁরে ভাব—কাতর হইয়া তারে সব করিয়া দিতে বল—দেখিবে তোমার সকল চেষ্টা, সকল যত্ন সফলতা মুখে আনিতে সেই তোমার আছে। নূতন বৎসরের নূতন দিন হইতে আবার তারে ভজি এস। সুখ এক মাত্র ইহাতেই আছে। সংসার করা ইহারই জন্য।

বর্ষ বিদায়।

(১)

এমন কার্য্য কিছু কি আছে যাহার আচরণ করিলে সকলের মঙ্গল হয়? সকলের মঙ্গল হওয়া চাই, আমার, তোমার, উহার, রাজার, প্রজার; স্বদেশের বিদেশের. পুরুষের স্ত্রীলোকের, সবলের মুমূর্ষুর, বালকের, পাপীর পুণ্যবানের, শান্তের দুরন্তের, ব্রাহ্মণের শূদ্রের, গৃহীর, সন্ন্যাসীর, ব্রহ্মচারীর অব্রহ্মচারীর—সকলের কিন্তু মঙ্গল হওয়া চাই।

আছে এমন কার্য্য। অন্ততঃ আমাদের দেশে আছে আর আমরা তাহা দেখি সর্ব্বত্র। কিন্তু নিত্য দেখি, সর্ব্বত্র দেখি বলিয়া অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি—কি দেখি তত ভাল করিয়া দেখিওনা—ধরিওনা।

শাস্ত্রে সর্ব্বত্র এই কার্য্যটির প্রচার দেখি। আধুনিক সাহিত্যে তাহা নাই বলিলেই হয়। প্রাচীন ব্যবহারে—প্রাচীন জীবন গঠন ব্যাপারে, পুরাতন সংসার গঠন, পরিবার গঠন, চরিত্র গঠন, ব্যক্তি গঠন, জাতি গঠন—যখন যে কার্য্য মানুষকে করিতে হয় সেই কার্য্যেই আমরা সকলের মঙ্গল হইবার আচরণটিদেখি।

এইটি মঙ্গলাচরণ। ঋষিদিগের যাহা কিছু, ঋষি প্রচারিত কোন গ্রন্থ, ঋষি প্রচারিত কোন সাধনা—সর্ব্ব লোকের জন্য একটা মঙ্গলাচরণ করিবেনই।

বলাই চাই আমাদের মঙ্গল করুন। "আমাদের"—শুধু "আমার" নহে। "আমাদের" এই কথার প্রসার যাঁর যত বেশী তাঁর মঙ্গলাচরণ তত প্রসারিত।

এই মঙ্গলাচরণটি হইতেছে শ্রীভগবানের স্মরণ। শ্রীভগবানকে গুরু ভাবে স্মরণ, শ্রীভগবানকে পরম পদ ভাবিয়া স্মরণ, শ্রীভগবানকে মন্ত্র মূর্ত্তিতে স্মরণ, শ্রীভগবানকে শুধু নামে স্মরণ, শ্রীভগবানকে পিতায় স্মরণ, মাতায় স্মরণ, সকল নর নারীতে স্মরণ, সকল সৃষ্ট বস্তু দর্শনে স্মরণ। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া লৌকিক কার্য্য করিতে হইবে,—হাতে খড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ জীবনের শেষ কার্য্যটি পর্য্যন্ত তাঁহাকে স্মরণ করিয়া করিতে হইবে—সকল লৌকিক বৈদিক সকল কার্য্য, সকল সাধনা—ইহার ভিত্তিই হইতেছে ঈশ্বর স্মরণ।

ব্রাহ্মণের সন্ধ্যায় আছে বিষ্ণু স্মরণ, ব্রাহ্মণেতর গণের দীক্ষা গ্রহণের প্রথম কার্য্যই বিষ্ণু স্মরণ—কিছু ভুল হইলে আছে বিষ্ণু স্মরণ—যে যারে ডাকুক বা ডাকিতে যাক্, যে ধর্ম্মীই সে হউক—যারেই কেন না ভজুক আর শ্রাদ্ধ তর্পণ দান যা কিছু করুক তাতেই আছে ওঁ বিষ্ণুঃ বা নমো বিষ্ণুঃ।

এই স্মরণটিই যখন মঙ্গলাচরণ এইটির প্রয়োগ সর্ব্বত্র করিতে পারিলে যখন সকলের মঙ্গল হয়—সকল প্রকার মঙ্গল হয়, তখন এইটি ভাল করিয়া বুঝিয়া চলা উচিত।

আমাদের মিলন হউক এই ঈশ্বর স্মরণ রূপ মঙ্গলাচরণে আরও বিদায় ও হউক এই মঙ্গলাচরণে—আরম্ভে ও মঙ্গলা-চরণ আবার শেষে ও মঙ্গলাচরণ।

বর্ষ ধরিয়া কত কি ভাসিল, কত কি ভাঙ্গিল কিন্তু ঈশ্বর স্মরণ নিত্য চলিল কতটুকু সময়? বর্ষ শেষে স্মরণ করিতেছি, স্মরণ করাইয়া দিতেছি—আর যা কিছু করি তা ত যাহা করিয়া আসিয়াছি তাহার ফলে।

যাহা কিছু করিয়া আসিনা কেন, ভাল মন্দ যাহা কিছু হইয়া আমি জন্মাই না কেন, স্বভাব পূর্ব্বকর্ম্মফলে মন্দই হউক, বা ভালই হউক—আমি উন্নত হইব, এই স্মরণ দ্বারা। যেমন সংস্কারই আমার থাকুব না কেন আমার

ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার—ক্রমে ক্রমে স্মরণ করিবার সামর্থ্যও আছে, অধিকারও আছে। এইটুকুতে যে পুরুষকার তাহাই যথার্থ পুরুষকার আর অন্যদিকে যে পুরুষকার করার কথা লোকে বলে তাহা উন্মত্ত চেষ্টা মাত্র।

বর্ষশেষে আবার ঈশ্বর স্মরণ রূপ পুরুষকার কিরূপে করিতে হইবে ঈশ্বর স্মরণে কি বুঝিতে হইবে, কেমন করিয়া করিতে হইবে—এই গুলির আলোচনা করিয়া নূতন বৎসর হইতে আবার নূতন ভাবে জীবন চালাই এস। ভিতরে বাহিরে ঈশ্বর স্মরণে পূজা ও সেবা—ইহার দ্বারাই জীবন সফল হয়।

কি করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণ হয়, তাহার একটু আভাস দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যত সাধক মাত্রকেই করিতে হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যায় শ্বাসের কার্য্য আছে আবার দীক্ষায় ১৬,৬৪,৩২এর কার্য্য আছে। আর যাঁহারা বিশেষ ভাবে শ্বাসের কার্য্য করেন তাঁহাদের ত কথাই নাই। শ্বাসের ব্যাপারে যে কার্য্য স্বভাবে চলিতেছে তাহাই কিন্তু তাঁহার নাম। এতদিন এই কার্য্য করিয়াও যদি স্বাভাবিক ব্যাপারে দৃষ্টি না পড়িয়া থাকে তবে প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের কার্য্য কিঞ্চিৎ হইলেও ভব সংসার পারের কোন কিছুই হয় নাই।

শ্রীভগবানের নাম ত শ্বাসে শ্বাসে চলিতেছে, শুধু শ্বাসে লক্ষ্য রাখিলেই ত ইহা ধরা যায়। অজপা ভাবে লক্ষ্য রাখিলেই দেখা যায় শ্বাস কি করিতেছে। সর্ব্বদা শ্বাস ত চলিতেছে—শুধু ইহাতে লক্ষ্য রাখিলেই সর্ব্বদা ঈশ্বর স্মরণ হইবেই। কাজেই মানস জপই শ্রেষ্ঠ। যাহাতে শ্বাস ক্ষয় হয় তাহাতেই অনিষ্ঠ হয়। মানস জপে শ্বাসে লক্ষ্য রাখিয়া যে মন্ত্রই জপ করনা কেন, সেই মন্ত্রই ভিতরে চলিতেছে দেখা যায়। তবে যাঁহারা শ্রীগুরুর নিকট হইতে অজপা মন্ত্রই পাইয়াছেন তাঁহাদের আর কথা কি? সকল মন্ত্রেই ভগবানের স্মরণ হয়—কোন মন্ত্রই নিকৃষ্ট নহে। গুরু মন্ত্র ত্যাগ করিয়া, অন্য মন্ত্র গ্রহণ, মহা অনিষ্ঠের কারণ। শ্বাসটি যেমন চলিতেছে তাহাতে নামটি মিলাইয়া লও এইটি সর্ব্বদা অভ্যাস করিয়া ফেল—এমন করিয়া অভ্যাস কর যেন শ্বাস টানা ফেলার দিকে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাও রাম রাম বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বা দুর্গা দুর্গা বা শিব শিব বা প্রণব জপ হইতেছে। যদি এই অভ্যাসটি হইয়া যায় তবে কত কার্য্য হইল দেখ। মৃত্যুকালে সব শেষে যাইবেন শ্বাস। উর্দ্ধ শ্বাস হইলেই ত নাম হইতে থাকিল। কত লোকের নিদ্রাতে নাসিক গর্জ্জনে অন্যে শ্রবণ করে নাম জপই হইতেছে।

মানুষের দেহ পরিবার মধ্যে যাঁহারা আছেন তাঁহারা আপন আপন তালেই নাচেন—আপনার আপনার সুখ লইয়াই তাহা হিহি করিতে থাকেন কেবল প্রাণই—মুখ্য প্রাণই—ঈশ্বরের সমান কার্য্যে থাকেন। কোন কিছুতেই তিনি আসক্ত নহেন, তিনিই কেবল "সেই আমি" অভ্যাসে থাকেন, সেই জন্য মুখ্য প্রাণকে শ্রুতি ঈশ্বর বলিতেছেন। "প্রাণোহি ভগবান্ ঈশঃ" শ্বাসকে সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতে অভ্যাস করিলে সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে লইয়া থাকা যায়। সঙ্গে সঙ্গে গুণ, রূপ; লীলা, স্বরূপ চিন্তায় থাকিতে পারিলে ভিতরে বাহিরে সর্ব্বদা তাঁহার উপাসনা, তাঁহার সেবা করিয়া জীবন সার্থক করা যায়।

শ্রীসদাশিবঃ

শরণং

নমোগণেশায়

শ্রী ১০৮ গুরুদেব পাদপদ্মেভ্যো নমঃ

শ্রীসীতারামচন্দ্র চরণকমলেভ্যো নমঃ

প্রার্থনাতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রার্থনার কার্য্যকারিতা।

কাঁহার ও কিরূপ প্রার্থনা অব্যক্ত জগৎকে ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করে ?

বক্তা—"পরমাণুপুঞ্জের স্পন্দন হইতে মহত্তত্ত্ব বা হিরণ্যগর্ভের আবির্ভাব পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক উপদেশের অন্তর্ভূত; ভৌতিক, রাসায়নিক, প্রাণন, মানস প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রার্থনা পূর্ব্বক, আপনি আমাকে ইহা বুঝাইয়া দিবেন, এইরূপ আশান্বিত হইয়া, আমি আপনার মুখ হইতে প্রার্থনার কার্য্যকারিতার তত্ত্ব শুশ্রূষু হইয়াছি", তোমার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, তুমি যে সকল বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়াছ, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা বিষয়ক সম্পূর্ণ উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক

কৃতার্থ হইতে হইলে, সেই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা বিনিবৃত্ত করিতেই হইবে, সেই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা পূর্ণভাবে বিনিবৃত্ত না হইলে, কোন প্রার্থনার কার্য্যকারিতার পূর্ণতত্ত্ব জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে শান্তির আবির্ভাব হইতে পারেনা, প্রার্থনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপদেশ পাইয়াছি, কখন এইপ্রকার সম্প্রসাদ উদিত হওয়া সম্ভব নহে। কাঁহার ও কিরূপ প্রার্থনা অব্যক্ত জগৎকে ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করে, ব্যক্তজগৎকে আবার অব্যক্তাবস্থাতে লইয়া যায়, অর্থাৎ কাঁহার ও কিরূপ প্রার্থনা বশতঃ এই বিশ্বজগতের, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় পরিণাম সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা জানিবার জন্যই মানবহৃদয় সদাউৎসুক, বিশ্বকার্য্যের পরম কারণকে জানিবার নিমিত্তই (সকলেই তাহা পূর্ণভাবে অনুভব করিতে না পারিলেও), মননশীল মানুষের চিত্ত নিরন্তর ব্যগ্র। কার্য্যের কারণানুসন্ধিৎসা হইতেই বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, দর্শনের বিকাশ হইয়াছে, কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়াই, স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে কেহ আস্তিক হইয়াছেন, হইতেছেন, কেহ নাস্তিক হইয়াছেন, হইতেছেন, ইহলোকই সৎ, ইহলোক ভিন্ন লোকান্তর নাই, এইরূপ মতাবলম্বী হইয়াছেন, হইতেছেন, স্থূলপ্রত্যক্ষকে বা দর্শন ও পরীক্ষাকে, (এতদ্দ্বারাই আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া) আশ্রয় করিয়াছেন, করিতেছেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রদান করে, তাহারাই বস্তুতঃ সৎ, তদ্ব্যতীত আর কিছু নাই, এবম্প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, হইতেছেন, কার্য্যের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াই, মানব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম যে সকল বস্তুর সন্ধান পায় নাই, তাদৃশ বস্তুও বস্তুতঃ সৎ, অতীন্দ্রিয় পদার্থও স্বরূপতঃ বর্ত্তমান, এইরূপ শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন, হইতেছেন; কার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে যাইয়াই কেহ দ্বৈতবাদী হইয়াছেন, হইতেছেন, কেহ অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন, হইতেছেন, কেহ জড়ৈকত্ববাদী—ভূত ও ভৌতিক শক্তি ভিন্ন অন্য কোন্ পদার্থ নাই, এইপ্রকার বিশ্বাসবান্ হইয়াছেন, হইতেছেন, কেহ বিজ্ঞানই একমাত্র সৎ, এইপ্রকার মতিমান্ হইয়াছেন, হইতেছেন, কেহ ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, করিতেছেন, কেহ 'ঈশ্বর' নামক পদার্থ যে বস্তুতঃ সৎ নহে, বিজ্ঞানবিহীন অজ্ঞ জনেরাই যে, স্ব-স্ব কল্পনানুসারে 'ঈশ্বর' নামক পদার্থকে সৃষ্টি করিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন, দিতেছেন। যাহা হোক্ মানুষ মাত্রেই যে যথাশক্তি কার্য্যের কারণানুসন্ধান করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তত্ত্ব, অত্যন্ত গহন, বিশ্বপতি

বিনা, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ করা যে, অন্য কাহার সাধ্য হইতে পারেনা, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পরমেশ্বর হইতে নিঃশ্বাসবৎ আবির্ভূত বেদের চরণে শরণ গ্রহণ না করিলে, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের সমীচীন জ্ঞানলাভে সমর্থ হওয়া অসম্ভব। বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর ভিন্ন, অন্য কেহ যে বিশ্বেরসৃষ্টি তত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ করিতে সমর্থ নহেন, ঋগ্বেদ স্পষ্টাক্ষরে তাহা বুঝাইয়াছেন।

"ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সোঽঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥"—
ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১২৯।৭

অর্থাৎ এই বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব যেমন দুর্বিজ্ঞেয়, সৃষ্টজগৎ কিরূপে ধৃত হইয়া আছে, তদবধারণও সেইপ্রকার দুঃসাধ্য। যে উপাদান ভূত পরমাত্মা হইতে বিবিধ বিচিত্র এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি ভিন্ন—সেই জগৎস্রষ্টাবিনা এজগৎকে আর কে ধারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ? জগৎ কোন্ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইতে সৃষ্ট, বিশ্বাধ্যক্ষ ভিন্ন তাহাই বা কে নিঃসন্দিগ্ধ রূপে বলিয়া দিতে ক্ষমবান্? জগতের সৃষ্টিরহস্যের উদ্ভেদ করিতে যাইয়া, ভিন্ন, ভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে। কাহার মতে জড় প্রকৃতি হইতে অকর্ত্তৃকজগৎ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছে (জড়প্রধানাদকর্ত্তৃকমেবেদং জগৎ স্বয়মজায়তেতি—সায়ণ-ভাষ্য), কোন মতে জগৎ কার্য্যের পরমাণু সমবায়ি কারণ, এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে এইপ্রকার বিবিধ মত বিদ্যমান আছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে যখন পরস্পর বিরুদ্ধ বহুবিধ মত বিদ্যমান আছে, তখন এই বহুবিবাদাস্পদ অতিমাত্রগহন বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব কোন্ প্রমাণ দ্বারা বিনিশ্চিত হইবে? বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা কি কোন প্রমাণ দ্বারা বিনিবৃত্ত হওয়া সম্ভব-পর নহে? ঋগ্‌বেদ এতদুত্তরে বলিয়াছেন, 'যিনি এই ভূত-ভৌতিকাত্মক জগতের অধ্যক্ষ, যিনি পরমব্যোমে (সত্যভূত পরম আকাশে—আকাশবৎ নির্ম্মল স্বপ্রকাশে, নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে অথবা দেশ-কাল-ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ভাবে) প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে অবগত আছেন, বিশ্বের যথার্থ সৃষ্টিতত্ত্বজ্ঞ যদি কেহ থাকেন, তবে সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই আছেন, তিনিভিন্ন জগতের সৃষ্টিতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞাতা আর কেহ থাকিতে পারেন না, সন্তানের প্রকৃত জন্ম বৃত্তান্ত জনক-

জননী ছাড়া আর কে জানিতে পারেন? পূর্ণভাবে আর কে জানাইতে পারেন? বেদ পরমেশ্বরের জ্ঞান, বেদ তাঁহার সনাতনী শক্তি, অথবা বেদ ও পরমেশ্বর এক পদার্থ; * অতএব বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদ যাহা বলেন, তাহাই সত্য, তাহাই শ্রোতব্য, তাহাই মন্তব্য, সমাধি নেত্র দ্বারা তাহারই যথার্থরূপ দ্রষ্টব্য ("সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এব তাং সৃষ্টিং জানীয়াৎ নান্যইত্যর্থঃ।"—সায়ণভাষ্য)।

জিজ্ঞাসু—বেদকে পরমেশ্বরের জ্ঞান বা তাঁহার সনাতনী শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন, একালে এইরূপ ব্যক্তি আছেন, কিনা সন্দেহ, যদি থাকেন, তবে তাঁহাদের সংখ্যা অত্যল্প। পরমেশ্বরকেই যাঁহারা উড়াইয়া দিতে বদ্ধপরিকর, বেদ যাঁহাদের দৃষ্টিতে অর্দ্ধসভ্যাবস্থার মনুষ্যদিগের রচিত বিজ্ঞানবিহীন, বালকোচিত সরলভাবোচ্ছ্বাস পূর্ণ গ্রন্থ বিশেষ, তাঁহারা বেদ পরমেশ্বরের জ্ঞান, বেদ তাঁহার সনাতনী শক্তি, বেদ ও পরমেশ্বর এক পদার্থ, এই সকল কথাকে যে, বর্ব্বরোচিত, অর্থশূন্য কথা বলিবেন, তাহা নিঃসন্দেহ। পরমেশ্বরই, যাঁহাদিগের বিশ্বাস, বিজ্ঞানালোক বিহীন মানুষগণের কল্পনা সৃষ্ট পদার্থ, তাঁহারা যে, বেদকে প্রামাণিক বলিয়া মানিবেন, বেদ যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, তাহা কখন সম্ভব হইতে পারে না।

বক্তা—সকলেই কি সব মানিতে পারেন? বৈষম্যময় বিচিত্র সংসারে সকলেই একরূপ মতাবলম্বী হইবেন, সকলেরই জ্ঞান, বিশ্বাস সমান হইবে, ইহা কি আশা করা যাইতে পারে? পূর্ব্বেইত বলিয়াছি গুণ ও কর্ম্মভেদে মতভেদ হওয়া প্রাকৃতিক। 'গুণ ও কর্ম্মভেদানুসারে মতভেদ হওয়া প্রাকৃতিক' এই কথা তুমি বহুবার শুনিয়াছ, কিন্তু এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, বোধ হয় তাহা তুমি যথার্থ ভাবে অনুভব করিবার নিমিত্ত যথা প্রয়োজন চেষ্টা কর নাই। তুমি যদি এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, যথাপ্রয়োজন তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে, তোমার অনেক বিষয়ের সংশয় দূরীভূত হইত, তাহা হইলে তুমি অত্যন্ত সুখী হইতে। যাহা হয়, তাহা নিষ্কারণ হয় না। আস্তিক হইবার কারণ আছে, আবার নাস্তিক হইবারও কারণ আছে। যে কারণ বশতঃ আস্তিক, আস্তিক হন, সে কারণ কখন নাস্তিককে নাস্তিক করিতে পারে না,

---

* "তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থী মদ্রূপং বেদমাশ্রয়েৎ।
মমৈবৈষা পরাশক্তি র্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী।
ঋগ্ যজুঃ সামরূপেণ সর্গাদৌ সম্প্রবর্ত্ততে॥"—কূর্ম্মপুরাণ

নাস্তিকের উৎপত্তি কারণ যে আস্তিকের উৎপত্তি কারণ হইতে বিভিন্ন, তাহা মানিতেই হইবে। ভূত ও ভৌতিক শক্তিকে যাঁহারা সর্ব্ব কার্য্যের কারণ রূপে অবধারণ করিয়াছেন, ভূত ও ভৌতিক শক্তি ভিন্ন যাঁহারা অন্য কোন কারণ আছে বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাস হইবার কারণ কি, তাহা যাঁহারা অন্যকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কি অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন, মানুষের মধ্যে কেন এক ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন, ইহলোক ব্যতীত লোকান্তর আছে, ভূত ও ভৌতিক শক্তিই বিশ্বজগতের একমাত্র কারণ নহে, বিনা শিক্ষায়, কেবল স্বীয় প্রতিভার প্রেরণায় এইরূপ মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, আবার কেনই বা অন্য এক ব্যক্তি নিজ মন হইতে ঈশ্বরকে দূরীভূত করিয়া, যাহাতে অন্যে মোহ বশতঃ ঈশ্বর নামক মূর্খ কল্পিত পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক মহতী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তজ্জন্য যথাশক্তি যত্ন করিয়া থাকেন.? যে অক্‌সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বন্ প্রভৃতি ভৌতিক বস্তু সমূহ দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাসীর মস্তিষ্ক নির্ম্মিত হয়, নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ কি, স্থির করিতে পারিয়াছেন, নাস্তিকের মস্তিষ্কের উপাদান তদ্ভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে? আস্তিকের মস্তিষ্কের কোষাধিষ্ঠিত আত্মা কি, নাস্তিকের মস্তিষ্কের কোষাধিষ্ঠিত আত্মা (Cell Soul) হইতে ভিন্ন? সর্ব্বতোভাবে একরূপ কারণ কখন বিভিন্ন কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না, অতএব স্বীকার করিতেই হইবে, আস্তিকের মস্তিষ্কের উপাদান নাস্তিকের মস্তিষ্কের উপাদান হইতে কোন না কোন অংশে ভিন্ন, অতএব মানিতেই হইবে, উভয়ের মস্তিষ্কের ঘটকাবয়ব সমূহের ভাগ তারতম্য অথবা উহাদের সন্নিবেশ সম্বন্ধীয় বিভিন্নতা আছে। নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি যেরূপ যন্ত্র দ্বারা আস্তিক ও নাস্তিকের মস্তিষ্কের ভেদ লক্ষিত হইতে পারে, তাদৃশ উপযুক্ত যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। 'গুণ ও কর্ম্ম ভেদানুসারে মানুষের মত ভেদ হইয়া থাকে' এই অতীব সার গর্ভ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইলে, তোমার উপলব্ধি হইবে, গুণও কর্ম্ম ভেদ বশতঃ মানুষের সামান্যতঃ কতঃ প্রকার মত ভেদ হওয়া প্রাকৃতিক। নাস্তিকবাদ, আস্তিকবাদ, দ্বৈতবাদ, একত্ববাদ ইত্যাদি সকল বাদই, গুণ ও কর্ম্ম ভেদ নিবন্ধন আবির্ভূত হইয়াছে। যেরূপ গুণ ও কর্ম্ম ভেদ বশতঃ মানুষ আস্তিক হইবে, অপিচ যেরূপ গুণ ও কর্ম্ম ভেদ বশতঃ মানুষ নাস্তিক হইবে, যেরূপ গুণ ও কর্ম্ম ভেদ নিবন্ধন মানুষ দ্বৈতবাদী বা একত্ববাদী হইবে, জড়ৈকত্ববাদী বা বিজ্ঞানৈকত্ববাদী হইবে, কিংবা অদ্বৈত ব্রহ্ম-

বাদী হইবে, তাহা স্থির আছে। প্রতিভার কি অদ্ভূত মহিমা! যাদৃশ প্রতিভা বশতঃ একজন আস্তিক হন, যাদৃশ প্রতিভা বশতঃ একজন সর্ব্বত্র পরমেশ্বরের সত্তা অনুভব করেন, আবার যাদৃশ প্রতিভা নিবন্ধন একজন নাস্তিক হইয়া থাকেন, যাদৃশ প্রতিভা নাস্তিকদিগকে সর্ব্বত্র ভূত ও ভৌতিক শক্তিকেই দেখাইয়া থাকে, নাস্তিক যেদিকে নয়ন- প্রেরণ করেন, সেই দিক্‌ই যেন তাঁহাকে ভূত ও ভৌতিক শক্তি ভিন্ন আর কিছু নাই, এই কথা বলিয়া থাকেন, তাদৃশ প্রতিভাদ্বয় নিশ্চয় পরস্পর বিভিন্ন, অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারা, বেদকে অসার গ্রন্থ বলিবার শক্তি হওয়া, অপ্রাকৃতিক নহে, বিস্ময়জনক নহে। কিরূপ গুণ ও কর্ম্ম ঈশ্বর দর্শনের চক্ষুকে অন্ধ করে, ঈশ্বর দর্শনের প্রবৃত্তিকে নিরোধ করে, কিরূপ গুণ ও কর্ম্ম বশতঃ ইহলোক ভিন্ন লোকান্তরের অস্তিত্বে, লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহের সত্তাতে বিশ্বাস স্থাপন অসাধ্য হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হওয়া উচিত, তাহা জানিবার চেষ্টা দ্বারা মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা জানিবার চেষ্টা অসঙ্কোচিত বা অনর্থক নহে।

জিজ্ঞাসু—যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, নাস্তিকেরা তাহাকে 'সৎ' বলিয়া বিশ্বাস করেন না, যে সকল বস্তু চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে, নাস্তিকেরা তাহাদিগকেই 'সৎ' বলিয়া স্বীকার করেন, ঈশ্বরেকে কেহ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান না, পরলোক সূক্ষ্ম দেহ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থ নহে। আসন্ন চেতন নাস্তিকগণ এই নিমিত্ত ঈশ্বরাদি অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমূহের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হন না।

বক্তা—যাঁহারা আস্তিক, যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে, বিশিষ্ট প্রতিভার প্রেরণায় বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই কি ঈশ্বরকে দেখিতে পান? ঈশ্বরকে কি স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখা যায়? শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসা ভিক্লৃপ্তো য এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"
—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও কঠোপনিষৎ।

অর্থাৎ পরমাত্মার রূপ প্রাণিদিগের সাধারণ দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয় না, কোন কুশল পুরুষও, তাঁহার পটু চক্ষু দ্বারা পরমাত্মাকে দেখিতে পান না। জিজ্ঞাস্য হইবে, তবে গুরু এবং শাস্ত্র মুখ হইতে পরমাত্ম দর্শনের কথা শুনিতে পাওয়া

যায় কেন? পরমাত্মাকে স্থূল চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য, তথাপি তাঁহাকে দেখিবার উপায় আছে,। তাঁহাকে যে দেখা যায় না, তাহা নহে। লৌকিক মনোবৃত্তিকে নিরোধ পূর্ব্বক, যোগ যুক্ত মন দ্বারা, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তর্মুখ, ও একাগ্র মন দ্বারা পরমাত্মাকে অনুভব করিতে পারা যায়। যে পুরুষগণ পরমাত্মাকে অন্তর্মুখ ও একাগ্র মন দ্বারা সাক্ষাৎ করিতে পারেন, সেই পুরুষবৃন্দ অমৃত—মরণ রহিত হইয়া থাকেন। দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণ রূপ মরণ, তত্ত্ববিদ্‌দিগের হয়না, তাঁহাদের প্রাণ উৎক্রমণ করে না, তাঁহাদের প্রাণ এইখানেই পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া থাকে ("ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)। অতএব পরমেশ্বরকে দেখিবার উপায় আছে, স্থূল চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও, সমাধি নেত্র দ্বারা—অন্তর্মুখ মন দ্বারা, তাঁহাকে অনুভব করা যায়। যাঁহারা স্থূল চক্ষুর অবিষয় পদার্থকে, স্বীয় প্রতিভার প্রেরণায় দেখিতে চাহেন না, তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন কেন? ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ল্যাপলেস্ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া ঈশ্বর ও স্বর্গকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। ঈশ্বর ও স্বর্গকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিতে না পাইয়া, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বর' বা 'স্বর্গ' বস্তুতঃ নাই। ঈশ্বর বা স্বর্গ যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দৃশ্য পদার্থ নহেন, ল্যাপলেস তাহা জানিতেন না বলিয়া, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বর্গকে নয়নেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিবার অভিলাষী হইয়া ছিলেন। চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায় না, তাহাকে যাঁহারা 'সৎ' পদার্থ বলিতে প্রস্তুত নহেন, যাঁহারা এইরূপ আসন্ন চেতন, তাঁহারা যে ঈশ্বরকে অসৎ পদার্থ বলিবেন, অসভ্য ব্যক্তিদিগের কল্পনাসৃষ্ট পদার্থ বলিবেন, তাহা কি বিস্ময়াবহ? ল্যাপলেস্ (Laplace) দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে পান নাই বলিয়া, 'ঈশ্বর নাই' বলিয়াছিলেন, জার্ম্মন্ দেশীয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হেকেল্, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা শেলস্ (Cells) ভিন্ন আত্ম নামক স্বতন্ত্র পদার্থ দেখিতে পান নাই বলিয়া, আত্মা-নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, এইরূপ মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, আত্মার অনশ্বরত্ববাদীকে তিনি বিনা সংকোচে অসভ্য, অজ্ঞ বলিয়াছিলেন, উপহাস করিয়াছিলেন। আহা! যে গুণ ও কর্ম্মের মহিমা বশতঃ মানুষের এইরূপ অদ্ভুত বুদ্ধি হয়, সে গুণ ও কর্ম্মের স্বরূপ, অবশ্য দ্রষ্টব্য, অবশ্য শ্রোতব্য, অবশ্য মন্তব্য, অবশ্য নিদিধ্যাসিতব্য। ল্যাপলেস্, হেকেল্ প্রভৃতি ধীমান্ পুরুষদিগের অতীন্দ্রিয় পদার্থ সমূহকে

প্রত্যাখ্যান করিবার যুক্তি, বস্তুতই অদ্ভুত। আমরা অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রদ্বারা যে সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই, সেই সকল পদার্থকে বিজ্ঞানবিহীন কল্পনা সহায় অজ্ঞদিগের ন্যায় সৎ পদার্থ বলিব? অসভ্য ও বর্ব্বর শ্রেণীতে পরিগণিত হইব? আমরা কখন তাহা হইব না। ল্যাপ্‌লেস্, হেকেল্ প্রভৃতি ধীমান্ বিদ্বজ্জনগণের ইহাই প্রকৃত মনোভাব। বিশ্বের সৃষ্টি যে, প্রার্থনা পূর্ব্বক, তাহা প্রতিপাদন করা, কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা প্রতিপাদন করিতে যাওয়া (বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে) কিরূপ দুঃসাহস, তুমি তাহা একবার চিন্তা কর। তথাপি যে, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, প্রার্থনা পূর্ব্বক, ইহা বুঝাইতে উৎসাহী হইয়াছি, তাহার কারণ, সনাতন, সত্যময় বেদ বলিয়াছেন, "জীবের প্রার্থনা বশতঃ সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষী, সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে"।

জিজ্ঞাসু—আপনি বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রসমূহকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন, বেদ ও শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে আপনি বেদকে, পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীর সনাতনী শক্তি বলিয়া, স্বীকার করেন, গুরু, শাস্ত্র ও পূর্ব্ব কর্ম্ম হইতে লব্ধ সত্তাক, স্বীয় বিশিষ্ট প্রতিভা নিবন্ধন, আপনার দৃষ্টিতে 'বেদ,' পরমেশ্বরের জ্ঞান বা পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন পদার্থরূপে পতিত হইয়াছেন, অতএব আপনি বেদের কথাকে সর্ব্বথা ভ্রমরহিত বলিতে বা বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু অন্যে (যাঁহারা আপনার ন্যায় প্রতিভা বিশিষ্ট নহেন) তাহা করিতে পারিবেন কেন? বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, প্রার্থনা পূর্ব্বক, জীবের প্রার্থনানুসারে পরমেশ্বর অব্যক্তাবস্থাতে অবস্থিত জগৎকে ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করেন, এবং ব্যক্তাবস্থা হইতে ইহাকে পুনর্ব্বার অব্যক্তাবস্থায় লইয়া যান, পরমাণুর স্পন্দন হইতে মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মই প্রার্থনা পূর্ব্বক, অন্যে এই মতকে সারবান্ বলিয়া স্বীকার করিবেন কেন? যে প্রমাণ সত্য জ্ঞানার্জ্জনের সর্ব্ববাদি সম্মত, সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কি, কর্ম্মমাত্রেই প্রার্থনা পূর্ব্বক, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, জীবের প্রার্থনানুসারে হইয়া থাকে, এই প্রতিজ্ঞার স্থাপন সাধ্য হইতে পারে?

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া আমি যুগপৎ সুখী ও দুঃখিত হইলাম। স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থ সমূহকে স্থূল প্রত্যক্ষ দ্বারা উপলব্ধি করা যে অসম্ভব, তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়াছ, আমি এই নিমিত্ত দুঃখিত হইয়াছি। স্থূল চক্ষুর অবিষয় বস্তুজাতকে যদি স্থূল চক্ষু দ্বারাই দেখা সম্ভব হইত, তাহা হইলে

জগতের বা কোন জাগতিক বস্তুর ব্যক্ত ও অব্যক্ত বা স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা থাকিত? 'ব্যক্ত' ও 'সূক্ষ্ম' এই পদদ্বয়ের অর্থ চিন্তা করিলে, কি বোধ হয়? ব্যক্ত ও অব্যক্ত বা স্থূল ও সূক্ষ্ম এই পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ বিচার করিলে, কি উপলব্ধি হয়? যাঁহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অবিষয় পদার্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, বেদ ও শাস্ত্র যে, তাঁহাদিগকে 'আসন্নচেতন' বলিয়াছেন, তাহা কি, যথার্থ বচন নহে?

জিজ্ঞাসু—আপনি বলিলেন, আমার কথা শুনিয়া, আপনি যুগপৎ সুখী ও দুঃখিত হইয়াছেন, আপনি যে কারণে দুঃখিত হইয়াছেন, তাহা শুনিলাম, আমার কথা আপনাকে কি কারণে সুখী করিয়াছে, আমার তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বক্তা—স্থূল ইন্দ্রিয়গণের অবিষয় বিষয় সমূহকেও প্রত্যক্ষ করা যায়, তোমার যে এইরূপ বিশ্বাস সহজ, আমি তাহার পরিচয় পাইয়া, সুখী হইয়াছি। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের অগম্য বস্তুজাতকেও জানিতে পারা যায়, অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকল বস্তুতঃ অসৎ নহে। বুদ্ধির স্থূল অভিমান অবগত হইয়া, সাত্ত্বিকতার উৎকর্ষ হইলে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত দৃশ্যই, যুগপৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। আবির্ভূত প্রকাশ, অনুপদ্রুত-চিত্ত যোগীর সমীপে, অতীত ও অনাগতের জ্ঞান, বর্ত্তমানের জ্ঞান হইতে বিশিষ্ট নহে। আমি পরে এ বিষয়টী তোমাকে বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই প্রার্থনা পূর্ব্বক, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্যও জীবের প্রার্থনানুসারে হইয়া থাকে, এই অতিমাত্র গহন বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে হইলে, কি করা উচিত, তুমি তাহা চিন্তা করিয়া বল।

জিজ্ঞাসু—জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্য যে, প্রার্থনা পূর্ব্বক, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইলে, অলৌকিক বিষয়ের জ্ঞাপয়িতা বেদ ও শাস্ত্র হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রথমে তাহা স্মরণ করিতে বা অবগত হইতে হইবে, তৎপরে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তত্ত্ব সম্বন্ধে যে যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, তাহাও স্মর্ত্তব্য। তদনন্তর বেদও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি—স্থিতি-ও লয় সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও লয় বিষয়ক সিদ্ধান্ত সমূহের তুলনা করিতে হইবে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্ব বিষয়ক অনুমান সমূহের সহিত

বেদ-ও-তন্মূলক শাস্ত্র সকলের জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও লয় বিষয়ক উপদেশ সকলের তুলনা করিলে, বুঝিতে পারা যাইবে, উভয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে মতৈক্য আছে, কোন্ কোন্ বিষয়েই বা মত বিরোধ আছে। যে যে বিষয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বেদ-ও-শাস্ত্রোপদেশের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, সেই সেই বিষয়ে যে যে, কারণে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মত হইয়াছেন, তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তৎপরে সর্ব্বকর্ম্মই প্রার্থনামূলক, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, জীবের প্রার্থনানুসারে হইয়া থাকে, সমষ্টিভূত জীবের প্রার্থনা অব্যক্তজগৎকে ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করে, জীবের প্রার্থনা বশতঃ সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, জল, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতির অভিব্যক্তি হইয়াছে, হইয়া থাকে, জীবগণের প্রার্থনার নানাত্ব নিবন্ধন, বিশ্বজগৎ এইরূপ বৈচিত্র্যময় হইয়াছে, জীবের প্রার্থনা বশতই, দেশের উন্নতি ও অবনতি হয়, সুখ-ও-দুঃখ চক্র পর্য্যায়-ক্রমে আবর্ত্তন করে, বেদ, শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা এই সকল বিষয়ের উপপত্তি (Demonstration) করিতে হইবে, অপিচ কর্ম্মমাত্রেই প্রার্থনা পূর্ব্বক, প্রার্থনা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, পরিশেষে এই সমস্ত বিষয়ের উপপত্তি দ্বারা, মানুষের কি লাভ হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিতেই হইবে।

বক্তা—পূর্ণভাবে প্রার্থনার কার্য্যকারিতার তত্ত্বানুসন্ধান করিতে হইলে, যে সকল বিষয়ের বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য; তুমি তৎসম্বন্ধে যেরূপ সূচনা (Suggestion) করিলে, তাহা উত্তম, কিন্তু যথার্থভাবে সেই সকল বিষয়ের বিচার করা, কিরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা ভাবিয়াছ কি ?

জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ মত আছে; জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে যত প্রকার মত আছে, তাহাদিগকে প্রধানতঃ আস্তিক ও নাস্তিক এই দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। আস্তিক ও নাস্তিক এই দ্বিবিধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের মধ্যেও মতভেদ আছে, তদনুসারে শাস্ত্রে ষড়্‌বিধ আস্তিক ও ষড়্‌বিধ নাস্তিক, সমুদায়ে দ্বাদশ প্রকার পরস্পর বিভিন্ন দার্শনিক মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল, এবং পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই ষড়্‌বিধ দর্শনকে আস্তিক, এবং চার্ব্বাক, চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধ (বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার, মাধ্যমিক) ও জৈন বা আর্হত এই ছয় প্রকার দর্শনকে নাস্তিক দর্শন শ্রেণিভুক্ত করা হইয়া থাকে। আস্তিক-নাস্তিক ভেদে দ্বাদশপ্রকার দার্শনিক মত আছে বটে, কিন্তু একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে প্রতীতি হয়, উক্ত দ্বাদশপ্রকার দার্শনিক মতকে

অসৎকার্য্য বাদ, সৎকার্য্য বাদ এবং সৎকারণ বাদ এই তিনটী প্রধান বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আস্তিক-নাস্তিক ভেদে পরিচিত দ্বাদশপ্রকার দর্শনের মধ্যে অসৎকার্য্যাদি ত্রিবিধ প্রস্থানের অতিরিক্ত প্রস্থান ভেদের প্রসিদ্ধি নাই। 'অসৎকার্য্য বাদ', 'সৎকার্য্য বাদ' ও 'সৎকারণ বাদ' এই প্রস্থান (System) ত্রয়কে, দার্শনিকেরা যথাক্রমে 'আরম্ভ বাদ', 'পরিণাম বাদ' ও 'বিবর্ত্ত বাদ' এই তিন নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন ("আস্তিক-নাস্তিক দ্বাদশদর্শনেষু বক্ষ্যমাণেষু ত্রিবিধ প্রস্থান ভেদাতিরিক্ত প্রস্থান ভেদস্যাপ্রসিদ্ধত্বাৎ।"—অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি)। প্রতীচ্য দর্শন পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, প্রতীচ্য দার্শনিক-দিগের মধ্যেও প্রধানতঃ আস্তিক ও নাস্তিক (Theistic and Atheistic—Materialistic) এই দ্বিবিধ মত প্রচলিত আছে। দার্শনিক মত সমূহকে 'দ্বৈতবাদ' (Dualism) ও একত্ববাদ এই প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একত্ববাদের আবার জড়ৈকত্ববাদ, বিজ্ঞানৈকত্ববাদ ও চিদৈ-কত্ববাদ, এই ত্রিবিধ ভেদ আছে। বার্লিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক পল্‌শেন (F. Paulsen) 'দ্বৈতবাদ', জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ (Dualism, Materialism and Spiritualism) এই তিনটীকে প্রধান দার্শনিক বাদরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। অধ্যাপক হেকেল্ বলিয়াছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগতের সৃষ্টি বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার দার্শনিক মতকে, পরস্পর বিরুদ্ধ 'দ্বৈতবাদ' (Dualistic) ও একত্ববাদ (Monistic) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। বুদ্ধি বা সংকল্প পূর্ব্বক সৃষ্টিবাদ (Teleological dogma) ও, বিজ্ঞানৈকত্ববাদ (Idealistic dogma), এই দ্বিবিধবাদ অধ্যাপক হেকেলের মতে দ্বৈতবাদের (Dualism) অন্তর্ভূত। যান্ত্রিক ব্যাপারবৎ অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টিবাদ ও জগতের বাস্তব সত্তাবাদ (Mechanical and realistic theories), একত্ববাদের অন্তর্ভূত।* হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার বিশ্বকার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, জগৎকার্য্যের কারণ নির্দ্দেশক

---

* "All the different philosophical tendencies may, from the point of view of modern science, be ranged in two antagonistic groups ; they represent either a *dualism* or a monistic interpretation of the Cosmos. The former is usually bound up with teleological and idealistic dogmas, the latter with mechanical and realistic theories"—The Riddle of the Universe.

প্রচলিত মত সকলকে তিনটী প্রধান মতের অন্তর্ভূত করিয়াছেন। (১) 'জগৎ অকৃতক', ইহা স্বতঃ বিদ্যমান, জগৎ অনাদি, (২) ইহা স্বয়ং আবির্ভূত—স্বয়ংসৃষ্ট, (৩) অথবা ইহা কোন বাহ্য কারণ দ্বারা সৃষ্ট ("Respecting the origin of the Universe three Verbally intelligible suppositions may be made. We may assert that it is self-existent; or that it is self-created; or that it is created by an external agency."—First Principles. P. 30

হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধরূপে কোন কথা বলিতে পারেন্ নাই। হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার বলিয়াছেন, 'জগৎকে অনাদি বলা—এবং ইহার সৃষ্টত্ব অঙ্গীকার করা সমান কথা; যাহা সাদি—যাহার আদি (Beginning) আছে, তাহারই কারণ অন্বেষণ করিতে হয়, যাহা অনাদি, তাহার আবার কারণ কি হইবে? ("The assertion of self-existence is simply an indirect denial of creation. In thus excluding the idea of any antecedent cause, we necessarily exclude the idea of a beginning" * * *)। জগৎ স্বয়ং আবির্ভূত বা স্বয়ং সৃষ্ট, ইহা কোন বাহ্য কারণ দ্বারা সৃষ্ট নহে, এই বাদকে হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সার প্যান্‌থিজম্—Pantheism, বলিয়াছেন। জগৎ কুম্ভকার, তন্তুবায় প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ দ্বারা কৃত ঘট-পটাদির ন্যায়, কোন বাহ্য কারণ দ্বারা সৃষ্ট ("Effected some what after the manner in which a workman shapes a piece of furniture"), এই বাদ হার্ব্বার্ট স্পেন্‌সারের মতে আস্তিক বাদ (Theistic hypothesis)।

জগৎ অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত—জগৎ প্রবাহরূপে নিত্য, ইহা বেদ ও তন্মূলক শাস্ত্র সমূহেরই আদ্য উপদেশ, কিন্তু প্রতীচ্য দার্শনিকগণ এই উপদেশের সারতম অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জড়ৈকতত্ত্ববাদী, নবীন বৈজ্ঞানিকগণ ভূত ও ভৌতিক শক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, শক্তি সাতত্য ও ভূত-সমূহের (Matter) স্থিতিশীলত্ব (Persistence of force and Conservation of Matter) ইহাঁদের বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, শান্ত—স্থিতিশীল অবস্থা হইতে শক্তির উদিত বা ক্রিয়াশীল অবস্থাতে আগমন (Potential existence passing into actual existence) তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কে বেদ-ও-শাস্ত্র যে দৃষ্টিতে

প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়াছেন, ঠিক তদ্দৃষ্টিতে প্রবাহরূপে নিত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন না।

জিজ্ঞাসু—স্বয়ং আবির্ভূত বা স্বয়ং সৃষ্টবাদ (যে বাদকে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার 'প্যান্‌থিজম্' বলিয়াছেন) ও অদ্বৈতব্রহ্মবাদ কি সমান? স্পাইনোজার একত্ব-বাদের সহিত অথবা জড়ৈকত্ব বাদী হেকেল্ প্রভৃতির একত্ববাদের সহিত বেদ ও বেদান্ত বর্ণিত অদ্বৈতব্রহ্মবাদের কি সর্ব্বাংশে একতা আছে? শোপেনহার (Schopenhaur) যে প্যান্‌থিজম্‌কে কেবল মৃদুভাবের নাস্তিকতা (Pantheism is only a polite form of atheism) বলিয়াছেন, সেই প্যান্‌থিজম্ ও অদ্বৈতব্রহ্মবাদ কি, এক সামগ্রী?

বক্তা—অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের সহিত যথোক্ত প্যান্‌থিজমের সাদৃশ্য থাকিলেও 'প্যান্‌থিজম' ও অদ্বৈতব্রহ্মবাদ সর্ব্বাংশে সমান সামগ্রী নহে। জড়ৈকত্ববাদী অধ্যাপক হেকেল্ যে বাদকে আদর করিয়াছেন, অনেকতঃ তাঁহার জড়ৈকত্ব-বাদের (Materialistic monism) সমান বলিয়াছেন, শোপেনহার যে বাদকে কেবল মৃদুভাবের নাস্তিকতা বলিয়াছেন, সে বাদ কি বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্র ব্যাখ্যাত অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের সর্ব্বাংশে সমান হইতে পারে? অদ্বৈত ব্রহ্ম-বাদের উপদেশ, 'ব্রহ্মই বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান কারণ, এবং ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ'। অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, নিমিত্ত ও উপাদান এই কারণদ্বয়ের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেই হইবে, এই ভাবদ্বয়ের ভেদ যে, বাস্তব নহে, তাহা সপ্রমাণ করিতেই হইবে, অপরিচ্ছিন্ন ও পরিচ্ছিন্নের, পরপ্রকাশ্যত্ব (জড়ত্বের) ও স্ব-প্রকাশত্ব (চৈতন্যের) বিরোধভঞ্জন করিতে হইবে, এককথায় অদ্বৈত সিদ্ধিতে ভেদের (Difference) অসিদ্ধি প্রদর্শন কর্ত্তব্য।

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।"—বেদান্তদর্শন ১।৪।২৩

অর্থাৎ বিশ্বজগতের প্রকৃতি বা উপাদান কারণও ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে বিশ্বজগতের প্রকৃতি বা উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার না করিলে, 'এককে জানিলে, সকলকে জানা যায়' শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞার অপিচ কারণ ব্যতিরিক্ত কার্য্য মিথ্যা এতৎপ্রতিপাদনার্থ প্রদর্শিত ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকারের মৃত্তিকাই সত্য, এই দৃষ্টান্তের উপরোধ—বাধা হয়।

জিজ্ঞাসু—অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে যে, উপাদান ও নিমিত্ত এই দ্বিবিধ কারণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেই হইবে, তাহা সুখবোধ্য, কিন্তু অদ্বিতীয়, কূটস্থ, চৈতন্যস্বরূপ, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের নানারূপে উপলভ্যমান

বিশ্বজগতের উপাদানত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? আরম্ভবাদী ন্যায়-বৈশেষিক-দর্শন, যে দৃষ্টিতে পরমাণুকে বিশ্বজগতের উপাদান বলিয়াছেন, পরিণামবাদী সাংখ্য যে দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে বিশ্বকার্য্যের উপাদান কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রুতিসিদ্ধ 'অদ্বৈতবাদ' কি ব্রহ্মকে সেই দৃষ্টিতে জগতের উপাদান কারণ বলিয়াছেন? তদ্দৃষ্টিতে কি অপরিণামিব্রহ্মের, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের উপাদানত্ব সিদ্ধ হয়?

বক্তা—শ্রুতিপ্রতিপাদিত অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ, ব্রহ্মকে আরম্ভবাদী ও পরিণামবাদীদিগের দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের উপাদান বলেন নাই। অদ্বৈতবাদের অভিপ্রায়, ব্রহ্ম মায়া দ্বারা আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত হন, শ্রুতিসিদ্ধ অদ্বৈতবাদ 'আরম্ভবাদ' বা 'পরিণামবাদের' সমর্থক নহেন, বিবর্ত্তবাদের স্থাপক।

জিজ্ঞাসু—আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 'আরম্ভবাদ', 'পরিণামবাদ' ও বিবর্ত্তবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু শুনিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে।

বক্তা—ভারতবর্ষে প্রচারিত দার্শনিক মত সমূহকে যে, 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই দ্বিবিধ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়, এবং আস্তিক ও নাস্তিক এই দ্বিবিধ প্রধান দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের মধ্যেও যে, পরস্পর মত ভেদ আছে, পূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে। অদ্বৈত ব্রহ্ম সিদ্ধিতে আস্তিক—নাস্তিক ভেদে দ্বাদশ প্রকার দার্শনিক মতকে যে, 'অসৎকার্য্য বাদ,' 'সৎকার্য্যবাদ' ও 'সৎকারণবাদ' এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহা তোমার জানা আছে। সংক্ষেপ শারীরক প্রণেতা শ্রীসর্ব্বজ্ঞ মুনি বলিয়াছেন—"কণাদ আরম্ভবাদের, ভদন্ত (বৌদ্ধ বিশেষ) সঙ্ঘাতবাদের, কপিল ও পতঞ্জলি পরিণামবাদের এবং বেদান্ত 'বিবর্ত্ত' বাদের উপদেষ্টা। ("আরম্ভবাদঃ কণভক্ষপক্ষঃ সঙ্ঘাতবাদস্তু ভদন্তপক্ষঃ। সাংখ্যাদিপক্ষঃ পরিণামবাদো বেদান্তপক্ষস্তু বিবর্ত্তবাদঃ॥"—সংক্ষেপ শরীরক)।

'আরম্ভ' শব্দের অর্থ 'উৎপত্তি,' 'উপক্রম' (Beginning)। আরম্ভের বাদ=আরম্ভবাদ। পূর্ব্বে যে ভাবের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছিলনা, তাদৃশভাবের অস্তিত্ব যখন প্রথম প্রত্যক্ষ গোচর হয়, তখন আমরা তাহাকে উহার 'আরম্ভ' বলিয়া থাকি; ছিলনা হইল, ইহারই নাম 'আরম্ভ'। 'পরি' উপসর্গ পূর্ব্বক 'ণম' ধাতু উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় করিয়া 'পরিণাম' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ণম্' ধাতুর অর্থ 'নমন,' 'নতি,' 'অবতরণ'। সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য অবস্থা হইতে স্থূল বা দৃশ্যমান অবস্থায় আগমনের অথবা পূর্ব্ব ধর্ম্মের নিবৃত্তি হইয়া, ধর্ম্মান্তরের

অভিব্যক্তির নাম 'পরিণাম'। 'বিবর্ত্ত' শব্দের অর্থ হইতেছে, 'বিশেষ' বা 'বিরুদ্ধ-রূপে' স্থিতি। সায়ণাচার্য্য অথর্ব্ববেদের ভাষ্য ভূমিকাতে বলিয়াছেন, পূর্ব্বভাবের ত্যাগ না করিয়া, যে অসত্য নানাকারের প্রতিভাস, তাহার নাম বিবর্ত্ত। শুক্তিকাতে (ঝিনুকে) রজতের বা রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি, বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত। পূর্ব্বরূপ ত্যাগ করিয়া যে, নানাকারের প্রতিভাস তাহার নাম 'পরিণাম'। দুগ্ধের দধিরূপে প্রতিভাস, গন্ধক ও লৌহের পরস্পর সংযোগে হীরাকশ ভাবে পরিবর্ত্তন, পরিণামের দৃষ্টান্ত। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও তাহার টীকা পাঠ করিলে 'বিবর্ত্ত' ও 'পরিণামের' সুন্দর লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের টীকাতে কারণ হইতে পঞ্চ প্রকারে কার্য্যের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। ১ম। অতিরোহিত প্রাগবস্থ; ২য়। প্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থ; ৩য়। প্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ; ৪র্থ। অপ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ; ৫ম। বিনষ্ট প্রাগবস্থ তিরোহিত হয় নাই পূর্ব্বাবস্থা যাহার (যে কার্য্যের), তাহা 'অতিরোহিত' প্রাগবস্থ। মৃত্তিকা ঘটের পূর্ব্বাবস্থা; মৃত্তিকা যখন ঘটরূপে পরিণত হয়, তখন ইহার মৃত্তিকাবস্থার তিরোধান হয় না। প্রতিবদ্ধ হইয়াছে পূর্ব্বাবস্থা যাহার তাহা 'প্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থ'। জল যখন অত্যন্ত শীতল হয়, তখন উহা, হিমশিলা (বরফ) রূপে পরিণত হইয়া থাকে; জল হিমশিলার পূর্ব্বাবস্থা; জল যখন হিমশিলা (বরফ বা শিল) হয়, তখন উহার জলীয় অবস্থা বিনষ্ট হয় না, প্রতিবদ্ধ হয়; বিনষ্ট হইলে হিমশিলা পুনর্ব্বার জলরূপে পরিণত হইতে পারিত না। প্রচ্ছন্ন—আবৃত বা লুক্কায়িত হইয়াছে, পূর্ব্বাবস্থা যাহার, তাহা 'প্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ'। রজ্জুতে যখন 'সর্প' ভ্রম হয়, ভ্রম বশতঃ যখন রজ্জু সর্পাকারে প্রতীয়মান হয়, তখন রজ্জুর রজ্জুত্ব ভ্রান্তের সমীপে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে। ন প্রচ্ছন্ন=অপ্রচ্ছন্ন; অপ্রচ্ছন্ন হইয়াছে, পূর্ব্বাবস্থা যাহার, তাহার নাম 'অপ্রচ্ছন্ন-প্রাগবস্থ'। জল হইতে তরঙ্গের উৎপত্তি, অপ্রচ্ছন্ন-প্রাগবস্থ কার্য্যের দৃষ্টান্ত। তরঙ্গের পূর্ব্বাবস্থা জল; জল হইতে যখন তরঙ্গ সকল উৎপন্ন হয়, তখন জল অদৃশ্য হয় না, জলই যে তরঙ্গিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বিনষ্ট হইয়াছে পূর্ব্বাবস্থা যাহার, তাহার নাম 'বিনষ্ট প্রাগবস্থ'। দুগ্ধের দধি রূপে পরিণতি, 'বিনষ্ট প্রাগবস্থের' দৃষ্টান্ত ("পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগেন অসত্য নানাকার প্রতিভাসো বিবর্ত্তঃ। পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগে সতি নানাকার প্রতিভাসঃ পরিণামঃ"।—অথর্ব্ববেদভাষ্য। "তত্র কারণে কার্য্যোদ্ভব পঞ্চধা"—যোগবাশিষ্ঠ টীকা)। 'বিনষ্ট প্রাগবস্থ রূপ কার্য্যই' 'বিকার' বা 'পরিণাম'। বশিষ্ঠদেব, কারণ হইতে যাদৃশ কার্য্যোৎপত্তিতে কারণের স্বরূপের বিপর্য্যয় হয়,

তাদৃশ কার্য্যের উৎপত্তিকেই 'পরিণাম' বলিয়াছেন। আত্মস্ত সমান বস্তুর অসংস্পর্শি (যাহা স্বরূপকে স্পর্শ করেনা, স্বরূপের কোনরূপ পরিবর্ত্তন করেনা) বৈষম্যের প্রতিভাসের নাম 'বিবর্ত্ত'। বিবর্ত্তে কারণের স্বরূপ বিচ্যুতি হয় না, কার্য্যরূপে বিবর্ত্তিত কারণকে পুনর্ব্বার স্বভাবে আনয়ন দুঃসাধ্য নহে। বশিষ্ঠদেব অতিরোহিত প্রাগবস্থাদি চতুর্ব্বিধ কার্য্যোৎপত্তিকে 'বিবর্ত্ত' এবং 'বিনষ্ট প্রাগবস্থ' কার্য্যকে 'বিকার' বা পরিণাম বলিয়াছেন। যাঁহারা জড় বিজ্ঞানের 'প্রাকৃতিক' ও 'রাসায়নিক' (Physical and Chemical) এই দ্বিবিধ পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব বিদিত আছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, বশিষ্ঠদেবের 'অতিরোহিত প্রাগবস্থ' 'প্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থ' ও 'অপ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ' এই ত্রিবিধ বিবর্ত্ত ভেদের সহিত বিজ্ঞান বর্ণিত প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের (Physical Change) এবং 'বিনষ্ট প্রাগবস্থ কার্য্য' বা 'পরিণামের' সহিত রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের (Chemical Change) কিছু সাদৃশ্য আছে।

মৃত্তিকা হইতে যেরূপ ঘটের উৎপত্তি হয়, তন্তু হইতে যেরূপ পটের আরম্ভ হয়, নৈয়ায়িকদিগের মতে সেইরূপ পরমাণু সমূহ হইতে পৃথিব্যাদি জগতের আরম্ভ হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ঘটের উপাদান বা সমবায়িকারণ; কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি ইহার নিমিত্ত কারণ। পরমাণু সমূহ বিশ্বজগতের উপাদান কারণ, 'ঈশ্বর', 'কাল', 'দিক', 'অদৃষ্ট' ইত্যাদি ইহারা নিমিত্ত কারণ। মৃত্তিকাতে যেমন ঘট ঘটাকারে বিদ্যমান থাকেনা, সেইপ্রকার পরমাণুতে ব্যক্তজগৎ বর্ত্তমান আকারে বিদ্যমান থাকে না। সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত দুগ্ধ যেরূপ দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণ-ত্রয়াত্মক প্রধান—প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহংকারতত্ব, ইত্যাদিরূপে পরিণত হইয়া বিচিত্র, বিশ্বরূপ ধারণ করে। অবিদ্যমানের—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার জন্ম হয়না, অপিচ যাহা বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহারও একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্তি হইতে পারেনা। অতএব অসৎ (Non-existent) হইতে সতের (Existent) উৎপত্তি হইতে পারেনা। সাংখ্যদর্শন কার্য্যকে 'সৎ'—সূক্ষ্মভাবে—শক্তিরূপে বিদ্যমান বলেন, এই নিমিত্ত সাংখ্যদর্শনকে "সৎকার্য্যবাদী" বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক "অসৎকার্য্যবাদী"। বেদান্তের সিদ্ধান্ত অখণ্ডৈকরস পরমাত্মা স্বীয় মায়া দ্বারা, আকাশাদি জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। বেদান্তদর্শন, সুতরাং "বিবর্ত্তবাদী—সৎকারণ বাদী"। কারণ সৎ, কারণ নিত্য, কার্য্য মিথ্যা—কার্য্য অসৎ, যাঁহারা এইরূপ মতাবলম্বী, তাঁহারা "সৎকারণবাদী"।

ষড়্দর্শন বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকি, ষড়্দর্শন বস্তুতঃ তাহা নহে; ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ছয়টী চক্ষু নয়, দর্শন এক, তবে আন্তর, বাহ্য বা স্থূল-সূক্ষ্ম অবস্থা ভেদে, দর্শনের ছয়টী বিভাগ — ষট্‌সংখ্যক স্তর আছে মাত্র। 'আরম্ভবাদ', 'পরিণামবাদ' ও 'বিবর্ত্তবাদ' অথবা 'অসৎকার্য্যবাদ' 'সৎকার্য্য-বাদ' ও 'সৎকারণবাদ', ইহারা দ্বারদ্বারিভাব সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ, অধোহধোভাবে স্থাপিত, সত্য প্রাসাদে আরোহণের উপায়, সোপান পর্ব্ব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সোপান পর্ব্ব সমূহের কোনটীই যেমন নিষ্প্রয়োজন নহে, উহাদের সকলেরই যেমন কার্য্যকারিতা আছে, অধস্তন সোপান পর্ব্ব তদুপরিতন সোপান পর্ব্ব হইতে ভিন্ন হইয়াও, যেমন পরস্পর সংশ্লিষ্ট, অধস্তন সোপান পর্ব্বে অগ্রে আরোহণ না করিলে, যেমন উপরিতন সোপান পর্ব্বে আরোহণ করা যায় না, সেইরূপ আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ ইহাদের কোনটীই নিষ্প্রয়োজন নহে, ইহাদের সকলেরই কার্য্যকারিতা আছে, আপাতদৃষ্টিতে ইহারা পরস্পর ভিন্ন হইলেও, প্রকৃত পক্ষে অসম্বদ্ধ নহে, আরম্ভবাদ সোপান পর্ব্বে আরোহণ না করিলে, পরিণামবাদ সোপান পর্ব্বে আরোহণ করা কোন মতেই সম্ভব নহে; এবং পরিণাম বাদ সোপান পর্ব্বে আরোহণ না করিলে, বিবর্ত্তবাদ সোপান পর্ব্বে আরোহণ করা অসাধ্য ব্যাপার। সংক্ষেপ শারীরক প্রণেতা সর্ব্বজ্ঞ মুনি, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিদিগের মতভেদের কারণ কি, তাহা বুঝাইবার সময়ে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। পরিণামবাদ ব্যবস্থিত (Established) হইলে বিবর্ত্তবাদ, স্বয়ং আগমন করে, বিবর্ত্তবাদ রূপ সোপানপর্ব্ব স্বতই দৃষ্টি পথের পথিক হয় ("বিবর্ত্তবাদস্য হি পূর্ব্ব ভূমির্ব্বেদান্তবাদে পরিণামবাদঃ। ব্যবস্থিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্ত্তবাদঃ॥"—সংক্ষেপ শারীরক)।

অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, দ্বৈতবাদ যে, পরমার্থতঃ মিথ্যা, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। দ্বৈতবাদের পরমার্থতঃ মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে হইলে, কার্য্যের মিথ্যাত্ব সপ্রমাণ করিতে হইবে, দৃশ্যের পৃথক্ বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যে বস্তুতঃ সত্য নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতে হইবে। সৎকারণবাদ এই নিমিত্ত কার্য্যের, কার্য্যরূপের মিথ্যাত্ব, কার্য্যের কারণ হইতে অনন্যত্ব—অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন বা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। "সৎকারণবাদ," "অদ্বৈতবাদ" ও "বিবর্ত্তবাদ" এই বাদত্রয়ের অভিপ্রায় এক।

অদ্বৈতবাদ যে মুখ্যবাদ, দ্বৈতবাদী আস্তিক দার্শনিকগণ তাহা অস্বীকার করেন নাই, তবে লোক ব্যবহার দ্বৈতজ্ঞান দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, অদ্বৈতজ্ঞান স্বরূপতঃ সত্য হইলেও, সংসারী তাহা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিবার যোগ্য নহে, একেবারে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ, অবিদ্যা দ্বারা সম্যগ্রূপে বদ্ধ, সংশয়াত্মক মনের বশে বিচরণশীল, বৃত্ত্যধীন পুরুষের কোনরূপে সাধ্য নহে, সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ এই নিমিত্ত দ্বৈতবাদের সমর্থন করিয়াছেন, দ্বৈতবাদের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠ করিলে, অবগত হওয়া যায়, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানকে বিস্মৃতি সাগরে বিলীন না করিলে, বৃত্ত্যধীন জ্ঞানের সম্পূর্ণ ভাবে নিরোধ না হইলে, ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ—প্রথমোৎপন্ন আদিভূত পবিত্রতম জ্ঞানের পূর্ণ ভাবে বিকাশ না হইলে, অদ্বৈতবাদের স্বরূপ দর্শন হইতে পারে না ("যদামাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবেভাগমস্যাঃ॥"—ঋগ্বেদ সংহিতা ২।৩।২১)। অতএব দ্বৈতজ্ঞান প্রতিপাদনপর দর্শনসকল অনর্থক নহে, অদ্বৈতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইলে, প্রথমতঃ দ্বৈতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। জার্ম্মাণ দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক 'পল্‌শেন্', (Paulsen) বলিয়াছেন দর্শন (Philosophy) সর্ব্বদা দ্বৈতবাদকে পরাভব পূর্ব্বক একত্ববাদে উপনীত হইবার প্রবৃত্তি প্রকটীকৃত করে (" Philosophy always reveals a tendency to over—come Dualism and to reach Monism".—Introduoction to Philosophy. P 47)

পূর্ব্ব রূপের ত্যাগ না করিয়া যে, অসত্য নানাকারের প্রতিভাস, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার নাম নাম "বিবর্ত্ত," এবং পূর্ব্বরূপ ত্যাগ পূর্ব্বক যে নানাকারের প্রতিভাস, তাহার নাম 'পরিণাম'। বিবর্ত্তে কারণের স্বরূপ-চ্যুতি হয়না, পরিণামে তাহা হয়।

জিজ্ঞাসু—পরিণামে যে কারণের স্বরূপ চ্যুতি হয়, তাহার প্রমাণ কি ?

বক্তা—"দুগ্ধ," দধির কারণ, দধির পূর্ব্ব রূপ ; দুগ্ধ যখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন উহার দুগ্ধ ভাবে অবস্থিতির অভাব হইয়া থাকে, দধিরূপে পরিণত দুগ্ধকে পুনর্ব্বার দুগ্ধরূপে আনয়ন করিতে পারা যায় না, অতএব বলিতে হইবে, পরিণামে কারণের স্বরূপ চ্যুতি হয়।

জিজ্ঞাসু—দুগ্ধ কিরূপ অবস্থাতে, কিরূপ কারণ সংযোগে দধিরূপে পরিণত

হইয়া থাকে? দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতি ব্যাপারে দুগ্ধের উপাদান বা ঘটকাবয়ব সমূহের মধ্যে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়? দুগ্ধ যখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন উহার অণু সমূহের যে নাশ হয় না, কি পরিণামবাদী, কি আরম্ভবাদী, উভয়েই তাহা স্বীকার করেন, সন্দেহ নাই। অম্ল সংযোগে দুগ্ধ যখন দধির আকার ধারণ করে, তখন দুগ্ধের অণু সমূহের সন্নিবেশেরই ভেদ হইয়া থাকে, উহাদের আপেক্ষিক সাম্যাবস্থারই বিচ্যুতি হয়, কিন্তু অণু সকল ঠিক থাকে। অতএব বলিতে পারা যায় না কি, পরিণামেও প্রকৃতপ্রস্তাবে কারণের—পূর্ব্বভাবের স্বরূপচ্যুতি হয়না, কার্য্যেরই রূপান্তর বা অবস্থাগত পরিবর্ত্তন হয়। দধিকে পুনর্ব্বার দুগ্ধরূপে আনয়ন সাধারণ জ্ঞানে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইলেও, সাধারণ শক্তি সাধ্য না হইলেও, বিশিষ্ট জ্ঞানে সম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে, শক্তি বিশেষ দধিকে পুনর্ব্বার দুগ্ধাকারে আনয়ন করিতে সমর্থ হইতে পারে, এবম্প্রকার অনুমান, বোধ হয় একেবারে বাতুলোচিত নহে। সাংখ্য দর্শন বুঝাইয়াছেন—স্বভাবের কদাচ অপায় হয় না, শক্তি বা ধর্ম্মের উদ্ভব ও অনুদ্ভব হয়, কিন্তু উহার একেবারে ধ্বংস প্রাপ্তি হয় না। যোগীশ্বরের সংকল্প শক্তি ভৃষ্ট—দগ্ধ বীজেও অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তিকে পুনরানয়ন করিতে পারেন। "শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ" ॥ সাং দ। অতএব জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ অথবা অসৎ কার্য্যবাদ, সৎকার্য্যবাদ ও সৎকারণবাদ, ইহারা যে বস্তুতঃ ভিন্ন নহে, ইহাদের সম্মিলন যে, একেবারে অসম্ভবপর নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। জলকে বিশ্লেষ করিলে, "হাইড্রোজেন্" ও "অক্সিজেন্" এই দুইটী পদার্থ পাওয়া যায়। রসায়নতন্ত্র (Chemistry) স্থির করিয়াছেন, প্রত্যেক জলীয় অণুতে (Each molecule of water), দুইটী হাইড্রোজেনের এবং একটী অক্সিজেনের কণা থাকে, প্রত্যেক জলীয় অণু দুইটী হাইড্রোজেনের ও একটী অক্সিজেনের, এই তিনটী কণা দ্বারা গঠিত। একটী জলীয় অণুকে বিশ্লেষ করিলে, যখন দুইটী হাইড্রোজেনের এবং একটী অক্সিজেনের পরমাণুই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন স্বীকার করিতে হইবে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে উৎপন্ন জল নামক 'কার্য্যে,' কারণের বিপর্য্যয় হয় না। প্রতীচ্য রসায়নতন্ত্র বলেন, 'হাইড্রোজেন' ও 'অক্সিজেন্' যখন যথানিয়মে পরস্পর মিলিত হইয়া, জলরূপে পরিণত হয়, তখন উহাদের তাত্ত্বিক অন্যথা হয় না, উহাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব, তখন উহাদের পৃথগাত্মতা (Individuality)

অব্যাহত থাকে। * অসতের সম্ভাব ও সতের অসম্ভাব হওয়া, প্রকৃতপ্রস্তাবে অসম্ভব ব্যাপার। অতএব বলিতে পারা যায়, 'জল' হাইড্রোজেন্ ও অক্‌সিজেনের যথোক্ত লক্ষণ বিকার বা পরিণাম নহে, 'বিনষ্টপ্রাগবস্থ' কার্য্য নহে।

চূর্ণ ও হরিদ্রা এই দ্রব্য দ্বয়ের পরস্পর সংযোগে যে, লোহিত দ্রব্য বিশেষের উৎপত্তি হয়, তাহা কি 'চূর্ণ' ও 'হরিদ্রা' এই দ্রব্য দ্বয়ের বিকার? অথবা উহাদের বিবর্ত্ত? অর্থাৎ 'চূর্ণ' ও 'হরিদ্রা,' পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, যে লোহিত দ্রব্য বিশেষে পরিণত হয়, তাহাতে উক্ত দ্রব্য দ্বয়ের স্বরূপ অক্ষত থাকে, অথবা বিচ্যুত হয়? চূর্ণ ও হরিদ্রা, এই দ্রব্য দ্বয়ের পরস্পর সংযোগে যে লোহিত বর্ণ দ্রব্য বিশেষের উৎপত্তি হয়, তাহাতে চূর্ণ ও হরিদ্রার স্থূল রূপ তিরোহিত হইলেও, উহাদের স্বরূপের ক্ষতি হয় না। যাঁহার দৃষ্টি সূক্ষ্মতর অথবা যিনি উত্তম অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টিকে সূক্ষ্মতর করিতে পারেন, তিনি দেখিতে পান, পরস্পর সংযুক্ত চূর্ণ ও হরিদ্রার স্বরূপ চ্যুতি হয় নাই, উভয়েরই স্বরূপ অক্ষত আছে।

গন্ধক ও লৌহ, এই দুইটী দ্রব্যের রাসায়নিক সংযোগে কাশীশ (হিরাকশ) নামক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, স্থূল দৃষ্টিতে কাশীশে (Sulphide of iron) গন্ধক ও লৌহের বিশেষ কোন চিহ্ন লক্ষিত হয়না বটে, কিন্তু উত্তম অণুবীক্ষণ

---

* "Now the only theory which has yet succeeded in giving an in telligible explanation of the facts, assumes that hydrogen and oxygen do exist as such in water, preserving each its individuality; that each molecule of water consists of three particles, two of hydrogen and one of oxygen; that, when water is decomposed, the molecules are broken up, and that then the oxygen particles associate themselves together to form molecules of oxygen gas; and the hydrogen particles to form molecules of hydrogen gas; that, on the other hand, when the gases recombine, the reverse takes place; each particle of oxygen uniting to itself two particles of hydrogen to form a molecule of water"—The New Chemistry P. 116-117.

যন্ত্র দ্বারা দেখিলে, ইহাদের অণুসকল যে, পাশা-পাশি সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহা উপলব্ধি হয়। কলাশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা কাশীশ হইতে গন্ধক ও লৌহকে পৃথক করাও যায়।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, কি রাসায়নিক পরিবর্ত্তন, কি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন, উভয়বিধ পরিবর্ত্তনেই প্রকৃত প্রস্তাবে কারণের তাত্ত্বিক অন্যথা হয় না, স্বরূপের বিপর্য্যয় হয় না। প্রতীচ্য রসায়ন তন্ত্র কুশল কুক (Cooke) বলিয়াছেন, অস্মদীয় পরমাণু বাদানুসারে অন্ততঃ একার্থে রাসায়নিক সংযোগকে শুদ্ধ মিশ্রণের (Mechanical mixture) সূক্ষ্মতর অবস্থা বা ক্রম (only mixture of a finer degree) বলা যাইতে পারে। তবে শুদ্ধ মিশ্রণ হইতে (Mechanical mixture) রাসায়নিক সংযোগের এক বিষয়ে বৈধর্ম্ম আছে। দ্রব্য সমূহের রাসায়নিক সংযোগ, নিয়ত নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে হইয়া থাকে, যে কোন মাত্রায় দ্রব্য সকল রাসায়নিক সংযোগে পরস্পর সংযুক্ত হয়না, যে কোন পরিমাণ গন্ধকের সহিত, যে কোন পরিমাণ লৌহকে শুদ্ধ মিশ্রিত করিতে পারা যায়, কিন্তু সন্তাপ দ্বারা উক্ত দ্রব্যদ্বয়কে যখন রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত করা হয়, তখন উহারা নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে, সম্মিলন যোগ্য মাত্রার অতিরিক্ত অংশ পড়িয়া থাকে, পরস্পর মিলিত হয় না। ৫৬ গ্রেণ লৌহের সহিত ঠিক ৩২ গ্রেণ গন্ধকের রাসায়নিক সংযোগ হইয়া থাকে। *

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। "পরিণাম বাদরূপ সোপানে আরোহন করিলেই, বিবর্ত্তবাদরূপ সোপন, স্বয়ং সমাগত হয়, স্বয়ং দৃষ্টি পথের

---

* "According to our atomic theory, then, in one sense at least, chemical combination is only a mixture of a finer degree. If we place on the stage of a powerful microscope a portion of the powder with which we have just been experimenting, we can distinguish the grains of sulphur and those of iron, side by side; and so, according to our theory, if we could make microscopes powerful enough, we should see in the sulphide of iron the atoms of its two constituents"——The New Chemistry P. 121.

পথিক হয়," পূজ্যপাদ সর্ব্বজ্ঞ মুনির এই কথাই তুমি যেন স্পষ্টীকৃত করিলে, অতএব তোমার রসায়ন তন্ত্রের অনুশীলন যে, অনর্থক হয় নাই তাহা অবগত হইয়া, সুখী হইলাম। আচ্ছা রাসায়নিক সংযোগ যে নিয়ত নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি, তাহা বল শুনি।

জিজ্ঞাসু—এ সম্বন্ধে রসায়ন তন্ত্র যাহা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতে পারি, কিন্তু তাহা শুনিয়া আপনার তৃপ্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বক্তা—এখন এই বিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে, ভবিষ্যতে ইহার আলোচনা করা যাইবে। রসায়নতন্ত্র এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা জানি। সংযোগি বস্তু জাতের আণবিক মান বা গুরুত্বের সম্বন্ধ সাম্যানুসারে রাসয়নিক সংযোগ হইয়া থাকে ("The union takes place in the proportion by weight)। দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণু একটী অক্‌সিজেনের অণুর সহিত মিলিত হইয়া একটী জলীয় দ্ব্যণুক উৎপাদন করে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, একটী অক্‌সিজেনের অণুর আপেক্ষিক গুরুত্ব, একটী হাইড্রোজেনের অণুর আপেক্ষিক গুরুত্বের ষোল গুণ অধিক। দুইটী হাইড্রোজেনের অণু একটী অক্‌সিজেনের অণুর সহিত মিলিত হইয়া, একটী জলীয় দ্ব্যণুক উৎপাদন করে, অতএব বলিতে পারা যায়, হাইড্রোজেন্ ও অক্‌সিজেন্ এই দ্রব্যদ্বয় ২ঃ ১৬ বা ১ : ৮ এই অণুপাতে পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত হইলে, জলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রাসয়ানিক সংযোগ যে নিয়ত নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে হইয়া থাকে, তাহার কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, রসায়নতন্ত্র এইরূপ উত্তরই প্রদান করেন, কিন্তু রাসায়নিক সংযোগ কেন নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে হইয়া থাকে, রসায়নতন্ত্র কি এই প্রশ্নের যথার্থ সমাধান করিয়াছেন? আমরা কি রসায়নতন্ত্রের যথোক্তরূপ উত্তরকে উক্ত প্রশ্নের সমীচীন উত্তর মনে করিয়া, সন্তুষ্ট হইতে পারি? আমার বিশ্বাস, রসায়ন তন্ত্র, রাসায়নিক সংযোগ কেন নির্দ্দিষ্ট মাত্রানুসারে হইয়া থাকে, এই প্রশ্নের সমীচীন উত্তর প্রদান করিতে অদ্যাপি সমর্থ হন নাই। যাক্ এ সকল কথা—'আরম্ভবাদ,' 'পরিণামবাদ' ও 'বিবর্ত্তবাদ' এই ত্রিবিধ বাদের সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রদত্ত হইল, এখন, কি নিমিত্ত এই সকল কথা উঠিয়াছে তাহা স্মরণ কর এবং প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ কর।

জিজ্ঞাসু—অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে হইলে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম একমাত্র সৎ, এবং তদ্ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ বস্তুতঃ সৎ নহে, ইহা প্রতিপাদন

করিতে হইবে। জড়ৈকত্ববাদীরা এক ভিন্ন দুই নাই, এই মত স্থাপন করিতে যাইয়া, ভূত ও ভৌতিক শক্তি (যাহারা বস্তুতঃ তাঁহাদের মতে এক পদার্থ) ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। অদ্বৈতবাদীকে 'মায়া' নামক দ্বিতীয় পদার্থকে অভ্যুপগম করিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় পদার্থের অঙ্গীকার করিলে, অদ্বৈতবাদ অসিদ্ধ হয়, ত'াই, অর্থাৎ 'মায়া' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই পদার্থ জগতের কারণ হইলে, অদ্বৈত সিদ্ধি হইতে পারে না, এই নিমিত্ত, অদ্বৈতবাদী মায়াকে, অনির্ব্বচনীয় বলিয়া বুঝাইয়াছেন। 'মায়া অনির্ব্বচনীয়,' এই কথার অর্থ হইতেছে, 'মায়া' সতী কি অসতী, তাহা বলা যায় না। 'মায়া আছে কিনা'? এইরূপ প্রশ্নের, 'মায়া' অনির্ব্বচনীয়—'মায়া আছে কিনা, তাহা বলা যায় না,' এইরূপ উত্তর কি সদুত্তর? এতদ্বারা কি অদ্বৈতবাদ স্থাপিত হয়? যে মায়াকে আবশ্যক হইলে, অঘটন—ঘটন পটীয়সী, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয়, সে মায়াকে অনির্ব্বচনীয় বলা, বা অসতী বলা, কি যুক্তি সঙ্গত? আমার যাহা মনে হইতেছে, তাহা আপনাকে জানাইলাম, সময়ান্তরে কৃপা পূর্ব্বক আমার অদ্বৈতবাদ সিদ্ধি পক্ষে যে সকল সংশয় উদিত হয়, সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন। এখন আপনার আজ্ঞানুসারে প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। (ক্রমশঃ)

একখানি চিঠি।*

শ্রীশ্রীহরি শরণম্।

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯।

শ্রীশ্রীচরণাম্বুজেষু,

সভক্তি প্রণামানন্তর সেবিকার বিনীত নিবেদন—

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত "উৎসব"—সম্পাদক মহাশয়,

আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা হইলেও আপনি দাসীর নিকট অপরিচিত নহেন। কিছুদিন পূর্ব্বে, যখন আমার স্বর্গীয় স্বামী ইহধাম পরিত্যাগ করেন

*চিঠিখানি উৎসবে প্রকাশ করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইল। যে কারণে ইহা হইল তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার দেরী হইলেও কোন তাগীদা নাই দেখিয়া চিঠির উত্তর দিলাম না। ইহার পরে এক প্রবন্ধে ইহার উত্তর আছে মনে হয়। উ—স।

নাই, তখন প্রায়ই সন্ধ্যার পর তাঁহার চরণ তলে উপবেশন করিয়া নানাবিধ সৎকথা শ্রবণ করিয়া সুখে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিতাম। অধিকাংশ দিন তিনি আপনার "উৎসব" পড়িতেন এবং আমাকে তথ্য গুলি বুঝাইতেন। সে সুখের দিন আমার চলিয়া গিয়াছে। এখন এই পল্লী গ্রামের মধ্যে এক বাটীতে দুইটী শিশু কন্যা এবং একটী দুগ্ধপোষ্য বালক লইয়া কোন প্রকারে কাল কাটাইতেছি। এই দুঃখের সময় ও "উৎসব" গ্রহণ করিয়া থাকি এবং পূর্ব্বের ন্যায় সন্ধ্যার পর "উৎসব" পাঠ করিবার প্রয়াস করিয়া থাকি। স্বর্গীয় স্বামীর মুখে মহাশয়ের কথা শুনিয়া এবং "উৎসব" পাঠ করিয়া আপনাকে চিনিয়াছি। সুতরাং আপনি আমার অপরিচিত নহেন।

আপনি আমার অপরিচিত না হইলে ও আপনার সহিত আমার সেইরূপ কোন সম্বন্ধ নাই যেরূপ সম্বন্ধ থাকিলে আমার ন্যায় বিধবা হিন্দুমহিলা আপনাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিতে পারে। স্বর্গীয় দেবতা, মহাশয়কে বিশেষ ভক্তি করিতেন এবং আমাকেও মহাশয়কে ভক্তি করিতে শিখাইয়াছিলেন এবং আমি আজি একটি বিশেষ সমস্যায় পতিত বলিয়া, রমণী—জনোচিত লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ করিয়া মুখরার ন্যায় এই পত্র লিখিতেছি। সেবিকার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

পুণ্যস্মৃতি, স্বর্গীয় পিতৃদেব যে দেবতার সহিত তাঁহার তনয়ার ভাগ্য বিজড়িত করিয়া দিয়াছিলেন সেই দেবতা যাবৎ দয়া করিয়া চরণাশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন তাবৎ আমার কোন ভাবনা বা যাতনা ছিল না। আমি তাঁহার সেবা করিতাম আর আদেশ পালন করিতাম। কখনও কিছুই ভাবিতে হয় নাই। কাহারও নিকট কোনও পরামর্শ লইতে হয় নাই। আজ আমার সেই সুখের দিন আর নাই। এখন অনেক ভাবনা; এখন অনেকের পরামর্শ লইতে হয়। সম্প্রতি এই পরামর্শ গ্রহণ প্রসঙ্গে একটি সমস্যায় পতিত হইয়া মহাশয়কে এই পত্র দিতেছি। আমার স্বামী "উৎসব" হইতে অনেক উপদেশ শিখাইতেন; তাই সমস্যায় পতিত হইয়া আজ "উৎসব"—সম্পাদকের শরণ লইতেছি। আপনার পত্রে সমস্যার মীমাংসা হইলেই আমি সকল বিষয় বুঝিতে পারিব। আমার পত্রের পৃথক উত্তর দেওয়ার আবশ্যক নাই। পত্রের পৃথক উত্তরের প্রয়োজন না-থাকায় আমার নাম ও ঠিকানা দিলাম না।

সকল বিষয় স্পষ্ট করিয়া না বলিলে যদি সমস্যার মীমাংসা না হয় এই জন্য একটু বিস্তৃত রূপে লিখিতে হইতেছে। ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

আমি আমার পিতার একমাত্র সন্তান। যে সময় আমার বয়স তিন বৎসর সেই সময় জননীর দেহাবসান হয়। তিন বৎসরের কন্যা লইয়া পিতা বিশেষ কষ্টে পড়িলেন। প্রতিবেশিনী এক রমণীর সাহায্যে তিনি বিশেষ অসুবিধায় আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। বহু অভাব হইলেও পিতা পুনরায় বিবাহ করিলেন না। যখন আমার নবমবর্ষ-বয়ক্রম তখন একদিন প্রভাতে হঠাৎ বিসূচিকা রোগে আমার পিতার দেহান্ত হইল। আমার মাতা—অর্থাৎ প্রতিপালিকা—আমার মাতামহ গৃহে সংবাদ দিলেন। আমার মাতুল আসিয়া আমার পিতার সামান্য দ্রব্যাদি প্রতিবেশীগণের নিকট বিক্রয় করিয়া আমাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। একাদশবর্ষ বয়ক্রম কালে আমার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদবধি মাতুলালয়ের কেহই কখন আমার সংবাদ লয়েন নাই—আমি দ্বাদশবর্ষ স্বামীর গৃহেই সুখেই কাটাই। গত বর্ষের আষাঢ় মাসে আমার সকল সুখ শেষ হইয়া গিয়াছে। এই একবর্ষ দুঃখে কষ্টে বালকবালিকা গুলিকে লইয়া কোন প্রকারে কাটায়াছি। এখন আর দিন চলেনা। এমন একটি পয়সা নাই যদ্বারা কিছু মুড়ি কিনিয়া বালকবালিকাদের দেই। এইরূপ কষ্টে পতিত হইয়া কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় মনে হইল কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের গ্রামের যিনি গণ্য মান্য ব্যক্তি তিনি তখন দক্ষিণ দেশে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও দাদনের তত্ত্বাবধানের জন্য ছিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় কয়েকদিন কাটাইলাম। তিনি ফিরিয়া আসিলে দুই দিন পরে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। তাঁহার পত্নীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। পত্নী স্বামীকে সংবাদ দিলে কর্ত্তা অন্তঃপুরে আসিলেন। আমি গৃহিণীর অন্তরালে লুকাইলাম। একে একে গৃহিণী সকল কথা বলিলেন, কর্ত্তা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন "পরশ্ব বলিব"। নির্দ্দিষ্ট দিনে আবার কন্যাকে সঙ্গে করিয়া প্রতিবেশীর গৃহে গমন করিলাম। গৃহিণী আদর করিয়া বসাইয়া বলিলেন "যদি তুমি দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে পার তবে চিরদিন তোমার বালক বালিকার স্বচ্ছন্দে কাটিতে পারে"। আমি বলিলাম "কিছু গহণা আছে; বিক্রয় করিলে তিন হাজার টাকা হইতে পারে"। তখন গহণা বিক্রয়ের পরামর্শ দিলেন। আমি বলিলাম "আমি মেয়ে মানুষ। যদি কর্ত্তাকে বলিয়া গহণা গুলি বিক্রয় করিয়া দেন তবে আমি চির বিক্রীত রহিব"। গৃহিণী রাজী হইলেন।

পরদিন গহণাগুলি দিয়া আসিলাম। কেবল আমার দেবতার অঙ্গুরীয়ক, পরিত্যক্ত সিন্দুর কৌটার মাঝে যত্নে রাখিয়া দিলাম। অন্নাভাবে যদি বালকবালিকা সকল প্রাণত্যাগ করে তবুও দেবতার স্মৃতি-চিহ্ন হস্তান্তর করিবনা। তাহার পর অনেক দিন গেল, কোন সংবাদ পাইলাম না। কন্যাকে লইয়া কর্ত্তার বাটীতে গমন করিলাম। গৃহিণী বলিলেন "কর্ত্তা সেই গুলি আজিও দেখিবার অবকাশ পান নাই"। প্রাণ-কাঁপিয়া উঠিল আমার সন্তান গুলি এক প্রকার অনাহারে আছে; কর্ত্তা একবার গহণাগুলি দেখিবার ও সময় পান নাই। বিস্ময়ের বিশেষ কারণ এই যে যাঁহার সহিত একদিন ঘরকন্না করিয়াছি তিনি বড়ই কোমল হৃদয় ছিলেন,—নিজের আবশ্যকীয় কাজ ফেলিয়া অপরের কাজ করিতেন। বিস্ময়ের ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিলাম; সফল হইল, বোধ হইল না, কারণ গৃহিণী মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তা' কিছু মনে ক'র না, মা; বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া সময় পান নাই"। তাহার পর আরও অনেকদিন গেল। আরও অনেক কথা হইল। সে সকল সবিস্তারে বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। শেষে অন্য গ্রাহক না পাওয়ায় কর্ত্তা দয়া করিয়া দেড় হাজার টাকায় সকল গুলি ক্রয় করিলেন।

এই দেড় হাজার টাকা হইতে তিনি আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের এবং আমার কন্যাদ্বয়ের বিবাহের এবং আমার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন তাঁহার অবস্থাও একদিন মন্দ ছিল, আজ যে তাঁহার অবস্থা ভাল হইয়াছে, আজ যে তিনি সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, গ্রামের গণ্য মান্য নেতা তাহা কেবল তাঁহার বুদ্ধির বলে। যদি আমি তাঁহার কথামত চলি তবে আমার পুত্রও তাঁহার ন্যায় গণ্য মান্য হইতে পারে। আমি বলিলাম "গণ্যমান্য হওয়া দূরের কথা। যে উপায় অবলম্বন করিলে আমার ছেলে মেয়ে দু'বেলা দু'মুঠো খাইতে পায় তাহা করিলেই আমি আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিব"। তিনি বলিলেন "খাইতে পরিতে ত পাইবেই। অধিকন্তু গণ্যমান্য হইতে পারিবে, স্রোতের তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে হইবে না"।

আমি। যাহা ভাল মনে করেন তাহাই উপদেশ করুন।

তিনি। প্রতিবৎসর গ্রামের কৃষকদিগের নিকট চাসের সময় টাকা কর্জ্জ দিবে, আর ফসলের সময় আদায় করিবে। প্রতি মাসে টাকায় টাকা সুদ লইবে। আমি প্রজাদিগকে এই ভাবে অসময়ে সাহায্য করিয়া থাকি, তুমিও সাহায্য করিবে। আমার বরকন্দাজ যাইয়া তোমার দাদনের টাকাও সুদে আসলে

আদায় করিয়া দিবে।" [কর্ত্তার কথা শুনিয়া আমি নীরবেই রহিলাম। আমার স্বামীর কথা আমার মনে হইল। এক টাকা কর্জ্জ দিয়া মাসে একটাকা সুদ আদায়ের জন্য তিনি কর্ত্তার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। কৃষকেরা অর্থাভাবে টাকায় টাকা সুদ দিয়া কর্ত্তার নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করে। সমস্ত বৎসর ধরিয়া রৌদ্রে জলে পুড়িয়া ভিজিয়া চাষাবাদ করে, ফসলের মাল কর্ত্তা লোকদিয়া ঘরে লইয়া আইসেন, কৃষকপত্নী তাহার শিশু গুলিকে লইয়া চক্ষুর জল ফেলিয়া কুটীরে প্রবেশ করে। এই কথা বলিয়া স্বামী কর্ত্তার ব্যবহারের নিন্দা করিতেন। আমার স্বামীর এই কথা কর্ত্তার অবিদিত ছিল না, কারণ তিনি বহুবার তাঁহাকে এই হৃদয় হীন কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্তি হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। আমাকে নীরব দেখিয়া—কর্ত্তা বলিলেন "কি ভাবিতেছ? মাষ্টারের ঐরকম সকল খেয়ালছিল। মাষ্টার ছেলে মানুষ ছিল, সে যদি তখন আমার কথা শুনিত তাহা হইলে কি তোমাকে এখন স্রোতের তৃণের ন্যায় ভাসিতে হইত?" আমি বলিলাম "ইহাতে কৃষকদের বড় কষ্ট হয়।" কর্ত্তা বলিলেন "না করিলে তোমার ছেলে মেয়ে না খাইয়া মরিবে"।

আমি। সুদ খোরের পরকাল নাই শুনিয়াছি, আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

কর্ত্তা। যদি সুদ গ্রহণ মন্দ হইবে তবে আমি তাহা করিব কেন?

আমি। সকল ধর্ম্মেই অন্যায় সুদের নিন্দা আছে; শুনিয়াছি।

কর্ত্তা। তবে তুমি ধর্ম্ম লইয়া থাক; আমার নিকট আসিয়াছ কেন?

আমি। অন্য কোন ব্যবস্থা হয় না?

কর্ত্তা। না। আর এ স্থলে টাকায় টাকা সুদ লইয়া কর্জ্জ দেওয়া ত বিশেষ পুণ্যের কাজ। তুমি যদি টাকার অন্য ব্যবস্থা কর আর কৃষকেরা তোমার টাকা না পায় তবে তোমার পাপ হইবে। অসময়ে যাহারা তোমার টাকা পাইবে তাহারা খাইয়া বাঁচিবে। আর যদি তুমি অসময়ে টাকা সুদেও কর্জ্জ না দাও তবে তাহারা মরিবে। তাহাদের মরণের জন্য তুমি দায়ী—হইবে।

সম্পাদক মহাশয়, আমি বিষম সমস্যায় পতিত। একদিকে আমার বালক-বালিকাগণ অনাহারে কষ্ট পাইতেছে। অন্যদিকে কৃষকদিগের রক্তশোষণ। এইরূপ স্থলে বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিতেছেন "টাকায় টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া পুণ্য"। আমার চক্ষে সকল বস্তুই কেমন অস্পষ্ট দেখিতেছি—সকলই ধোঁয়া, ধোঁয়া। এতদিন যাহা শুনিয়াছি তাহা টিকে কৈ। আমি এখন কি করি? আমার সমস্যা সত্বর মীমাংসা করিয়া দিবেন। শ্রীচরণে সেবিকার বিনীত নিবেদন ইতি।

অযোধ্যাকাণ্ডে রাণী কৈকেয়ী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৩ অধ্যায়।

উৎকণ্ঠা।

স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ রাত্রৌ নিদ্রাং ন লেভিরে।
কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং পীত কৌষেয় বাসসম্॥
সর্ব্বাভরণ সম্পন্নং কিরীট কটকোজ্জ্বলম্।
কৌস্তুভাভরণং শ্যামং কন্দর্প শত সুন্দরম্॥
অভিষিক্তং সমায়াতং গজারূঢ়ং স্মিতাননম্।
শ্বেতচ্ছত্রধরং তত্র লক্ষ্মণং লক্ষণান্বিতম্॥
রামং কদা বা দ্রক্ষ্যামঃ প্রভাতং বা কদাভবেৎ॥

অধ্যাত্মরামায়ণ

যে রাত্রিতে দেবী কৈকেয়ী দুষ্টা সরস্বতী প্রেরিতা হইয়া রাবণ বধের জন্য রামবনবাস দিতেছিলেন, রাজা দশরথের প্রাণবধ করিতেছিলেন আর নিজে বিধবা হইয়া ইক্ষ্বাকু প্রতিপালিতা অবধপুরীকে বিধবার সাজ পরাইয়া দিতেছিলেন, সে রাত্রিতে অযোধ্যাপুরবাসী জনগণ বড় উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্তে প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছিল। স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ সে রাত্রিতে কেহই নিদ্রা যাইতে পারে নাই। সকলেরই প্রাণে উৎকণ্ঠা—কবে আমরা দেখিব নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রামচন্দ্র কন্দর্প শত সুন্দর রঘুনাথ পীত কৌষেয় বাস ধারণ করিয়া, সর্ব্বাভরণ সম্পন্ন হইয়া উজ্জ্বল কিরীট ও কটক (বালা) ধারণ করিয়া, কৌস্তুভ আভরণ বক্ষে ঝুলাইয়া হাস্যমুখে অভিষেকের জন্য আসিবেন, কবে সেখানে শ্বেতচ্ছত্রধারী লক্ষণান্বিত লক্ষ্মণকে আমরা দেখিব—সবাই উৎসুক রামকে কবে দেখিব আর প্রভাত বা কখন হইবে।

গোঁসাই তুলসী দাস লিখিতেছেন

ত্যহি নিশি নীঁদ পরী নহিঁ কাহু ॥
রাম দরশ লালসা উচ্ছাহু ॥
কবহিঁ উদয় রবি হোহিঁ বিহানা।
দেখব নয়নন কৃপা নিধানা ॥
গজ আরূঢ় রাম সিয় সঙ্গা।
শোভা তনু শত কোটি অনঙ্গা ॥

সে নিশিতে কেহই নিদ্রা যাইতে পারিল না—রামদর্শন লালসার উচ্ছাস সকলকে জাগাইয়া রাখিল। কবে সূর্য্যোদয় হইবে কখন প্রভাত হইবে কখন আমরা কৃপা নিধান রঘুনাথকে নয়ন ভরিয়া দেখিব। সিয় সঙ্গে রাম গজারূঢ়—আহা! শত কোটি অনঙ্গের শোভা—সেইভাবে কবে আমরা রাম সীতাকে দেখিব?

কৈকেয়ী যাহাই করুক আর রাজা দশরথের যাহাই হউক যথা সময়ে কিন্তু "প্রভাতা শর্ব্বরী পুণ্যা চন্দ্র নক্ষত্র মালিনী" চন্দ্র নক্ষত্র মালিনী পুণ্যা রজনী প্রভাতা হইল।

বিলপত নৃপহি ভয়উ ভিন্নসারা।
বীণা বেণুশঙ্খ ধ্বনি দ্বারা ॥
পড়হি ভাট গাবহিঁ গায়ক।
শুনত নৃপতি জনু লাগত শায়ক ॥
মঙ্গল সকুল সোহাই ন কৈসে।
সহগামিনী বিভূষণ জৈসে ॥

শোক করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। দ্বার দেশে বীণা বেণু শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সূত মাগধ প্রভৃতি স্তুতিপাঠকগণ রাজার নিদ্রাভঙ্গ সূচক বন্দনা করিতে লাগিল। গায়কগণ গুণ গান করিল। রাজা শুনিলেন আর মনে হইল যেন হৃদয়ে শেলবিদ্ধ হইতেছে। মঙ্গল কার্য্য সকল শোভা পাইল না। সহমৃতা সতীর সাজসজ্জা যেমন শোভা পায়না সেইরূপ মনে হইতে লাগিল।

---

১৪ অধ্যায়

সুমন্ত্র সারথি

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব উদিত হইলেন। পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত পুণ্য মুহূর্ত্ত আসিতে আর বিলম্ব নাই। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অন্তঃপুরের মধ্যকক্ষে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অভিষেকের দ্রব্য সম্ভার আহৃত হইয়াছে। যেমন যেমন বশিষ্ঠদেব আজ্ঞা করিয়াছিলেন সমস্তই সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। চন্দন অগুরু ধূপে সর্ব্বত্র পরিধূপিত। রাজার প্রিয় দর্শন সচিব-শ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতে দেখিয়া বশিষ্ঠদেব সুমন্ত্রকে বলিলেন্ রাজা এখনও আসিতেছে না কেন? রাজা ত সতত শেষ যামে জাগ্রত হয়েন। রাজার বিলম্ব কেন হইতেছে? সুমন্ত্র তুমি যাইয়া রাজাকে ত্বরান্বিত কর যাহাতে রাম পুষ্যানক্ষত্র যোগে রাজ্য প্রাপ্ত হন।

সুমন্ত্র রাজমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু একি ভীষণ দৃশ্য!

ধাই খাই জনু জাত ন হেরা।
মানহুঁ বিপতি বিষাদ বসেরা॥

এ দৃশ্য দেখা যায়না সব যেন গিলিয়া খাইতে আসিতেছে। মনে হয় যেন বিষাদ বিপত্তি নীড় বাঁধিয়াছে।

দুই একজনকে সুমন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন কেহই কোন উত্তর দিলনা।

সুমন্ত্র রাজার নিকটে গিয়াছেন। কৃতাঞ্জলি পুটে সুমন্ত্র জগতীপতিকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন।

মহারাজ! ভাস্করোদয়ে ঊর্ম্মি প্রতিফলিত রবি-কিরণ মাখিয়া তেজস্বী সমুদ্র যেমন স্নাতুকাম ব্যক্তিকে আনন্দিত করেন সেইরূপ আপনি প্রীতমনে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুন। যেরূপ প্রভাতকালে মাতলী ইন্দ্রকে বোধিত করিবার জন্য স্তব করিয়াছিলেন আর ইন্দ্র প্রবুদ্ধ হইয়া দানব বিজয় করিয়াছিলেন সেইরূপ আমিও আপনাকে প্রবুদ্ধ করিতেছি। যেরূপ বেদ বেদাঙ্গাদি বিদ্যা সৃষ্টি সময়ে ব্রহ্মাকে উদ্বোধিত করেন সেইরূপ আমি আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছি। যেরূপ চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীর লোককে উদ্বোধিত করেন সেইরূপ আমি আপনাকে প্রবুদ্ধ করিতেছি। যেরূপ সূর্য্য সুমেরু হইতে উত্থিত হইয়া বিরাজমান হয়েন সেইরূপ

আপনি শয্যাত্যাগ করুন এবং কৃত মঙ্গলাচার হইয়া বিরাজমান হউন। কাকুৎস্থ! মহাদেবাদি দেবতা আপনাকে বিজয়ী করুন। রাজর্ষে! রজনী অবসান হইয়াছে রামাভিষেকের সমস্ত আভিষেচনিক দ্রব্য আহৃত হইয়াছে এবং বশিষ্ঠদেব ব্রাহ্মণাদি সমস্ত পৌর ও জানপদ বর্গের সহিত দ্বার দেশে অবস্থান করিতেছেন আপনি শীঘ্র রামাভিষেকের আদেশ করুন।

পালক বিনা যেমন পশুগণ, সেনাপতি বিনা যেমন সৈনিকগণ, চন্দ্রবিনা যেমন রাত্রি, বৃষ ব্যতিরেকে যেমন গবীগণ, সেইরূপ আপনাকে না দেখিয়া সকলেই সেই অবস্থায় আছেন। আপনি সত্বর অভিষেক ক্ষেত্রে আগমন করুন।

রাজা সমস্তই শুনিলেন আরও শোকে অস্থির হইলেন। শোকরক্ত চক্ষু ধার্ম্মিক রাজা এই মাত্র বলিলেন সুমন্ত্র তুমি স্তুতি বাক্যে আমার মর্ম্মস্থান ভেদ করিতেছ।

সুমন্ত্র রাজার দীন বাক্য শুনিয়া আরও কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে কৈকেয়ী বলিতে লাগিল।

সুমন্ত্র! রাজা রজনীং রাম হর্ষ সমুৎসুকঃ।
প্রজাগর পরিশ্রান্তো নিদ্রাবশ মুপাগতঃ ॥৬০।১৪

সুমন্ত্র! রাজা রামাভিষেক হর্ষে সমুৎসুক হইয়া জাগিয়াই রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন তাই তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। কৈকেয়ী মিথ্যা কথা বলিল। মিথ্যা কথায় ভয় থাকেনা কার? না যে জন কৈকেয়ীর মত—যার শিয়রে যম দাঁড়াইয়াছে সেই জনের। কৈকেয়ী আবার বলিল—

রাম রামেতি রামেতি রাম মেবানুচিন্তয়ন্।
প্রজাগরেণ বৈ রাজা হ্যস্বস্থ ইব লক্ষ্যতে ॥

রাম রাম রাম রাম এই চিন্তা করিয়া "রাজা রাত্রৌ নিদ্রাং ন লব্ধবান্"—রাজা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। রাত্রি জাগরণে রাজাকে অসুস্থ মত দেখাইতেছে। সুমন্ত্র! অন্যবিচারের প্রয়োজন নাই তুমি রামকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর।

"অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি"!

দেবি! রাজাত কিছুই বলিলেন না—আমি যাই কিরূপে? সুমন্ত্র যে মন্ত্রীণ রাজা জাগিয়াই ছিলেন—বলিলেন—

সুমন্ত্র! রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্র মানয় সুন্দরম্।

সুমন্ত্র! সুন্দর রামকে দেখিব শীঘ্র আনয়ন কর।

সুমন্ত্র রাজার বাক্যে প্রোত্ত হইয়াছেন, রাজশাসনানুসারে রামকে আনিতে যাইতেছেন আর ভাবিতেছেন, দেবী কৈকেয়ী ত্বরান্বিতা হইয়া "রামকে শীঘ্র আনয়ন কর" ইহা বলিতেছেন কেন? সুমন্ত্র সাগরের অন্তর্ব্বর্ত্তি হ্রদের ন্যায় পুরীর অন্তর্ব্বর্ত্তি অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। দেখিলেন দ্বারপালেরা বহি-র্দ্বারে দণ্ডায়মান আর অনেক শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পৌরজন দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেবের সঙ্গে সেখানে, অমাত্যগণ, প্রধান প্রধান সৈন্যধ্যক্ষগণ, শ্রেষ্ঠ বণিকগণ রামাভিষেক দর্শনে দাঁড়াইয়া আছেন। সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। দিবাভাগ পুষ্যানক্ষত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। রামের জন্ম মুহূর্ত্ত কর্কট লগ্ন ইহাতে যুক্ত হইয়াছে। অতি শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। যে স্থানে বসিয়া রাম অভিষিক্ত হইবেন সে স্থান কি সুন্দর দেখাইতেছে। চারিধারে সজল কাঞ্চন কুম্ভ, মধ্যে অলঙ্কৃত ভদ্রপীঠ; সম্মুখে একটি রথ—রথের উপবেশন স্থানে সমুজ্জ্বল ব্যাঘ্রচর্ম্ম। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থান হইতে আহৃত জল পৃথিবীর অন্যোন্য পুণ্য সরোবর, হ্রদ, কূপ, তড়াগের জল, ঊর্দ্ধ প্রবাহ, তীর্য্যকপ্রবাহ, নিম্নপ্রবাহ বিশিষ্ট নদীর জল এই সমস্ত জলপূর্ণ কাঞ্চন ও রজত নির্ম্মিত সহস্র সহস্র ঘটের মুখ ক্ষীরী বৃক্ষের পল্লবে আচ্ছাদিত, প্রতি ঘটের উপরে উপরে কত কত শুক্লোৎপল নীলোৎপল রক্তোৎপল আভা ছড়াইতেছে। যথাস্থানে ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ লাজ কুশ ও পুষ্প সজ্জিত। আটটি রুচিরা সর্ব্বাভরণ ভূষিতা কন্যা. একটি মদমত্ত বারণ, চন্দ্রাংশু বিকচপ্রখ্য, রত্ন খচিত, পাণ্ডুর বর্ণ রামের বীজন জন্য চামর, চন্দ্রমণ্ডল সঙ্কাশ পাণ্ডুর বর্ণ আতপত্র, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত পাণ্ডুর বর্ণ বৃষ, মণিমাণিক্যালঙ্কৃত পাণ্ডুর বর্ণ অশ্ব—সুমন্ত্র এই সমস্ত দেখিতেছেন—আর কত কি ভাবিতেছেন। কত রাজা কত উপঢৌকন লইয়া সমাগত হইয়াছেন। সুমন্ত্রের চক্ষু এই শোভা দেখিয়া জল পূরিত হইতেছে। চারিদিকে বাদকগণ ও বন্দিগণ। সমবেত মহীপতিগণ বলাবলি করিতেছেন—ইক্ষ্বাকু বংশের উপযোগী সমস্ত আভিষেচনিক দ্রব্য আহৃত হইয়াছে কিন্তু "ন পশ্যামশ্চ রাজানমুদিতশ্চ দিবাকরঃ" এখনও রাজাকে দেখিতেছিনা—দিবাকরও উদিত হইয়াছেন; আমাদের আগমন বার্ত্তা রাজাকে কে প্রদান করিবে?

সুমন্ত্র নিকটে আসিয়া রাজাদিগকে বলিতেছেন আপনারা রামের ও রাজা দশরথের বিশেষরূপে পূজনীয়, আমি রাজার আদেশে রামকে আনয়ন করিতে যাইতেছি, কিন্তু আপনাদের বাক্য শুনিয়া আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলাম, আমি আপনাদের আদেশ মহীপতির জ্ঞাপনার্থ চলিলাম।

অতিবৃদ্ধ সুমন্ত্র। অন্তঃপুরে যাইতে সুমন্ত্রের বাধা ছিল না। অন্তঃপুরের তৃতীয় কক্ষ্যায় সুমন্ত্র গিয়াছেন। রাজার শয়নাগারের অতি নিকটে গিয়া তিরস্করণি—যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া রাজাকে স্তব করিতে করিতে সমস্ত রাজগণের অভিপ্রায় জানাইলেন। রাজা প্রতিবুদ্ধ হইয়া সুমন্ত্রকে বলিতে লাগিলেন—

রাম মানয় সূতেতি যদস্যাভিহিতো ময়া।
কিমিদং কারণং যেন মমাজ্ঞা প্রতিহন্যতে॥

সূত! রামকে আনয়ন কর—এই যে আজ্ঞা আমি করিলাম, কি কারণে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘিত হইল? রাজা পুনরায় বলিলেন—

ন চৈব সংপ্রসুপ্তোঽহমানয়েহাশু রাঘবম্।
আমি নিদ্রিত নহি তুমি শীঘ্র রামকে আনয়ন কর।

সুমন্ত্র মস্তক নত করিলেন। "এই চলিলাম" বলিয়া সুমন্ত্র শয়নাগার হইতে রাজমার্গে উপস্থিত হইলেন। ধ্বজ পতাকা শোভিত রাজমার্গ। সুমন্ত্র পুলকাঙ্গ ও প্রমোদান্বিত হইয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন। সকল মুখেই রামাভিষেকের কথা। কি আনন্দ! অবধপুরীতে আনন্দ উচ্ছসিত হইয়া উঠিতেছে। হায় দৈব! এই আনন্দ পরক্ষণেই বিষাদ। কি এই সংসার! শ্রীভগবানকেও ইহা ছাড়েনা। অথবা শ্রীভগবান ইহা দেখাইতে এবং এই অবস্থায় পড়িয়া কি করিতে হয় তাহা জীবকে শিক্ষা দিতেই অবতার গ্রহণ করেন।

সম্মুখে দ্যুতিসমন্বিত কৈলাস সদৃশ রাম মন্দির। ইন্দ্রালয় সদৃশ পুরী। যে মন্দিরে রাম বাস করেন সে মন্দিরও বড় প্রিয়। আমরা ঋষির বর্ণনা না তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই লোভ কেন হয়? কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া রাম মন্দিরের দ্বারে কত কাঙ্গলি বুঝি ঘুরিয়া বেড়ায়। কত পাপী তাপী নিজ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবার জন্য সব ত্যাগ করিয়া বুঝি এই দ্বারে প্রবেশের জন্য অতিথি হয়। আহা! যার ভাগ্যে এই দ্বার উন্মোচিত হয় সে কেমন? যে রম্যভবনে রাম থাকেন তার প্রতি বস্তুটি কি আনন্দ দেয়না? আহা! ইহাদের কি ভাগ্য—শ্রীভগবানের দৃষ্টি যে ইহাদের উপরে পড়ে! কখন না কখন যে শ্রীভগবান্ শ্রীহস্তে ইহাদের কাহাকেও কাহাকেও যে স্পর্শ করেন—কখন বা শ্রীভগবানের চরণধূলি যে ইহাদিগকে স্পর্শ করে। এরূপ যার হয় তার কি ভাগ্যের সীমা আছে? তাই এই বর্ণনা তুলিতেছি।

মহা কপট পিহিতং বিতৰ্দ্দিশত শোভিতম্।
কাঞ্চন প্রতিমৈকাগ্রং মণি বিদ্রুম তোরণম্॥
শারদাভ্র ঘন প্রখ্যং দীপ্তং মেরুগুহা সমম্।
মনিভির্ব মাল্যানাংসুমহদ্ভিরলঙ্কৃতম্

(ক্রমশঃ

শ্রীবাল্মীকি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নামৈব পরমং পুণ্যং নামৈব পরমং তপঃ,
নামৈব পরমো ধর্ম্মো নামৈব পরমো গুরুঃ।
নামৈব জীবনং জন্তো নামৈব বিপুলং ধনম্,
নামৈব জগতাং সত্যং নামৈব জগতাং প্রিয়ম্।
শ্রদ্ধয়া হেলয়া বাপি গায়ন্তি নাম মঙ্গলং,
তেষাং মধ্যে পরং নাম বসেন্নিত্যং ন সংশয়ঃ
যেন কেন প্রকারেণ নাম মাত্রৈক জল্পকাঃ
শ্রমং বিনৈব গচ্ছন্তি পরে ধাম্নি সমাদরাৎ"।

নামই জগতের গুরু, নামই জগতের বীজ (শব্দ হইতে জগৎ) নামই অতি পবিত্র, নামের সদৃশ অন্য ধ্যান নাই নামের সদৃশ অন্য জপ নাই, নাম আশ্রয়ে যে ত্যাগ তাহার মত অন্য ত্যাগ নাই, নামের সদৃশ আর গতি নাই। নামই পরম পুণ্য, নামই পরম তপস্যা, নামই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, নামই পরম গুরু। নামই জন্তুর জীবন, নামই বিপুল ধন, নামই জগতে সত্য, নামই জগতে প্রিয়। বিশ্বাসেই হউক বা অনাদরেই হউক যাহারা মঙ্গল-ধাম নাম গান করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-নাম সর্ব্বদা বাস করেন ইহাতে সংশয় নাই। যেমন তেমন করিয়া হউক যাঁহারা নিরন্তর নাম জপ করিয়া যান তাঁহারা বিনা আয়াসে পরম আদরে পরম ধামে গমন করেন।

আমরাও এই সর্ব্বলোক গৌরব জগত পূজ্য ভগবান্ বাল্মীকির চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া শ্রীঅর্জ্জুনের বাক্যে বলি—

"নমোস্তু নাম রূপায় নমোস্তু নাম জল্পিনে
নমোস্তু নাম শুদ্ধায় নমো নাম মযায় চ"।

নাম—রূপকে নমস্কার, নাম—জাপককে নমস্কার, নাম করিয়া যিনি শুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাকে প্রণাম, যিনি নাম করিয়া নামময় হইয়া গিয়াছেন তাঁহাকে প্রণাম।

(ক্রমশঃ)

অবস্থিত। সমন্তাৎ প্রসারিত পরমপদে অনন্ত বিশ্রান্তিতে ইনি বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছেন। দেখিলেই মনে হয় যেন কোন সুবিমল সমুজ্জ্বলমণি—ইহা, আর কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতেছেনা। ইহা আপন প্রভায় মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে। হেয় উপাদেয় সঙ্কল্প বিকল্প ছুটিয়া গিয়াছে, ইহাঁর মতি—ইঁহার বুদ্ধি সম্যক্‌রূপে প্রবুদ্ধ; ইনি ধীরভাবে অবস্থিত। ভগবান্ ভৃগু এইভাবে পুত্রকে দর্শন করিলেন।

ভগবান্ কাল ভার্গবকে দেখিয়া ভৃগুদেবকে সমুদ্রগম্ভীর নিঃস্বনে বলিলেন ঋষে! এই আপনার পুত্র! "ইনি প্রবুদ্ধ হউন"। ভগবান্ কাল ইহা বলিবামাত্র ভার্গব মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ূরের মত শনৈঃ শনৈঃ সমাধি হইতে বিরত হইলেন, চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই দেখিলেন শশি দিবাকরের ন্যায় দুই দেবতা তাঁহার সম্মুখে। কদম্বলতিকা পীঠ হইতে উত্থিত হইয়া শুক্রদেব তখন সমান মনোহর মূর্ত্তি, বিপ্রবেশধারী হরি হরের ন্যায় সমাগত উভয় দেবতাকে প্রণাম করিলেন। পরস্পর তৎ কালোচিত গৌরব অভিনন্দনাদি অন্তে মেরুপৃষ্ঠে শিলাতলে জগৎ পূজ্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ন্যায় তিনজনে উপবেশন করিলেন।

শান্ত জপ-সমাপিত সমাধি সেই দ্বিজ তখন সমঙ্গাতটে ক্ষরিত অমৃত তুল্য সুন্দর শান্ত বাক্যে উভয়কে বলিলেন, সমকালে সমাগত শীতাংশু ও উষ্ণাংশুর ন্যায় হে দেবদ্বয়! আমি আপনাদিগকে দর্শন করিয়া অদ্য পরম নির্ব্বৃত্তি—পরম শান্তি লাভ করিলাম। আমার যে মনোমোহ শাস্ত্রাধ্যয়নে, তপস্যায়, উপাসনায়, উপনিষদাদি ব্রহ্মবিদ্যায়, বিনষ্ট না হইয়াছিল তাহা আজ আপনাদের দর্শনে ক্ষীণ হইল। মহাপুরুষগণের দর্শনে যে আনন্দ, সে আনন্দ বুঝি নির্ম্মল অমৃত বৃষ্টিও দিতে পারে না। চন্দ্র সূর্য্যের বিচরণে অম্বরতল যেমন পবিত্র হয় আপনাদের চরণ স্পর্শে এই প্রদেশ সেইরূপ পবিত্র হইল। ভূরি তেজস্বী পবিত্রাত্মা আপনাদিগকে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। হে রঘূদ্বহ! ভার্গবের কথা শুনিয়া ভৃগুদেব জন্মান্তরের সেই পুত্রকে বলিলেন পুত্র! আপনাকে স্মরণ কর তুমি এখন প্রবুদ্ধ, অজ্ঞ নও। ভৃগুদেব কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া ভার্গব

ধ্যানোন্মীলিত লোচন হইলেন এবং মুহূর্ত্তমাত্রে আপনার জন্মান্তর দশা স্মরণ করিলেন। বদ্দতাম্বর সেই দ্বিজ আশ্চর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া হসিতমুখে আনন্দিত মনে বিতর্ক মন্থর বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

জয়ত্যবিদিতারম্ভা নিয়তিঃ পরমাত্মনঃ।
যদ্বশাদিদমাভোগি জগচ্চক্রং প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৭।

জগতের জীব পুঞ্জের সীমা কোথায়? জীববৃন্দ আপন আপন কর্ম্ম ফলে চলিতেছে ফিরিতেছে জন্মিতেছে মরিতেছে। স্থির হইয়া আবার এই অসংখ্য জীবের কর্ম্মফল ও জীবের সংসার ভ্রমণ একবার চিন্তা কর বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া যাইবে। আর এই বিস্ময়ের শেষই থাকিবেনা যখন ভাবিতে পারিবে এই অনন্ত কোটি জীব পুঞ্জের কর্ম্ম ফলের ব্যবস্থা করিতেছেন কে? ভগবান্ শুক্র তাই বলিতেছেন অনন্ত জীবের কর্ম্মফল ব্যবস্থাকারিণী পরমেশ্বরের নিয়তি—পরমেশ্বরের মায়াশক্তি—এই নিয়তিরূপধারা ব্রহ্মের জয় হউক। অহো! এই নিয়তি অবিদিত-তারম্ভা—ইঁহার আরম্ভ—ইঁহার কার্য্য বিদিত হইতে পারেন এমন লোক নাই। ইঁহারই বশে এই অতি বিস্তৃত জগচ্চক্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অহো! কি অদ্ভুত! আমি আমার অনন্ত অতীত অবিদিত জন্মপরম্পরাও এবং অনন্ত জন্মের অনন্ত মরণ মূর্চ্ছাদি দুর্দ্দশা ফল সমূহ—অনন্ত দুঃখ মোহ প্রলয়কাল সম্পন্ন বর্ষ-বাত-দাহাদির মত অতিবাহিত হইতে দেখিলাম। আশ্চর্য্য! কতবার রাজদেহ ধারণ করিয়া রাজাদিগের কঠিন সংরম্ভ—দারুণ ক্রোধ ও উদ্যোগ যুক্ত দ্রব্যার্জ্জন ভ্রম দর্শন করিয়াছি; শোকের লেশ মাত্র ও নাই এমন মেরুস্থ দেব ভূমিতে কতই বিহার করিয়াছি, মন্দার-আমোদী, কেশর সংসর্গে অরুণ বর্ণ, মন্দাকিনীর জল কতই পান করিয়াছি এবং তাহার কহ্লার শোভিত তটে কতই ক্রীড়া করিয়াছি। ফুল্ল হেমলতা জড়িত মন্দর কুঞ্জে, সুন্দর পুষ্প শোভিত সুমেরুর কল্পতরুচ্ছায়ায় কতই ভ্রমণ করিয়াছি।

ন তদস্তি ন যদ্ভুক্তং ন তদস্তি ন যৎ কৃতম্ ॥
ন তদস্তি ন যদ্দৃষ্টমিষ্টানিষ্টাসু বৃত্তিষু ॥ ৪২ ॥

আর কি বলিব—অনুকূল প্রতিকূল দশায় পড়িয়া এমন কিছুই নাই যাহা আমি খাই নাই, এমন কিছুই নাই যাহা আমি করি নাই, এমন কিছুই নাই যাহা আমি দেখি নাই। অধুনা যাহা জানিবার তাহা আমি জানিয়াছি, যাহা দেখিবার তাহা আমি পূর্ণ ভাবেই দেখিয়াছি, চিরপরিশ্রান্ত ছিলাম এক্ষণে চিরবিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি, আমার সকল ভ্রম দূর হইয়াছে। পিতঃ এখন চলুন মন্দরস্থিত শুষ্কবনলতার মত আমার শুষ্ক দেহ দেখি। এখন আমার বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত কিছুই নাই তথাপি "নিয়তেরচনাং দ্রষ্টুং কেবলং বিহরাম্যহম্" ৪৫ ॥ নিয়তি রচনা দেখিয়া বিহার করিব এই আমার ইচ্ছা। ইহাতে আমার পতনের আশঙ্কা নাই।

যদতি সুভগমার্য্য সেবিতং তৎ
স্থিরমনুযামি যদেকভাববুদ্ধ্যা।
তদলমভিমতা মতির্ম্মমাস্ত
প্রকৃতমিমং ব্যবহারমাচরামি ॥ ৪৬

কেন আশঙ্কা নাই? যেহেতু আমি একমাত্র আত্মাকেই পরমার্থ সত্য—অন্য কিছুই সত্য নহে ইহা দৃঢ়ভাবে নিশ্চয় করিয়াছি। সেই একভাব বুদ্ধি দ্বারা আমি অত্যন্ত শুভাবহ, আর্য্য ও জীবন্মুক্ত জন সেবিত পথেরই স্থিরভাবে অনুসরণ করিতেছি। আর আমি পূর্ব্ববৎ মূঢ় থাকিব না। আমার পূর্ব্বদেহ জীবনাদিরূপা মতিও যদি কখন সমাগত হয় তাহাতেও আমার কোন ক্ষতি নাই। তবে আমার এই ব্যবহারকে আমি প্রারব্ধ শেষ হইতেছে বলিয়াই মনে করিব।

স্থিতি ১৫ সর্গঃ।

দেহ দেখিয়া বিলাপ—দেহ ধারণে লৌকিক ব্যবহার—অন্তরে জ্ঞান রাখা।

এই ভাবে সংসারগতি বিচার করিয়া সেই তিন তত্ত্বজ্ঞ সমঙ্গাতট হইতে ভৃগুদেবের আশ্রমে চলিলেন। তত্ত্বজ্ঞের আত্মা সর্ব্বব্যাপী

হইয়া স্থির থাকে তথাপি প্রাণক্রিয়া দ্বারা তাঁহাদের দেহের চলন মাত্র হয়। আকাশ আক্রমণ করতঃ ক্রমে মেঘচ্ছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া তাঁহারা সিদ্ধগণের গমন পথ দিয়া এককক্ষণেই মন্দর কন্দর প্রাপ্ত হইলেন। সেই পর্ব্বতের অধিত্যকায়—পর্ব্বতের উর্দ্ধভাগভূমিতে ভার্গব দেখিলেন আপনার পূর্ব্বজন্মোদ্ভব আম্রপত্রাচ্ছাদিত শুষ্কদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, তিনি তখন নিজের দেহ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন "হে তাত! পূর্ব্বে আপনার সুখ সম্ভোগ লালিত এই আত্মার সেই দেহ শুষ্ক হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই আমার সেই দেহ! ধাত্রী স্নেহভরে কর্পূর অগুরু চন্দন দিয়া ইহারই অঙ্গ সকল অনুক্ষণ বিলেপন করিত। এই আমার সেই দেহ! ইহারই জন্য সুমেরুর উপবন ভূমিতে মন্দার কুসুম রচিত শীতল শয্যা রচিত হইত। এই আমার সেই দেহ! প্রেমোন্মত্ত দেবস্ত্রীগণ কতযত্নে ইহারই সেবা করিত। দেখুন সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি কীট ছিদ্রিত হইয়া ইহা আজ ধরাতলে শায়িত। চন্দনোদ্যান খণ্ডে অনুক্ষণ বিলাস করিত—এই আমার সেই দেহ—এখন ইহা শুষ্ক কঙ্কাল মাত্র। সুরাঙ্গনাগণের অঙ্গ আলিঙ্গনে যে দেহে উত্তুঙ্গ অনঙ্গভঙ্গ—কামতরঙ্গ উছলিয়া উঠিত—আমার সেই দেহ আজ চিত্তবৃত্তি রহিত হইয়া শুষ্ক হইতেছে। হা! দেহ! সেই সেই দেবোদ্যানাদিতে বিহার আর সেই সেই বিচিত্র বাল্য যৌবনাদি দশাতে সৌন্দর্য্যালঙ্কার, গীত হাস্য রতি বিলাসে যে তুমি বিভোর থাকিতে আজ তুমি সে সব ছাড়িয়া কিসে সুস্থ আছ? হা হতভাগ্য তনু! এখন তুমি শব নাম পাইয়াছ, এখন তুমি শুষ্ক কঙ্কাল—অস্থি মাত্র বিশেষ—আমি তাপস আমাকেও তুমি বিভীষিকা দেখাইতেছ! যে দেহ লইয়া কত বিলাসে আনন্দ করিয়াছি সেই দেহ আজ কঙ্কাল—সেই দেহ দেখিয়া আজ ভয় পাইতেছি! যে বক্ষে তারাদল সম উজ্জ্বল হার বিলীন থাকিত সেই বক্ষের উপরে দেখুন পিপীলিকা শ্রেণী সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। যে দেহের গলিত সুবর্ণ কান্তি অতি সুন্দরী স্ত্রীলোকেরও লোভ জন্মাইত—কাম ভোগ স্পৃহা জাগাইত দেখুন আজ সেই দেহ এই ভীষণ কঙ্কালতা ধারণ করিয়াছে; দেখুন আমার ভাগ

সংশুষ্ক বিস্তৃত মুখ বিবর—কঙ্কাল বিকৃত হইয়া বন্য মৃগগণেরও ভীতি-প্রদ হইয়াছে। দেখুন আমার শব কঙ্কাল দেহের উদর সূর্য্য রশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া যেন বিবেক শোভায় উদ্ভাসিত মত বোধ হইতেছে।

আমার এই পরিশুষ্ক তনু অচল শিলাখণ্ডে চিৎ হইয়া উর্দ্ধমুখে আপনার কুৎসিৎ রূপ দেখাইয়া সাধুগণের অন্তরে যেন বৈরাগ্য উপদেশ করিতেছে। শব্দ রূপ রস স্পর্শ গন্ধ—এই সমস্ত বিষয়ভোগের লোভ হইতে মুক্ত হইয়া আমার এই দেহ যেন নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা এই পর্ব্বতে শুষ্ক হইতেছে তপস্যা করিতেছে।

মুক্তা চিত্তপিশাচেন নূনং সুখমিবাস্থিতা।
তনুর্দৈবতভঙ্গেভ্যো ন বিভেতি মনাগপি ॥ ১৯
সংশান্তে চিত্তবেতালে যামানন্দকলাং তনুঃ।
যাতি তামপি রাজ্যেন জাগতেন ন গচ্ছতি ॥ ২০

চিত্ত পিশাচ এই দেহটাকে ছাড়িয়া গিয়াছে তাই এটা সুখে অবস্থান করিতেছে, দৈব উৎপাতাদিতে ইহা কিছুমাত্রও ভীত হইতেছে না। চিত্তবেতাল সংশান্ত হওয়ায় আমার এই দেহ, যে আনন্দকলা—আনন্দ চমৎকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝি ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রাপ্তিও ইহাকে সে আনন্দ দিতে পারেনা।

পশ্য বিশ্রান্ত সন্দেহং বিগতাশেষ কৌতুকম্।
নিরস্ত কলনা জালং সুখং শেতে কথং বনে ॥ ২১

দেখুন মনটাই ত দেহ—ইহার সকল সন্দেহের বিশ্রান্তি হইয়াছে, ইহার অশেষ কৌতুক বিগত হইয়াছে, ইহার সমস্ত কল্পনা জাল নিরস্ত হইয়াছে, ইহা এই বনভূমিতে কেমন সুখে শয়ন করিয়া আছে। চিত্ত মর্কটের উপদ্রবে দেহবৃক্ষের শাখা পল্লবাদিই যে শুধু চালিত হয় তাহাই নহে কিন্তু বৃক্ষটা এতবেগে চালিত হয় যে ইহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়া যায়। যায় না কি? কাম ক্রোধাদির চাপল্যে দেহটাত সদাই ক্ষুব্ধ—অন্তরে কিছুই আর ভাল লাগেনা। বিবেক সদ্বাসনা ইত্যাদি শাখা-পল্লবে চিত্ত মর্কট ত সদাই নাড়া দিতেছে। শুধু কি তাই—শেষে বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া জীবকে অন্ধকারে ফেলিয়া পালাইতেছে।

করিতেছে। এই মন্দরে এই ভীষণ পর্ব্বতে আমার এই দেহ চিত্তরূপ অনর্থ মুক্ত হইয়া অগ্নি হস্তী মেঘ ও সিংহ ইহাদের বৈরভাব প্রসূত যুদ্ধার্থ প্রতিগর্জ্জন কিছুই লক্ষ্য করিতেছেন। অধিকন্তু যেন পরানন্দ পূর্ণ হইয়া ভরিত হইয়া আছে।

সর্ব্বাশাজ্বর সংমোহ মিহিকাশরদাগমম্।
অচিত্তত্বং বিনা নান্যচ্ছ্রেয়ঃ পশ্যামি জন্তুষু॥ ২৪

অচিত্ততা—চিত্তশূন্যতা-মনোনাশ রূপ শরদাগম ভিন্ন মানুষের কল্যাণ হইতে পারে এমন কিছুই আর দেখি নাই। কারণ শরদাগম ভিন্ন মিহিকার—সর্ব্বদিক আচ্ছাদনকারী কুয়াসার যেমন উপশম হয় না সেইরূপ জীবেরনিখিলকুআশারূপ জ্বর-এবং তজ্জনিত মোহ—প্রকাশ স্বরূপের আবরক অজ্ঞান—ইহার উপশম চিত্তনাশ ভিন্ন আর কিছুতেই হইতে পারেনা।

ত এব সুখ সম্ভোগ সীমান্তং সমুপাগতাঃ।
মহাধিয়া শান্তধিয়ো যে যাতা বিমনস্কতাম্॥ ২৫

যাঁহাদের বুদ্ধি অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা পরমোন্নতি লাভ করিয়াছে, যাঁহাদের বুদ্ধি রাগদ্বেষাদি ব্যাপারের উপশম জন্য শান্ত হইয়াছে, এই জন্য যাঁহারা মনকে ক্রিয়াশূন্য করিয়া বিমনস্কতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই যথার্থ সুখ সম্ভোগের সীমান্তে উপনীত হইয়াছেন।

সর্ব্বদুঃখ দশা মুক্তাং সংস্থিতাং বিগতজ্বরাম্।
দিষ্ট্যা পশ্যাম্যমননাং বনে তনুমিমামহম্॥ ২৬

পরম ভাগ্যোদয়েই আজ আমি এই বনে মদীয় মনন ক্রিয়াশূন্য, সর্ব্বদুঃখদশা মুক্ত, সর্ব্বশারূপ জ্বর মুক্ত এই শরীর দেখিতে পাইলাম। আমি আমার এই দেহকে আর কখন বিগতজ্বরও দেখিনাই, মনশূন্য হইয়া থাকিতেও দেখি নাই সেইজন্য সর্ব্বদুঃখদশাশূন্য ইহাকে কখন দেখি নাই। এই আজ দেখিলাম।

রাম—ভগবান্ আপনি ত সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ। আমি জিজ্ঞাসা করি ভার্গব ত পুনঃপুনঃ বিবিধ শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। ভৃগুজাত দেহ ত বহুপূর্ব্বে পরিত্যক্ত—ইহা স্মৃতিতে না থাকিবারই কথা। তবে

সেই কঙ্কাল বিশিষ্ট দেহ দেখিয়া তৎপ্রতি ভার্গবের এত স্নেহ কেন হইল এবং সেই শরীরের জন্যই বা এত আক্ষেপ কেন উঠিল?

বশিষ্ঠ—শুক্রের এই অধুনা কঙ্কালবিশিষ্ট, পূর্ব্বে ভৃগুজাত দেহের উপর মমতা কেন হইল এই ত রাম তোমার প্রশ্ন—উত্তর শ্রবণ কর। ভৃগুজাত এই দেহ কিরূপে জন্মিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলেই সমস্ত বুঝিবে। কলনাই জীব হয়। পূর্ব্বকল্পে প্রাণের যখন উৎক্রমণ হয় সেই প্রাণোৎক্রমণ সময়ে ভাবি দেহ ধারণের যে ভাবনা তাহাই কলনা। পূর্ব্বকল্পে প্রাণের উৎক্রমণ সময়ে শুক্রের যে কলনা ভৃগু-উৎপাদ্য দেহাকারে ছিল তাহাই আজ এই কঙ্কালবিশিষ্ট শুক্র-দেহ। শুক্রকলনা ভৃগুৎপাদ্য দেহ লইয়া পিতার সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। মধ্যে অপ্সরাদর্শন ঘটিত ব্যাপার ঘটায়—অপ্সরাদি লাভের কাল উপস্থিত হওয়ায় আদি কলনা জাত গ্রহাদিপ্রাপক তপস্যার কর্ম্মফল অবরুদ্ধ থাকে। বহুকাল পরে আবার সেই প্রাক্তন বাসনা—বদ্ধ শরীর দেখিয়া, প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগ জন্য শুক্রের সেই ভৃগুজাত দেহের প্রতি মমতার উদয় হয়।

রাম—পূর্ব্বকল্পে শুক্রের কলনা ভৃগুৎপাদ্য দেহাকার প্রাপ্ত হইয়াছিল কিরূপে তাহাও বলুন।

বশিষ্ঠ—প্রাণের উৎক্রমণ সময়ে জীবের পূর্ব্বকল্পের জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুদায়ের অবশ্যম্ভাবী ফলই হইতেছে পর পরবর্ত্তী দেহপ্রাপ্তি। শুক্র নবগ্রহের অন্যতম। পূর্ব্বকল্পে শুক্রদেব যে শরীরে গ্রহাধিকার প্রাপক তপস্যা করিয়াছিলেন—সেই শরীর নাশের সময়—অর্থাৎ সেই শরীরপ্রবিষ্ট প্রাণের উৎক্রমণ সময়ে—মরণ মূর্চ্ছাকালে—শুক্রদেবের তপস্যাজনিত শুভাদৃষ্ট, বাসনাকারে তদীয় কর্ম্মাশয়ে জড়িত ছিল। সেই সময়ে মহাপ্রলয়ের কাল উপস্থিত হওয়ায় ঐ কর্ম্মাশয় কার্য্যকারী হইতে পারে নাই। মহাপ্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি যখন আরম্ভ হয় তখন ঐ শুক্রজীব প্রথমে আকাশ ভাব প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি।

শুক্রস্য কলনা রাম যাসৌ জীবদশাং গতা।
কর্ম্মাত্মিকা সমুৎপন্না ভৃগোর্ভার্গব রূপিণী॥ ২৯

কলনা-প্রাক্তনোৎক্রান্তিকালিকী ভাবিদেহাকারকলনা।

শুক্রস্য সাম্প্রতিক গ্রহপদাধিকারোপভোগ-প্রয়োজক প্রাক-জন্মানুষ্ঠিত সৎকর্ম্মাণাম উৎক্রান্তি কালে এতৎ-কল্প ভাবিভৃগুৎপাদ্য-শরীরাকারেণ পরিণতানাং তাদৃশ-আকার-বাসনাত্মনৈব প্রলয়ে চির-অবস্থানাৎ আকাশাদিক্রমেণ এতৎকল্পে ভৃগুশরীরোৎপত্তৌ অন্নদ্বারা প্রাণাপানপ্রবাহেণ তৎ-হৃদয়ং প্রবিশ্য রেতোরূপ-পরিণাম দ্বারা চিরাভ্যাসদৃঢ়ীকৃত-প্রাক্তন-কামকর্ম্মবাসনানুসারেণৈব শুক্রদেহারম্ভাৎ তেন কতিপয় কর্ম্মভোগেপি ভোক্তব্য প্রারব্ধ কর্ম্মণাং বহুনাং অবশিষ্টত্বাৎ শুক্রস্তস্মিন্ স্নেহাতিশয়ো ন দেহান্তরেষু তদ্‌ভোগ্য-কর্ম্মণাং-অনবশেষাৎ-ইতি আশয়েন-উত্তরং বশিষ্ঠ আহ-শুক্রস্যেত্যাদিনা। পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি আরও বিশদরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকল্পে শুক্র গ্রহত্ব লাভ করিয়া তপস্যা করেন। তপস্যা করিলেও অন্যপ্রারব্ধ কর্ম্মও তাঁহার ছিল। ঐ দেহে যখন শুক্রদেবের প্রাণোৎক্রমণ হয় তখন তাঁহার তপস্যাজনিত কর্ম্ম সমুদায় বাসনাদ্বারে তদীয় কর্ম্মাশয়ে প্রবিষ্ট থাকে। তখন মহাপ্রলয় হইতেছিল কাজেই এই কল্পে ভাবি-ভৃগুৎপাদ্য শরীরাকারে-তাঁহার পূর্ব্ব বাসনা পরিণত হইতে পারে নাই। প্রলয়ের পরে যখন সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল তখন সেই প্রাক্তন-বাসনা প্রথমে মায়াচ্ছন্ন সগুণ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া ভূতকাশাদি ভাব প্রাপ্ত হয়, পরে বায়ু চালিত হইয়া পৃথিবীতে শস্যভাব, পরে ভৃগুদেবের খাদ্য হইয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে, পরে প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়াতে তাঁহার শরীরে উহা রেতঃ হইয়া পরে তাঁহার ভার্য্যার উদরে প্রবেশ করে—করিয়া শুক্রদেবকে এই শরীর প্রদান করে। এই শরীরের কর্ম্মভোগ যখন হইতে থাকে তখন পূর্ব্বকল্পেরও প্রারব্ধ ভোগের সময় আইসে। সেইজন্য অপ্সরাঘটিত ব্যাপার ঘটে তাহে গ্রহাধিকার জনিত তপস্যার ফল অবরুদ্ধ থাকে। শুক্রদেব এ শরীর ধারণ করিয়া পূর্ব্ব প্রাক্তন কর্ম্মভোগ করেন। শেষে

শ্রীগীতা।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ আলোচিত।

"মাতেব হিতকারিণী" শ্রুতি জীবের চরমলক্ষ্য নিত্যানন্দময় ধামের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিতেছেন "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" সেই পথে প্রবল পুরুষকারের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা বাক্য প্রয়োগে শ্রীগীতা বলিতেছেন "মামেকং শরণং ব্রজ" এই উত্তেজনা ও আশ্বাসবাণীই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। আলোচক তাঁহার আজীবন সাধনা এবং বিশ বৎসরকালব্যাপী গীতা স্বাধ্যায়ের ফলে যে ভগবৎ-কৃপা ও অনুভূতি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি প্রতি-শ্লোকের গভীর তত্ত্ব সমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। অনেকেই বলেন গীতার এমন বিশদ ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। এই অভিমতের সত্যাসত্য নিরূপণের নিমিত্ত আমরা সুধী সমাজকে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীগীতা তিনখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য বাঁধাই ৪॥০ টাকা, মোট ১৩॥০ টাকা।

উৎসব সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় প্রণীত

অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

গীতাপরিচয় তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ—শ্রীভগবানের উত্তেজনা ও আশ্বাস-বাণী প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রীগীতা পাঠের প্রয়াস। গীতাপরিচয় শ্রীগীতার অনেক পরিচয় বলিয়া দিতে পারিবে। গীতাপরিচয় পাঠ করিলে শ্রীগীতার রসাস্বাদন না করিয়া থাকা যায় না ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ভদ্রা—২য় সংস্করণ মহাভারতের সুভদ্রা চরিত্র অবলম্বনে এই গ্রন্থখানি আধুনিক উপন্যাসের ছাঁচে লিখিত হইয়াছে। বিবাহ জীবনের নবানুরাগ কোন দোষে নষ্ট হয় এবং কি করিলে উহা স্থায়ী হয়, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দর রূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ পরিশিষ্ট ভাগে জীবের পতন ও উত্থানের আলোচনা এতদূর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই উহা পাঠে এক অপূর্ব্ব তথ্য অবগত হইবেন এবং সাধক তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার এক বিশেষ উপাদান পাইবেন, ইহা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি—মূল্য আবাঁধা ১।০ আনা বাঁধাই ১৸০ মাত্র।

কৈকেয়ী—২য় সংস্করণদোষী ব্যক্তি কিরূপে অনুতাপ করিয়া পুনরায় শ্রীভগবানের চরণাশ্রয়ে পবিত্র হইতে পারেন তাহা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার রামায়-ণের কৈকেয়ী চরিত্র অবলম্বনে আলোক ও আঁধারের রেখা সম্পাতে পাপপুণ্যের এক অভিনব আলেখ্য চিত্র করিয়াছেন মূল্য ॥০ আনা মাত্র।